শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা- ১-৫০
১৩৫৫-১৩৫৬

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

দ্বাবিংশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৫০)

——:০:——

সসঙ্ঘ-সম্পাদক
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

——:০:——

ঢাকা মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বাবিংশ-বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্বার্দ্ধের
প্রবন্ধ-সূচী

P27547

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
দ্বাবিংশ-বর্ষারম্ভে নিবেদন	১-২।১
বক্তা	১-২।৫
চাতুর্ম্মাস্যে শ্রীশ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবাস	১-২।১০
সঙ্ঘ-সন্দেশ [শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজের শ্রীগুরুবোত্তমধামে শুভবিজয় ও শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকট অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীরথযাত্রা-দর্শন; কটক, চতুর্দ্দাঁত, বালেশ্বর-প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন-লীলা। শ্রীপাদ গোবিন্দদাসজীর শ্রীগুরুতত্ত্ব-প্রাপ্তি, বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে পিতৃশ্রাদ্ধ]	১-২।১৬
শ্রীশ্রীআচার্য্যাবির্ভাব-তিথি	১-২।১৮
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবের উৎসব-পঞ্জী প্রভৃতি	১-২।১৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	৩-৪।২০
স্মৃতি ও বিস্মৃতি	৩-৪।২৪
শ্রীনামবাস ও শ্রীহরিভজন	৩-৪।৩২
(ইহার মুদ্রাকর-প্রমাদ)	৭-১০।১৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজের পরিভ্রমণ-লীলা, শ্রীরামকেলি-সংবাদ, কটক শ্রীশক্তিজানন্দমঠে বার্ষিক-মহোৎসব, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহোৎসবের সংবাদ, শ্রীব্রজদর্শন]	৩-৪।৪২
"তব নিজ-জন, কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি"	৫-৬।৫৫
(ইহার মুদ্রাকর-প্রমাদ)	৭-১০।১৯,২৯
ভক্তিসাধকের প্রতি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ	৫-৬।৫৭
সঙ্ঘ সন্দেশ [শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজের জয়পুর, ঝড়াপুর-প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয়, শ্রীব্রজসন্দেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহোৎসব; উত্তরবঙ্গে শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ]	৫-৬।৭৪
প্রচার ও কীর্ত্তন	৭-১০।৭৬
পরিচর্য্যা-পরিষৎ	৭-১০।৮৮
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজ	৭-১০।৯৪ ; ১১-১৪।১২২ ; ১৫-১৬।১০৯ ; ১৭-২০।১৬৩ (বিচরণ-লীলা) ; ২১-২৪।১৮৪
সঙ্ঘ-সন্দেশ [শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-পূজা, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা বৃদ্ধার শ্রীনামবরঃ প্রাপ্তি]	৭-১০।৯৬
শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণোৎসব [নিমন্ত্রণপত্র ও উৎসব-পঞ্জী প্রভৃতি]	৭-১০।৯৭
শ্রীগুরুবিড়ম্বনা	১১-১৪।১০০
(ইহার সংযোজন)	১১-১৪।১২২
অভাববোধ ও অযোগ্যতার অনুভূতি [পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনয়দাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন]	১১-১৪।১১৯
শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত [পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্য-পুরাণ-ন্যায়তীর্থ]	১১-১৪।১২১
সঙ্ঘ-সন্দেশ [শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণোৎসব-প্রসঙ্গ, শ্রীউর্জ্জব্রতারম্ভ]	১১-১৪।১২৩
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর আচার ও শিক্ষা	১৫-১৬।১২৩
পারমার্থিক প্রসঙ্গ ['দৈন্য-নাবিত্র-ব্রাহ্মণতা', 'শ্রীধাম-বাস কি ?', 'মাধুকরী ভিক্ষা']	১৫-১৬।১৩২
ললিতা-সপ্তমী	১৫-১৬।১৩৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব]	১৫-১৬।১৪২
কি-ভাবে বাঁচিব ?	১৭-২০।১৪৩
সঙ্গ ও মুক্তি	১৭-২০।১৫০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবৈশিষ্ট্য	১৭-২০।১৫৭
সঙ্ঘ-সন্দেশ [শ্রীশ্রীমধুরাগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-গণের নবগৃহে শুভবিজয়, নাম্বুদ্রীগঞ্জে কীর্ত্তন, শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব, শ্রীপাদ ক্ষেত্রপালদাস প্রভুর শ্রীধামব্রজোলাভ]	১৭-২০।১৬৬
শ্রীশ্রীগৌরপ্রভুর কৃপা-বৈশিষ্ট্য	২১-২৪।১৫৭
শ্রীবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ	২১-২৪।১৭০
শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব	২১-২৪।১৭৩
নিদান-চিকিৎসা	২১-২৪।১৭৬
শ্রীমাধব-বাস	২১-২৪।১৮৬
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল মহেশ-পণ্ডিত, শ্রীল-শ্রীজীব-প্রভু, শ্রীশ্রীল জগদীশ-পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরো-ভাবোৎসব; কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ, পাশ্চাত্য নববর্ষ]	২১-২৪।১৮৮
শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর	২৪।১৯১
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গাবির্ভাব-মহামহোৎসব	২৪।২১৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

দ্বাবিংশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(বঙ্গাব্দ ১৩৫০ মাঘ হইতে আষাঢ় ১৩৫১)

—:০:—

সসঙ্ঘ-সম্পাদক
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

—:*:—

ঢাকা মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৮

দ্বাবিংশ-বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম	২৬-২৯।১১৯
শ্রীপাট-খেতুরী	২৬-২৯।১৩৫
বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া- ঠাকুরাণী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-উৎসব; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব; শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব; শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভাগলপুরে অবস্থান; শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব; শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব; শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সেনগুপ্তের স্বধাম-প্রাপ্তি]	২৬-২৯।২৪৩
Notice of the Annual General Meeting	২৬-২৯।২৪৪
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৫০তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ	৩০-৩৭।২৫৫
আবেদন ও আবশ্যক	৩০-৩৭।২৬৮
শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর	৩০-৩৭।২৭৬
প্রস্থানকালে শ্রীহরিস্মরণ	৩০-৩৭।২৭৯
উক্ত প্রবন্ধের সংযোজন	৩৮-৪৪।৩০৪
ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতির বেশাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান	৩০-৩৭।২৮৭
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজ	৩০-৩৭।২৭১
শ্রীশ্রীকেশব-ভারতীমঠ [শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণদাস অধিকারী প্রভু]	৩০-৩৭।২৭৪
সাময়িক প্রসঙ্গ [শ্রীপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজয়ন্তী, নববর্ষ, 'গৌড়ীয়-মিশনে'র কাউন্সিল-সভা ও সাধারণ সভা]	৩০-৩৭।২৭৫
শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু	৩৮-৪৪।২৭৭
শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে উৎসব [শ্রীস্নানযাত্রা, শ্রীজগন্নাথে উৎসব, শ্রীল বক্রেশ্বরাবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীবাস-বিরহোৎসব, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব, বিবিধ-উৎসব]	৩৮-৪৪।২৯১
স্বধামে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ	৩৮-৪৪।৩০৩
শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব	৩৮-৪৪।৩০৪
শ্রীগৌরশক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ	৪৫-৪৯।৩০৫
শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু	৪৫-৪৯।৩১১
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের মজিদপুর ও ভাগলপুরে শুভবিজয়; শ্রীপাদ গদাধরচৈতন্য দাসাধিকারী প্রভুর শ্রীক্ষেত্রযাত্রা-প্রাপ্তি; স্বধামে সুহৃৎ প্রফুল্লচন্দ্র রায়]	৪৫-৪৯।৩২৮
শ্রীপঞ্চরাত্র	৪৭-৫০।৩২৯
বর্ষশেষে নিবেদন	৪৭-৫০।৩৪৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-উৎসব	৪৭-৫০।৩৪৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫০ ; ৩১শে জুলাই, ১৯৪৩ | ১ম-২য় সংখ্যা।

দ্বাবিংশ বর্ষারম্ভে নিবেদন

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত "একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র" 'গৌড়ীয়' তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য করুণাশক্তি-প্রভাবে অগণিত বাধা-বিঘ্নের মস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া দ্বাবিংশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-কটাক্ষ আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিতাধম অযোগ্যতম তৃণাদপিসুনীচতাভাসের উপর যে বর্ষিত হইতেছে, তাহা এই দ্বাবিংশ-বর্ষ-কাল শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-প্রচার-সেবানুসরণ করিবার এই ক্ষীণ প্রয়াসাভাসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যে-দিন হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-বিশ্বে 'গৌড়ীয়ে'র আবির্ভাব করাইলেন, সেই দিন হইতেই 'গৌড়ীয়ে'র সুহৃদ্বারূপে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতা ও 'গৌড়ীয়ে'র সেবা-সাতুর্য্য-বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়-বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কাহের পুত্তলিবৎ আমরা 'গৌড়ীয়ে'র যে সেবার অধিকারটুকু লাভ করিয়াছি, তাহার মূলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের স্নেহ-কৃপাময়ী দৃষ্টিই জয়যুক্ত হইয়াছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ নীরাগ-বক্তা, নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, নিত্যসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-দিক্‌পাল। তিনি একাধারে অদ্বৈতপূর্ব্ব অভিমর্ত্ত্য শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী শ্রীব্যাসদেবের "গণেশ", আবার স্বয়ংই তিনি "ব্যাস"—নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য-ভাস্কর। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের—শ্রীভাগবত-সম্বন্ধের নিত্যসিদ্ধ শ্রৌত বক্তা। কেবলমাত্র তাঁহার পোষাকে সজ্জিত করিয়া আমাদের যে লেখন-প্রয়াস, তাহা শুকের পঠনের ন্যায়

বা ভোতাপাখীর বাক্যোচ্চারণের ন্যায়। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-শক্তির শক্তি-সঞ্চারিত না থাকিলে সরাগ বক্তা, সরাগ লেখক, নিতান্ত বদ্ধ, দেহ-গেহাসক্ত, আচারহীন, অনুভব-হীন, শ্রুতিহীন, মেধাহীন, সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতাহীন ব্যক্তির কোনই মূল্য নাই। তাই একবিংশতিবর্ষকাল 'গৌড়ীয়ে'র সেবানুসরণের মধ্যে যে গৌরব, তাহা সকলই শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের। যাহা কিছু অশোভন, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটবাদি দোষ, তাহা সকলই সরাগ লেখকের।

দক্ষীর (ডাঙ্গার) নাহারে মহাবদান্যোৎসবে পুলায়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত শ্রীভগবৎপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। তথায় কোন প্রসাদসম্মানকারী সুধীই দক্ষীর দোষ-গুণ বিচার করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন না। সকলেই শ্রদ্ধাপূতচিত্তে মহাবদান্যোৎসবের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীগৌরহরি, তাঁহার আরাধ্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্ভুক্তিষ্ট শ্রীভগবৎপ্রসাদেরই প্রশংসাজয়কারী মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন। দক্ষী যে আকারের বা যে উপকরণের দ্বারাই নির্ম্মিত থাকুক না কেন, তদ্দ্বারা কিছু শ্রীমহাপ্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব ও প্রশংসাজয়কারী গুণ ক্ষুণ্ণ হয় না, সেইরূপ কোন সরাগ লেখক দক্ষীর ন্যায় শ্রীগুরুবর্গের হস্তধৃত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করে বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ শ্রীগৌরশক্তিরই বিতরণ-কার্য্য; দক্ষী কিছু পরিবেশক নহে। অতএব কাষ্ঠের পুত্তলিবৎ বা যন্ত্রবৎ দক্ষীর পরিবেশন-কার্য্য দেখিয়া সুধী-বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই শ্রৌতবাণীর পরিবেশন-কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতে পারেন না।

'গৌড়ীয়' চতুর্দ্দশবর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রীঅরুণপ্রসাদ সহস্তে ১৪শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় 'দ্বাদশোদ্বাহ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"চতুর্দ্দশবর্ষ-যাবৎ গৌলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তন শ্রীরামদেবার লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ-ব্রতপালনের ন্যায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে।"

চতুর্দ্দশ বর্ষের পর আরও সপ্ত বর্ষ অর্থাৎ একবিংশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ভাষায় বলিতে গেলে "এই একবিংশ বর্ষকাল 'গৌড়ীয়' শ্রীপরশুরাম-কর্ত্তৃক ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বিরোধী ক্ষাত্র-বলকে একবিংশতিবার নির্ম্মূল করার ন্যায় শুষ্ক, অকিঞ্চনা ভক্তির বিরোধী যাবতীয় নাস্তিক্য মতবাদ-পুঞ্জকে একবিংশতি বৎসর খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়া শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-শুদ্ধভক্তির ধ্বজা শ্রীভক্তিসন্দর্ভের মুদিঙ্গাদ্য-কীর্ত্তনমুখে উত্তোলন করিয়াছেন।

'গৌড়ীয়' মঠ ও বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈকুণ্ঠবাণী। সেই বৈকুণ্ঠ-বাণী কোন প্রাকৃত জগতের সম্পত্তি-বিশেষ নহে। একমাত্র শুদ্ধ শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ই শ্রুতিমুখে সেই বাণীর উত্তরাধিকারী। শ্রুতি বা গুরুমুখী ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণেরই উপজীব্য অপ্রাকৃত সম্পত্তি।

লৌকিকী শ্রদ্ধা 'গৌড়ীয়'-পাঠকের অতি প্রাথমিক যোগ্যতা হইলেও লৌকিকী শ্রদ্ধার পূর্ণতায় যে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাই 'গৌড়ীয়'-পাঠকের প্রকৃত যোগ্যতা। তাঁহাদিগকেই গুরুবর্গ 'গৌড়ীয়ে'র প্রকৃত শ্রদ্ধালু পাঠক বলেন, যাঁহাদের 'গৌড়ীয়ে'র সঙ্গ ব্যতীত চিত্তে বেদনা উপস্থিত হয়—'গৌড়ীয়' না পাইলে চিত্তে যাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুধা ও অভাব অনুভব করেন। ব্যথা-অনুভব ও সাময়িক কৌতূহল-নিবারণের ইচ্ছা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ব্যাপার। নূতন 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইলে কি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, 'ভাল-ভাল' তাহা দেখিয়া অন্ত কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টা ও 'গৌড়ীয়ে'র কথা-সমূহ বিস্মৃতির অতল-গর্ভে নিক্ষেপ করাই 'গৌড়ীয়ে'র প্রতি অশ্রদ্ধার অনন্ত উদাহরণ। যাঁহাদের 'গৌড়ীয়ে'র সিদ্ধান্তের প্রতি ধ্যান নাই, তাঁহারাই সাময়িক কৌতূহল-পরিতৃপ্তিকারী অশ্রদ্ধালু পাঠক বা গ্রাহক। এইরূপ অশ্রদ্ধালু পাঠকগণ সামান্য কিছু সকাম 'ভেট' দিয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-ছলনার ন্যায় যে কৌতূহল-কাম চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন, উহাকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গ বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন। এইরূপ অশ্রদ্ধালু পাঠকের চাঁদা বা তথাকথিত ভিক্ষা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কি মঠবাসীর অভিনয়ে, কি চাঁদাদাতৃ-গৃহস্থ বা সাধারণ পাঠকের অভিনয়ে এই শ্রেণীর ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র প্রতি প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধালু। স্পষ্ট অশ্রদ্ধালু হইতে প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধালু আরও ভয়ঙ্কর। সুতরাং ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অতি প্রাথমিক যোগ্যতা যে, "আছে শ্রদ্ধা", তাহা না থাকিলে 'গৌড়ীয়ে'র লেখক, পাঠক বা গ্রাহকের অভিনয় অত্যন্ত অপরাধময় কুনাট্য-বিশেষ। 'গৌড়ীয়ে'র সেবকমাত্রেরই নিকট এই মূল কথাটির পুনরাবৃত্তি 'পিষ্টপেষণ'-ন্যায় নিরর্থক।

গত একুশ বৎসর-যাবৎ 'গৌড়ীয়ে'র ভিক্ষা তিন মুদ্রা ছিল। কিন্তু এ বৎসর পৃথিবীর যেরূপ পরিস্থিতি, তাহাতে 'গৌড়ীয়ে'র মূল্য আর এক মুদ্রা বৃদ্ধি করা হইল। রৌপ্য-মুদ্রা বা পার্থিব-মুদ্রার দ্বারা 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না; কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূল্যে 'গৌড়ীয়' বিতরিত হইবে। 'গৌড়ীয়ে'র চারি-মুদ্রাত্মক শ্রদ্ধা-মূল্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায় এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন,—

(১) **শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি,** (২) **শরণাপত্তি-লক্ষণা সেবোন্মুখতা,** (৩) **ব্যবহারে অকার্পণ্য**—তদন্তর্গত অতি-ভোগ বা অতি-ত্যাগ-শূন্য ত্যাগ ও (৪) **ভগবৎসম্বন্ধি-দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস।** অথবা (১) প্রাণ, (২) অর্থ, (৩) বুদ্ধি ও (৪) বাক্য—এই চারিপ্রকার মুদ্রা বা সর্ব্বস্ব সমগ্র জীবনীশক্তির সহিত অনন্যভাবে আত্ম-নিয়োগ।

যিনি একটু আকুপাকু-ভাব প্রদর্শন করেন, একটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বা কাপট্যবশতঃ অথবা নিসর্গশিচ্ছিল-স্বভাব-বশতঃ অশ্রু-বিসর্জ্জন, কিংবা একটু মনমরাভাব, মৌখিক সহানুভূতি, দৈন্যাদি প্রদর্শন, মঠের প্রশংসার ছলনা, মঠের প্রচারকগণকে তোষামোদাদি, চতুর্বিধ ধনের দ্বারা তাঁহাদের উদরপূর্ত্তি করান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি করা অথবা সাময়িক উচ্ছ্বাস, কিছু কর্পূরসাধন-বুলি বা কিছু দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া বিদায় দেন, সেরূপ ব্যক্তি 'শ্রদ্ধালু'-পদবাচ্য নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের সুখের জন্য যে সমগ্র জীবনীশক্তি বলি দিতে চাহেন, যে কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপের অধিবাসী হইতে চাহেন, যে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি ও বাক্যের মাঠা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জীবনীশক্তি-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানরূপা সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত,—ইহা দেখিয়াই শ্রদ্ধালু নির্ণয় করিতে হইবে। কল্পনা, মুখের কথা, লোক-দেখান আনুগত্য বা অযৌক্তিক প্রকৃতি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে,—ইহার অন্তরালে অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধের বহু পচা-জল অবস্থান করিতে পারে। বয়স, জাতি পাণ্ডিত্য, ধনত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুদীর্ঘকাল মঠে বা সম্প্রদায়ে অবস্থানের অভিনয়—এই সকল শ্রদ্ধার মাপকাঠি নহে।

গত একুশ বর্ষকাল কে কত সময় 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া কতটা লাভবান্ হইয়াছেন, তাহার পরীক্ষা হইবে, কে কতটা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার নিজ-জনগণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই জলন্ত ও স্পষ্ট সত্যের মধ্যে,—ইহাই শ্রীশ্রীআচার্য্য-বাণী।

শ্রদ্ধার এই সকল লক্ষণ শ্রবণ করিয়া মাদৃশ দুর্ব্বলতম আচরণহীনের হতাশ বা ত্রস্ত হইবার কারণ নাই; যেহেতু শ্রীশ্রীবলদেবের কৃপা-বলই দুর্ব্বলতমের সম্বল। বলী শ্রীগুরু-বর্গের শ্রীপাদত্রাণের ধূলিকণা সংলগ্ন হইয়া থাকিবার নিষ্কপট অভিলাষ থাকিলে নিশ্চয়ই হতাশের প্রাণেও আশার সঞ্চার হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলেই দুর্ব্বলতম ব্যক্তিও কোটি-কোটি জন্ম পরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের বলি হইতে পারিবে। শ্রীশ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা অযোগ্যতমের প্রতিই অধিক বর্ষিত হয়।

নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥
এমন নির্দ্দয় মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-সংসারে॥

একবিংশবর্ষ প্রচারকালের মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে একটি বিরাট্ ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইতে শ্রদ্ধালু ভাবী যুগ সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের বহু শ্রৌত-মৌলিক উপকরণ ও তথ্যের সন্ধান পাইতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলা-প্রবেশের পর নব-পর্য্যায়ের 'গৌড়ীয়ে' যে ভাববারা শ্রদ্ধালু ও অশ্রদ্ধালু পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহাও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাবী উত্তরাধিকারিগণের মহা সম্পদ্ হইবে। এই কয়েক বৎসরে যে-সকল বিচিত্র অভক্তিময়বাদ-নিরাসপর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কথা, সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব, ইতিহাস, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের চরিতাবলী, ভক্তি-গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ও আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু শ্রদ্ধালু পাঠকের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইতেছে ও হইবে—সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত ও সপ্তদশবর্ষকালব্যাপী প্রচারিত 'শ্রীসজ্জন-তোষণী'-পত্রিকা ও শ্রীশ্রীল ঠাকুরের লীলা-প্রবেশের পর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদনায় প্রায় সপ্ত-বর্ষ-কাল-প্রচারিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকার বৈষ্ণবাবতার-রূপে 'গৌড়ীয়' একবিংশতি-বর্ষকাল নানা-বাধা-বিপত্তি-বৈচিত্র্যের মধ্যে সাধক-জীবনের যে-সকল মর্ম্মবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, সাময়িক ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় উদাহরণ আর নাই। বিশেষতঃ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আচার্য্য-লীলার নব-পর্য্যায়ের যে 'গৌড়ীয়'-সাহিত্য, তাহাতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বহু অপ্রকাশিত অমিয়বর্ত্ম সাহিত্য ও পূর্ব্ব গুরুবর্গের সদ্সিদ্ধান্ত-সমূহ যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির সেবা এ সময়ের 'গৌড়ীয়'-সাহিত্যে একটি নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ও তাঁহার প্রকট-লীলা-সংগোপনের পর বিভিন্ন-শ্রেণীর অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ নানা-ভাবে শঠসঙ্গ বা শঠকোপ 'গৌড়ীয়ে'র কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সংকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও তাঁহার নিজ-জনগণের অহৈতুকী কৃপায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টা কেবলমাত্র বিফল হয় নাই; তাহাদের প্রতিকূলাচরণের দ্বারা 'গৌড়ীয়ে'র সেবাশ্রোতঃ আরও উজ্জীবিত ও বেগবান্ হইয়াছে। যে বাধা-বিপত্তি বা প্রাতিকূল্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধান-বৃত্তির প্রগতি সাধন করে, তাহাই প্রকৃত আনুকূল্য, আর যে শান্তি বা তথাকথিত অনুকূল-ভাব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সুখানুসন্ধানে স্তব্ধভাব বা নিশ্চিন্তভাব আনয়ন করে, তাহাই চরম-পরম দুর্দ্দৈব ও প্রাতিকূল্য-পরাকাষ্ঠা। অপ্রতিহতা ভক্তির বাধক বলিয়া কোন ব্যাপার নাই—ইহাই মূর্ত্তিমান্ 'গৌড়ীয়' শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদবিক্রমের মধ্যে জলন্ত-দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্ব 'তুই' ও 'তুঁহি'র সংঘর্ষ ও প্রাধান্য-সম্বন্ধ লইয়া প্রমত্ত। এই একঘেয়ে প্রাধান্যকথা বা মৃত্যুর কলরবের নিবৃত্তি কোনকালে হয় নাই ও হইবে না। একমাত্র প্রাধান্যকথা-বিধাতক শ্রীমধুসূদনিত 'শ্রীগৌড়ীয়'-কথা ব্যতীত কখনও শ্রীরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হওয়া যাইবে না।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

(শ্রীভাঃ ১২।৪।৪০)

নানা দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইয়া যে-ব্যক্তি অতিশয় দুস্তার সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীলীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অন্য কোন সংসারোত্তরণের উপায় (তরণী) নাই।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চাদ্বয়ঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ।

(শ্রীভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-সৌরভে সুরুচির সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অতিপ্রিয় মর্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত পুত্র, গৃহ, সুহৃৎ, বিত্ত ও পত্নী—এই সকলের স্মরণ করেন না।

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ স্পৃশ্যশনতৃড়ুদ্ভয়শোকমোহাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪০)

সাধুজনসঙ্গে মহাজন-মুখরিত শ্রীমধুসূদন-চরিতামৃতের অবশেষরূপ তরঙ্গিণীসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অবিতৃষ্ণ হইয়া গাঢ়কর্ণদ্বারা তাহা পান করেন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।

অতএব শ্রদ্ধালু পাঠকগণ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীগৌরজনের শ্রীমুখারবিন্দ-বিগলিত 'গৌড়ীয়'-বাণী আবেশের সহিত অনুক্ষণ পান করুন।

বক্তা

মূক প্রাণী অপেক্ষা যে-সকল প্রাণী বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব ভাষায় কথা বলিতে পারে, সেই-সকল প্রাণী শ্রেষ্ঠ। অবশ্য মনুষ্যগণের বাক্যোচ্চারণ-শক্তি থাকিলেও তাহাদের ভাষা সুবৈজ্ঞানিক নহে। আবার সভ্যনামধারী মানুষগণ "ভুঁই ও ভুঁড়ি"কে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল গ্রাম্যকথা সভ্য মানবের ভাষারূপে উচ্চারণ করে, তাহাও ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগ-বিশেষ। বেদ-পরিভাষার অনুসরণ সুবৈজ্ঞানিক ভাষাবিৎ কখনই বক্তা।

বাগ্‌বেগ অনাদিবহির্মুখ জীবের একটি নৈসর্গিক ধর্ম। শ্রীহরিকীর্ত্তনৈকবিমুখ মনুষ্য মৌন থাকিলেও তাঁহারা অব্যক্ত বাগ্‌বেগযুক্ত। একমাত্র আচার-প্রচার-রত শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-কারী বক্তারই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগ সংযত ও যথার্থ-স্থানে অর্থাৎ শ্রীহরিতোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি প্রভু বক্তার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

> বক্তা সরাগো নীরাগশ্চেতি দ্বিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> সরাগো লোলুপঃ কামী তদ্বক্তৃত্বং ন্যূনং সংস্পৃশেৎ।
> উপদেশং করোত্যেব নাচরত্যাচরত্যপি চ।
> অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।
>
> (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবাক্য)

'সরাগ' ও 'নীরাগ'—এই দুই প্রকার বক্তার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 'সরাগ বক্তা' প্রাকৃত লোভে লুব্ধ, কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল; তাঁহার উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না; তাঁহার উক্তিতে ধার নাই, তাহা অপরের হৃদয়গ্রন্থি বা সংসার-বাসনা, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা ছেদন করিতে পারে না। সরাগ বক্তা উপদেশই করেন, কিন্তু তাহা স্বয়ং আচরণের দ্বারা নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস থাকিলে তাহা আচরণে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। অতএব সরাগ বক্তা—আচারহীন প্রচারক, বাক্য-বাগীশ, পরোপদেশে পণ্ডিত; সরাগ বক্তা শ্রোতার অধিকার বা যোগ্যতা পরীক্ষা না করিয়া, অন্ধভাবে উপদেশকারী। অতএব তাঁহার উপদিষ্ট-বিষয় জগন্নাশকরই হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,— "আশ্চর্য্যোহস্য বক্তা" (কঠ, ১।২।৭) শ্রেয়ো বিষয়ের অভিজ্ঞ বক্তা অর্থাৎ নীরাগ বক্তা সুদুর্লভ।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে তথা-কথিত ধর্ম্মবক্তার অভাব নাই; কিন্তু আচরণকারী বক্তা শতকরা প্রায় শতজনের মধ্যেই পাওয়া দুর্লভ। "জড়াভিনিবেশ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, শৈথিল্য, অহং-মমাদি-বৃদ্ধি, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অনর্থ পরিত্যাগ কর"—এইরূপ বক্তার অভিনয় করিয়াও আমি উহা আচরণে প্রতিফলিত করিতে পারি না। অনেক সময় বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ লোকবঞ্চনার দ্বারা নিজের মাহাত্ম্যবৃদ্ধির উদ্দেশে মহাজন ও শাস্ত্রের ঐ সকল উক্তি আমরা আবৃত্তি করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আচরণ করিবার আন্তরিক সুদৃঢ় ইচ্ছা ও তদনুকূলে সর্ব্ববিধ প্রযত্ন করিতে আমরা খুব কম লোকই প্রস্তুত হই। যখনই উহা আচরণে পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই শৈথিল্য অর্থাৎ "এই মুহূর্ত্তেই আচরণ করিতে পারিব না; পরে করা যাইবে"—এইরূপ একটা মনোভাব মায়ার বিক্রমরূপে হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবার সুদৃঢ়তা ও স্বাভাবিক অভিনিবেশময় বল নিরপরাধ-হৃদয় ব্যতীত সম্ভব নহে। নীরাগ বক্তা ভক্তি-সিদ্ধান্তে যেরূপ সুদৃঢ়, তদ্রূপ আচরণেও সুবলী। তিনি নিবেদিতাত্মা। শ্রীহরির সেবায় উদ্যতঃ বলী না হইলে অর্থাৎ আত্মনিবেদনকারী 'বলি' বা উপচার ও আচরণকারী 'বলী' বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত সুদৃঢ় না হইলে শ্রীহরির সন্তোষ-বিধান হয় না। বলিই বলী হইতে পারেন। অপরাপরত ব্যক্তির হৃদয়ে বল নাই; অন্যাভিলাষী ও অন্যাপেক্ষাযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বথাই দুর্ব্বল। তাঁহার মুখ হইতে বীর্য্যবতী বাণী বহির্গত হইতে পারে না। তাঁহার কথায় সুতীক্ষ্ণতা নাই, এজন্যই তাহা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করে না। সরাগ বক্তার ভাসা-ভাসা মুখস্থ কথা কথা প্রাণহীন।

ইহাকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "গ্রামোফোনের কীর্ত্তন" বলিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞাযুক্ত ব্যতীত কেহ শাস্ত্র-বক্তা হইতে পারে না।

দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধের ফলে যখন হৃদয় অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা শ্রীনামাপরাধ, শ্রীধামাপরাধের ফলে চিত্তে "বজ্রলেপ" উপস্থিত হয়, তখনই 'সরাগ বক্তা' হইয়া জীব 'ভবঘুরে' বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার ভিক্ষুক হয়। সরল বক্তা জগতের নিকট বহুমানিত হইলেও দুরন্ত অপরাধী। সরাগ বক্তা কখনও "শ্রবণ-গুরু" হইতে পারে না। কোন সরাগ বক্তার মুখে উপদেশ-প্রতিম-বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি কেহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সন্ধান অথবা শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশও করেন, অথচ ঐ উপদেষ্টার নিজের ব্যক্তিগত কোন আচরণ বা ব্যক্তিগত জীবন দুষ্ট না হয়, তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে কখনও "শ্রবণ-গুরু" বা "বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু" মনে করিতে হইবে না। **জড়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি কখনই বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণ-গুরু নহে।** তাহার বাক্-চাতুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিলেও সে চিদ্‌বিলাসানুভববুক্ত "নীরাগ বক্তা" নহে বলিয়া তাহাকে 'শ্রবণ-গুরু' বলা যাইবে না। একমাত্র নীরাগ বক্তাই শ্রবণ-গুরু। তাঁহার লক্ষণ এই,—

কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিধাদবান্।
শ্রদ্ধা বিকাশমাত্রেতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২০৩ অনুচ্ছেদ)

কামক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তিও এবং আপাতিক শোক-মোহাদিতে বিহ্বল ও ভোগাভাবে দুঃখিতান্তর ব্যক্তিও যাঁহার কথা শুনিয়া জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে, মৃতাবস্থা হইতে চেতনাবস্থা লাভ করিতে পারে, সেইরূপ বক্তাই "পরমগুরু" অর্থাৎ "শ্রবণ-গুরু"-পদবাচ্য। লৌকিক-প্রজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি "শ্রবণগুরু" হইতে পারে না। শাস্ত্রীয়-প্রজ্ঞার উচ্চ-স্তরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই "শ্রবণ-গুরু" হইতে পারেন।

শ্রবণ-গুরুর লক্ষণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

শ্রবণগুরুমাহ (শ্রীভা: ১১।৩।২১)—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

'শব্দে ব্রহ্মণি' বেদতাৎপর্য্যবিচারেণ, 'পরে ব্রহ্মণি' ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং প্রাপ্তম্। (শ্রীভঃ সঃ ২০২ অনুঃ)

অতএব উত্তম শ্রেয়ঃজিজ্ঞাসু অর্থাৎ বিমুক্তি বা ভগবৎ-প্রীতির অভিলাষী ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্য-বিচারে ও ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভব-যুক্ত শ্রবণগুরুদেবের শরণাগত হইবেন।

এই বাক্য হইতেও জানা যায় যে, 'সরাগ বক্তা' অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকথার কয়েকটি 'পদ' মুখস্থ করিয়া তাহা আবৃত্তি করিতে পারেন বা তাহার দ্বারা বহির্ম্মুখ লোককে মুগ্ধ করিতে পারেন, তিনি 'শ্রবণ-গুরু' বা 'বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু' হইবেন না। শ্রবণ-গুরু, বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু ও শিক্ষা-গুরু প্রায়ই একরূপ বা সমান। কপটরহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রবণ-গুরুর মনোঽভীষ্টের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকেই নিজের জীবন-সর্ব্বস্ব, শ্রেষ্ঠ ও নিজের ইষ্টদেবের কৃপার মূর্ত্ত-বিগ্রহ জানিয়া ভজন করিতে হইবে।

শ্রবণ-গুরু অর্থাৎ নীরাগ বক্তার প্রণতিরূপা ও পরিচর্য্যা-রূপা সেবা করিলে তাঁহাতে যে অভিনিবেশ হয়, তাহাই তাঁহার সঙ্গ। সেই সঙ্গফলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পারঙ্গতি হয়। শ্রবণ-গুরু বা নীরাগ বক্তার কোন অংশেই ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট নহে। যাহারা মনে করে, 'শ্রবণ-গুরুর কোন কোন কথা শ্রবণ করিব, কোন কোন কথা শ্রবণ না করিলেও চলে', তাহারা গুর্ব্বপরাধী: তাহারা বস্তুতঃ শ্রবণ-গুরুদেবকে ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট, অসম্পূর্ণ ব্যক্তি বা মর্ত্যজীব মনে করে। যাঁহাকে 'শ্রবণ-গুরু' বা 'বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু' বলা যাইবে, তাঁহার কোনও অংশই মর্ত্য নহে। 'মর্ত্যবুদ্ধিও করিব, আবার তাঁহাকে শ্রবণ-গুরুও বলিব'—এইরূপ বিচার কেবল কাপট্য-নাট্য-বিশেষ।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২১২ অনুচ্ছেদ-ধৃত
শ্রীভা: ৭।১৩।২৬ শ্লোক)

জ্ঞান-প্রদীপ-প্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। তাঁহার প্রতি যে-ব্যক্তি "ইনি মর্ত্য-জীব"—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে, তাহার শাস্ত্র-শ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রবণ-গুরুর প্রতি অন্তরে কোনওরূপ মর্ত্যবুদ্ধি পোষণ করে,

তাহারা কোটিজন্ম শ্রবণের অভিনয় করিলেও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

নীরাগ বক্তা অর্থাৎ নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত শ্রীশ্রবণ-গুরুদেবের শ্রীমুখে যখন আমরা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করি, তখন তাঁহার অভিমর্ত্য ব্যাখ্যা-শক্তি দেখিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত ও বিক্রীত হইবার লালিত্য পোষণ করিলেও আবার যে-মুহূর্ত্তে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুশাসন প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে আচরণশীল করিতে উদ্যত হ'ন এবং স্বতীক্ষ্ণ-বাক্যে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থি-সমূহ ছেদন করিতে থাকেন, তখন আমরা সেই শ্রবণ-গুরুদেবের প্রতি অভিমর্ত্যবুদ্ধি সংরক্ষণ করিতে পারি না—ইহাই দুরন্তযৌবনে শাস্ত্র-শ্রবণের অভিনয়। শাস্ত্র-শ্রবণের প্রকৃত ফল এই যে, কোনকালেই নীরাগ বক্তার মনোযাসঙ্গ-ছেদনকারিণী বাণীর দ্বারা তৎপ্রতি চিত্তে উত্তরোত্তর অভিমর্ত্যবুদ্ধি ও আনুগত্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তে কোনক্রমেই মর্ত্যবুদ্ধির আভাসেরও উদয় হইবে না। অন্তরে গুরুতর অপরাধ ও বাহিরে পূজাদি আড়ম্বরের প্রদর্শনী থাকিলেও নীরাগ বক্তার কথা শত শত বার শ্রবণ করিয়াও মঙ্গল লাভ হয় না—জন্ম-জন্মান্তরের জড়াসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হয় না।

ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিগণ সরাগ বক্তাকেই তাহাদিগের পক্ষে 'যানান সই' মনে করিয়া তাহাকেই বহুমাননা করে। নীরাগ বক্তার বাণী তাহাদিগের নিকট যমসদৃশ ভয়ানক। তাহারা—

ক্লেশ পায় অবিরত,　　জড়কামে হ'য়ে হত,
'উপদেশামৃতে' মানে 'যম'।

'নীরাগ বক্তা' বা 'শ্রবণ-গুরু' আপাত নির্ম্মম হইলেও নৃশংস নহেন; তাঁহার আপাত তিক্ত, রুক্ষ ও মিষ্ঠুর বাক্য বস্তুতঃই চরমস্নেহগর্ভ, পরিণামে পরম-সুখকর ও পরম-শুভঙ্কর।

নীরাগ বক্তাই আচার্য্য। সরাগ বক্তা অন্তঃশাক্ত অর্থাৎ অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমানী; বহিঃ শৈব—বাহিরে ভস্মভূষণ, ত্যাগী, সংসার-বিরাগী; সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ—সভায় বৈষ্ণবের সজ্জা অর্থাৎ তিলক, মালা, হরি-কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, ব্যাখ্যাদির অভিনয় প্রদর্শন করিলেও আচরণ-শীল অর্থাৎ নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত নহে বলিয়া আচার্য্য-পদবাচ্য নহে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের শ্রীউপদেশামৃতের তৃতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদের উপসংহারে লোকশিক্ষার্থ গাহিয়াছেন,—

গর্হিত আচারে,　　রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ,　　আনে উপদেশি,
এ বড় ঘোরার রঙ্গ॥

'সদৃশীলা ভজন্তি তৈ'—অর্থাৎ যাহারা যেরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহারা সেইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিকেই ভজনা অর্থাৎ পূজা করে। সরাগ ব্যক্তিগণ সরাগ বক্তারই শ্রোতা হয়। তাহারা নীরাগ বক্তার বিরোধ ও বিদ্বেষ করিয়া থাকে। নীরাগ বক্তার আচার-বিচারকে "সৃষ্টিছাড়া" অর্থাৎ সরাগ জগতের গতিছাড়া মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে। নীরাগ বক্তার কথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও অনেকে দুর্দ্দৈবফলে তাঁহার প্রভাব-পরাকাষ্ঠা, কৃপা-পরাকাষ্ঠা, ভক্তি-বাসনার অসমোর্দ্ধত্ব এবং বিদ্যুদ্‌গতিতে হরিজনের অনুশাসন ও আচরণ কুবুদ্ধিবশতঃ অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়া নিজেকে শত-সহস্রবার ধিক্কার দিবার পরিবর্ত্তে নীরাগ বক্তার উক্তিকেই "সৃষ্টিছাড়া" বলে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসে। নীরাগ বক্তার চতুর্থার্থে বেতন করিয়া থাকিবার অভিনয় করিয়াও অনেক জীবের এইরূপ দুর্গতি হয়। বিচার-প্রধান-চিত্তবৃত্তি লইয়া নীরাগ বক্তার বাণী শ্রবণের অভিনয় করিতে গেলে কখনও বা আধ্যক্ষিকতা আসিয়া শ্রোতাকে পাণ্ডিত্য করে, কখনও বা তাহাকে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পথে লইয়া যায়। অকৈতবে আন্তরিকভাবে দীন অত্যন্ত অযোগ্যতার অনুভব করিতে করিতে "নীরাগ বক্তা" বা "শ্রবণ-গুরু"র উচ্ছিষ্টভোজী —অন্তেবাসী হইয়া ও কায়মনোবাক্যে অমায়ায় তাঁহার অনুবৃত্তি করিলে নীরাগ বক্তার অসমোর্দ্ধ কৃপালুতা অনুভব করা যায়; তখন আর নীরাগ বক্তাকে ভয়ানক দণ্ডধৃক্ শাসকরূপে না দেখিয়া নিজ-ইষ্টদেবের কৃপাবতার ও শ্রেষ্ঠ-রূপে দর্শন হয়। তখন তিনি অনিমেষ আমাকে আমার বহির্ম্মুখী ইচ্ছার বিপরীত দিকে প্রযত্নের সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার যে ক্লেশ ও অব্যক্ত ক্রোধ হইয়াছিল, সেরূপ আত্মহত্যাকারিণী চিত্তবৃত্তি আর থাকে না। তখন শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে সম্বন্ধ-

জানদাতা নীরাগ বক্তার নিকট নইমোহ জীব এইভাবে প্রশ্ন হয়,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং সবৈরুপায়নমনঙ্গীল্ লম্ভম্।
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী দদাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

(শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অযোগ্য থাকিলেও যিনি স্নেহভরে অজানাকে আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আমি প্রণয় হইতেছি।

নীরাগবক্তা বা প্রকৃত-প্রস্তাব-গুরুর বাণী-অনুশের দ্বারা জীবের কর্ম্মবিবন্ধ নাশ হইলে তিনি শ্রবণ-গুরুদেবকেই একমাত্র নিত্য অবলম্বন বাস্তব জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকেই সদোপাস্যরূপে বরণ করেন—

বিতর ময়ি হরে দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটীনির্ভরং বা নবাম্বু-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্রূয়তে চাতকেন॥

(শ্রীস্তবমালা)

মেঘ হইতে অনবরত বজ্র অথবা নব বারি যাহাই পতিত হউক না কেন, চাতক যেমন সেই মেঘেরই স্তুতি করে, সেইরূপ হে দীনবন্ধো, আপনি আমার প্রতি দণ্ড অথবা দয়া যাহাই বিধান করুন, আপনি ব্যতীত এই ত্রিভুবনে আমার আর অন্য কোনও গতি নাই।

অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৬)

বহির্মুখ মনের অন্ধ-তমাস্রের জড়াসক্তি-ছেদনকারী শ্রীভাগবত-বক্তাই প্রকৃত বক্তা বা সাধু। শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যার ছলে প্রাকৃত কাব্যরসের দ্বারা অনর্থযুক্ত শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী ব্যক্তিগণ বক্তা নহে। যাঁহার বক্তৃতায় সংসারবন্ধন-ছেদন ও শ্রীহরি-প্রণয়-বন্ধন হয়, তিনিই সুবক্তা; আর অন্য সকলেই কুবক্তা বা লোক-বঞ্চক—লোক-চাটুকার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজী। যাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশার লেশও আছে, তাহারা কখনও নির্ব্বন্ধ-বাক্যে বহির্মুখ জীব-জগতের চরম-মঙ্গল করিতে পারে না। তাহাদের আপাত 'নরম' বাক্য চরমে নৃশংস-ব্যবহারেই পরিণত হয়। আর নীরাগ বক্তার আপাত নির্ব্বন্ধ-বাক্য চরমে পরম সুখদায়ক ও শুভদায়ক হয়।

"সরাগ বক্তা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিলে তাহা ত' ফলদায়ক হয়ই না, পরন্তু অমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।"—এইরূপ শাস্ত্রোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেক সময় আমাদের প্রাণ শুকাইয়া যায়। কেহ কেহ বা সেই ছলে 'অনন্যতা ভাব'যুক্ত হইয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির একমাত্র সুখোৎপাদক কার্য্য শ্রীকীর্ত্তনকে বন্ধ করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করি। কেহ কেহ আবার বলি, যদি একান্তপক্ষে শ্রীহরিকীর্ত্তনকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট সেবা বলিয়া অনুশীলন করিতেই হয়, তবে প্রচার বা পরোপদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি করাই শ্রেয়ঃ। নিজে কাম-ক্রোধাদি রিপুর হাতে অভিভূত থাকিয়া ও আচরণহীন হইয়া অপরকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব প্রচাররূপ কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া 'মৌনী' থাকিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ, না হয় নিজে নিজে স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা করাই মঙ্গলজনক।

মনোধর্ম্মী সাধকের এইরূপ চিত্তবৃত্তির অন্তঃপুর সুতীব্র সন্ধানী আলোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে ইহাতে প্রতিষ্ঠা-লাভের অভাবজনিত নিরুৎসাহ ও তজ্জন্যই 'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব' মহাজনের এই শিক্ষার ব্যভিচার লক্ষিত হয়। আপনাকে যথার্থই 'সরাগ বক্তা' বলিয়া অনুভব হইলে সরাগত্ব দূর করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-বলে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার চেষ্টাই হইবে। 'সরাগত্ব দূর করিবার প্রয়ত্ন করিব না, তৎপ্রতি শিথিল ও অভাবিশিষ্ট হইয়া কোনছলে একমাত্র মঙ্গলময়ী সাধনকে পরিহার করিব', যেখানে এইরূপ প্রচ্ছন্ন অভিলাষ, তথায়ই কীর্ত্তন পরিহার করিয়া মৌনী থাকিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ যিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আপনাকে 'সরাগ' বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহাতে সুতীব্র দৈন্য উদ্গলিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাকে অধিকতর আকর্ষণ করে। তিনি সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজে দুর্দ্দশার কথা অকপটে জ্ঞাপন করেন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী

শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনরূপ সাধনকে পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মনিবেদনের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন ; কারণ অনর্থ-নিবৃত্তি তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন নহে, 'তদর্থমেবেদমিতি' —'শ্রবণ-কীর্ত্তন একমাত্র শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কার্য্য ; আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, উৎসাহ-নিরুৎসাহের কার্য্য নহে। অতএব তাঁহাদের সুখকর কার্য্য হইতে আমি বিরত হইতে পারি না'—এই বিচারে আপনাকে যন্ত্রের ন্যায় জানিয়া যন্ত্রীর কার্য্য অর্থাৎ হরি-বিষয় অনুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। ইহাতে নিজের কোনপ্রকার অপস্বার্থানুসন্ধান করেন না। এইরূপ বক্তার সন্নাসত্ত্ব-ভাব অতি অল্পদিনেই কাটিয়া যায়। নীরাগ বক্তার বীর্য্যবতী বাণী কর্ণাঞ্জলি-দ্বারা পান ও সেই উচ্ছিষ্টোদ্ভুক্তি-অমৃত-রস আবার শ্রীগুরুবর্গের অভিপ্রেত সুখকর কার্য্য-বোধে উদ্গীরণ করিতে করিতে তাঁহার সন্নাসত্বের লেশ দূরীভূত হয়। অতএব সরাগ বক্তার নাম করিয়া নির্ব্বাক্, নির্জ্জন-ভজনানন্দী বা বাক্যপাঠ্য, বিশেষতঃ সেই স্থলে কাব্যপাঠ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রদত্ত শ্রীবাণী-বিগ্রহ-সেবা পরিহাররূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। যে-স্থানে আমার ভোগ ও ত্যাগের কার্য্য, তথায়ই কাব্যের স্পৃহা উদিত হয়, কিন্তু যে-স্থানে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কার্য্য, সেখানে কোনপ্রকার কণ্ঠবৃত্তি নাই—কাব্যপাঠ্য, বাক্যপাঠ্য প্রভৃতি জাড্য নাই।

ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সাধন-বিশেষ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১৮) বলেন,—

নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

নষ্টপ্রায়েষু ন তু জ্ঞানমিব সমাক্ নষ্টেষ্বেবেতি ভক্তে-নিরর্গলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী সত্যেব ভবতি।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৩ অনুচ্ছেদ)

সর্ব্বক্ষণ শ্রীভক্ত-ভাগবত ও শ্রীগ্রন্থ-ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনময়ী সেবা করিতে করিতে অনর্থ-সমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। 'নষ্টপ্রায়' বলিতে জ্ঞান-সাধনের মত সম্যক্ নষ্ট বুঝিতে হইবে না। এই বাক্যে ভক্তির বাধাশূন্য স্বভাব উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষা ও ভাগবত-শাস্ত্রের শুশ্রূষার দ্বারা অনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি লাভ হয়। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাদিতে অজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব-থাকা-কালে সিদ্ধি হয় না, কিন্তু ভক্তি সেরূপ নহে। কথাযুক্ত অবস্থায়ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি আরম্ভ করিয়া প্রেম-সিদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

নামাপরাধদলনস্তাভরস্য কস্যন কস্যন শ্রবণে ভাগঃ কীর্ত্তনং গচ্ছন্ প্রতিসর্গোঽপি ভবতীতি ভাবঃ। অর্থাৎ নামাপরাধ-লক্ষণযুক্ত অনর্থের কোন কোন প্রবল ভাগ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা-প্রভাবে স্থায়ি-ভাব-রতি-পর্য্যন্ত হয়।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেই হইবে ; যদি সাক্ষাদ্ভাবে মহতের বা নীরাগ চিদ্বিলাসা-নুভবযুক্ত বক্তার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, তথাপি নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবে এবং যাহা নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবে, তাহা পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবাদি মহাজন-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে। আর যে-স্থানে মহতের মুখনিঃসৃত কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার দুর্লভতম সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, সেখানে যে তাহার অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন, শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করিবে, শ্রোতা না থাকিলে স্বয়ংই পান করিবে অর্থাৎ কীর্ত্তন কোন-ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

সর্ব্ব-যুগেই, বিশেষতঃ কলিকালে নামকীর্ত্তন-প্রচার-প্রভাবেই মহাভাগবতত্ব সিদ্ধি হয় ; কিন্তু পাষণ্ড-মত-প্রবেশ-হেতু কলিকালে কেহ কেহ কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিতে চাহিবেন না,—ইহা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচার-প্রভাবেণৈব পরমভাগবত-পরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে, তেষাঞ্চ তদহির্ম্মুখত্বেন তাদৃশি ব্যতিরেকেণ তদ্ভক্তিরতি (শ্রীভা: ১২।৩।৪৩-৪৪)—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানত-
পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্ন-
চেতসঃ ॥

ব্রহ্মাবেরং ক্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো
গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং
কলৌ জনাঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৭৪ অনুচ্ছেদ)

কীর্ত্তনাখ্যভক্তি মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকল শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কেবল নিবৃত্ততর্ষ মুক্তকুলের উপাস্য নহে। মুমুক্ষু ও বিষয়ী ব্যক্তিও কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির আশ্রয় করিয়া চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গ্রাম্যকথা-বিষাতক মহদ্মুখরিত শ্রীকৃষ্ণ-বার্ত্তা-শ্রবণে ও অনু-কীর্ত্তনে মুমুক্ষুগণের মোক্ষ-বাসনা বিদূরিত হইয়া শ্রীবাসুদেবে তত্ত্বা ভক্তির উদয় হয় এবং বিষয়িগণেরও বিষয়-বিদূষিত-চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণরণে অভিনিবিষ্ট হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে শাস্ত্রজ্ঞ-শাস্ত্র 'পশুঘ্ন' বা 'ব্যাধ' বলিয়াছেন। ব্যাধের হৃদয় পাষাণ, তাহার ন্যায় দুর্ভাগা জীব আর নাই। ব্যাধ মৃগাদির সৌন্দর্য্যাদি গুণকেও গণনা না করিয়া যেরূপ তাহাতেও হিংসা-মাত্র-তৎপর হয়, সেইরূপ কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তি একমাত্র ভুবনমঙ্গলাবস্তার কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির মহাবদান্যত্ব-গুণ দর্শন না করিয়া স্মরণাদি অনুশীলন করিবার ছলে কায়, বাক্য ও মনঃপাঠ্যের দ্বারা আত্মঘাতী হয়,—আত্মার নিত্যস্বভাবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।

যে-ব্যক্তি নিজের উপকার করিয়া পরের উপকার করিতে অভিলাষী নহেন অর্থাৎ মহদ্মুখরিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাহা অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক স্ব-পর-মঙ্গল-বিধানে কৃপণ, সেরূপ ব্যক্তি পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা হইতেও বঞ্চিত। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অন্যান্য বিষয়ীকেও নিজ-গুণে কৃপা করেন, কিন্তু কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যাধকে কৃপা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন,—

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণোত ভক্ত্যা শ্রবয়েত যোঽসতীং
জনার্দ্দনোঽন্তাশু হৃদি প্রসীদতি॥

(শ্রীভা: ৩।১৩।৫০)

ভক্তজনের সংসার-নাশন ভগবানের কথাই কীর্ত্তনের বিষয়। স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের সুমঙ্গলময়ী কমনীয়া কথা যিনি ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান, জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

অতএব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-বিগলিতা শিক্ষা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-জনের আনুগত্যে আচরণ করিলে অচিরেই সর্ব্বাগদ্ধ দূর হইয়া নীরাগদ্ধ বা চিদ্-বিলাসানুভবের উদয় হয়।

চাতুর্ম্মাস্যে শ্রীশ্রীমায়াপুর-মথুরাবাস

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীশ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য'-গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্যে, বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্যের অন্তিম মাস কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীমথুরা-বাসের অনন্যোর্দ্ধ ফলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর-জন শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাব-বিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"—(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪)

শ্রীল ঠাকুর 'বৈষ্ণবধর্ম্মে'ও লিখিয়াছেন,—"গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় লীলা, বৃন্দাবনে পরকীয় লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।" (বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৪শ অধ্যায়)

অন্যত্র বলিয়াছেন,—"শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশস্বরূপ এই শ্রীমায়াপুর-মহাতীর্থ কলিকালে অভিনব প্রকট। শ্রীবৃন্দা-বনে যেরূপ গৌর্ণমাসী, শ্রীমায়াপুরে সেইরূপ প্রৌঢ়মায়া

সর্ব্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহা-তীর্থের মধ্যে মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয়-স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান।" (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম'-প্রবন্ধ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'বৈষ্ণবধর্ম্মে'র অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"শ্রীহরির জন্মস্থান শ্রীমথুরার বিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, তথায় গমন-বাসনা ও তীর্থ-দর্শন-স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা—এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা অতীষ্ট লাভ হয়; **শ্রীমায়াপুরকেও তদ্রূপ জানিবে।** ('বৈষ্ণবধর্ম্ম' ৫ম সংস্করণ ২০শ অধ্যায়, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরির জন্মস্থান উভয়ই শ্রীমথুরা। সেই শ্রীমথুরার স্বতঃ পরমকল্পের বিষয় শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীপদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
যন্নিষেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
অথ সপ্তপুরীণাঞ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব মাপ্নুয়াৎ।
অতস্তাং মহিমা দেবি! বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ॥
(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৩৩-১৩৪ অনুচ্ছেদ)

অহো, এই মধুপুরী ধন্যা—ইনি বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা। এই পুরীতে একদিন বাস করিলেও শ্রীহরিভক্তির উদয় হয়। হে দেবি! ঐ সপ্ত পুরী (অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরী) মধ্যে শ্রীমথুরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম হইতেও ইহার উৎকৃষ্ট মহিমা শ্রবণ কর।

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়াঞ্চ লভ্যতে॥
(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১২৯ অনুচ্ছেদ)

অন্যান্য পুণ্যতীর্থ-সমূহে কেবল মুক্তিই মহা-ফল; কিন্তু মুক্তগণেরও প্রার্থনীয় শ্রীহরিভক্তি শ্রীমথুরাতেই পাওয়া যায়। ইহাই শ্রীমথুরার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে,—

মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥
(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৩ অনুচ্ছেদ)

যে-স্থানে শ্রীহরি স্বয়ং সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন, তাহাই শ্রীমথুরা।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামি-প্রভু শ্রীনবদ্বীপ-শতকে (২২শ শ্লোকে) গাহিয়াছেন,—

তত্তৎক্ষেত্রাভিমানিনো বীক্ষ্যান্যেভ্যস্তত্র তত্র বিত্তঃ।
শ্রীরাধিকাধবযুগলং নঃ সদা নবদ্বীপধনস্তু সংশ্রয়ঃ॥

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ ব্যতীত অন্য তীর্থের যানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্যভক্তিদ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের প্রিয় (শ্রীলীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম) শ্রীনবদ্বীপ-ধামই আমাদিগের নিত্য-আশ্রয়স্থল।

বিত্তস্তাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযূষজলধেঃ
শচীসূনোর্যোগে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।
যিথঃ প্রেমোদ্দামপ্রসরবিধুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে কাপি মধুরে॥
(শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ১৫শ শ্লোক)

বিত্তস্তাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত), তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রণয়রসামৃত-সিন্ধু শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তিনি কোনও এক মধুর যোগাধিষ্ঠানে স্বীয় ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত করাইলেন! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন-ধাম পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরাশক্তি ও শক্তিমদ্-বিগ্রহ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্নীলা-সম্ভোগ-ক্রীড়াভূমি। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতেই এবার প্রবিষ্ট (মিলিত) হইল।

শ্রীবরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

লাভানাং মথুরালাভো জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
প্রীতীনাং পরমা প্রীতির্গতীনাং গতিরুত্তমা॥
রহস্যানাং রহস্যঞ্চ ক্রিয়াণাঞ্চ মহাক্রিয়া।
এতন্মরণকালে তু স্মর্ত্তব্যং জনৈরপি চ।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণম্॥
(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৩৬-১৩৭ অনুচ্ছেদ)

শ্রীমথুরা-লাভই সর্ব্বলাভের শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রীমথুরা-জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের সার, শ্রীমথুরা-প্রীতিই পরমা প্রীতি এবং শ্রীমথুরা-গতিই সর্ব্বপ্রধান গতি। ইহাই সকল রহস্যের সার, সকল ক্রিয়ার মহা-ক্রিয়া; মরণকালে মনে মনেও এই শ্রীমথুরাপুরী

স্মরণ করা কর্ত্তব্য। পরম সিদ্ধিলাভে ইচ্ছা থাকিলে বা সংসার হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিলে শ্রীমথুরাকেই স্মরণ করিবে।

শাস্ত্র-সমূহ পুনঃ পুনঃ শ্রীমথুরামণ্ডলে নিবাসের উপদেশ করিয়াছেন,—

কুরু ভোঃ কুরু ভো বাসং মথুরায়াঃ পুরীং প্রতি।
যত্র গোপাস্ত্রি গোবিন্দস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥
রে রে সংসার-মগ্নাস্ত নিষ্কামেকান্ত রে পৃথু।
রোচন্তে যদি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥
রোচন্তে যদি সংসারাৎ বহির্যাতুং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে পার-কারকঃ॥
অহো লোকা মহামোহে নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা॥
মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধ্বা ভাগ্যাত্ত যোগতঃ।
দুর্দৈবাদুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাং পুরীম্॥
অহো মতেঃ সুকৌরূপ্যমহো ভাগ্যস্ত দৌর্বিধম্।
অহো মোহস্ত মহিমা মথুরা নৈব সেব্যতে॥
সম্পদং সম্পদং জ্ঞাত্বা সাপায়ং কায়মুচ্চকৈঃ।
চপলাং চকলাকৈব দৃষ্ট্বা মৎপুরমাশ্রয়েৎ॥

(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্য, ৫৩-৫৯ শ্লোক)

হে মানব! পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, শ্রীমথুরায় বাস কর। দেখ, সেই স্থানে ত্রৈলোক্যের আনন্দ-বর্দ্ধক শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীগণ বিরাজ করিতেছেন। রে! রে! সংসারমগ্ন বিষয়াসক্ত জীব! আমি একটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেছি—শ্রবণ কর। যদি প্রগাঢ় সুখ পাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রীমথুরাপুরীতে বাস কর। হে শিবে! যদি সংসার-সাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই শ্রীমথুরাপুরীকে ভেলা করিয়া লও। শ্রীমথুরাই নৌকা, আর প্রেরক হইতেছেন পারের কর্ত্তা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। হায় রে! এই লোকসমূহ চক্ষুঃ থাকিতেও মহান্ধ হইয়াছে!! তাহা না হইলে ইহারা মথুরা বিদ্যমান থাকিতেও কেন সর্ব্বদা সংসার ভোগ করিতেছে? হায়! যাহারা ভাগ্যক্রমে অতুলনীয় মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও শ্রীমথুরাপুরী সেবিল না, তাহাদের আয়ুঃ বৃথাই অতিবাহিত হইল। অহো! তাহারা যে শ্রীমথুরার সেবা করে না—ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য, দুর্ভাগ্য কিংবা মোহেরই মহিমা বলিতে হয়। সম্পদকে আপদযুক্ত, শরীরকে অতিশয় বিনশ্বর এবং চপলাকেও (লক্ষ্মীকেও) চকলা মনে করিয়া মনুষ্যমাত্রই আমার পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করুক।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লীলা-ক্ষেত্র শ্রীমথুরা ও তদভিন্ন শ্রীগৌর-হরির জন্মলীলা-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে বাস একমাত্র শ্রীভগবৎ-কৃপা-লভ্য। বহু লোক আর্থিক দরিদ্রতা, ধন, জন, কৌলীন্য, পাণ্ডিত্য ও নানাপ্রকার লক্ষতার দম্ভ লইয়া শত চেষ্টা করিয়াও শ্রীধামে বাস করিতে পারে নাই; তাহারা ভগবদিচ্ছায় বিতাড়িত হইয়াছে। তাই শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীধাম-বাস একমাত্র ভগবৎ-কৃপা-লভ্য',—

ন তৎ পুণ্যৈর্ন তজ্জ্ঞানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যত্নৈর্লভ্যং মদনুভাবতঃ॥
শ্রীবিষ্ণোঃ কৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন ক্ষণমেকং ন তিষ্ঠতি॥

(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্য, ৮০-৮১ অনুচ্ছেদ)

পুণ্যের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, তপস্যার প্রভাবে, জপ বা বিবিধ যজ্ঞক্রিয়ার জাত শক্তির দ্বারা শ্রীধাম-মথুরায় বাস সম্ভব হয় না। একমাত্র আমার (শ্রীহরির) অনুগ্রহেই শ্রীমথুরায় বাস লাভ হইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতীত জীব ক্ষণকালও শ্রীমথুরায় বাস করিতে পারে না; প্রত্যুত, তাঁহার কৃপা হইলে নিশ্চয়ই তথায় বাস লাভ হইবে।

হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তিঃ কৃষ্ণসী যেষু তৎকৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ।

(শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্য, ৮৯ অনুচ্ছেদ-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

শ্রীহরিতে যাঁহাদের অচলা ভক্তির উদয় হইয়াছে ও যাঁহাদের প্রতি শ্রীহরির প্রচুর কৃপা বর্ষিত হইয়াছে, সেই-সকল ভাগ্যবানেরই শ্রীমথুরা-ধামের প্রতি রতি হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদও তাঁহার শ্রীনবদ্বীপশতকে বলিয়াছেন,—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্মোঽপি তেনাঞ্জসা
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কস্মিংশ্চিৎ করগীকৃতঃ।
তেনাবারি সমস্তমূর্দ্ধনি পরং ব্রহ্মাধরস্তাং নয়-
ন্যাসেনাত্মবশায়ি যেন বসতৌ খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ॥

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২০শ শ্লোক)

তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব্ব বস্তু করতল-গত করিয়াছেন (অর্থাৎ নিখিল-পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিত-চর প্রেম-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন), তিনিই সকলের ঈশ্বরত্ব অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট অবনত হন—যিনি দেহান্তকাল-পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপে বাস-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি ধামপুরাদেব রাধাপতি-রসোৎসবম্ ॥
(শ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২৫শ শ্লোক)

যে-কোনও ব্যক্তি সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্তভাবে (ধামাপরাধ-শূন্য হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরাধাকান্তের প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন।

চাতুর্ম্মাস্য-কালে, বিশেষতঃ কার্ত্তিকে শ্রীমথুরা ও তদভিন্ন শ্রীধাম-মায়াপুর-বাসের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রসমূহে উক্ত হইয়াছে,—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র-সরাংসি চ।
মথুরায়াং দমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে ॥
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ মধুপুর্য্যাং বসেন্মহি।
সর্ব্বাণি তত্র তীর্থানি বিবিধানি বসন্তি চ ॥
ধামোদরস্য হি হরেস্তত্রৈবাসাদ্ বভূব কিল।
মথুরায়াং ততস্তুষ্টো বৈকুণ্ঠ-প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকো মথুরায়াং বৈ পরমাধিরিহোচ্যতে ॥
ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্দদ্যাদর্চ্চিতোঽহন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতো বশকরী হরেঃ ॥
সা যদস্য স্বয়ং ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীধামোদর-সেবনাৎ ॥
(শ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৬০-১৬১, ১৬৯, ১৭০-১৭৪ শ্লোক)

শ্রীজনার্দ্দন শয়ন করিলে পৃথিবীতে যে-সকল তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীমথুরায় গমন করিবেন। আমি (শ্রীহরি) ও অন্যান্য দেবগণ শয়নের চারি মাস শ্রীমথুরায় বাস করি। এই সময় নানা তীর্থও তথায় বাস করিয়া থাকেন। শ্রীমথুরা-ধামেই শ্রীহরির ধামোদরত্ব হইয়াছিল; এজন্য কার্ত্তিক-মাস অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক। শ্রীমথুরায় কার্ত্তিক-মাস পরম-গতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্য তীর্থে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে তিনি ভুক্তি ও মুক্তি দান করেন, কিন্তু নিজ-বশকরী ভক্তি কাহাকেও দান করেন না। নরগণ কার্ত্তিক-মাসে শ্রীমথুরায় একবারমাত্র শ্রীধামোদরের অর্চ্চন করিলেই অতি সহজেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশকরী ভক্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীভীষ্মের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

দুর্লভো ভক্তিযোগো মে মম বশ্যবিধায়কঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চ স্নানেনানেন লভ্যতে ॥
(শ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৯১ শ্লোক)

আমার বশকরী শ্রীভক্তিযোগ দুর্লভ, কিন্তু কার্ত্তিকে শ্রীমথুরায় ভীষ্ম-পঞ্চক-ব্রত করিলে সেই শ্রীভক্তিযোগও সুলভ হয়।

যদি কোন কোন বিচার-প্রধান চিন্তাস্রোতোবিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে ধৃষ্টকেশের প্রতি সকলের নিয়ন্তা বৈকুণ্ঠবর শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন,—

তস্মাদ্ নাস্ত্যন্যতঃ শ্রেয়ঃ পরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চ শ্রীদামোদর-পূজনাৎ ॥
ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ঈশিতুস্তদ্বিধং হরেঃ।
রাজা হি কস্যচিদ্ রাজ্ঞঃ সর্ব্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি।
পরস্মৈ কস্য কস্যচ্চিৎ নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভোর্যথা ॥
অহং সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীমানস্বতন্ত্র কর্ত্তুমীশ্বরঃ।
অত্যল্পং বহু কুরুতে বহু তুচ্ছক মন্যতে ॥
(শ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১৮১-১৮৩ শ্লোক)

হে রাজপুত্র ধৃষ্টকেশ! কার্ত্তিকে শ্রীমথুরায় শ্রীদামোদরের পূজা হইতে অন্য শ্রেয়স্কর অনুষ্ঠান আর কিছুই নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই; ইহাই শ্রীহরির প্রভুত্ব। যদি রাজা কোন লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে তাহা দান করেন, তবে সেই নিরঙ্কুশ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র রাজার শাসক অপর কেহ হয় কি? সেইরূপ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীহরি যে বস্তু যেমন অবস্থায় আছে, তাহার অন্যথা করিতেও সমর্থ। তিনি অত্যল্প বস্তুকেও বহু এবং বহুকেও অতি তুচ্ছ মনে করিতে পারেন।

এইজন্যই শ্রীমথুরাস্থিত শ্রীধাম-মায়াপুরের স্তব করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির অন্ত্য-লীলাস্থানের ঔদার্য্য-বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহা-বদান্য শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের স্বেচ্ছাক্রমেই বিহিত হইয়াছে এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা ভগবদিচ্ছাতেই অধিকতর ঔদার্য্যময়ী কৃপা-বিতরণকারিণী হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নানামার্গরতোঽপি দুষ্কৃতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূরভগবৎসম্বন্ধলক্ষোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং জনস্তোত্তমং
ধাম্নোদেব রসাস্পদং পরমহং তন্নৌমি মায়াপুরম্॥

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্, ৩৯ শ্লোক)

নানামার্গরত অর্থাৎ মনোধর্ম্মাশ্রয়-হেতু চঞ্চলমতি, অতি দুষ্কৃতি, স্বধর্ম্মাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া সর্ব্বোত্তমত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সদ্ভক্তিযুক্তাকর হন), সেই পরমশ্রেষ্ঠ ধাম-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি।

তত্ত্ববিদ্‌গণ শ্রীব্রজ-অন্তর্দ্ধান শ্রীমথুরার অধিক শ্রীশ্রীগৌর-অন্তর্ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরেও অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবক্ষেত্র পতিত-পামরের প্রতি মহা-বদান্য শ্রীগৌরহরির ন্যায় অধিক কৃপালু বলিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবায় আত্মপ্রত্যয়ে অনেকে শ্রীমথুরার সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
গৌড়-মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজ-ভূমে বাস॥

শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীনবদ্বীপশতকে গাহিয়াছেন,—

নিস্তীর্য্য দ্বাবয়বব্যতঃ বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তিরহস্যলাভঃ॥

(শ্রীনবদ্বীপশতকম্, ৪৯ শ্লোক)

জীবকুল যতদিন শ্রীনবদ্বীপ-বাসকে নিন্দা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-মূল শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে সুষ্ঠু প্রেমভক্তি লাভ হইবে না।

অনিন্দক হইয়া শ্রীগৌড় ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলে এবং শ্রীগৌর ও শ্রীব্রজ-কৃষ্ণে ভেদ না করিয়া চাতুর্য্যান্ত-কালে শ্রীধাম-মায়াপুরে বা শ্রীগৌরহরির মাধুর্য্য-প্রধান আবির্ভাব-ধাম শ্রীমথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুগত অনুষ্ঠানময়ী ও স্মরণময়ী সেবায় কায়মনোবাক্যে অনুগতিই মানব-জন্মের চরম-লাভ। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশে তাঁহার মনোঽভীষ্টের সেবার্থে শ্রীধাম-মায়াপুর বা শ্রীধাম-মথুরা ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করিবেন, তাঁহাদের বিচার কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণাদীনাম্ মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানম্,—"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ,—তথা তত্তন্মন্ত্রযোগবৈভবেন মথুরা বৃন্দাবনাদীনাং শ্রীগোপাল-তাপন্যাদৌ প্রখ্যাতত্বাৎ। মথুরাদিক্ষেত্রাণ্যেবাত্রত্রাধিষ্ঠানে ধ্যানেন প্রকাশ্য হেয়ু ভগবান্ চিন্ত্যতে। —(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণাদি-শ্রীমূর্ত্তির সম্বন্ধে শ্রীমথুরাদিক্ষেত্র মহাধিষ্ঠান-স্বরূপ ; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে (শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধ)— যে-স্থানে শ্রীহরি সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন, তাহাই শ্রীমথুরাপুরী। এইরূপ 'শ্রীগোপালতাপনী' প্রভৃতি শ্রুতিশাস্ত্রেও তত্তন্মন্ত্রযোগবৈভববিশিষ্টরূপে শ্রীশ্রীমথুরা-বৃন্দাবনাদি বর্ণিত হইয়াছেন। অন্য অধিষ্ঠানে শ্রীমথুরাদি ক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীহরির অন্য-স্থান শ্রীমথুরা বা শ্রীমায়াপুরাদি-ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বা পাণ্ডব-বর্জ্জিত কোন প্রদেশে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবানুরোধে বাস করেন, তত্তৎস্থানের ভগবদ্দর্শনকারিগণ কৃতকৃত্যকালে ও নিয়ত আপনাদিগকে শ্রীধাম মথুরাস্থিত শ্রীধাম-মায়াপুরের অধিবাসিরূপেই অনুভব করিয়া সেবা করিবেন। এক মুহূর্ত্তকাল শ্রীযোগমায়াপুরের অধিবাসী ব্যতীত অন্য অভিমানে থাকিলেই নানা-আকারে অন্ত-মায়ার সঙ্গ হইবে।

যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার্থ একমাত্র শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীমঠাদি ভগবদ্বিগ্রহক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা এরূপ মনে করিবেন না যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের

প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া শ্রীমধুরা ব্যতীত অন্য স্থানে রাখিয়াছেন। আর যাঁহারা শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারাও এরূপ বিচার করিবেন না যে, আমরা উত্তম-অধিকারী ও শ্রীগুরুবর্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আর অন্যান্য ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ও নিম্নাধিকারী, এজন্যই তাঁহারা শ্রীভগবল্লীলাস্থান ব্যতীত অন্যত্র ভগবদ্ভোগ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ "যদ্বিষ্কেতনয়া নিগুর্ণম্" (শ্রীভাঃ ১১।২৫।২৫)—এই শ্রীভগবদুক্তি-অনুসারে যে-স্থানে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসীদেবী, শ্রীভগবানের সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বাণী বিরাজিত আছেন বা প্রচারিত হন, তাহাই ভগবৎ-সম্বন্ধ-মাহাত্ম্য-বলে স্পর্শমণি-প্রায় নিগুর্ণত্ব লাভ করে। অতএব সেই সকল স্থানও শ্রীভগবানেরই ধাম।

যথায় বৈষ্ণবগণ,　　সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে,　　মুক্তি দাসী সেই খানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন,　　ভূমি তথা বৃন্দাসন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।
(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীধামের চতুঃসীমানায় বস্তু-দৈত্য আসিতে পারে না। তথায় অভিমন্যা দীনতা-দেবী সর্ব্বদা অধিকমা ভক্তিকে উজ্জীবিতা রাখিয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অযোর্দ্ধা কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। কারণ, একমাত্র শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপাতেই শ্রীধাম-বাস সম্ভব। নিজের তপস্যা, যোগ্যতা বা দক্ষতা-বলে শ্রীধাম-বাস হয় না। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীশচী-মাতা, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীশ্রীধর-পণ্ডিত, শ্রীবুদ্ধিমন্তখান, শ্রীশ্রীঈশানপ্রভু-প্রমুখ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের অবতার শ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দের কৃপানুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-বাস অন্য কোন উপায়েই লভিতে পারে না।

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারবৃতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৮ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকেশব অহঙ্কার-নিবৃত্ত পুরুষগণের দূরবর্ত্তী নহেন, পরন্তু যাহারা অহঙ্কারযুক্ত, তাহাদের ও ভগবানের মধ্যে পর্ব্বত-রাশি ব্যবধায়ক রহিয়াছে। বহুরূপী বস্তু পরিত্যাগ না করিলে শ্রীধাম-বাস হয় না—"সদা বস্তুং হিত্বা ভজ ব্রজভূমি-পূর্ণ্যমতিতরাম্॥"—ইহাই শ্রীরূপানুগবর্গের শিক্ষা।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে গাহিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠের পর যেই দ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদুর্দ্ধে গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥
সেই লোক দুই ভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-ভেদে রসের বিলাস॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত॥
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তারা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ব বেদে কয়॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ।
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধিজনে তার নাহি পায় অন্ত॥
লোভিনী-স্বভাবে জীব ছাড়ি' জড়-ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানে-বলে পায় তার মর্ম্ম॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস॥
চর্ম্ম-চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য-নিকেতন॥
নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ-কাল।
কিন্তু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল॥
কিন্তু বর্ণ-বদ্ধ ক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপ-ধামে প্রাপঞ্চিক-ভাবে পশে॥
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়॥
অপ্রাকৃত দেশ, কাল, ধাম, দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে যাঁর চক্ষে অবিরত॥

চাতুর্মাস্য-কালে শ্রীশ্রীগৌর-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বর্ণিত দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধামের সেবা

করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার অনুরোধে অন্যত্র বাস করিবেন, তাঁহারাও তথায় শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে শ্রীধামেরই বৈভব দর্শন করিতে করিতে শ্রীধামের সেবা করিবেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীগৌর-ধামের সেবাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীহরির ধাম, শ্রীহরির নাম ও শ্রীহরির কাম—এক অধ্যক্ষ-জ্ঞান। তত্ত্ববিদ্‌গণ শ্রীধামের-সেবা, শ্রীনামের সেবা, শ্রীগৌরহরির কাম অর্থাৎ মনোহভীষ্টের সেবায় পৃথগ্‌বুদ্ধি করেন না। নিম্নে কতিপয় ধামাপরাধ পরিবর্জ্জনের জন্য তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল,—

১। শ্রীধাম-সম্বন্ধে শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ২। শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ, ৩। শ্রীধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ৪। শ্রীধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধাম-সেবার ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬। জড়-বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়-দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। শ্রীধামবাসের ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং ১০। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

সঙ্ঘ-সন্দেশ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ ৩রা জুলাই (১৯৪৩) তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন,—

"পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া এবার পাঁচ মাস-কাল শ্রীধামে শুভ-অবস্থান-পূর্ব্বক যে অভূতপূর্ব্ব শ্রীহরিকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিল। বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আচার্য্যবর্য্যের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রভূত ভজন-বল ও শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপা-বল উপলব্ধি করিয়াছেন। বহু ভাগ্যবান্ জন—নরনারী ভজনে প্রচুর অগ্রসর হইয়াছেন—ইহা স্মরণ করিয়া বড়ই আনন্দ হয়। • • মহাজনের কৃপা-বল যে কি করিতে পারে, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপার মধ্যে জলন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের রাতুল চরণের কৃপা অযাচিতা হইয়াছেন, ইহা অতি সত্য কথা।"

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ জানাইয়াছেন,—

"পরমহংসবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীভক্তিচা-মন্দিরের নিকট, যে-স্থানে রথ গিয়া পৌঁছায়, তথায় একটি বট-বৃক্ষের তলে (যেটিকে তিনি "বংশীবট" বলিতেন) বস্ত্র-মণ্ডপে তাঁহার শ্রীবিগ্রহগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছাই-ভস্ম-মাখা কৌপীনধারী পাষণ্ডী পরমহংসবর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রতি নানাপ্রকার কুবাক্য-প্রয়োগ এবং তাঁহার বস্ত্র-মণ্ডপে অগ্নি-সংযোগ করিবার চেষ্টা করে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-শক্তির আভাসেই আমাদের মঠস্থ সেবকগণ তথায় গিয়া তাজকর্ম্মচারিগণের সাহায্যে পাষণ্ডিগণের সমস্ত-প্রকার চেষ্টাকে বিফল করেন ও দর্শকগণ পাষণ্ডিগণের সমুচিত শাস্তি দেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবের দিন আমরা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞা লইয়া রথাগ্রে নৃত্য-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিজ-জনগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে থাকিয়া শ্রীগুন্ডিচাভিমুখে অভিগমন করি। আসুরপ্রকৃতিক সম্প্রদায় বহু লোকজন লইয়া ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া রথাগ্রে কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় তাহারা শ্রীরথের সম্মুখে পট্টডোরীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে পারে নাই, তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথ-লার্ব্বভৌম-প্রভুর নিজ-জন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী গোস্বামি-প্রভুপাদগণের কৃপায় আমরা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়া

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মের তলে শ্রীরথাগ্রে পট্টডোরীর অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য-সংকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকট যে-স্থানে ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে কিছুক্ষণ রথ আটকাইয়া যায়। বহু লোক চেষ্টা করিয়াও রথ চালাইতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেবের মন্ত্রণাময় সংলাপের পর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় রথ পুনরায় সেই স্থান হইতে চলিয়া শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকটে উপনীত হন। এ বৎসর শ্রীগুণ্ডিচায় রথ পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল।"

৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-গণসহ ৬ই জুলাই প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে গো-যানে আলতাপাটপুর-ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথা হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কৃপা-পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া খুরদা-ষ্টেশনে অবতরণ করেন। তিনি ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে দুই রাত্রি থাকিয়া গো-যানে প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূরে চাঁদপুর নিকট 'কুজিমহল'-নামক স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যমধ্যে বৃক্ষাবলি-বেষ্টিতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষের শুভবিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিবিধ সেবোপকরণসহ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সমুপস্থিত হন। অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞায় ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে গো-যানে আরোহণ করিয়া গত ১৩।৭।৪৩ তারিখে 'কাঠজুড়ি'-নদীর দক্ষিণে "নৃগুহান"-নামক স্থানে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ উপনীত হন। শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সহিত কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকবৃন্দ কাঠজুড়ির অপর পার হইতে ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজকে নৌকা করিয়া রাত্রিতে কটকে কাঠজুড়ির তীরে লইয়া আসেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীযমুনা-সমিতে কাঠজুড়ির তীরস্থ বস্ত্রমণ্ডপের অভ্যন্তরে তাঁহার সঙ্গোপাস্ত শ্রীবিগ্রহগণের সহিত অবস্থান করিয়া কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের বার্ষিক সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সুসম্পাদনে কৃপা-শক্তি সঞ্চার করেন।

২০শে জুলাই প্রাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কটক হইতে মহানদী চিত্রোৎপলা পার হইয়া নৌকা-যোগে চতুর্দ্বারে শুভবিজয় করেন; তথা হইতে তিনি ক্রমশঃ শ্রীবালেশ্বর-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবাতেই শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের প্রকৃত সংকীর্ত্তন-মহোৎসব এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনন্দ-বর্দ্ধন হইবে—ইহাই ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষা।

শ্রীশ্রীগৌরশক্তি ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-উৎসবই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে ও শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীশ্রীগৌরশক্তিদ্বয়ের গুণগাথা কীর্ত্তন ও চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী-সজ্জন, অতিথি-অভ্যাগত, দীন, কাঙ্গাল ও মঠের অনুগত গৃহস্থ-ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরজন ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনোৎসবও সংকীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সুধাময়

গত ৬ই শ্রাবণ (১৩৫০) ২৩শে জুলাই (১৯৪৩) শুক্রবার শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথির অধিবাস-দিবস (পূর্ব্ব-দিবস) রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ গোবিন্দদাসজী শ্রীহরিধামে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করিয়া ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় শ্রীমঠামৃতে দীক্ষিত হন এবং ১৩৩৯ সনের ১০ই পৌষ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে তিনি বেষ-গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সমাজে "শ্রীগোবিন্দদাস"-নামে পরিচিত হন। (গৌড়ীয় ১২।৮)

তিনি কএকবর্ষ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া শ্রীশ্রীল

আচার্য্যদেবের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত হন। তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগোবিন্দলালজী প্রায় ৬ই বৎসর যাবৎ শ্রীমঠমণ্ডলে গমন করিয়া বিভিন্ন মঠের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কএকদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনান্তর তত্রত্য বৈষ্ণববৃন্দের মুখে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-পূর্ব্বক এই বর্ষীয়ান্ ভক্তবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ব্রহ্মলোকে লাভ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে পিতৃশ্রাদ্ধ

শ্রীপাদ লক্ষ্মনমূলন্ ভক্তবান্ধব অহৈতুক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সাত্বত-স্মৃতির বিধানানুসারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগত ৪ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর-প্রভুর পৌরোহিত্যে প্রাতে মস্তক-মুণ্ডন, শ্রীগঙ্গাস্নান, গৃহে ভোগ-রন্ধন, বৈষ্ণব-পুরোহিত-দ্বারা সকলসহ ভগবানে অর্পণ, পিতৃদেবের উদ্দেশে মহাপ্রসাদ-পিণ্ডদান, বৈষ্ণব-হোম, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সম্পাদন-পূর্ব্বক সমর্পিত পিণ্ড গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেন এবং তৎপরে সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ, শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ ও ভক্ত-মহিলাগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও সাত্বত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র হইতে বৈষ্ণব-বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ ও আসুর-শ্রাদ্ধের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। বৈষ্ণববৃন্দ ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধ-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্যাবির্ভাব-তিথি

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ৪৮তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথি— ২১ হৃষীকেশ (৪৫৭ শ্রীগৌরাব্দ), ১৯ ভাদ্র (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ), রবিবার গৌর-ষষ্ঠী। সেই দিনই আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ সমস্ত মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৪৫৭ শ্রীচৈতন্যাব্দের 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা-সংক্ষেপে' যে উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২০ হৃষীকেশ, ১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার গৌর-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ৪৮তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব লিখিত আছে। তৎস্থানে নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

"২১ হৃষীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর, রবি সর্ব বাসুদেব গৌর-ষষ্ঠী প্রভু বা ৪৫৭ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৪৮তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব। গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্যমঠে ও মিশনের অন্তর্গত অপর মঠ-সমূহে শ্রীগুরুপূজনোৎসব।"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথি 'গৌর-ষষ্ঠী', 'গৌর-পঞ্চমী' নহে। কারণ ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তারিখে, তাঁহার আবির্ভাব-সময়ের (প্রাতঃ দশ ঘটিকার) পূর্ব্বেই ষষ্ঠী তিথির প্রবৃত্তি হইয়াছে। ঐ দিন পঞ্চমী মাত্র ৫ দণ্ড ৫ পল অর্থাৎ প্রাতঃ ৭।৪৫ মিনিটের পরে ষষ্ঠী তিথির প্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ সহকারী—শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ; (২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীভবদ্ধিদ্ দাস ভক্তিগৌরব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এস্, সহ—শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (৩) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৪) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী ; (৫) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীমন্মথ-মন্মথদাস ব্রহ্মচারী ; (৭) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৮) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৯) শ্রীঅনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার, সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী ; (১১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ, (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিভূপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীযোগদ্রুম-ক্ষেত্র—"গৌড়ের মৈমিষ", (ঘাউগাছি, পোঃ জামগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (১৩) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জামগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১৪) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামদাস অধিকারী ইত্যাদি ; (১৫) শ্রীজহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়, সেবক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীব্রজবিহারী দাস অধিকারী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীকুঞ্জকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৯) শ্রীভাগবত-আসন (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমন্মগোপাল ব্রহ্মচারী ; (২০) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ; (২১) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২২) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ; (২৩) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (২৪) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি ; (২৫) শ্রীগোপালজী মঠ (জমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীবরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৬) শ্রীনদাই-গৌরাঙ্গ মঠ (পোঃ বাদিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীমজাধাদ ব্রহ্মচারী ; (২৭) শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ, (ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদর্শনস্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ ইত্যাদি ; (২৮) হরভোগ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ চক্রশালা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোগ দাসাধিকারী ; (২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম (পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম) সেবক—শ্রীরাধামোহন দাস অধিকারী ; (৩০) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুমারিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী ; (৩১) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ পদ্মপলাশপদ্মজদৃক্ দাসাধিকারী ; (৩২) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৩) আসানসোল প্রপন্নাশ্রম-মঠ (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীহরীষু ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৪) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৩৫) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়দস্তুরসিং, বেনারস সিটি,

ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী : (৩৬) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীঅধিরাজপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, সহ—শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী; (৩৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণদাস অধিকারী ইত্যাদি ; (৩৮) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, সহ—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ; (৩৯) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী (৪০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীনবীগোপাল ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৪১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৪২) শ্রীব্রজধানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রলখ দাসাধিকারী ; (৪৩) শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠ (শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধবেন্দ্রনন্দন দাস অধিকারী ইত্যাদি ; (৪৪) শ্রীরাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ; (৪৫) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাদর (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীবীনহীন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরামচরণ দাস ; (৪৭) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী ; (৪৮) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ; (৪৯) শ্রীনারদ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৫০) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৩৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ, সহ—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৫১) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক, বোম্বে ২৬) সেবক—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী, সহ—শ্রীব্রজগোপাল দাসাধিকারী ; (৫৩) বেঙ্গুর-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট বেঙ্গুর) সেবক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৫৪) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ; (৫৫) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (৫৬) আর্ষাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্তিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি পুরী) সেবক—শ্রীকৃষ্ণাবলদাস ব্রহ্মচারী : (৫৭) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ (চটকপর্ব্বত, পুরী) সেবক—শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী সহ—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী ; (৫৮) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী ; (৫৯) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৬০) আর্ষাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্তিবর্দ্ধক), পুরী ; সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৬১) শ্রীভক্তিগড়ি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ (বাঁশপলি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৬৩) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকলাল ব্রহ্মচারী ; (৬৪) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৫) অমরি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমরি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীগুরুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয় (১৫৪, ওল্ড্‌ টম্‌ লেন, লণ্ডন, ই ৮) সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৬৭) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৮) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবিলাসবিহারী দাসাধিকারী ; (৬৯) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ-ন্যায়তীর্থ : (৭০) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাস অধিকারী ; (৭১) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী ; (৭২) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকেশবচরণ দাস অধিকারী ; (৭৪) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ; (৭৫) শ্রীচৈতন্যমঠ দাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

P29547

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতাবতা বিদ্বান্ যথার্থমনুভবেৎ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিতং সম্বন্ধে
বিষয়ান্ যুঞ্জতঃ সমম্।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী যাহা অনুভব
"নিত্য" বলিয়া জানেন করুন॥

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫০ ; ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৩ | ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবাদবগণের রাজা শ্রীমথুরামণ্ডল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-স্থান। শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী পূর্ণিমা ও রোহিণী-নক্ষত্রযুক্তা ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যথাক্রমে জন্ম-লীলা-কাল। পুরুষাবতার, লীলাবতার-সমূহ-বিগ্রহগণের সর্ব্বাংশী ও সর্ব্বকারণকারণরূপে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তমের আবির্ভাব। এইরূপ অপ্রাকৃত স্থান, কাল ও পাত্রত্ব প্রকাশ করিয়া অপ্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-যুগল-বিগ্রহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মূল-বাসুদেব বা মূল-নারায়ণ, শ্রীবলদেবও সেইরূপ মূল-সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল 'অষ্টমী'-নামে খ্যাত; কিন্তু আর অন্য কোন ভগবদবতারের জন্মদিন 'অষ্টমী'-নামে অভিহিত হয় না। শ্রীবলদেব দেবকীর সপ্তম-গর্ভ। তমালশ্যাম-বিষ্ণু শ্রীযশোদানন্দনে যেরূপ 'কৃষ্ণ'-শব্দের মুখ্য-বৃত্তি, তদ্রূপ দেবকীর সপ্তম গর্ভে 'রাম'-শব্দের মুখ্য-বৃত্তি। শ্রীবলদেব দেবকীর সপ্তম-গর্ভে আবির্ভূত হন নাই, তিনি "সপ্তম গর্ভ" হইয়াছিলেন; ইহাতেই শ্রীবলরামের সাক্ষাদবতারত্ব সূচিত হয়।

সপ্তমো যৈঃ পুরা রাম ষমনস্থঃ প্রচক্ষতে।
গর্ভো বসুদেবস্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।২।৫)

যাঁহাকে 'শ্রীবৈষ্ণবধাম শ্রীঅনন্ত' বলা হয়, তিনি শ্রীদেবকীর হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন "সপ্তম গর্ভ" হইলেন। শ্রীযোগমায়া-কর্ত্তৃক এই গর্ভ শ্রীরোহিণীতে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীরোহিণী-নন্দন। শ্রীযোগমায়া-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'সঙ্কর্ষণ', শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

লোকের প্রীতি উৎপাদন করেন বলিয়া তিনি 'রাম' ও বলাধিক্যহেতু তিনি 'বলভদ্র'-নামে অভিহিত হন।

কংস ক্রমান্বয়ে দেবকীর ছয়টি পুত্রকে নিহত করিলে সর্ব্বাবতারী শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীবলরামরূপে শ্রীদেবকীর "সপ্তম গর্ভ" হন। শ্রীবসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণী দেবীও অপ্রাকৃত গর্ভ-লক্ষণে লক্ষিত এবং কংসভয়ে ভীত শ্রীবসুদেবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রীনন্দালয়ে গোপনে বাস করিতে থাকেন। সপ্তম-মাসে দেবকীর উক্ত গর্ভ শ্রীযোগমায়ার দ্বারা শ্রীনন্দালয়স্থা শ্রীরোহিণী দেবীতে সংস্থাপিত হন। শ্রীরোহিণীদেবী দেবকীর এই সপ্তম গর্ভকে সপ্তমাস-পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া দেবকীর গর্ভে প্রবেশ হইতে গণনায় চতুর্দ্দশ-মাসে শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী পূর্ণিমার হৃদয় হইতে প্রকট করেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ শ্রীনন্দ-পত্নী শ্রীযশোদাতে ও শ্রীবসুদেব-পত্নী শ্রীদেবকীতে স্বাশ্রিক বিধানে শ্রীযোগমায়ার সহিত বিভুমূর্ত্তিতে শ্রীগোপরাজ-নন্দের হৃদয় হইতে শ্রীযশোদার হৃদয়ে এবং বৈন-দীক্ষা-বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য-মূর্ত্তিতে মহাভাগ শ্রীবসুদেবের হৃদয় হইতে শ্রীদেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। শ্রীদেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে শ্রীভগবান্ শ্রীদেবকীতে অবস্থান করিলে তাঁহার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ অলক্ষিত-ভাবে কংস-কারাগারে উপস্থিত হইয়া শ্রীদেবকীর গর্ভস্তুতি করিয়াছিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ যেরূপ, তাঁহার পরিকরগণও সেইরূপ হন। শ্রীভগবানের আংশিক স্বরূপের সহিত আংশিক পরিকরগণ, আর অংশী স্বরূপের সহিত অংশী পরিকরগণ বিহার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

(শ্রীভাঃ ১০।১।২৪)

শ্রীবসুদেব-নন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোহংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তস্য সঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব ন তু সঙ্কর্ষণাবতারত্বেনেত্যাহ—স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। অতএব মায়য়া তস্য গর্ভসময় আকর্ষণঞ্চ যুক্তং পূর্ণস্য বাস্তবাকর্ষণাসম্ভবাদিতি কেচিৎ। এতদ্বিষয়কার্য্যে চ স্বয়মূচ্ছাস্তকচিচ্ছক্ত্যাবিবৈব সা প্রভবেৎ। উক্তঞ্চ তদানীং তদাবিষ্টত্বং তস্যাঃ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যসি মিলিতস্তীতি তত্র হর্ষঃ। অতএব একাংশেতি তস্যা নাম। একোহংশো যস্যেতি বিগ্রহ-বিধিঃ কেচিৎ। —শ্রীল জীবপ্রভু।

শ্রীবাসুদেবের কলা অনন্ত। সহস্রবদন স্বরাট্ শ্রীহরির প্রীতিসাধন করিবার জন্য অগ্রে আবির্ভূত হইবেন—এই বাক্যে শ্রীবসুদেব-নন্দন যে শ্রীবাসুদেব, তাঁহার কলা প্রথম-অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব স্বয়ংই অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ। সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া তিনি সঙ্কর্ষণ নহেন; এইজন্য বলিলেন, তিনি স্বরাট্,—যিনি নিজ-প্রভাবেই বিরাজমান—তিনিই স্বরাট্। অতএব তিনি অনন্ত—কাল-দেশগত-পরিচ্ছেদ-রহিত। পূর্ণ স্বরূপের আকর্ষণ বস্তুতঃ অসম্ভব-হেতু যোগমায়া-কর্ত্তৃকই গর্ভসময়ে তাঁহার আকর্ষণ সম্ভবপর। তিনি স্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-প্রতিম গর্ভে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অকুণ্ঠ-ইচ্ছাত্মিকা চিচ্ছক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই শ্রীযোগমায়া এই আকর্ষণ-কার্য্যে সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে,—অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়া—গোকুলেশ্বরী অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীযোগ-মায়া। আর বিমুখমোহিনী মায়া—অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া বা ছায়া-শক্তি। একই মায়ার এই বিবিধ স্বরূপের দ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত। যে মায়া-দ্বারা এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া শ্রীভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়া-স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়া-স্বরূপের দ্বারা কংসাদি-বঞ্চনরূপ কার্য্য-সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন। শ্রীবলদেব —মায়াধীশ, তিনি মায়া-দ্বারা অভিভাব্য বা দুর্ব্বল হন না। মায়াধীশ বা নিজ নিয়ামকের উপর মায়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না; অতএব নিজ-নিয়ন্তা শ্রীবলদেবের আকর্ষণ জড়মায়ার কার্য্য নহে, তাহা তাঁহারই অকুণ্ঠ-ইচ্ছাত্মিকা-চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কার্য্য। ইহা প্রভুর উপর প্রভুত্ব নহে, প্রভুর বিনোদন বা সুখোৎপাদন-কার্য্য। উপরি-উক্ত শ্লোকে যে "সম্ভবিষ্যতি" শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'মিলন'।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেবকীর গর্ভাকর্ষণাদি-কার্য্য সম্পাদনের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া মায়ার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ নিজ-চিচ্ছক্তিরের প্রভাব পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিয়া মায়ার কার্য্যের আকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মায়ার সহিত মিশিয়া আধিক্য প্রাপ্ত হন নাই, ইহাই পরমেশ্বরের ঈশিতা। এইজন্য যোগমায়ার এক নাম 'একানংশা'। কেহ কেহ একানংশা শব্দের অর্থ করেন— এক অনংশ (অখণ্ড) স্বরূপ যাহাতে, অর্থাৎ অখণ্ড-স্বরূপা।

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব-প্রভুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণ-লীলার সহায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।৪-৫)

শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ—এই চারি ভগবৎস্বরূপ লইয়া শ্রীচতুর্ব্যূহ। শ্রীদ্বারকায় আদি-চতুর্ব্যূহ, শ্রীবৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ।

মথুরা-দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া।
নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।২৩-২৪)

এই আদি চতুর্ব্যূহে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—শ্রীবাসুদেব, শ্রীবলরাম— শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীরুক্মিণী-নন্দন — শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীপ্রদ্যুম্নপুত্র—শ্রীঅনিরুদ্ধ। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ — নরলীল, সকল চতুর্ব্যূহের অংশী; অন্যত্র চতুর্ব্যূহ—ঈশ্বর-লীল। দ্বারকায় যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবাদি শ্রীচতুর্ব্যূহ, তাঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীচতুর্ব্যূহ। এই শ্রীচতুর্ব্যূহের নামই "দ্বিতীয় শ্রীচতুর্ব্যূহ"। আদি চতুর্ব্যূহে যিনি শ্রীবলদেব, তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহে যে শ্রীবলরামের স্বরূপ, তাহাই মহা-সঙ্কর্ষণ। ইনি মূল-সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্ত্তি, যথা—

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই — তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহা-সঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।৩০-৩২)

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে' পরব্যোমে ও তাপকে চতুর্ব্যূহের স্থান এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন,—

পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্চতুষ্টয়ে।
বাসুদেবাদয়ো ন্যায়াস্ত্রয়ঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ॥
তথা পাদ্মবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে।
জলাবরণ-বৈকুণ্ঠদিব্য-বেদবতীপুরে॥
সত্যাখ্যে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।
শুদ্ধোদাদ্ভুতরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ৮৩-৮৪ সংখ্যা, চতুর্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গ)

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। আর একপাদ-বিভূতিতে অর্থাৎ তাপক-মধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই শ্রীবাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে শ্রীবাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে শ্রীসঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তর তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় শ্রীঅনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।

নরলীল চতুর্ব্যূহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশী। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মূল-শ্রীবাসুদেব বা মূল-শ্রীনারায়ণ, তেমনি তাঁহার পরিকর মূল-সঙ্কর্ষণ—শ্রীবলরাম, মূল-শ্রীপ্রদ্যুম্ন—শ্রীরুক্মিণী-নন্দন ও মূল-শ্রীঅনিরুদ্ধ—শ্রীপ্রদ্যুম্ন-পুত্র।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্যুগলতয়া বর্ণনেন সম প্রকাশত্বম্। 'তাবদ্ভুজ-যুগমনুকৃষ্য সরীসৃপস্তৌ' (শ্রীভাঃ ১০।৮।২২), 'যদ্বিশ্লেষরহো-ধাক্ষাৎ' (শ্রীভাঃ ১০।২৩।৩৮), 'দদর্শ রামং কৃষ্ণঞ্চ' (শ্রীভাঃ ১০।৩৮।২৮), 'তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ' (শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৯) ইত্যাদৌ। লোকেঽপি হি সূর্য্য-

চন্দ্রমসাবেব যুগলতত্ত্ব বর্ণিতে। ন তু সূর্য্য-শুক্রৌ। অতএব হরিবংশেঽপি বাসুদেবমাহাত্ম্যে রামকৃষ্ণাবুদ্দিশ্য সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিবেতি। তথা 'ব্রহ্মবন্ধ্বাদুপাখ্যাতাবৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্। শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ' (শ্রীভা: ১০।৩৮।৩০), ইত্যেবং ভগবল্লক্ষণাক্রান্তি তত্র প্রায়ো নবেবং পৃথ্বাদিষু। তস্মাদেব তন্মহিমাপি বর্ণ্যতে।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বনে যথা পটঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ৮৪ অনুচ্ছেদ)

শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম-প্রকাশ। তাহা তত্ত্বতত্ত্বের যুগলরূপে বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি হয়; যথা, শ্রীরামকৃষ্ণের বিজন-লীলা-(ছাদাওড়ি) প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কিঙ্কিণীর ধ্বনিযুক্ত অতীব মনোহর স্ব-স্বচরণযুগল পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে করিতে ছাদাওড়ি দিয়া ব্রজের কর্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের ন্যায় বিচরণ করিতেন। কিঙ্কিণী-নাদে চঞ্চচিত্ত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ গমনশীল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গিয়া ভীত ও ভীতের ন্যায় জননীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

শ্রীযজ্ঞপত্নীগণের উপহার-গ্রহণ-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণগণ পত্নীগণের সদ্ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম উভয়েই বিশ্বেশ্বর ও লৌকিক-লোকানুকরণের জন্য অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅক্রূরের শ্রীব্রজে আগমন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—শ্রীঅক্রূর ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ে গো-দোহন-স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিধানে পীত ও নীলবর্ণ বসন, নয়নযুগল শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলতুল্য, দুই জনেই কৈশোর দশায় উপনীত, বর্ণ শ্যাম ও শ্বেত, উভয়েই পরম সৌন্দর্য্যের আধার, ভুজযুগল আজানুলম্বিত, বদন প্রসন্ন, অতএব দুই জনেই পরম সুন্দর এবং করি-শিশুর ন্যায় বলশালী, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ ও পদ্ম-চিহ্নিত-চরণ-দ্বারা ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। উভয়েই মহাত্মা এবং তাঁহাদের দৃষ্টিপাত সদয় ও মন্দহাস্য-বিকসিত, উভয়েই উদার ও মনোরম বিলাসশীল, বনমালায় ও বনমালায় বিভূষিত, পবিত্র চন্দনাদি অনুলেপন-দ্রব্যে লিপ্তদেহ, স্নাত, নির্ম্মল-বসনধারী। জগতের প্রধান পুরুষ, আদিভূত, কারণ-স্বরূপ এবং অধিপতি, কেবলমাত্র পৃথিবীর ভারহরণের জন্য মূর্ত্তিভেদে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে রাজন্, তখন তাঁহারা দুই জনে নিজ-কান্তি-দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া সুবর্ণ-পরিব্যাপ্ত মারকত-পর্ব্বত ও রৌপ্য-পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন।

কংস-রঙ্গস্থলগত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—হে মহারাজ, বিচিত্র বেশ, আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবাহু রামকৃষ্ণ উপবেশনযোগ্য নটের ন্যায় স্বীয় কান্তি-দ্বারা, দর্শক-জন-সকলের চিত্ত-বিক্ষেপ উৎপাদন-পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই সকল শ্লোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একসঙ্গে সমভাবে বিহার বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক বর্ণনাতেও চন্দ্র-সূর্য্যই যুগলরূপে বর্ণিত হয়,—সূর্য্য-শুক্র নহে; অতএব শ্রীহরিবংশেও শ্রীবাসুদেব-মাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সূর্য্য-চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও শ্রীরামকৃষ্ণ—উভয়কে ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পদ্ম-চিহ্নিত চরণের দ্বারা মহাত্মাযুগল ব্রজ-ভূমি শোভিত করিতেছেন, এইরূপ সমলক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবের যেরূপ সমভাবে বর্ণনা আছে, পৃথু প্রভৃতি অবতারের সহিত সেরূপ বর্ণনা দেখা যায় না। শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ বলিয়া শ্রীবলদেবের দ্বারা দেবকাসুর নিহত হইবার পর শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,—যদু যেরূপ ভক্ত-সকলে ওতঃপ্রোত, সেইরূপ এই বিশ্ব যে অনন্ত ভগবানে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভগবানের পক্ষে এই কার্য্য বিচিত্র নহে। এই শ্লোকে শ্রীবলদেব বিশ্বের আদি-কারণ পরম-পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীরাম উভয়েই অবতারী —সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—অনাদির আদি—সর্ব্বকারণের কারণ।

শ্রীবলদেবের অংশ বলিয়া জগদ্ধারণকর্ত্তা 'শেষ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন, তিনি অবতারী। 'শেষ' নামক শ্রীবলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ অংশী শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-সময়ে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীবসুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সমানভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাপি হি॥
(শ্রীভাঃ ১০।৮৫।১৮)

তোমরা উভয়ে বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর, তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়-গণের বিনাশার্থ আবির্ভূত হইয়াছ কি না, বল।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলদেবেরও নিজ গোপীগণের সহিত রাস-বিহারাদির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে গাহিয়াছেন,

যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১।৩০, ৩৩)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও বলিয়াছেন যে, নিখিল চিদ্বল বা বীর্য্যের আধার শ্রীবলরাম-প্রভুর রাসে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ভক্তিহীন, ক্লীব বা নপুংসক-জাতীয় অর্থাৎ তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী। জীবমাত্রেই প্রকৃতি; কিন্তু লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা ও চিদ্বলের বিষয় স্বীকার না করিলেই জীব নপুংসক-পদবাচ্য হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,— "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" অর্থাৎ নিখিল-চিদ্বীর্য্যের আধার স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীবলদেব-শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রয়হীন ব্যক্তি কখনও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। যাহারা প্রাকৃত বল ও বীর্য্যকে আনন্দের আধার মনে করে, তাহারা অতি তুচ্ছ জড়ানন্দ বা কামের দাস; ক্ষুদ্রানন্দ বা শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীরসিক-ব্রহ্মের দাস্য লাভ করিতে পারে না। দুর্বল-মোহিনী মায়া নশ্বর দৈহিক বলকে আনন্দের জনক মনে করাইয়া বহির্ম্মুখ জীবকে 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়ি'র দাস করিয়া দেয়। আর উন্মুখমোহিনী যোগমায়া সচ্চিদানন্দশক্তিমূর্ত্তিগ্রহ শ্রীবলদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রসিক-ব্রহ্মত্ব উপলব্ধির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের জীবত্ব ও চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 'একই স্বরূপ', 'ভিন্ন-মাত্র-কায়', 'বর্ণাশ্রম-ভেদ' হইলেও উভয়ের মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে; এজন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য-ভেদে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে নির্ব্বিশেষ-ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্দর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিঘ্ন না ঘটায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব অভিন্ন-বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্যের অপলাপ করিতে হইবে না। শ্রীবলদেবের বিষয়-বিগ্রহত্বে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি—আশ্রিত-লীলারই আদর্শ।"

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

সমস্ত সাধন ও সাধ্যের মূল-কথা এই দুইটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। স্মৃতিই— সাধন ও সাধ্যসার; আর বিস্মৃতিই— তাহা হইতে বিচ্যুতি। সমস্ত বিধি ও নিষেধের মূল ঐ দুইটি শব্দের অন্তর্গত, আবার সমস্ত রাগ বা প্রীতি এবং বিরাগ বা অপ্রীতি ঐ দুইটি শব্দকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'তে 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' সাধন-ভক্তির বর্ণনের উপক্রমে শ্রীপদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব ২।৫)

অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষ্ণু-স্মরণই কর্ত্তব্য; কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না— ইহাই মুখ্য বিধি। শাস্ত্রোক্ত

যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত স্মৃতি ও বিস্মৃতিরূপ বিধি ও নিষেধেরই অধীন। অতএব শ্রীনারায়ণ-স্মৃতিই এই মনুষ্য-জন্মের যাবতীয় সাধন-ভজনের একমাত্র প্রয়োজন।

প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে প্রীতি, তথায়ই স্মৃতি। প্রীতি আছে, অথচ স্মৃতি নাই,—এরূপ দৃষ্টান্ত কোনও স্থান, কাল বা পাত্রে পাওয়া যায় না। যাহা আমাদের প্রিয়, তাহার কথা মনে না পড়িয়া ও মনে না থাকিয়াই পারে না। দেহ ও দেহ-সম্পর্কিত বস্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া সর্ব্বক্ষণ কোন-না-কোন আকারে তাহাদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। দেহ অপেক্ষা আত্মা যখন আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির বস্তু বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন আত্মস্মৃতিও আমাদিগকে কখনই পরিবর্জ্জন করে না। সুতরাং যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার স্মৃতি কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। অনুরাগ বা প্রীতির একমাত্র লক্ষণই স্মৃতি। যাহার বিষয়ে প্রীতি, তাহার বিষয়ের স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ আছে; যাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বা শ্রীহরিকথায় প্রীতি, তাঁহার শ্রীহরিকথার স্মৃতি সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেদীপ্যমান আছে। এইজন্য শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়সমূহে যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন অপগত না হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই ভাষা হইতে জানা যায় যে, প্রীতি আছে বলিয়াই নিরন্তর স্মরণ আছে। যে স্থানে ঔদাসীন্য, তথায় স্মরণ নাই। যে-স্থানে ভীতি, তথায়ও স্মৃতি দেখা যায়। যেমন কংসের সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি ছিল; কিন্তু বেণের ভীতি বা প্রীতি—কোনটিই না থাকায় শ্রীভগবানের স্মৃতি ছিল না। শ্রীনারদ মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।

(শ্রীভাঃ ৭।১।৩১-৩২)

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! গোপীগণ—কাম, কংস—ভয়, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপগণ—শত্রুতা, বৃষ্ণিবংশীয়গণ—সম্বন্ধ, আপনারা (পাণ্ডবগণ)—স্নেহ ও আমরা ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু অত্যন্ত উদাসীন বেণের এই পঞ্চবিধ ভাবের কোনটিই ছিল না। সুতরাং শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বেণের কোনই আবেশযুক্ত স্মৃতি ছিল না। *

ভীতিতে যে স্মৃতি, তাহা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন নহে; উহা প্রতিকূল-অনুশীলন; অতএব যাঁহারা প্রেমানন্দ-প্রার্থী, তাঁহারা যে স্মৃতির দ্বারা আত্মবিনাশ হয়, তাহা কখনও বাঞ্ছা করেন না। প্রাণঘাতী শত্রুর চিন্তা বা স্মৃতি কখনই সুখ-দায়ক নহে এবং চরমেও তাহা আত্মবিনাশী। 'এই শত্রু আসিল, এই আমাকে ধরিল, এই আমাকে মারিল'—এইরূপ চিন্তা বা ধ্যান যে কিরূপ ক্লেশকর ও ঐরূপ ব্যক্তির জীবন যে কিরূপ দুর্ব্বিসহ, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই জানেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে হয় কখনও আত্মহত্যা করে, না হয়, শত্রুর দ্বারা হত হইয়া থাকে; সুতরাং ভীতি বা শত্রুতা-মূলে যে চিন্তা বা স্মৃতি, তাহা সাধনকালে ও ফল-লাভকালে উভয়াবস্থায়ই ক্লেশদায়ক; কিন্তু প্রেমাস্পদ বা প্রেষ্ঠের জন্য যে সহজ-স্মৃতি, তাহা সাধন ও সিদ্ধি, উভয় কালেই অত্যন্ত সুখকরী। প্রেষ্ঠের বিরহ-জনিত দুঃখের মধ্যে যে স্মৃতি, তাহাও প্রেষ্ঠের প্রেমাভিরিক্ত বলিয়া অত্যন্ত সুখদায়িনী।

পশু-জীবনে চিন্তা নাই। অত্যন্ত তামসিক-প্রকৃতি ও আচ্ছাদিত-চেতনের মধ্যে চিন্তাহীনতা লক্ষিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংসারাসক্ত মানবের অলস ছবি তাঁহার একটি গীতির মধ্যে এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন,—

ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥

আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ চিন্তাহীন হইয়াও সংসারাসক্ত ব্যক্তির—

---

* "অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুবেশিপত্বদ্বাবেশাভাবাদ্মুক্ত্য-ভাব" ইতি (শ্রীক্রমসন্দর্ভ ২৯) অর্থাৎ বেণরাজা বিষ্ণুবেষী হইলেও শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু তাহার মুক্তি হয় নাই।

দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
আসিছে হৃদয়ে মোর বৃদ্ধি করি' যত॥

অভ্যাসক্ত ব্যক্তি ভগবদ্‌বিষয়ে চিন্তাহীন—স্মৃতিহীন; কিন্তু দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তা এক মুহূর্ত্তও তাহাকে পরিত্যাগ করে না। কারণ, দেহ-গেহ-কলত্রাদি বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের প্রীতি বা আসক্তির বস্তু। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি থাকিবেই। জড়ে প্রীতি আছে বলিয়াই জড়ের স্মৃতি আহারে-বিহারে-শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বক্ষণ হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। চেতনে প্রীতি নাই বলিয়া তাহার স্মৃতিও আদৌ নাই। আবার শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিও বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজের পোষণ-পালনাদির প্রতি সম্পূর্ণ চিন্তাহীন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন,　　তুয়া-পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল,　　চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥

আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তি জড়ের চিন্তাহীন—নিজ-সুখ-দুঃখের চিন্তাহীন বলিয়া শ্রীভগবানের সেবা-বিষয়ে চিন্তাহীন বা স্মৃতিহীন নহেন।

ভকতিবিনোদ,　　আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে,　　তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥
•　　•　　•
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥
•　　•　　•
বলিয়া ভইয়া,　　তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে,　　নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি।
নিজের পোষণ,　　কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ,　　তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥

শরণাগত নিজের পোষণ-বিষয়ে চিন্তাহীন; কিন্তু তিনি আহার-বিহারে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বক্ষণ শ্রেষ্ঠ-প্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা করেন। তিনি নিজের দেহ, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদি-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অতি উৎসাহভরে শ্রেষ্ঠের সেবা সহজ-স্মৃতি বা আবেশের সহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যাহাদের একমাত্র প্রীতির আস্পদ পূর্ণ-চেতনের প্রতি প্রীতি নাই, যাহারা শুদ্ধ-চেতনাত্মা নহে, তাহারা হয় মৃত-প্রভুর বেষে স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহ অর্থাৎ 'পেট ও মাটী'র চিন্তা করে, না হয় শরণাগত হরিভক্তের ছলনায় দেহ বা উদর-স্মৃতিতে ভরপুর থাকে। ভারতবর্ষে লোটা-কম্বলধারী বহু 'খড়িয়া-পন্টন' উদাসীন ব্যক্তিকে 'উদরেশ্বরবাদী' হইয়া তীর্থাদিতে বিচরণ, ভজন-কুটিরে, পর্ব্বত-গুহায় অথবা মঠাদিতে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জাগতিক সমস্ত প্রীতি ও স্মৃতি পরিত্যাগ (?) করিতে পারিলেও উদরের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহারা দেহ বা উদরকে কেবলমাত্র সত্যসত্ত নহে, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম বলিয়াই সর্ব্বদা ধ্যান করে। এই "উদর-ব্রহ্ম-সত্তা ও জগন্মিথ্যাবাদী" বা "উদরেশ্বরবাদি"-সম্প্রদায় শ্রীভগবৎসম্বন্ধী অনুষ্ঠানকে অনেক সময় 'আড়ম্বর', 'প্রয়াস' বা 'বিষয়কার্য্য' মনে করে! ইহারা সম্প্রদায়ের সেবাকে নানাপ্রকার 'হাঙ্গামার কার্য্য' মনে করিয়া মনে, বনে ও কোণে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে ভালবাসে! দেহ অসুস্থ হইলে তাহাদের চিত্তে শান্তি থাকে না! উদর-ব্রহ্মে উত্তম উত্তম আহুতি দিতে না পারিলে ইহারা 'ঘন-ময়রা'—'বেগুন-বেচা-মুখ' হইয়া পড়ে।

গৃহমেধিগণের ন্যায় অভক্ত-ত্যাগমেধিগণও উদর-মেধী হইয়া উদরের স্মৃতিতেই অভিনিবিষ্ট থাকেন। কেহ কেহ বাহ্যদৃষ্টিতে উদর-মেধী না হইলেও, এমন কি, বায়ুভুক্ ও দিগ্বসন হইলেও কৃষ্ণস্মৃতিতে অভিধিক্ত না হওয়ায় তাঁহারা দেহস্মৃতি বা সংসার-স্মৃতিতেই অভিনিবিষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিযুক্ত সমস্ত অনুষ্ঠান-তৎপর, তাঁহাদের দেহস্মৃতি নাই।

দেহস্মৃতি নাহি যাঁর, সংসাররূপ কারা তাঁর,
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে মেহ' তাঁর পার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪৯)

যাঁহারা যত অধিক দেবায় মগ্ন হন, ততই তাঁহাদের সেবা-সঙ্কল্পের জন্য আর্দ্র বৃদ্ধি হয়; কৃষ্ণ-স্মৃতির ফলে দৈন্য ও কার্পণ্যের বৃদ্ধি হয়, আর দেহস্মৃতি বা জড়স্মৃতির ফলে দম্ভ বৃদ্ধি হয়, ইহাই উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য।

স্মৃতিই সকলের মূল। স্মৃতিশূন্য সেবা-ভক্তি, স্মৃতি-শূন্য ক্রিয়া-কলাপ, স্মৃতিশূন্য অনুষ্ঠান—সমস্তই নিরর্থক। শ্রীভগবানের সুখের জন্য যে অনুষ্ঠান কৃত হয়, তাহাই ভক্তি। সেই ভক্তির দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ; একটি ক্রিয়াময়ী বা শ্রবণ-কীর্তনাদি-অনুষ্ঠান-রূপা, আর একটি স্মৃতিময়ী অর্থাৎ নিরন্তর অনুসন্ধানময়ী। ইহাতে অনুক্ষণ সেব্যের সুখানু-সন্ধান-স্মৃতি থাকিবে। ইহা অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ নৈরন্তর্যময়ী অব্যভিচারি-লক্ষণা—ইহাই ভক্তির সত্তীব। শাস্ত্র মনে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্মৃতি বিরাজিত থাকে; অতএব স্মৃতিশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠানের অভিনয়—'ভক্তি' নহে। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রীতিযুক্তা ক্রিয়া স্মৃতিময়ী হইবেই হইবে।

সাধু বা মহতের সঙ্গও স্মৃতির সহিত না হইলে তাহা প্রকৃষ্ট সঙ্গ নহে। স্মৃতির সহিত যে মহতের সঙ্গ, তাহাই ভজন। দুই প্রকার সৎসঙ্গের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বৈধী ভক্তির পূর্ব্বাঙ্গরূপ যে সৎসঙ্গ, তাহাতে স্মৃতি নাই; কিন্তু শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের পরে বিশ্বাসের সহিত অর্থাৎ সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া বিশ্বাসের সহিত যে শ্রীগুরু-সেবা, সেইরূপ সঙ্গে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ, নিরবচ্ছিন্ন-মনোগতি আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ সেবায় নিরন্তর সুখানু-সন্ধান-স্মৃতিময়ী সৎসঙ্গস্থিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন। এই 'সঙ্গ' রুচিপ্রধানা বৈধী ভক্তির পরাঙ্গরূপ ভজনক্রিয়ার অন্তর্গত। অতএব মহতের এইরূপ সঙ্গই প্রকৃষ্ট সঙ্গ। সেই সাধন-পঞ্চকের অন্তর্গত এই 'সাধু-সঙ্গে'র 'অন্য সঙ্গে'র দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়।

মহতের সঙ্গরূপ ভজনে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা নিরন্তর সহজ-স্মৃতির সহিত মহতের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু নাগাপেক্ষা নিজ মরণশীল দেহ, উহার বা দেহসম্বন্ধী পুত্র-কলত্রাদির স্মরণ করেন না—ইহাই 'দেহ-স্মৃতি নাহি যাঁর, সংসাররূপ কারা তাঁর'—বাক্যের আদর্শ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চাদ্যঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বন্মায়াভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৪৬ অনুচ্ছেদ)

হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় পাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ (নিরন্তর স্মৃতির দ্বারা) করিয়াছেন, তাঁহারা এই অতিপ্রিয় মর্ত্য শরীর এবং ইহার অনুগত সুত, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত ও পত্নী—এই সকলের স্মরণ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতোপামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

নৃণাং ক্রিয়াদেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োঃ-
গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥

(শ্রীভাঃ ১২।১২।৫৩)

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, তাহা কেবল ধনঃসম্পত্তি-সাধক, পরম-পুরুষার্থ-সাধক নহে। পরন্তু শ্রীহরির গুণানুবাদ-শ্রবণাদর প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মযুগলের বিস্মৃতির বিনাশ অর্থাৎ নিত্য-স্মৃতি সংঘটিত হয়।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

(শ্রীভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগল-স্মৃতি মানবগণের অশুভ বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির মুখ্য ফলই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, অপরগুলি আনুষঙ্গিক ফল।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মাপমপি যচ্ছতি।
কিমর্ঘকাম্যা ভজতো নাত্যৌদার্যাজ্জগদ্গুরুঃ।

(শ্রীভাঃ ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজ-পাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন ; সুতরাং ভক্তগণের অনতিবাঞ্ছিত ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-প্রদান-বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?

ঊর্দ্ধমন্থী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, তপস্বী বা দিগ্বসন, বায়ুভুক্ প্রভৃতির আদর্শ অনুসরণ করা কিছু মানব-জীবনের সার্থকতা বা চরম প্রয়োজন নহে। শ্রীহরি-প্রীতিই—পরম প্রয়োজন। ঊর্দ্ধমন্থী বাতবসনা মুনিগণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া স্মৃতিহীন অর্থাৎ চিন্তিদাসানুভবহীন—প্রীতিহীন অবস্থায় লীন হইতে পারেন, কিন্তু তাহা প্রার্থ্য নহে। শ্রীশ্রীভগবানের লীলা ও তাঁহার বাণী অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা। এইজন্য শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতেও নিজ শ্রীউদ্ধব মহারাজ মায়া-জয় ও কৃষ্ণ-প্রীতি-লাভের অমোঘ উপায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন.—

মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যাংস্কিতেক্ষণক্ষেলি স্মিতানি বরুলোকবিড়ম্বনম্॥

(শ্রীভা: ১১।৬।৪৭-৪৯)

দিগ্বসন (নগ্ন) মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা শ্রমণ এবং শান্ত (নিষ্কাম) নির্ম্মল-চিত্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্ম-নামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্, আমরা কিন্তু তথায় যাইব না, আমরা (প্রাকৃত) কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে দুস্তার সংসার উত্তীর্ণ হইব। নটলোকের ন্যায় অভিনয়কারী আপনার গতি, হাস্য, দৃষ্টি, পরিহাস এবং বিবিধ লীলা ও শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে আমরা এই সংসার উত্তীর্ণ হইব।

ক্ষণকালও শ্রীভগবৎস্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকা জীবের কর্ত্তব্য নহে, কারণ শ্রীভগবৎস্মৃতিই—জীবন ও বিস্মৃতিই—মৃত্যু। এইজন্য শ্রীগরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একনিমেষব্যক্তিক্রান্তে মুহূর্ত্তে যামবর্জ্জিতে।
সদ্যোভির্ম্বিতেনৈব মুক্তমাক্রন্দিতুং ক্ষমম্॥

এক মুহূর্ত্তকালও যদি স্মৃতিশূন্যরূপে অতীত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব পুরুষের ন্যায় জীবের তদ্দণ্ড ক্রন্দন করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির সর্ব্বোত্তমাবস্থা যে অবিচলা বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি, তাহা স্মৃতির পরিপাকস্বরূপা ধ্রুবানুস্মৃতি-ময়ী। শ্রেষ্ঠের ন্যায় অমৃতধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন হইলেই তাহা ধ্রুবানুস্মৃতি-পদবাচ্য হয়।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(শ্রীভা: ৩।২৯।১১-১২)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিলেন, আমার গুণ-শ্রবণমাত্রেই (অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে) সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের গতির ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহের অগোচর-স্থানে নিশ্চলরূপে অবস্থানকারী আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে এবং আমি যে পুরুষোত্তম, আমার প্রতি যে ফলানুসন্ধান ও ব্যবধানরহিতা ভক্তি, তাহাই নির্গুণ-ভক্তি-যোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হইয়াছে।

অতএব মহাভাগবতের লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

(শ্রীভা: ১১।২।৫৩)

শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ব্যতীত অন্য কোন সার বস্তু নাই, এইরূপ অকুণ্ঠস্মৃতিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্য-রাজ্য লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবদ্ভাবচিত্ত দেবগণের আরাধ্য ও অন্বেষণীয় সুদুর্ল্লভ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম হইতে ক্ষণকালও বিচলিত হন না, তিনিই উত্তম-ভাগবত।

অতএব ভগবৎস্মৃতিই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। এই স্মৃতিরই অপর নাম নির্গুণা ভক্তি। স্মৃতিরই অপর নাম 'প্রীতি' বা পরম-পুরুষার্থ।

কলিহত জীব—স্মৃতিহীন। যাঁহারা অনুক্ষণ পরব্রহ্মে বিচরণ করেন, তাঁহারাই অকুণ্ঠ-স্মৃতি। লোকোত্তর আচার্য্যগণ সকলেই অসামান্য স্মৃতিধর ছিলেন। কি শ্রীরামানুজাচার্য্য,

কি শঙ্কিত শ্রীকুরেশাচার্য্য, কি শ্রীমল্লাচার্য্য, কি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—সকলেই অদ্ভুত শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ছিলেন। ইহা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যাধার নহে, তাঁহারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে কিরূপ সংলগ্ন, আসক্ত ও প্রগাঢ় প্রীতিযুক্ত, তাঁহারই পরিচায়ক। কথিত হয় যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য পূর্ব্বগুরু শ্রীযামুনাচার্য্যের আজ্ঞায় বোধায়ন-বৃত্তির অনুসারে 'শ্রী'-ভাষ্য রচনা করিবার অভিলাষ করিয়া কাশ্মীর দেশান্তর্গত সারদাপীঠ হইতে মায়াবাদিগণের দ্বারা শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত বোধায়ন-বৃত্তি আনয়ন করিবার জন্য নিজ-শিষ্য শ্রীকুরেশকে সঙ্গে লইয়া সারদাপীঠে গমন করেন। সারদাপীঠের কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ পুঁথিটি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া অসত্যোক্তি করেন। তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর শ্রীরামানুজ শ্রীসারদাপীঠে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু রাত্রিকালে শ্রীসারদাদেবী (শ্রীসরস্বতী) স্বয়ং বোধায়ন-বৃত্তি হস্তে লইয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। ইহার কএকদিন পরেই কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ প্রত্নাগারে 'বোধায়ন বৃত্তি' পুঁথিটি দেখিতে না পাইয়া কএকজন দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুসরণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা এক মাস পরে পথিমধ্যে শ্রীরামানুজের সম্মুখীন হইয়া ঐ পুঁথিটি কাড়িয়া লইয়া যান। শ্রীরামানুজাচার্য্য গুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণ করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলে গুরুপ্রাণ শ্রীকুরেশ শ্রীগুরুদেবকে আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক বলেন,—"প্রভো, আপনি চিন্তা করিবেন না; কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই এক-মাস-কাল প্রতি রাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি পুঁথিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়ন-বৃত্তিটি কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কএক দিবসের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ লিখিয়া ফেলিতেছি।"

শ্রীকুরেশের শ্রীগুরুসেবা-লব্ধ স্মৃতি-প্রভাবেই বোধায়ন-বৃত্ত্যনুসারী 'শ্রী'-ভাষ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকুরেশাচার্য্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাৎস্য-গোত্রীয় বরাচ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও 'কূর-অগ্রহার'-নামক স্থানের কৃষ্যাদি ছিলেন। কিন্তু একমাত্র গুরুদেবার্থ হওয়ায় তাঁহার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত ছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এজন্যই তিনি অদ্ভুত-স্মৃতি হইয়াছিলেন। অতএব প্রাকৃত তথা-কথিত ব্রহ্মচর্য্য—অপ্রাকৃত স্মৃতিশক্তির কারণ নহে। শ্রীগুরুসেবাবশে অতিমর্ত্য ব্রহ্মচর্য্য-সম্ভাবেই সদৃশ চিদ্বিলাস-স্মৃতি প্রকাশিত হয়।

শ্রীমল্লাচার্য্যের সম্বন্ধেও শ্রুত হয় যে, তাঁহার গুরু শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের (শ্রীমল্লাচার্য্যের পূর্ব্ব-নাম) শ্রীব্যাসদেবের রচনা-বোধ-বিষয়ে কতটা প্রকৃত অভিজ্ঞতা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এম স্কন্ধের গন্ধভাগ ব্যাখ্যা করিতে বলেন। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ না দেখিয়াই শ্রীব্যাসদেবের অভিপ্রেত পাঠসমূহ সিদ্ধান্তমূলে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও অচ্যুতপ্রেক্ষ স্বয়ং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস পূর্ণপ্রজ্ঞ, তুমি ত' এই জন্মে বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, তবে কিরূপে ঐ সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তোমার আয়ত্ত হইল?" পূর্ণপ্রজ্ঞ কহিলেন,—"প্রভো, আমি পূর্ব্ব-জন্মে ঐ সকল অধ্যয়ন করিয়াছি।" পূর্ণপ্রজ্ঞের এইরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞকে বেদান্তবিদ্যা-সাম্রাজ্যের পরিপালনে সমর্থ-বোধে "আনন্দতীর্থ" নামকরণ করেন। শ্রীমল্লাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে ও বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থের ভাষ্যের মধ্যে যে-সকল অসংখ্য শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে কিরূপ অদ্ভুত স্মৃতিধর ছিলেন, তাহা দেখিয়া আধুনিক সম্ভাবাও স্তম্ভিত হন। শ্রীশ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার বিভিন্ন টীকায়, শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে সহস্র সহস্র শাস্ত্র-বচন ও মহাজনের বাক্য, শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থে ও বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল অসংখ্য শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার এবং তদ্দ্বারা গ্রন্থের সারত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে কে না চমৎকৃত হন? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন টীকা ও গ্রন্থাবলীতে যে-সকল প্রমাণ, তথ্য ও সিদ্ধান্ত উদ্ধার ও বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কিরূপ অতিমর্ত্য স্মৃতিধর ছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া সকলেই বিস্মিত হন। শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি শ্রীগোবিন্দ-

দেবের আদেশে একরাত্রির মধ্যে শ্রীব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

প্রকটাচার্য্যের যাঁহারা শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে তাঁহাদেরই অহৈতুকী কৃপায় উপবেশন করিবার দুর্লভতম সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্য-কেশরী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে কিরূপ স্মৃতিধর ছিলেন, তাহা দেখিয়া আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ও বিস্মিত হইতেন। জীবনে তাঁহার সহিত যাঁহার একবার দেখা হইয়াছে, তাঁহার নাড়ী-নক্ষত্র তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন। সাম্প্রদায়িক তথ্য ও ইতিহাস তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম সন-তারিখের সহিত বলিতে পারিতেন, এরূপ উদাহরণ আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। এক সময় ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন অবস্থিত থাকা-কালে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার এই অযোগ্যতম ভৃত্যানুভৃত্যাভাস লেখককে 'আমার পরিচিত' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রুফলিপি লিখিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অনর্গল ৪ ঘণ্টা-কাল (রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত) প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তির (তাঁহার পরিচিত) নাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদের সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে সমুদ্রোপকূলে 'পোড়াকুটি'-নামক ভবনে অবস্থান-কালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার চরিত-বিষয়ক কিছু উপকরণ প্রার্থনা করিলে তিনি কেবলমাত্র স্মৃতি হইতে ক্রমাগত ১৫ দিন যাবৎ সন-তারিখ নক্ষত্রসহ কত শত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহার বাল্যবন্ধু, ছাত্র, শিষ্য, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বিস্তৃত চরিত ও নিখিল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনর্গল বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্মৃতির যে কতভাবে কতপ্রকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা যিনি স্বয়ং দর্শন না করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিবেন না।

কোন সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনিয়ন সাহেব ও আলোপ্যাথ ডাক্তার ডব নীলরতন সরকার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসেন। তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি জীবনে মস্তিষ্কের অপটুতা বা স্মৃতিশক্তিহীনতা বলিয়া কোন কথা জানেন না।

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরেও সেই আদর্শ প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতি শৈশবকালে তিনি মাত্র একবার যে পুস্তক পাঠ বা কথা শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীমহাভারত ও রামায়ণের যে-সকল বিবরণ, বংশাবলী, ইতিহাস, তথ্য-সমূহ পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, অথবা ভৌগোলিক স্থান ও সংস্থানের বিবরণ যাহা একবার-মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও তিনি অবিকল নিভুলভাবে অনর্গল বর্ণন ও আবৃত্তি করিতে পারেন। যাহাকে তিনি একবার জীবনে দেখিয়াছেন, আজন্ম-কৈশোর তাঁহার সমস্ত স্বরূপ ও তাঁহার অন্তরের চিত্তবৃত্তি, তাঁহার দোষ ও গুণ—সমস্তই তিনি নিখুঁতভাবে ও নিভুলভাবে পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভক্তিদেবীর হাতে নিযুক্ত করেন। কোন বিষয়ে কোনও দিন তাঁহার স্মৃতি বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই। ভীষণ প্রতিকূল অবস্থা, কল্পনাতীত চক্রান্ত, চতুর্দ্দিক্ হইতে কামারের গোলা বা অস্ত্রাঘাতের ন্যায় পাষণ্ডিগণের সহস্র সহস্র বাক্যবাণ, সহস্রফণী বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র, কিছুতেই এই আচার্য্যবর্য্যের অকুণ্ঠ-স্মৃতিকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই। কি ভক্তিসিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা-কালে, কি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা-সমাধান-কালে, কি প্রত্যেক সাধকের আচার-ব্যবহার-নিয়মন-কালে, কি সাম্প্রদায়িক তথ্য-সমূহ-বর্ণন-কালে, কি কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিচার-কালে তিনি যে অতিমর্ত্ত্য স্মৃতিধরের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়,—বর্ণনার বিষয় নহে। তিনি এইরূপ অতিমর্ত্ত্য স্মৃতিধর বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে সেবাময়ী প্রার্থনা সহিত বলিয়া থাকেন,—"যাহার স্মৃতি নাই, তাহার হরিভজন হইবে না। স্মৃতিহীন ব্যক্তি—ভগবৎপ্রীতিহীন, অপরাধী; অপরাধফলেই জীব স্মৃতিহীন হইয়া থাকে।"

শুশ্রূষা-বিমুখ আমি তাঁহার কীর্ত্তিত বাণী ও উপদেশ এক কর্ণরন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিতে না করিতেই আর এক কর্ণরন্ধ্র দ্বারা বাহির করিয়া দেই, এজন্য পরমুহূর্ত্তেই তাহা মনে থাকে না। তিনি আমাদিগকে এক বৎসর পরে আবার সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ কৃপাপূর্ণ

করেন বটে, কিন্তু এক মিনিট পরেই তাঁহার কথিত কথা বা উপদেশ আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারি না।

তিনি বলেন, খাতা বা খাতার মধ্যে লাল-নীল দাগ না দিয়া হৃদয়ের মধ্যে এমনভাবে দাগ দেও যেন জীবনে কখনও তাহা মুছিয়া না যায়। কিন্তু ছিদ্রযুক্ত হৃদয়ে পাকে পাকে শত শত মণ লাবণ্য দুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, তাহা ছিদ্রদ্বারা বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ বহির্মুখতার ছিদ্রযুক্ত মস্তিষ্কভাণ্ডে শ্রীহরি ও শ্রীহরিসম্বন্ধী কোন কথাই অবস্থান করে না। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবকে কখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী বা শাস্ত্রের উপদেশ খাতায় নোট করিয়া রাখিতে দেখি নাই। আর আমি বহু হীরা, এমন কি, বহু বেল কাগজ, বহু সহস্র দাম, নীল, কাল পেন্সিল, বহু সহস্র কলম এবং হাজার হাজার আউন্স কালী ব্যবহার করিয়া সেই সকল কথা স্মারকলিপিরূপে লিখিয়া রাখিলেও স্মৃতিপটে ও হৃদয়পটে কিছুই রাখিতে পারি না। কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও তাঁহার প্রত্যেকটি সেবক, প্রাপ্তি ও উপকরণের ইতিহাস ও চরিত্র, সমগ্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আনুপূর্বিক নিখুঁত বিবরণ, সিদ্ধান্ত, তথ্য ও ইতিহাস—সমস্তই এই আচার্যভাস্করের অতিবর্ত্য স্মৃতি-সম্পুটে বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

তিনি বলেন,—স্মৃতিহীন ও ভ্রান্তিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ তাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধী। তিনি বলেন,—"হরিভজনকারীর থাকবে—(1) Concentration, (2) Reception, (3) Retention, (4) Execution with precision or accuracy with a lightning speed." অর্থাৎ (১) গভীর মনঃসংযোগ-শক্তি, (২) বস্তু-গ্রহণ-শক্তি, (৩) তাহা সংরক্ষণ-শক্তি, (৪) অটুটভাবে, নিখুঁতভাবে বিদ্যুৎ-গতিতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি। তিনি চিরকালই quantity অর্থাৎ পরিমাণাধিক্যের পক্ষপাতী নহেন, quality বা গুণের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, পৃথিবীতে স্বর্ণ বা হীরক অতি অল্প। অটুট-স্মৃতিযুক্ত একটি ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর স্মৃতিহীন কোটি কোটি ব্যক্তি কেবল জগতের ভার বৃদ্ধি করে। যাহার স্মৃতি নাই ও যাহার কেবল পদে-পদে ভ্রান্তি হয়, সেরূপ ব্যক্তিকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় দেন; কারণ, যাহার স্মৃতি নাই, তাহাতে ভগবৎপ্রীতির কোন লেশও নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা অপরের মঙ্গল হইতে পারে না। লোক নিরক্ষর হউক, অকুলীন হউক, নির্ধন হউক, রূপহীন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু স্মৃতি থাকিলে তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাশেলেশ আছে জানিতে হইবে।

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, অনেক মস্তপায়ী, অনেক দুশ্চরিত্র ও অনেক সাংসারিক দক্ষ ব্যক্তির সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি তাহারাই ভগবদ্ভক্ত হইবে? এ স্থানে বিবেচ্য এই যে, তাহাদের জড়ে সুতীব্র প্রীতি আছে বলিয়াই জড়-বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি আছে, কিন্তু জড়বিষয়িণী স্মৃতি অল্পদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জগতে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব মনীষিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা জড়-বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে অন্তিমকালে জড়রূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছেন, দেখা যায়; কেহই পরা শান্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(শ্রীগীতা ২।৬২-৬৩)

বিষয়-সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয়; ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্যতা জন্মে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের বিস্মৃতি ঘটে, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে (মানব) বিনষ্ট অর্থাৎ মৃতপ্রায় হয়। [শ্রীধর-টীকা দ্রষ্টব্য]

মহাপুরুষগণ বলেন, যাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের নিত্য-সম্বন্ধ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বক্ষণ অনুক্ষণ স্মৃতি স্বাভাবিকী হইবে। আত্মীয়ের স্মৃতি কাহারও লোপ পায় না। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজ-জনগণের সহিতই আমাদের নিত্য-সম্বন্ধ; শ্রীগুরুদেব, শ্রীধাম, শ্রীধামবাসী, শ্রীবৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নিজ-মন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও শ্রীঅধোক্ষজদেবে শরণাপত্তি—এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিকী অনুক্ষণ স্মৃতি থাকিবে। যাঁহারা শ্রীধাম-বাস ও যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌর-

সুন্দরের অনুরাগভরে সেবা অভিলাষ করেন, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীস্বরূপ, সগণ-শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন-প্রভুকে সর্ব্বদা সহজ-প্রীতিভরে স্মৃতিপথে সংরক্ষণ করেন। এই স্মৃতির সহিত ভজনই শ্রীগুরুদেবতায়া হইয়া অব্যভি-চারিণী ভক্তির দ্বারা ভজন। এইরূপ ভজনের দ্বারাই ভগবৎসান্মুখ্য, তদনুভব ও আনুষঙ্গিকভাবে দেহস্মৃতি বা সংসার-স্মৃতি বিদূরিত হয়। অতএব স্মৃতিই—ধন, আর বিস্মৃতিই মল।

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীহরিভজন

শ্রীধামে বাস বা শ্রীভগবানের জন্ম-লীলাদি-স্থান শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীনবদ্বীপাদি শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস বা তন্নিকটে বাস সাধনভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। কি বৈধী ভক্তির যাজনকারী, কি রাগানুগা ভক্তির যাজনকারী, উভয়ের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থে বাসের কথা শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ আচরণমুখে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চকের অন্যতম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদবৃন্দের মধ্যে কি বিরক্ত, কি গৃহস্থ-লীল সকল-ভক্তই কৃষ্ণতীর্থাদিতে বাস করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রমুখ শ্রীগৌর-নিজ-জনগণ তাঁহাদের আবির্ভাব-স্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ দত্তঠাকুর, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি চট্টগ্রামবাসী শ্রীগৌর-ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপবাসী হইয়া-ছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বী শ্রীভগবল্লীলা-স্থলীতে বাস ও অনেকে শেষ-বয়সে কোন ভগবত্তীর্থে দেহপাত করিবার অভিলাষে তথায় বাস, অন্ততঃ গঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণুসম্বন্ধিনী নদীর তটে বাস অভিলাষ করিয়া থাকেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী (বিদ্যানগর) শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ-বিচারপরায়ণ ও গৃহস্থ হইয়াও শ্রীক্ষেত্রে গমন-পূর্ব্বক ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত কোন তীর্থক্ষেত্রে গমন-পূর্ব্বক জীবনান্ত-কাল-পর্য্যন্ত অবস্থান, কেহ বা সংসারাদি পরিত্যাগ করিয়া একাকী কোন ভগবল্লীলা-স্থানে গমন-পূর্ব্বক তথায় দেহপাত করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীতপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীহরিনাম লাভ করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সহধর্ম্মিণী ও পুত্র শ্রীরঘুনাথের সহিত কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্বিৎ শ্রীপ্রকাশানন্দের দৃষ্টান্ত এবং বর্ত্তমানকালেও মায়াবাদী ও পাষণ্ডোপাসক ব্যক্তিগণের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারাও শ্রীধামের বা শ্রীলীলা-স্থানের প্রভাব স্বীকার করেন। প্রত্যেক তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, সরযূ প্রভৃতি পুণ্য-নদীতটে জন্মায়েৎ-সম্প্রদায়, বাপা-সম্প্রদায় ও নানা-প্রকার নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের সাধুর সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ত ও শৈবগণ যেরূপ কাশী, বৈদ্যনাথ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থানে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবনামধারি-গণও তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি লীলা-স্থানে বাস করিবার জন্য সমবেত হন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্রজরজঃ-প্রাপ্তি শ্রীযমুনা-প্রাপ্তি ও শ্রীগঙ্গা-প্রাপ্তির আশা দূর হয়। কেহ কেহ পূর্ব্ব-জীবন বা বর্ত্তমান-জীবনের নীতি-বিগর্হিত কার্য্যকে স্বদেশ ও সমাজের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য তীর্থাদি স্থানে বাসের অভিনয় করিয়া থাকে। যেরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে হেলায় (ইচ্ছাপূর্ব্বিকা অপরাধ) নাম (?) গ্রহণ করিলেও নামের (?) প্রভাবেই মঙ্গল হয়, এইরূপ ধারণা আছে, সেইরূপ, যে-কোনরূপে শ্রীধাম-বাসের অভিনয় করিলেই পর-জন্মে মুক্তি লাভ করা যায়, এইরূপ সংস্কার অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকেই

নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ নামাপরাধ-বিষয়ে যেরূপ অজ্ঞ বা তাহা জানিয়াও সেই সকল শাস্ত্রোপদেশ-শ্রবণে অনিচ্ছুক, তদ্রূপ অনেকেই ধামাপরাধের বিষয় অজ্ঞ বা তদ্বিষয়-শ্রবণে অনিচ্ছুক।

শাস্ত্রে সপ্তমোক্ষদা পুরী ও তীর্থাদিতে বাসের অসংখ্য ফলশ্রুতি পাওয়া যায়। যাঁহারা ফলশ্রুতি অপেক্ষা ভগবদ্-বসতিস্থলের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত হইয়া বাসকে অধিক আদরের সহিত বরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শ্রীভগবল্লীলা-স্থানে বাসের যোগ্যপাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীভগবৎসম্বন্ধি-স্থানের বিশেষ প্রভাবের কথা স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

(শ্রীভা: ১১।২৫।২৪)

বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূত-স্থান—তামস-বাসস্থান ও মদীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র—নির্গুণ-বাসস্থান।

শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীল স্বামিচরণ ও শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের টীকার মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ভগবন্নিকেতনস্য সাক্ষাত্তল্লাবির্ভাবাদিগুর্ণং স্থানমিতি স্বামিচরণাঃ। ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতনস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণিন্যায়েনেতি সন্দর্ভঃ।"

শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাব-হেতু নির্গুণ স্থান,—ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। শ্রীভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যের দ্বারা শ্রীভগবদধিষ্ঠান-ক্ষেত্রের স্পর্শমণি-ন্যায়ে নির্গুণত্ব, ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু সন্দর্ভে বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু "শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যে" শ্রীহর-গৌরী-সংলাপ-প্রসঙ্গ উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবল্লীলা-নিকেতন শ্রীমথুরার মাহাত্ম্যের কারণ এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে, পাতালখণ্ডে পার্ব্বতী-প্রশ্নঃ —

উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া ত্বয়াধুনা।
মুনেস্তুম্বো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো॥
কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগাত্ত প্রভাবান্।

তদ্বৈব শ্রীমহাদেবোত্তরং—

ন ভূমিকা-প্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে!
ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে॥
তথা পারকচিচ্ছক্তেস্তত্তে তৎপদ-কারকে।
তবেদং শৃণু তো দেবি! প্রভাবো যেন বর্ত্ততে॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা সর্ব্বশ্চিত্তকোর্টঃ প্রবর্ত্ততে।
তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ॥
তারকাদ্ভবতে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ॥

(শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যম্, ১০৮-১১১ অনুচ্ছেদ)

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে অদ্ভুত! আপনি শ্রীমথুরার অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, উহা কি তত্রত্য মুনিগণের, ভূমিভাগের ও নদীর মহিমাই হইবে? অথবা উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আছে বলিয়া উহার এত প্রভাবান্বিত প্রভাব হইল?"

শ্রীমহাদেব উত্তরে বলিয়াছেন,—"হে বরাননে! ইহা ভূমির মাহাত্ম্য নহে, নদীর বা মুনিদিগেরও মাহাত্ম্য নহে; তবে বিষ্ণুর তারক-মন্ত্রেরই প্রভাব এবং বিষ্ণুর যে পারক চিচ্ছক্তি আছেন—তাঁহারও মহিমা বটে। এই তারক ও পারক উভয় শক্তিই সেই বিষ্ণুপদ স্থান করিয়া থাকেন। তাহাতেই যে প্রভাব আছে, তাহাই তুমি শ্রবণ কর। চিচ্ছক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল মহিমারই অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহার 'তারক ও পারক' এই দুয়েরই অব্যাহত প্রভাব বলিয়া কথিত হয়। তারক-শক্তি হইতে মুক্তি-লাভ এবং পারক-শক্তি হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষ-বর্দ্ধিতা।
পরিপূর্ণা ভবেৎ কামঃ সত্যসংকল্পতা তথা॥
বিবিধা প্রেমভক্তিস্তু শ্রুতা দৃষ্টা তথৈব চ।
অখণ্ড-পরমানন্দস্তদ্গতো জ্ঞেয়-লক্ষণঃ॥
অশ্রুপাতং কচিত্ত্যক্ত্বা কচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ।
কচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্গুণো গীয়তে কচিৎ॥

(শ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১১৮-১২০ অনুচ্ছেদ)

যাঁহার জিহ্বাগ্রে পারকময় বিরাজ করে, তাঁহার সর্ব্বদাই সন্তোষ, সর্ব্ব-অভিলাষ-পূর্ত্তি ও সংকল্প সত্য হইয়া থাকে। প্রেমভক্তি বিবিধ—শ্রুতা (শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা উদিতা) ও দৃষ্টা (দর্শনাদি দ্বারা উদিতা)। অখণ্ড পরমানন্দই তাঁহার লক্ষণ বলিয়া জানিবে। প্রেমিক-জন কখনও

অশ্রুপাত করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও বা প্রেমে বিবশ হইয়া থাকেন, কখনও বা মহা-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, আবার কখনও আবার গুণগান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণতীর্থ বা শ্রীগঙ্গাদি-সন্নীপে বাসের বিশেষ ফল এই যে, তত্তৎস্থানে নিত্যই মহাভাগবতগণ স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। যদি দৈবযোগে সেই সকল মহাভাগবতের দর্শন, শ্রীচরণারবিন্দ-বন্দন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-সেবন কিংবা তাঁহাদিগের বাণী শ্রবণ করিবার বা রূপা-কটাক্ষে পতিত হইবার দুর্লভতম সৌভাগ্য লাভ হয়, তবে ক্ষণকালের মধ্যেই জড়াসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে। বোলপুরে একদিকে বামাপরাধিগণের তাণ্ডব-নৃত্য, আর একদিকে মহাভাগবতবর পরমহংস-কুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ; শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে কখনও শ্রীশ্রীগৌর-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কখনও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ; শ্রীধাম-মায়াপুরে কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, কখন বা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের দর্শন লাভ ও তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকের জীবন চিরতরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যতাক্রমে অন্য উদ্দেশ্যে বা স্নান-দর্শন-মাত্র-প্রয়াসী হইয়াও তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিবার কালে অনেকের মহতের শ্রীচরণ-দর্শন ও সঙ্গ-প্রভাবে মঙ্গল হইয়াছে। শ্রীল শ্রীধর-স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

তত্রত্যৈঃ ভ্রমমানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
সাধুমহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
(শ্রীভাঃ ১২।১৩)

"ভূরি পুণ্যতীর্থসর্ব্বাত্মত্বয়ো বিষয়াঃ" (শ্রীভাঃ ১০। ৮৭।৩৪) ইত্যাদ্যনুসারেণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি" ইতি তদীয় টীকানুসারতশ্চ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্দ্দৈবাদ্ যদৃচ্ছয়া বা মহৎসেবয়া তত্রা বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শন-স্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয়-স্বাভাবিক-পরস্পর-ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎ পৃচ্ছোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঘটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ।"

হে বিপ্রগণ, পুণ্যতীর্থের সেবা-ফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহতের সেবা লাভ হয়। সেই মহতের সেবাফলে ভাগ্যবান পুরুষ মহতের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ-ফলে শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়।

"নিরহঙ্কার মুনিগণ গুরূপদেশক্রমে তত্ত্ব ও সারাসার-বিবেক অবগত হইয়া সকল বিষয় পরিহার-পূর্ব্বক মহৎসঙ্গে সেই সকল কথা দৃঢ়রূপে জানিবার উদ্দেশে পৃথিবীতে অবস্থান-কালে পুণ্যতীর্থক্ষেত্র-সমূহ পর্য্যটন করেন।"—এই শ্রুতি-স্তবানুসারে তথায় মহৎ-সঙ্গই হইয়া থাকে। শ্রীস্বামি-পাদের এই টীকানুসারে পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ-মূলে যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত যে মহৎ-সেবা, তদ্দ্বারা শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি হয়। কেহ অন্য কার্য্যে তীর্থে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থবাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি লক্ষণযুক্ত সেবা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রভাব-ফলে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। শ্রীহরিজনগণের স্বাভাবিক শ্রীহরিকথা-সংলাপ-শ্রবণকারিজনের 'ইঁহারা কি বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিব'—এরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুগণের সংলাপ তর্কে প্রবেশ করিলে শ্রীহরিকথায় রুচি জন্মে এবং মহতের নিকট হইতে শ্রবণ করিলে অত্যল্প-কালের মধ্যেই উহা কার্য্যকরী হয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু'তে গাহিয়াছেন,—

"মন! তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা,
দ্বারাবতী, আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর।
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেই খানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত।"

আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-বসতি, 'বসতি' বলি',
পরম আদরে বরি।
গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।"

ব্যক্তিগত মুক্তি-পিপাসা বা ভ্রমণ-কাম চরিতার্থ করিবার জন্য তীর্থ-বাস বা তীর্থ-ভ্রমণকে বৃথা পরিশ্রম বলিয়াই শ্রীগুরু-বর্গ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু শরণাপত্তিমূলা শ্রদ্ধার সহিত ভজনানুকূল কৃষ্ণবসতিকেই একমাত্র "বসতি" বলিয়া পরম যত্নের সহিত বরণ এবং শ্রীগৌর-প্রেমিক ভক্তের সহিত শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ-বিচরণরূপ পাদসেবানাম্না ভক্তি-যাজনই জীবের একমাত্র কাম্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন,—

"তীর্থযাত্রা—পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়-বিশ্বাস হৃদে ধরি', মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি',
সদা কর অনন্ত-ভজন।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহা-জ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ।"

ইহা হইতেও জানা যায় যে, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বা মহতের সঙ্গই তীর্থ-বাসের প্রকৃষ্ট ফল। কারণ, তাঁহারা নিজ অন্তঃস্থিত শ্রীভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও পবিত্র করেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা শ্রীগঙ্গাও শ্রীহরিদাসের মজ্জন আকাঙ্ক্ষা করেন। পতিতপাবন মহাভাগবতের দর্শন-মাত্র পতিত জীব পবিত্র হইতে পারেন, কিন্তু গঙ্গার স্পর্শ লাভের পর পবিত্রতা ঘটে। তীর্থাদি দীর্ঘকালে জীবকে পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু মহতের দর্শন-মাত্রেই জীবের মঙ্গল হয়।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ-সেবনাখ্য ভক্তির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

পাদসেবায়াঃ শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শপরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যান্তৎপরিকরপ্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদি-নিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্বরূপাণি-রূপানাঞ্চ পরমভাগবতত্বমেবেতি পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদ্বারেব পর্য্যবস্যতি; ততো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অতএব,—

তদ্রজোঃ ব্রহ্মদানস্য বাসুদেবকণাকেঃ।
স্যাম্নস্তৎসেবয়া নিত্যং পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

(শ্রীভাঃ ১।২।১৬)

ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং যত্রস্থাদশযোজনম্।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥

স্কান্দে—

সংবৎসরং বা যন্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
যাবৎকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরনার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥

পাদ্ম-পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

আদিবারাহে তামুদ্দিশ্য,—"জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম" ইতি। এষু চ স্নোপাসনাস্নানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণ-ভগবত্ত্বাৎ তৎস্নানস্য সর্ব্বেষামেব পূর্ণপুরুষার্থত্বং ভবেৎ। অতএবাদিবারাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥ ইতি।
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, তৎস্পর্শ, তৎপরিক্রম, তদনুগমন, শ্রীভগবন্মন্দির, শ্রীগঙ্গা, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থে গমন, স্নান প্রভৃতি প্রায়শঃ তৎপরিকর-স্বরূপ বলিয়া এই পাদসেবারই অন্তর্গত জানিতে হইবে। যাবজ্জীবন তদীয় মন্দিরাদিতে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত। গঙ্গা প্রভৃতি ও তদ্ভক্তগণ প্রাণি-সমূহ পরম-ভাগবত বলিয়া গঙ্গাস্নানে তাঁহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব গঙ্গাদির তীরে বাসও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে। এইজন্যই—"হে বিপ্রগণ! শরণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎ-সেবা ও পুণ্যতীর্থ-সেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।"

শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দশযোজন-পর্য্যন্ত অমৃত মাহাত্ম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবতাগণ তন্মধ্যস্থিত প্রাণিমাত্রকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।" শ্রীস্কন্দ-পুরাণে—"সংবৎসর, ষণ্মাস, একমাস বা একপক্ষও দ্বারকা বাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।" শ্রীপদ্ম-পুরাণ-পাতালখণ্ডে—"অহো এই মথুরা অতি ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এস্থানে একদিনমাত্র বাস করিলেই শ্রীহরিভক্তি-লাভ হইয়া থাকে।" শ্রীআদি-বারাহেও শ্রীমথুরা-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"জন্মভূমি (অর্থাৎ মথুরা) আমার প্রিয়া হইয়া থাকে।" ইহাদের মধ্যেও নিজের উপাসনা-ক্ষেত্র অধিক সেব্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ বলিয়া তদীয় ক্ষেত্র সকলেরই পূর্ণ-পুরুষার্থপ্রদ হয়।

অতএব শ্রীআদিবারাহে,—"যে ব্যক্তি শ্রীমথুরা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র আসক্তি করে, উক্ত মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে-ভ্রমণশীল হয়।"

শ্রীকৃষ্ণতীর্থাদিতে মহতের দর্শন-সম্ভটনই যে প্রকৃষ্ট তীর্থফল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের 'আত্মচরিতে'র বিবরণেও পাই। তিনি তাঁহার সদোপাস্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের প্রথম দর্শন (১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাসে) শ্রীবৃন্দাবনে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমেও তিনি কিরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন ও মহতের সঙ্গ করিতেন, তাহাও তাঁহার আত্মচরিতের নিম্নলিখিত অংশ হইতে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

"টোটা-গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাত্তাসন-ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অনুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি-পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহাকে কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—'তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না'।

পুরীতে ● ● ● আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম।"

শ্রীধাম-ভ্রমণ, শ্রীধাম-দর্শন, শ্রীধামে-বাস, শ্রীধামোৎপন্ন-দ্রব্য-সেবন, শ্রীধামবাসি-জনে প্রীতি—এই সকলই শুদ্ধভক্তির অনুকূল ও প্রেমলতিকার মূল-স্বরূপ। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ হইতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীধামে নিত্য-বসতি স্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই শ্রীধামোৎপন্ন প্রেমা, শ্রীধাম-বাসিজনে ও শ্রীধাম-সেবার অনুকূলীয় শ্রীতিঃ- তাঁহারা সর্ব্ব-জীবকে শ্রীধাম-প্রীতিতে আকর্ষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীগৌরধাম-নির্দ্দেশ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগৌরধাম-প্রকাশ ও প্রচার, শ্রীধামে শ্রীনামহট্টের কেন্দ্র-স্থাপন, শ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর-প্রভুর শ্রীধামোৎপন্ন প্রেমা ও শ্রীধামবাসিজনের সাধ্য-ব্যবহার-লীলা, শ্রীধামবাসিজনে খণ্ডচারি বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-যাচ্ঞা-লীলা, শ্রীধামের বস্তু লাভ করিবার জন্য — অতিবর্ত্তী বৈষ্ণ-জ্ঞানে শ্রীধামে নীচযোনি-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা-লীলা, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহাপ্রভুপাদের শ্রীধামাশ্রয়-পূর্ব্বক শত-কোটি-নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান-লীলা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীধামের মহিমা-প্রচার ও সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য-বিধান, ধামাপরাধ-বিষয়ে জীব-কুলকে সতর্কীকরণ এবং শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী মহারাজের সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামাশ্রয়-পূর্ব্বক নিরন্তর ভজনের সর্ব্বোত্তমাদর্শ আমাদের শ্রীগুরুবর্গ যে একান্ত নিষ্ঠাসিদ্ধ শ্রীধামসেবা-শিক্ষক, তাহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'স্বনিয়মদ্বাদশকে' লিখিয়াছেন,—

কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধসদনেঽপ্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধনরাজ্যাধিত ইহ।

শ্রীগৌরতীর্থে (শ্রীনবদ্বীপাদি ধামে) বৃক্ষতলে শ্রীব্রজ-ভজনের উপযোগী ক্ষুদ্র কুটীরেও আমার একান্ত বসতি হউক। কিন্তু এই পৃথিবীতে ভূমিদেবের বা দেবগণেরও দেবনীয় (বাসযোগ্য) বিপুল ধন-রাজ্য-সমন্বিত অন্য দেশে, দেব-মন্দির বা রাজপুরীতেও (আমি) বাস করিব না।

শ্রীধাম-বাস প্রত্যেক ভজনোন্নতি-কামী ব্যক্তিরই যত্নের সহিত বরণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রীহরিকথা-প্রচার বা শ্রীনামহট্টের সেবার জন্য যদি তাহাকেও শ্রীকৃষ্ণতীর্থ ব্যতীত অন্য স্থানে অবস্থিতিরূপে বাস কিংবা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞানুসারে কোনরূপ সেবা-কার্য্যে রত থাকিতে হয়, তাহা হইলে কি পাণ্ডব-বর্জ্জিত-স্থানে বা শ্রীধাম ব্যতীত অন্য স্থানে অবস্থান-হেতু তাহা ভক্তি-প্রতিকূল-কার্য্য হইবে বা তদ্দ্বারা ভক্তির উন্নতির পক্ষে বিঘ্নকর হইবে? কেহ কেহ মনে করেন, "দুর্জ্জয়লিঙ্গ, মুম্বাই, লাহোর, রাজপুতনা, পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, আসাম বেঙ্গুন, কিংবা লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গমন করেন নাই, তখন সেই সকল স্থানে শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিজ-জনগণের দ্বারা শ্রীনাম ও শ্রীঅর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইলেও সেই সকল স্থানে কেহ সেবার্থ অবস্থানে করিলে তাঁহার কোনই ভজনোন্নতি হইবে না। যদিও শ্রীগুরুবর্গ তত্তৎস্থানে সেবার্থ অবস্থান বা হরিকথা-কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তথাপি শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ঐরূপ কার্য্যকে 'বঞ্চনা' বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীগুরুবর্গ তাঁহাদের একান্ত প্রিয়জন ও যে যে শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের লীলা-স্থানেই রাখেন ও সেই সকল স্থানেই প্রেরণ করেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে 'দণ্ড' প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই দুর্জ্জয়লিঙ্গ, বেঙ্গুন, মেদিনীপুর, চিকলিয়া, আসাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন-না-কোনরূপে নিশ্চয়ই শ্রীগুরুবর্গের চরণে অপরাধী।" বোম্বাই ব্রহ্মদেশ, লণ্ডনের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং নাস্তিক অগ্নি-উপাসকগণের দ্বারা অধ্যুষিত, তদপেক্ষা দুর্জ্জয়লিঙ্গ, যে-স্থানে শ্রীতুলসীদেবী পর্য্যন্ত প্রকট থাকেন না, সেই স্থান অধিক নিন্দনীয়। বেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছপ্রভৃতির দ্বারা অধ্যুষিত অপবিত্র স্থান।

যাঁহারা শ্রীধাম-বাসের প্রতি অনুরাগী হইয়া ঐসকল স্থানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার্থও যাইতে অনিচ্ছুক, শ্রীগুরুবর্গ যদি তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌর ও শ্রীশ্রীগৌর-জনের লীলা-ভূমি শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ বা শ্রীঋতুদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীচম্পহট্টে গিয়া বাস করিতে বলেন, কিংবা শ্রীমধ্য-দ্বীপের অন্তর্গত রাঢ়ীদেশে যাইবার আদেশ করেন, তখন তাঁহাদের শ্রীধাম-বাসের প্রকৃত ইচ্ছার অভিব্যক্তি হয়।

বিবিক্ত-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীধাম-বাস আর শ্রীনাম-হট্টের সহিত সংযুক্ত বা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তরূপে আপনাকে

স্থাপন করিয়া শ্রীধাম-বাসের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। যে-সকল পূর্ব্ব-মহাজনের শ্রীধাম-বাসের উদাহরণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ন্যূনাধিক সকলেই বিবিক্ত বিচারের সহিত শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন; কেহ বা বৈকল্প-গৃহস্থরূপে শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলির দুর্ভাগ্যতম দুর্গত জীবের জন্য যে সঙ্ঘের প্রণালী শ্রীনামহট্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার এক অপূর্ব্ব-সৃষ্টি এবং ইহা বর্ত্তমান স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী। শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথদ্বয়, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীবপ্রভু, শ্রীলোকনাথাদি গোস্বামিবর্গ, কিংবা শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দ্বিজ-শ্রীমাধবাই, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভৃ, অথবা শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরঙ্গেশয় পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মচারী শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি যে-ভাবে শ্রীধাম-বাস করিতেন, সেইভাবে শ্রীধাম-বাসের অনুকরণ করিলে সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধ-বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। যা—র মত সকল সময় বিবিক্তানন্দী শ্রীধামবাসী (?) থাকিব, আর জগন্নাথ-সেবা ও প্রসাদ-বাসের সুযোগ গ্রহণ করিবার কালে কিংবা পরিচর্য্যাদি গ্রহণের সময় 'গোষ্ঠানন্দী' সাজিব বা অপেক্ষাকৃত যুক্ত হইব, ইহা বিবিক্তানন্দীর চিত্তবৃত্তি নহে। বিবিক্তানন্দী অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ। শ্রীব্রজমণ্ডলের বনে নির্জ্জনবাসের অভিনয়কারী, 'অভাটে'র ভয়ে সঙ্গ-পরিত্যাগকারী শু—, নি— প্রভৃতি পরস্পর বনে বসিয়া গলা-কাটাকাটি করিতে উদ্যত হইয়াছে! যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তোমরা সঙ্ঘ হইতে দূরে আছ কেন? তখন তাহারা উত্তরে বলিয়াছিল, সম্প্রদায়ে বা সঙ্ঘে থাকিলে নানাপ্রকার বিষয়-কার্য্যের হাঙ্গামা আছে, এজন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিবার চেষ্টা করিতেছি। এখন দেখা যাইতেছে, বনের মধ্যে কাহারও কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা বিষয়-বৈভব না থাকিলেও, এমন কি, চুলা-চৌকার ঝামেলা, অর্চ্চনাদির ঝামেলা, প্রচারাদির ঝামেলা—কিছুই না থাকিলেও পরস্পরের জন্য গলা-কাটাকাটি করিবার উদ্যোগ চলিতেছে! ইহারই নাম কি শ্রীধাম-বাস? ইহারই নাম কি ময়মনসিংহ ও ঢাকারূপ পাশ্চাত্য-বর্জ্জিত স্থান ও সঙ্ঘের বৈষয়িক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক লম্ফে শ্রীধাম-শিরোমণি শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তথায় বাস ও নিরন্তর ভজনচেষ্টা?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপস্থ কীর্ত্তনাশ্রয়-ভক্তিপীঠ শ্রীমায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া স্থান-নির্ব্বিশেষে অন্ততঃ বৈষ্ণবত্বের বসতি-স্থলে শ্রীনামহট্টের বিভিন্ন কেন্দ্র, 'প্রচার-কুটীর', 'বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী', 'প্রণয়াশ্রম' প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীশ্রীগৌদ্রুমকল্পাটবী'র ৪র্থ দ্রুমে লিখিয়াছেন,—"আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদ্গৌদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এই প্রকার ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়, কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং তদ্বারা হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, সকলেই লাভ করিবে।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃপা-পূর্ব্বক বহু পাশ্চাত্য-বর্জ্জিত-স্থানে স্বয়ং বিচরণ করিয়া ও ব্রাহ্মণ-বিপনি-মহোদয়গণের দ্বারা শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছেন। ত্রিপুরা-রাজ্য, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও লোকোদ্ধারের জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে স্বয়ং শ্রীহরিকীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আত্মচরিতে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রণত 'শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী'র 'শ্রী'-পত্রের বিবরণে আমরা দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং দুর্জ্জয়লিঙ্গে, নিম্লাশৈলে, শিলাশৈলে, উটকামণ্ডে ও বহু পাশ্চাত্য-বর্জ্জিত প্রদেশে একাধিকবার গমন করিয়া স্বয়ং শ্রীহরিভজন ও শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অন্যান্য পাশ্চাত্য-বর্জ্জিত স্থানে গমন-পূর্ব্বক শ্রীহরিভজন ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার, এমন কি, রেঙ্গুনে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন।

তবে যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গ শ্রীভগবৎসম্বন্ধবিহীন স্থানে বসতিকে এত নিষেধভাবে গ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি?

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সেবার্থে যাহারা সাময়িকভাবে শ্রীলীলা-স্থান ব্যতীত অন্যত্র বাস করেন, তাঁহাদের বাসের সহিত তৎস্থানের অধিবাসিরূপে যাঁহারা জীবনাবসান পর্য্যন্ত নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' বা 'এই দেশে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি' বিচারে, কিংবা অড়সম্পর্কিত বস্তুর সঙ্গ-লালসায়, বহির্ম্মুখ সংসার বা কুটুম্ব-ভরণ-পোষণাদির

যত সেই সকল স্থানে বাস করেন, তাঁহাদের নোকর উঠাইবার জন্যই পরদুঃখদুঃখী অহৈতুক কৃপাপিপাসু শুদ্ধবর্ণাশ্রমস্থানের ঐরূপ নিন্দা করেন। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রাণধন শ্রীমায়াপুর, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী ও শ্রীভক্ত-সঙ্ঘধামে বাস করেন, তাঁহারা ত' ভগবদ্বিদ্বেষভরে, নিজ রূপ স্থানেই, শ্রীহরির নিত্য-সন্নিহিত-স্থানেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা বিক্রীত পশুবৎ নরকাগত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে যে-স্থানেই প্রেরণ করুন না কেন, তাঁহারা সেই স্থানেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্তনমুখে তাঁহাদের নিত্যলীলার স্থান, কাল ও পাত্রের সঙ্গ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করিয়া "কৃষ্ণই নাম" না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু তথায় যদি "সঙ্গ" না পাওয়া যায়, তবে ভক্ত্যাভাস ব্যতীত আর কি অধিক হইবে? শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী মর্কট, শ্রীযমুনাতটবাসী কমঠ, শ্রীমথুরাবাসী পাষণ্ডি-হিংসুগণ লীলা-স্থানে বাস করিবার অভিনয় করিতেছে। অন্য হইলে ইহাদের ভক্তির আভাস হইবে। 'ছায়া আভাসে'র দ্বারা মহতের সঙ্গক্রমে মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু 'প্রতিবিম্ব আভাস' হইলে সেই মঙ্গলটিও হইবে না। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুবর্গ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন-নির্দ্দাচিত শ্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণ-পূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।" (শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু—শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার চিন্তায় আবিষ্টতাই "মনে মনে শ্রীধাম-বাস"। সেবার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট না থাকিলে শ্রীধাম-বাসের ছলনা করিয়া ধামাপরাধ ও ধামদ্রোহ হইয়া যায়। কএক টাকার টিকেট কাটিয়া, বাসীয় যানে আরোহণ করিয়া সশরীরে উপস্থিত হইতে পারিলেই যদি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম বা শ্রীব্রজধামে বাস ও পাদসেবনাখ্য-ভক্তিযাজন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভক্তি প্রাকৃত-বস্তু-সাধ্য হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম-দর্শন ও ভ্রমণ-চিত্তে শ্রীধাম-বাস হয় না।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রহ্মলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
ঊর্দ্ধাধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাতে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭-২১)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'প্রার্থনা'য় গাহিয়াছেন,—

আর কবে নিতাই-চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকৃত শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-বাসের অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-সহকারে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

শুন জীব, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ধাম।
অনন্ত আনন্দময় জীবের বিশ্রাম॥
শুদ্ধ জীবগণ জড়া প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার॥
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড়দেশ-কাল হেথা পায় পরাজয়॥
এ ধামের দেশ-কাল চিদানন্দময়।
জড়বর্ষ-বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয়॥
* * *
সেইত আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার॥
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার লভ কৃষ্ণ-ইচ্ছা সার॥
ধাম-মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ-জীব নাহি পায় হেথা গতি॥
ধামের উপরে জড়-মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥
মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে'।
প্রৌঢ়া মায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে ঘুরে॥

যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আগে তায়॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয়-সম্বন্ধহীন সদা মায়া-ভোর॥
সেই সব লোক যৈছে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি॥
দম্ভধ্বজী, কুকপটী, সদা দৈন্যহীন।
বস্তুগুণে আপনাকে ভাবে দীনাধীন॥
সেই বস্তু ছাড়ে সাধুচরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে 'হীন' করি মানে॥
বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা গুণ।
অমানী আপনি, অন্যে সম্মানে নিপুণ॥
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণ-গুণ গায়।
চৈতন্য-সম্বন্ধ তা'র বলেন চিন্তায়॥

কোলদ্বীপ-বাসের অভিনয়কারী অনেক পাষণ্ডি-হিন্দুকে গঙ্গা-স্নানে গমনকালে শ্রীকোলদ্বীপের গঙ্গাতট-নিবাসী পরম-হংসকুলমুকুটমৌলী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঘনশ্যাম মহারাজের প্রতি অনেক মৎসরতা-ব্যঞ্জক উক্তি করিতে শুনা যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি যখন শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, সেই সময় বহু নবদ্বীপবাসী, এমন কি, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীগৌর-হরি অবতার-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপে ভুবনমঙ্গল শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রচার আরম্ভ করিলে নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডি-হিন্দুগণ কিরূপভাবে ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা করিত, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। ইহারা বাহ্য-দৃষ্টিতে শ্রীগঙ্গার তীরে বা শ্রীধামে বাসের অভিনয় করিলেও কি শ্রীধামবাসী? শ্রীধামবাসীর মুখে কি বৈষ্ণব-নিন্দা, হৃদয়ে গুর্ব্বপরাধ, দাম্ভিকতা, কাপট্য, ধর্ম্মধ্বজিত্ব প্রভৃতি থাকে? দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীতুলসীদেবী প্রকট থাকেন না, আবার শ্রীব্রজমণ্ডলে ঘবনকুলের অত্যাচারে নানাভাবে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও অধিকাংশ-স্থলেই শ্রীতুলসীদেবীকে রক্ষা করা যায় না। পূর্ব্বে আহার্য্য না দিলে মানবগণ তুলসীপত্র ছিঁড়িয়া তাহা ভক্ষণ করে, কখনও বা অমনি তাহা নষ্ট করে। মর্কটের অত্যাচারে শ্রীবিগ্রহ-সেবার উপকরণ পুষ্পাদি রক্ষা করাও শ্রীব্রজমণ্ডলে খুবই কষ্টকর।

লোকশিক্ষক-লীল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ সাধকগণকে এইরূপ সতর্ক করিয়াছেন,—

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি' ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা॥
সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা এক ক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ, তাহা না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল'॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৩৮-৩৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে মথুরাবাসী চৌবেগণ যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা—স্মার্ত্ত-মতের বিরুদ্ধ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাববত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক; কেন-না, তাঁহাদের ভক্তি—রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাব-প্রিয় শুষ্ক রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না মিশিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।"

অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসিগণের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা বাসমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শন-পূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাদ্-ভগবদ্বস্তু; তাঁহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন যখন অন্তঃপ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল।"

অতএব শ্রীমথুরাবাস বা শ্রীকৃষ্ণতীর্থে গমন ভক্তির অঙ্গ হইলেও তথায় সম্বন্ধতত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে অর্থাৎ মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে বা একান্ত আনুগত্যে বাস বা ভ্রমণই প্রকৃত শ্রীধাম-বাস বা শ্রীধাম-সেবা। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—"সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা এক ক্ষণ।" সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ অল্পমাত্র ত্যাগ করিলে স্বতন্ত্রতা-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া জীব মায়ার দাস হইয়া পড়ে।

তখন মায়ামুগ্ধ জীব "শ্রীধাম-বাস করিতেছি" মনে করিলেও শ্রীধাম হইতে বহু দূরে অবস্থান করে।

বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক-কাল সিদ্ধগণের ন্যায় শ্রীমথুরায় বাস কর্ত্তব্য নহে। এজন্য ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরধামেও সাধুসঙ্গে নামাপরাধ সমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাস করাই কর্ত্তব্য।

যেরূপ শ্রীমথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীভগবানের মহাধিষ্ঠান, শ্রীশালগ্রামাদিও সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-অধিষ্ঠান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমথুরা, শ্রীবৈকুণ্ঠ, শ্রীজগন্নাথ—এই তিন স্থানে যেরূপ ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, সে-স্থানে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীতুলসী, তথাপি সেইরূপ শ্রীহরি সন্নিহিত থাকেন। শাস্ত্রে যেরূপ—'মথুরা ভগবান যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ 'শালগ্রাম-শিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ', 'তুলসী-কাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ'—এইরূপ শাস্ত্রোক্তি আছে। তুলসীসেবাকারীর সহস্র অপরাধ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীহরি ক্ষমা করেন। অতএব শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী ও শ্রীধামে জড়-ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীশ্রীহরিসেবা করেন, তাঁহারা যে-স্থানে যে-অবস্থায়ই থাকুন, তাঁহারাই প্রকৃত শ্রীধাম-বাস করিতেছেন। "গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ। যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে লৌকিক-চক্ষে যাহা নরক, তথায় থাকিয়াও শ্রীধাম-বাস হইতে পারে, আর অপ্রাকৃত ধামের মধ্যে সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধাকুণ্ডে সশরীরে অবস্থানের অভিনয় করিয়াও নরক-বাস বা ধাম-ভোগ চেষ্টা হইতে পারে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসের অভিনয়কারী যা—, ব—, র—প্রভৃতির চিত্তবৃত্তি ও আচরণে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন, অথবা বিষ্ঠা দেবীধামে বাস করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। প্রতিষ্ঠাদি-বিষয়বিষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া যাহারা শ্রীধাম-বাস বা শ্রীরাধাকুণ্ড-বাসের অভিনয় করে, তাহাদিগের ঐরূপ ধাম-বাসের অভিনয় যে বিষ্ঠাকুণ্ড বা নরককুণ্ডে বাস, তাহা সাধক-জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-দয়িত-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অতি হৈন্যভরে সাধারণের পুরীষ-ত্যাগের স্থানে প্রবেশের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা অঙ্গে লেপন ও দম্ভদৈত্যকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীধাম-বাস হয় না। যাহাদের শ্রীচরণ-রেণুতে যাঁহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ নিত্য-অভিষিক্ত, তিনিই যথার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য স্নান করেন। বাস্তবিক শ্রীরাধাকুণ্ডকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনই করিতে পারে না। শ্রীলীলা-শক্তিকে রাবণের চিত্তবৃত্তি কখনও দর্শন করিতে পারে না। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে'।
প্রৌঢ় মায়া মূঢ় করি' রাখে তারে দূরে।
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥

অতএব শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সেবকগণ শ্রীহরিসেবার্থ যে-স্থানেই থাকুন, যে-কার্য্যই করুন, একমাত্র তদ্দ্বারাই তাঁহার ও বিশ্ববাসী জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া যা—র তার কি ধাম-বাসের অভিনয়, কি সর্ব্বক্ষণ নাম-ভজনের অভিনয়, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম আনুগত্যহীন ব্যক্তির নিকট সর্ব্বদাই জড় মায়ার জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য লাভের জন্য কোটি কোটি জন্ম নরক-বাস করিতেও শ্রীগুরু-সেবাত্মা সেবক কুণ্ঠিত হন না। শ্রীগুরুসেবাত্মার বিচার এই,—হে প্রভো, তুমি আমাকে অনন্তকাল নরকেই রাখ, বা শ্রীগোলোকের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠেই রাখ, তোমার সেবাই আমার একমাত্র জীবন-সর্ব্বস্ব। আমি সন্তোষবাদী হইয়া নিজের তরবিলে কিছু চাহিব না। আমার যে নববা ভক্তি-যাজন, তাহা তোমার প্রীতিরই কার্য্য,—আমার কার্য্য নহে। "শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদ্ধর্ম্মমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিহেতবে।"

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিত-শারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি।

(শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম্, ৬)

হে নরক-নাশন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা নরকে আমার চিরকাল বাস হউক, কিন্তু আমি মৃত্যুকালেও শারদীয় সরোজ-বিনিন্দি তোমার শ্রীচরণযুগল চিন্তা করিব।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ২৮।৭।৪৩ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন,—

"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ পুরুষোত্তম ধাম হইতে শুভবিজয় করিয়া গো-যানে ৮ মাইল দূরে 'মুকুন্দপ্রসাদ'-গ্রামে একদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে শ্রীভুবনেশ্বর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথায় না গিয়া বনপথে ১৪ মাইল নিবিড় অরণ্যে 'ভূজিমহল' গ্রামের সন্নিকটে ৪ দিন অবস্থান করেন। তথা হইতে শুভযাত্রা করিয়া কাঠজুড়ি নদীর দক্ষিণ-তটস্থ 'মুণ্ডমহান'-গ্রামে যজ্ঞ-মণ্ডপ স্থাপন করেন। গ্রামের লোকগুলি ধন্যপ্রায় জানিতে পারিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় নদী পার হইয়া পুরীঘাটের নিকট (কটকের দিকে) তাঁবু স্থাপন করেন। তখন রাত্রি ১০টা; কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে ভক্তগণ তথায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তথায় তিন দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া কটকের বহু সজ্জন ব্যক্তিকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। তথা হইতে শুভবিজয় করিয়া ১ মাইল দূরে খান-নগর শ্মশান-ঘোনার মধ্যস্থলে ২ রাত্রি অবস্থান করেন। তথা হইতে মহানদীর তীরে 'গৌরগড়া' ঘাটে (যে ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহানদী পার হইয়াছিলেন) দুই রাত্রি অবস্থানানন্তর নৌকাযোগে 'চতুর্ব্বার' গ্রামে গিয়া তথায় ১ রাত্রি অবস্থান করেন। এই চতুর্ব্বার (চৌদ্বার) গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহানদী পার হইয়া শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন, (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১২২)। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ চতুর্ব্বার হইতে শুভবিজয় করিয়া তথা হইতে ১২ মাইল দূরে 'ছত্রঘট' (ছাতিয়াঘট) গ্রামে দুই রাত্রি অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হইতে ১৪ মাইল দূরে 'বর্দ্ধশালা'-গ্রামে শুভ-বিজয় করিয়া ব্রাহ্মণী নদীর গর্ভে নৌকায় এক রাত্রি বাস করেন। এই স্থান হইতে নৌকা-যোগে নদীর অপর পারে 'গোপালপুর' গ্রামের সন্নিকটস্থ ঘাটে নামিয়া গো-যানে ৮ মাইল দূরে 'খণ্ডিতর' ঘাটে 'খরস্রোতা' ও 'পটিয়া' নদী পার হইয়া 'টিকর' গ্রামের নিকট দুই রাত্রি অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হইতে শুভবিজয় করিয়া ৮ মাইল দূরে মূলা-পান-ঘাটে বৈতরণী নদীর গর্ভস্থ চড়ায় গর্ভ দুই রাত্রি যাবৎ অবস্থান করিতেছেন। পুরুষোত্তম রোড্ (জটনী) ষ্টেশন হইতে এ-পর্য্যন্ত নানাপ্রকার অসুবিধা-সত্ত্বেও শ্রীজগন্নাথ-রোড্ অনুসন্ধান করিয়া তাহাতেই অগ্রসর হইতেছেন। এই শ্রীজগন্নাথ-রোড্ ধরিয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বালেশ্বর যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে-স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তথা হইতে বালেশ্বর ৬০ মাইল দূর।"

শ্রীরামকেলি-সংবাদ

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের শ্রীপদাঙ্কপূত শ্রীরাম-কেলীতে যে শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন-যুগল ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুর স্মৃতি-বিমণ্ডিত তমালবৃক্ষ বিরাজিত ছিলেন, তাহা যথাক্রমে অপসারিত ও কর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যদি সত্য-সত্যই এইরূপ দুরন্ত অপরাধময় ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর নাই।

শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল অথবা শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎপার্ষদগণের যে-সকল স্মৃতি-চিহ্ন অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া ভূলোক পবিত্র করিতেছেন, তাহা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু যাহাদিগকে 'পাষণ্ডি-হিন্দু'-নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেইরূপ তথা-কথিত হিন্দুগণ, এমন কি, কোন কোন অহিন্দু-পর্য্যায় কোনরূপে লুপ্ত করিতে শঙ্কাবিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, অথচ ঘটনার বিবরণে যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে জানা যায় যে, বৈষ্ণব-সমাজ-নামধেয় কোন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বিষ্ণুধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভগবল্লীলা-স্মৃতিযুক্ত বৃক্ষাদি দূরের কথা, সমগ্র ব্রজ-মণ্ডলের এক কণ্টকবহুল বৃক্ষাদি ব্যতীত কোন বৃক্ষকেই অপরিহার্য্য প্রয়োজনের জন্যও ছেদন করেন না। তাঁহাদের বিচার এই যে, স্বয়ং ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ব্রজের কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তগণের পদধূলি লাভের জন্য যে ব্রজে তৃণ-গুল্ম লতাদি-জন্ম যাচ্ঞা করেন, বৃক্ষাদি-পর্য্যন্ত ব্রজ-রজঃস্পর্শ করিবার জন্য যে-স্থানে অবস্থিতি-দিবে অবস্থান করেন, সেই ব্রজের স্থাবর-জঙ্গম, চেতনাচেতন—কোন বস্তুই শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধশূন্য নহেন। বহু শ্রেষ্ঠ মুনি, ঋষিগণ ব্রজে বৃক্ষাদিরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজ-বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু তাঁহার শ্রীমথুরামাহাত্ম্য-গ্রন্থে শ্রীভগবল্লীলা-স্থলের স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের অনুশাসিত ও তাঁহাদের প্রাণ-কোটি-সর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত মহাতীর্থের কোন স্মৃতিচিহ্নের প্রতি বৈষ্ণব-সমাজ কেন, হিন্দু-সাধারণেরও শ্রদ্ধা থাকা যে কর্ত্তব্য, ইহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। যদি সত্য-সত্যই শ্রীরামকেলীতে ঐরূপ কোন পাষণ্ডিত্বের অভিনয় হইয়া থাকে, তবে যাহাতে পুনরায় আর তাহার দ্বিতীয় অভিনয় না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র বাহ্য আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দুরন্ত অপরাধের বজ্রলেপ দূর হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ-জন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট অন্তরের সহিত অনুক্ষণ অনর্গল ক্রন্দন করিতে করিতে নিজের অপরাধের কথা অকপটে বিজ্ঞাপন, তজ্জন্য আপনাকে সর্ব্বক্ষণ অনুশোচনার দিকার ও বিশ্রাম-রহিত শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভু প্রসন্ন হইয়া অপরাধ ক্ষমাপন এবং তাঁহাদের জীবাতু বাচা ও বাচক-স্বরূপ শ্রীগৌরহরির প্রসন্নতা বিধান হইলে ঐরূপ বজ্রলেপ দূর হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যদি কোনরূপ কাপট্য বা অন্তরে দম্ভ, আর বাহিরে অভিনয়মাত্র থাকে, তবে সেই বজ্রলেপ জন্ম-জন্মান্তরে নানা-আকারে সঞ্চারিত হইয়া জীবকে নানা-যোনি ভ্রমণ করাইতে করাইতে অশেষ ক্লেশের ভাগী করাইবে। অধিক কি, ঐরূপ ব্যক্তির সঙ্গ বা তাহাদের সহিত সামান্য সম্ভাষণ-ফলেও কুকুরাদি-যোনি লাভ করাইয়া থাকে। ইহাই শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অপরাধ-ক্ষালনের একমাত্র উপায় ও অপরাধের দুর্গতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে—গত ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবস হইতে ৭ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির নির্দ্দেশক্রমে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে প্রত্যূষ সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় সন্দেহ সদুত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

উক্ত উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ ৭ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই তারিখে শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি ছিল। ঐ দিন সকাল হইতে সমস্ত দিবস শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মঠাগত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় জনৈক খেতাঙ্গ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ও বৈকালে কটকের প্রধান ব্যবসায়ী শ্রীনরসিংহ দাস মাড়োয়ারী মহোদয় আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হন। সন্ধ্যার পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়' ২০শ বর্ষের ২০শ সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর জীবন-চরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সমবেত প্রায় দুইশত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—বিগত ২৬শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার পবিত্রারোপণী একাদশী দিবস হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক

মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র ভারত ও বঙ্গদেশ হইতে বহু নিষ্কপট ভক্ত, বৈষ্ণব ও সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব-সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অনাধিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রচারকগণ উৎসবে যোগদান করিয়া কলিকাতা-নগরীতে শ্রীনাম-প্রচার, শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেছেন। পূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজও শীঘ্রই উক্ত উৎসবে যোগদান করিবেন।

আগামী কল্য ২৯শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীবলদেব-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের প্রত্যেক শুদ্ধভক্ত-সভ্যাশ্রমে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহোরাত্র সঙ্ঘ-বৈষ্ণব-রক্ষা শ্রীবলদেব-প্রভুর নাম-কীর্ত্তন ও অরণ-মুখে উপবাস-ব্রত পালিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর ন্যায় 'শ্রীবলদেব-জয়ন্তী' পূজনীয়া।

উপবাসের দ্বারা এই 'জয়ন্তী'-ব্রত পালন করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ পাষণ্ড-মত পোষণ করে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী'তে উপবাসাদি বিধি থাকিলেও 'শ্রীবলদেব-জয়ন্তী'-তিথিতে সেইরূপ অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে নাই। আবার কোন কোন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে উপবাস-ব্রতের কথা স্বীকার করিলেও মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-লীলাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসাদির বিচার গ্রহণ করে না। এই সকল মত দেহাত্মবাদী কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের বিচারের অনুকরণ ও দেহারামতা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীবলদেবাবির্ভাবে ও প্রত্যেক বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসাদির দ্বারা সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে ঐ সকল পরমারাধ্যা তিথির পূজা করিতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই সকল বৈষ্ণব-তিথির সম্মান ও আরাধনা হইতেছে।

আগামী ৩রা ভাদ্র রোহিণী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস। যাহাতে আমাদের হৃদয় হইতে নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা-কালের চরমরূপিণী বহুরূপিণী আধ্যক্ষিকতা বিতাড়িত হয়, যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় চিত্তটি শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব হয়, তদ্বিষয়ে অকপট-আর্ত্তির সহিত প্রতি-মুহূর্ত্তে আত্মনিবেদন করা কর্ত্তব্য। যে-ব্যক্তি আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারে, আমার প্রচ্ছন্ন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা, আমার নানাপ্রকার অনর্থ-ব্যাধিতে ইন্ধন প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রতিই আমার অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যিনি আমাকে সংশোধন, শাসন, ভর্ৎসন করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামনারূপ-ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিতে চাহেন, তৎপ্রতি আমি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ি। একমাত্র শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত এই পিশাচীর হস্ত হইতে দৈহিক ও মানসিক বলের দ্বারা কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাসের পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব বা শ্রীনন্দের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন। যাহাদের স্নেহ, প্রেম, চর্ম্ম, রক্ত, পুঁজ, ক্লেদ, বিষ্ঠা, মূত্র, কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে আনন্দের অনুভূতি, তাহারা কি করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনন্দের আনন্দের কথা বুঝিতে পারিবে? এজন্যই সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হওয়া প্রয়োজন।

এই সকল সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের আত্মানুভূতি জাগরিত হইবে, হরিসেবায় আর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা অনুভূত ও সুদৃঢ় হইবে, নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার ও বৈরাগ্য আসিবে, তবেই উৎসব-সেবার প্রকৃত সার্থকতা। অতএব শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের আদর্শ যে, ভক্ত ও ভগবানের সেবায় সকলকে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়োগ, তাহা হইতে আমরা যেন বিচ্যুত না হই।

শ্রীব্রজ-সন্দেশ—শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে সম্প্রতি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীরূপানুগবর মহাজনগণের রচিত গীতি-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথির আরাধনা হইয়াছে।

The 'GAUDIYA' Reg. No. C. 1109

Telephone :—B. B. 4115.
Telegram :—Gaudiya, Calcutta.

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

অকৃত্রিম ইচ্ছামূলে ও প্রভাব তারতম্য-অনুসারে বিভিন্ন শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ ছাপা।

সজ্জন-সাধারণের উপযোগী কতিপয় গ্রন্থ

১। **Erotic Principle & Unalloyed Devotion**

অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তি-সুধাকর মহোদয়-বিরচিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের রসময়ী লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইংরেজী ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২। সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

ইহাতে অপসাম্প্রদায়িকতার হেয়তা ও পরম সমন্বয়-সিদ্ধান্তের বিচার অতি সুন্দর ও যুক্তিযুক্তিভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় ভাগ)

কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালীতে বহু চিত্র ও গল্পের দ্বারা মহাজন ও শাস্ত্রের উপদেশসমূহ সরল ভাষায় গ্রথিত।

৪। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

বহু চিত্র, মানচিত্র ও প্রমাণাদিসহ শ্রীনবদ্বীপের ইতিবৃত্ত।

৫। ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ

শুদ্ধভক্তি-পুনঃ প্রচারের-মূলপুরুষ-প্রবরের অপূর্ব্ব চরিত সুকুমার-মতি ছাত্রগণের জন্য প্রাঞ্জল-ভাষায় লিখিত।

শ্রদ্ধালুগণের জন্য কতিপয় গ্রন্থ

১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গ্রথিত)

২। সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু (ঐ)

৩। সটীকা শরণাগতি (ঐ)

৪। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব

৫। শ্রীভক্ত্যালোক

৬। **Sri Chaitanya Mahaprabhu : His Life & Precepts** (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত)

৭। **The Bhagabat : Its Philosophy etc.** (ঐ)

৮। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

৯। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১০। **Sri Chaitanya Mahaprabhu**
—by Srila B. P. Teertha Gosvami.

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়ভাষ্য-সহ)

১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(শ্রীশ্রীধরস্বামীর টীকা, প্রতিশব্দার্থ, মূল ও টীকার বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য ও গৌড়ীয়-ভাষ্য)

১৩। শ্রীচৈতন্যদেব

১৪। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

১৫। অবতারী ও অবতার

ভজনানুশীলনকারিগণের উপযোগী

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ (শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সহ)

২। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ

৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্

৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (সভাষ্য)

৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৭। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম

৮। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৯। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীত-সংগ্রহ

১০। শ্রীশরণাগতি

১১। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব

১২। শ্রীদশমূল-শিক্ষা

১৩। স্তবরত্নমালা

১৪। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্, স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্, স্বনিয়মদশকম্, মনঃশিক্ষা, উপদেশামৃতম্, ভজনরহস্য, শ্রীশ্রীগোরুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ, শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্, প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ইত্যাদি

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎসঙ্ঘমিতি রোড্, হি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবাসাদ্য বিধিং যথার্থমুদয়তঃ।
নির্বিঘ্নং হরিনামকং পুরুষং বৈকুণ্ঠমুদ্ঘোষয়ন্॥
আচণ্ডালমিহ সম্বরং সহিতং
বিস্তারয়ন্ প্রেমদং॥

THE GAUDIYA MISSION

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীনিত্যানন্দ যদি এনুমে
'বিত্ত' বলিয়া গলে ধরুমে॥

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৫০ ; ২৮শে আগষ্ট, ১৯৪৩ | ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

"তব নিজ-জন কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি"

হে 'কলিযুগ-পাবনাবতারিণ্'! অমন্দোদয়-দয়ানিধে শ্রীগৌরসুন্দর! যে-সময় তুমি ধাম-সহ সপার্ষদে অবতার-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলে, সেই সময় সৌভাগ্যবন্তেরই এই জগতে জন্ম হইয়াছিল। সেই দুর্লভতম সৌভাগ্য শোচ্যতম পামরের পক্ষে সম্ভব নহে, কিন্তু যে যত অধিক পতিত, তাহার প্রতি তোমার করুণা ততোঽধিক। তাই তোমার শুদ্ধ-কীর্ত্তনের ভয়াবহ গুণ্ডিক ও কলির চরম তাণ্ডবের মধ্যেও আমার ন্যায় দুর্মতিকে সংসার-সাগরে নিমজ্জিত দেখিয়া তুমি তোমার নিজ-জন-কোন মহাজনকে আমার উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছ। তোমার এই দয়ার তুলনা নাই। তুমি তোমার অপ্রকট-লীলাকালেও প্রকট-কালীন-লীলা অপেক্ষা অধিক করুণার পরিচয় দিয়াছ। 'পড়ুয়া-পামরি'গণ তোমার প্রকট-লীলাকালে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও তোমার করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার অপ্রকট-লীলাকালে তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়া তোমার করুণা হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য নানাপ্রকার অনির্ব্বচনীয় সুযোগ প্রদান করিয়াছ।

হে 'শ্রীনিত্যানন্দ-প্রাণধন'! কখনও তোমার নিজ-জনকে তুমি শ্রীগুরু-গুরুরূপে, শ্রীশিক্ষা-গুরুরূপে, শ্রীমন্ত্র-দাতা গুরুরূপে পাঠাইয়া থাক। তোমার নিজ-জনগণ সকলেই অন্বয়তত্ত্ব। তাঁহাদের মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্য থাকিলেও তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। সকলেই তোমার প্রকাশ-বিগ্রহ—তোমারই শ্রেষ্ঠ জন, তোমারই নিত্য-পার্ষদ।

হে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ! ভাদ্রী শুক্লা-ষষ্ঠী হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত তিথিত্রয় একই সূত্রে গ্রথিত বৈষ্ণবশ্রী মালার তিনটি কুসুম-গুচ্ছকের ন্যায় তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির সৌরভ-বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথম-তিথিটি শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি বা শ্রীভক্তিপ্রসাদ-ষষ্ঠী। দ্বিতীয়-তিথিটি শ্রীব্রজবনেশ্বরীর অনুগ-সখী শ্রীললিতা-দেবীর আবির্ভাব-তিথি বা শ্রীললিতা-সপ্তমী। আর তৃতীয়-তিথিটি শ্রীস্বরূপের আবির্ভাব-তিথি—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। এই কৃষ্ণ-শক্তিত্রয়কে আশ্রয় করিয়াই জীবের সর্ব্বচিদ্-বিলাস-সম্পৎ প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম-সেবানুরাগী নির্ম্মল জীবাত্মাকে যুথেশ্বরী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর অনুগ-সখীর পদে রক্ষা করেন। সেই সখীর আনুগত্যক্রমে শ্রীযূথেশ্বরীর সহিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লাভই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা।

হে 'কলিভয়-নাশন' শ্রীগৌরসুন্দর! যাহার সেরূপ সেবানুরাগ-সৌভাগ্য হয় নাই, সেইরূপ দুর্গতি পামর-পতিতের জন্য তোমার নিজ-জনকে শ্রীশ্রবণ-গুরুরূপে পাঠাইয়া দিয়া তুমি ভবরোগ-পীড়িত জীবের নিদান-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছ। বৈমুখ্য-ব্যাধির নিদান-চিকিৎসা—উপাসনা বা সামুখ্য। সেই সামুখ্য একমাত্র তোমার নিজ-জনের প্রসন্নরূপা ও পরিচর্য্যারূপা উপাসনার দ্বারাই সম্ভব। হে অমন্দোদয়-দয়ানিধে! তোমার নিজ-জনসঙ্গকে দ্বার করিয়াই তোমার পতিতপাবনী কৃপা অবতীর্ণা। এজন্য তোমার নাম "সদ্গুরু"। এই কথা পণ্ডিত, বিমুখ ও বধির জনকে যিনি কর্ণবেধ-সংস্কার প্রদান করিয়া অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনিই তোমার প্রেরিত নিজ-জন।

হে 'শ্রীরূপানন্দবর্দ্ধন'! শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য শ্রীজীব-প্রভু "শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী"রূপে অতিমর্ত্য সেতু রচনা করিয়াছেন। পঙ্গু, অন্ধ, জড়, শিথিল, বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে মগ্ন জীবের সেই সঙ্গমনীতে চলিবার শক্তিই নাই। এইজন্য শ্রীজীব-প্রভু 'শ্রীসন্দর্ভ' রচনা করিয়াছেন। সেই সন্দর্ভে শ্রীরূপানুসরণের কৃপায় অবধি কৃতিপ্রধান ও বিচার প্রধান—উভয় পথের পথিকের জন্যই প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু আচরণশীল ব্যাখ্যাতা, প্রকৃত চিদ্বিলাসানুভূতিযুক্ত 'সীমাগ-বক্তা' না হইলে সন্দর্ভে প্রবেশাধিকার ও তাহার সৌষ্ঠব উপলব্ধি হয় না। তুমি কৃপা করিয়া এই দুর্দ্দিনেও তোমার অন্তঃপুরের কথা, শ্রীরূপের বৈদগ্ধ্য-লাভের সঙ্কেতের কথা, জীবের অধিকারভেদে যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কীর্ত্তনে অধিকার সুরক্ষ, তোমার সেই নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়াছ। তিনি সেই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের পঞ্চম রাগিণীতে শ্রীরূপশিক্ষা-গাথা গান করিয়া পাষাণকেও বিগলিত করিতেছেন।

হে 'শ্রীবৃষভানুবরাধ'! তুমি তোমার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের অবতরণ-কালে এক একটি লীলা-বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া বালসূর্য্যের সদ্যঃ দিবাভাগের ভাবী অবস্থা সূচনা করিবার ন্যায় জীবের প্রতি তোমার করুণার অবধি পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া থাক। দক্ষিণ-দেশে আবির্ভূত পঞ্চম দিব্যমূর্ত্তি নম্মা আলবার বা শ্রীশঠকোপ-স্বামীকে সূতিকা-গৃহে মাতৃ-স্তন্য প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আচার-ব্যবহার জগতের যাবতীয় ব্যক্তিগণের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম ছিল—'মার'। তোমার নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-প্রভুপাদের আবির্ভাব-কালের লীলা সেই শ্রীশঠকোপ-স্বামীর চরিত স্মরণ করাইয়া দেয়। শুনিয়াছি, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অশেষ কৃপা-পাত্রী, পরমারাধ্যা শ্রীযুক্তা বিধুমুখী দেবীর ক্রোড়ে যখন শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনিও মাতৃস্তন্য-গ্রহণে বিরত ছিলেন। তিনি যে-স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে-স্থানটিও এখন জলগর্ভস্থ; তিনি সময় সময় বলেন,—'আমি জীবনে মাতৃস্তন্য পান করি নাই বলিয়াই আমার মায়া-মমতা নাই।' তাঁহার এই উক্তির মধ্যে অনেক সত্য নিহিত রহিয়াছে। তিনি যে মর্ত্য-বস্তু নহেন,—জনকোটির সহিত আজন্ম তাঁহার যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে,—তিনি যে 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়ি'-বাদের মূল-উৎখাতক, শ্রীনাম ও শ্রীহরি-কথামৃতে জীবের মতি-আকর্ষক,—তিনি যে মায়ার সহিত কোনরূপেই সন্ধি-স্থাপক হইবেন না,—তিনি যে নিত্যসিদ্ধ লোকশিক্ষক,—তিনি যে শঠ-শত্রু ও ভক্ত-মিত্র, তাহা তাঁহার আবির্ভাবের দিনই দিবাচক্ষুষ্মানগণের নিকট সূচিত হইয়াছিল।

হে 'কপাট-বিঘাটন' শ্রীগৌরসুন্দর! তোমার এই নিজ-জন আজন্ম শঠ-শত্রু ও আজন্ম সর্ব্ব মর্ত্যজীব হইতে স্বতন্ত্র।

পঠগণ চিরকালই তাঁহাকে বক্ষের ছায় ভয় করে ও করিবে, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেও অতি প্রত্যক্ষ সত্য। যাঁহারা এই মহাজনের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে মুহূর্ত্তকালের জন্যও উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যকে প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারেন। আমার সহিত কোনপ্রকার সন্ধি স্থাপন করিবার কথা এই মহাপুরুষের কোষ্ঠীতে নাই। ইনি তোমার প্রীতি-বিধান করিবার জন্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলের নিকট স্পষ্ট-শত্রুরূপে পরিচিত হইতেও বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। তোমার সুখানুসন্ধান ও পতিত জীবাত্মাকে নির্ম্মলতম করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য তাঁহার লোক-প্রীতি-সন্মান-পরিত্যাগের এই আদর্শ অদ্বিতীয়। তিনি পরবোধনে অদ্বিতীয় সুদক্ষ ও জীবের হৃদয়-গ্রন্থি—মনোধর্ম্মজ-ছেদনে অদ্বিতীয় শক্তিধর। তাঁহার বাণী হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন-ভেদনে এতটা সুতীক্ষ্ণ এবং আসক্তি-মহীরুহকে সমূলে উৎপাটনে এতটা সুসমর্থ যে, তাঁহার শাণিত কৃপা-শাসনাস্ত্রের সম্মুখীন ব্যক্তিমাত্রই তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই শাণিত-বাণী যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হয়, তিনি আর তাঁহার জড়াসক্তিকে পোষণ করিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি অনেক সময়ে বলেন, অপরের কথা 'গান', কিন্তু আমার কথা 'gun' অর্থাৎ বন্দুকের ছায় অব্যর্থ তীব্র ও তীক্ষ্ণভেদী অস্ত্র। এই কথা বর্ণে-বর্ণে সত্য। তাঁহার সেই মর্ম্মভেদিনী বাণী যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে, হয় তাঁহাকে 'শত্রু', না হয় তাঁহাকে 'মিত্র' হইতেই হইবে, তিনি আর কোনও তটস্থ অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না—"একেবারে 'শত্রু' হইয়া যাও, না হয় পূর্ণ আনুগত্য কর"—ইহাই তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী। তিনি যখনই কোন উপদেশ বা শিক্ষা কিম্বা শাসন ও সংশোধন-বাণী কীর্ত্তন করেন, তাহা একটা সুগভীর রেখা-পাতের সহিত করেন যে, প্রস্তর অথবা হীরকের ছায় কঠিনতম হৃদয়ও সেই সুতীক্ষ্ণ বাণীর দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া যায়। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যাকালে তিনি অনেক সময় পঞ্চ প্রকার অনাদি-বহির্ম্মুখ দুর্ভাগা জীবের কথা উল্লেখ করেন। এক প্রকার অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের হৃদয়ে ধূলিলেপ আছে, তাহা মসৃণ-পুচ্ছের মার্জ্জনীর দ্বারাই অপগত হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার বহির্ম্মুখের হৃদয়ে কর্দ্দমলেপ আছে, তাহা চোখের জলে অর্থাৎ অনুতাপ ও দৈন্যের দ্বারা বিধৌত হইতে পারে। তৃতীয় প্রকার বহির্ম্মুখের হৃদয়ে কাষ্ঠের আবরণ আছে, তাহা ভেদ করিতে হইলে কুড়ালি বা তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। চতুর্থ প্রকার অতি বহির্ম্মুখ জীবের হৃদয়ে প্রস্তরলেপ আছে, তাহা দূর করিতে হইলে ডিনামাইটের দরকার হয়। তদপেক্ষা অধিক বহির্ম্মুখের হৃদয়ে বজ্রলেপ বা হীরকের আবরণ আছে, তাহা কর্ত্তন করিতে হইলে শূল-বিশেষের প্রয়োজন। হে 'দুর্ব্বৃত্ত-তারণ' শ্রীগৌরসুন্দর! তোমার নিজ-জনে আমার ছায় কাষ্ঠলেপ, অশ্মলেপ ও বজ্রলেপযুক্ত জড়াসক্ত ব্যক্তির হৃদয়কেও কর্ত্তন করিবার যে অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা তাঁহার ভজন-শাসনের সম্মুখে আসিবার যাঁহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্য সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন।

হে 'শ্রীযুগাবতার' 'শ্রীনিমাইসুন্দর'! তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের, তোমার সুখ-সাধনের, তোমার মনোহভীষ্ট-পরি-পূরণের যাহা কিছু প্রয়োজন বা উপাদান, তাহারই মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপে তোমার এই নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়াছ। তিনি আজন্ম অভিনর্ত্তা-স্মৃতিধর, শ্রুতিধর, নিত্যসিদ্ধ সুগায়ক, মৃদঙ্গ-বাদক, নিত্যসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ। তিনি অতি শিশুকালে শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিনামের কথা ও গাথা যাহা একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া রাখিয়া অনর্গল প্রকাশ করিতে সমর্থ। তিনি স্বতঃসিদ্ধ-ভাবেই তোমার কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদনে পারদর্শী। তাঁহার অভিনর্ত্তা প্রতি-শক্তি ও স্মৃতি-শক্তি এত সুতীক্ষ্ণ! ইহাতেই জানা যায়, তিনি তোমার নিত্যসিদ্ধা নিজ-শক্তি, তোমার শ্রীনাম-প্রবর্ত্তনে একমাত্র শক্তিধর—যুগাচার্য্য।

হে 'শ্রীনাম-প্রবর্ত্তনপ্রভু'! শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর যে শ্রীগৌর-বিহিত শুদ্ধ কীর্ত্তন-গাথা-সমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাতে মৌলিক রাগ-রাগিণী যোজনা করিয়া কিরূপভাবে তোমার আরাধনা করিতে হয়, তোমার কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-দেবীর সেই শৃঙ্গার-বিধায় এই মহাপুরুষ অদ্বিতীয় নিপুণ। তোমার এই নিজ-জনের গুণ-সিন্ধুর কণিকা-মাত্র শিরে ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে তাহা এত উদ্বেলিত হইয়া উঠে যে, কোটি-হস্ত, কোটি-চক্ষু, কোটি-মস্তকেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার এক বিন্দুও স্পর্শ হইল না,—এইরূপই মনে হয়। এরূপ অনন্ত-গুণে গুণী তোমার

নিজ-জনকে অনন্ত-লোকে গোষ্ঠী, অনন্ত-ছিদ্রে কলুষিত আমার মঙ্গলের জন্য কৃপা-পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছ। তোমার সুখানুসন্ধানে তাঁহার বিদ্যুদ্বেগ ও শত্রুবৎ আমার গতি, হিমালয় অপেক্ষাও কোটি-গুণে অধিক তাঁহার সেবা-দৃঢ়তা, আর সামান্য বায়ু-বিক্ষুব্ধ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় আমার মনোধর্ম্মের অস্থিরতা, তোমার পূর্ণতমা সেবার জন্য তাঁহার সমগ্র সত্তা-আহুতির অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, আর পুরুষাভিমানে মায়ার বৈকল্যের জন্য সমগ্র সত্তাকে সঙ্কুচিত করিবার আমার যে চেষ্টা,—এই সকল পার্থক্য তিনিই যে এই পতিতের নিকট তোমার প্রেরিত একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে; কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত শিথিল, অত্যন্ত জড়, অত্যন্ত আলস, অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া তোমার প্রেরিত নিজ-জনকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইতেছি না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। ইহাই তাঁহার ঐশী শক্তি। তোমার নিজ-জনের কৃপা কত অন্ধ, পঙ্গু, মূককেও দিব্য-চক্ষুষ্মান্, শ্রীনাম-বক্তৃ, মায়ার দুর্লঙ্ঘ্য অতুঙ্গ-গিরিশ্রেণী-লঙ্ঘনে সমর্থ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বাচাল করিয়া দিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ-সত্যরূপে প্রত্যহ দর্শন করিতেছি; নিষ্কপট ও নিরপরাধী ব্যক্তিই তোমার নিজ-জনের কৃপার সম্বল লাভ করিতে পারেন, আমি কপটী ও অপরাধী বলিয়াই তোমার নিজ-জনের অযাচিতা অহৈতুকী কৃপার স্পর্শ পাইতেছি না।

হে 'দীনজন-পালক'! তথাপি তুমি তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়া নানাভাবে আমার দুর্গতি-নাশের কৌশল বিস্তার করিতেছ। তোমার এই নিজ-জন তাঁহার আচার্য্য-লীলায় বিবিধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া গৃহান্ধকূপে পতিত আমাকে উত্তোলন করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমি শ্রীশ্রবণ-গুরু-পাদপদ্মের পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা সেবা করিবার পূর্ব্বেই 'সরাগ-বক্তা' সাজিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার এই নিজ-জনকে পাঠাইয়া তুমি জানাইয়াছ, পূর্ব্বে শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করিবার ফলেই শ্রবণ-যোগ্যতা লাভ হয়। সর্ব্ববিধ পাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া মহতের কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্যরূপা সেবা না করিলে শ্রবণের যোগ্যতাই হয় না, পূর্ব্বে ভাগবতোত্তমের সেবা, পরে শ্রবণ,—ইহাই শ্রবণের ক্রম। কায়-পাঠ্য, মনঃ-পাঠ্য ও বাক্য-পাঠ্য থাকিলে শ্রবণ হইবে না। তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া আরও শিখাইয়াছ যে, তুমি প্রিয়শ্রবা, তুমি তোমার নিজের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির কথা শ্রবণ করিতে ভালবাস, এজন্যই নিত্যকাল তোমার নিজ-জনের শিষ্য থাকিয়া তোমার সুখের জন্য তোমার কথা শ্রবণ, তোমারই সুখকর কার্য্য-বোধে নিত্য অনুশীলন করাইবার জন্য তোমার দূতকে প্রেরণ করিয়াছ। তুমি তাঁহার দ্বারা অপ্রকাশ আমাকে শ্রদ্ধার স্বরূপ শিক্ষা দিয়াছ। পূর্ব্বে জানিতাম, একটু 'মনমরা-ভাব', দুই একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস-ত্যাগ, দুই একবার নমস্কারাভিনয় কিংবা মুক্তকচ্ছে অবস্থানই শ্রদ্ধার লক্ষণ। অনেক সময় জিহ্বা-লাম্পট্যকে প্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা, নেত্র-লাম্পট্যকে শ্রীবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা, মনের শান্তি-কামনারূপা মুক্তি-পিপাসাকে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মনে করিতাম; কিন্তু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির শরণাপত্তিই লক্ষণ; ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জীবনযাত্রানির্ব্বাহে সুখে বা দুঃখে বিহ্বলতার অভাব, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার লক্ষণ বলিয়া তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা জানাইয়াছ। দরিদ্রের স্বর্ণ-খনির সন্ধানপ্রাপ্তিতে যেরূপ অনুক্ষণ অদম্য উৎসাহ-মূলক অনুসন্ধান-চেষ্টা থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরও শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের জন্য নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহময়ী অনুবৃত্তি থাকিবে; শ্রদ্ধার উদয় হইলে সমগ্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পাত্র যে আশ্রয়-বিগ্রহ, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হইবে না; দম্ভ ও প্রতিষ্ঠাদিময়ী চেষ্টার লেশও থাকিবে না; সমস্ত জগৎটি অভিধর্ম্ম্য দৈন্যের দ্বারা অভিষিক্ত এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাঠ্যহীন নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকিবে,—ইহা তুমি তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া শিক্ষা দিয়াছ।

ইহাতে বুঝিয়াছি, আমার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা হয় নাই। কারণ, এতদিন সেবার নাম করিয়া আমার যে উদ্যম ও উৎসাহের অভিনয় ছিল, তাহা কেবল প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠা ও দম্ভমূলক কর্ম্মোদ্যম। আপনার নিজ-জন ইহা চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখাইয়া দেওয়ায় আমার উদ্যম ও উৎসাহের বড়া সব শুকাইয়া গিয়াছে। মুখটি 'বেজনবেচা' হইয়া পড়িয়াছে, তোমার নিজ-জনের রুক্ষ-ভাষার নির্ম্মম শাসনগুলি আমার প্রচ্ছন্ন প্রভুত্ব-পিপাসার উপর তীব্র কশাঘাত করায় আমি হতোদ্যম হইয়াছি। আমার

হৃদয়ে উৎসাহ নাই, শরীরে বল নাই, মুখে আর বাস্ বৈষয়ীর ফুলঝুরি নাই, আমি অপরার্থসহীন সেবার অত্যন্ত অনিচ্ছুক কেবল কষাঘাতক্লিষ্ট বলীবর্দ্দের ন্যায় ভূত হইতে ঘুর ফেলিয়া দিবার অবসর খুঁজিয়া কোনরূপে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন-লোপের আশঙ্কায় প্রাণহীন হইয়া একটু চলিবার অভিনয় করিতেছি, —ইহা আমার দুরন্ত অপরাধের ফল। এই দুরন্ত অপরাধে অপরাধী আমি "সেই রামও নাই, সেই অযোধ্যাও নাই, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কালের আচার-ব্যবহার নাই, সব নূতন মত, নূতন পথ",—মনে মনে এইরূপ সমালোচনার তুষের আগুন জ্বালিয়া অধিকতর অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি!

হে 'ভক্তিসুষমা রাম' শ্রীগৌরসুন্দর! আমার এইরূপ চিত্তবৃত্তিতেও তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা আমাকে করুণা করিতেছ, ইহাই তোমার প্রেরিত নিজ-জনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যের সঙ্গতি সংরক্ষণ করিবার জন্য ও আমার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য যে মহৌষধ ও তাহার যে-সকল অনুপানের ব্যবস্থা করিতেছ, সেই সকল অনুপানের অভিনবত্ব দেখিয়াই আমি তোমার প্রেরিত নিজ জনের ব্যবস্থাকে "নূতন ব্যবস্থা" মনে করিতেছি। সদ্বৈদ্যরাজ স্থান, কাল, পাত্র ও রোগের তীব্রতা-বিচারে পূর্ব্ব ব্যবস্থার যে-সকল পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহা দেখিয়া যে-সকল রোগী সদ্বৈদ্যের চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া দুষ্ট রোগকে চিরকাল পোষণ করিবার অভিলাষ করে, কেবল তাহারাই মিত্তামঙ্গল-লাভ হইতে বঞ্চিত হয়, অথবা ইহা তাহাদের দুরন্ত অপরাধ-ব্যাধিরই লক্ষণ-বিশেষ।

হে 'সর্ব্বজীব-নিয়ামক'! তোমার প্রেরিত নিজ-জন আমার বর্ত্তমান শোচ্যতম অবস্থা দেখিয়া আত্মসমীক্ষার দিকে আমাকে অধিক দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আমার চিত্তের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে গুরুবর্গের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়া ও 'সরাগ-বক্তা'-প্রচারক সাজিয়া আমি কেবল পরের ছিদ্র-অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বাস্তব-ভজন কতটা উন্মুখ ও উন্নত হইতেছে, সে-বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি তোমার নিজ-জনকে পুনরায় আর এক মূর্ত্তিতে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে যেরূপ প্রতি-পদবিক্ষেপে শাসন, সংযমন ও সংশোধন করিতেছ, তদ্রূপ আমাকে সর্ব্বক্ষণ আমার ব্যক্তিগত উন্নতি ও অবনতির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমাতে একটি প্রতীক্ষ-দৃষ্টিশক্তিও সঞ্চার করিতেছ।

হে 'আর্ত্তিহর-পাল'! তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়া তোমার সম্বন্ধে বস্তুতঃ প্রতি সর্ব্বক্ষণ আমার অলৌকিক বুদ্ধি উদয় করাইবার যত্ন করিতেছ। শ্রীতুলসী তোমার তোষণী, তোমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা আমাকে সেই শ্রীতুলসীর সেবা-শিক্ষা প্রদান করিতেছ। পূর্ব্বে আমি শ্রীতুলসীকে মৌখিকভাবে পূজা-বস্তুরূপে স্বীকার করিলেও তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিলাম; তৎপ্রতি কায়িক, মানসিক ও বাচিক বাস্তব আনুগত্যের লেশও প্রকাশ করি নাই। তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-পরাগ-বাহিনী পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা-প্রমুখা শ্রীকৃষ্ণভক্তিদায়িনী সরিদ্বরাগণের সেবা শিক্ষা দিয়াছ। আমি ইহাদের ভক্তানুকূলা সেবাকেও পূর্ব্বে কর্ম্মিগণের আচরণ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা কর্ম্মী ও ভক্তের অন্তর-নিষ্ঠার পার্থক্য শিক্ষা দিতেছ।

হে 'শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর'! পূর্ব্বে তুমি তোমার নিজ-জনগণকে তোমার শ্রীধাম-প্রকাশিক ও অহৈতুক শ্রীধাম-সেবকবররূপে প্রেরণ করিয়াছিলে। তাঁহারা তাঁহাদের বাণীতে ও আচরণে শ্রীধামের সেবা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর এক মূর্ত্তিতে তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া আর এক অভিনবরূপে ও অভিনব-সুদৃঢ়তার সহিত সমগ্র সত্তা দিয়া, সমস্ত ঐহিক স্বার্থ ও বস্তু-বিসর্জ্জন দিয়া যে-ভাবে সার্ব্বকালিকী শ্রীধাম-সেবার মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিতেছ, তাহাতে আপামর সকলেরই শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-সেবার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বত্র তোমার ভক্তের নগরাম, সর্ব্বত্র তোমার নামকীর্ত্তন-কেন্দ্র উন্মুক্ত হইলেও শ্রীধামে শ্রীধামেশ্বর তোমার যে কৃপা-বৈশিষ্ট্য উচ্ছলিত হয়, তথায় নিখিলজন মহাজনগণের পদরেণুসিক্তা চিন্তামণিময়ী ভূমির যে স্পর্শ-লাভ হয়, তাহা তোমার প্রেরিত নিজ-জনের দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেছ।

হে 'সর্ব্বজীবত্রাণ'! তোমার নিজ-জনকে আর এক রূপে পাঠাইয়া দিয়া তোমার সম্বন্ধি-জাতি, যথা গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদির প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা ও ভক্তি শিক্ষা দিতেছ।

গো-সেবা কর্ম্মিগণ যে নিষ্ঠার সহিত করেন, ভক্তগণের নিষ্ঠা ও দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 'শ্রীনন্দ-গোধন-রাখোয়াল, শ্রীগোবিন্দ-মাধব, শ্রীনবনীত-তস্কর শ্রীমধুর-নন্দগোপালে'র ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু জানিয়া শ্রীগিরিধারীর সেবার জন্য, শ্রীনবনীত-তস্করের নিজ-জনের সেবার্থ নবনীত সংগ্রহ করিবার জন্য যে গোধনের সেবা, তাহাই একান্তভাবে অনুরাগী ব্রজবাসী ও বিধি-বাধ্য মহাপুরুষ-সেবকগণের আদরণীয় কৃত্য। সুতরাং কর্ম্মিগণের নিষ্ঠার ন্যায় পুণ্যমাত্র-কামনা বা নিজে দুগ্ধ পান করিবার লোভে গো-পালন বা গো-সেবারূপ অভক্তি হইতে ভক্তগণের গো-সেবারূপ ভক্ত্যনুশীলনের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তোমার নিজ-জনের কৃপায় আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে।

হে 'বর্ণাশ্রম-পালক'! বৈষ-বর্ণাশ্রমের দুর্শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া যখন অত্যন্ত নীচ আমি, অসুর-প্রকৃতি আমি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যবশে ভূসুরগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ করিতে থাকিলাম, তখন তুমি আর এক অভিনব-মূর্ত্তিতে তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া বৈষ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য শিক্ষা দিলে। শ্রীদুর্ব্বাসা প্রভৃতি জ্ঞানি-ভক্তের প্রতি ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীঅম্বরীষের মর্য্যাদার দৃষ্টান্ত তোমার নিজ-জনের দ্বারা শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে প্রকাশ করিয়া তুমি ভূসুরগণকে যথাযোগ্য সম্মান শিক্ষা প্রদান করিলে। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া 'জ্ঞানিভক্ত শ্রীদুর্ব্বাসা কেবল উপেক্ষারই পাত্র',—এইরূপ একদেশি-বিচারে উপনীত হইয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীভগবান্ জ্ঞানিভক্তের ও শুদ্ধভক্তের মহিমার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য একদিকে যেরূপ ঐশ্বর্য্যাপরাধ-ক্ষমাপন-লীলার মর্য্যাদা-সংরক্ষণার্থ শ্রীদুর্ব্বাসার দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীঅম্বরীষের পাদ-গ্রহণ করাইয়াছিলেন, অপর দিকে শ্রীঅম্বরীষও জ্ঞানিভক্ত-ব্রাহ্মণের পাদ-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান্‌ও জ্ঞানি-ভক্তকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানী কিংবা যোগী অবতার শ্রীভগবানের অসমার্দ্ধ প্রকাশ ব্রহ্ম ও আংশিক প্রকাশ পরমাত্মার উপাসক বলিয়া তাঁহারাও যথাযোগ্য সম্মানার্হ। তাঁহাদিগকে 'নারকী' ও আপনাদিগকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত' মনে করিলে শ্রীঅম্বরজ্ঞানতত্ত্ব কখনই লভ্য হইতে পারেন না। অম্বরজ্ঞানতত্ত্বরূপা শুদ্ধ-ভক্তি শ্রেষ্ঠানুমুখ্য বা উপাসনা বটে। কিন্তু যখন অসমার্দ্ধ ও আংশিক প্রকাশ জ্ঞান ও যোগ সেই ভক্তির আনুগত্য স্বীকার করে, তখন তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হইবে। ভক্তিহীন কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগই নিন্দনীয়। এই কথা তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনমুখে আমাকে জানাইয়াছ। আমি তখন জ্ঞান ও কর্ম্মমাত্রকেই নরকযোনি-প্রাপক "বিষের ভাণ্ড" বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞানী ও যোগিমাত্রকেই যে 'অসাধু' মনে করিতাম, সেই ভ্রান্ত ধারণা হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছি। ভক্তিহীন-কর্ম্ম ও জ্ঞানই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; কর্ম্মার্পণ-রূপা আরোপসিদ্ধা ভক্তি ভাগবত-ধর্ম্মেরই প্রাথমিক পর্য্যায়। ভক্তিহীন জ্ঞানী ও যোগী অসাধু, কিন্তু ভক্তি-সহিত জ্ঞানী ও যোগী কেবল সৎ বা সাধক নহেন,—সিদ্ধ, মহৎ-পদবাচ্যও হইতে পারেন। শ্রীনারায়ণ-পর ভক্তগণেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব। তোমার নিজ-জনের কৃপায়ই ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

হে 'ভক্তগৌরবকারিন্' 'ভক্তপ্রাণধন'! 'তটীস্থ-বস্তু'র বিচারের মধ্যে অকিঞ্চন-ভক্তিযাজী বৈষ্ণবেরই শ্রেষ্ঠত্ব। বৈষ্ণবের মধ্যে আবার পার্ষদগণের শ্রেষ্ঠত্ব। "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।" তোমার নিজ-পার্ষদ ছোট শ্রীহরিদাসের দ্বারা জীব-জগৎকে তোমার যে শিক্ষা-দান, তাহা এক কথা, আর ব্যক্তিগত-ভাবে তোমার পার্ষদের দোষ-বিচার আর এক কথা অর্থাৎ তাহা অত্যন্ত পাষণ্ডিত্ব। তোমার নিজ-পার্ষদের দ্বারা শিক্ষা না দিলে শিক্ষা সমীচীন হয় না। তুমি শ্রীগুরু-রূপে তোমার নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন শ্রীঅর্জ্জুনের দ্বারা শোক-বিহ্বলতার শিক্ষা না দিলে সাধক-জীব কিরূপে অবিচলিত হইয়া পূর্ণ-শরণাগত হইবার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন? অতএব ছোট শ্রীহরিদাসের দ্বারা স্ত্রী-সম্ভাষণকারী বৈরাগী-দিগকে তুমি যে সাবধান করিয়াছ, তাহা ব্যক্তিগতভাবে তোমার নিজ-পার্ষদ ছোট-হরিদাসে আরোপ করিলে অর্থাৎ ছোট-হরিদাসকে 'স্ত্রীসঙ্গী', অথবা শ্রীঅর্জ্জুনকে 'মোহগ্রস্ত', বা শ্রীব্যাসদেবকে—শ্রীগুরুদেবকে 'ভ্রান্ত' বলিলে গুরুতর অপরাধ হইবে। তুমি "সর্ব্বত্যাগী-বৈরাগি-বরতী" বটে, কিন্তু তোমার পার্ষদ ছোট হরিদাস কখনও "সর্ব্বত্যাগী-বৈরাগী" নহেন।

হে 'শ্রীজগন্নাথ-সুত'! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া আমার নিকট শ্রীমাধবী তিথি-সমূহের সাধন-আরাধনার অপরিহার্য্যতা বিশেষভাবে শিক্ষা দান করিয়াছ। শ্রীএকাদশী বা শ্রীহরি-বাসর, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, মহাপুরুষ শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী, শ্রীবামন-দ্বাদশী প্রভৃতি মাধবী তিথি-সমূহে অহোরাত্র নিরম্বু উপবাস, রাত্রি-জাগরণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছ। প্রতি একাদশীতে শ্রীধামে শ্রীবাস-অঙ্গনে নিশায় সংকীর্ত্তন তোমার প্রেরিত জনের বিশেষ শিক্ষা। তোমার নিজ-জনের শিক্ষা-প্রভাবে এই সকল শ্রীমাধবী তিথি-পালনের মধ্যে এমন একটা গাঢ়তম ভজনানুরাগ নিহিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত শ্রীমাধবী তিথির সেবায় উন্মুখ হইয়াছেন। শ্রীমাধবী তিথির ছায় তোমার নিজ-জনগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিতেও তাঁহাদের চরিত-কীর্ত্তন-মুখে তাঁহাদের স্মৃতি-তর্পণ ও সংকীর্ত্তনোৎসব-বিধান তোমার প্রেরিত নিজ-জনের আমাকে সেবা-চেতন রাখিবার একটি বিশেষ শিক্ষা। "রন্ধ-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২২)— তোমার শ্রীরূপের এই শিক্ষা অনুসরণ করিয়া তোমার নিজ-জন শ্রদ্ধালু ভক্তগণকে লইয়াই শ্রীমহাপ্রভুতোৎসব সম্পাদন-পূর্ব্বক অশ্রদ্ধালু অভক্তগণের শিক্ষা-লাম্পট্যে প্রশ্রয়দানরূপ কুনাট্যোৎসবের মূলোৎপাটন করিয়াছেন।

তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা তোমার দত্তকী স্থান, কাল ও পাত্রের আরাধনার বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়া শিক্ষা দিতেছ। তুমি অন্যান্য বাধতীয় ওপক্ষর ব্রত অপেক্ষা তোমার অতি প্রিয় কার্ত্তিক-ব্রতের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়াছ। কোন পোষাকের মধ্যে হরিজন আবদ্ধ করিবার শিক্ষা তোমার নিজ-জনের দ্বারা- প্রচার করাও নাই। রক্তাম্বর বা শ্বেতাম্বরের সহিত হরিজনের উন্নতি, অবনতির কোন সম্বন্ধ নাই। রক্তাম্বরের বাহ্যিকতা ও শ্বেতাম্বরের লাভূত্ব-কামনা, বৃথা-সূত্রমাত্রধারীর বৈশ্য-ব্রাহ্মণাভিমানরূপ বাহ্যিকতা ও সূত্রহীনের প্রতি প্রভুত্ব-কামনা বা সূত্রহীনের সূত্রমাত্র-ধারণকেই সাধ্যসার বলিয়া ধারণা ও সূত্রলাভাতে বাহ্যিকতার সোপানে আরোহণ প্রভৃতি প্রবৃত্তি তোমার প্রেরিত নিজ-জন ভক্তভক্তানুকূল বিচারানুসরণের দ্বারা নির্য্যাতিত করিয়াছেন।

হে 'নবধা-ভক্তি-শিক্ষক' শ্রীগৌরসুন্দর! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া নবধা-ভক্তির মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও অকথা অর্চ্চনাপরাধ-সমূহ হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছ। একদিকে যেরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থের প্রতিষ্ঠার লজ্জিত হইয়া গৃহব্রত আমি অত্যন্ত অর্চ্চন-বিমুখ, এমন কি, শ্রীতুলসী-সেবায় পর্য্যন্ত উদাসীন হইয়াছিলাম এবং অর্চ্চনকে একমাত্র মূর্ত্যাদর বা ঘটাদরে পর্য্যবসিত করিয়া বহির্ম্মুখ লোকার্কর্ষণের যত্ন করিয়াছিলাম; অপর দিকে তোমার শ্রীবিগ্রহের দ্বারা অর্থার্জ্জন-প্রথার নিন্দা করিয়া বস্তুতঃ তোমার শ্রীবিগ্রহের ভক্ত-মনোমোহন পূজারাদিকে নেত্র-লম্পট অভক্তগণের ভোগ্য প্রদর্শনীরূপে উন্মোচন, শ্রীগুরু-পাদপদ্মৈকসেবা চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত শ্রীভগবৎপ্রসাদকে জিহ্বা-লম্পট ও অমেধ্যভোজী বহির্ম্মুখগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে পর্য্যবসিত, কেবলমাত্র বহির্ম্মুখ-জনরঞ্জনের জন্য শ্রীবিগ্রহ-সেবার অভিনয়-প্রদর্শন, শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিধারীর ভোগ-বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে নেত্র-লম্পট ও জিহ্বা-লম্পট বহির্ম্মুখ-গণের ভোগ-বর্দ্ধনের জন্য অন্নকূট-উৎসবের প্রদর্শনীর আড়ম্বর করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্বের ভেরি-বাদনের প্রচ্ছন্ন কামনায় অসংখ্য-প্রকারে অর্চ্চনাপরাধের যে-সকল কুনাট্য হইতেছিল, তোমার নিজ-জনকে অন্য মূর্ত্তিতে আচার্য্যোচিতরূপে প্রেরণ করিয়া সিংহ-হুঙ্কারে তাহা দমন করিয়াছ। ইহাতে ইন্দ্রিয়-তাড়িত ব্যক্তিগণ "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই", "উৎসবের মাসাধিক-কাল যাবৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থান-ব্রত ভঙ্গ হইল;" জিহ্বা-লম্পট তথা-কথিত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-গৃহস্থগণের অথবা তোমার আবির্ভাব-স্থানের পাষণ্ডি-হিন্দুগণের উক্তির ছায় "হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সকলি;" "যে মত প্রবর্ত্তাইল, কভু তুমি নাই" প্রভৃতি মায়াময়ী উক্তি যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে ধ্বনিত করিতেছিল, তখন তোমারই অভিন্নবর্ত্ম-শক্তিধর এই মহাজন সিংহ-হুঙ্কারে বহির্ম্মুখ-জনতার ও গুরুপ্রোক্তবর্গগণের এই কলি-কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং অসংখ্য প্রকার অর্চ্চনাপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। যাহাতে প্রকৃত শ্রীবিগ্রহের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তোমার সন্তোষ হয়, সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-

বাক্যের সহিত সুসঙ্গতি করিয়া তোমার সেই সকল সুখকর অনুষ্ঠান তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তোমার আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগপীঠে তোমার শ্রীনাম-প্রকাশক নিজ-জন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অহৈতুকানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ও অভ্রান্তিদোষ-রহিত সেবকের দ্বারা অন্নন, অর্চ্চনাঙ্গ ভোগ-রন্ধনাদি-সেবা ও শ্রীমন্দির প্রসাদ পরিবেশনাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ভাড়াটিয়া ও অনাচারী ব্যক্তি-গণের দ্বারা ভোগ-রন্ধনাদি-কার্য্য অর্চ্চনকারী ঠাকুরালী বা দীক্ষিত গৃহস্থগণের কায়-শাঠ্যরূপ অপরাধ বলিয়া জানাইয়া সদাচারী দীক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা ভোগ-রন্ধনাদি-সেবা-কার্য্যের প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের জগ-মোহনে আরোহণ করিয়া নেত্র-লম্পট ব্যক্তিগণ শ্রীবিগ্রহকে ভোগ্য বা দৃশ্য-বস্তুরূপে ভোগ করিবার চেষ্টা করিত। তোমার নিজ-জন এইরূপ অপরাধ হইতে আমাকে সতর্ক করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীবিগ্রহের সেবনকারী অর্চ্চক ব্যতীত কেহই জগমোহনে আরোহণ করিতে পারিবে না। শ্রীতুলসীদেবী বা শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়াই দূর হইতে শ্রীবিগ্রহ অতি ভৈক্ত-বিজ্ঞপ্তির সহিত দর্শন করা কর্ত্তব্য, ইহা তিনি স্বয়ং নিত্য আচরণ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। তোমার শ্রীঅর্চ্চাবতারের সম্মুখে প্রিয়ম্রবা তোমার শ্রীশ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা-বৈশিষ্ট্যের সংকীর্ত্তন-নৃত্যাদি অনুষ্ঠানের সহিত আরাত্রিক-মহোৎসব-দর্শন-রূপা ভক্তির অনুশীলন তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া নিত্য শিক্ষা দিয়াছেন। আরাত্রিকের সময় সম্প্রদায়ের সেবার কার্য্য করিবার ছলে আলস্যের প্রশ্রয়দাতৃ বা আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণকর কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-জনক কর্ম্মোদ্যমরূপ অপরাধকে তিনি সর্ব্বতো-ভাবে সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

তোমার শ্রীবিগ্রহ ও তোমার নিজ-জনগণের সম্মুখে যথা-শাস্ত্র অকপটে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৃত্তি—বন্দনাখ্যা ভক্তি বলিয়া কথিত। আত্মা-বশতঃ উহাকে সংক্ষেপ বা যে-কোনভাবে সমাপ্ত করিবার চেষ্টার প্রতি তিনি নির্ম্মম কশাঘাত করিয়া স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক তোমার শ্রীবিগ্রহ ও তোমার নিজ-জনের নিকট সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনাম-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তি-যাজনের মধ্যেও নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি বা নিজের মাহাত্ম্য-প্রচারের চেষ্টারূপ ভোগবুদ্ধিজনিত অপরাধকে তিনি সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীনাম-পরিক্রমা-কালে তোমার শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারীকে ও তোমার শ্রীমৃদঙ্গ-করতালাদি কীর্ত্তন-যন্ত্রকে 'নিম্নাধিকারী' ও 'অচেতন-পদার্থ' মনে করিয়া আমি অগ্রণী হইয়া চলিবার যে কুনীতি আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা তিনি সমূলে উৎপাটন-পূর্ব্বক তোমার শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কারী ও তোমার মৃদঙ্গ-করতালকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন এবং স্বয়ং সকলের পশ্চাতে অতি দীনভাবে সংকীর্ত্তনের অনুগমন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-রূপী তোমাকে কোটি-প্রাণের দ্বারা নির্ব্বহন করিতেছেন। শ্রীসংকীর্ত্তন-প্রভু যখন বিচলন করেন, তখন তুমিই তোমার পার্ষদগণের সহিত বিচলন করিয়া থাক, যে-ব্যক্তি শতকার্য্য থাকিলেও শ্রীসংকীর্ত্তন-প্রভুরূপী তোমার অনুব্রজ্যা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতি প্রভৃতির দ্বারা বন্দনা না করে, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইলেও নিশ্চিতই অধোগতি লাভ করিবে, ইহা শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের শিক্ষার দ্বারা তোমার নিজ-জন স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে নিত্য শিক্ষা দিতেছেন। বিধর্ম্মী বা স্বধর্ম্মী পাষণ্ডি-জনগণের দ্বারা শ্রীসংকীর্ত্তন-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা-সত্ত্বেও বহির্ম্মুখগণের নিকট ব্যক্তিগত দম্ভ প্রচার করিবার জন্য অশ্রদ্ধালু নাগরিকগণের নগরে নগর-সংকীর্ত্তন করিবার ছলনারূপ অপরাধকে তোমার নিজ-জন সর্ব্বতোভাবে রহিত করিয়াছেন। শ্রীনব-দ্বীপ-পরিক্রমাকালে তোমার ভক্ত-সেনানী শান্তি-রক্ষকগণের শোভাযাত্রা বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে শ্রীকোলদ্বীপেশ্বর ভক্তভ-বৎসল তোমার দ্বীপ-বিভূষণ-মণি ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীল রংচীরাম বাবাজী মহারাজের পরিক্রমের দ্বারা শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রম-ব্রত উদ্‌যাপন করাইয়াছেন। বহির্ম্মুখ-জন-পূজ্য জড়-প্রতিষ্ঠাশা-বিষ্ঠালিপ্ত বিষয়ীকে বৈষ্ণব-সভার সমালোচক সভাপতিরূপে বরণ করিয়া অশ্রদ্ধালু ও দাম্ভিকগণের প্রতি শ্রীহরিকথোপদেশের (?) দ্বারা কথারূপী তোমার চরণে অপরাধের প্রশ্রয় না দিয়া তোমার নিষ্কিঞ্চন নিজ-জনের পদরজে অভিষিক্ত ব্যক্তিকেই সভাপতি অথবা তোমাকেই মূল সভাপতিরূপে বরণ করিয়া শ্রদ্ধালু-গণের সভায় নীরাঙ্গু-ভক্তির অকপট দাস্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের দ্বারা শ্রীহরিকথা বা শ্রীনামভট্টের প্রচার করাইতেছেন।

হে 'ভক্তি-গ্রন্থ-উদ্ধারণ'! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে বহু

গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়াছ। তোমার নিজ-জন শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল হইতে গোস্বামিবর্গের অধিকাংশ গুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত, কিন্তু অপ্রকাশিত বা গুপ্ত বহু গ্রন্থ, যথা—শ্রীগোদ্রুম-ভজনোপদেশ, শ্রীস্বনিয়মদাদশকম্, শ্রীদত্তকৌস্তুভ, শ্রীমনঃশিক্ষার ভজন-দর্পণ-ভাষ্য, শ্রীআত্মায়-দশমূল, শ্রীগীতা-দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল, শ্রীচরিতামৃত-দশমূল, তথা বহু অপ্রকাশিত পদাবলী এবং প্রকাশিত পুস্তি-সমূহের মধ্যে ঠাকুরের শ্রীহস্তের পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি প্রভৃতি হইতে শুদ্ধ-পাঠের উদ্ধার, ভক্তিসাধকগণের নিত্য-পাঠ্য, ঠাকুরের রচিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ ও লুপ্তপ্রায় প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভিনবিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকে সঙ্কুচিত বা স্তব্ধ করা তোমার শ্রীনাম-প্রচারন-শক্তিধর নিজ-জনের অভিপ্রায় নহে; মৎসর, অপরাধী অশ্রদ্ধালুগণ তোমার সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-মন্দিরের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া ঐরূপ দোষারোপ করিতে পারে; বস্তুতঃ তোমার শ্রীনাম-হট্টের অভিমর্ত্ত্য পণ্যদ্রব্য অতি সুলভ মনে করিয়া অশ্রদ্ধালু কপটী ব্যক্তিগণ তৎপ্রতি যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছিল ও তাহাতে তোমার নিজ-জনগণের হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছিল, তাহা নিবারণ করিয়া তোমার নিজ-জনগণকে সুখ-দান ও তদ্দ্বারা তোমার সন্তোষ-বিধান এবং প্রকৃত অনুরাগী নির্ম্মল আত্মাকে তোমার শ্রীনাম-হট্টের সেবকানুসেবকরূপে গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্ব্ব-গুরুবর্গের প্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া তাঁহাদেরই অভীষ্ট সাধন করিতেছেন। তোমার নিজ-জন অনর্থগ্রস্ত রোগ ও রোগি-নির্ব্বিশেষে গণ-চিকিৎসা-প্রণালী বা দাতব্য-চিকিৎসালয়ের অমনোযোগী, ভাড়াটিয়া চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রোগ ও রোগীকে চিকিৎসা-সদনের পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে আনয়ন করিয়া ও তাহাদের রোগ পৃথক্ পৃথক্-ভাবে পরীক্ষা করিয়া ব্যক্তিনিষ্ঠ চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে তোমার দুঃখরূপে কত বড় সহৃদয় ও পরদুঃখ-দুঃখী, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, তুমি তোমার নিজ-জনকে ভূতলে প্রেরণ করিয়া তোমার মনোহভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীগুরুবর্গের অনেক অভীষ্টের পরিপোষ-সেবা সম্পাদন করিতেছ। ভেটের দ্বারা যে-প্রকার শ্রীবিগ্রহের সেবা করিবার ছলনারূপ অপরাধ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্য-জনগণ কেহই গ্রহণ প্রদান করেন নাই, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাজনগণেরই অভিন্ন-বিগ্রহ তোমার নিজ-জন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-বিগ্রহকে প্রাকৃত অর্থের বিনিময়ে ক্রয় বা বিক্রয় করিবার আত্মম্ভরিরূপ অপরাধ ও বাণীরূপা শ্রীমূর্ত্তিকে দ্রষ্টৃ-অভিমানীর দৃশ্য বা কৌতুহল-তোগ্য বস্তুরূপে পরিণত করিবার চেষ্টাকে সিংহ-হুঙ্কারে স্তব্ধ করিয়াছেন। 'শ্রীগৌড়ীয়' বা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সেবা-গ্রহণ-যজ্ঞে কিছুতেই প্রাকৃত অর্থের বিনিময়ে প্রদান করা হইবে না, ইহাই তিনি সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা দিতেছেন। যাঁহারা পারমার্থিক পত্র 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' অথবা শ্রীগুরুবর্গের গ্রন্থরাজির অকপট প্রার্থী, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত চারি মূল্য ভিক্ষা দিতে হইবে—[১] শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও তাঁহার নিজ-জনগণের জড়াসক্তি-ছেদনকারিণী কথায় অকৃত্রিম-রুচি ও দৃঢ়-শ্রদ্ধা; [২] ষড়্‌বিধ-লক্ষণযুক্তা শরণাগতি; [৩] জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখ ও দুঃখে অবিহ্বলতা; [৪] ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, ব্যক্তি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব অশ্রদ্ধার জনক নামাপরাধ-সমূহ, বিশেষতঃ গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ।

হে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু-বিপ্রবর! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আর একটি মহান্ উপদেশ প্রত্যক্ষ-সত্যরূপে শিক্ষা দিতেছ। হায়, হায়! তথাপি আমার দৃঢ়তা আসিতেছে না! তুমি যে তোমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন-কারীর যোগ-ক্ষেম বহন কর, তাহা প্রত্যক্ষভাবে এই আচার্য্য-লীলার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে-সময় সমগ্র পৃথিবী, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ 'হা অন্ন, হা অন্ন' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, যেরূপ সঙ্কটকাল পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়-বার হয় নাই বলিয়া অভিজ্ঞগণ বলিতেছেন, ঠিক সেই সময় তোমার নিজ-জন শ্রীনাম-মায়াপুরে ক্রমাগত মাস-পঞ্চক শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যহ শত-শত নিঃশ্রেয়সার্থীকে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু অর্থব্যয় ও স্থানীয় মঠের সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করাইয়াও শ্রীনাম-মায়াপুরে আনয়ন-পূর্ব্বক সামুখ্য-লাভের নিদান-

চিকিৎসার পরম মহৌষধ-স্বরূপ ষাড়শ ঋত্বিগ্‌জনের উপদেশ ও মহা-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। এই সময় তোমার নিজ-জন প্রেষ্ঠবর্গী শ্রীগুরুবর্গের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা, অথবা বিষয়ীর নিকট হইতে মূল-ভিক্ষা-গ্রহণাদি ভক্তি-প্রতিকূল অর্থ সংগ্রহের যাবতীয় চেষ্টা হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিয়া একমাত্র শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রবাহানুবৃত্তিতে প্রভানুজনগণকে অভিনিবিষ্ট থাকিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। এইসময় তুমি তোমার নিজ-জনের নিকট অকুণ্ঠভাবে তোমার সেবার সমস্ত উপাদান অত্যাশ্চর্য্যরূপে, নানা-ভাবে ও নানা-আকারে প্রেরণ করিয়া তোমার কীর্ত্তন-যজ্ঞের সমাধান করাইয়াছ।

হে 'শ্রীযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক'! তোমার নিজ-জনের দ্বারা তুমি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করাইয়া সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের চিত্তগত অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনার মূল উৎপাটন করিয়া তোমার নিজ-জনের সহিত তাঁহাদের হৃদয়ে তোমার নিত্য-সিংহাসন স্থাপন করিয়াছ।

তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া একদিকে যেমন খেতাম্বর ও রক্তাম্বরের প্রতি নিরপেক্ষ ভেদ করিয়াছ, অপরদিকে নর ও নারীমূর্ত্তিরূপ বাহ্য পোষাকের মধ্যে ভেদ লইয়া যে বিবাদ বা অদৎ-সাম্প্রদায়িকতা, তাহাকেও নিরাস করিয়াছ। প্রাকৃত নরকপথ্‌ এক সম্প্রদায়ের মতে "ভক্তি (?) নারীজাতিরই ধর্ম্ম", আবার আর এক সম্প্রদায় বলেন, নারীজাতি আনর্থ-কেন্দ্রাগ্র ভোগের প্রতীক, সুতরাং তাঁহাদের কোনকালে মঙ্গল হইতে পারে না। এজন্য একশ্রেণী স্ত্রী-সম্ভাষণের নিন্দা করিতে গিয়া নারীজাতির বিদ্বেষরূপ স্ত্রৈণত্ব করিয়া থাকে। নারীগণও আবার সেইরূপ অনুরাগ ও বিরাগের দ্বারা পুরুষের সঙ্গ করিয়া থাকে। হে লীলা-পুরুষোত্তম! এইরূপ সকল পুরুষাভিমানের মূলকে তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উৎপাটন করিয়াছ। 'স্ত্রী-সম্ভাষণ হইবে'—এই ভয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকের ন্যায় পুরুষাভিমানযুক্ত ধর্ম্মধ্বজী নানা-আকারে স্ত্রী-সম্ভাষণই করিয়া থাকে, ইহা তোমার নিজ-জন চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীবপুধারীই হউক, আর পুরুষবপুধারীই হউক, তাঁহাদের জীবন, যৌবন, সমগ্র সত্তা শ্রীগিরিধারীর সেবা-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে ডালি দিলেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। এইজন্যই হে শ্রীগৌরহরি! তোমার নিজ-জন প্রভানুগণকে শ্রীশ্রীগৌর-গিরিধারীর সেবা প্রদান করিয়াছেন। আবার শ্রীশ্রীগৌর-গিরিধারীর মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ-বুদ্ধি না হয়, এজন্য তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীধামবাসী করিয়াছেন। আবার শ্রীধাম-বাসের ছলনা করিতে গিয়া বা তোমার নিজ-জনের শ্রীব্রজবাসের অনুকরণ করিতে গিয়া কেহ কায়পাঠা, বাক্যপাঠা বা মনঃপাঠাকেই অথবা বিবিক্ত-বুদ্ধিরূপ প্রজ্ঞার ভোগবুদ্ধিকেই 'ভক্তি' বলিয়া বরণ না করে, এইজন্য তোমার নিজ-জনের হস্তীর শাসনরূপা কৃপার অবধি নাই। তাঁহার শাসনরূপ মঙ্গলোপদেশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা কোনদিকে মায়া-প্রবেশের কোনপ্রকার ছিদ্র বা পথ রক্ষা করে না, পরন্তু মায়া-প্রবেশের সমস্ত পথকে নিরোধ করিয়া তাঁহার সার্ব্বদেশিক ভক্তিসিদ্ধান্ত জীবের কর্ণাঞ্জলির মধ্যে বর্ষিত হয়।

হে কলিযুগপাবনাবতারিণ্‌! তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যের সুসঙ্গতিমূলক উপদেশ প্রদান করিতেছে। পূর্ব্ব-গুরুবর্গের দোহাই দিয়া গুরুবর্গকে ভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করাইবার যে নির্ব্বিশেষ-বাদময়ী চেষ্টা, তাহা তোমার নিজ-জন সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রের সংখ্যাত কীর্ত্তন ও জপই তোমার আচরণ, তোমার শ্রীনামাচার্য্য-প্রভুর আচরণ ও বাণী এবং সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যের সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছে। এজন্য তুমি তোমার নিজ-জনের দ্বারা 'গায় গৌরাচাঁদ জীবের তরে', অথবা 'প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র'—শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসগণের এইসকল বাক্যরীতি-অনুসারে মহামন্ত্র অনুশীলনের ব্যবস্থা দিয়াছ। ইহাতে পূর্ব্ব-গুরুবর্গের বিচার লঙ্ঘিত হয় নাই, বরং বৈশিষ্ট্য ও পরিশিষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে।

হে শ্রীগৌর-নারায়ণ! তুমি যেরূপ শ্রীমদ্ভূষিত শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ, তদ্রূপ শ্রীঅর্চ্চারূপেও অবতীর্ণ। তোমার এই অর্চ্চাবতার তোমারই কথিত পঞ্চরাত্রের অভিমতানুযায়ী হইয়া জগতে প্রকটিত হন। বহির্ম্মুখ মানব-কল্পনার দ্বারা অর্থাৎ আলো-ছায়ার খেলার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার আবির্ভাব হইতে পারে না, যেহেতু তাহা মনুষ্য-কৃত ভক্তোদ্ভাবিত শাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক-রহিত। তোমার যে অষ্টবিধা শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ শাস্ত্র কীর্ত্তন

করিয়াছেন, তাহা তোমার নিজ-জনের দ্বারাই ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। এইজন্য জড়বিজ্ঞান-প্রসূত কোন জড়ধর্ম তোমার অর্চ্চাবতার নহে। শ্রীগৌর-নারায়ণরূপে তুমি স্বয়ং যে পঞ্চরাত্রের বক্তা, সেই পঞ্চরাত্রের বিধানানুযায়ী তোমার নিজ-জনের হৃদয় হইতে প্রকটিত পূর্ব্বোক্ত যে অষ্টবিধা অর্চ্চা, তাঁহার অর্চ্চনের দ্বারাই জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ইহা তুমি তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ। তোমার নিজ-জন ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার মর্ত্য-সেবা এইসকল নিছক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত এরূপ অনাসক্তি-ধর্ম্মী নাস্তিকতার সহিত কীর্ত্তন করিতে পারে না, ইহা ধ্রুব-সত্য। অর্চ্চাবতার-সমূহকে বিলাসীর প্রমোদ-গৃহ সজ্জিত করিবার উপকরণের ন্যায় আসবাবে পরিণত করা না হয়, বা শ্রীঅর্চ্চাবতার-সমূহকে অচেতন-পদার্থরূপে (!!) তাঁহাদের প্রতি অমর্য্যাদা না করা হয়, এইরূপ অশেষপ্রকার দুরন্ত অপরাধ হইতে তোমার নিজ-জন আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

হে ত্রিকালসত্য শ্রীগৌরসুন্দর! তোমার নিজ-জনকে তুমি পাঠাইয়া দিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু জীবকে ইহাই জানাইয়াছ যে, কুনাট্যামোদিগণের "গুরু-গৌরাঙ্গ" (?) ও বাস্তব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মধ্যে ভেদ আছে। 'কু-নাট্যের প্রবর্ত্তক' প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-কৈঙ্কর্য্যকারী শ্রীল প্রভুপাদ, এ-দুইটির সত্তাই পৃথক্। শ্রীভক্তিবিনোদন, যাহা তোমার একমাত্র অভীষ্ট-কার্য্য, তাহারই কৈঙ্কর্য্য-লীলা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র সত্তা তোমার কৃপা-শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কু-নাট্যের সুবিধাবাদের মূর্ত্তি আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব নহেন, সুতরাং কু-নাটকে বঞ্চনা করিবার জন্য যে-সকল অভিনয়, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্য-লীলা নহে। কু-নাট্যের প্রতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে বঞ্চনা-লীলা, তাহার সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-মূর্ত্তির যে লীলা-ভেদ, তাহা কেবল বঞ্চনা-লীলার প্রকৃত-স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ তোমার নিজ-জনের করুণাময়ী শিক্ষা-লীলা।

হে সহস্র-সম্প্রদায়াধিদৈবত! তোমার নিজ-জন শ্রীশ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের কর্ণধার হইয়া স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত তোমার বাণী-বিগ্রহের সেবা ও সেই শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির-রূপী সম্প্রদায়ের মার্জ্জন-সেবা অন্যাভিলাষহীন পরিচর্য্যা-পরিহরের অবিসম্বাদকরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া অভিধর্ম্ম ও অনির্ব্বচনীয় নৈপুণ্যের সহিত শিক্ষা দিতেছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সেবোন্মুখতার সহিত মনঃসংযোগ (concentration), সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বরণ (reception), তাহা হৃদয়ে ও সেবাময়ী স্মৃতিতে ধারণ (retention), নির্ভুল ও নির্ব্বণ-ভাবে বিজ্ঞাপদ্ধতিতে তাহা বাস্তব-সেবার মধ্যে পরিণত করণ বা অনুষ্ঠান (execution with precision or accuracy with lightning speed),—এই চতুর্বিধ নৈপুণ্যের দ্বারা তিনি সকলকে শ্রীমন্দির-মার্জ্জন-সেবায় নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছেন। বিষয়-বিগ্রহের বিষয়, ভোগীর বিষয়ের সহিত এক নহে; শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জন, উভয়ই ভক্তি; শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ যেরূপ হস্তের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীমন্দির-মার্জ্জনেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার ঐ উভয় কার্য্যই সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা, ইহা তোমার নিজ-জন আমাদিগকে যেরূপ বাস্তব-সুদৃঢ়তার সহিত শিক্ষা দিতেছেন, তাহার তুলনা নাই।

হে 'ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি'! তোমার নিজ-জন স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ পরমহংস ও ভগবৎপার্ষদ হইয়াও 'যথোক্ত-লক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াঞ্চ তত্তৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। সচ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৮ অনুচ্ছেদ)—এই শিক্ষা-প্রচারার্থ ও স্বজন-বিস্মরণার্থ মহাভাগবত-শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিত্য-সেবন শিক্ষা দিতেছেন। যাহারা অবৈদিকগণের শাস্ত্র-গ্রন্থ-পূজারূপ পৌত্তলিকতার ন্যায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অর্চ্চা-মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তাঁহার কৃপালু-চিত্ততা অর্থাৎ সাক্ষাৎ শাসন, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাময় অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সামর্থ্যের ইতি করিয়া স্বকপোলকল্পিত করিয়া গুরুপ্রেষ্ঠ-ত্রব হইবার বাসনা করিয়াছিল, তাহাদের অপরাধময় ভোগা-বিচার শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুর শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর সিদ্ধান্তের বাস্তব-আচরণময় অনুশীলন-দ্বারা তোমার নিজ-জন কৃপা-পূর্ব্বক সমূলোচ্ছাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের উত্তম আসনে অধিরোহণ করিবার পাণ্ডিত্য বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া যে-সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু বেষোপজীবী ও অকৃত্য প্রভুত্বকামী হইয়াছে, তাহারা বস্তুতঃই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিম্নলিখিত বাণীটির প্রতীক—

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়াময়,
না পেল যাবণ মুঞি যিয়া রাঘব।"

তোমার নিজ-জন মনে-প্রাণে সমগ্র সত্তার দ্বারা আচরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার প্রভু সপ্তম-সম্প্রদায়াধিদৈবত যে তুমি—এই আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহই সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রভু ও মালিক।" এই বিচারে তিনি শ্রীভরতের শ্রীরাম-রাজ্য-রক্ষা-লীলার ন্যায় শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সম্প্রদায়-সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ-লীলা প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার যে আচার্য্য-অভিমান, তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মেরই অসমোর্দ্ধ কৈঙ্কর্য্য। এজন্য তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অর্পিত মালিকায় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে প্রত মহামন্ত্র অকপট শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকেই বিতরণ করেন। তিনি যথার্থই শিষ্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বৈষ্ণব দর্শন করেন। যাঁহারা শিষ্যের নাম বা সতীর্থের নাম করিয়াও সমগ্র-জীবনীশক্তি ও সত্তা-নিয়োগে কার্পণ্য এবং নিজের ঐহিক স্বার্থের তথাকথিত ক্ষতি স্বীকার না করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরূপী শ্রীনামহট্টের সেবায় শঠতা করেন, তাঁহারা যতই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবতের অভিনয় বা জয়োচ্চারণের অভিনয় করুন কিংবা অর্থাদি দান করিবার ছলনা করুন বা তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বের যতই আলাপ-পরিচয় থাকুক্, যতই তাঁহারা মুপ্রাচীনতার দাবী করুন, তিনি তাঁহাদের নিকট শঠকোপ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। যে-সকল শিষ্যব্রুব বা সতীর্থব্রুব সমগ্র সত্তার দ্বারা হরিভজন করিতে অভিলাষী নহেন, লোকশিক্ষক-সম্প্রদায়াধীশরূপে তিনি তাঁহাদের সহিত সর্ব্বসম্পর্ক-নিরপেক্ষ থাকেন, ইহা তাঁহার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে অতুলনীয়া আসক্তিরই পরিচায়ক।

হে 'বিশ্বচিত্রবিক্রম' 'ভক্তিরসাভিনর্ত্তক'। তুমি তোমার নিজ-জন মহাজনের দ্বারা আমার প্রতি যে-সকল কৃপার অমল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমার ন্যায় অতি বদ্ধ জীব ত' দূরের কথা, অনন্ত-বদনে অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারিবেন কি না, জানি না। তোমার নিজ-জনের মহিমা তুমিও বলিয়া শেষ করিতে পার না, ইহা তোমারই বাণী। আমি অতিশয় দুর্ব্বল, দুর্ভাগা, জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধ-বজ্রলেপে প্রলিপ্ত; তোমার অতিমর্ত্য নিজ-জনের বিদ্যুদ্বেগের সহিত পঙ্গু আমি, নানা-দুর্ব্বাসনা-নিগড়ে বদ্ধপদ হইয়া চলিতে একান্ত অক্ষম। দুর্ব্বলের ক্রন্দনই একমাত্র উপায়; কিন্তু হৃদয় পাষাণ বলিয়া চক্ষুতে একবিন্দু অশ্রুও নির্গত হয় না, এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের কি গতি হইবে, ভাবিয়া কিছুই কূল পাইতেছি না। এরূপ দুর্গতি-জীবের জন্য তুমি তোমার নিজ-জন মহাজনকে পাঠাইয়া দিয়াছ। নিরুপায় হইয়া কেবল এইমাত্র তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতে পারি যে, কোটি-কোটি জন্ম পরেও যেন তোমার নিজ-জনের নিত্য-সেবকগণের শ্রীচরণরেণুর লাভ করিতে পারি। তুমি প্রতি-বৎসর তোমার নিজ-জনের প্রকট-তিথির উদয় করাইয়া ও সর্ব্বক্ষণ তোমার নিজ-জনের প্রকট-সঙ্গ দান করিয়া আমাকে কৃপা করিতেছ; কিন্তু যিনি জীবকুলকে শ্রীগৌর-নারায়ণ তোমাকে দান করেন (নার—দ), তোমার নিত্য গুণকীর্ত্তনকারী পার্ষদবর সেই সর্ব্ব-জীব-গুরু শ্রীনারায়ণ-প্রভুরই অভিন্ন-বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী প্রভুবরকে মুলভ-দর্শন শ্রীনারদের প্রতি দেবতাগণের ন্যায় সাধারণ পুণ্যবান্ মুনি-সাধ্যে-দর্শন-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া যেন তাঁহার পতিতপাবনী কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই। তাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমার মঙ্গলময়ী শিক্ষার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক যে গীতি গান করিয়াছেন, সেই গীতিরই অকপট-অনুকীর্ত্তনে অভিলাষী হইয়া তোমার নিজ-জনের আবির্ভাব-বাসরে এই কার্পণ্য-পঞ্জিকা অঞ্জলি-রূপে অর্পণ করিতেছি।

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার।
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে ডেকি কান্দে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান-সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে।
না লইনু সৎসঙ্গ, ভজিতে মজিল চিত্ত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
পতিত-অধমে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ। —প্রার্থনা

ভক্তিসাধকের প্রতি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদোপদেশ

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্য-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তিন প্রকার সাধকের কথা বলিয়াছেন,—

"সাধক ত্রিবিধ—(১) অনিষ্ঠ, (২) পরিনিষ্ঠিত ও (৩) নিরপেক্ষ। অনিষ্ঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রম-বিহিত বিধি-সমূহের পালন ও নিষেধ-সমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচর্য্যাদি-ক্রিয়ার অনুগত করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধানুসারে কার্য্য করেন। তদ্ভয়ই গৃহস্থ। নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ।"

সাধক-জীবনে শ্রীশ্রীগুরু-কৃপায় বর্ম্ম পরিধান করিয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোমুখী সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যে-কোন মুহূর্ত্তে মায়ার রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুগণ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। সাধকগণ যখন গোষ্ঠানন্দী, সঙ্ঘপতি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সার্ব্বকালিকী সেবায় সঙ্ঘ-মধ্যে অবস্থান করেন, তখন সঙ্ঘের বন্ধুগণ 'সাধু সাবধান!' বাণীর দ্বারা সাধকের অন্যমনস্কতাকে দূর করিয়া থাকেন। সাধক একান্ত আত্মমঙ্গলেচ্ছু হইলে নিয়তিধান হইয়া হিতৈষী বন্ধুগণের সতর্কতায় প্রতি কর্ণপাত করেন এবং শ্রীগুরুদেবের অনুশাসনের অন্তস্তরে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করিয়া সংশোধিত করিয়া থাকেন; কিন্তু সাধকের হৃদয়ে আত্ম-হিতবাঞ্ছা অপেক্ষা প্রেয়ের প্রতি অধিক আকর্ষণ থাকিলে কোন কোন সাধক সঙ্ঘের গতি ও সঙ্ঘপতির আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজের দায়িত্বে কখনও অনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-সাধকের অভিনয়ে, কখনও বা নিরপেক্ষ সাধকের অভিনয়ে স্পষ্ট-ভোগী গৃহী ও প্রচ্ছন্ন-ভোগী ত্যাগী বা বিবিক্তারামীর বেশ গ্রহণ করে। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও অনুশাসনাদিকে মনোধর্ম্মের মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তি-পরিচালনের পক্ষে প্রতিবন্ধক মনে করিয়া সাধক গৃহারামী ও বিবিক্তারামী হইয়া পড়ে। সঙ্ঘপতির আনুগত্য পরিহার করায় সঙ্ঘস্থ মিত্রগণের নানা-প্রকার বিপক্ষ-আপদে অযাচিত সহায়তা হইতেও বঞ্চিত হয়।

এইরূপ বঞ্চিত সাধকগণের মধ্যে বাহিরে সাধকের 'পয়চুনা' রক্ষা করিবার জন্য কাপটাই একমাত্র আশ্রয়-স্থল হয়। বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে কাপট্য উক্ত ত্রিবিধ সাধককে আক্রমণ করে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার একটি জলন্ত ছবি অঙ্কন করিয়াছেন,—

"নিষ্কপটতা থাকিলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সকলই ভ্রষ্ট হয়। অনিষ্ঠের কপটতা, যথা—ভগবদ্ভোগের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ-সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উৎসবে বৈষ্ণব-নির্য্যাতনে আগ্রহ করা, বিদ্যাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের লিঙ্গ-ধারণ-পূর্ব্বক লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সদ্ভাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ইত্যাদি। নিরপেক্ষের কপটতা, যথা—আত্মম্ভরিতা, নিজ-কৃত নিজের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্র-জ্ঞান, আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎ-সঙ্গ, কৃষ্ণ-মন্দির ছাড়িয়া সংসারি-লোকের নিকট অর্থাধার উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগ-লাভ এবং বৈরাগ্য-লিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধি-পালনা-সক্তিতে কৃষ্ণ-রতি ক্ষয় করা,— এই প্রকার।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ-স্থানে সাধকের চিহ্নধারী শত-শত, কোথাও সহস্র-সহস্র, কোথাও বা লক্ষ-লক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন-স্থানে এইরূপ চিহ্নধারী সাধকের অসদ্ভাব নাই। কুম্ভ-মেলার সময় বিভিন্ন চিহ্নধারী সাধক দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল পুরুষরূপী নহে, শত-শত নারীরূপীও সাধকের লিঙ্গ ধারণ করিয়া কুম্ভমেলার সময় সমবেত হইয়া থাকে। আবার বিভূতি-মাখা, কৌপীন-আঁটা, কৃত্রিম-জটা-জুটধারী বালক-মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম-বর্ষীয় বালককে পর্য্যন্ত সাধুর চিহ্ন ধারণ করাইয়া ভিক্ষা-বৃত্তি ও নানাপ্রকার কপট-মুদ্রা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধকের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন-ধারণ-ব্যাপারটি কোন-কোন প্রদেশে একটি জাতীয় প্রথা-রূপে পরিণত হইয়াছে। বেষোপজীবিকার একটি আদর্শ

নানা-আকারে এই সকল ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীপ্রহ্লাদ বা শ্রীধ্রুবের ন্যায় স্বাভাবিক ভক্তি-বিশিষ্ট বালক বা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় সম-বয়স্ক অসুর-বালকগণকে শুদ্ধা ভক্তির কথা শিক্ষা দিবার কোন উপদেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু সকল-বয়সী বালককে কৌপীন আটাইয়া, বিভূতি মাখাইয়া, গঞ্জিকা-সেবন শিক্ষা দিয়া ভিক্ষা করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পাওয়া যায়। বঙ্গের কোন-কোন রাজধানীতে, কোন-কোন ব্যক্তি ভাড়াটিয়া অন্ধ-নর-নারী-ভিক্ষুকের দ্বারা ভিক্ষা করাইয়া লক্ষপতি হইয়াছে। সেইরূপ আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন-তীর্থস্থানে ভাড়াটিয়া সাধু-চিহ্নধারী বালকের দ্বারা ভিক্ষা করাইয়া বহু ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া থাকে। এই সকল দেখিলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সেই শিক্ষা-গাথাটি স্মৃতি-পথে উদিত হয়,—

"হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেষে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥"

নিরপেক্ষের কাপট্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-গৃহ-দেশ-সমাজ— সকলকেই মিথ্যা বলিলেও নিজের দেহ বা উদরকেই সত্য বা ভগবান্ মনে করিয়া থাকেন। বহু তথা-কথিত উদাসীন বা নিরপেক্ষ সাধুর সহিত আলাপ করিলে এই সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধে বহু উপদেশ পাওয়া যায়। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-পরিজনকে বিষ্ঠা অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি-যুক্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত অশ্লীল-ভাষায় গালি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু নিজেদের দেহ বা উদরটীকে এতদূর বাস্তব-সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছেন যে, সেই উদর-ব্রহ্মের পূজাই তাঁহাদের তপস্যা, তীর্থবাস ও সমস্ত সাধন-ভজনের সাধ্য বা চরম-ফল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মিগণের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া 'চকাচক্' অর্থাৎ গুড়পক্ক লাড্ডু-পুরী-পেড়া প্রভৃতি ভোজনের জন্য এক শ্রেণীর সাধক যে-কোন বেষ ও যে-কোন হীনবৃত্তি গ্রহণ ও বরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। কর্ম্মিগণ যখন যে বেষকে "সাধুর বেষ" মনে করেন, তাঁহারাও সেইরূপ বহুরূপী কপটী সাধু বেষ তৎক্ষণাৎ ধারণ করিয়া কর্ম্মি-গণের দ্বারে সাধুবেষ-বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আচার্য্য-চরণে অপরাধকারী অনেকগুলি ব্যক্তি এইরূপ উদরম্ভর-বাদী হইয়া বহুরূপী সেজে উদর-পূজার জন্য ভ্রমণ্ডলে কর্ম্মিগণের দ্বারে সাধুবেষ-বৃত্তি করিতেছে। গুর্ব্বপরাধের ফলে যে কি অবস্থা হয়, ইহারা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

আর একদিকে 'পুষ্টিমার্গী' বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী ব্যক্তিগণ স্বনিষ্ঠ-সাধকের কাপট্যের জ্বলা ধারণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ-স্থলে বিচরণ করিতেছে। ভগবদ্ভোগের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধন করাই এইরূপ স্বনিষ্ঠ-সাধকা-ভিমানিগণের মূল-মন্ত্র। ইহারা কোন-ক্রমেই 'গৃহব্রত'-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ কি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই; 'ভুক্তি'ই 'ভক্তি'—ইহাই ইহাদের মূল-মন্ত্র এবং সাধন ও সাধ্য।

আর্য্যাবর্ত্তে যেমন পত্নীর সহিত, রক্ষিতার সহিত বা মাতা, পিতা ও ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া, অথবা নরহত্যাদি পাপ করিয়া, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিভূতি মাখিয়া, লোটা-কম্বল ধারণ করিয়া সাধু সাজিবার উদাহরণ সুলভ হইয়াছে, অপরদিকে দাক্ষিণাত্যে শত-নির্য্যাতন, শত-বাধা-বিপত্তি ও শত-অভাব-অসুবিধার মধ্যেও স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদির সঙ্গ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার উৎকট আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তবে দক্ষিণ-দেশীয়গণ গৃহব্রত হইলেও উদাসীন সাধুর প্রতি সম্মান এবং ভক্তি ও ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা তথা-কথিত পুষ্টিমার্গীগণের ন্যায় 'ভুক্তি'কে 'ভক্তি' ও 'গৃহব্রতধর্ম্ম'কে 'কৃষ্ণব্রতধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতে চাহেন না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ত্রিবিধ স্বনিষ্ঠের সাধনের প্রতিবন্ধকরূপ কাপট্য-বৈচিত্র্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সাধকেরই বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া সাধন-পথে চলা আবশ্যক। হৃদ্য থাকিলে, গুরুবর্গ কপট ধরাইয়া দিলেও তাহা আমরা কর্ণ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেই, আর হৈত্য হৃদয়ে থাকিলে অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও আমরা সাধন-পথের নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি।

সাধকগণের হৃদয়ে পূর্ব্বাপরাধ-জনিত কৌটিল্যাদি-দোষ প্রবেশ করিলে কি কি অনিবার্য্য উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু অতিশয় বিশ্লেষণ-সহকারে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"কৌটিল্যম্, অশ্রদ্ধা, ভগবদ্বিষ্ঠাচ্যুতিকরকৃষ্ণেতরবস্তুগতাভিনিবেশঃ, হৃদয়দৌর্বল্যম্, স্বভক্তাদিকৃতস্বাপরাধমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদিলক্ষণভক্ত্যাপি নিবর্ত্তিতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তত্তাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তাস্যেব চ প্রাচীনত্ব হেতু লিখানি। অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা দূত্যগতো দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ কৃতশাস্ত্রার্থাবমাপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তেষু চাশ্রদ্ধয়া নাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যাভাসমকৌটিল্যম্।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবদ্বিষ্ঠা-চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, হৃদয়-দৌর্বল্য, ফলকামনা-জনিত প্রতিষ্ঠাশা বা সেবার অভিনয় করিয়া ভক্তের অহঙ্কারিত্ব বা দম্ভ প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ সহজে বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ সেই অপরাধেরই পরিণাম এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত-পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের বিবিধ উপচারাদি অত্যুত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর-সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা-মাত্র।

অকুটিল সাধক মূর্খ ও অজ্ঞ হইলেও তাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হয়—

"অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্থানে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে,—

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

ইতি এতদপেক্ষয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে,—

সত্যং শতেন বিজ্ঞানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিদ্যাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্বিধীয়তে॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪৩ অনুচ্ছেদ)

অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে; কিন্তু কুটিল (কপটী) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশর-বাক্যে দৃষ্ট হয়,—

এই জগতে মূঢ়, কুটিল-চিত্ত, পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-চেষ্টা হয় না। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এইরূপ কথিত হইয়াছে,—শত-বিপ্রের দ্বারা সত্য, সহস্র-বিপ্রের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিপ্রের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধা-প্রাপ্ত হয়।

সাধক-জীবনে আর একটি ভীষণতম ও ভয়ঙ্করতম বিঘ্ন আছে, তাহার নাম মক্ষিকা-বৃত্তি। কোটি কোটি জন্ম বৈষ্ণবাপরাধ ও ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করিলে মক্ষিকা-জন্ম লাভ হয়। হিংস্র বন্য হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, এমন কি, সর্পাদি হইতেও মক্ষিকা অধিক ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী প্রাণী। কুটিল ব্যক্তিগণ সর্পযোনি লাভ করে, কৃষ্ণদ্বেষী মর্কটযোনি লাভ করে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধী হইলে মক্ষিকা-যোনি লাভ হয়। মক্ষিকা পূয় ও পায়সকে, বিষ্ঠা ও অমৃতকে এক শ্রেণীর মনে করে। সেই মক্ষিকার বৃত্তি অনুকরণ করিয়া যাহারা কৃত-নিন্দক ও বৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া থাকে, তাহাদের আর রক্ষা নাই। অন্যান্য অপরাধ-ফলে সাধকগণের মধ্যে এই মক্ষিকা-বৃত্তি অর্থাৎ কৃত নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা-বৃত্তি উপস্থিত হয়। অনিষ্ঠিত, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই ত্রিবিধ সাধকের মধ্যেই অপরাধ-ফলে মক্ষিকা-বৃত্তি প্রবেশ করিতে পারে। দাম্ভিকতা বা আত্মম্ভরিতাই মক্ষিকা-বৃত্তির জননী। কৃত-নিন্দা করিতে করিতে সাধকগণ নিশ্চিত বস্তুর সঙ্গ করে। কারণ, অভিনিবেশের দ্বারাই সঙ্গ হয়; আর বৈষ্ণব-নিন্দা করিতে করিতে চেতনের বৃত্তিতে 'বজ্রলেপ' উপস্থিত হয়, হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন হইয়া পড়ে, তখন শাস্ত্র বা মহাজনের কোন উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। বৈষ্ণবে বা শাস্ত্রে অনুরাগময়ী শ্রদ্ধা ত' দূরের কথা, নম্রত্ব বা ভীতি-পর্য্যন্ত থাকে না। এই মক্ষিকা-বৃত্তির দ্বারা অপরিত সাধক সাধন-পথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহারাই শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর ভাষায় "জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাবচ্ছিন্নভক্তাবজ্ঞপেক্ষ্যাঃ"। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪৪ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ভাগবদ্-লাভে উদ্যত ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ 'অচিকিৎস্য'ত্ব-হেতু উপেক্ষার পাত্র।

মক্ষিকা-বৃত্তি সাধকের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার নিকট হইতে কোটি যোজন দূরে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। যাহারা তাহা না করিয়া সাধকের ঐরূপ বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য তাঁহাকে 'সাধু' বা 'বৈষ্ণব'-জ্ঞানে তোষামোদ করে এবং তাঁহার সহিত খোল-পত্র অর্থাৎ মক্ষিকা-বৃত্তিরূপ পরনিন্দা-বিষ্ঠা ভোজনের অংশীদার হইয়া আনন্দানুভব করে, তাহারাও মক্ষিকারই গর্ভে জন্মগ্রহণ অথবা বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরাদি প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে। অধিক কি, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে কথিত হইয়াছে,—'শতধনু'-নামক রাজা ভগবদ্-আরাধনা-তৎপর হইলেও বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত পত্র-সম্ভাষণ-দোষে কুক্কুরাদি-যোনি লাভ করিয়াছিলেন।

কোন কোন দুর্ব্বল সাধক আবার সামাজিক অসৌজন্যের ভয়ে গুরুপরাধী বা বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত মৌখিক সম্ভাষণাদি করিয়া থাকে; তাহাদের যুক্তি এই যে, অন্তরে বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি আদর না থাকিলেও 'প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—এই ভক্তি-নীতির অনুসরণ করিয়া তাহারা কাহারও প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করে না। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহা ভক্তি-নীতির অনুসরণ নহে, অন্তরে বৈষ্ণবের প্রতি অচলা শ্রদ্ধার অভাব এবং অপরাধীর প্রতি প্রচ্ছন্ন-আসক্তি ও সহানুভূতির সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি-বিশেষ। শেষোক্ত আকর্ষণ বা আসক্তিটি প্রবল বলিয়া তাহাই অধিক কার্য্যকরী হয়, পরন্তু বৈষ্ণব-নিন্দাদিতে যে অসহিষ্ণুতা, যাহা ভক্তি বা প্রীতির পরিচায়ক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ স্পষ্ট বৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া পড়ে। মক্ষিকা-বৃত্তির সহিত কোনরূপ সহানুভূতি থাকিলে তাহাকে অচিরেই দূষিত করিবে,—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কোন কোন সাধক ইষ্টগোষ্ঠীর ছলে মক্ষিকা-বৃত্তি অর্থাৎ গুরু-নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দাকে 'চানাচুর-ভাজা' চর্ব্বণের মত কটির সহিত চর্ব্বণ ও আস্বাদন করিয়া থাকে। ইহারা গ্রাম্য-কথার নিন্দা করে, বিষয়ীর টাকা-পয়সার কথা, গৃহীর স্ত্রী-পুত্রাদির কথাকে 'অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা' বলিয়া ঘৃণা করে, এমন কি, গ্রাম্য-সংবাদ-পত্রাদি-পর্য্যন্ত পাঠে বিরত থাকে; কিন্তু অপরের নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দারূপ 'চানাচুর-ভাজা'র চর্ব্বণাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মক্ষিকা-বৃত্তি সাধকের পরমার্থ-লাভের গতিকে হরণ করে।

ভজন-সম্পর্কে কুটনাটি-জনিত কুতর্ক ও কুসিদ্ধান্ত সাধক-জীবনের আর একটি দুরারোগ্য অনর্থ। শ্রীগুরুদেব অতি স্পষ্ট-ভাষায় কোন সৎসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেও কোন কোন অপরাধী সাধকাভিমানী নিজের মনোধর্ম্মের মতকেই শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্ত মনে করিয়া অন্যান্য অবৈধ গোঁড়ামীর সহিত জাঁক ডাইয়া ধরিয়া রাখে; শ্রীগুরুদেব শাসন করিলে ঐ শাসন বা দণ্ড 'ঝিকে মারিয়া বৌকে শিখান' নীতির ন্যায় অপরের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ মত পোষণ করে; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ শাসনের দ্বারাও সংশোধিত হয় না; উহার ব্যাখ্যান্তর করিয়া শাসন-দণ্ডকে নিজ-মস্তক হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। এইরূপ কুটনাটি-জনিত কুতর্ক ও কুসিদ্ধান্তরূপ আস্তরাহী 'গর্দ্দভ-মূত্রে' স্নান করিয়া মনোধর্ম্মী সাধকাভিমানী আপনাকে পবিত্র অভিমান করে এবং শ্রীগুরুদেবের ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এতদ্দ্বারা প্রভু-প্রিয় সেই ব্যক্তি তাহার চাটুকারগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, আর অন্তে বঞ্চিত হইয়াছে মাত্র, এরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। এবম্বিধ মনোধর্ম্মোত্থ মতবাদের প্রতি একান্তরেখি অগৃহস্থ নিরপেক্ষ সাধকগণে প্রবলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত সাধকগণকে ইহার প্রতিবাদ করিলে নিরপেক্ষ অগৃহস্থ সাধকাভিমানিগণ নিজ-নিজ নিজের অহঙ্কারে গৃহস্থ সাধকগণকে 'স্ত্রীসঙ্গী', 'স্ত্রীবল্লভ' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখে, এমতি গৃহস্থ-সাধকগণ অপেক্ষা অগৃহস্থ সাধকাভিমানিগণের নিজের অহঙ্কার-জনিত 'চোপা'র জোর অধিক বলিয়া তাহারাই 'দিগ্বিজয়ী' হয়। এদিকে আবার, গৃহস্থাভিমানী সাধকগণের প্রতিষ্ঠা থাকায় তাহারা সমাজীন ব্যক্তিগণের সহিত পড়া-পুকুরের পানার ন্যায় দল প্রস্তুত করে ও সেই দলে অগৃহস্থ সাধকগণের নিম্নরূপ ইষ্টগোষ্ঠীর ভজন হইয়া থাকে। অগৃহস্থগণ গৃহস্থ সাধকাভিমানিগণকে স্ত্রীসঙ্গী ও গৃহব্রত, আর গৃহস্থাভিমানী সাধকগণ অগৃহস্থাভিমানী সাধকগণকে 'কন্ত-বৈরাগী', 'অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী' অথবা 'প্রতিষ্ঠা-কামী' প্রভৃতি বলিয়া পরস্পর মক্ষিকা-বৃত্তির প্রশ্রয় করে। সাধক-জীবনে এইরূপ মক্ষিকার বিষ্ঠার দ্বারা অবলিপ্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া অনেক নবীন সাধক মৃত্যুমুখে পতিত

হয়। বস্তুতঃ আত্মমঙ্গলেচ্ছু সাবহিত সাধকগণের চরিত্র কখনই ঐরূপ অভিজ্ঞতার বিষ-দ্বারা কলঙ্কিত হয় না।

সাধক-জীবনের আর একটি বিপদ—অস্থির-চিত্ততা। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, কোন বিষয়ে যাহার সুদৃঢ়তা নাই, যাহা মনোধর্ম্মের উর্ম্মির দ্বারা সর্ব্বদা আন্দোলিত, সেইরূপ চিত্তে কখনও বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা অভিনিবেশ হয় না। কোন কোন সাধক সাধু ও শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করিয়া সাময়িক উচ্ছ্বাস-বশে তখনই দেহ-গেহ সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস কিছুক্ষণ পরে মন্দীভূত হইলে তাহাতে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তৎফলে নাস্তিকতা এবং সাধু ও শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস ও অপরাধ আনয়ন করে। স্ত্রী-পুত্রাসক্ত বিষয়িগণের এইরূপ সাময়িক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও কিছুকাল পরে উহার প্রতিক্রিয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অস্থিরচিত্ত হইলে কখনও সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অস্থির-চিত্তে শাস্ত্র ও মহাজনের উপদেশ স্থান পায় না।

অস্থিরচিত্ত সাধকাভিমানীর চিত্ত প্রতিষ্ঠা, উত্তম ভোজনাদি বা কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ পাইলে উৎফুল্ল হয়, আর তাহা না পাইলে 'ভোগাভাবে দুঃখিত-অন্তর' হইয়া পড়ে। অনেক সাধককেই সময় সময় এইরূপ 'মনমরা-ভাব'-যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি-সাধকে নির্ব্বিণ্ণাবস্থা বা pessimism নাই, তিনি সর্ব্বক্ষণ স্বতঃসুখরূপা সেবার উৎসাহে উৎসাহী ও উন্নাসী। যে-পর্য্যন্ত সেবোৎসাহ সহজ-বর্ম্মরূপে প্রকাশিত না হইবে, তাহা কোনওরূপ কষ্টে-সৃষ্টে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার ন্যায় আরোহ-চেষ্টার দ্বারা সাধন করিবার চেষ্টা থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত অপ্রতিহতা ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, জানিতে হইবে। ভক্তি সাধন ও সাধ্য —উভয়-কালেই সুখরূপা। অতএব ভক্তিসাধকের কোন-সময়েই 'মনমরা-ভাব' থাকিবে না। 'মনমরা-ভাব'টি দুরন্ত অপরাধের ফল। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেই অপরাধ-পঙ্ককে ধুইতে হইবে। হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে যে অশ্রু-প্রস্রবণ বহির্গত হইবে, তাহাই একমাত্র ঐ পঙ্ককে বিধৌত করিতে পারে।

সাধক-জীবনের আর একটি অনর্থ—নিশ্চিন্ততাব। 'ভাল-মন্দ খাই দেহি পরি চিন্তাহীন। নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন দিন।'—এইরূপ চিন্তাহীনতা তথাকথিত নিরপেক্ষ সাধকগণকে অনেকসময় অধিকভাবে আক্রমণ করে। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ও তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক সময়ই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময় পরমার্থ-লাভের অভিমানে 'দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি'—মহাজনের এই গীতির বিকৃত প্রতিফলিত আদর্শরূপে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। শ্রীব্রজমণ্ডল বা শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে রুটী, মাধুকরী বা মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবেই, শেঠগণের প্রদত্ত বৃত্তি, বস্ত্র ও কম্বলাদিও সময়-সময় পাওয়া যায়; নানাস্থানে ভজন-কুটীরাদিও আছে; অথবা মঠে বাস করিলে মধ্যাহ্ন ও রাত্রে প্রসাদ, প্রাতঃ ও বৈকালে প্রাতরাশ ও বৈকালীও নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়, আবশ্যক পরিচ্ছদাদিও পাওয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য-জীবনের যাহা প্রধান সমস্যা—গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ,—সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলে, পেট ঠাণ্ডা থাকিলে, মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা থাকে, আর কোনপ্রকার চিন্তা-ভাবনার কারণই থাকে না। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে নিশ্চিন্ত-ভাব যদি সাধকের পরমার্থ বা ভজনের উন্নতির চিন্তাকেও অসার করিয়া দেয়, হরি-ভজনের জন্য তীব্র আর্ত্তিকে শান্ত করিয়া দেয়, তবে সেরূপ নিশ্চিন্ত-ভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। অত্যন্ত তামসিক-প্রকৃতি ও পশু-জীবনেই নিশ্চিন্ত-ভাব আসে। যেমন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তিগণও চিন্তাহীন হইতে পারেন না। সহজ-চিন্তা, ধ্যান ও প্রবাসুস্মৃতিই আত্যন্তিকী ভক্তির লক্ষণ। নির্জ্জন-ভজন, শ্রীধাম-বাস প্রভৃতির ছলে কতকগুলি সাধকাভিমানী নিশ্চিন্ত-তামসিক-জীবন-যাপন অর্থাৎ আলস্য-পরায়ণ-জীবন-যাপনকেই বরণ করে। সঙ্গে থাকিলে অনেকসময় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিয়া কেবলমাত্র 'উদরেশ্বরবাদী' হওয়া যায় না; এজন্য অনেকে নির্জ্জন-ভজন অর্থাৎ নিয়ামকহীন, শাসকহীন, স্বতন্ত্র-আহার-নিদ্রাদিময় তামসিক-জীবন-যাপন-করে নির্জ্জন-বাসাদি অভিনয় করিয়া থাকে।

সাধক-জীবনের আর একটি বিপদ্—শারীরিক অসুস্থতায় বিহ্বলতা। বদ্ধজীব স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-পরিজনের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেও দেহ ও উদরের মোহ পরিত্যাগ

করিতে পারে না। যাহারা স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহাসক্তিকে নির্ম্মল-ভাষায় গালি প্রদান করে, তাহারাও কিন্তু নিজ দেহ বা উহার মোহে অভিভূত হইয়া থাকে। অবশ্য যতটুকু স্বীকার করিলে স্বজন-নির্য্যাহ হয়, ততটুকু বিষয় স্বীকার করিয়া হরিজনানুকূল দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করা বরং ভক্তির প্রতিকূল ও কপট বৈরাগ্য; কিন্তু দেহের সৌখ্যের অভাব হইলে তাহার সুখ-বিধানের জন্য অস্বাভাবিক প্রয়াস ও অত্যন্ত বিহ্বলতা, এমন কি, বিষয়িগণের ন্যায় আচার-ব্যবহার-বরণ, কখনও কখনও বা পুনরায় সংসার-প্রবেশের ইচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমৎ কুল-শেখর-প্রভু ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর উপদেশ স্মরণ করিয়া ভক্তি-সাধক দেহাসক্তির প্রতি ধিক্কার প্রদান করিবেন। 'আমার যথোচিত পরিচর্য্যা হইল না', 'আমাকে অবহেলা করিতেছে', 'আমি সঙ্ঘের এত সেবা করি বা করিয়াছি'—যদি হৃদয়ে এইরূপ বিচার উদিত হয়, তবে আত্মনিবেদনের যে প্রধান লক্ষণ—'বিক্রীত-পশুবৎ ভরণ-পালন-চিন্তা-রাহিত্য', তাহার লেশও হয় নাই, জানিতে হইবে। যাহাতে শরণাগতির সেই ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবর্গের এইসকল বাণী স্মরণ করিতে হইবে,—

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং
পতত্যবশ্যং শতসন্ধি-জর্জ্জরম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥

(শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্, ৩৭)

"আমাদের শরীরে কতকগুলি ব্যাধি-সকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। রাজগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড)

সাধক-জীবনের আর একটি প্রধান ও দুস্ত্যজা প্রতি-বন্ধক—প্রতিষ্ঠা-প্রিয়তা। যে-সাধক অপরের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠার উৎকোচ গ্রহণ করেন, তিনি কখনও আত্ম-মঙ্গল বা পরের মঙ্গল করিতে পারেন না। কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা বহু ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিষ্ঠার স্পৃহা এত গুপ্ত, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে অবস্থান করে যে, বিন্দুমাত্র অনর্থ থাকিলে তাহা সাধক নিজে-নিজে বিচার-বুদ্ধির অনুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারাও আবিষ্কার করিতে পারেন না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রবল-কৃপা ও সেবা-বল না থাকিলে কিছুতেই এই প্রতিষ্ঠাশারূপা নির্ল্লজ্জা চণ্ডালিনী বেশ্যার বহুরূপী মোহ-নৃত্যশ্রম হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় না। এইজন্যই শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামি-প্রভু সাধকের শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা যপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্মনঃ।
সদা যৎ সেবস্ব প্রভুমভিত-সাম্যকমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥

(শ্রীমনঃশিক্ষা ৭)

হে মন! নির্ল্লজ্জা যপচ-রমণী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব নির্ম্মল সাধু-প্রেম সে-হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-শ্রীগুরুদেবের প্রিয়, অদ্বিতীয় সেনাপতি শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে দূর করিয়া নির্ম্মল-সাধু-প্রেমাকে তোমার হৃদয়ে সন্নিবেশ করাইবেন।

অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতেই সর্ব্ব-প্রকার কপট উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠাশা সকল অনর্থের মূল হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, এজন্য নির্ল্লজ্জা। যশোরূপ-কুক্কুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে যপচ-রমণী বলা হইয়াছে। 'অনিষ্ট'গণ বার্ষিক, ছাত্র, বিস্পার্শ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। 'পরিনিষ্ঠিত'গণ 'আমি বিষ্ণুভক্ত', 'আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি', 'আমি অনাসক্ত'—এরূপ যশো-ঘোষণার প্রত্যাশা করেন। 'নিরপেক্ষ'গণ 'আমি নির্ম্মল বৈরাগী', 'আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি', 'আমি ভক্তিতত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি',—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে-পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে-পর্য্যন্ত কপট যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্ম্মল-সাধু-প্রেমার লাভ হয় না। প্রতিষ্ঠাশা-পর্য্যন্ত দূর করিলে সম্যক্ চিত্ত-সাম্যতা সম্ভব, নতুবা নহে।

সাধক-জীবনের আর একটি অত্যন্ত একগুঁয়ে প্রতিবন্ধক —শাঠ্য-মিশ্রিত জাড্য। কায়শাঠ্য, বাক্য-শাঠ্য, মনঃশাঠ্য প্রভৃতি বৃত্তি বহির্ম্মুখতার অবিচ্ছেদ নিদর্শন। এই সকল

শাঠ্য আবার বহুরূপে প্রকাশিত হয়। এইসকল শাঠ্যই নির্জ্জন-ভজন-স্পৃহা, শ্রীগুরু-সেবা ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ শাসন ও নিয়ামকত্ব হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার স্পৃহা প্রভৃতি উদয় করায়। নীরাগ-বক্তা বা চিন্ময়-অনুভব-বিশিষ্ট-কীর্ত্তনকারী না হইলে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না—এই ছলে কেহ কেহ কায়শাঠ্য, বাক্য-শাঠ্য ও মনঃশাঠ্য করিবার উদ্দেশ্যে নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইয়া পড়েন, কেহ বা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্মরণাখ্য-ভক্তি-যাজনের ছলনা করেন, মনঃশাঠ্য করিবার অর্থাৎ নিশ্চিন্তভাবে জীবন-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে প্রচারাদি-কার্য্যে কাহারও উৎসাহ থাকে না। ইহারা সম্প্রদায়ের সেবাকে বিষয়-সেবা মনে করিয়া 'উদরেশ্বর-বাদী' হইয়া উদর-পূজাকেই নির্ব্বিঘ্ন মনে করে।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তি-সাধকগণের জন্য যে-সকল বাস্তব কার্য্যকরী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত-সার তাঁহারই ভাষায় প্রদত্ত হইল। এইসকল উপদেশ সাধক তাঁহার দৈনন্দিন-চরিত্রে আচরণ ও অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই পরম-সিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন,—এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নবীন সাধক প্রথম-মুখেই বৈরাগ্যকে আদর করে। ভোগের রাজ্য হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে গেলে ত্যাগকেই বড় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সাধকের পক্ষে অযুক্ত-ভোগ যেরূপ অনিষ্টকর, অযুক্ত-ত্যাগও সেইরূপ ভক্তির অত্যন্ত অন্তরায়; বরং ভক্তি-শাস্ত্রে ত্যাগ ও মুক্তি-স্পৃহাকে ভুক্তি হইতেও অধিক গর্হণ করা হইয়াছে। কারণ, ত্যাগ-স্পৃহা শ্রীভগবানের চিদ্বিলাসকে পর্য্যন্ত গর্হণ করিতে উদ্যত হয়। এইজন্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"প্রাকৃত-বিষয়-ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়-ভোগ-ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিয়া-মাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়; সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনাতেই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। অতএব শারীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলেই 'ভক্তিযোগ' হয়। যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্ত-জাগ্রৎ ব্যক্তির যোগ-সিদ্ধি হয়। শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তি-পথে যুক্তাহার হইবে, তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য অনায়াসে লাভিত হইবে। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।

কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঙ্কল্প করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঙ্গিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্ব-ভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঙ্কল্প ও উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঙ্কল্প করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেন-না, ভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪২)—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ"—এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন দীন-ভাবে সরলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—'আমি চিৎকণ শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণ আমার নিত্য-প্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগতিই আমার নিত্য-স্বভাব। এ-জগৎ আমার পান্থ-নিবাস-মাত্র, ইহার কোন-বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য-সুখকর নয়',—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতে সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এইসকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আমার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও তাহা অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ উপসংহার-শ্লোক)—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়াত্মা সর্ব্বানর্থকুবন্ধ তে।
দুর্ব্বাঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া বয়মস্পর্শনে বরম্॥

সমস্ত বস্তুর লোভ বর্জ্জন করিয়াও যাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না, যাহা সর্ব্ববিধ অনর্থের একমাত্র কারণ, সেই প্রতিষ্ঠাশার বিষ্ঠার স্পর্শও যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে ঐকান্তিক ভজনোন্মুখ ব্যক্তির যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ভক্তি-সাধকের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্করী নয়। ভক্তি-অনুশীলনে অনেকপ্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে-সমুদয় ভক্তবিদ্বেষের পক্ষে মঙ্গলজনক। কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ —এ সমস্তই জল্পনা; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে শ্রীহরিকথা-আলোচনা ও নির্জ্জনে শ্রীহরিনামাদি স্মরণ করিবেন।

শ্রীগীতা বলিয়াছেন (১০।৯),—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

অন্যত্র (শ্রীগীতা ৯।১৪),—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

এইরূপ-ভাবে ভক্তি-সাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জন-উপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

তার্কিকের সঙ্গত্যাগ অবশ্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব-সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩),—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ, হরি'॥

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটি স্মরণ করেন,—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহা মুক্তি পা'ব কাহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৩২),

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ, হয় দ্বেষ, নয় বিষয়ানুরাগ, হয় মূঢ়তা, নয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। ভক্তি-সাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক না হইয়া পড়ে,—এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তি-বিরোধিনী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই-সকল বিষয়ে যাহারা ব্যস্ত হয়, তাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে, তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না।

ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহ-ত্যাগী ব্যক্তির কোন-মাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, পালন, সংরক্ষণ ও কুটুম্বভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসার-স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়-কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধী হইলে তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তি-সাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে-কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব-মহাজনগণ যখন এরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে তত যে দোষ নাই।

যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে,—'আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।'

আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। (শ্রীভাঃ ১১।২৮।২),—

পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্ম-সকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্-বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন।

সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটি সোপান। এই চারিটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বার-স্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থা-ভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটী সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিকে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐ-সকল নিয়ম শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব-সোপানেই আবদ্ধ রাখে, অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গে যে সোপানে যে নিয়ম স্থিরীকৃত আছে, সে-সমুদয়ই একটি প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। কৃষ্ণ-স্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য—এই মূল-বিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয়—এই মূল-নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল-বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতি-ক্রমে পূর্ব্ব-বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ বিষয়টি সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চ সোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষ-ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। (১) মায়াবাদী ও নাস্তিক; (২) বিষয়ী; (৩) বিষয়ি-সঙ্গিগের ব্যক্তি; (৪) যোষিৎ; (৫) যোষিৎসঙ্গী; (৬) কর্ম্মজড়ী; (৭) কদাচারী দুষ্টবুদ্ধি অন্যান্য।

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য-স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-শক্তি স্বীকার করেন না; জীব-সত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তি-তত্ত্বকে তাঁহারা নিত্য-তত্ত্ব মনে করেন না।

বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত-বিষয়ী ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ-বিষয়ী। নিতান্ত-বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদ্বহির্ম্মুখ-বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্‌কে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়-কার্য্য করেন। প্রথম প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষপ্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাঁহারা পাপযুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক-ভক্তের সঙ্গযোগ্য নন। বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয়; কেন-না, অনেকস্থলে বৈরাগি-গণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ি-প্রায়ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তিসাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন।

যোষিৎ-সঙ্গ বা পুরুষ-সঙ্গ সাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অহিতকর। পরস্পর মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যাতিরিক্ত অভিনিবেশ করিলে তাহাকে যোষিৎসঙ্গ বা পুরুষসঙ্গ বলা যায়। যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের পক্ষে সেরূপ সঙ্গ প্রকৃত অনিষ্টের উদয় করে। যদি এক পক্ষের সঙ্গ-দোষ ঘটে, তবে অপর পক্ষের সাধকের ব্যাঘাত হইয়া উঠে। পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের সহায়া হন, তবে যোষিৎসঙ্গ বলিয়া একটি দোষের জন্ম হয় না। পত্নী যদি ভক্তি-সাধনের বিরুদ্ধা হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযামুনমুনির চরিত্র এ-স্থলে বিচারণীয়। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্টবুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎ-সঙ্গ। তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী। এই সমস্ত বিচার-পূর্ব্বক ভক্তিসাধক-ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

যাহারা ধর্ম্মের বাহ্য-চিহ্ন-সকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজী দুই প্রকার অর্থাৎ কপটী ও মূঢ়—বঞ্চক ও বঞ্চিত। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ অপেক্ষা কুসঙ্গ আর জগতে নাই।

ভোগ-বাসনা ও মোক্ষ-বাসনা—এই দুইপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিসাধন হয় না। ইহাতে একটি কথা এই যে, ঐ সমস্ত বিষয়-ভোগ যদি ভক্তির অনুকূল হয়, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি তাহা নিষ্পাপ-ভাবে স্বীকার করিতে পারেন। সে-স্থলে ঐসকল ভোগকে 'ভোগ' বলা যায় না, কিন্তু 'সাধক-জীবনোপায়' বলিয়া তাহাদিগকে বলা যায়।

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই 'জাড্য' বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্ফূর্ত্তাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে হেয় বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম অন্য হইতে হয়। অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগের অনুশীলন করিতে হয়। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প-দিনে অনিষ্টিচত্ত-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য হয় না।

সংশয় উদিত হইয়া ভজন বিকৃত করে; আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করত সর্ব্বনাশ করে। অতএব যাঁহাদের বিশুদ্ধা ভজন-স্পৃহা আছে, তাঁহারা সুদৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।

ভক্তগণ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, কেবল তাহাই বলিবেন। অন্য সকল-কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যখন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদিত হয়। "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (শ্রীভাঃ ৭।১।৩১)—এই উপদেশ পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন নিযুক্ত হয়, সহজে আর অন্যান্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। শুদ্ধ-কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারা সাধকের মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে।

ভক্তি-পিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন-প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। কেবল বিবেক-দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ অতি-অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।

পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্মনিষ্ঠা কোন-স্থলে গৃহস্থ-ধর্ম্ম অনকাদির আচরণের ন্যায় লক্ষিত হয়, কোন-স্থলে ভিক্ষু-ধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির আচরণের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু। পরাত্মনিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্ত-পার তমোময়-সংসার-সাগর পার হওয়া যায় না।

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। জিহ্বা যতই ভোজন করে, উহার লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর-ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক-দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। লঘুাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহ্য করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। ভগবৎ প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না, এরূপ যাঁহাদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ-সহনে বিশেষ সমর্থ হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা যায়, তাহাও উদরের বেগ-দমনের শিক্ষা-স্থল।

উপস্থ-বেগ শ্রীহরি-বিমুখগণের পক্ষে বড়ই ভয়ানক। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার। সাধু-সঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ভজন করেন। বৈধ-স্ত্রী-সঙ্গমকেই উপস্থ-বেগ-ধারণ বলে।

সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফল আশা করিয়াও যে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। 'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একদিন বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় দৃঢ়-ভাবে করিব, কখনই ছাড়িব না।' —এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেমভক্তি-উদয়ের পরম-কারণ বলিতেছি, শুন। আগে সাধন-ভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেমভক্তি হয়। সাধন-ভক্তি শুন,—আমার অমৃতময়ী লীলা-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্ব-ভূতে আমার সম্মান-বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্ব্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপঃ—এ-সকলই আমার ভক্তির কারণরূপ ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাদি-সাধন-দ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রকার সাধকের আর অবশিষ্ট অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্য কি বাকী থাকে?"

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়তর্পণের নাম ভোগ। **স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনায় পর্য্যবসিত করাই ভোগ-ত্যাগ।** নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করিয়া সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগ-ত্যাগ হয়।

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি আগে শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুসেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের নিকট শিক্ষা করিবেন। **নিজ-জীবনকে কৃষ্ণময় করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থস্থলে** বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্য্য-দ্বারা ভক্ত্যনুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি-অভ্যাসের জন্য শ্রীহরিবাসর ও শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীভগবদ্বিমুখতাময় সংসার-গৌরবের স্থিতির জন্য অবশ্যকার্য্যের সম্মান করিবেন। এই দশটি অঙ্গ-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটি ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি-সাধন স্থির থাকিবে না।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক-কার্য্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। শুষ্কভক্তিতে যাহাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সেইরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না; করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাজে-কাজেই দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি-ক্রিয়ার উদ্যমে ভগবদ্ভক্তি ভুল হয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন। ভক্তি-বহির্ম্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবেন না। শুষ্কভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই-সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

গৃহে থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের জন্য কোন-না-কোন-প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন ব্যবসায়, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহত্যাগীকে ভিক্ষাদির দ্বারা তৎকার্য্য সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত-ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়। কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনাক্রমে উপস্থিত শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের অল্পকালের মধ্যেই শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহত্যাগীর কন্থা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-ঝুলি না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্য-কর্ত্তৃক হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।

সর্ব্ব ভূতে অহৈতুকী-কৃপা-পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্ব্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। **সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্ন-পূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।**

সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। সাধক কৃষ্ণ-নিন্দা ও বৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাঁহারা লোকাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।

কৃষ্ণ-কৃপাই ভাবোদয়ের মূল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা হয় না। ইহাদের মধ্যে শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও শ্রীগুরু-সেবাই সকলের মূল।

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে স্থিত থাকিবে। ভক্তি-শাস্ত্রে অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ-শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-বস্তুকে 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে শ্রীহরি-গৃহে বাস লাভ করেন। শ্রীতুলসীর দর্শন, শ্রীতুলসীর স্পর্শন, শ্রীতুলসীর ধ্যান, শ্রীতুলসীর কীর্ত্তন, শ্রীতুলসীর নমস্কার, শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য-শ্রবণ, শ্রীতুলসীর রোপণ, শ্রীতুলসীতে জল-সেবা ও শ্রীতুলসীর পূজা—এই নয় প্রকারে শ্রীতুলসীর ভজন।

শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাস-যোগ্য স্থান। তন্মধ্যে শ্রীমথুরা-বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসও তদ্রূপ।

সাধকের যথাবৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু-সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে, রসোদয় হয় না।

সজাতীয়-ভক্তিবাসনা যাঁহাদের আছে, সেই সিদ্ধ-পুরুষ-দিগের মধ্যে যাঁহারা নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তিসাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

সজাতীয় ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ-যূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতির সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ ফল হয়। আমার যাঁহারা শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়।

শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিক-জনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, সজাতীয়-বাসনা-দ্বারা সিদ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমথুরা-বাস—এই পাঁচটি অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদেরও সংক্ষেপ করিতে গেলে **শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই** সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবা-মাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে কৃতি-প্রাপ্তা হ'ন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তি-কার্য্যে উৎসাহ, দৃঢ়-নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

যে-সকল মহাত্মা ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সেই সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা, শ্রীগীতায় (২।৬২-৬৩),—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

এই শ্রীভগবদ্বাক্য সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তবে অতি অল্পে-অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। সাধুসঙ্গই এই সংসারাসক্তিকে শোধন করিতে পারে। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। সংসার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। সংসার-সঙ্গ-দোষেই রাজসী ও তামসী প্রকৃতি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী প্রকৃতি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংসার-সঙ্গ। এই সংসারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের

বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদিত হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন কপট নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। শ্রীনারদের পঙ্গ-বনে যাবের ও বল্মীকের মুক্তি হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—"যদি তুমি আপনাকে কোনও চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।" বৈষ্ণবদিগের সংযত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়। এমন কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে-ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য-তামাক-ধূম্র-পান, তাম্বূল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে। বৈষ্ণবের অব্যর্থ-কালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা-জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল ও প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে; এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এইরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে।

গৃহি-লোকের গৃহ-দ্বার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীর, নিজ-শরীর, ভোজ্য-বস্তু, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে নিসর্গ-সিদ্ধ-আসক্তি আছে। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধিনী। যত্ন-যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজন-সুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রীভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধ ব্রতাচরণ-দ্বারা ঐ সকল আসক্তি দূরীকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিবাসর-ব্রত ও শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত সুষ্ঠুরূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি দূর হয়। ব্রত-নিয়ম-পালনেই আসক্তি-ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রত-দিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য প্রাণ-রক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদক-দ্রব্য, তামকূটাদির ধূমপান,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্য-সমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থা-অনুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণ-রক্ষক দ্রব্য-সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্কোচাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, 'কাল্য-দুষ্ট অন্ন ত্যাগ করিব, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব', তবে ব্রতের তাৎপর্য্য-সিদ্ধি হইবে না। কেন-না, ক্রীত-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রত-সকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাস-ব্যাপী ও চতুর্ম্মাস-ব্যাপী (চাতুর্ম্মাস্য) ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। যাহাদের ব্রত-পালন-সম্বন্ধে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই শ্রীগীতা-বচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুক্কুর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

এই সকল কার্য্য হেলা-হেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদর-পূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদর-পূর্ব্বক না করিলে কুটনাটিরূপ কপট আসিয়া কার্য্য-সমূহ নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক শ্রম শ্রবণ করিয়াও শ্রীহরিভক্তি দুষ্প্রাপ্তা হইয়া পড়েন।

যে-পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসৎসঙ্গ কিরূপে ত্যক্ত হইতে পারে? পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? গৃহত্যাগী হইলেও কপটি-বেশধারী ব্যক্তিকে ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন, বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্য-ক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার

করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আশ্রিত ব্যক্তি এবং তাহার নিকট যাইতে হয়, কৃষ্ণের সহিত দান, গ্রহণ, ভজন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎ-সঙ্গ হইবে না এবং সৎসঙ্গও হইবে। এইরূপে অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্‌গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা যাহা পান, উক্ত বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও মূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন।

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি-মহাত্মগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব-মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব-শিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত-জনের যে-আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

ভজনের সহায়-স্বরূপে গৃহস্থ-ব্যক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীরূপে পুত্র-কন্যার উদয় হয়; তাহাদিগকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

'অতিথি-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম'—ইহা প্রভুর আজ্ঞা। সকলের সহিত গৃহস্থ সরল ব্যবহার করিবেন; কুটিনাটি, কপট কোনপ্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন; কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। পর-উপকার ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। নগর-কীর্ত্তনেও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করাই কর্ত্তব্য।

গৃহস্থ সকল-কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবেন। গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্মানুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। গৃহস্থ পর-স্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবেন না। তিনি সদ্‌-গৃহস্থ, যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন, তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্ম-জীবনের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণব-সেবা'-সম্বন্ধে কথা এই যে, নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ। উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে একত্র করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে। অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়।

দীনজনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ-বৈষ্ণব প্রাণাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতে সুখবোধ করা উচিত। গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত শ্রীহরিভজন করিবেন; স্মার্ত্তাদি-সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পূজিত হন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীতুলসীর সম্মান ও পূজা করিবেন। অন্যায় উপার্জ্জন ও অন্যায় সকলের পক্ষে এবং উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। ভক্ত-সেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। গৃহস্থ-ভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত-চরিত্র লাভ না করেন এবং তাঁহার স্বভাব-জনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা,—

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং নিরীহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যেন দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ॥
তস্মাত্ত্বমেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধাদুর্দ্ধনিশ্চয়ঃ।
ভূষণার্থঞ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই। অনেক অন্ত-সাধনের মধ্যে পক্ষান্তে বিশেষ যত্ন চাই।

ক্রমে ক্রমে বিধিবাধ্য-অবস্থা খর্ব্ব করিয়া রাগানুগজ্ঞান করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত-রাগের উদয় হইলেই অনেক বিধি স্বয়ং নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক হয়।

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তিসম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি ব্যতীত অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গলের উদয় হয়। গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ যত্ন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায়-সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ-কাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্তলোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহত্যাগ করা—একই কথা। জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকার-ভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহত্যাগ করা উচিত নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাঁহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।

গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজগ্রামে বাস করিবেন না। গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ী ও স্ত্রীর দর্শন করিবেন না। গৃহত্যাগী নির্দ্দোষ হইবেন। কপটী বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ প্রভু-বাক্যে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১২০, ১২৪) এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া।"
প্রভু কহে,—"মোর মন নহে মোর বশ।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

আবার, গৃহস্থ বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আবশ্যক। গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট মুখ-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈষয়িক নিয়মন করিবেন না। গৃহত্যাগীর পক্ষে অযাচক-বৃত্তি ভাল নয়। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ-নিষেধ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ-নিষেধ।

গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষেই যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা উচিত। সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১১৭),—প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেহ যেন করে॥

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫),—

'যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥'

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।২৭৫),—

'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৩৮),—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥

সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-রোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

অনুতাপের সহিত দুই-মত পরিত্যাগ করিবে। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পা'ব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩),—

'নিরপেক্ষ' নহিলে, 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩),—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়॥

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য ; দয়াও অত্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২১১,২৩৪),—

'ভক্ত-স্বভাব,—অঙ্গ-দোষ ক্ষমা করে।'
'দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়।'

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩),—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই'-কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩০),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

বৈষ্ণব-দেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯১),—

প্রভু কহে—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন-ভজনের আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৩-২১৬),—

এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি' দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ, সেবালয়ে বাঁটি' দিলা॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৮),—

মহান্তগণের এইমত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮),—

প্রেমের স্বভাব, যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ'॥

সর্ব্বদা ভক্তি-পথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৪),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।১১৩),—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

বাহ্যিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ-সকল বাহ্যিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অবৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৬।২৮৪),—

জগৎকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণ অধিক সে পুণ্যেতে ধরি॥

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।১৫৮),—

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১।২৯০),—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন— পরহিংসা যায়॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৪।১২১),—

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হ'য়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ৭।২২,৩৮),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁ'র পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
আসিয়া মিলিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥

বৈষ্ণবতার একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১০।১৮৫,১৮৮,১৯২),—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,— "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল হেন পরমাদ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।১৬০),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৩।২২৪),—

প্রভু বলে,— "তোরা আর না করিস্ পাপ"।
জগাই-মাধাই বলে,— "আর নাহে বাপ"॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৭।১৪৪,১৪৭),—

যত বিধি, নিষেধ— সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
বিধি-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
মুক্ত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ; শ্রীল অদ্বৈত-প্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ, মঃ ১৯।১৭৪)—

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' যদি না দেখো গোচর॥

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে। সে-সকল লোক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।৮২-৮৩),—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে পূজাইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'ঈশ্বর' করি' আপনারে দেয় বলে॥

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৪।১০৯-১৪০),—

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি তর পার॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

পূর্ব্বাপর বিচার-পূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরিভজন করা প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।"

সাধক নিজে নিজে শত চেষ্টা করিয়াও যে-সকল বহুরূপী অনর্থের প্রতীকার করিতে পারেন না, তাহা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিদূরিত হইতে পারে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।২২-২৪) উক্ত হইয়াছে,—

অনন্বয়াদ্ভবেৎ কামঃ ক্রোধঃ কামবিবর্দ্ধনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভঃ, ভয়ং ত্বদ্ভাবদর্শনাৎ॥
আধিদৈবিকা মোহজৌ দম্ভঃ মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং, দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগ-বীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্ব-নিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

অনন্বয়-দ্বারা কাম ক্ষয় করিবে ; এইরূপে কাম পরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচারদ্বারা লোভ, ভক্ত-বিচারদ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান-দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদিচেষ্টারাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূত-জন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্ব-গুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ

এবং উপসন্ন হইয়া সদ্গুরুকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সহজে জয় করিতে সমর্থ হন।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন, শরণাপত্তির দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইলেও যাঁহারা বৈশিষ্ট্যলিপ্সু অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভব করিতে চাহেন, তাঁহাদের শক্তি থাকিলে সর্ব্ব-প্রকার নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযোগিনী-শক্তির দূত ভগবদ্ভক্তোপদেষ্টা প্রবর-গুরু অথবা ভগবদ্ভক্তোপদেষ্টা শ্রীমদ্-গুরুকে প্রত্যহ বিশেষ-ভাবে সেবা করিতে হইবে। নিজে শত চেষ্টা করিয়াও যে-সকল অনর্থের কিছুতেই নিবৃত্তি করা যায় না, অকপটভাবে অভিমর্ত্য-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবার ফলে তাঁহার অনুগ্রহেই সাধক সেই সকল অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন। সাধকের কেবল অনর্থ-নিবৃত্তি নহে, অর্থ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পর্য্যন্ত লাভ শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই হইবে; কারণ, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগ্রহই শ্রীভগবানের পরম-অনুগ্রহলাভের মূল।

তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শরণ্যেৎ, ততঃ ভগবদ্ভক্তোপদেষ্টারং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টারং বা শ্রীগুরুচরণান্নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবেত দুর্গাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানা-প্রতিকার-দুস্ত্যজানর্থচয়ানাং পরমভগবৎ প্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৭ অনুচ্ছেদ)

সাধকের বহির্মুখ ইন্দ্রিয় অনেক সময়ই আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, নিয়ামকত্ব পরিহার করিয়া স্বতন্ত্রভাবে চলিতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের দূত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্যের মধ্যেই সাধকের সমস্ত মঙ্গল নিহিত। প্রত্যেক সাধকই বলিয়া থাকেন,—'মনের চঞ্চলতা যে যায় না, মন যে স্থির হয় না, মন যে শাসন মানে না', 'মন যে সর্ব্বদা বিষয়েই নিমগ্ন থাকে' ইহার উপায় কি? কিন্তু যে সাধক বর্ণে-বর্ণে প্রবর-গুরুর উপদেশ আদর ও যত্নের সহিত পালন করিয়া চলেন, তাঁহার অচিরেই নিশ্চিন্তভাবে সর্ব্ব-প্রকার চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় এবং বিষয়ানুভব লাভ হয়, ইহা শ্রীজীব-প্রভু ও শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও শ্রীকল্যাণকল্পতরুতে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সঙ্ঘ-সন্দেশ

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

ভদ্রক হইতে ১৭।৮।৪৩ তারিখে এই মর্ম্মে একটী তার পাওয়া গিয়াছে :—

"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ভদ্রকে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ,—"শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ভদ্রক হইতে গো-যানে শুভবিজয় করিয়া 'সোরো'-নামক স্থানে পৌঁছেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া ২৬শে শ্রাবণ তারিখে 'খড়গপুরে' শুভবিজয় করিয়াছেন।"

শ্রীব্রজ-সন্দেশ—শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী শ্রীমথুরায় শ্রীব্রজবাসী শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যাভিলাষে শ্রীমদ্-ভাগবত-পারায়ণ, মধ্য-রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-লীলা-পাঠ, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অভি-ষেক, ভোগ-রাগ, সংকীর্ত্তন, আরতি-কীর্ত্তন, শ্রীরূপ-প্রভু-কৃত 'শ্রীনামাষ্টকে'র শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদ-গীতির সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ, বিবিধ দ্রব্য ও অর্থ ব্রজবাসী ও ব্রাহ্মণগণকে এবং নানাপ্রকার ভোজ্য-সামগ্রী গাভী, বৃষের শস্য-পক্ষী, কাঙ্গাল ও আচণ্ডাল প্রাণীকে শ্রীগুরুবর্গ স্ব-হস্তে বিতরণ করিয়া শ্রীনন্দোৎসবের বার্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব—গত ২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবল-দেবাবির্ভাবোৎসব নিরম্বু-উপবাস, শ্রীবলদেব-প্রভুর গুণ-গাথা-কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া বাগবাজার-

ষ্ট্রীট্, চিৎপুর-রোড্, শোভাবাজার, কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি স্থানে হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, রবিবার দিবসও অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঐরূপ একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বাহির হন। ঐ সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উদ্দণ্ড-নৃত্য-গীত-সহকারে নগর পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহা-নগরী-বাসী সজ্জনগণ এই শুদ্ধ সংকীর্ত্তন-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, সোমবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-উৎসব নিরম্বু উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ-ব্যাখ্যা ও নৃত্য-কীর্ত্তন-মুখে যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। তৎপর দিবস শ্রীনন্দ-উৎসবের দিন শ্রীভক্তি-প্রদীপ আলোচনা, শ্রীনন্দ-মহারাজের অসমোর্দ্ধ মহিমা-বর্ণন, নৃত্য-কীর্ত্তন এবং সমাগত প্রায় সাত শত প্রদ্ধালু পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ও গৌড়ীয়-বিলনের পরিচালক-সমিতির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-উৎসব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ন্যায়তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে কএকজন ব্রহ্মচারি-সহ যাত্রা করিয়া বংপুর জেলার অন্তর্গত ইটাখোলা, নীলফামারী প্রভৃতি স্থানে কএকদিন প্রচারের পর সৈদপুর "শ্রীহরি-সভা"য় উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করেন।

বর্ত্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি সহরে অবস্থান করত সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিতেছেন। ১৫।৮।৪৩ ও ২২।৮।৪৩ তারিখের জলপাইগুড়ির 'ত্রিস্রোতা'-নামক সাময়িক সংবাদ-পত্রিকায় এবং ১৬।৮।৪৩ ও ২৩।৮।৪৩ তারিখের 'অমৃত'-নামক সাময়িক সংবাদ-পত্রিকায় উক্ত প্রচার-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের মুখে শ্রীহরিকথা ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সজ্জনবৃন্দ বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ-পূর্ব্বক নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

The 'GAUDIYA' Reg. No. C. 1109

Telephone :—B. B. 4115.
Telegram :—Gaudiya, Calcutta.

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

অকৃত্রিম শ্রদ্ধামূল্যে ও শ্রদ্ধার তারতম্য-অনুসারে বিভিন্ন শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ প্রাপ্য।

সজ্জন-সাধারণের উপযোগী কতিপয় গ্রন্থ

১। **Erotic Principle & Unalloyed Devotion**

অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তি-সুধাকর মহোদয়-বিরচিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের রসময়ী লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইংরেজী ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২। সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

ইহাতে অসাম্প্রদায়িকতার হেয়তা ও প্রকৃত সমন্বয়-সিদ্ধান্তের বিচার অতি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। উপাখ্যানে উপদেশ (১ম ও ২য় ভাগ)

কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালীতে বহু চিত্র ও গল্পের দ্বারা মহাজন ও শাস্ত্রের উপদেশসমূহ সরল ভাষায় গ্রথিত।

৪। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

বহু চিত্র, মানচিত্র ও প্রমাণাদিসহ শ্রীনবদ্বীপের ইতিবৃত্ত।

৫। ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ

শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রচারের মূলপুরুষ-প্রবরের অপূর্ব্ব চরিত সুকুমার-মতি ছাত্রগণের জন্য প্রাঞ্জল-ভাষায় লিখিত।

শ্রদ্ধালুগণের জন্য কতিপয় গ্রন্থ

১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রণীত)

২। সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু (ঐ)

৩। সটীক শরণাগতি (ঐ)

৪। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব

৫। শ্রীভক্ত্যালোক

৬। **Sri Chaitanya Mahaprabhu : His Life & Precepts** (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত)

৭। **The Bhagabat : Its Philosophy etc.** (ঐ)

৮। শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

৯। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১০। **Sri Chaitanya Mahaprabhu**
—by Srila B. P. Teertha Gosvami.

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়ভাষ্য-সহ)

১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(শ্রীধরস্বামীর টীকা, প্রতিশব্দার্থ, মূল ও টীকার বঙ্গানুবাদ, তথ্য ও প্রশ্নোত্তর-সহ)

১৩। শ্রীচৈতন্যদেব

১৪। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

১৫। অবতারী ও অবতার

ভজনানুশীলনকারিগণের উপযোগী

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ (শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সহ)

২। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ

৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্

৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (সভাষ্য)

৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত

৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৭। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম

৮। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৯। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীত-সংগ্রহ

১০। শ্রীশরণাগতি

১১। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব

১২। শ্রীদশমূল-শিক্ষা

১৩। স্তবরত্নমালা

১৪। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্, স্বনিয়মদ্বাদশকম্, অনিয়মদশকম্, মনঃশিক্ষা, উপদেশামৃতম্, ভজনরহস্য, শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ, শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্, প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ইত্যাদি

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

ঢাকা—৬৮।১ ভগবৎপ্রেসমিতি রোড্, দি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৫০ ; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ | ৭ম-১০ম সংখ্যা

প্রচার ও কীর্ত্তন

'প্রচার' ও 'কীর্ত্তন'কে কেহ কেহ একার্থ-বাচক শব্দ মনে করেন ; বস্তুতঃ 'প্রচার' ও 'কীর্ত্তনে'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সকলেই কীর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু সকলেই প্রচার করিতে পারেন না। কীর্ত্তন সকলকে করিতেই হইবে, নতুবা কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেম-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গও কীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হইবে, ইহাই শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু-প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্যগণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ কলিকালে কীর্ত্তনেই কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ সন্তোষ হয়।

যদ্যপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈব।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৭০ অনুচ্ছেদ)

যদি কলিযুগে অন্যভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে হয়, তবে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই তাহা করিতে হইবে।

তস্যৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।

(ঐ—২৭০ অনুঃ)

সেই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-দ্বারাই কলিকালে শ্রীভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হয়।

সংকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির দুই প্রকার স্বরূপ,—একটি কীর্ত্তনাখ্য ভজনরূপ আচার, আর একটি শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-শক্ত্যাবিষ্ট ও আবিষ্ট ভগবৎপার্ষদগণের জীবে দয়ারূপ প্রচার।

সংকীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি

কীর্ত্তনাখ্য ভজনরূপ আচার	শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-শক্ত্যাবিষ্ট ও আবিষ্ট ভগবজ্জনের জীবে দয়ারূপ প্রচার

প্রচারকের মধ্যে কৃষ্ণশক্তি-বিশেষের সর্ব্বদা আবশ্যক। মহা-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত না হইলে চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত

প্রবন্ধ-গুরু হইয়াও প্রচারক হওয়া যায় না ; কিন্তু প্রকৃত-প্রবন্ধ-গুরু ও প্রকৃত-প্রচারক-গুরুর মধ্যে উচ্চাবচ ভেদ নাই। ইহাদিগকে মাপিতে গেলে পাষণ্ডিতা ও অপরাধে অনিবার্য্য। লঘু কখনও অবরজ্ঞানতত্ত্ব গুরুবস্তুগণের মধ্যে তারতম্যের পরিমাপ করিতে পারে না।

প্রচারককে 'প্রবন্ধ-গুরু' বলিয়া জানিতেই হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ-গুরু 'প্রচারক' নাও হইতে পারেন। সাধক যখন অনর্থমুক্তাবস্থায় নিজ-মঙ্গলের জন্য প্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগুরু-মুখ-প্রদত্ত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীভক্তি-মাহাত্ম্য বা শ্রীগুরু-বর্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তখন তিনি যে প্রবন্ধ-গুরুর কার্য্য করেন, তাহা নহে। অনর্থমুক্ত অবস্থা হইতেই কীর্ত্তনরূপা সাধনভক্তি যাজন করা যায়, সেই সাধনভক্তি-যাজন ও প্রবন্ধ-গুরুর কার্য্য এক নহে। কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ, মুখ্য-কনিষ্ঠ—ইহারা সকলেই শ্রীগুরু-মুখ-প্রদত্ত-বাণী প্রদ্ধালুর নিকট স্ব-স্ব অধিকারভেদে কীর্ত্তন করিবেন। নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীভক্তি-যোগ-মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য, শ্রীগুরুবর্গের মাহাত্ম্য, শ্রীমন্দাপুরুষ-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন ; কিন্তু অধিকার লঙ্ঘন করিয়া ভজনাঙ্গের কোন কথা বা 'ইচড়ে-পাকা' হইয়া কোন ভক্তি-রহস্য-কথা কখনও বলিতে যাইবেন না। সরাগ-বক্তার 'ছল' করিয়া অর্থাৎ জড়াসক্তি আছে বলিয়া যদি কেহ 'গ্রীন্ট-সেলাই' করিয়া রাখেন, শ্রীগুরুবর্গের শ্রৌত-বাণী প্রদ্ধালুর নিকট কীর্ত্তন না করেন, তবে শ্রীপ্রবন্ধ-গুরু ও শ্রীভক্তিদেবী উভয়ের নিকটই অপরাধী হইতে হইবে।

সরাগ-বক্তা নিজের প্রতিষ্ঠার্জ্জন বা লোকের 'হাত তালি' কুড়াইবার জন্য চেষ্টা করিবেন না বটে, কিন্তু শ্রীগুরুবর্গের মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন। ইহাতে কোনরূপ অবহেলা করিবেন না। নতুবা নির্জ্জন-ভজনের নামে কাষ্ঠ-পাষাণরূপ বিষয়াসক্তি আসিয়া পড়িবে। কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে মঙ্গলের আর উপায় নাই। কীর্ত্তন কোন-কালেই পরিত্যাগ করিতে হইবে না—সাধন-অবস্থাতেও কীর্ত্তন, সিদ্ধাবস্থাতেও কীর্ত্তন। প্রবন্ধ-কীর্ত্তন-জলে প্রদ্ধা-লতাকে নিত্য সেচন না করিলে নানা-প্রকার অনর্থের উপশাখা-সমূহের বৃদ্ধি হইবে।

'প্রচার'-শব্দের দ্বারা **বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা** বুঝায়। দেশ, কাল ও পাত্রের পরিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করিয়া নব-নবিকল্প-রাগ-রঞ্জিত ঔদ্বেলিত সাগরের ন্যায় প্রচারাখ্যা কীর্ত্তন-ভক্তি প্রকাশিতা হন। ভগবদ্ভক্তির বিস্তারার্থে চেষ্টাই—প্রচার। কোনও কোনও মহাজন প্রচারকে 'মহা-কীর্ত্তন' বলিয়াছেন। মহানারায়ণের ঐশ্বর্য্য ও তাঁহার শক্তিবিশেষ সঞ্চারিত না হইলে প্রচার সম্ভব হয় না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে "সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও কীর্ত্তন ছিল। শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীনবদ্বীপে সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণববৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ও শ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের কালে প্রবন্ধ-স্থানের ছলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীহরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন? বহু জীব একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের গুণগানরূপ যে সংকীর্ত্তন, তাহাই তিনি স্থান, কাল ও পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ না রাখিয়া স্বয়ং দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ-পূর্ব্বক লোক-পরম্পরায় শক্তি-সঞ্চারমুখে বিস্তার করিয়া সেই কীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন-লীলা।

'কীর্ত্তন' ও 'প্রচার' শব্দদ্বয়টি পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক শব্দ, তাহা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ও তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু "সংকীর্ত্তন-প্রচার" শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীজীব-প্রভু বলিয়াছেন,—

"কলৌ নামকীর্ত্তন-প্রচার-প্রভাবেনৈব পরমভাগবৎ-পর্য্যায়ত্ব-সিদ্ধির্দর্শিতা।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৭৪ অনুঃ)

কলিযুগে শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রচার-প্রভাবেই পরমভাগবতত্ব-সিদ্ধি হয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

"যা'র দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যা'র দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৬।৩৪)

'কীর্ত্তন' ও 'প্রচার' শব্দ-দ্বয় একই অর্থ-বাচক হইলে এইরূপ একত্র প্রয়োগ হইত না। 'কীর্ত্তনের প্রচার' এক কথা, আর কীর্ত্তন করা আর এক কথা। অবশ্য কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রচার হয়, কিন্তু কীর্ত্তনই 'প্রচার' নহে। যত ব্যক্তি কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সকলেই যে প্রচারক, তাহা নহে। স্বরূপ-শক্তির কৃপা-বিশেষ সঞ্চারিত না হইলে প্রচার করা যায় না, কিন্তু কীর্ত্তন সকলকেই করিতে হইবে। ওষ্ঠস্পন্দন-মাত্রেই কীর্ত্তন হয়, কিন্তু প্রচার হয় না। কৃষ্ণশক্তি-ব্যতীত প্রচার হইতে পারে না।

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাতে প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১১-১৪)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যেও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ আজ্ঞাদর্শ ও তদ্রূপ বিশেষ শক্তি-সঞ্চারিত জনগণই প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তমাত্রেই শ্রীহরিকীর্ত্তন করিয়াছেন।

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ-দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ-পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৬৪-১৬৭)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীনাথাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—

অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১০০-১০৩)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আবির্ভাবের কাল হইতে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নামেরই প্রচার-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৩।২২, ৩০)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া শ্রীনবদ্বীপের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন।

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন-মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, বেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৭-১১)

এইরূপ সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই স্বয়ং শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ ও শ্রীঠাকুর-হরিদাস পর্য্যন্ত প্রচার-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যখন শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়দেশে শ্রীনাম-প্রচারার্থ প্রেরিত হন, তখন পাষণ্ডদলনবানা

শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারের সহিষ্ণুরূপে শ্রীল অভিরাম ঠাকুর, শ্রীরামদাসাদির প্রভুও প্রেরিত হন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১। ১৩-১৪)। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীমাধব ও শ্রীবাসু ঘোষও শ্রীনাম-প্রচারার্থ আদিষ্ট হইয়াছিলেন (ঐ—আঃ ১০।১১৭-১১৮)। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-শক্তি-সঞ্চার-লীলা ও সাক্ষাৎ আদেশ-লাভের পরেই ; তাই শ্রীচরিতামৃতের সর্ব্বত্র যেখানে যেখানেই 'প্রচার'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,তথায়ই সাক্ষাৎ প্রভু-ত্রয়ের কথা অথবা তাঁহাদের আদিষ্ট ও কৃপা-শক্তি-সঞ্চারিত শক্তিবর্গের প্রসঙ্গ আছে। 'প্রচার' বলিতে কেবল শাস্ত্রের উক্তি বা সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনমাত্র বুঝায় না। শাস্ত্রের কীর্ত্তনকারী বা বক্তা বহু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা প্রচারক নহেন। শ্রীস্বরূপ-শক্তির কৃপা-সঞ্চারিত ব্যক্তি ব্যতীত অপরের প্রচারে জীবের সংসার-নাশ, জগৎ-নিস্তার ও কৃষ্ণ-প্রেম-বিতরণ-কার্য্য হয় না। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য ইহারা শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারক ও আচার্য্য। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও প্রচারকের লীলা-প্রকটকারী ; শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—যিনি স্বয়ং শ্রীবলদেব, তিনি প্রচারকের লীলাভিনয়-কারী ; আর মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু—যাঁহার হুঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও প্রচারকের লীলাকারী আচার্য্য।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩।৩০)

লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার॥
• • •
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম সফল আমার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩।২৭-২৮, ১০১)

সেই বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।৩০-৩১)

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৬।৩২, ৩৪)

শ্রীপঞ্চতত্ত্বের প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্যবিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজনাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৮, ২০, ২৩, ২৫-২৭)

সাক্ষাৎ শ্রীগুরু ও তাঁহার শক্তিবর্গের প্রচার ব্যতীত জীবের কর্ম্মবীজ-বিনাশ হইতে ও জগৎ প্রেমবন্যায় ভাসিতে পারে না। 'রাধা', 'শ্যামা' আনুকরণিক প্রচারক সাজিয়া প্রচারকের কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা জগজ্জীবের কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন ও আপামর প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইবে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম প্রচারিত হইবে বলিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৫।১২৬), তাহা একমাত্র তাঁহার বিশেষ কৃপা-শক্তি-সঞ্চারিত নিজ-জনগণের দ্বারাই সম্ভব। সকলের মুখেই পৃথিবীতে শ্রীগৌরনাম-প্রচারের দাবী করিবার কথা শোভা পায় না। শ্রীশ্রীগৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রমুখ শ্রীগৌর-শক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সেবা করিয়াছেন ; কিন্তু যে-কেহ তাঁহাদের অনুকরণ

করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারকারী বলিয়া আপনাদিগকে 'জাহির' করিলেই প্রচারক বলিয়া গৃহীত হইবেন না, তাঁহারা প্রতারক-কোটিরই অন্তর্ভুক্ত হইবেন। প্রচারক-কোটির 'ধাক' পৃথক্ ; তাঁহারা আদিষ্ট ও কৃপা-শক্তি-সঞ্চারিত মহাপুরুষ।

জ্যোতির্ব্বিদ-শিরোমণি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের পর তাঁহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—

এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হ'বে দুই কুলের নিস্তার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৩।১৭)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৯)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ়-ভক্তি করিল প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯১-৩২, ৩৪)

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিল দুহে ভক্তি-সদাচার॥
শাস্ত্র-দৃষ্টে কৈলু লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈলা শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৯-৯০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে যাহা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও বিশেষ-কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত-জনই যে প্রচার করিতে সমর্থ, তাহা প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈলু শক্তি-সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত-তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯৬-৯৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—

লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার'।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১১।২৫)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি সকল জীবের নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-দ্বারা মানবমাত্রকেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যিনি এই অধিকার প্রদান করেন, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে পারেন না। যেহেতু যাঁহার তাদৃশ ভেদ বস্তু না থাকে, তিনি উহা কোথা হইতে দিবেন? নাম-নামী—অভিন্ন, সুতরাং নামকীর্ত্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যম্ভাবী—এ কথা কৃষ্ণই বলিতে পারেন। কৃষ্ণেতর-চিন্তাময় জনগণের উহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত ইতর শব্দের আবাহনক্রমে জড়ে আবদ্ধতা। 'জগতের সকল লোক কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করুক'—এই আজ্ঞা আকর-তত্ত্ব শ্রীজগদ্গুরুদেব ও শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি উক্ত হইলেও এই দুই আচার্য্য যখন ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তখন যে-সকল 'সুকৃতিসম্পন্ন জন' উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই আচার্য্যের কার্য্য করিতে অধিকার লাভ করিয়া থাকেন—তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হন। ভিক্ষার ভাষায় 'বল কৃষ্ণ' শব্দ—জীবোদ্ধারক। শ্রবণকারী জীবের নিকট যখন উহা উপস্থিত হয়, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া প্রাপঞ্চিক-বিচারমুক্ত হন ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ আচার্য্যাবতারের কার্য্য করেন। একমাত্র-জগদ্গুরু-বাদ নিরস্ত হইয়া মহান্ত-গুরুগণে গুরুতত্ত্বের প্রকাশ-সমূহ জীবোদ্ধারের কার্য্য করেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তির মধ্যে গূঢ় সিদ্ধান্ত ও তাঁহার স্বতন্ত্রতা-বৈশিষ্ট্যের কথা নিহিত রহিয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দর জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বারা মানবমাত্রকেই

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু এই অধিকার-প্রদান-কার্য্যটি অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চার-কার্য্যটি একমাত্র শ্রীগুরুদেবেই একচেটিয়া—ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্তির মর্ম্ম। "কৃষ্ণেতর-চিন্তাময় জনগণ" অর্থাৎ অন্যাভিলাষযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার ছলনা করিয়াও ইতরশব্দের আবাহন করিয়া থাকে, এ-জন্যই তাহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি জড়-বস্তুতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ—

"ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে কভু।
প্রাণ আছে তা'র, সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ-গাথা সব॥"

ব্রজবাসিগণই প্রকৃত প্রচারক। তাঁহারা কৃষ্ণ-ধনস্বরূপ। তাঁহারা জড়-প্রতিষ্ঠাশার প্রার্থী হইয়া প্রচারক হন না। শব বা মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ, আর চেতনের লক্ষণ—সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে অধোক্ষজের বাণী-কীর্ত্তন। তাঁহারা নিত্য শ্রীগুরুশক্তি-সঞ্চারিত প্রাণবন্ত বলিয়াই তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যটি অকৃত্রিম ও সহজ এবং তাঁহাদের কীর্ত্তনে কোনরূপ জড়-প্রতিষ্ঠাশাদির গন্ধ নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—শ্রীজগদ্‌গুরুদেব ; শ্রীল ঠাকুর হরিদাস—শ্রীনামাচার্য্যদেব। এই দুই আচার্য্য-কুল-শিরোমণির শ্রীভগবদাজ্ঞা-পালন-সেবার অনুসরণ একমাত্র "সুকৃতিসম্পন্ন জন" অর্থাৎ সক্তি-সঞ্চারিত বা শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষগণই করিতে পারেন। তাঁহারাই 'নীরাগ-বক্তা' অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসানুভববযুক্ত প্রচারকরূপে শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের কোনপ্রকার প্রাপঞ্চিক বিচার থাকে না—তাঁহারা জীবন্মুক্ত—তাঁহারা শ্রীভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপেরই অভিন্ন-বিগ্রহ—আচার্য্যাবতার। ইহার দ্বারা অবৈদিক এক-জগদ্‌গুরুবাদ নিরস্ত হইয়া মহান্ত-গুরুতত্ত্বের অবতার-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু শক্তি-সঞ্চারিত পুরুষ ব্যতীত যে-কেহ ইহার অনুকরণ করিলে নরাগ-বক্তা ও প্রতারকের দলই বর্দ্ধিত হয়। প্রতারক ও প্রচারকের পার্থক্য তাহাদের জড়াভিনিবেশ ও চিদ্‌বিলাসানুভবের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়। শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারক—শ্রীব্রজবাসী, পুরুষাভিমান-রহিত, স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তমের লীলাকীর্ত্তনকারী অহৈতুক-জীবোদ্ধারক ; আর প্রতারক—মায়ার কুনাট্যের দ্বারা আবিষ্ট, মায়াপিশাচী-গ্রস্ত ব্রজবাসিক্রব হইলেও মধুরপুরুষত্ব প্রতিষ্ঠাশাবিষ্টা-ভোগী দেবীধামবাসী, পুরুষাভিমানযুক্ত, ভেষ ও বার্ত্তাজীবী, জীবহিংসক ও আত্মঘাতী বহুজীব-বিশেষ। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাদিগকে এইরূপ বলিতে হয়,—

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার?
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪৮৫)

কেহ কেহ দাবী করেন যে, তাঁহারা কোনও কোনও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আদেশ ও কৃপা-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই 'প্রচারক' হইয়াছেন। বস্তুতঃ মুখের কথার দ্বারা কৃপা-শক্তির সঞ্চার বুঝা যায় না ; যিনি কৃপা-শক্তিসঞ্চারিত, তাঁহাতে কোনরূপ পুরুষাভিমান নাই, তাঁহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদির জড়াভিনিবেশ কখনই উপস্থিত হয় না। যেমন, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন ; শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি-প্রভু শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার-কার্য্য করিয়াছিলেন ; অথবা শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিংবা শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার-কার্য্য করিয়াছিলেন। "একদিনে তিন অবস্থা"রূপ মায়ার কুনাট্য বা উৎপাত ইহাদের চতুঃসীমানায় আসিতে সাহস করে নাই। ইহাদের প্রচারে "জীবের, বীজনাশ" ও জগৎ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই নিত্যসিদ্ধ প্রচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরধাম-প্রচারে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রভু প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি বিবিক্ত-ভজনের সকল-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগৌরধাম-প্রচারে ব্রতী হন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—

"মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যবন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন-ভজন করিব। ... আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী

শ্রীনবদ্বীপধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে ?" (১৭৫ পৃষ্ঠা)।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদও সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই আদেশ এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি',
শুদ্ধভক্তি কহিত প্রচার।
আদেশিল মহাশয়, কর গৌরহরি-কাজ,
এবে তুমি করিয়া আচার॥
(শ্রীউপদেশামৃতের অনুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এইরূপ সাক্ষাৎ-আদেশ ছিল,—

"শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 'ভক্তি' বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার ও প্রকৃত আচার-দ্বারা সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দলন করিও।

ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন-ভজন নহে)-দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন-ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবায় ক্ষতি করিও না।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১লা এপ্রিল, ১৯২৬)

বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—এই দুইজন ছিলেন—শ্রীগুরুবর্গপ্রেরিত শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারকাবতার। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শ্রীনাম, শ্রীধাম বা শ্রীকাম অর্থাৎ মনোহভীষ্টের যতটা প্রচার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ততটা সাধন করিয়াছেন ; যখন তাঁহারা দেখিলেন, 'প্রচারক' নামের অপব্যবহার করিয়া প্রতারক অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বাকাবাগীশের অভ্যুদয় হইতেছে, তখন তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় আত্ম-সংগোপন করিলেন এবং কেনোপনিষদোক্ত ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক দেবতাগণে আহিত-শক্তির অপব্যবহার দেখিয়া অর্থাৎ আত্মতরিতারূপ কুফল দেখিয়া ব্রহ্ম-কর্ত্তৃকই শক্তি-প্রতিসংহার করিবার ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরজনগণও শ্রীগৌরসুন্দরের সেই বিশেষ কৃপাশক্তিকে সাধারণ জীবের নিকট হইতে প্রতিসংহার করিলেন। কি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—উভয়ের স্বলিখিত বাণীর মধ্যেই এই সত্যটি প্রবণ করা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে লিখিয়াছেন,—

"বহু দিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটা আশা ছিল যে, এই পত্রিকা-দ্বারা জগতে যতই **বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারিত** হইবে, ততই জগতের মঙ্গল-সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসার-সেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনাঃ হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রায়শঃ ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, ক্রমে-ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাভিরিক্ত ভাব-দর্শনে যখন আমরা দিন-দিন নবোৎসাহে **বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবতার প্রচার** করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখর তাপে কে-সমুদায় খদ্যোতিকা-প্রায় উপধর্ম্ম-সমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করত উপস্থিত হইল। বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আসুরিক-ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক-স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-তরণীর আশ্রয়ে বক্তৃতা-ছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতক-গুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগিবরণে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জগজ্জাল পুনরায়

কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে লইয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জন-সমাজে চৌরাস্তা আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায় কতিপয় কীট কীর কৃ-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় বেষে ও আপনা-আপনাকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠা-তৃষায় তৃষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মতনিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থার দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিল,—

'কাল: কলির্মলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র! যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়-নিচয়।
ভক্তি-পথ এবে কোটি-কণ্টকাদিময়॥
কোথা যাব, কি করিব, হয়েছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র! তব কৃপা-বল॥'

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট স্থান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন,—

'অয়ি সজ্জনতোষণি! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদিগের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চসংকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমা শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে, তৎক্রমপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট-শ্রদ্ধা হইবে।' হৃদয়েশ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উদ্যান-তরুলতা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম। (সজ্জনতোষণী ১৪।১)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বলিখিত এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ-নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ-নিজ শক্তি থাকে না।"

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৫)

শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারকগণ ভুবনমঙ্গলের জন্য যে-সকল বাণী-উপদেশ, শাস্ত্র-প্রচার বা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ভোগোন্মুখ জীব স্ব-স্ব কর্ম্মদোষে তাহা বিকৃত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভগবদ্ভক্ত্যাবিষ্ট প্রচারকগণ দায়ী নহেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় শ্রীল শ্যামানন্দ-শ্রীরসিকানন্দপ্রমুখ নিত্যসিদ্ধ প্রচারকগণের শিক্ষাকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করায় জগতে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মোত্থ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের সময়ে বেষোপজীবী, বর্ণ-গুরু, হরিকীর্ত্তনের ছলে সুখলাভোপজিবী, লোকবঞ্চক, কপটভাবুক, ধার্ম্মিকের সজ্জায় সাধারণ বিষয়ী হইতেও কোটি-গুণ কুবিষয়ী ব্যক্তিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ইহা 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃতে' স্পষ্ট-ভাবে লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সময়েও আহৈতবনিক অবতার-বাদ, গৌরনাগরীবাদ, অদ্বৈতবংশীয়গণের মধ্যে নানাপ্রকার পাষণ্ডিতাপূর্ণ মতবাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহা ঠাকুর

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশিত। স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর প্রচারকালে তাঁহার পুত্রাভিমানিগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি কিরূপ বিমুখতা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীঅভিন্ন-বিষ্ণু শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর সময়কালেই নানাপ্রকার অসদ্ভাবাদের অনুপ্রবেশ হইয়াছিল। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'ভাগবত-শিক্ষে'র মধ্যে বলিয়াছেন,—

"The reformers, out of their universal love and anxiety for good work, endeavour by some means or other to make the thoughtless drink the cup of salvation, but the latter drink it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication; for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions of *Akhras* proceeded. No, we are not to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the correction of those evils by the true interpretation of the original precepts."

— The Bhagabat: Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—শ্রোতৃগণের শুদ্ধতার প্রয়োজন।" (শ্রীনামহট্ট বিঃ পঃ, ১ম খণ্ড)

"নামাপরাধী ব্যক্তি কখনও প্রচারকের যোগ্য হইতে পারে না। অতএব প্রচারক কিরূপ ব্যক্তি হইতে পারেন, সহজেই অনুমেয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—'শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নাম-রস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারকের যোগ্যতা। * * কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌর-শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না।"

(শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ-প্রবন্ধ, সজ্জনতোষণী—১০।১১)

বক্তৃতা-শক্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, লেখনী-শক্তি, পাণ্ডিত্য, সুরূপ, কৌশল অথবা লোকাকর্ষণ করিবার শক্তি থাকিলেই যদি বক্তৃ-প্রচারক, কীর্ত্তন-প্রচারক, লেখক-প্রচারক, বাদ্য-প্রচারক, নাম-প্রচারক, কৃষ্ণ-প্রেম-প্রচারক হওয়া যাইত, তবে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এইরূপ সহস্র-সহস্র প্রচারকের অভাব নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা যেমন আত্মবঞ্চক, তদ্রূপ পর-প্রতারক। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, কিংবা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া বহু ব্যক্তি বক্তা ও লেখক-প্রচারক, শ্রীনামোদ্ধারক, কীর্ত্তন-প্রচারক সাজিয়াছিল। কেহ কেহ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর অনুকরণে করিয়া সংকীর্ত্তন-প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের তথাকথিত প্রচারের দ্বারা জগতে কেবল মনোধর্ম্ম ও বিদ্বন্মতবাদরূপ মায়ার কুনাট্য-সমূহই প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করিয়া যে কল্পিত গৌরজন্মস্থান-প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ করিয়া দাম্ভিক ব্যক্তিগণের যে প্রচারাদি কার্য্যের ছলনা হইতেছে, তাহাতে কেবল বেষোপজীবিকা ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির কুনাট্যই প্রচারিত হইতেছে।

কীর্ত্তন অনেকেই করেন, বক্তৃতা অনেকেই দেন; কিন্তু তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের কীর্ত্তন-প্রচার, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামি-বৃন্দের ভক্তি-সদাচার-প্রবর্ত্তন, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌর-নাম-ধাম-কাম-প্রচারের অনুকরণ বা দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পারে না। অপরে অনুকরণ করিয়া 'খোড়, বড়ি, খাড়া', 'খাড়া, বড়ি, খোড়',-এর বক্তা বা 'তোতাপাখী' মাত্র হইতে পারে।

শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারকগণ যে বাগ্মী বা Platform Lecturer হইবেন, এমন কিছু নহে। অনেক শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারক স্বস্থানে বসিয়া যে প্রচার করিয়াছেন, কোটি-কোটি Platform Lecturer বা বাগ্মী তাহার কোটাংশের একাংশও করিতে পারেন নাই; তদ্দ্বারা কোন জীবের

সংসার-হ্রাস হয় নাই, বরং জীব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি-রূপ সংসার-বৃদ্ধনে বদ্ধই রহিয়াছে। শ্রীল সনাতন-প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের নির্জ্জন-কুটীরে বসিয়া বা এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন বাস করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শাসিত হইতেছে। কুর্ম্মবিপ্র নিজ-গৃহে থাকিয়াই শ্রীগৌরাদেশে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তনের আচরণের দ্বারাই প্রচার করিয়াছেন। অতএব কেবল বাহ্যে সন্ন্যাসের বেষ বা পাণ্ডিত্য, কৌপীন থাকিলেই যে প্রচারক হইতে পারে, তাহা নহে।

প্রভু কহে,—"ঐছে যাত, কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"
এইমত যাঁ'র ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭-১৩০)

শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব Platform Lecturer না হইয়াও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারের দ্বারা বহু জীবের সংসার-নাশ ও পরম-মঙ্গল-সাধন করিতেছেন; আর অনেকের মুখরুচী বক্তৃতায় একটি লোকেরও সংসারক্ষয় হয় নাই, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি উপশাখা-সমূহের বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু প্রচার করেন নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভু প্রচার করেন নাই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া একমুহূর্ত্তও প্রচার ব্যতীত জীবন-ধারণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-প্রভু ও শ্রীশ্রীল বংশীদাস-প্রভু প্রচারক হন নাই; তবে কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একমাত্র সম্বোধোৎপাদিকা সেবাপরা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিকে পরিত্যাগ করেন নাই।

সাধক-জীবনেও যদি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রভু প্রচারক করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তন্মধ্যে তাঁহারাই শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল-আচরণশীল নীরাগ-বক্তা করিয়া তুলিবেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু, শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু, শ্রীঈশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রমুখ শ্রীগৌর-শক্তিগণ গৃহস্থ-লীলা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে শ্রীকলিবৈরিদাসাচার্য্য, প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য প্রভৃতি গৃহস্থ থাকিয়াই প্রবলভাবে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর-প্রচারকগণ অধিকাংশই গৃহস্থ। বেদান্তদেশিকের পুত্রের নাম শ্রীনয়নাচার্য্য। শ্রীকলিবৈরিদাস-প্রভুর পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণপদস্বামী। ইঁহারাও শক্তিশালী প্রচারক হইয়াছিলেন। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়েও শ্রীত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্য ও তৎপুত্র শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য—যিনি 'শ্রীবৈষ্ণববিজয়'-গ্রন্থের লেখক, শ্রীবল্লভাচার্য্য—যিনি 'ন্যায়-সুধা'র টিপ্পনী-লেখক, শ্রীরামাচার্য্য—যিনি 'ন্যায়ামৃতে'র টীকা-তরঙ্গিণীর লেখক, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য—যিনি 'ন্যায়ামৃতে'র টিপ্পনী ও 'ন্যায়-সুধা'র টিপ্পনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক,—সকলেই গৃহস্থ প্রচারক ও আচার্য্য ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী গৃহস্থরূপে প্রচারক ও আচার্য্যের কার্য্য করায় তদধস্তনগণ, বিশেষতঃ শ্রীবিঠ্ঠলনাথের সপ্ত পুত্রের অন্যতম চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথজী বা দ্বিতীয় বল্লভাচার্য্যের সময় হইতে আচার্য্যের কার্য্যটি কেবলমাত্র লৌকিক বংশ-পরম্পরায় আবদ্ধ হওয়ায় গৃহব্রত-গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বস্তুতঃ অন্য কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই কেবলমাত্র গৃহস্থগণই আচার্য্য ও প্রচারকের কার্য্য করিবেন, এইরূপ বিচার নাই। এমন কি, শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁহার অপ্রকটের কএকদিবস পূর্ব্বে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আর একদিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শিষ্যব্রুব রূপ-কবিরাজ-নামক এক ব্যক্তি কেবল ত্যাগী বা বিরক্ত ব্যক্তিই প্রচারক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন, এইরূপ অসৎ-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাত্মজা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী রূপ-কবিরাজের অসমঞ্জস নিরাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব যে আমাদিগের ব্যক্তিগত মঙ্গল ও আনুষঙ্গিক-ভাবে অধিকার-ভেদে অন্যান্য প্রদাতু শ্রোতার

আপেক্ষিক মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করেন, তদ্দ্বারা কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তন-রাস-নায়ক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনাময়ী কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি-যাজনরূপ ভজনে অধিকার প্রদান করা হয়। সেই অধিকারের আভাস প্রাপ্ত হইয়া যদি আমরা আমাদিগকে শক্ত্যাবিষ্ট নিত্যসিদ্ধ প্রচারক-বর গুরুবর্গের সমপর্য্যায়ে গণনা করি, অথবা তাঁহাদের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের বাহনরূপে পরিণত করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই আত্ম-প্রতারক ও পর-প্রতারক-পদবাচ্য হইব। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তনকারিরূপে সর্ব্বদা শ্রীগুরুদাস-অভিমানে তাঁহাদের সুখকর কার্য্যবোধে নিত্য কীর্ত্তন-ব্রতের উদ্‌যাপন করিব; 'ঠাকুর-ঘরে কে?—কলা খাই না' নীতির অনুসরণ করিয়া আপনাকে "সরাসরি বক্তা" আখ্যা করিয়া কবি-সাঠ্যযুক্ত কর্ম্মঠবৃত্তি অবলম্বন করিব না অর্থাৎ 'মৌনী বাবা' হইয়া কুবিষয় ধ্যান করিব না, কলিযুগের একমাত্র সাধন ও সাধ্যকে পরিত্যাগ করিব না, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা ছাড়িব না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে বিশ্ব-প্রচারক, অর্থাৎ আমার প্রচারের দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল হইবে, বিশ্বের বহির্ম্মুখতা দূর হইবে, বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌর-নাম প্রচারিত হইবে, এইরূপ দুরাশা বা দুষ্ট-আশোরূপ মাক্কিকতাও পোষণ করিব না; শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে একমাত্র শক্ত্যাবিষ্ট গুরুজনের দ্বারাই বিশ্ব-মঙ্গল হইতে পারে। আমি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞাবাহী কিঙ্কর ও নিত্য উচ্ছিষ্টভোজি-দাসরূপে তাঁহাদিগের সন্তোষ-সাধিকা উপাসনা যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি, তাহাই তাঁহাদের নিত্যাশীর্ব্বাদ-জ্ঞানে থাকিয়া যাজন করিব। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা করিয়া "শ্রীআজ্ঞাটহল" প্রচার করিবার জন্য আমার প্রার্থনা ও আশাবন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রচারক বা গুরু হইয়া পড়িয়াছি, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন স্বপ্নেও না আসে। নিজের দেহ-সুখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের আহুতি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ শ্রীআজ্ঞাটহলের প্রকৃত প্রচারক হইতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় আদি-প্রচারকবর আদি-শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণে অন্তরের সহিত এইরূপ নিবেদন জানাইব,—

"জয় নিত্যানন্দ,　　মোরে কৃপা করি',
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের ধারা।
দিয়া মোরে নিজ-,　　চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥
কিনিব, লুটিব,　　হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক-,　　চরণ পরশ,
করিয়া অধিক রসে অনিবার॥
কবে জীবে দয়া,　　হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি' দুর্দ্দীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ,　　করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার॥"

—শরণাগতি

প্রচার ও কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে যে-সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থিত হইতে পারে, নিম্নে সংক্ষেপে সেই সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-সমূহের পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে।

১। প্রশ্ন—প্রচার ও কীর্ত্তন কি এক?

উত্তর—প্রচার ও কীর্ত্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু অভেদের নাই। শক্তিবিশেষ-সঞ্চারিত পুরুষই সাগরের মহাপ্লাবনের ন্যায় সর্ব্বত্র ভক্তির বিস্তাররূপ প্রচার-কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত হন; কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ—উভয়েই অপরিহার্য্য সাধন ও সাধ্যরূপে কীর্ত্তন করেন।

২। প্রঃ—কীর্ত্তনকারিমাত্রই কি প্রচারক?

উঃ—কীর্ত্তনকারিমাত্রই প্রচারক নহেন।

৩। প্রঃ—অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তি কি কীর্ত্তনকারী হইতে পারেন?

উঃ—অনর্থযুক্ত সাধকও নিজ মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুমুখ-শ্রুত-বাণীর কীর্ত্তন অধিকারানুসারে সাধন-ভক্তিরূপে যাজন করিতে পারেন; তাহা না করিলে সাধনভক্তি-পরিত্যাগরূপ অনর্থ ও বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি হইবে।

৪। প্রঃ—নীরাগ-বক্তা শ্রবণ-গুরু-মাত্রই কি প্রচারক?

উঃ—শ্রবণ-গুরু-মাত্রই প্রচারক নহেন; প্রচারকের প্রতি প্রচারকার্য্যের জন্য ভগবৎ-কৃপাশক্তি-বিশেষ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

৫। প্রঃ—প্রকৃত প্রচারক-মাত্রই কি শ্রবণ-গুরু?

উঃ—শুদ্ধভক্তির প্রচারকমাত্রই শ্রবণগুরু পদের নাই। প্রচারকে নীরাগ-বক্তৃত্বরূপ শ্রবণগুরুর লক্ষণটি ত' আছেই,

তথাকথিত কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির বিস্তার করিবার কৃপাশক্তি-বিশেষ লক্ষারিত আছে।

৬। প্রঃ—তাহা হইলে কি শ্রবণ-গুরু হইতে প্রচারক অধিক উন্নত?

উঃ—এখানে জড়ীয় উচ্চাবচ বিচারের অবকাশ নাই, কারণ, শ্রবণগুরু ও প্রচারক উভয়েই চিদ্বিলাসানুভবযুক্ত মহাভাগবত। অয়ংতত্ত্বে জড়ীয়ভেদ নাই। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীশ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর—ইহারা শ্রীভগবদাদিষ্ট প্রচারক। ইহাদিগের সহিত শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-প্রভুর কোনরূপ উচ্চাবচ ভেদ নাই; লীলা-বৈচিত্র্য-মাত্র আছে।

৭। প্রঃ—গৌড়ীয়ানন্দী মহাভাগবতগণই কি প্রচারক?

উঃ—গৌড়ীয়ানন্দী মহাভাগবতগণ প্রচারক নাও হইতে পারেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'ষট্‌সন্দর্ভ'—এই গ্রন্থদ্বয়ের কড়চা লিখিয়াছেন এবং তাঁহারা শিষ্যাদিও করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল ঈশ্বরপুরী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু বহু শিষ্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই গৌড়ীয়ানন্দী আচার্য্য। ইহারা প্রচারকের লীলা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু, শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারকের লীলা করিয়াছেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-লীলা করিয়াছিলেন, তিনি পরিব্রাজকরূপে দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে গিয়া প্রচার করেন নাই; তিনি গৌড়ীয়ানন্দী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি-লীলা, দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের শেষে তাঁহার বহু শিষ্যের নাম আছে।

৮। প্রঃ—তবে কি পরিব্রাজকগণই প্রচারক-পদবাচ্য?

উঃ—পরিব্রাজক হইলেই যে প্রচারক হইবেন, তাহা নহে। শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী-গোস্বামী, শ্রীশ্রীঈশ্বর-পুরী, শ্রীশ্রীপরমানন্দপুরী-প্রমুখ শ্রীশ্রীগৌরজনগণ পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ এবং নিজ-শিষ্যবর্গের মধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-প্রভুও বাবাবরের লীলা, এমন কি, বর্ত্তমানকালে শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু ইহারা প্রচারক-পরিব্রাজক নহেন। বৈধিক বিধের বিভিন্ন তীর্থে বিচরণের লীলাও কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকমাত্রেই জানেন। এখনও বহু উদাসীন ব্যক্তি বিভিন্ন তীর্থ-স্থানে ভ্রমণ ও পরিক্রমাদি করিয়া পাদসেবনাখ্য-ভক্তি-যাজন করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে 'প্রচারক' বলা যায় না। ভগবৎ-কথা সর্ব্বত্র বিস্তারের জন্য ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট হইয়া যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহারাই প্রচারক-পরিব্রাজক। আবার কেহ কেহ কোন স্থানবিশেষে, এমন কি গৃহে থাকিয়াও প্রচারক হইতে পারেন; যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীসন্তোষ দত্তের সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ও শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কেবল নিজ-শিষ্যগণের মধ্যে ভক্তিকথা-কীর্ত্তন আবদ্ধ রাখেন নাই; তাঁহার প্রচারফলে দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে এক অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তন-বন্যার প্লাবন আসিয়াছিল। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুও শ্রীযাজিগ্রামে থাকিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীভূগর্ভ-বিপ্র নিজ-গৃহে থাকিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অধিকাংশ-সময় শ্রীগোদ্রুমে বসিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন।

৯। প্রঃ—সরাগ-বক্তা সাধক যে কীর্ত্তন করেন, তাহাকে কি 'প্রচার' বলা যাইবে?

উঃ—সরাগবক্তা সরাগত্ব অর্থাৎ অনর্থযুক্তাবস্থাকে পোষণ করিবার জন্যই যদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার্থ কীর্ত্তনের অভিনয় করে, তবে তাহাকে কীর্ত্তনও বলা যাইবে না, প্রচার ত' দূরের কথা।

১০। প্রঃ—তাহা হইলে অনর্থযুক্ত সাধক কি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনর্থ চিন্তা করিবেন?

উঃ—অনর্থযুক্ত সাধক শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বাক্যের কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে অনর্থ আরও বৃদ্ধি হইবে এবং শীঘ্রই কৃষ্ণবিস্মরণক্ত ও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা শঠতা শিক্ষা করিবে। **শ্রৌত-বাণীর কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে শ্রীভক্তিদেবী ও শ্রীশ্রবণ-গুরুর নিকট অপরাধ অনিবার্য্য।**

১১। প্রঃ—অনর্থমুক্ত সাধক কি-ভাবে কি কি বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ?

উঃ—অনর্থমুক্ত সাধক অধিকারানুসারে স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট অভিলাষরহিত হইয়া কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীগুরুভক্তির মাহাত্ম্য, শ্রীনামের মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের মাহাত্ম্য, শ্রীবৈষ্ণবকৃপার মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিতে করিতে আচরণশীল হইবার চেষ্টা করিবেন। যত নির্ম্মল আচরণশীল হইবেন, যত হৃদয়ে অকপট দৈন্যের উদ্রেক হইবে, তত অনর্থ-মল বিদূরিত হইয়া নিজের মঙ্গল ও পরের মঙ্গল সাধিত হইবে। তাঁহার এই কীর্ত্তনাখ্য-সাধন-ভক্তি-যাজন প্রচার নহে, আত্ম-মঙ্গলের জন্য সাধন বা ভজন। ইহার দ্বারা শ্রীনাম-হট্টের মূল মহাজন ও শ্রীগৌরসুন্দরের আদি-আজ্ঞাবাহক প্রচারক-কুলগুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীনামহট্টের যাজন-দায়ের লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং শ্রীনামহট্টের যাজন-দায়ের কৈঙ্কর্য্যাধিকার ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়া নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

পরিচর্য্যা-পরিষৎ

সকল সাধন-ভজনের শেষ-কথা বা মূল-কথাই—পরিচর্য্যা-প্রাপ্তি। এই পরিচর্য্যা-লাভের জন্যই সাধন; সিদ্ধ বা মুক্ত হইয়াও পরিচর্য্যাই একমাত্র নিত্য কৃত্য। অনর্থ-নিবৃত্তির চেষ্টা বা মুক্তির সাধন জীবের নিত্য-বৃত্তি বা প্রয়োজন নহে; উহা আগন্তুক, সাময়িক ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার। যিনি পরিচর্য্যা-লাভ করিবেন, তাঁহার আনুষঙ্গিক-ভাবেই অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে; যিনি পরিচর্য্যায় প্রীতিযুক্ত, তিনি অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য চিন্তাযুক্ত নহেন। যাহা নিত্য প্রয়োজন, তৎপ্রতি রুচি, নিষ্ঠা ও প্রীতিই জীবের সাধন ও সাধ্য। অনর্থ-নিবৃত্তি-মাত্র-কামিগণ শ্রীভগবানের প্রিয় নহেন, তাঁহারা স্বপরার্থপর। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, কৃচ্ছ্রসাধ্য-তপস্যা, তীর্থবাস, জপ, ধ্যান, স্তব-স্তুতি-পাঠ, নির্জ্জন-ভজনাদি যাহাই কিছু করুন না কেন, নিজের স্বপরার্থের জন্যই তাহা করেন, কিন্তু স্বার্থগতি শ্রীবিভুর স্বার্থের যে তর্পণ, তাহাই পরিচর্য্যা বা সাবরণ শ্রীহরির সেবা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'র তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন, —'যুবয়ন্ত তচ্চেৎ পরিচরিতুমাদ্যাদভিনবেঃ',—এই বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরিচর্য্যা-প্রাপ্তিই শ্রীরূপানুগগণের মূল প্রয়োজন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথের অনুগত গৌড়ীয়-গণের নিকট নবধা ভক্তির মধ্যে পরিচর্য্যাই প্রধান। পরিচর্য্যার মধ্যে অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি সকলই আছে।

'পরিচর্য্যা' ও 'কর্ম্ম' এক নহে। অন্যাভিলাষ বা কোন-প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি তুচ্ছের বিনিময়ে পরিচর্য্যার যে আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই কর্ম্ম। আর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষের সহিত-ঐকতানযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সুখবিধান-কল্পে কর্ণের আকারে যে-সকল আনুকূল্যময়ী চেষ্টা, তাহাই 'পরিচর্য্যা'। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৮৩)

শ্রীহরির পরিচর্য্যার জন্য শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা নিখিল-অবস্থাতে যিনি সচেষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত।

অনর্থ-নিবৃত্তিমাত্র-কামী, জপ-ধ্যানাদি-পরায়ণ, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ জীবন্মুক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা বাহিরে কর্ম্মের আকার প্রদর্শন করিয়াও শ্রীহরির পরিচর্য্যার জন্য কর্ণের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা নিখিল-চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারাই 'জীবন্মুক্ত'। পরিচর্য্যা-পরায়ণগণ শ্রীকৃষ্ণার্থে

অখিল-চেষ্টাযুক্ত। মুক্তিমাত্র-কামিগণ অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য সাধনের অভিনয় করিয়া কেবল নিজের উদর ও নিজের জীবন লইয়া ব্যস্ত; মঠের জীবন, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবক-সম্প্রদায়ের জীবন ও তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের অনুকূলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অভিলাষানুরূপ অত্যভিলাষশূন্যা পরিচর্য্যায় তাঁহাদের রুচি নাই। তাঁহাদের বাসনা, যাঁহারা বক্তৃতা করেন, প্রবন্ধ লেখেন, পাঠ করেন বা সময়ে গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ বলিতে পারেন, তাঁহারাই অধিক উন্নত; আর পরিচর্য্যাকারিগণ কেবল বহির্মুখ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। তাঁহারা গুরুর কার্য্য যে কীর্ত্তন, তাহাতে অসমর্থ; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট বিষয় তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা কর্ম্মিবৎ। তাঁহাদের আনুগত্য করিলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা হইবে না বা ভক্তি-সাধকের কোন উন্নতি হইবে না!

পরিচর্য্যা-পরিষদের প্রতি এইরূপ মনোভাবের কারণ আমরা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে পরিচর্য্যা-পরিষদের কার্য্য কি, সে-বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতেছি।

সাধারণ ভাষায় যাহাকে 'পরিচালন-সমিতি' বা 'গভর্ণিং-বডি' প্রভৃতি বলে, তাহাকে বৈষ্ণব-পরিভাষায় "পরিচর্য্যা-পরিষৎ" বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ পরিচালন-সমিতি আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোন সভাপতিকে স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ-বিশেষকে নিয়মিত ও পরিচালিত করেন। সঙ্ঘের বিচিত্র মনোভাব ও বহুমুখী চেষ্টাকে নিয়মিত ও একমুখী করিয়া কার্য্যের সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য বিষয়ধুরন্ধরগণ এইরূপ 'সমিতি' গঠন করেন। জগতে বহু ভোক্তৃ-অভিমানকারী ব্যক্তির বহুমুখী স্বতন্ত্রতা আছে। তথায় পরিচালন-সমিতির সভাপতি, কর্ম্মকর্ত্তা ও সভ্যবৃন্দ সকলেই সেই বহুমুখী স্বতন্ত্রতার হাতে হস্তক্ষত প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি পার্থিব ফল-লাভে সচেষ্ট। পার্থিব রাজ্যে লোকের স্বার্থ ও স্বতন্ত্রতা বহুমুখী হওয়ায় নিত্য ও অখণ্ড ঐকতান সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে যিনি আচার্য্য বা মূল-পুরুষ, তিনি একায়ন-কর্ত্তা। আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাশ্রিত বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যা স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক তিনি শিক্ষা প্রদান করেন এবং সঙ্ঘের বহুকে একজনে অর্থাৎ একমাত্র শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নাম-প্রভুর পরিচর্য্যা-পথে পরিচালিত বা নিযুক্ত করেন। বহুর বিভিন্নমুখী চিত্ত-বৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া একমুখী করিবার জন্য সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম তাঁহারই কায়ব্যূহরূপে 'মন্ত্রি-সমাজ' বা 'পরিচর্য্যা-পরিষৎ' গঠন করিয়া থাকেন। এই পরিষদের সভ্যগণ অঙ্গী মূল-পুরুষের সহিত ঐকতানযুক্ত থাকিয়া অত্যভিলাষ-রহিত হইয়া পরিচর্য্যাকারিগণের বহুতা করেন। এইরূপ পরিষৎ অঙ্গীরই সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-বিশেষ। অঙ্গীর সহিত বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্র হইলে অর্থাৎ অঙ্গে কোনরূপ অত্যভিলাষের স্ফোটক প্রকাশিত হইলে তাহা অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হয়। এ-স্থানে অঙ্গীর এমনই প্রভাব যে, তথায় অত্যভিলাষযুক্ত হইয়া কোন অঙ্গই যুক্ত থাকিতে পারে না, ইহাই অঙ্গীর ঐশী শক্তি। এইজন্যই তাঁহার অনন্যোর্দ্ধত্ব বা আচার্য্যত্ব। অতএব যখন অঙ্গীর সহিত অঙ্গগণ, সম্রাটের সহিত মন্ত্রিগণ, সভাপতির সহিত সভ্যগণ ঐকতানযুক্তভাবে অবস্থান করেন, তখন অঙ্গ, মন্ত্রণাকারী বা সভ্যগণকে ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে বা স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করিলে ঐক্য-অভিমানীর ভ্রম অবশ্যম্ভাবী।

পরিচর্য্যা-পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাকে পরিচর্য্যার মূল আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ হইতে পৃথক্ ভাবিয়া সমালোচনা করিলে প্রাকৃত-দর্শন অবশ্যম্ভাবী। যে-স্থানে দেহ আত্ম-বৃত্তির আনুকূল্যকারী, তথায় দেহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করাই অপরাধ। সেই দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, যে-দেহ আত্ম-বৃত্তির আনুকূল্য বিধান করে, তাহাকেই শ্রীনরহরি প্রভু "চিদানন্দময় দেহ" বলিয়াছেন। যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করেন ও যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের ভোগ রন্ধন করেন, এই উভয়েই যদি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের সহিত ঐকতানযুক্ত থাকেন, তখন ভোগ-নিবেদনকারীর সহিত ভোগ-রন্ধন-কারীকে পৃথগ্-বুদ্ধি করিলে অর্থাৎ ভোগ-রন্ধনকারীর শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ-সেবার যোগ্যতা নাই, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ-স্পর্শনাদি করিবার অধিকার নাই, এরূপ মনে করিলে ঐরূপ মাপা-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির প্রাকৃত অপরাধই দোষী বলিয়া গৃহীত হইবে। সেখানে অত্যভিলাষহীন ও ঐকতানযুক্ত সেবোন্মুখতার বিচিত্রতার মধ্যে জড়ত্বের নাই; উন্মুখতায় ও বিমুখতায় জড়ত্বের আছে, কিন্তু এক উন্মুখতার প্রকারের সহিত আর এক প্রকার উন্মুখতার

কোন ভেদ নাই। তবে উহুপত্তার বিচিত্রতার মধ্যে যে তারতম্য, তাহা একমাত্র মহাভাগবতই নির্ণয় করিতে পারেন। মাপার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দ্বারা মাপিতে গেলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীবিগ্রহের পূজারীরী ও শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির-মার্জ্জন-কারীতে ভেদদৃষ্টিতে অপরাধ। বিষয়-বিগ্রহের অঙ্গী ও অঙ্গে ভেদ নাই। যিনি সম্প্রদায়ের সেবা করেন, তিনি শ্রীভগবানের ভক্ত-সঙ্ঘেরই সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি ভক্ত-বান্ধব। শ্রীভক্তবান্ধব শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশ করেন না, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তনাদি করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার ভক্তবান্ধবত্বাভিমানেও তৎপ্রতি যে অনাদর, তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীবৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতিই অনাদর। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্রোহ থাকিলেই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে তাঁহার ভক্ত-সমাজের সেবার নিবিঘ্নতা-সম্পাদন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভক্ত-বান্ধবের প্রতি "আশা-বৃদ্ধি" উপস্থিত হয়। ভক্তবান্ধবের ভক্ত-সেবার জন্য যে তিলে তিলে কায়মনোবাক্য-আহুতির আদর্শ, তাঁহার যে 'স্বপর-সন্ন্যাস' ('সাধুবৃত্তি'-প্রবন্ধ—শ্রীভক্তিবিনোদ) সে-দিকে 'পেচক-চক্ষুঃ' হইয়া তাঁহার কেন বেতবস্ত্র, সভা-লোকোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ, ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্রাদি থাকিবে বা তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য যন্ত্রাদি থাকিবে, যাঁহারা এইরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা নিজেরা কতটা প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, সন্ধানী আলোকের দ্বারা দেখিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অথচ ব্রহ্মচর্য্য-পালনের অভিমান, কাষায়বস্ত্র পরিধানের দর্প, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও ধর্ম্ম-তত্ত্বোপদেশ করিবার অহঙ্কার পোষণ করিয়া তাঁহারা ভক্ত-সঙ্ঘের বা ভক্তসঙ্ঘের অধিনায়ক শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীহরি-নামকীর্ত্তন নির্বিঘ্নে যাজন করিবার কতটা সুযোগ দিতেছেন, তজ্জন্য কতটা বিনিদ্র-রজনী যাপন করিয়াছেন, কতটা চিন্তা করিয়া তিলে তিলে জীবনীশক্তি আহুতি দিয়াছেন, আর যিনি অসংখ্য প্রতিবন্ধক-রাশিকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বলে দুই হস্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত পাণ্ডিত্যিক-পটুতা, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ও সমগ্র সত্তা-দ্বারা ভক্তের বান্ধবতা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার "বাহ্যে বিষয়ীর প্রায় আকার" ও অন্তরে সন্ন্যাস-নিষ্ঠার আদর্শ কোটিগুণে শ্লাঘ্য। বাহিরে নির্বিষয়ীর আকার প্রদর্শন করিয়াও বা অসংখ্য পাত্র-প্রবন্ধ-কীর্ত্তনকারীর ও বক্তার অভিনয় করিয়াও যদি ভক্ত-বান্ধবত্বাভাবের প্রতি পূর্ণাদর না থাকে, তবে কেবল মুমুক্ষুত্বাভাব অপস্বার্থপরতা ভক্ত-ভক্তিদেবীর নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়াই গণিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত ভক্ত-সঙ্ঘের সেবা করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ প্রীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহার ত্যাগের আদর্শ মুক্তিমাত্রকামী বিবিক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কোটি কোটি স্ত্রী-পুত্রাদির স্থূল পরিত্যাগের অভিনয় হইতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা সংসার-জ্বালা হইতে মুক্তি-লাভের জন্য অথবা প্রাণাজ্জাদন-সংগ্রহের সৌকর্য্যার্থে অতি অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মধ্যেও ত্যাগীর আকার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধু হইতে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবার জন্য অত্যভিলাষগীন যে আত্মনিক্ষেপ, তাহার বাহ্য পোষাকে স্থূল বিষয়-ত্যাগের আকৃতি না থাকিলেও তাহাই প্রকৃত যুক্ত-সন্ন্যাস; কারণ, সেই সন্ন্যাস শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সহিত যোগযুক্ত—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধ।

যে-সময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'ষড় গোস্বামী' শ্রীনামহট্ট, যাহা শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সমগ্র ভারত ও ভারতের বাহিরে মঠ বা ভক্তসঙ্ঘারাম-রূপে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর অভিমর্ত্য-শ্রীগৌরশক্তির কর্ণধারত্বে এবং শ্রীভক্তিসুধাকরের কর্ণপটিবন্ধের দ্বারা রক্ষিত হইলেও তাহাতে যখন কতিপয় খল ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া হরিজনার্থ আগত বহু জীবের সর্ব্বনাশ সাধন এবং পরমার্থের মধ্যে বৈষয়িক জঞ্জাল আনয়ন করিয়া সম্প্রদায়-নায়ক ও সম্প্রদায়কে উৎখাত করিবার জন্য সমবেতভাবে অসংখ্য প্রকার চক্রান্ত ও ষড়-যন্ত্রের একান্ত নির্দ্দোষ নিবিষয়গণকে আক্রমণ করিয়া বিষয়-রক্ষকতার দম্ভদৈত্যের কবলে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সময় পাঠ, বক্তৃতা প্রবন্ধ-লেখকের অভিনয়কারী দেহ-সর্ব্বস্ব হইয়া কেবল দেহ-স্নেহের চিন্তা, নিজের উদরের চিন্তাতেই অভিনিবিষ্ট ছিলাম, কর্ণধারের অযাচিত কৃপাকে 'ঝঞ্ঝাট' মনে করিয়া বন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণার্থ-বুদ্ধি-থাকার শাঠ্যই করিতেছিলাম। সেই সময় ত্যক্ত-গৃহাভিমানী ব্যক্তিগণের বিষয়-কাণ্ডের

অনিপুণতার সুযোগ লইয়া বিষয়-দুরন্তর কু-নাটোর তাণ্ডব বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; সেই-সময় যে-মহাত্মা শ্রীগৌরশক্তির স্নেহ-কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণের বাস্তবতা অর্থাৎ ভক্তগণের হরিভজনের নির্বিঘ্নতা-সম্পাদন, শ্রীশিবানন্দ সেনের ঘাটী-সমাধান, শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের নরখেলের কার্য্য, শ্রীকাশী-মিশ্র বা শ্রীতুলসী পড়িছার বাসা-সমাধানের আনুগত্য করিয়াছিলেন এবং এ-জন্যই যিনি অত্যাশ্চর্য্য-ভাবে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ 'ভক্ত-বান্ধব' নামে বিভূষিত হইয়া-ছিলেন, সেই মহাত্মার ত্যাগের আদর্শ কত বড় ! সাধারণ চক্ষুতে ইঁহাকে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তির বাস্তবতা করিতে দেখা না গেলেও, ইনি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুশীলনকারিগণের নির্ব্বিঘ্নে হরিভজনের সুযোগ দিতেছেন বলিয়া ইনি 'ভক্ত-বান্ধব'। শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা যেরূপ বড়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অর্চ্চনকারী অপেক্ষাও ভক্তের বান্ধব বড়। ভক্তের পূজাকারীই 'ভক্তত্তম', কেবল ভগবানের পূজার অভিনয়কারী 'হাম্বিক'।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের ঘাটী-সমাধান-কার্য্য বা নরখেলের কার্য্যটি ত' শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরহরিকে নাম-যজ্ঞের দ্বারা সাক্ষাদ্ আরাধনা নহে। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরকেও শ্রীস্বরূপ-রামোদরাদি ভক্তের জন্য বাসা-সমাধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যিনি সর্ব্বক্ষণ দিব্যোন্মাদে প্রমত্ত, তিনি কেন ঐরূপ বহিরঙ্গ (?) কার্য্য করিতে উদ্যত হন ? ইহারা 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্', শ্রীরূপের এই শিক্ষা এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর 'আনুকূল্যেন'—বিশেষণে তৃতীয়ারূপে ব্যাখ্যার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 'বিশেষণে' পরিভাষায় দ্বারা অবিভক্তিরূপা বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের যাহা অনুকূল, তাহাও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের সহিত অবিভিন্ন। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র মূল-শিক্ষানীতি-রূপে শ্রীরূপের এই শিক্ষাটি 'গৌড়ীয়'-পত্রের ললাটে লিখিত রাখিয়াছেন,—

"শ্রীহরি-সেবায়, যাহা অনুকূল,
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বাপর বা দর্শনার্থী ভক্তযাত্রিগণের ঘাটি-সমাধান-কার্য্যরূপ বাস্তবতাকে যদি বিষয়-কার্য্য, সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির অন্তর্গত নহে, অথবা ঘাটি-সমাধানকারীকে 'বিষয়-দুরন্তরযাত্র, হরিকথায় দুরন্তর নহেন' বিচার করা হয়, তাহা হইলে তাহে প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ অপরাধে অবশ্যম্ভাবী। ভক্ত-বাস্তবতা-গুণটি দর্শন না করিয়া ভক্ত-সেবাহীন শুষ্ক-পুথির পাঠ, কীর্ত্তনাদি মানসিক ব্যায়ামের অধিক মূল্য প্রদান করিবার অভিনয়, কেবল ভক্তের বাস্তবতার প্রতি মৎসরতা-বুদ্ধি অর্থাৎ নিজের প্রচ্ছন্ন প্রভুত্ব-কামনা ও তাহা প্রাপ্তির অভাবে মাৎসর্য্য, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য অস্বীকারের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ এবং শ্রীশ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপ-বোধের অভাব। যে-ব্যক্তি পরিচর্য্যা-পরিষদের মন্ত্রিগণকে বা মন্ত্রিগণের কাহাকেও "হরিকথা জানেন না" বলিয়া অভিযোগ করেন, যদি উক্ত মন্ত্রিগণ হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই হরিকথা-কীর্ত্তনের প্রশস্তি-গানকারীর ধৈর্য্য পরীক্ষা হয়। পরিচর্য্যা-পরিষদের প্রখ্যাত কৃতপূর্ব্ব মন্ত্রী আচার-প্রচার-পরায়ণ নিবেদিতাত্মা শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকরের শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের প্রশস্তি-গানকারী ব্যক্তিগণ কতটা হরিকথা শুনিয়াছেন, কতটা তাঁহার আদেশের আনুগত্য করিয়াছেন, তাহাও অনেকের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। অতএব 'ইনি হরিকথা জানেন না', ইহা কেবল নিয়ামকত্ব পরিহার করিবার জন্য ভক্ত-বাস্তবতা-গুণের প্রতি আমার মাৎসর্য্যের অভিব্যক্তি নহে কি ?

যাঁহার পরমহংসবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে থাকিবার দরকার নাই। শ্রীশ্রীল বংশীদাসের শ্রীপাদ-পদ্মের নখেই, তাঁহার খট্টায় তলদেশেই অসংখ্য-অসংখ্য মিশন, সঙ্ঘ বা 'সম্প্রদায়' বিরাজিত ; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিত্তবৃত্তি না হইয়াছে, সে-পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ের বন্ধুগণের দলবাজী পরিত্যাগ করিলে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীল বংশীদাস বিবিক্ত-ভজনানন্দী। আবার শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামোদরের অন্তরঙ্গ সেবকবর শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুও বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলা-প্রকটকারী। তথাপি এক মহতের তোলদণ্ড দিয়া অন্য মহৎকে মাপা যায় না। শ্রীল রঘুনাথ 'আমন্ত্র না দিলা শিষ্যায় রসের শর্পন' আর শ্রীশ্রীল বংশীদাস তাঁহার সেবকীকে রসগোল্লা, ছানা, মাখন, ঘৃতাদি আম্র আনয়ন

করিবার জন্য আদেশও করেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথ-প্রভুর তোলনদণ্ডের দ্বারা যদি শ্রীশ্রীল বংশীদাসকে মাপা যায়, তবে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীশ্রীল রঘুনাথের ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক-শ্রীতি-বাহুল্যের বৈরাগ্য-দর্শনে যেরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইত, শ্রীশ্রীল বংশীদাসের রসগোল্লা ও ছানা-মাখন-গ্রহণ-দর্শনেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তদ্রূপ পরম সুখোদয় হয়। শ্রীশ্রীল বংশীদাসের ঐ-সকল দ্রব্য-গ্রহণে যে কিরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহা আধ্যক্ষিক কিরূপে বুঝিবে? ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-প্রভুর গঙ্গা-মৃত্তিকা ও অনক তণ্ডুল-ভোজন, আর শ্রীশ্রীল বংশীদাসের রসগোল্লা ও ছানা-মাখন-ভোজনের বাহ্য রূপ লইয়া বিচার করিতে গেলে, অথবা বিবিক্ত-ভজনাভিলাষী হইয়া সুবিধা-বাদীর ন্যায় কোন বিষয়ে শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর অনুকরণ, আর কোন বিষয়ে শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজের অনুকরণ করিতে গেলে পুড়িয়া মরিতে হইবে। এ-জন্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের একান্ত অকপট আনুগত্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের কৃপা যাচ্ঞা করিতে করিতে সাধুবৃত্তির অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) জীবন যাপন করাই একমাত্র নির্বিঘ্ন পথ।

শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি-পথে চলিতে গেলে তর্ক-যুগে নানা-আকারে অনেক কণ্টক আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল কণ্টক-নিরাকরণের জন্যই সঙ্ঘ-নায়ক শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম পরিচর্য্যা-পরিষৎ প্রকট করেন। সেই পরিচর্য্যা-পরিষদের কর্ম্মসচিবের গুরুবান্ধবতা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। এই গুরুসেবা পরিচালন করিতে গিয়া সময় সময় যদি অজ্ঞাত ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটে, কিন্তু যদি তন্মধ্যে কোন অন্যাভিলাষ, দম্ভ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির অভিসন্ধি না থাকে এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত কর্ম্ম-সচিবতা সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকে, তবে শ্রীভগবান্ যেরূপ ভক্তের প্রগতির মধ্যে সামান্য স্খলনকে দোষ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই সংশোধন করেন, তদ্রূপ সঙ্ঘপতি শ্রীগুরুপাদপদ্মও পরিচর্য্যা-পরিষদের অন্যাভিলাষা-ভিসন্ধিহীন ত্রুটিকে অচিরেই সংশোধিত করিয়া দেন। কিন্তু অনুগ্রহ-নিগ্রহৈকসমর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐ কার্য্যটি অপরে গ্রহণ করিতে গেলে তন্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি বিদ্রোহ করা হয়। নিজ শ্রীগুরুদেবের হস্ত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া তৎসম্মুখে অপরকে শাসন করিতে গেলে তাহা গুরুলঙ্ঘন-কার্য্যই হইয়া থাকে। ভক্তের ভক্তিপথে অভিযানের মধ্যে—তাঁহার সদিচ্ছা-প্রণোদিত সেবা-কার্য্যের মধ্যে যে সামান্য ত্রুটি, বিচ্যুতি, তাহা লইয়া অধিক সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি যাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারা অন্তরে নিশ্চয়ই সমৎসর। নতুবা নির্ম্মৎসর সাধু-গণের সামান্য ত্রুটিকে সুবৃহৎ-রূপে দর্শন করিবার তাহাদের প্রবৃত্তি হয় কেন? কমলা-লেবু সর্ব্ববিধ রোগের সুপথ্য ও সুখাদ্য; এইরূপ সুখাদ্য অত্যধিক পেষণের দ্বারা তিক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা সুস্বাদু রসাস্বাদন ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কমলা-লেবুকে অত্যধিক পেষণ করেন না; সেইরূপ ভক্তের অন্যাভিলাষহীন সেবা-কার্য্যে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির অত্যধিক সমালোচনা করিলে তাহাও তিক্তপ্রতিম হয়। কিন্তু 'সর্ব্বাদর-লক্ষণ ভক্তগুণ ও ভক্ত-আত্মাত্ম-জ্ঞান'-রূপ সতর্কতার সহিত ভক্তি-রস পান করিলে সেই সুপথ্য-সেবনে সমস্ত ব্যাধির আকর-নিবৃত্তি হইতে পারে। সুকোমল কমলা-লেবুকে অধিক পেষণ করিয়া তিক্ত করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রসাস্বাদন অর্থাৎ গুরু-বান্ধবতা-গুণ-দর্শনের প্রবৃত্তির কৃষ্টি-সাধন করুন। তবেই সুস্বাদু সেবারস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

বলিতে কি, ইং ১৯১৮ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘকাল প্রচার-কার্য্যের ইতিহাসের মধ্যে মিশন-পরিচালন-ব্যাপারে শ্রীভক্ত-বান্ধবের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পার্থিব বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতামাত্র গুণ দেখিয়া অল্প-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীহীন ব্যক্তিকেও যে পদবী দান করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যাভিলাষাভিসন্ধি ও বাণিজ্য-বুদ্ধি প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা ফুনাটো পরিণত হইল; ভক্তের বান্ধবতার পরিবর্ত্তে ভক্তের শত্রুতায় পরিণত হইল। কিন্তু অল্প-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীযুক্ত সুদক্ষ, কর্ম্মঠ, সুযোগ্য নয়কোবিদ ভক্ত-বান্ধবকে সম্প্রদায়ের সার্ব্বকালিক-সেবার অন্যাভিলাষহীন সেবক-রূপে প্রাপ্ত হইলে তিনি যে কত আনন্দিত হইতেন এবং এখনও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গুরুবর্গ যে কত আনন্দিত হইতেছেন, সেই-দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল ত্রুটি-বিচ্যুতির

অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি—ভক্ত-বান্ধবতা-বৃত্তির প্রতি আক্রমণ-মাত্র। ভক্তের প্রতি বন্ধুত্বকে আক্রমণ করিলে—সজ্জনের প্রতি মৈত্রীকে আক্রমণ করিলে বৈষ্ণবতার মূলকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয়।

অন্যাভিলাষযুক্ত কুনাট্যের তাণ্ডবে ও ভক্ত-বান্ধবের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাহীন যোগযুক্ত-চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, একদিন কুনাট্যের তাণ্ডবকেও সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সর্ব্বত্রই গুরুবর্গের বাণীকে পরিবর্ত্তনশীল মনে করিলে আমরাই বঞ্চিত হইব। 'নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সীমা কর আশ',—এই মহাজনোক্তি বেদবৎ সত্য। যিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত পূর্ণভাবে যোগযুক্ত হইয়া অন্যাভিলাষ-শূন্য আনুকূল্যময় শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ অনেক সময় সেবকাভিমানীকে ঐ-সকল বস্তুর দ্বারা পরীক্ষা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে সত্য-সত্যই অমায়ায় কৃপা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন-দিনই পরিচর্য্যাকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি তুচ্ছের বিনিময়ে বিক্রয় করেন নাই; তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শাসনকেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রভুত্ব ও স্ব-স্ব শিষ্যত্বের কৃপা-নিদর্শনরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় তাঁহার পরিচর্য্যার অভিনয়কারীর প্রবল উৎসাহ ও কর্ম্ম-দক্ষতাকে শুদ্ধ-ভক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং দুই হস্তে রাশি রাশি প্রতিষ্ঠা ও প্রণামী ঠেলিয়া দিয়াছেন এবং আরও কেন অধিক পরিমাণে ঐ-সকল আত্মসাৎ করিতেছে না, তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মহা-পুরুষের এই লীলাভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যাভিলাষাভিসন্ধি-রহিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনোন্মুখ হইলেই ধারণা করা সম্ভব হয়। কোন স্থানে ঈশ্বর বস্তুকে শাসন করিয়া তাঁহার শ্রেয়োবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত এবং শাসিত শিষ্যও শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিতে আগ্রহান্বিত, আবার কোন স্থানে ঈশ্বর ভক্তের সেবা-বৃত্তির অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পর্ব্বত-পরিমাণ শ্রেয়ঃ প্রদান ও ঐরূপ প্রদান-কার্য্যে অতৃপ্ত-লীলা প্রদর্শন করেন। একদিন বৈকুণ্ঠরাজ শ্রীযম শ্রীনচিকেতাকে এইরূপ-ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনচিকেতাঃ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান আচার্য্য-লীলায় শ্রেয়োলাভের অনুকূলে সেবকের প্রতি যে নির্ম্মম শাসন এবং তৎসত্ত্বেও সেবকের পরিচর্য্যার জন্য প্রচেষ্টা, তাহাতে অন্যাভিলাষাভিসন্ধির বীজাণু-সমূহ স্বতঃই নিরাকৃত হইবার সুযোগ আছে। ঈশ্বর বা নিয়ামকের কঠোর শাসন ও মর্ম্মভেদিনী বাণী-সমূহ জগতের অনর্থমলকে যেরূপ নিষ্কাশিত করিয়া প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছুর হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও শিষ্যত্বের উপযোগী করে, অন্যরূপ আর কিছুতেই হয় না। অবশ্য এই সুফলপ্রাপ্তি একান্ত মঙ্গললাভেচ্ছুরই হইয়া থাকে। ইহাতে অন্যাভিলাষীর কাপট্য-নাট্যের ছদ্মবেশ উন্মুক্ত হয় এবং তাহার হৃদয়ের মাৎসর্য্যাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যে-স্থানে এইরূপ সুকঠোর শাসন ও মর্ম্মচ্ছেদিনী বাণীর কষাঘাত-সত্ত্বেও শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যার জন্য, ভক্তের সেবার জন্য চিত্তের স্বাভাবিকী প্রগতি প্রকাশিত হয়, তথায়ই ভক্ত-বান্ধবতা-গুণের অকৃত্রিমত্ব পরীক্ষিত হইতে পারে।

ভক্ত-বান্ধবত্বের মধ্যে আত্ম-প্রভুত্বের পিপাসা আসিতে পারে না। সঙ্ঘের সেবার নামে পূর্ব্বে যে কুনাট্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কাষ্ঠের কলীবরের ন্যায় একটি 'লোকদেখান' বিরাট্‌রূপে দণ্ডায়মান করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব-প্রচার ও স্বীয় অপস্বার্থ-সাধনেরই চিত্ত-বৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কখন কখনও বা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে ছত্রধরী গাভীরূপে দণ্ডায়মান করিয়া নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার দোহন ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধকালে 'শিখণ্ডি-নীতি' অবলম্বন করিবার যত্ন করা হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি এইরূপ 'মিছা ভক্তি'কেই গুরুপ্রাচুর্য্য-নামে প্রচার ও তদ্দ্বারা কোমল-শ্রদ্ধগণের সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে-স্থানে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে এইরূপ-ভাবে নিষ্ক্রিয় করিবার চেষ্টা, তথায় সঙ্ঘের পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবদ্ভক্তি এই অবশ্যম্ভাবিনী পতনোন্মুখতার ভাবী পরিণাম জানিয়াও শ্রীভগবদিচ্ছায় কোন কোন সময় শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ-ধ্বংসের লীলানুকরণে আপনাকে নিষ্ক্রিয়বৎ রক্ষা করেন। ইহার 'কেন', জীবের সসীম-বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করা অসম্ভব ও নিরর্থক।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সঙ্ঘরূপ শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্রের কেন্দ্র বা হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। হৃৎপিণ্ড হইতে সমস্ত ক্ষুদ্র-প্রত্যঙ্গে,

বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চারিত হয়। হৃদয়ই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবনীশক্তির সরবরাহক। রক্ত হৃদয়ে আসিয়া পরিশুদ্ধ হয় এবং সেই মূল-স্থান হইতে তাহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়, ইহাই শরীর-বিজ্ঞানের সত্য। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে বা মস্তিষ্কে কোন পীড়া হইলেও মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও সঞ্চালন করিতে পারে; কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষণকালও বন্ধ হইলে মনুষ্য বা প্রাণী বাঁচিতে পারে না। জাগ্রৎ বা নিদ্রিত বা যে-কোনও অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচল একই ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সঙ্ঘের বা সম্প্রদায়ের হৃদয় বা মূল-স্থান। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংযোগ থাকিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ সতেজঃ ও সুস্থ থাকিতে পারে, কোনও অঙ্গ কোনভাবে দূষিত হইলেও অচিরে বিশুদ্ধ শোণিতের সঞ্চারে শুদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

পরিচর্য্যা-পরিষৎ সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়রূপ অঙ্গের হৃদয়রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিরাময়ত্বের সুষ্ঠুতা-প্রকাশার্থ অর্থাৎ যাহাতে সঙ্ঘরূপ অঙ্গের সমস্ত জীবকোষে হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ শোণিতরূপ-জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পরিচর্য্যা-পরিষদের কার্য্যে বাধা প্রদান করিলে অঙ্গকে জীবনীশক্তি-রহিত অর্থাৎ সাম্মুখ্য-লাভের প্রতি বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তিই প্রমাণিত হয়।

যে পরিচর্য্যা-পরিষৎ হৃদয়রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত ঐকান্তনযুক্ত, সেই পরিষদের সভ্যগণ সুস্থ অর্থাৎ নিত্য সেবোন্মুখ থাকিয়া অচিরেই ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ প্রয়োজন লাভ করিতে পারেন—ইহা একথায় সত্য। পরিচর্য্যা-পরিষৎ হৃদয়রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যোগযুক্ত কি-না, ইহা দেখিবার ভার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ন্যস্ত হইতে পারে না। রক্ত-সঞ্চালনহীন অসার অঙ্গ বা মস্তিষ্ক ইহা পরীক্ষা করিতে গেলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বলিষ্ঠ হৃদয়ের এমনই প্রভাব যে, যে-কোন অঙ্গ তাঁহার সহিত বিযুক্ত থাকিবে, অমনিই সেই অঙ্গ অসার ও নিরর্থক হইয়া যাইবে। অতএব হৃদয়ের কার্য্য হৃদয়ই করিবে; তজ্জন্য অঙ্গবিশেষের 'মাথা ঘামাইবা'র প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন অঙ্গ কেবল তাঁহার স্বাভাবিক সংস্থানানুযায়ী আত্ম-নিক্ষেপ করিলেই তাহাতে যথাক্রমে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত থাকিবে। ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যেমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা বা উপশিরা সরাসরি-ভাবে হৃদয়ের সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ পরিচর্য্যা-পরিষদের ব্যবস্থিত স্বাভাবিক ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়াও হৃদয় হইতে শক্তি লাভ করা যায় না। হৃদয় ক্রমবিধি-অনুসারেই শক্তি-সঞ্চার-কার্য্য করে।

পরিচর্য্যা-পরিষৎ সর্ব্বদাই আপনাদিগকে পরিচর্য্যাপর কিঙ্কর বলিয়াই অভিমান করেন। 'পরিচর্য্যা' ও 'প্রভুত্ব' দুইটি পৃথগ্-ব্যাপার। তবে পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে প্রভুত্বের আকার, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই দাস্য। তাহাতে হৃদয়ে দাম্ভিকতা বা প্রভুত্বাভিমানের লেশগন্ধও নাই। সমৎসর হইলে এই বিষয়টি ধারণা করা যায় না, আবার প্রভুত্ব-কামনা থাকিলেও পরিচর্য্যা-বৃত্তি থাকে না। অতএব পরিচর্য্যা-পরিষদের কার্য্যই ভক্ত ও ভগবানের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হৃদয়ের জীবনীশক্তি-লাভে সর্ব্ববিধ সুযোগ দান করিয়া অঙ্গীর সর্ব্বতোমুখী পরিচর্য্যা করা—ইহাই 'ভক্ত-বান্ধবতা'।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

ইতঃপূর্ব্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা গৌড়ীয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে খড়্গপুরে শুভ-বিজয়ের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। খড়্গপুরে শ্রীপদার্পণ করিবার পর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বিচলন-সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে,—

"শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ খড়্গপুরে অবতরণ করিয়া সেবকগণকে বংশীবটের অনুসন্ধান করিতে বলেন। খড়্গপুর-ষ্টেশনের সম্মুখেই একটী বট-বৃক্ষ ছিল। তথায় তাঁবু খাটান হইয়াছিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে দুই দিবস কিছু গ্রহণ করেন নাই। তিনি এক রাত্রি উক্ত

বটবৃক্ষের নিম্নে অবস্থান করেন এবং তৎপর দিবস গোমো-প্যাসেঞ্জারে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে শুভ-বিজয় করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার কিছুক্ষণ পরেই দুইখানা গরুর গাড়ী আনিবার জন্য কৃপাদেশ করেন। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক গোমো-প্যাসেঞ্জারে যাইবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও তিনি গরুর গাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার জন্যই পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর একখানা হিন্দু ও হিন্দু গাড়োয়ানের একখানা গরুর গাড়ী করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পথে চলিতে চলিতে মেদিনীপুর-সহরস্থ নূতন-বাজারে 'উপেন্দ্র-মাইতি'-রোডের নিকটবর্ত্তী এক বটবৃক্ষের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় চারি দিবস অবস্থান করেন। গো-যানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ "গোয়ালিয়ালাল" গ্রামে একরাত্রি যাপন করেন। পর-দিবস প্রাতে গো-যানে "লালগড়" গ্রামে আগমন করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ তথায় কোন ষ্টেশন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজী মহারাজ ট্রেণ-যোগে রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় গোমো-ষ্টেশনে আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে অবস্থান করেন। পরদিন দিল্লী মেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ দুইজন সেবকসহ অপরাহ্নে প্রায় ১। ঘটিকার সময় শ্রীগয়াধামে শুভ-পদার্পণ করেন। তিনি গয়া-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই শ্রীশ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম-মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তথায় তিনি ফল্গু-নদীর তীরে বালুকার উপরে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করেন। ২।৩ দিন পর তথা হইতে তিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবনাভিমুখে শুভ-বিজয় করিবার ইচ্ছা করেন। স্থানীয় সজ্জনগণ ফল্গু-নদীর তটস্থ উন্মুক্ত ধর্ম্মশালার বারান্দায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় সময়—"যে-দেশে নিতাই নাই, সেই দেশে নাহি যাই, নিতাই বিরোধী জনের মুখ না হেরিব"—এইরূপ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে সমস্ত দিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজ পরমানন্দচিত্তে অবস্থান করেন। শ্রীগয়াধামবাসী কএকজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন,—"আপনি গয়াধামে পিণ্ড প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন,—"গয়াসুর কোথা হইতে আসিল?" ইহা শুনিয়া পাণ্ডারা গয়াসুরের জন্ম-বৃত্তান্ত-সমূহ শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বর্ণন করিলেন। পুনরায় তাঁহারা বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে শ্রীসীতাদেবী এখানে মহারাজ শ্রীদশরথকে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনিও পিণ্ড দান করুন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"লোক দান-ধর্ম্ম ক'রে বৈতরণী পার হইয়া কোথায় যায়? আমি ত' গাড়ীতে পার হই। আমাকে বেদ-বিধির বাহির করিয়া রাখিয়াছে। আমি কি করিব? আমি বেদের কায করছি না, বিধির কায করছি না; আমি কি করিয়া মাতাপিতাকে পিণ্ড দান করিব? (শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং শ্রীবিগ্রহগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন) এগুলা আমাকে করিতে দেয় না। দেখি এখন কি হয়।" তৎপর পাণ্ডারা বলিলেন,—"আপনার ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই করুন।" ইহা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"ভক্তবৎসল হরি! ভক্তবৎসল হরি।"

কিছুক্ষণ পরে একজন মল্ল তাহার নিজ গলার 'হনুমান-যন্ত্র' (লাল) বাহির করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে অতি নিকটে রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা! আপনি এই যন্ত্রটী নিজ-হাতে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দিন্, যাহাতে শ্রীহনুমান্‌জী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।" বাবাজী মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিতে থাকেন,—"এখানে আশীর্ব্বাদ বাহির করতে আসিয়াছে। এটা নে, কি জন্য এখানে ফেলিয়াছিস্।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি নিজ হস্তে যন্ত্রটী তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ সময় সময় বলিতেন,—"পুরীতে পাণ্ডা, এখানেও পাণ্ডা, হরিনাম নাই, (শ্রীগোপালের দিকে হাত দেখাইয়া) আমি কিছু জানি না, এখন পাণ্ডাদের সঙ্গে বুঝা-শুনা কর। বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমার হাতের জল কে খাবে? গয়ানাথের বাড়ী-ঘর নাই, কাশীনাথেরও নাই।" তিনি "নিতাইপদ-কমল"—এই গীতিটী প্রায় প্রত্যেক দিনই কীর্ত্তন করেন। গীতিটী কীর্ত্তন করিবার কালে "নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে" পদটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"ব্রজে যাওয়ার কথা হইতেছে, যাওয়া হ'বে কিনা বলিতে পারি না।"

সঙ্ঘ-সন্দেশ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-উৎসব

গত ১৯শে ভাদ্র, ৪ই সেপ্টেম্বর, রবিবার শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং সমস্ত শাখামঠে শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মঠবাসী ভক্তগণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রম করেন এবং শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সংকীর্ত্তন-মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' হইতে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীগুরুপূজা-দিবস 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে "বন্দে গুরূন্" শ্লোকটী একটী মহতী সভায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাবৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা-'গৌড়ীয়' বৈষ্ণব-সভায় দিবসদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ'-গ্রন্থ সমস্ত দিবস পারায়ণ হয়। শ্রীগুরুপূজা-দিবস অপরাহ্ণে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ উচ্চ-সংকীর্ত্তন-মুখে কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীনাম বিতরণ করেন। সমবেত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমঠে শ্রীমহাপ্রসাদে বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠ ও সেবকগণ হইতে টেলিগ্রামে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে বহু শ্রদ্ধাঞ্জলি পাওয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে আমরা তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-পূজা

শ্রীশ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও সমস্ত শাখামঠে সংকীর্ত্তন-উপবাস-মুখে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই পালন করিয়া থাকেন। সেইদিন 'রাওলে' ও 'শ্রীবৃষভানুপুরে' শ্রীশ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর জন্ম-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের আনুগত্যে সেই দিবস শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত "শ্রীরাধাষ্টক"-পদ্যানুবাদ-পদ্ধতি ও শ্রীরূপ-প্রভুর শ্রীরাধার 'জয়'-স্তুতি-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চাধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে সমস্ত শুদ্ধভক্তিমঠে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব'-পারায়ণ এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীনাটমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীভক্তি-বিনোদ-চরিত-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়। অপরাহ্ণে বহু কাঙ্গালকে মহাপ্রসাদ এবং সমস্ত দিবস শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামরজঃ-প্রাপ্তি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুক-কৃপাকটাক্ষ-প্রাপ্তা ঢাকা-নিবাসিনী এক বৃদ্ধা শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পূর্ব্বে সর্ব্ব-নিবেদিতাত্মা হইয়া আত্ম-নিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধামমায়াপুরের শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় আশ্রয় লাভ করেন। এই বৃদ্ধা কোথায়ও পরিচারিকার কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার সরলতা, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে ও শ্রীহরিকথায় নিষ্ঠা দেখিলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহের শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্তা দাসী "দুখীর" শ্রীপাদপদ্মের দাস্যাভিলাষিণী কোন সেবিকা বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার এই সরলতা ও নিষ্ঠা পতিতপাবন শ্রীশ্রীআচার্য্য-বিগ্রহের দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাই বাহ্য-দৃষ্টিতে তিনি আপাতিক সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্-রহিত হইলেও শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা-সম্পদে বিভূষিত হইয়া শ্রীগৌর-গৃহে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। গত ১১ই ভাদ্র (১৩৫০) শনিবার অমোদশী তিথিতে বেলা প্রায় ১০৪ ঘটিকার সময় ইনি সজ্ঞানে শ্রীযোগপীঠে বৈষ্ণবগণের সম্মুখে শ্রীধামরজঃ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার প্রায় ১ বৎসর ১৫ দিবস পূর্ব্বে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীযোগপীঠে পরমপূজনীয়া শ্রীবৃড়িমাতা-ঠাকুরাণীও অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্র-রাজ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচর্য্যা-পরিষদের (গভর্ণিং-বডির) সেবোদ্যোগে ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অখিল লোক-মঙ্গলের জন্য ঊর্জ্জব্রত-(নিয়মসেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও নগরে শ্রীনাম বিতরণ হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি— ৫ই আশ্বিন (১৩৫০), ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৩)

শ্রীহরিজন-কিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, শুক্রবার—শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ; ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর, রবিবার—পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস ; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুত্রয়ের তিরোভাব ; ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, বুধবার—শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুর তিরোভাব ; ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, সোমবার—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ; ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—বহুলাষ্টমী, শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রাকট্যোৎসব ; ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, শুক্রবার—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ; ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর, রবিবার—রমা একাদশীর উপবাস ; ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, শুক্রবার—শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব ; ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর, শনিবার—শ্রীরসিকানন্দদেবের আবির্ভাব ; ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর, রবিবার—শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব ; ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, শুক্রবার—গোষ্টাষ্টমী ও গোপাষ্টমী ; শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব ; ২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর, শনিবার—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোভাব ; ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, সোমবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব ; উত্থানৈকাদশীর উপবাস ; ২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—শ্রীকৃষ্ণগুপ্ত গোস্বামীর তিরোভাব ; ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর, শুক্রবার—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব, মহোৎসব-পূর্ণাহুতি।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অতি অবশ্য কৃপা-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থান-সমূহ সংশোধন-পূর্ব্বক 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন।

১ম-২য় সংখ্যা—৮ম পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভের ২১ পঙ্‌ক্তিতে 'মঙ্গলময়ী' স্থানে 'মঙ্গলময়' হইবে।

১৬শ পৃষ্ঠায় 'সঙ্ঘ-সন্দেশে'র ১ম স্তম্ভের ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'ঔড়ুলোমী' স্থানে 'ঔড়ুলোমি' হইবে।

৩য়-৪র্থ সংখ্যা—৩৮ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভের ২০ পঙ্‌ক্তিতে 'গোষ্ঠানন্দী' স্থানে 'গোষ্ঠ্যানন্দী' হইবে।

৪১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩য় পঙ্‌ক্তিতে 'বদ্ধ জীবের পক্ষে' বাক্যের পূর্ব্বে 'বৈমুখ্যপোষণেচ্ছু' ছাড় পড়িয়াছে, সুতরাং উহা বসিবে।

৪৪ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভের ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'ঔড়ুলোমী' স্থলে 'ঔড়ুলোমি' হইবে।

৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা—১ম পৃষ্ঠা (৪৫ পৃষ্ঠা), ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'হে কলিযুগপাবনাবতারিন্' স্থানে 'হে কলিযুগপাবনাবতারিন্' হইবে।

৪৭ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২৩-২৬ পঙ্‌ক্তির বাক্যটি প্রুফলিপিকারের লিপি-প্রমাদ এবং লেখকের প্রুফ-সংশোধনের সুযোগ না হওয়ায় একটু বিপর্য্যস্ত-ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ বাক্যটি এইরূপ তাৎপর্য্য-সূচক হইবে—"তাঁহার সেই মর্ম্মভেদিনী বাণী যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে, হয় তাঁহাকে নিজ ভাগ্যদোষে শ্রীভক্তিদেবীর বিরোধী হইতে হইবে, না হয় তাঁহাকে শ্রীভক্তিদেবীর আনুগত্য করিতেই হইবে। ঐখানে ব্যক্তিগত কোন প্রসঙ্গ নাই। 'ভক্তি-বিমুখ' ও 'ভক্ত্যমুখ' 'ভক্তি-প্রতিকূল' ও 'ভক্ত্যনুকূল' হওয়াই তাৎপর্য্য।"

"শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা" (৭ম-৮ষ্ঠ সংখ্যা) 'গৌড়ীয়ে'র "তব নিজ-জন, কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি" শীর্ষক প্রবন্ধ 'মেকআপ্'এর সময় একটী গ্যালী ভুলক্রমে বাদ পড়ায় ৫২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের পরে নিম্নলিখিত কএকটী অনুচ্ছেদ বাদ পড়িয়াছে। উহা উক্ত পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইবে,—

"হে 'স্বানন্দাবাদামন্দিন্' শ্রীগৌরসুন্দর! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া তোমার লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের নিত্য অনুশীলন-বিষয়ে আমার ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণাকে নির্ম্মূলিত করিয়াছ। মহাজনগণ রহস্য-লীলা-কথাই অনধিকারীর নিকট কীর্ত্তন ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তির তাহা শ্রবণ-বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু, তোমার ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা ও তোমার মাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-স্বরূপের যে-সকল লীলাবিক্রম জীবের চিত্তকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া উহাকে সরস ও প্রীতিযুক্ত করে, সেই সকল লীলাকথা-শ্রবণই জীবের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম,—ইহা তোমার নিজ-জন বিশেষভাবে শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইতে জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদি শ্রীবাসুদেবের লীলা-বর্ণনাদিতে রুচি উৎপাদিত না হয়, তবে বর্ণ শুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলেও উহা কেবল শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

হে 'সর্ব্বসুখাপ্রয়' শ্রীগৌরসুন্দর! তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া তুমি নবধা-ভক্তি-যাজনের মূল-রহস্যটী জ্ঞাপন করিয়াছ। "কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"—এই উক্তি আমি অনেক বারই মুখস্থ করিয়াছি, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কোটি জন্ম অনুশীলনের অভিনয় করিয়াও কেন প্রেমভক্তি-ফল-লাভ হইতে বঞ্চিত আছি, তাহা তোমার নিজ-জন কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়া না দিলে আমার দুর্দ্দৈব কিছুতেই বিনষ্ট হইত না। "তদর্থমেবেহমন্ ইতি ভাবিতা" অর্থাৎ নবলক্ষণা ভক্তি "তোমারই জন্য" এইরূপ চিন্তিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা সার্থক হয়। নবধা ভক্তি-যাজন আমার বর্ণার্থ-কাম-মোক্ষলাভের ন্যায় ব্যক্তিগত অপস্বার্থযুক্ত কার্য্য নহে, ইহা "তোমার কার্য্য"। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শ্রীশ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন—এই বিচারে করিলেই তাহা কৃষ্ণ-প্রীতি-ফল প্রদান করে।

হে 'শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-প্রাণনাথ'! তুমি তোমার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া নির্ভর মায়ামুক্তী-ভৈক্ষ্য ও অপ্রাকৃত শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ভক্ত্যনুকূল জীবন-ধারণের যাহাত্ম্য

বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছ। বিষয়ীর কুপুত্র হইয়া, তাহার 'চালা-চালাই' উপর নির্ভর করিয়া, অথবা বিষয়ীর প্রদত্ত মূল-দ্রব্যাদি-গ্রহণ, কিংবা বিষয়ীর ন্যায়ে, অর্থে প্রতিপালিত হইয়া যাহারা নিজদিগকে 'বিরক্ত' বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের বৃত্তি 'বেশ্যার আচারের' ন্যায় ; তাহা কখনও মহাপ্রভুর প্রীতি-বিধান করে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুলী হইতে তণ্ডুল, শ্রীশ্রীধরের শ্রীমোৎপন্ন খোর-কলা-মোচা, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল রঘুনাথদাসের কুলী হইতে পর্য্যুষিত দৌত শুষ্ক মহাপ্রসাদান্ন পরমপ্রীতির সহিত ভোজন করেন। তোমার সেই শিক্ষা তোমার নিজ-জন বিশেষ-ভাবে সঙ্ঘের মধ্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীনামহট্টের 'ঝাড়ুদার' বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন, আর শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর আপনাকে 'শ্রীবাসের মজুর' অভিমান করিয়া শ্রীবাসের ক্ষেত্র-কর্ষণ, আগাছা-উৎপাটন প্রভৃতি করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিজে আচরণ করিয়া শ্রীগৌড়-মণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলে শ্রীমাধুকরী-ভিক্ষার কুলী বহন এবং শ্রীমাধ্যোৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা শ্রীবাসেশ্বর তোমার ও তোমার প্রকাশ-বিগ্রহগণের সেবা তথা শ্রীলীলা-শক্তির কৃপাকণ সর্ব্ব-জীবকে বিতরণার্থ শ্রীবাসের 'মজুরে'র লীলা করিয়াছেন।

হে 'কীর্ত্তনপ্রচার-প্রবর্ত্তক' শ্রীগৌরসুন্দর। তোমার নিজ-জনকে পাঠাইয়া কীর্ত্তন ও প্রচারের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহা তুমি বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিয়াছ। পূর্ব্বে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অন্যাভিলাষী আমি নিজেকে বক্তা, লেখক, পাঠক মনে করিয়া "ভক্তিভক্তি-প্রচারক" বলিয়া দাবী করিতাম এবং প্রচার-প্রসঙ্গের মধ্যে নিজের নাম মুদ্রিত হইল কিনা, সেই আশায় থাকিতাম। কিন্তু সরাগ-বক্তা, সরাগ-লেখক, সরাগ-পাঠক, সরাগ-পাঠক কখনও প্রচারক-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না, তোমার কৃপাশক্তি-বিশেষের দ্বারা সঞ্চারিত না হইলে কেহই প্রচার করিতে পারেন না। আবার অনর্থযুক্ত সরাগ-বক্তা প্রচারক নহেন, বলিয়া তিনি জগতের একমাত্র কর্ণ-সুখকর কীর্ত্তনরূপ ভজনে অনধিকারী, তাহাও নহেন। কীর্ত্তন-অধিকার-ভেদে সকলকেই করিতে হইবে, ইহা তোমার নিজ-জন বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

হে 'ভক্তবৎসলেশ্বর মহাপ্রভো'! বহির্ম্মুখজনের ইন্দ্রিয়-তোষণরূপ চাটুকারিতা ও মানদ-ধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তোমার নিজ-জন শিক্ষা দিয়াছেন। তোমার আশীর্ব্বাদ—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ও চাটুকারিতা এক নহে। তোমার আশীর্ব্বাদ-লাভের ফল এই যে, তাহাতে জীবের 'সর্ব্বনাশ' ও 'তোমাতে মতি' হয়। বিষয়-সমৃদ্ধি ও বহির্ম্মুখ বিষয়ে রুচি তোমার আশীর্ব্বাদের ফল নহে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গাশীর্ব্বাদের নামে আমি যে-সকল 'সার্টিফিকেট্' সংগ্রহ করিয়া আমার কু-বিষয়-চেষ্টা-সমর্থনের রক্ষা-কবচরূপে ধারণ করিতেছিলাম, তাহা তোমার নিজ-জন সর্ব্বতোভাবে উন্মূলিত করিয়া দিয়াছেন। যিনি 'সর্ব্বনাশে'র জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করিবেন, তাঁহার সেই বাস্তব জীবনই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র। 'শ্রীবাস-প্রচারিণী সভা'র কার্য্যকরতার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা-ভক্ত-সংগ্রহের জন্য যে পিপাসা, তাহা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-বরণের অভিলাষ নহে। 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধি প্রভৃতিও প্রাকৃত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষিগণের কাম্য উপাধি-বিশেষ নহে। অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য থাকিলেই 'ভক্তিশাস্ত্রী' হওয়া যায় না। অথচ নিরক্ষর, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষহীন সেবকের হৃদয়ে সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে ; তিনিই প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রি-পদবাচ্য। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা-চরিতার্থ করিবার জন্য 'ভক্তিশাস্ত্রী'-উপাধি লাভের প্রয়ত্ন 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষার অনধিকার জ্ঞাপন করে, ইহা তোমার নিজ-জনের শিক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫০ ; ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩ | ১১শ-১৪শ সংখ্যা

শ্রীদ্রবিড়ায়ায়

'আম্নায়'-শব্দের অর্থ বেদ—"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্যুক্তিভেতি বিরুদ্ধতাঃ।" ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিসমূহকে 'আম্নায়' বলে। মহাপুরুষ বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতে 'আম্নায়' বা 'বেদ' নিঃসৃত হইয়াছে,—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

মহাপুরুষের (মহাবিষ্ণুর) নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান—সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। 'ইতিহাস'-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। 'পুরাণ'-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-বিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণসমূহ। 'উপনিষৎ'-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি শ্রুতি বা উপনিষৎ। 'শ্লোক'-শব্দে ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুভাদি ছন্দোগ্রন্থ। 'সূত্র'-শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য-কৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। 'অনুব্যাখ্যান'-শব্দে সেই সূত্র-সম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়'-শব্দে কথিত। আম্নায়-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ।

তামিল ভাষায় 'বেনবা', 'আগুগম্' (সংস্কৃত 'স্তবক'), 'আশিরিয়ম্' প্রভৃতি তামিল ছন্দে (ছন্দঃ=তুয়ৈ, বিকীর্ত্তম্), রচিত প্রায় চারি সহস্র গাথাত্মক 'নাল্-আয়িরম্ দিব্য-প্রবন্ধম্' (নাল্=চারি, আয়িরম্=সহস্র, পিরবন্ধম্=প্রবন্ধম্) বা 'চতুঃসহস্র দিব্যপ্রবন্ধ' গ্রন্থে দ্বাদশজন আল্বার্ (অকর্মক ক্রিয়া আড্=নিমজ্জিত হওয়া; আল্বার্ বা

* Tamil Lexicon, Vols. I—VI ; published by the University of Madras, 1926-36.

আড়্বার্ = শ্রীভগবৎপ্রেমে নিমজ্জিত) যা দিব্য-হরি-রচিত প্রবন্ধ আছে। শ্রীদিব্য-প্রবন্ধের ঐ সকল প্রবন্ধের নাম, রচয়িতৃগণের নাম ও গাথার সংখ্যা ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রথম খণ্ডের নাম—'মুদল্-আয়িরম্' (বা প্রথম সহস্র) :—

(১) তিরু-প্-পল্লাণ্ডু (তিরু = শ্রী, পল্ = বহু, আণ্ডু = বৎসর। গাথার প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে।)
—পেরিয় আল্বার্ ১২

(২) তিরু-মোড়ি (মোড়ি = পবিত্র-বাণী বা উপদেশ)
—পেরিয়-আল্বার্ ৪৬১

(৩) তিরু-প্-পাবৈ (পাবৈ = ব্রত। শ্রীব্রত)
—আণ্ডাল্ ৩০

(৪) নাচ্চিয়র্ তিরু-মোড়ি (নাচ্চিয়র্ = শ্রীভগবানের মহিষী)
—আণ্ডাল্

(৫) পেরুমাল্ তিরু-মোড়ি (পেরুমাল্ = রাজা বা সম্রাট্, সম্মানসূচক উপাধি)
—শ্রীকুলশেখর পেরুমাল্

(৬) তিরু-চ্-চন্দ-বিরুত্তম্ (শ্রীচন্দ্র বৃত্তম্)
—তিরুমড়িশৈ আল্বার্

(৭) তিরু-মালৈ (শ্রীমালিকা)
—তোণ্ডর্-অড়ি-প্-পোড়ি আল্বার্ ৪৫

(৮) তিরু-প্-পল্লি-য়্-এড়ুচ্চি (পল্লি = শয্যা, নিদ্রা; এড়ুচ্চি = উত্থান। শ্রীবৈষ্ণব-প্রাবোধিকী-স্তব)
—তোণ্ডর্-অড়ি-প্-পোড়ি আল্বার্ ১০

(৯) অমলন্ আদি-পিরান্ (অমলন = অমল; পিরান্ = উপকারক)
—তিরু-প্-পাণ্ আল্বার্ ১০

(১০) কণি-মুণ্-শিরু-ত্-তাম্ব (কণি = প্রন্থি; মুণ্ = সূক্ষ্ম; শিরু = ছোট, ক্ষুদ্র; তাম্ব = বন্ধ। গাথার প্রথম শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে।)
—শ্রীমধুরকবিগল্ আল্বার্ ১১

প্রথম খণ্ডের গাথার সংখ্যা— ৯৪৭

দ্বিতীয় খণ্ড :—

(১) পৈরিয় তিরুমোড়ি (পেরিয় = বৃহৎ)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্

(২) তিরু-কুরুন্-দাণ্ডকম্ (বা 'দাণ্ডহম্')
(কুরুন্ = ক্ষুদ্র, দাণ্ডকম্ = 'দণ্ডক'-ছন্দঃ)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্ ২০

(৩) তিরু-নেড়ুন্-দাণ্ডকম্ (নেড়ু = দীর্ঘ)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্ ৩০

দ্বিতীয় খণ্ডের গাথার সংখ্যা— ১১৩৪

তৃতীয় খণ্ডের নাম 'ইয়র্-পা' (সুর-সহযোগে গেয় গাথা) :—

(১) মুদল্ তিরু-ব্-অন্তাদি (প্রথম শ্রী-অন্তাদি)
—পোয়-ইৈ (বা পোয়্গৈ) আল্বার্ ১০০

(২) ইরণ্ডাম্ তিরু-ব্-অন্তাদি (দ্বিতীয় শ্রী-অন্তাদি; ইরণ্ডু = দুই)
—পে আল্বার্

(৩) মুণ্ড্রাম্ তিরু-ব্-অন্তাদি (তৃতীয় শ্রী-অন্তাদি); মূণ্ড্রু = তিন)
—পূদত্তাল্বার্ (বা ভূতত্তাল্বার্) ১০০

(৪) নান্-মুখন্ তিরু-ব্-অন্তাদি (নাল্ = চারি। চতুর্মুখ শ্রী-অন্তাদি)
—তিরুমড়িশৈ আল্বার্ ৯৬

(৫) তিরু-বিরুত্তম্ (শ্রীবৃত্তম্)
—মন্মাল্বার্ ১০০

(৬) তিরু-ব্-আশিরিয়ম্ (শ্রীআশিরিয়-প্-পা ছন্দঃ)
—মন্মাল্বার্ ৭

(৭) পেরিয় তিরু-ব্-অন্তাদি (বৃহৎ শ্রী-অন্তাদি)
—মন্মাল্বার্ ৮৭

(৮) তিরু-ব্-এড়ু-ক্-কূটি-ক্কৈ (এড়ু = সাত; কূটি-ক্কৈ = সংস্কৃত 'বন্ধ'-সমূহের ন্যায় এক-প্রকার দুরূহ চিত্র-কাব্য)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্

(৯) শিরিয় তিরু-মড়ল্ (শিরিয় = ক্ষুদ্র; মড়ল্ = কলি-বেণ্বা-ছন্দে রচিত পদ্য)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্ ১

(১০) পৈরিয় তিরু-মড়ল্ (পেরিয় = বৃহৎ)
—তিরু-মঙ্গই আল্বার্ ১

তৃতীয় খণ্ডের গাথার সংখ্যা— ৫৯৩

চতুর্থ খণ্ড :—

(১) তিরু-ম঴িশৈ-পোড়ি (মাধ্-যোড়ি=সত্তাধারী ; বেদ)

—মন্তাল্বার্ ১১০২

উপরি-লিখিত বিবরণানুসারে তামিল দিব্যপ্রবন্ধের চারি খণ্ডের সমগ্র গাথার সংখ্যা হয়—৩৭৭৬। কিন্তু তিরুমঙ্গই আল্বার্-রচিত 'পিরিয় তিরুমড়ল্' ও 'পেরিয় তিরুমড়ল্'-নামক দুইটি প্রবন্ধের গাথার সংখ্যা-বিষয়ে মতভেদ আছে। তামিল ছন্দঃশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'মড়ল্'-কবিতায় একটির অধিক গাথা থাকিতে পারে না। কিন্তু এই নিয়ম অনুসরণ করিলে মোট গাথার সংখ্যা ৪০০০ হয় না বলিয়া পূর্বীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বড়গলই শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কবিতার্কিকসিংহ শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকাচার্য্য তৎকর্ত্তৃক তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্রিত 'মণিপ্রবাল' ভাষায় রচিত 'দেশিক-প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থের উনবিংশ পর্য্যায়ে অষ্টাদশ-গাথাত্মক 'প্রবন্ধ-সারম্'-নামক কবিতায় আল্বার্-গণের নাম, তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধ ও গাথার সংখ্যা উল্লেখ করিয়া পরিশেষে শ্রীরামানুজ-শিষ্যপ্রবর শ্রীকুরেশাচার্য্য বা শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রের (তামিল নাম—কুরত্তাল্বান্) শিষ্য তিরু-ব্-অরঙ্গত্তু অমুদন্-আর্ বা শ্রীরঙ্গম্-বাসী অমুদন্ রচিত অষ্টোত্তরশত-গাথাত্মক 'রামানুজ নূট্রন্দাদি' বা শ্রীরামানুজ-স্তুতিকে তামিল দিব্যপ্রবন্ধের অন্তর্গত-রূপে ধরিয়া এবং 'পিরিয় তিরুমড়ল্' ও 'পেরিয় তিরুমড়লে'র যথাস্থানে বিরাম-চিহ্ন সন্নিবেশ-পূর্ব্বক উহাদিগকে যথাক্রমে ৪০ ও ৭৮ গাথাত্মক ধরিয়া দিব্যপ্রবন্ধের সমগ্র গাথার সংখ্যা ৪০০০ (৩৭৭৬+৪০+৭৮+১০৮=৪০০০) করিয়াছেন। আপ্পিলই আচারিয়ার্ 'রামানুজ-নূট্রন্দাদি'কে দিব্যপ্রবন্ধের অন্তর্গত করেন নাই। 'পিরিয় তিরুমড়ল্' ও 'পেরিয়-তিরুমড়ল্' প্রবন্ধদ্বয়ে যথাক্রমে ১৪৫ ও ২৯৭ চরণ থাকায় প্রতি দুই চরণে একটি গাথা গণনা করিয়া তিনি উহাদিগকে যথাক্রমে ৭২½ ও ১৪৮½ গাথাত্মক বলিয়া ধরিয়া দিব্যপ্রবন্ধের সমগ্র গাথার সংখ্যাকে ৪০০০ (৩৭৭৬+৭২½+১৪৮½=৪০০০) করিয়াছেন। কিন্তু কাঞ্চীর প্রসিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব পণ্ডিত অরঙ্গরাচার্য্য মহাশয় তৎসম্পাদিত 'পিরিয় তিরুমড়ল্' ও 'পেরিয় তিরুমড়ল্' গ্রন্থদ্বয়ের উপোদ্ঘাতে শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য-রচিত ৭৪-পদ্যাত্মক 'শ্রীগুরিরাজসপ্ততি', ১০০৮-পদ্যাত্মক 'শ্রীপাদুকা-সহস্র' প্রভৃতি গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রন্থের নাম 'চতুঃসহস্র-দিব্যপ্রবন্ধ' হইলেও তাহাতে চারি-সহস্রের অধিক বা কম গাথা থাকিলে তাহা দোষাবহ নহে।

তামিল 'চতুঃসহস্র দিব্যপ্রবন্ধে' আল্বারগণের রচিত প্রবন্ধ-সমূহ কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয় নাই। সুতরাং তাহা হইতে আল্বারগণের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য তাঁহার 'প্রবন্ধসারম্' গ্রন্থে আল্বারগণের নিম্নলিখিত ক্রম স্বীকার করিয়াছেন।

তামিল নাম	সংস্কৃত নাম
(১) পোয্গৈ বা পোয্গৈ আল্বার্	শ্রীকাঞ্চীপুর-যোগী, সরো-যোগী
(২) পুদত্তাল্বার্ বা ভূতত্তাল্বার্	শ্রীভূতযোগী
(৩) পে আল্বার্	শ্রীমহদ্‌যোগী, মহার্ণ, জ্ঞানযোগী
(৪) তিরুমড়িশৈ আল্বার্	শ্রীভক্তিসার
(৫) মন্তাল্বার্ (নম্-আল্বার্ ; নম্=আমাদের), মারণ্	শ্রীশঠকোপ (শঠারি, শঠজিৎ), পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ
(৬) মধুরকবিগল্ আল্বার্	শ্রীমধুরকবি
(৭) শ্রীকুলশেখর পেরুমাল্	শ্রীকুলশেখর
(৮) পেরিয় আল্বার্	শ্রীবিষ্ণুচিত্ত, ভট্টনাথ, মহার্ণ
(৯) আণ্ডাল্	শ্রীগোদাদেবী, শ্রীরঙ্গ-নায়িকা
(১০) তোণ্ডর্-অড়ি-প্-পোড়ি আল্বার্	শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, বিপ্র-নারায়ণ
(১১) তিরু-প্-পাণ্ আল্বার্	শ্রীমুনিবাহন, যোগিবাহন, কবীশ্বর, পাণ
(১২) তিরুমঙ্গই আল্বার্, আরিনাড়ন্	শ্রীচতুর্কবি, পরকাল, পরাঙ্কুশ, কলিজিৎ, কলিবৈরী, নীল

মন্তাল্বার্ বা শ্রীশঠকোপপুরিপাদ-রচিত 'তিরু-বিরুত্তম্' (শ্রীবৃত্ত), 'তিরু-ব্-আশিরিয়ম্' (শ্রীআশিরিয়াখ্য ছন্দঃ), 'পেরিয় তিরু-ব্-অন্দাদি' (বৃহৎশ্রী-অন্তাদি) ও 'তিরু-

'নায়্‌যোড়ি' (শ্রীসহস্রগীতি) নামক তামিল চতুঃসহস্র দিব্য-প্রবন্ধের অন্তর্গত চারিটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও সামবেদের অর্থ অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নির্ণয়ুঃ শঠজিদ্‌বক্ত্রাৎ ত এবার্থাস্ততোঽনঘ।
চতুঃপ্রবন্ধরূপেণ বেদা ইব চতুর্মুখাৎ ॥
তত্রচতুর্ণাং বেদানাং সারার্থং সম্যগেব হি।
উদ্ধৃত্য বিদধে সম্যক্ প্রবন্ধাংশ্চতুরঃ ক্রমাৎ ॥
ঋগ্বেদার্থং সমুদ্ধৃত্য প্রবন্ধং বিদধে তদা।
শ্রীবৃত্তাখ্যং শঠারাতিঃ শতগাথা-বিরাজিতম্ ॥
যজুর্বেদার্থমাদায় চক্রে তামিড়ভাষয়া।
অনির্য্যাখ্যং প্রবন্ধং চ সপ্তগাথা-বিরাজিতম্ ॥
অথাথর্বাগমার্থেন তঃ মহান্তাদিনামকম্।
প্রবন্ধং লোকরক্ষার্থং শঠারিরকরোন্মুনিঃ।
তত্র সঙ্কীর্ত্তিতা গাথাস্তাঃ সপ্তাশীতি-সংখ্যকাঃ ॥
সামবেদার্থ-সারেণ প্রবন্ধশ্চরমো মহান্।
সহস্রগীতি-নামানং সর্বলোকহিতায় চ।
বিদায় কারি-তনুজঃ সর্বং জগদপালয়ৎ ॥
গাথাঃ সহস্রং দ্বিশতত্রয়াশ্চাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ।

(শ্রীমদনন্তাচার্য্য-সূরি-কৃত-প্রপন্নামৃতম্ ১০৪।৩৮-৪৫)

মন্নাল্‌বায়্‌ বা শ্রীশঠকোপসূরিপাদ-রচিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'তিরুবায়্‌মোড়ি' বা 'সহস্র-গীতি'ই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। 'সহস্রগীতি' দশটি শতকে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শতক দশটি দশকে (তামিল নাম—'পত্তু') বিভক্ত। এক একটি দশকের গাথা-সমূহ এক একটি ছন্দে রচিত। প্রত্যেক দশকে দশটি করিয়া গাথা এবং শ্রীকৃষ্ণকা-পুরী-শঠকোপ-রচিত শ্রাবিড়-প্রবন্ধ-পঠনের ফলশ্রুতি-বর্ণনাত্মক একটি গাথা—মোট এই একাদশটি গাথা আছে। কেবল দ্বিতীয় শতকের সপ্তম দশকে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের স্তবাত্মক দ্বাদশটি গাথা ও ফলশ্রুতি-বর্ণনাত্মক একটি গাথা—মোট এই ত্রয়োদশটি গাথা এতদ্ব্যতিরিক্ত-স্থল। ইহাতেই 'তিরুবায়্‌মোড়ি'র মোট গাথার সংখ্যা ১১০২ হইয়াছে। এই সকল গাথা-রচনায় একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক দশকেই একটি গাথা যে অক্ষর, বর্ণ, শব্দ বা বাক্যাংশে শেষ হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী গাথা ঠিক তাহা-দ্বারাই আরম্ভ করা হইয়াছে। তামিল ছন্দঃ-শাস্ত্রে ইহাকে 'অন্তাদি' বলে। শ্রীশঠকোপ-সূরি-পাদ সহস্রগীতির ১।৪।১১, ২।৮।১১, ৪।৩।১১, ৫।৪।১১, ৫।১০।১১, ৮।২।১১, ১০।১০।১১ প্রভৃতি গাথায় স্বয়ংই এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তাদির উদাহরণ প্রদর্শন-কল্পে নিম্নে মূল 'তিরুবায়্‌মোড়ি' হইতে কয়েকটি গাথার আধুনিক তামিল উচ্চারণানুযায়ী রোমান্ অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration) প্রদত্ত হইল। *

'সহস্র-গীতি'র সর্বশেষ গাথা যে শব্দে শেষ হইয়াছে, উহার সর্বপ্রথম গাথাও সেই শব্দে আরম্ভ হইয়াছে।

Pan—Mudirnda Kurinji,

Talam—Ezottu

Kamas Ragam, Adi talam.

Uyar vara uyar nalamudalyavan
yavanavan
Mayar vara madinalam arullinan
yavanavan
Ayar varum amararhal adipadi
yavanavan
Tuyararu sudaradi tozudez en
manane.

(*Tiruvay-mozi 1. 1. 1.*)

* পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীপাদ রাঘব-চৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রভু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ তিরুবরাণমুদম্ তিরুবেঙ্কটেশবন্ বিদ্যয়াধবন্ D. Phil. (Oxford) মহাশয়ের সাহায্যে।

Pan— Pañcamam, Tālam —Ezottu

Kalyāṇi Rāgam, Ada tālam.

Avāvara-c-cūz ariyal ayanai aranai

alatri

Avāvaṭru vidu petra kuruhur-c-

cadahopan sonna

Avavilandadihal al lvai ayiramum

mudinda

Avavilandadi ippattu arindar

pirandar uyarnde.

(*10. 10. 11*).

শ্রীগোবর্দ্ধন-রঙ্গাচার্য্য-সূরি-কৃত সংস্কৃত-গদ্যানুবাদ :—

'উচ্ছ্রায়শূন্যমুজ্জ্বলজ্ঞানব্যাপ্তঃ সোঽজ্ঞান-নিবৃত্তিমত্যাদিবদং প্রত্যবান্ যঃ স বিশ্বতিশূন্যামরাধিপতিস্তস্য দুঃখনিবর্ত্তক-তেজশ্চরণাশ্রিতা বর্দ্ধত ইয়ম্। (১১।১) অভিনিবেশ-নিবৃত্তি-সংশ্লিষ্টম্ চরিমঞ্চ চরমাকুতাভিনিবেশনিবৃত্তিং সন্ত্। মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তা কুরুকাপুরী-শঠকোপেনোক্তমভি-নিবেশরূপাস্তাস্তেভদপবং জ্ঞানঞ্চ উৎপন্না এবোচ্ছ্রায়-বন্ধঃ। (১০।১০।১১)'

শ্রীমদনন্তাচার্য্য-প্রণীত 'শ্রীগুরুপরম্পরামৃত' গ্রন্থের ১০৭-তম অধ্যায়ে শ্রীমদ্বিড়াপ্পায়ের প্রাকট্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্নাথমুনি যখন বহুতীর্থাদি-পরিভ্রমণের পরে স্বীয় আবির্ভাব-স্থান বীরনারায়ণপুরে শ্রীরাজগোপালদেবের সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন পশ্চিম-দেশীয় শ্রীবৈষ্ণব অভিষিক্ত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কাবিমাহাত্ম্য বা শ্রীশঠকোপ-কৃত শ্রীমান্‌পাবি-বিষয়ক দশটি গাথা * গান করিতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সমগ্র প্রবন্ধের পারায়ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা শ্রীমন্নাথমুনিকে জানাইলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে ঐ অংশটুকুই তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাঁহারা কোথায়ও দর্শন করেন নাই। উক্ত স্তোত্রের উপসংহারে ('সহস্র-গীতি' ৪।৮।১১) 'ইহা সহস্র গাথার মধ্যে দশ গাথা'—এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্নাথমুনি সমগ্র প্রবন্ধ আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে ঐ স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া কুম্ভকোণে (বা কুম্ভঘোণে, তামিল নাম—'তিরুক্কুড়ন্দৈ') গমন করিলেন। শ্রীমন্নাথমুনি যোগের দ্বারা কুম্ভকোণস্থ 'অতৃপ্তামৃত' বা 'অপর্য্যাপ্তামৃত' নামক বিষ্ণুর আরাধনা করিলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তাম্রপর্ণী-নদী-তীরস্থ কুরুকানগরীতে যাইয়া তাঁহার ভক্ত সহস্র-গীতি-রচয়িতা শ্রীশঠকোপের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমন্নাথমুনি কুরুকানগরীতে যাইয়া চিঞ্চা (তেঁতুল)-বৃক্ষ মূলে শ্রীশঠকোপ ও তচ্ছিষ্য শ্রীমধুরকবির শ্রীমূর্ত্তি এবং শ্রীমধুরকবির শিষ্য শ্রীপরাঙ্কুশ-দাসকে দর্শন করিলেন। শ্রীশঠারি-সূক্তিপুস্তক-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপরাঙ্কুশ-দাস তাঁহাকে বলিলেন যে, 'পূর্ব্বে সহস্র-গীতি-পাঠ-মাত্রেই সকলে নিষ্পাপ ও মুক্ত হইয়া সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিতে থাকিলে অন্য লোকসকল এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই মুক্ত হয়, মনে করিয়া উহাকে তাম্রপর্ণী-নদীতে নিক্ষেপ করে। দৈবক্রমে শ্রীমান্‌পাবি-বিষয়ক দশপদ্যাত্মক একটি পত্র নদীর প্রবাহ হইতে উদ্ধার করা হয়; 'সহস্র-গীতি'র মধ্যে ঐ দশটি গাথাই বর্ত্তমানে জগতে প্রকটিত।' তৎপর শ্রীপরাঙ্কুশ-দাসের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্নাথমুনি শ্রীশঠকোপের অর্চা-বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমধুর-কবি-কৃত একাদশ-গাথাত্মক শ্রীশঠকোপ স্তুতি (কণ্ণি-নুণ্-শিরু-ত্তাম্বু)

* এই দশটি গাথা 'তিরুবায়্‌মোড়ি'র পঞ্চম শতকের অষ্টম দশকে আছে। 'আরা-বমুদে' (আরা = অতৃপ্তি-দায়ক ; অমুদন্ = অমৃত) এই সম্বোধন পদের সহিত উক্ত দশকটি আরম্ভ হইয়াছে। এই দশকটিতে শ্রীশঠকোপ কুম্ভকোণস্থ 'অতৃপ্তামৃত' বা 'অপর্য্যাপ্তামৃত' নামক ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-সহস্রবার জপ করিলে শ্রীশঠজিৎ প্রসন্ন হইয়া 'সহস্র-গীতি'-প্রমুখ প্রবন্ধ নিজরাপমুনিকে উপদেশ করিলেন। শ্রীনরাপমুনি কিছুকাল শ্রীশঠারিদেবা-নিরত থাকিয়া তৎ-সমীপে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে কুম্ভকোণ হইয়া বীরনারায়ণ-পুরে পুনরাবর্তন করিলেন।

বেদ-পাঠের আদিতে ও অন্তে যেরূপ 'প্রণব' উচ্চারণ করা হয়, তদ্রূপ শ্রীদ্রবিড়োপনিষদ্ পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীবৈষ্ণবগণ প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুচিত্ত আলবার্-রচিত 'তিরু-প্-পল্লাণ্ডু' ('শ্রীবল্লভস্তবঃ' বা 'শ্রীবল্লভাশাসনঃ')-নামক দ্বাদশ-গাথাত্মক স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে তিরু-মঙ্গই আল্বার্-রচিত ছয়টি প্রবন্ধ বেদের শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গের ন্যায় তামিল বেদের ষড়ঙ্গ-স্বরূপ। তিরু-মঙ্গই আল্বার শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে শ্রীদ্রবিড়োপনিষদের পঠনের জন্য 'অধ্যয়ন-উৎসবে'র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তামিল মার্গশীর্ষ মাসের (বাংলা পৌষ মাসের) পূর্ব্বপক্ষ একাদশীর দশদিন পূর্ব্বে অধ্যয়ন-উৎসব আরম্ভ হইয়া একুশ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া পূর্ণিমা একাদশীর দশদিন পরে সমাপ্ত হয়। ('শ্রীগণপ্রামৃত' ১০২তম অধ্যায়)। শ্রীযামুনমুনি তাঁহার দুইজন ভাগিনেয়ের দ্বারা 'সহস্রগীতি'তে বেদের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর-যুক্ত করাইয়া সুর-তান-লয়-সহযোগে শ্রীবিগ্রহের সমীপে নিয়মিত-ভাবে গান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ('শ্রীগণপ্রামৃত' ১০৭তম অধ্যায়)। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে 'সহস্র-গীতি' পাঠ করেন, তামিল ভাষায় তাঁহাদিগকে 'আড়াইয়ার' বলা হয়।

দক্ষিণ-দেশীয় পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ 'ঈশ্বর-সংহিতা'য় 'দ্রাবিড়ী বা দ্রামিড়ী শ্রুতি'র নিম্নলিখিত পাঠের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় একাদশ শতাব্দীতে শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার 'আগম-প্রামাণ্য' গ্রন্থে 'ঈশ্বর-সংহিতা' হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শ্রীঅগস্ত্যমুনির দশসহস্র-বর্ষব্যাপী তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান ও সম্বোধন করিয়া দ্রাবিড় বেদের মহিমা স্বয়ং যেরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীগণপ্রামৃতে'র 'দ্রাবিড়ায়ামৃতৈভব' নামক ত্রিসপ্ততি-তম অধ্যায় হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণি বিষ্ণুলোকনিবাসিনাম্ সুরাণাম্।
লোকেঽবতারয়িষ্যামি দ্রাবিড়ে কলশোদ্ভব॥
তাম্রপর্ণী-নদী-তীরে কুরুকানগরে বরে।
সহস্রকোঽহং ভবিষ্যামি নেতুং দ্রাবিড়তাং শ্রুতিম্॥
ময়া যদংশৈঃ সর্বৈর্দশভির্দ্রাবিড়োত্তমৈঃ।
চতুর্ভিঃ সহস্রাণি প্রবন্ধানাং ভবিষ্যতি॥
ক্রিয়ন্তেঽখিলবেদার্থা দিব্যদ্রাবিড়ভাষয়া।
তেষু দিব্য প্রবন্ধেষু দ্রাবিড়েষু বরোত্তম॥
যস্য কস্য ভবেদ্ ভক্তিঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
সহস্রগীতিমপ্যেতাং শঠকোপেন যা কৃতা।
তস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
সহস্রগীতিকা দিব্যা দ্রাবিড়ী ব্রহ্ম-সংহিতা।
যস্য কস্য মুনেঃ সম্যক্ শরীরে বার্দ্ধকেঽপি বা।
তস্য তদ্দর্শনাদেব পাপান্যাশু ত্যজেন্ মুক্তিভাক্॥
সহস্রগীতিপঠনাৎ সন্তুষ্টোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
অতঃ কলিযুগে ব্রহ্মন্ সা গীতিঃ প্রচরিষ্যতি॥
তেন সর্বে চ মনুজাঃ প্রবন্ধাধ্যয়নেন তে।
অগস্ত্যাশ্ত গমিষ্যন্তি মল্লোকং নাত্র সংশয়ঃ॥

* * *

চতুর্বেদধরো বিপ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঘনার্থৈকরতো বাপি মন্ত্রব্যাকরণকোবিদঃ॥
অধীনিষ্বাদিগণকঃ চরমোপায়বেদ্যপি।
দিব্যপ্রবন্ধতাৎপর্য্যজ্ঞো ন ভবিষ্যতি॥
বেদবেদান্তশাস্ত্রার্থসারজ্ঞোঽপি তত্ত্ব হি।
দিব্যপ্রবন্ধহীনস্তু বৈষ্ণবত্বং ন লভ্যতে॥
জাতকর্মাদিসংস্কারৈর্দ্বিজন্মা চাগ্রজন্মনঃ।
যথা ভবতি লোকেঽস্মিন্ বেদাধ্যয়নেন চ॥
দ্রাবিড়ায়ামপঠনৈঃ সংস্কারৈঃ পঞ্চভির্মুনে।
আচার্য্যসেবয়া তত্ত্ব বৈষ্ণবত্বং ভবিষ্যতি॥
অতো দ্রাবিড়বেদাস্তু ন ত্যক্তব্যাঃ কদাচন।
নাস্তি নিঃশ্রেয়সং বৎস সত্যমেতদ্ ময়োদিতম্॥

(শ্রীগণপ্রামৃতম্ ৭৩।৪-১০, ১৬-২১)

'দ্রবিড়বেদপ্রমাণম্' গ্রন্থে (Triennial Catal. of Skt. Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol. III, Pt. I. Sanskrit D, R No. 2464, P. 3440-1) বিভিন্ন পুরাণ, আগম প্রভৃতি

গ্রন্থ হইতে শ্রীদ্রবিড়াম্নায়ের মাহাত্ম্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত হইল।

যস্য দ্রবিড়বেদার্থ-জ্ঞাতা স পুরুষঃ স্বতঃ।
দানপাত্রং চ সংপূজ্যো বিশেষাচ্ছ মুমুক্ষুভিঃ॥
যস্য দ্রবিড়বেদার্থ-জ্ঞাতা তস্য পরায়ণম্।
সংকালয়িত্বা পাদাম্বু পেয়ং মোক্ষফলার্থিভিঃ॥
যস্য দ্রবিড়বেদার্থ-জ্ঞাতারং প্রণমেদ্রবঃ।
ন বহুনপি বর্ষাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

পরমেশ্বর-সংহিতায়াম্—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাস্তোঽথ সম্ভবঃ।
অধীতদ্রাবিড়ায়ায়ঃ পূজ্যো নিত্যং ন সংশয়ঃ॥

আদিত্য-পুরাণে—

যশাখাধ্যয়নং কৃত্বা বৈষ্ণবো দ্রবিড়শ্রুতিম্।
অনধীত্য ভ্রমং যাতৈর্নরঃ করোতি স দুর্মতিঃ॥
শ্রাদ্ধ-ভোজনকালেষু স্বশাখা দ্রবিড়শ্রুতিঃ।
পঠনীয়া দ্বিজৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ পিতৃমুদে ক্রমম্।

ব্রহ্ম-বৈবর্তে—

দ্রবিড়োপনিষদ্গানাপ্তন্ধেনাষ্টাক্ষরেণ বা।
সংহতেন চ বা কার্যাং দেবতারাধনং দ্বিজ॥

বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে 'দ্রাবিড়ায়ায়-প্রমাণ-সংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

পাণ্ড্য-দেশে তিনেভেলি জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর তীরে শ্রীনগরী বা কুরুকা-নগরী (তিরুকুরুহুর, আলবার্-তিরুনগরী) অবস্থিত। প্রাচীনকালে এইস্থানে একটি শূদ্রবংশ বাস করিতেন। এই বংশে শ্রীবিষ্ণুভিনাথের নামে একজন পরম বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুভিনাথের পুত্র পর্ণবন্ধুঃ (ভার্গব-পুরাণের উত্তরখণ্ডের বিবরণানুসারে 'বলধারী'), তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র অচ্যুত (ভার্গব-পুরাণে—'রক্তধামা'), তৎপুত্র পাটল-লোচন, তৎপুত্র দুঃ-কারি (ভার্গবপুরাণে—'সংকারী') ও তৎপুত্র কারি। কারি পাণ্ড্যরাজের সভায় উচ্চ রাজকার্য্য করিতেন। কেরল-দেশের অন্তর্গত তিরুবল্লপরিশারম্ নগর-বাসী এক বৈষ্ণবের 'নাথ-নাহিকা'-('উডৈআনঙ্গই') নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেখান হইতে স্বদেশে ফিরিবার পথে কারি কুরঙ্গ-নগরীতে উপস্থিত হইয়া কুরঙ্গ-পুর্ণ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলে 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শীঘ্রই তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন'—এইরূপ প্রত্যাদেশ পাইলেন। কিছুকাল পরে কলিযুগের প্রথম বৎসরের ৪৩ দিন গত হইলে (৩১০২ পূর্ব-পূর্বাব্দে) 'প্রমাদী' (কোন মতে 'বহুধান্য') সংবৎসরে, বৈশাখ-মাসের শুক্লচতুর্দশী-তিথিতে, শুক্রবারে, কর্কট-লগ্নে, তুলারাশি ও বিশাখা-নক্ষত্রে শ্রীনারায়ণের বৈষ্ণবী-সেনার অধিনায়ক শ্রীবিষ্বক্সেনের অবতার-রূপে এক মহাপুরুষ শ্রীনগরীতে আবির্ভূত হইলেন। সূতিকা-গৃহে শিশুকে মাতৃস্তন্য প্রদান করিলে শিশুরূপী মহাপুরুষ তাহা গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। শিশুকে মলমূত্রাদি-রহিত, রোদনাদি-বিহীন ও দিব্য-তেজোময়মূর্ত্তিধর দেখিতে পাইয়া মাতা ও পিতা তাঁহাকে তাম্রপর্ণী নদীর দক্ষিণ-তীরে শঙ্খচক্রধর রমানাথ ভগবান্ শ্রীআদিনাথের * শ্রীমন্দিরের সমীপস্থ তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষের মূলদেশে স্বর্ণ-দোলায় রাখিয়া ও তাঁহার 'মারণ্' এই নামকরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কথিত হয় যে, শ্রীমদনন্তদেবই শ্রীবিষ্বক্সেনের সেবা করিবার জন্য চিকাতত্ত্বরূপে শ্রীকুরুকা-পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ষোল বৎসর যাবৎ এই মহাপুরুষ মূকবৎ ও অন্ধবৎ থাকিবার অভিনয় করিয়া কোনও খাদ্যাদি গ্রহণ না করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশের তিনেভেলি-জেলার অন্তর্গত তিরুক্কোড়ুর্ (বা তিরুক্কোভেলুর) নগরে সামশাখাধ্যায়ী পুষ্পমিথ-ব্রাহ্মণ শ্রীনারায়ণের আবেশ ও শ্রীবিষ্বক্সেনের গণাধ্যক্ষ শ্রীসুমুখ-নামক ভগবৎ-পার্ষদের অবতার-রূপে দ্বাপর-যুগের আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার আট শত আটাত্তর বৎসর গত হইলে 'বিক্রম' সংবৎসরে চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষে কন্যারাশি চিত্রা-নক্ষত্রে শ্রীমধুরকবি আবির্ভূত হন। শ্রীমধুরকবি তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় উপনীত হন। একদিন রাত্রিকালে শ্রীসরযূ-নদীতে স্নান করিবার সময় শ্রীমধুর-কবি দক্ষিণ-দিকে দিব্য ও অলৌকিক তেজঃ দেখিতে পাইয়া দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া কুরুকা-নগরীতে তিন্তিড়ী-বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট শ্রীশঠকোপকে দেখিতে পাইলেন।

---

* শ্রীশঠকোপ 'সহস্রগীতি'র পঞ্চম-শতকের পঞ্চম-দশকে শ্রীকুরুঙ্গনগর-পুরের এবং ৪।১০।১-২ ও ৪।৩।১ গাথায় শ্রীআদিনাথের (তামিল 'আদি-পিরান') স্তুতি করিয়াছেন।

তাঁহাকে অন্তরে ও বহিরে দেখিয়া শ্রীমধুর-কবি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তিনি তাহা দর্শন করিলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিলেন। ইহাই শ্রীশঠকোপের প্রথম সংলাপ। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমধুর-কবি তৎক্ষণাৎ শ্রীশঠকোপের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীশঠকোপ প্রসন্ন হইয়া চারি বেদের অর্থ অবলম্বন করিয়া চারিটি প্রবন্ধ শ্রীমধুর-কবিকে উপদেশ করিলেন। এইরূপে পঁয়ত্রিশ বৎসর ভূমণ্ডলে অবস্থান করিয়া পঞ্চত্রিংশৎ কলাব্দে শ্রীশঠকোপ অর্চিরাদি-মার্গে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীভগবানের চরণ-যুগে লীন হইলেন। অদ্যাপি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদুকা 'শ্রীশঠকোপন্' এই নামে প্রসিদ্ধ। 'সহস্রগীতি'র ৪।৮।১১ ও ৬।১০।১০ গাথায় ইহার ইঙ্গিত আছে।

শ্রীশঠকোপের বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের পর শ্রীমধুর-কবি কুরুকা-নগরীতে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পাণ্ড্যদেশের 'মদুরা' (দক্ষিণ মথুরা)-নগরী-স্থিত 'কদন্' নামক এক নাস্তিক কবি ও তাহার তিনশত শিষ্যকে পরাজিত করিয়া শ্রীশঠকোপ-সূরিপাদকে 'দ্রাবিড়ামায়ণের' বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি 'কণ্ড্রিনুন্-সিরু তাম্বু' (প্রথিমৎ-সূক্ষ্ম-ত্রস্ত-রজ্জু-দলকম্) নামক একাদশ গাথাত্মক তামিল কবিতা রচনা করিয়া গুরুদেব শ্রীশঠকোপের স্তুতি করিয়াছেন। শ্রীশঠকোপের বৈকুণ্ঠ বিজয়ের পর পঞ্চাশ বৎসরকাল শ্রীমধুর-কবি জগতে প্রকট ছিলেন।

নম্মাল্বারকে সজ্জনমাত্রই 'আমাদের প্রভু, গুরু'—এইরূপ বোধ করিতেন, অথবা ভগবান শ্রীনারায়ণকে প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিষ্ণুর দ্বারা 'আমার নিজ-জন'—এইরূপ আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার জগতের যাবতীয় ব্যক্তিগণের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম—'কারি মারেন্' অর্থাৎ কারির পুত্র 'মার'। তিনি সজ্জনগণের বান্ধব হইলেও ভক্তদ্বেষী শঠের প্রতি কোপযুক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি 'শঠকোপ', 'শঠারি', 'শঠরিপু', 'শঠরিৎ', 'শঠশত্রু' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। যেরূপ হস্তী তীক্ষ্ণদন্ত অন্যকে ভয়ঙ্কর, সেইরূপ অসৎ-সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ 'নম্মাল্বার'কে ভয় করিত; তাই তাঁহার অপর নাম 'শ্রীপরাঙ্কুশ'। মহাবিষ্ণু আদিনাথ নিজ-কণ্ঠদেশ হইতে বকুল-পুষ্পের মালা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশঠকোপের আর এক নাম—'শ্রীবকুলাভরণ'। শ্রীশঠকোপ প্রভুকে এইরূপ বন্দনা করা হয়,—

বকুলাভরণং বন্দে জগদাভরণং মুনিম্।
যঃ প্রত্যেকস্তরং ভাগং চক্রে দ্রাবিড়ভাষয়া॥
বকুলালঙ্কৃতং শ্রীমচ্ছঠকোপ-পদদ্বয়ম্।
অস্মৎকুলধনং ভোগ্যমস্তু মে মূর্দ্ধি দৃঢ়ম্॥
আদৌ কলের্হি কৃতকাপুরি পাণ্ড্যদেশে
বৈশাখমাসি মধুরা-নল্-ভেদ্যশাস্ত্রাম্।
সেনাপতেঃ পদজ-কারি-গৃহেঽবতীর্ণং
শ্রীশাস্পদং শঠরিপুং শরণং প্রপদ্যে॥
বৈশাখে তু বিশাখায়াং কৃতকাপুরী-কারিষম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে॥

(শ্রীপ্রপন্নামৃতম্ ১০।৩।৫, ৫৭, ৫৮)

মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryতে প্রতিবাদি-ভয়ঙ্করাব্দস্থ ও শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য-শিষ্য শ্রীবেঙ্কটেশ, বাধূল-গোত্রীয় শ্রীবরদদেশিক প্রভৃতি-রচিত শতাধিক শ্রীশঠকোপ-স্তোত্রের পুঁথি বিদ্যমান আছে।

শ্রীবৈষ্ণবগণের বিশ্বাসানুসারে কলির প্রথম বৎসরে (কলিযুগ আরম্ভ হইবার ৪৩ দিন পরে) বা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৫১৫ লাখ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশঠকোপের আবির্ভাব হয়। অনন্তীয় শ্রীগুরুপারম্পর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সুপরিচিত স্বধামগত মিঃ টি, এ, গোপীনাথ রাও, এম্-এ ইংরাজী ১৯১৭ সালের ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শ্রী'-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে-বিষয়ে যে 'স্যার্ ভাণ্ডারকর আয়ার্-অভিভাষণ' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীশঠকোপ-স্বামীর আবির্ভাব-কালাদি-সম্বন্ধে বহু বিচার প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে (History of Sri Vaisnavas, P. 21) নম্মাল্বার্ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়া 'সহস্র-গীতি' রচনা করিয়াছিলেন।

ডক্টর এস্, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় তাঁহার 'Early History of Vaisnavism in South India (Oxford, 1920) পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রীনম্মাল্বারের সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

আধুনিক গবেষকগণের এই সকল বিচার শ্রী-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অজ্ঞ জনরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকগণের বিচার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। অধিকতর প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভ্যুদয়ে পূর্ব্বের স্থির-সিদ্ধান্ত ও ইতিহাস যে কোনও মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এজন্য অপরিবর্ত্তনীয় মহাজন-বাক্যই সর্ব্বথা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

'সহস্র-গীতি'তে (৪।১০।৫) দ্রমিল, শাক্য ও লিঙ্গায়েৎগণের নাম উল্লিখিত আছে বলিয়া মিঃ গোপীনাথ রাও নম্মাল্বারের আবির্ভাবকাল খৃষ্টের আবির্ভাবের পরে নিরূপিত করিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলেন যে, আদি-কবি শ্রীবাল্মীকির 'রামায়ণে'ও শ্রমণগণের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু 'শ্রীরামায়ণ' গৌতম-বুদ্ধের পরবর্ত্তি-কালে রচিত হয় নাই। 'বুদ্ধ' বলিতে কেবল এক গৌতম-বুদ্ধই নহেন। অবৈদিক বৌদ্ধ-মত, জৈন-মত, শৈব-মতাদিও অনাদি-কাল হইতে সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্তের পুষ্টি-বিধানার্থ বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ যেরূপ অনাদি, তাঁহার ছায়াশক্তি মায়াও সেইরূপ অনাদি। 'বেদান্ত-সূত্রে'ও লিঙ্গায়েৎ-মতবাদের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। 'সহস্র-গীতি'তে যে-সকল মতবাদের নিরসন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়াই সম্ভবতঃ গোপীনাথ রাও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ —

নৈগমাশ্চাপি পুরাণবাদিন ইমে বুদ্ধাশ্চ তে ব্রাহ্মণাঃ।
শাক্যাদ্যাঃ সহসা চ যাদনিয়তা যা দেবতা তাশ্চ যঃ॥
(সহস্র গীতি ৪।১০।৫)

—প্রভৃতি বাক্যে আধুনিক আকারের 'লিঙ্গপুরাণে'র নামগন্ধ নাই। এইস্থানে পুরাণবাদী লিঙ্গায়েৎ ও বেদ-পুরাণাদি-বিরোধী জৈন, বৌদ্ধাদির কথাই উক্ত হইয়াছে। 'জৈন ধর্ম্ম' বলিতে আধুনিক আকারের জৈন ধর্ম্ম নহে। প্রাক্‌প্রবন্ধ-যুগে শ্রীযজ্ঞ-দেবের বিপথগামী শিষ্যাত্রয়গণ জৈন মত প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব লিঙ্গায়েৎ বা শ্রমণাদির মতবাদের খণ্ডন থাকিলেই তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের খণ্ডিত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবে না। ইহাই শ্রী-সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিবাদি-ভয়ঙ্করের সিদ্ধান্ত।

শ্রীশঠকোপ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি বেদময়-মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। মহাভাগবত শূদ্র বা অন্যান্য যে কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি সমগ্র নাম বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বেদোপদেশক, তিনিই প্রকৃত আর্য্যশিরোমণি। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
বিশ্ব-স্থানী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।১২০-১২১)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে
বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম
গৃণন্তি যে তে॥"
(শ্রীভাঃ ৩।৩৩।৭ ; শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।১২২)

হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার শ্রীনাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সকলপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

মহাত্মা শ্রীযামুনাচার্য্য অত্যন্ত মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীশঠারি-ভক্ত। শ্রীল শঠকোপ স্বামিকে এইভাবে নমস্কার করিয়াছেন,—

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলাতিরাজং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি-যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥
(শ্রীস্তোত্ররত্নম্)

আমাদের কুলপতি শ্রীবকুলাভিরামের শ্রীপদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিতেছি। তাঁহার শ্রীপদযুগল আমার বংশীয় অন্যান্যগণের সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য—সমস্তই শ্রীশঠকোপের শ্রীচরণ।

শ্রীশঠকোপ সংসার-সন্তপ্ত জনগণের প্রতি মাতা ও পিতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহশীল হইয়া তামিল-ভাষায় যে-সকল বেদ-শ্রেণী প্রকট ও গান করিয়াছিলেন, তাহাই দ্রবিড়-সামবেদ বা সহস্রগীতা। কীর্ত্তনমুখেই সামবেদের অনুশীলন হয়। ইহা কাহারও রচিত নহে, ঋগ্বেদের ন্যায় শ্রীমহা-

পুরুষের (শ্রীমহাবিষ্ণুর) শ্রীমুখ হইতে স্বতঃপ্রকাশিত। শ্রীশঠকোপ সেই সকল বেদ-মন্ত্রের দ্রষ্টা। শ্রীশঠকোপের দৃষ্ট বা উপলব্ধ সেই সকল মহাপুরুষ-নিঃশ্বসিত-বাণী বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় গুম্ফিত হয় নাই বলিয়া যাহাতে তাঁহাকে কেহ 'অবেদ' মনে না করেন, সেইজন্য 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি'র সপ্তম শ্লোকে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

শব্দস্তু সংস্কৃততয়া যদি গৌরবং স্যাৎ
বৌদ্ধাদিশাস্ত্রবচনান্যপি তৎপ্রসঙ্গঃ।
বাচোযুক্তেঃ কবিকৃতত্বমবাচ্যমেষু
ভাষানিবন্ধ ইহ কেন ন শঙ্কনীয়ঃ॥

(দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি, ৭ম শ্লোক)

সংস্কৃত-শব্দের প্রয়োগই যদি শাস্ত্রের মর্য্যাদার হেতু হয়, তবে বৌদ্ধাদি-শাস্ত্রবাক্য-সমূহেও সেই গৌরবই আরোপিত হইতে পারে। আর প্রতিপাদ্য-অর্থই যদি মর্য্যাদার কারণ হয়, তবে তামিল-ভাষায় রচিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়াত্মক বেদেও প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীর উৎকর্ষ আছে বলিয়া তাহাও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্য্যাদার বস্তু হইবে। সুতরাং, ভাষা-নিবন্ধন অপকর্ষের আশঙ্কা উচিত হইতে পারে না।

অতএব যাঁহারা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা না হইলে বেদ' হইবে না, আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যোদয় না হইলে তা'কে 'সূর্য্য'-শব্দবাচ্য হইবে না, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা শ্রৌত-সত্তা অপেক্ষা বাহ্যাবরণকেই বহুমানন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র একাধিক স্থানে "বেদে প্রকাশিল যারে" বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। তবে ইহাও নহে যে, এই সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যাসগণের দোহাই দিয়া যে-কোন ব্যক্তি তাহাদের মনোধর্ম্মোত্থ উক্তি-সমূহকে 'বেদ' বলিয়া প্রচার করিলেই তাহা শ্রৌত-সত্তা বা বেদরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীতত্ত্ববাদি-'সম্প্রদায়ের শ্রীজনকদাস প্রভৃতি দাসকূটগণ 'কন্নড়'-ভাষায় (Kanarese) বেদের ভাষ্যাত্মক বহু গ্রন্থ ও গাথা রচনা করিয়াছেন। শ্রীব্যাসতীর্থ বা শ্রীবাদি-রাজতীর্থের বেদান্ত-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি বেরূপ গৌরব-মণ্ডিত, শ্রীজনকদাসাদির 'কন্নড়'-ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও তদনুরূপ তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে সম্মানিত।

'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য-রত্নাবলী'র লেখক শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকাচার্য্য বলেন,—"বেরূপ বাল্মীকির 'শ্লোক' ব্রহ্মার বরে 'শ্লোক' হইয়াছিল, অর্থাৎ বাল্মীকি আদি-কবিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের দিব্য-কৃপায় শ্রীশঠারির অনুভব বেদরূপ ধারণ করিয়াছিল।"

শ্লোকঃ শ্লোকত্বমাপন্ন ইতি যদতঃ পুরুষোদাহৃতিযোগ্য
নানাকল্পোদনাদ্যাদ্ভুত-রস-পদবীযাতঃ ভাষাবেষাৎ।

('দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্যরত্নাবলী', উপসংহারে ১০ম শ্লোক)

শ্রীশঠকোপ-প্রভু সামবেদের সহস্র শাখা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার যে রহস্যার্থ জীব-কল্যাণের জন্য সহস্র-গাথায় গুম্ফিত করিয়াছেন, তাহাতে অতি পামর হইতে অতি পণ্ডিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই বেদের রহস্যার্থ অবগত হইয়া আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারেন। এইজন্য সহ-সাময়িক বিদ্বন্মণ্ডলী সহস্র-গাথাকে 'দিব্য-প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বেদের অলৌকিক গূঢ়ার্থ সুললিত পদ্যে সুন্দর ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা শ্রীবসন্তের শ্রীবাসন্তমঠে শ্রীবিশ্রাম-ঘাটে তামিল পণ্ডিত মিঃ টি, এন্, তাতাচারী বি-এ, এল্-টি মহোদয়ের নিকট এই মূল 'দিব্য-প্রবন্ধে'র কএকটি ছন্দের আবৃত্তি ও ইংরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ শ্রবণ করিয়া ইহার নিদান শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোকের অনুরূপ বলিয়াই অনুভব করিয়াছি। তামিল পণ্ডিতগণ বলেন, দ্রবিড়দেশে এই 'সহস্র-গীতি' প্রচারিত হওয়ার জন্যই দ্রবিড়দেশের এত মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৮-৪০)

পূর্ব্বাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও তামিল-মিশ্র ভাষায় রচিত 'সহস্র-গীতি'র পাঁচটি সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য দৃষ্ট হয়। ইহার পরেও 'সহস্র-গীতি'র বহু টীকা রচিত হইয়াছে। শ্রীবদনস্তাচার্য্য-সূরি-প্রণীত 'প্রপন্নামৃতে' ও শ্রীবরবরমুনি-কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় রচিত 'উপদেশ-রত্নমালাই' এই

পঞ্চাশদ্বাদ-গ্রন্থে (কোন কোন মতে শ্রীবরবরমুনির প্রধান শিষ্য 'বরবরমুনি-শতক'-রচয়িতা শ্রীদেবরাজাচার্য্য-কৃত ও বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত) 'সহস্র-গীতি'র ব্যাখ্যাত্রয়ের নাম দৃষ্ট হয় ।

কৃষ্ণকেশশ্চ বেদান্তী পশ্চাৎ সৌম্যবরো মুনিঃ ।
কলিজিৎ কৃষ্ণপাদশ্চ পঞ্চৈতে ত্বমি বিশ্রুতাঃ ।
সহস্র-গীতের্ব্যাখ্যানকর্ত্তারঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ ।
ব্যাখ্যানপঞ্চকং চৈবং গীতেস্তস্যাস্তদাভবৎ ।

(শ্রীপ্রপন্নামৃতম্ ১১৯।১৩-১৫)

(১) আলবন্দার্ বা শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ-স্বামীর পুত্র শ্রীকুরেশ বা কুরকাধিপাচার্য্য (তামিল নাম—'তিরু-ক্-কুরু-ক্কৈ-প্-পিরান পিল্লান্') শ্রীযামুনাচার্য্যের ইচ্ছায় ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে ৬০০০ গ্রন্থে * 'আড়্-আয়িরম্-প্-পড়ি'-নামক (আড়্=ছয়, আয়িরম্=সহস্র) ভাষ্য রচনা করেন । (২) শ্রীকুরেশাত্মজ শ্রীপরাশর-ভট্টের ('ভট্টর্') শিষ্য শ্রীবেদান্তিমুনি বা শ্রীরাঘব-দাস ('নম্ জীয়র্') ৯০০০ গ্রন্থে 'ওণ্-পত্তিন্-আয়িরম্-প্-পড়ি'-নামক (ওণ্-পত্তু=নয়) ভাষ্য রচনা করেন । (৩) শ্রীবেদান্তিমুনির প্রশিষ্য ও নঞ্জুরি বরদরাজ বা শ্রীকলিজিৎ প্রভৃতি ('নম্ পিল্লই') শিষ্য শ্রীকুরু-পুরি ('পেরিয়-ব্-আচ্চান্ পিল্লই') ২৪০০০ গ্রন্থে 'ইরু-পত্তু-নাল্-আয়িরম্-প্-পড়ি'-নামক (ইরু=দুই, পত্তু=দশ, নাল্=চারি) ভাষ্য রচনা করেন । (৪) শ্রীকলিবৈরি-প্রভৃতি শিষ্য ও তেঙ্কলই শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পিল্লই লোকাচার্য্যের পিতা শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্য (বড়কু-ত্-তিরু-বীডি-প্-পিল্লই) শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-অবলম্বনে ৩৬০০০ গ্রন্থে 'ইড়্-মুপ্পত্তা-রায়িরম্' নামক (ইড়্=সমান, তুল্য ; মূ=তিন, পত্তু=দশ) ভাষ্য রচনা করেন । এই ভাষ্যের অপর তামিল নাম 'নম্পিল্লই ইড়্' ও ইহার সংস্কৃত নাম 'শ্রীভগবদ্-বিষয়' । 'সহস্রগীতি'র সকল ভাষ্যের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের অভিমত । শ্রীবৈষ্ণবগণ ইহাকে 'সহস্রগীতি'র তুল্য বা সমান বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত 'শ্রীভগবদ্-বিষয়' শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীকলিজিৎ-প্রভৃতির আদেশে প্রায় দুইশত বৎসরকাল অপ্রকাশিত ও অপ্রচলিত ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীরাঘবাচার্য্য শ্রীরাঘবানুজাচার্য্যের বা শ্রীবরদদেবের অবতার শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি বা বরবাড়-মহামুনির দ্বারা সংস্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছিলেন ।—(শ্রীপ্রপন্নামৃত, ১১৭ অধ্যায়) । 'শ্রীভগবদ্-বিষয়ে'র উপোদ্-ঘাতপ্রকরণ 'মহাপ্রবেশম্' নামে প্রসিদ্ধ । ইহা 'শ্রিয়ঃপতি' শব্দের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম 'শ্রিয়ঃ পতি-প্-পড়ি' । শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্য ইহাতে প্রায় একশত পূর্ব্বাচার্য্যের, বহু তামিল ও সংস্কৃত প্রমাণ-গ্রন্থের এবং প্রাদেশিক প্রাচীন কিংবদন্তী ও আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন । 'শ্রীপ্রপন্নামৃতে'র ১১৯তম অধ্যায়ের ১৫শ হইতে ২৩শ শ্লোকে শ্রীভগবদ্-বিষয়-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরঙ্গনাথ-জীউর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও 'সহস্রগীতি'র সংস্কৃত-পদ্যানুবাদক শ্রীগোবর্দ্ধন-রঙ্গাচার্য্য-সূরি 'ঈড়্'এর সংস্কৃত অনুবাদ 'শ্রীভগবদ্-বিষয়' রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীমথুরার পদ্মতা-নিবাসী শ্রীবাসুদেবাচার্য্য শাস্ত্রিজী তাহা 'শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থমালা'র পঞ্চমমণিরূপে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন । (৫) শ্রীকুরু-পুরি-পাদের পুত্রের শিষ্য বাদকেশরী শ্রীবদরিরাম-বরদাচার্য্য ('অড়হিয় মণবাড় জীয়র্' ; মণ-প্-আট্টন্=সুন্দর জামাতা) ১২০০০ গ্রন্থে 'পরিবারিয়-প্-পড়ি'-নামক (পরিবারু=১২) ভাষ্য রচনা করেন । ইনি শ্রীশৈলনাথাচার্য্যের ('তিরুবায়্মোড়ি পিল্লই') শিষ্য শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি বা মণবাড়-মহামুনি এবং 'শ্রীপ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি'-রচয়িতা শ্রীঅভিবাদবরদাচার্য্য হইতে ভিন্ন । (৬) তেঙ্কলই সম্প্রদায়ের মতে শ্রীকলিজিৎ-প্রভৃতির অন্যতম শিষ্য ও শ্রীকুরু-পুরিপাদের সতীর্থ তামিল 'গুরু-পরম্পরা'-গ্রন্থের রচয়িতা পিল্লইলোকম্ জীয়র্ ১২০০০ শ্লোকে 'তিরুবায়্মোড়ি'র একটি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । (৭) শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকাচার্য্য তাঁহার মাতুল ও গুরুদেব শ্রীআত্রেয় রামানুজ বা শ্রীবাদিহংসাম্বুদাচার্য্যের ('শ্রীরামানুজ আপ্-পিল্লার্') শ্রীমুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ করিয়া ৭৪,০০০ গ্রন্থে আল্বার্-গণের সমগ্র প্রবন্ধের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ 'মধুর-কবি-চরিত' ও 'মুনিবাহন-ভোগ'-নামক 'কলি-

* গ্রন্থ=বত্রিশ অক্ষর বা এক অনুষ্টুপ্ শ্লোক ।

হুণ্-শিক্-ত্-তাম্' ও 'অমলন্ আদি-পিরান' প্রবন্ধ-দ্বয়ের টীকা ব্যতীত উক্ত ভাষ্যের অন্যান্য অংশ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। আধুনিক কালে কাঞ্চীর শ্রীবৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীঅরুলাচার্য্য মহোদয় তামিল ভাষায় 'দিব্যপ্রবন্ধে'র অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধের টীকা রচনা করিয়াছেন।

পরম-শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অমর মুখার্জ্জি বক্তৃতা'য় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্.এ মহাশয়ের সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের বিশাল লাইব্রেরীতে অভিরামবরাচার্য্যকৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎতাৎপর্য্য' তাঁহারই সৌজন্যে আমার দৃষ্টিগোচর হয়। 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্যে'র ১ম শ্লোকে অভিরামবরাচার্য্য 'সুন্দরবরাচার্য্য'-নামক মুনিকে স্তুতি করিয়াছেন। এই সুন্দরবরাচার্য্য 'দ্রবিড়বেদসঙ্গতি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাও এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই 'দ্রবিড়বেদসঙ্গতি' গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্যই অভিরামবরাচার্য্য এই কবিতা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাও ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ০০ এই অভিরামবরাচার্য্য কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই।"

মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের এই উক্তি-সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিয়া যে কয়েকটি তথ্য সাক্ষাদ্ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় মহোদয় অভিরামবরাচার্য্য-কৃত যে গ্রন্থটির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেই বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগারে সেই মুদ্রিত পুস্তক সংরক্ষিত আছে। "শ্রীশঠকোপস্বামি-বিরচিত-তিরুবায়মোড়ি-নিবদ্ধক গোবর্দ্ধনরঙ্গাচার্য্য-সূরি-কৃত। সংস্কৃত-গদ্যানুবাদরূপা সহস্রগীতি"-নামক গ্রন্থের সহিত ১৯৭০ সংবতে বা ১৮৩৫ শকে উক্ত 'দ্রবিড়োপনিষৎতাৎপর্য্য' (বা 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি') গ্রন্থও মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীপ্রয়াগঘাটস্থ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যবর্য্য স্বামী শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য্য শাস্ত্রিজীও শ্রীঅভিরামবরাচার্য্য-কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি', শ্রীবেঙ্কটেশিক-কৃত 'শ্রীদ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্যরত্নাবলী', শ্রীগোবর্দ্ধনরঙ্গদেশিক সূরি-কৃত 'সহস্রগীতি'র সংস্কৃত গদ্যানুবাদ 'সহস্রগাথা-বার্ত্তিক' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন রঙ্গদেশিক-সূরি শ্রীবৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উক্ত শ্রীমন্দিরে 'তিরুবায়মোড়ি', 'সহস্রগাথা-বার্ত্তিক' প্রভৃতি গ্রন্থ উক্ত মন্দিরের হস্তলিখিত পুঁথির গ্রন্থাগারে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দর্শন করিয়াছি।

১৯৭০ সংবতে (১৮৩৫ শকে) বোম্বাইএর বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'সহস্রগীতি'র সংস্করণে, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গনাথজীউর শ্রীমন্দিরের পুঁথিতে ও শ্রীমথুরার পণ্ডিত শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য্য শাস্ত্রিজীর সম্পাদিত সংস্করণে শ্রীঅভিরাম-বরাচার্য্য-কৃত গ্রন্থের নাম 'শ্রীদ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি' বলিয়াই দৃষ্ট হয়। কোথাও 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য' এই নাম নাই। উক্ত গ্রন্থের পূর্ব্বে সংযোজিত শ্লোকদ্বয়ে নিম্নলিখিত উক্তি আছে বলিয়া হয়ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় 'দ্রবিড়-বেদসঙ্গতি'কে সুন্দরবরমুনি-কৃত অপর এক গ্রন্থ বলিয়া বিচার করিয়া থাকিবেন।

বক্ষ্যমাণ সকলার্থ-সম্পদাং বাজনীং দ্রবিড়বেদসঙ্গতিম্।
তং দ্বিতীয়শঠকোপমন্বহং স্তৌমি সুন্দরবরাহ্বয়ং মুনিম্।
আচার্য্যোদিত-পদ্ধতা। 'দ্রবিড়াম্নায়সঙ্গতিম্'।
অভিবাস্তে বিশেষজ্ঞৈরাদরাদ্ গৃহ্যতামিতি ॥

উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তির পর একটি অতিরিক্ত শ্লোকে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

আচার্য্যোদিতপদ্ধতা। 'দ্রবিড়াম্নায়সঙ্গতিম্'।
অভ্যধাদেবমাচার্য্যঃ অভিরামবরাভিধঃ ॥

শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসের ১৯৭০ সংবতের সংস্করণে উক্ত 'দ্রবিড়বেদসঙ্গতি'র শেষোক্ত শ্লোকটি নাই, সুতরাং 'অভিরামবরাচার্য্য' নামও নাই। আমরা 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছি যে, 'অভিরামবর', 'সুন্দরবর', 'রম্যজামাতৃ', 'সৌম্যজামাতৃ', 'সুন্দরজামাতৃ' পিল্লই লোকাচার্য্যের প্রশিষ্য বা শ্রীশৈলনাথাচার্য্যের ('তিরুবায়মোড়ি পিল্লই') শিষ্য শ্রীবরবরমুনিরই ('মণবাড় মহামুনি') বিভিন্ন নাম। কিন্তু

এখানে আর একটি বিশেষ সন্দেহজনক ব্যাপার এই যে, 'অভিরামবর' ও 'সুন্দরবর' একই ব্যক্তির নাম হইলে গ্রন্থকর্ত্তা নিজকৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে স্বয়ংই নিজের নমস্কার করেন কিরূপে? ইহার উত্তরে শ্রী-সম্প্রদায়ের কয়েকজন পণ্ডিত আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ে অনেক সময়েই লিপিকার বা গ্রন্থকারের অনুগত সম্প্রদায় মহাজনের রচিত গাথাসমূহের পূর্ব্বে ঐরূপ অতিরিক্ত নমস্কার-ব্যঞ্জক শ্লোকসমূহ সংযুক্ত করিয়া প্রচার করেন। তামিল ভাষায় উহাকে 'তনিয়ন্' কহে। শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে ১৯৫০ সংবতে প্রকাশিত শ্রী-সম্প্রদায়ের 'স্তোত্র-রত্নাবলী' গ্রন্থে প্রত্যেক মহাজনের রচিত স্তোত্রের পূর্ব্বে ২।১টি শ্লোকে সেই মহাজনেরই নমস্কার মুদ্রিত আছে। যথা, শ্রীবরবরমুনি-কৃত 'শ্রীযতিরাজবিংশতি' স্তোত্রের প্রারম্ভেই স্বয়ং শ্রীবরবরমুনির নমস্কার দৃষ্ট হয়,—

যঃ স্তুতিং যতিপতি-প্রভাদিনীং
ব্যাজহার যতিরাজবিংশতিম্।
তং প্রপন্নজনচাতকাম্বুদং
সৌম্যি সৌম্যবরযোগি-পুঙ্গবম্॥

শ্রীবরবরমুনি বা শ্রীমণবাল মহামুনির শিষ্য শ্রীদেবরাজ-গুরু-বিরচিত ১০০ শ্লোকাত্মক 'শ্রীবরবরমুনি-শতকে'র প্রারম্ভে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

সৌম্যজামাতৃ-যোগীন্দ্র-চরণাম্বুজ-ষট্পদম্।
দেবরাজগুরুং বন্দে দিব্যজ্ঞানপ্রদং শুভম্॥

শ্রীকুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালাস্তোত্রে'র সর্ব্বপ্রথমেই এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

মুক্তস্তে যত্র নগরে রঙ্গযাত্রা দিনে দিনে।
তমহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্॥

শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত 'স্তোত্ররত্নে'র প্রারম্ভেই শ্রীযামুন-মুনির বন্দনা দৃষ্ট হয়,—

স্বাধস্তরিহ সর্ব্বেষাং ত্রয়ানাথং সুদুর্গমম্।
স্তোত্ররামাস যোগীন্দ্রং বন্দে যামুনাহ্বয়ম্॥

অতএব শ্রী-সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শ্রীঅভিরাম-বর ও শ্রীসুন্দরবর একই ব্যক্তি। 'অভিরাম' ও 'সুন্দর'—পর্য্যায়-শব্দমাত্র। তিনি 'দ্রবিড়বেদসঙ্গতি'র রচয়িতা।

নিম্নে শ্রীবরবরমুনির সাম্প্রদায়িক গুরু-পরম্পরা সংক্ষিপ্ত-ভাবেই তেজনই সম্প্রদায়ের কোনও মঠ হইতে আমরা এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছি,—

শ্রীনারায়ণ, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীবিষ্বক্সেন, শ্রীশঠকোপ, শ্রীনাথ-মুনি, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীরামমিশ্র, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীমহাপূর্ণ, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীগোবিন্দাচার্য্য, শ্রীপরাশরভট্ট, শ্রীবেদান্তি-মুনি, শ্রীকলিবৈরিদাস, শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্য, শ্রীলোকাচার্য্য, শ্রীশৈলনাথাচার্য্য, শ্রীবরবরমুনি।

শ্রীপরাশরভট্ট হইতে শ্রীবেদান্তদেশিকের গুরুপরম্পরা তিন শাখায় প্রবাহিত হইয়াছে। তাহা এই,—শ্রীপরাশরভট্ট, শ্রীসুদর্শনাচার্য্য, শ্রীবাৎস্য-বরদাচার্য্য, শ্রীবাদিহংসাসুরাচার্য্য, শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকাচার্য্য। শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য গৃহস্থ ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা ও সম্প্রদায়-বৈভব-বর্দ্ধনের চেষ্টা প্রবাদের ন্যায় শ্রী-সম্প্রদায়ে প্রচারিত। ইঁহার অনুমানকাল ১২৬৮-১৩৬৯ খৃষ্টাব্দ। ইনি শ্রীঅনন্তসূরি ও তোতারম্বার পুত্র। শ্রীবেদান্তদেশিকের পুত্রের নাম শ্রীবরদাচার্য্য।

'শ্রীসুন্দরবর', 'শ্রীঅভিরামবর' বা শ্রীবরবরমুনির 'শ্রীসুন্দরজামাতৃ' নাম-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা শ্রী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শ্রীগরুড়ের অবতার পেরিয় আল্‌বার্, যিনি 'শ্রীবিষ্ণুচিত্ত' ও 'শ্রীভট্টনাথ' এই সংজ্ঞা নামে অভিহিত, তাঁহার পালিতা কন্যা শ্রীনীলাদেবীর অবতার শ্রীগোদাদেবী বা আণ্ডাল্ শ্রীরঙ্গনাথ-বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন মর্ত্ত্য জীবকে পতিরূপে বরণ করিবেন না বলিয়া সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং শ্রীরঙ্গদেবও তাঁহারই নীলা-শক্তির অবতার শ্রীগোদাদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন বলিয়া শ্রীবিষ্ণুচিত্তকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। অতঃপর, বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীরঙ্গনাথের সহিত শ্রীগোদাদেবীর বিবাহ সংঘটিত হয় এবং শ্রীরঙ্গনাথ শ্রীবিষ্ণুচিত্তকে বলেন,—"আজ হইতে আপনি আমার শ্বশুর হইলেন; আমি আপনার কন্যার বর (জামাতা); এখন হইতে শ্রীগোদাদেবী আমার নিকটেই নিত্য অবস্থান করিবেন।"

শ্রীরঙ্গনাথ শ্রীবিষ্ণুচিত্তের সুন্দর বা অভিরাম বর অর্থাৎ জামাতা হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরঙ্গনাথের নাম হইল—'শ্রীসুন্দরবর', 'শ্রীঅভিরামবর', 'শ্রীসুন্দরজামাতৃ', 'শ্রীসৌম্য-জামাতৃ' বা 'বরবর' ('বর্ষ্ ধাতুন্)।

এক সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ শ্রীবরবরমুনির প্রতি আদেশ করেন,—"তুমি আমাকে 'শ্রীদ্রবিড়ায়ায়ে'র ব্যাখ্যা শ্রবণ করাও।" তখন শ্রীবরবরমুনি শ্রীরঙ্গনাথজীকে শ্রীরঙ্গপালাচার্য্য-কর্ত্তৃক ৩৬০০০ গ্রন্থে রচিত ব্যাখ্যা ('ঈড়') শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীরঙ্গনাথজী শ্রীবরবরমুনির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বেদপ্রবণের দক্ষিণা-স্বরূপে উদ্যত হইলেন। অত্র সদস্য দক্ষিণা লইয়া শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীবরবরমুনিকে নিজ-নাম ('অয়ংগল্ পরবন্') প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি গান করেন,—

শ্রীশৈলেশ-দয়াপাত্রং ধী-ভক্ত্যাদি-গুণার্ণবম্।
যতীন্দ্র-প্রবণং বন্দে রম্যজামাতরং মুনিম্॥

তখন হইতেই শ্রীবরবরমুনি 'শ্রীরঙ্গবর', 'শ্রীঅভিরাম-বর', 'শ্রীরঙ্গরম্যজামাতৃ' বা 'সৌম্যজামাতৃ' নামে খ্যাত হইয়াছেন।

বর (শ্রেষ্ঠ, সুন্দর), বর (জামাতা), 'রঙ্গবর', 'অভি-রামবর', 'রম্যজামাতৃ', 'সৌম্যজামাতৃ', 'রঙ্গরম্যজামাতৃ', 'সৌম্যোপয়ন্', 'রাম্যোপয়ন্' প্রভৃতি সকলই পর্য্যায়-শব্দ।

শ্রীবৈষ্ণব-গণের লিখিত গ্রন্থাদিতে পাঁচ জন 'অভিরাম-বরাচার্য্যে'র নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন ১১০০০ গ্রন্থে 'সহস্র-গীতি'র টীকাকার 'অড়ৈয় বলবাড় জীয়র'। শ্রীশৈলনাথাচার্য্যের শিষ্য মণবাড় মহামুনির (শ্রীবরবরমুনি, সৌম্যজামাতৃমুনি) অপর নাম অভিরামবরাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্যের আত্মজ শিল্পই লোকাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 'আচার্য্য-হৃদয়ম্'-গ্রন্থ-প্রণেতার নামও শ্রীঅভিরাম-বরাচার্য্য। 'শ্রীদ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি'-রচয়িতার নাম অভিরাম-বরাচার্য্য। শ্রীপ্রতিবাদিভয়ঙ্করের আত্মজ শ্রীবেঙ্কটেশ-রচিত 'শ্রীবচনভূষণসার' ও 'অভিরামবর'-রচিত 'শ্রীশঠকোপ-নক্ষত্রমালাস্তোত্র' গ্রন্থের 'সৌরভী'-নামিকা ব্যাখ্যা-রচয়িতা শ্রীরঙ্গনাথের মতে 'লোকাচার্য্য-শিষ্য সৌম্যজামাতৃমুনির জামাতা শ্রীপ্রপন্নামৃতের গ্রন্থের নামও অভিরামবর বা বরবর-মুনি।' (Triennial Catal. of Sanskrit Mss., Vol. II, R No. 1453 1, 1602 ; Vol. I, R No. 173n.)

শ্রীশঠকোপের অনুগত কোন মহাজন, কোনমতে শ্রীশঠকোপ-শিষ্য শ্রীনাথমুনি, নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে দ্রবিড়বেদ-কীর্ত্তনকারী শ্রীশঠকোপের বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীকলিবৈরি-দাস-গুরুর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামী তাঁহার 'সহস্রগীতি'-ব্যাখ্যার ('শ্রীভগবদ্বিষয়ে'র) মঙ্গলাচরণে বা উপোদ্ঘাত-প্রকরণে সেই-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,—

তৎকামৃতং বিষজনানুমোদনং
সর্ব্বার্থদং শ্রীশঠকোপ-বাঙ্ময়ম্।
সহস্রশাখোপনিষৎ-সমাগমং
নমাম্যহং দ্রাবিড়-বেদ-সাগরম্॥
সংস্তুতা যং বলভিদাভিধান-নামধেয়ং
দেশং চ তত্র কুরুকানগরীং চ রম্যাম্।
ভোগ্যাং চ দিব্যসরিতং স্বয় মানল যং
পাদাম্বুজং দ্রবিড়বেদকরেঃ শঠারেঃ॥

শ্রীশঠকোপবাঙ্ময় দ্রবিড়-বেদসিন্ধুকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই দ্রাবিড়-সামবেদে সহস্র-শাখায় উপনিষৎ-সমূহও সন্নিলিত হইয়াছেন। ইহা ভক্তগণের নিকট অমৃত, বিষজনের আনন্দপ্রদ ও সর্ব্বার্থ-প্রদানকারী।

'সহস্রগীতি'-সম্বন্ধে প্রাচীন বিদ্বজ্জনের মধ্যে শ্রীবেদান্ত-দেশিকাচার্য্য-রচিত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য-রত্নাবলী' ও 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সার' আজি হইতে P. B. Annangarach-ariar মহোদয়ের সম্পাদনায় 'শ্রীবেদান্তদেশিক-গ্রন্থমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 'তাৎপর্য্যরত্নাবলী' ১০৫টি 'প্রস্তার' ছন্দে এবং 'দ্রবিড়োপনিষৎসার' 'শিখরিণী' ও 'প্রস্তরা' ছন্দে ৩৬টি শ্লোকে রচিত। শ্রীঅভিরামবরাচার্য্য ১০১টি পদ্যে (প্রধানতঃ 'বসন্ততিলক' ছন্দে রচিত) 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি' রচনা করিয়াছেন। 'তাৎপর্য্য-রত্নাবলী' ও 'দ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি' বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে ১৮০৫ শকে প্রকাশিত 'সহস্রগীতি'র সহিত এবং শ্রীমধুরার গন্তামঠাধীশ শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য্য স্বামি-কর্ত্তৃক ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীভগবদ্বিষয়ে'র সংস্করণেও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপাদাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র ও শিল্পই লোকাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীঅভিরামবরাচার্য্য-কর্ত্তৃক 'মণিপ্রবাল' ভাষায় রচিত 'আচার্য্য-হৃদয়ম্' গ্রন্থে 'শ্রীসহস্রগীতি'র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে বিচার আছে। তিনি এস্থানে 'আচার্য্য'-শব্দ শ্রীনম্মাল্বারের উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্যের বন্ধু শ্রীপ্রতিবাদি-ভয়ঙ্করাচার্য্যের আত্মজ শ্রীবেঙ্কটেশ 'দ্রবিড়ায়ায়-শতকম্' গ্রন্থে একশত

পত্তে 'সহস্রগীতি'র সাক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন। (Triennial Catal. of Skt. Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol. II, R No. 1453 r)

কৌশিক-গোত্রীয় শ্রীগোবিন্দের পুত্র শ্রীরামানুজার্য্য তামিল 'তিরুবায়-মোড়ি'র সংস্কৃত পদ্যানুবাদ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকেশ-গাথানুকরণ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (T. C. Vol. III., R No. 2485, p. 3492-3). উক্ত পুঁথিতে ৪র্থ শতক হইতে ১০ম শতক পর্য্যন্ত পদ্যানুবাদ আছে।

শ্রীযজ্ঞামানুজাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপদ্মতাঙ্ঘ্রিরের বংশসম্ভূত, শৈব অপ্পয়-দীক্ষিতের সমসাময়িক, কাঞ্চীর সুবিখ্যাত পঞ্চমত-ভঞ্জন তাতাচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনিবাস বা অপ্পয়গুরুর পৌত্র এবং আত্রেয়গোত্রের শ্রীরঘুনাথ ও সীতাম্বার আত্মজ, ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আবির্ভূত 'মতদর্শন-খণ্ডদর্শন' (T. C. IV, P. 5437), 'হস্তিগিরিস্তব', (Descr. Catal. of Skt. Mss. in G. O. M. L., Madras, Vol. XXI,P,8281), 'শ্রীবেদান্তাচার্য্য-পঞ্চাশৎ' (D. C., Vol. IXX, P. 7267), 'যাদব-রাঘবীয়-কাব্য', 'উত্তর-চরিত', 'প্রবন্ধানন্দ' (পদ্য-সংগ্রহ), 'শুভাশ্রিত-কৌস্তুভ', 'প্রজ্ঞানানন্দ-নাটক', 'শৃঙ্গার-দীপিকা ভাণ', 'ভক্তভাগবিষয়-নাটক', 'বিশ্ব-গুণাদর্শ-চম্পূ' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীবেঙ্কটা-ধ্বরিন্ বা বেঙ্কটাচার্য্য 'তিরুবায়মোড়ি'র সংস্কৃত পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার কোনও পুঁথি এযাবৎ পাওয়া না গেলেও নিম্নোদ্ধৃত পদ্যটি তাঁহার রচিত বলিয়া শ্রুত হয়,—

লোকং পুরুষমেকনায়কতয়া যে শাসিতারো নৃপাঃ
তাম্রাক্ষেন গুণা গ্রহীতরপাস্তে তদ্দিক্ষাঘটাঃ।
অস্মিন্ জন্মনি সার্বলৌকিকতয়া ভিক্ষাঘটীমি স্বয়ং
শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মনবতা মো মোঃ সমুজ্জীবতাম্ ॥

(সহস্রগীতি ৪।১।১)

ন্যূনাধিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরঙ্গনাথ-জীউর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোবর্দ্ধন-রঙ্গদেশিক-সূরি যেরূপ 'তিরুবায়মোড়ি'র সংস্কৃত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীকণ্ডি-নৃসিংহাচার্য্য (টি, নরসিংহ আয়েঙ্গার, ১৮৬৭-১৯৩৫ খৃঃ)-নামক শ্রীসম্প্রদায়ের এক পণ্ডিত কিছুকাল পূর্ব্বে সংস্কৃত পদ্যে (১১১৩ গাথায়) 'তিরুবায়-মোড়ি'র মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। উহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য্য শাস্ত্রিজী উহার এক হিন্দী অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

কাঞ্চীর 'বেদ-বেদান্ত-বৈজয়ন্তী' কলেজের অধ্যক্ষ ও কাঞ্চী হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত 'মধুভাষিণী' পত্রিকার সম্পাদক P. B. Annangaracharier মহোদয় সংস্কৃত পদ্যে তামিল দিব্যপ্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন। কাঞ্চীর শ্রীবৎসগোত্রীয় 'কবিতার্কিকসিংহ' শ্রীবেঙ্কটবরদাচার্য্যজী শ্রীশঠকোপ-রচিত 'তিরুবিরুত্তম্', 'তিরুবাশিরিয়ম্' ও 'তিরুবন্দাদি' (১ম-৪র্থ শতক) গ্রন্থের, পেরিয়াল্বারের 'তিরুমোড়ি' গ্রন্থের (৪৬১ গাথাত্মক) এবং শ্রীবেদান্ত-দেশিকাচার্য্য-রচিত 'দেশিক-প্রবন্ধ'-নামক তামিল পদ্য-গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন।

Dr. J. N. Farquhar-প্রবর্ত্তিত 'The Heritage of India Series'এ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Hymns of the Alvars' পুস্তকে মাদ্রাজের Wesley College-এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ J. S. M. Hooper পেরিয়াল্বারের 'তিরুমলাই' ও 'তিরুমোড়ি'র একাংশ (১।৪), তিরুমঙ্গই আল্বারের 'পেরিয় তিরুমোড়ি'র কয়েকটি অংশ (১।৩, ১।৮, ৪।৮), শ্রীকুলশেখরের 'পেরুমাল্ তিরুমোড়ি'র কয়েকটি অংশ, শ্রীআণ্ডাল্-রচিত 'তিরুপ্পাবৈ' এবং শ্রীনম্মাল্-বারের 'তিরুবিরুত্তম্' ইংরেজী পদ্যে অনূদিত করিয়াছেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর 'বোলোনা' (Bologna) নগরীতে যে Oriental Religious Congress হইয়াছিল, তাহাতে 'নম্মাল্বার' সম্বন্ধে তার রামগোপাল তাতাচারিয়ারের প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাঞ্জোরীতে 'সহস্র-গীতি'র যে পুঁথি আছে, তাহার শ্লোকসংখ্যা—১১০২। দক্ষিণদেশের কোন কোন পুঁথিতে শ্লোকসংখ্যা ১১১৩ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্য তাঁহার 'তাৎপর্য্যরত্নাবলী'র উপসংহারে শ্রীশঠকোপমুনি-কৃত 'শ্রীদ্রবিড়ায়ায়'-বিষয়ক প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ের অতিপাদ্য বিষয়ের সার একটি শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় "তাত্পর্য্যরত্নে বিবৃত শঠারি-প্রণীত দ্রবিড়-সামবেদের প্রতিপাদ্য বিষয়" বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল দ্রবিড়-সামবেদ বা 'সহস্রগীতি'র ('তিরুবায়মোড়ি'র)

প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাহা শ্রীশঠারি-প্রণীত 'তিরুবিরুত্তম্', 'তিরু-ব্-আশিরিয়ম্', 'তিরুবন্দাদি' ও 'তিরুবায়্মোড়ি'—ঋক্, যজুঃ, অথর্ব ও সামবেদাত্মক চারিটি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। সম্ভবতঃ, তিনি শ্রীশঠারিকৃত "প্রবন্ধ-চতুষ্টয়" না দেখিয়াই ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। ইহার সমর্থন-কল্পে শ্রীবেদান্ত-দেশিকের 'তাৎপর্যরত্নাবলী'র শ্লোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণপাদ-স্বামিকৃত 'শ্রীভগবদ্‌বিষয়'-নামক ভাষ্যের উপোদ্ঘাত-প্রকরণের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

> আদ্যে স্বীয়প্রবন্ধে শঠজিদভিধে সংসৃতেস্তুঃসহত্বং
> দ্বৈতীয়ীকে স্বরূপাদিগমথ হরেরন্বকৃৎ স্পষ্টদৃষ্টম্।
> তার্তীয়ীকে স্বকীয়াং ভগবদনুভবে ঘোররামাস তীব্রা-
> মাশাং তুর্যে যথেষ্টাং ভগবদনুভবাদাপ মুক্তিং শঠারিঃ॥
>
> (তাৎপর্য-রত্নাবলী, উপসংহারে ষষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীশঠকোপ-ঋষি নিজকৃত প্রথম প্রবন্ধে ('তিরুবিরুত্তম্') সংসারের দুঃসহত্ব, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ('তিরুবাশিরিয়ম্') শ্রীহরির স্বরূপাদি, যাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব ও দর্শন করিয়াছিলেন, তৃতীয় প্রবন্ধে ('তিরুবন্দাদি') শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার তীব্র আশা কি-প্রকার স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল ও চতুর্থ প্রবন্ধে ('তিরুবায়্মোড়ি') শ্রীভগবানের অনুভব-প্রভাবে প্রাপ্ত স্বীয় অভিমত যে মুক্তির স্বরূপ, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। সংসারের দুঃসহত্বের উপলব্ধি হইবার পর সংসার হইতে নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন আর সংসারমত্ত ব্যক্তিগণের আকাঙ্ক্ষণীয় স্রক্-চন্দন-বনিতাদি-ভোগে চিত্ত ধাবিত হয় না। নিবৃত্ত-সংসার লোকের শ্রীভগবৎস্বরূপই কণ্ঠমালার ন্যায় চতুর্দিক্ হইতে আনন্দদায়ক বস্তুবিশেষ হইয়া থাকে। তৎপরে অন্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হয় এবং পরে প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থের পূর্ণ আস্বাদন হয়। অতএব চতুর্থ প্রবন্ধে ('তিরুবায়্মোড়ি' বা 'সহস্রগীতি'তে) পরমপুরুষার্থের স্বরূপ প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামীর ভাষ্যের উপোদ্ঘাত-প্রকরণের একাংশ এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"তত্রপ্রথম-প্রবন্ধে তিরুবিরুত্তাভিধে স্বানুভববিরোধি-সংসারদুঃখত্বং বিব্যাপয়েতি—ভগবত্তমবর্ণয়ত্তে। তিরুবাশিরীয়াভিধে দ্বিতীয়ে নিবৃত্ত-সংসারাণাং ভোগ্যভূতং স্বত বিগ্রহ-সৌন্দর্য-কৈঙ্কর্য-মালাদিব ভোগ্যত্বাৎ প্রদর্শিতং দৃষ্টাংশ্চরূপং সম্পূর্ণম্। মহাভিরুবন্দাদি-নামকে দ্বিতীয়ভোগ্যভোগ্যেশ্বরত্বানুভবেন তদনুগুণ-তৃষ্ণায়াং সংজাতায়াং তৃষ্ণানুগুণাং স্বয়া ধারয়তি। চরমে চাশিঃস্তিরুবায়্মোড়ি-নামকে তৃষ্ণানুগুণং প্রিয়ঃপতিং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং স্বানুরূপদিব্যদেহং দিব্য-তুষণভূষিতং শঙ্খচক্রাদি-দিব্যায়ুধ-বরং পরমব্যোমি আনন্দময়-দিব্যস্থানরত্নমণ্ডপে শ্রীমল্লক্ষ্মীসহাভিমহিষীভিদিব্যসিংহাসনে সপ্তলোকীং স্বাজ্ঞাচক্রেণ পালয়ন্তং দ্বিতমস্থানে ভয়শঙ্কিভিবিদ্রুতিমুদ্বৈরনবরত-পরিচর্যমাণ-চরণনলিনম্ এবং দ্বিতাবনি স্বসংকল্পানুরূপস্থিতিপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তিক-শেষত্ব-সমস্তপরীহরুস্বরূপাত্মতয়া চেতনাচেতনে ব্যাপ্যুবন্তং তদ্গতদোষৈরসংস্পৃষ্টং নারায়ণাদি-নামবাচকম্ এবং-বিধতয়া 'দ্বিতন্তে মোহবিকল্পতো," (সঃ ১।৯) ইত্যুক্ত-প্রকারেণোপনিষদ্বিরুদ্ধমেবং সর্ববিসজাতীয়ত্বেনাপ্যাশ্রিতবাৎ-সল্যেন দেব-মনুষ্যাদি-সজাতীয়ত্বাহ্যগতা স্বপরয়-রূপরা-বস্তুগতস্বভাবং স্বভাবতারেষ্বপি নাগতানাং গর্ভনির্ভাগ্যানাম-বিনাশার্থং সর্বাপরাধসহঃ পত্রপুষ্পাদিভিঃ স্বারাধন আশ্রিতা-ত্যন্তপরতন্ত্রস্তদিচ্ছানুরূপেণ ভোজনশয়নাদিকং কুর্বন্ সমস্ত-কল্যাণপরিপূর্ণঃ সন্নাগত্য স্বয়মেবাশ্রিত-সৌলভ্যার্থমাগমেষু দ্বিতমেতাদৃশ-সর্বেশ্বরত্বাশ্রিতানুগ্রহরোরেকান্তবভাবৈঃ পরি-পূর্ণং স্বামিনং স্বং নির্হেতুকং বর্ধিতং দৃষ্টানুভূত স্বপ্রকৃতিসম্বন্ধ-রূপে প্রতিবন্ধকে নিবৃত্তে স্বামিনঃ প্রাপ্য সমর্পয়তি।"

'শ্রীসহস্রগীতি'র প্রথম শতকদ্বয়ে প্রাপ্য পরমাত্মার স্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে আত্মার স্বরূপ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, সপ্তম ও অষ্টম শতকে তৎপ্রাপ্তির বিঘ্ন-নিবৃত্তির উপায় এবং নবম ও দশম শতকে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির ফল—এই অর্থপঞ্চক জ্ঞান প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

> প্রাপ্যস্তু ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্তুশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ।
> প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলং প্রাপ্তেস্তথা প্রাপ্তি-বিরোধি চ॥
> ইত্যর্থপঞ্চকং জ্ঞানং তত্রৈব সমুদাহৃতম্॥

(শ্রীপ্রপন্নামৃতম্ ১০৪।৪৬-৪৭ ও 'শ্রীভগবদ্-বিষয়ে'র উপোদ্ঘাত-প্রকরণ-ধৃত 'হারীত-সংহিতা'-বাক্য)

'শ্রীদ্রবিড়বেদসম্মতি'র অষ্টম শ্লোকে শ্রীশঠকোপ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

> পুংসঃ নিয়ম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে
> শ্রীপ্রায়-ভাব-কথনাদ্ভগতোঽধিগম্য।

পুংসাং চ রঙ্গবপুষ্টবরত্নাদপি
শৌরেঃ শঠারিষমিনোঽজনি কামিনীত্বম্ ॥

অখিল-জগতেরই প্রকৃতিপ্রায়-ভাব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইজন্য সকলের স্বামী শ্রীবিষ্ণুই পুরুষোত্তম। তাঁহাতেই কেবল পুরুষত্ব আছে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই পুরুষোত্তম, আর অখিল বিশ্ব তাঁহার প্রকৃতি। এইরূপ নিশ্চয়তা শ্রীশঠকোপাচার্য্যের হইয়াছিল। ইহাতেই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীবিষ্ণুর রূপ ও গুণরাশি নারীগণের ন্যায় পুরুষরূপধারী জীব-প্রকৃতিগণের মনকেও অনুরক্ত করে। এইজন্য শ্রীশঠকোপের নিজেরও কামিনীভাব আবির্ভূত হইয়াছিল।

শ্রীশঠকোপাচার্য্য শ্রীব্রজ-যুবতিগণের সেবা-পরিপাটীতে মুগ্ধা কামিনীর ভাবে চেতনের বৃত্তিতে বিভাবিত হইয়াছিলেন—ইহাই গোস্বামিবরগণের প্রথম অনুভব শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভুতে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,— "শ্রীগুরুকৃপাক্রমে মূল-আশ্রয়বিগ্রহের কৃপা হয়। কৃপা যত বৃদ্ধি পায়, হ্লাদিনী শক্তি ততদূর তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ যথাযোগ্য নিরন্তর চিদানন্দময়ী সেবা লাভ করায়। এস্থানে সাধকের যে-পর্য্যন্ত পুরুষত্ব-বোধ থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই সেবায় (আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের সেবায়) অধিকার জন্মে না। পুরুষদেহ বা জড়ীয় স্ত্রী-দেহের সহিত ইহাতে কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল শুদ্ধ জীবের অণুচৈতন্যের স্ত্রী-অভাব হয় মাত্র। দৈহিক স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ আনিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়।"

শ্রীশঠকোপাচার্য্য জন্মাবধি কোনপ্রকার প্রাকৃত-সঙ্গ করেন নাই, জন্মমাত্র তিনি আত্মকাম হইয়াও অতি শৈশবেই শ্রীমুকুন্দের দর্শন লাভ করেন এবং বালোচিত মাতৃস্তন্যপানাদি পরিত্যাগ করিয়া ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সঙ্গ ও রসঙ্গ-ভয়ে মৌনী ছিলেন। তাঁহার প্রথম বাণী শ্রীপুরুষোত্তমের উপদেশ-রূপেই প্রকাশিত হয়।

'শ্রীশ্রবিড়াপ্লায়'-গ্রন্থ আশ্রয়-প্রতিপাদ্য রসিক-ব্রহ্মের কথা শ্রীশঠকোপের চরিত ও বাণীর দ্বারা যেরূপ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা বৈষ্ণব-বিশ্বের এক অমূল্য-সম্পদ্‌রূপে অবস্থিত। 'শ্রীশ্রবিড়াপ্লায়ে'র গৌরব-সৌরভে বৈষ্ণব-বিশ্ব আমোদিত। যেরূপ সম্রাট্ কুলশেখর ও আলবন্দার-ধৃত 'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র' ও 'স্তোত্ররত্ন' শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বের মূল গুরুবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়াছে, তদ্রূপ 'শ্রবিড়াপ্লায়ে' শ্রীব্রজগোপীগণের মধুর-রসের উপাসনার যে বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহাও রসিক ও বিদগ্ধ-ব্রহ্মের উপাসকগণের নিকট আদরণীয়। শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরি সেই শৃঙ্গার-রসময়ী উপাসনাকে সম্পূর্ণ চিদ্‌বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে শুদ্ধিত করিয়াছেন; কারণ, যিনি আশ্রয়-বিগ্রহগণের মূলতত্ত্ব, সেই স্বরূপই যে-স্থানে তাঁহার প্রেমের কথা স্বরূপের সহিত আশ্লিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তথায় পরিপূর্ণতম চমৎকারিতার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

'শ্রবিড়বেদসঙ্গতি'র নিম্নলিখিত শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য,—

আদ্যে তু সপ্তশতকস্য মুনিস্তথার্দ্ধে।
নারীসমাধিমধিগম্য নিজাশ্রমস্থাম্।
অর্চাহরিং কমপি পক্ষিভিরন্বিকৈশ্চ-
রূপেশ্বরক্ষণনলীক্ষমবোধয়ৎ সঃ ॥

(শ্রীশ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি, ৬২)

'শ্রীশ্রবিড়োপনিষৎ-সঙ্গতি'র ৬২-তম শ্লোকে এবং 'সহস্রগীতি'র ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে,— শ্রীশঠকোপস্বামী শ্রীগোবিন্দের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সারস, মায়রপক্ষী, শারিকা, রাজহংস, কোকিল, শুক, টিট্টিভ ও ভ্রমর—যাহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই 'তিরুবরঙ্গপ্পেরুমাল্'-নামক দিব্যদেশস্থ শ্রীহরির নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অদর্শন-জনিত বিপ্রলম্ভ-ব্যথার কথা জ্ঞাপন করিতেন। শ্রীরূপের 'উদ্ধব-সন্দেশ' অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভ্রমরগীত' ও 'গোপী-গীতে'র অনুরূপ ভাব 'সহস্র-গীতি'র ঐ-সকল গাথায় দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা মনে হয় যে, ত্রিকালসত্য শ্রীরাধাভাব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে, এমন-কি, শ্রৌতসিদ্ধান্তিগণের বিচারানুসারে পঞ্চ-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অক্ষজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিচারে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বা কোন কোন মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আলবারগণের হৃদয়েও স্ফূর্তিরূপে উদিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকবি শ্রীনীলাম্বর, শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ প্রভৃতির হৃদয়ে

ভাবরূপে উদিত ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনরহরি প্রভৃতি মহাপ্রাচীন দিব্যসূরিগণের হৃদয়েও উদিত হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিভাবিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর 'আলুথালুনাথ বা আলালনাথে' গমন করিয়া তথায় বিশেষরূপে বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যদিও শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের (মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনকারী পূর্ব্ব মহাজনগণের) হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ১১।৬, 'শ্রীগৌর-কৃষ্ণ অভেদ' প্রবন্ধ)

শ্রীপঠকোপ-প্রভু যে শ্রীব্রজগোপীভাবের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা বেঙ্কটবেঙ্কটাচার্য্যের রচিত আর একটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়। 'শ্রীসম্প্রদায়ে' শ্রীপঠকোপের সেইরূপ ভজনের কথা প্রকটিত হইয়াছে,—

স্বপ্রাপ্যা নিজকান্তিং সুঘটিতরহিতং বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিং
শ্রীভূম্যোর্যাতিভোগ্যং নবনবসরসং নৈকরূপাদি-যুক্তম্।
প্রখ্যাতপ্রীতিলীলং চতুরতিশয়-রসং সদ্গুণাম্বোদধত্তং
বিশ্বব্যাপ্তস্বচিত্রং ব্রজযুবতিগণখ্যাতরীত্যাশ্রয়ন্তং ॥

('তাৎপর্য্যরত্নাবলী', শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যশাস্ত্রি-সংস্করণ, ২৬ শ্লোক)

শ্রীপঠকোপ শ্রীব্রজযুবতিগণের খ্যাতরীতি অর্থাৎ রাগময়ী প্রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের প্রেম-রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের কান্তি লোক-প্রসিদ্ধ না হইলেও তিনি তাহা প্রাপ্য বলিয়া অনুভব করিতেন। শ্রীভগবানের তনু সুঘটিত ; অতএব পরম প্রিয়। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সদ্রূপ ও দীপ্তিশালী। শ্রীভূমি উভয়ের সেই শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী আস্বাদন করা যায়। শ্রীভগবান্ নবঘন-সরস অথবা নব-জলদের ন্যায় শ্যাম-কান্তি-বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র-কৃষ্ণাদি বিরাজিত। তাঁহার প্রীতি ও চরিত প্রখ্যাত। তিনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ ও চমৎকার। তিনি রসময় ; কিন্তু সেই রসের স্বরূপ বাক্যের অগোচর।

'সহস্রগীতি'র ৯ম শতকের ৩য় দশকের ৩য় গাথার একটি পদ্যানুবাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুর শ্রীপঠকোপ-প্রভুর অনৈশ্বর্য্যলীলার প্রতি একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীনাথঃ সকট-প্রভঞ্জনপদে মল্লাস্থিকাং পুতনাং
হত্বা তদ্রুধিরপ্রযুক্তবদনো যামত্ব হি ক্রীড়বান্।
কৃষ্ণো দুষ্ট ইতোক্তি-সঙ্গতমহং যদ্যি স্বয়ং তৎপরাং
নাস্তাং প্রাপসখি প্রিয়ে কিমিহ যে কুর্য্যাদ্রূপাং নিন্দনম্ ॥

(শ্রীকলি-নৃসিংহাচার্য্য-কৃত পদ্যানুবাদ, ৫।৩।৩)

যিনি ক্রীড়াচ্ছলে পদযুগলের দ্বারা শকটভঞ্জন করিয়াছেন, যিনি মায়াবিনী পূতনাকে স্তন্যপানচ্ছলে বিনাশ করিয়া যাত্রোচিতা গতি প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রী-(নীলাশক্তির বা শ্রীরাধার) নাথ আমাকে অস্ত্র বিনা-শুল্কে ক্রয় করিলেন। হে প্রিয়ে প্রাণসখি ! আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার গুণ-মাধুরী-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন কথাই বলিতে পারিব না। ইহাতে আমাকে লোকে নিন্দা করে করুক। আমি তাহা গ্রাহ্য করি না।

যাঁহারা তামিল ভাষার মূল 'সহস্রগীতি'র আলোচনা করিয়াছেন, শ্রী-সম্প্রদায়ের এইরূপ কতিপয় তামিল-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তৎসম্প্রদায়ের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া জানিয়াছি যে, শ্রীপঠকোপপ্রভু চতুর্ভুজ শ্রীবিগ্রহকেও শ্রীরাসসুন্দর মুরলীবদনরূপে আখ্যান করিয়াছেন এবং শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনীলালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিয়াছেন। 'সহস্রগীতি'র আলোচনা-কারী কোন কোন 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, শ্রীপঠকোপ শ্রীরাধাকেই 'শ্রীনীলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহার সমর্থনকল্পে 'সহস্রগীতি'র কয়েকটি পদ্যানুবাদ-শ্লোক নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

গোপীর কিঙ্করীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীপঠকোপের বক্রোক্তি, যথা,—

ধূর্ত্ত ত্বং নবনীতচোর ইতি চ ত্বেয়াননাং তাং প্রিয়াং
নীলাং প্রাপ্তুমহো বৃষানপি বিভো সপ্তাবরীংশ্চোপি।
(ঐ, ১।৫।১)

শ্রীপঠকোপ আবার শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া আপনাকে শ্রীগোপীর কিঙ্করীভাবে বহুতমা বিচার করিতেছেন,—

গীতং তত্তদমং তু বেণুমুখতো গায়ন্ পশূন্ পালয়ন্,
মুগ্ধাক্ষীং কুসুম-প্রকল্পিত-তনুং নীলাং সমাশ্লিষ্য যঃ।
প্রায়শ্চেষ্টিতবদ্ধুতং ব্যরচয়ৎ তস্যাস্মরন্ স্মরন্,
যোদেহং দ্রুতচিত্ত এব সততং লোকে সমঃ কো মম ?
(ঐ, ৬।৩।২)

মূল তামিল 'সহস্রগীতি' বা 'তিরুবায়মোড়ি'তে একাধিকবার 'নীলা' (তামিল 'অণ্ড্রিনিরাই') শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা 'তিরুবায়মোড়ি'র মূল-পাঠক পণ্ডিতগণের অভিমত ('সহস্রগীতি' ১।৪।১, ১।৭।৮, ৪।৪।৫, ৬।৪।২, ৬।৪।১০, ৮।১।৭, ৯।৯।১, ৯।৯।৪, ৯।১০।৪, ১০।৪।২ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরঙ্গম্ শ্রীপরকালমঠাধীশ স্বামী শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য্য শাস্ত্রিজী বলেন যে, তাঁহারা শ্রৌত-পরম্পরায় শ্রীশ্রীনীলা-দেবীকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকা বলিয়া জানেন। শ্রীমঠকোপস্বামী সর্ব্বত্র শ্রীনীলালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিয়াছেন। 'সহস্রগীতি'তে শতাধিকবার 'তুলসী' (তামিল 'তুলসম্') শব্দের উল্লেখ আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বহুবার 'সুন্দর-শীতল-সুগন্ধ-তুলসী-কিরীট-মাল', 'নীলমেঘবর্ণ,' 'নীল-মাণিক্য', 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। 'সহস্রগীতি'তে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বহুবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে।

শ্রীমঠকোপ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপীর ভাবে 'সহস্র-গীতি'র অন্যত্র এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

অম্বরে ভূমিতলে কিলাশা গগনং সর্বং চ রাত্রিস্বিবং
ব্যাপ্যাতীব তমোময়ী চ বিকটা দীর্ঘাত্যহো সম্প্রতঃ।
কৃষ্ণো নীলমণি-প্রভুর্ন হি মমোদ্যোত্যতো পাপিনীং
হে চিত্ত! ত্বমপীহ তৎপরতয়া নৈবানুকূলং মম॥

(ঐ, ৫।৪।২)

শ্রীমঠকোপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণময় দর্শন করিতেছেন। কি সমুদ্র, কি ভূমিতল, কি গগন—সর্ব্বত্রই তমঃময়ী কৃষ্ণা যামিনী ব্যাপ্তা হইয়াছে। অহো! এই কৃষ্ণময়ী রাত্রি কি সুদীর্ঘা? অহো! এই পাপিনীর প্রতি কৃষ্ণনীলমণি-প্রভু সদয় হইয়া একবার দেখাও দিতেছেন না! হে চিত্ত! তুমিও যে সেই কৃষ্ণনীলমণিরই বশ হইয়া গেলে, আমার প্রতি অনুকূল থাকিলে না!

শ্রীমঠকোপ মধুর রসের স্বকীয়বাদী উপাসকমাত্র ছিলেন না; তিনি পারকীয়-রসাশ্রিত ছিলেন। ইহা তাঁহার 'তিরুবায়মোড়ি'র বহু স্থানে পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে উহার একটী পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে,—

গম্ভীরাম্ভোধিনেত্র! স্বমহিম চরণৌ তে কৃষ্ণসোত্রমাঙ্গে
ন্যস্যাকং কৃষ্ণ! কান্তাস্তব কিল পরিতস্তত্র সন্ত্যেব যস্যাঃ।
শ্রীবৎসং বা! স্তনেষং নঃ কিল নয়নযুগং স্বশ্রুপূর্ণং মনশ্চ
ভ্রান্তং। নস্তে পদূনামকৃতগমনমহো নাশকং। তপ্ত আত্মা॥

(ঐ, ১০।৩।৬)

হে কৃষ্ণ! তোমার চক্ষু সাগরের ন্যায় গম্ভীর। তুমি আমার মস্তকে স্বয়ংই তোমার শ্রীচরণদ্বয় স্থাপন কর। সর্ব্বত্রই তোমার বহু প্রেয়সী আছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। অতএব তুমি কি এই দীনার প্রতি ফিরিয়া তাকাইবে? হায়! আমার এই স্তনদেহ-ধারণ বৃথা সহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নয়নযুগল সর্ব্বদাই তোমার বিরহে অশ্রুপূর্ণ, মন ভ্রান্ত। তুমি যখন গোচারণ করিতে যাও, সেই সময় তোমার বিরহ অসহনীয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমঠকোপ-প্রভুকে দর্শন প্রদান করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্রোক্তি করিতেছেন,—

হে পূর্ণ ব্রহ্ম মৃদুতরমধুরা তে নেত্রপদ্মদ্বয়ং
যস্যাং দৃষ্টেমুখং বরং নহি হরে শক্তাদিদং বীক্ষিতুম্।
প্রেয়স্তত্তব সন্তি ভাগ্যভরিতাস্তাঃ শিচ্ছকেস্যোঽকৃত-
ত্রাসাস্ত্বং প্রতিগোচরং পশুপলৈঃ বেণুরাবং কৃথ॥

(ঐ, ৬।৪।১২)

বেদের শেষ কথা মহাপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদক-শায়ী) ও মহাত্মার (ক্ষীরোদকশায়ীর) উপাসনা। উপাস্য দুই প্রকার—(১) শ্রীমহাপুরুষ-নারায়ণ ও (২) শ্রীকৃষ্ণ বা মূল-নারায়ণ। শ্রীমহাপুরুষ-নারায়ণে পূর্ণতম-শক্তিমদ্‌বিগ্রহ মূল-শ্রীনারায়ণেরই শক্তির আংশিক অভিব্যক্তি। শ্রীমহা-পুরুষেরই বিভিন্ন বৈভবপ্রকাশাবতারের পূজা দক্ষিণ-দেশে প্রচারিত আছে। অধয়জ্ঞান-তত্ত্বের অসম্যক্ আবির্ভাব ব্রহ্ম, আংশিক আবির্ভাব পরমাত্মা ও পূর্ণ আবির্ভাব শ্রীভগবান্। পূর্ণতম আবির্ভাব বা উপাস্য-পরাকাষ্ঠাই যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, যিনি রসিকব্রহ্ম ও বিদগ্ধ-ব্রহ্ম; যাঁহার লীলা-কথা বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ণতম শাস্ত্রাবতার শ্রীমদ্ভাগবতেরই অসম্যক্ আবির্ভাব বেদ বা শ্রুতি। শ্রীমদ্ভাগবতই স্বয়ংরূপ-শাস্ত্রাবতার। অন্যান্য শাস্ত্র কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতের অসম্যক্, কেহ কেহ আংশিক আবির্ভাব; অতএব, শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের ন্যায় শ্রীশাস্ত্রাবতারসমূহও অধয়জ্ঞানতত্ত্ব। বেদ ও ভাগবতের মধ্যে কোন তাত্ত্বিক ভেদ নাই, কিন্তু বেদে রসিকব্রহ্মের কথা অস্ফুটাকারে থাকায় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অসম্যক্ আবির্ভাব-

বিশেষ। যে-শাস্ত্র যতটা রসিকত্রয় ও বিদগ্ধত্রয়ের কথা অধিক বলিয়াছেন, তাঁহার ততটা উৎকর্ষ ও পূর্ণতা। 'শ্রুতিভাষ্যে' বা বেদে শ্রীষষ্ঠকোপঋষি শ্রীগোপী-প্রীতির কথা বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং তাহা বিদ্বদ্বহির্গত বেদ। বৈদিক-ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্মেরই অস্ফুট প্রকাশ। যাঁহারা মনে করেন, বৈদিক-ধর্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম পৃথক; বৈদিক-ধর্ম—প্রাচীন, ভাগবত-ধর্ম—অর্ব্বাচীন; বৈদিক-ধর্ম—অনাদি ও সনাতন, ভাগবত-ধর্ম—সাদি ও নবীন; তাঁহারা স্বয়ংরূপের শ্রীচরণে অপরাধ করার মুখে বেদ মানিয়াও অবৈদিক ও বেদ-বিরোধী। তাঁহারা অবয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি-কারী; অতএব "পাষণ্ডী হিন্দু"-পদবাচ্য।

'শতপথ'-শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,— "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং সুমানাস্থহিতায় প্রেম্ণা বৃণিং ভজেৎ"— (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত মন্ত্র)। সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'অতএব পুরুষ শ্রীতিমাত্রকামনায় যে আত্মসদৃশ, তাহাকেই শ্রীহরির ভজন করিবেন।' এই শ্রীতিমাত্রকামনাই অনুরাগময়ী ভক্তি। 'শ্রীতত্ত্বিড়াম্নায়ে' শ্রীষষ্ঠকোপ-ঋষি সেই শ্রীতিযুক্ত-ভজনের সিদ্ধান্ত-কথা প্রকাশ করিয়া অবয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভাগবত-ধর্মেরই অতি অনন্যাদৃ প্রকাশ বৈদিক-ধর্ম—ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্রজযুবতিগণ সাধারণ রতির বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রীতির ভজন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়টির সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গরূপী স্বয়ং মহাপুরুষের ও তাঁহার বৈভবাবতারগণের,— যথা শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম, শ্রীবরাহ, শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি অবতারগণের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নিজ শ্রীবিগ্রহ হইতেও প্রিয় শ্রীউদ্ধব-মহারাজ শ্রীব্রজললনাগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬১) বলিয়াছেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লৌকিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দ-পদবীর ভজনা করিয়াছেন, অহো! আমি শ্রীবৃন্দাবনে সেই শ্রীগোপীগণের শ্রীচরণরেণু লাভ করিবার সৌভাগ্যশালী গুল্মলতাদির মধ্যে যে কোনও একটি জন্মলাভ ইচ্ছা করি।

অভাব-বোধ ও অযোগ্যতার অনুভূতি

[পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবদয়িতভবিগ্রহ বিদ্যারত্ন]

অভাব-বোধ না হইলে এই জগতে কেহই কোন কিছু লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে না। 'বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছি, তাহাতে কোন দুঃখ নাই'—এই প্রকার বোধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আর তাহার পরিবর্ত্তন বা অন্য কোন কিছু পাইবার জন্য হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না। দেহের সহিত সম্বন্ধ-হেতু প্রাণধারণ করিবার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহার কোন কিছুর অভাব হইলে তাহা পাইবার জন্য তীব্র চেষ্টা স্বাভাবিক। আবার কেবলমাত্র দেহধারণ করিয়াই যখন সুখানুভব হয় না, তখন সুস্থ ও সবল হইবার জন্য প্রয়াস হয় এবং স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিলে পুনরায় আত্মীয়-স্বজনের সহিত একত্র বাস করিয়া তাহাদের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে পারিলে দেহ-ধারণ করিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, জীবাত্মার কেবল দেহের সহিত সম্বন্ধ নয়। বর্ত্তমানে যদিও আবৃত-দৃষ্টিতে ইহা ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধের অনুভূতি তাহার নাই, তথাপি স্বরূপতঃ সে চিজ্জাতীয় বস্তু এবং চিৎসুখ তাহার প্রয়োজন; এই প্রয়োজন-বোধ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারই বাস্তবিক অভাব-বোধের উন্মেষ হইয়াছে। এই অভাব-বোধ তীব্র হইলেই জীবের উপাসনা আরম্ভ হয়। কোন কোন জীব পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-ফলে স্বাভাবিক-ভাবে চেতনের অনুশীলনের প্রতি রুচি-বিশিষ্ট হইয়া পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখ, আবার কাহারও বা সাধুসঙ্গ

ও মহতের কৃপাক্রমে পূর্ণে বহির্মুখতা থাকিলেও উন্মুখতার প্রকাশ হয়। এই সাধু আবার তিন শ্রেণীর—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুশীলনপর, পরমাত্মানুশীলনপর ও ভগবদনুশীলনপর। ইহারা সকলেই চিদনুশীলন-রত হইলেও ইহাদের আনন্দানুভূতির তারতম্য আছে এবং ইহাদের অনুশীলনের তারতম্যানুসারে ইঁহারা জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত নামে পরিচিত। জীবের ভাগ্য ও রুচি-অনুসারে তাহার তদনুরূপ সাধুর সঙ্গ হয়। যাহার অভাব-বোধ যে প্রকার, তাহার পরিপূরণের বস্তুও তাঁহার নিকট তদনুসারে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত।

যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্ম যদ্ধ্যানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥

(শ্রীভাঃ ১।২।১১)

এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় তত্ত্ববস্তুই তাঁহার কর্তৃক-শক্তি পরিচালনা করিতেছেন এবং তিনি অনন্তশক্তি-সম্পন্ন; কিন্তু যেখানে তাঁহার সেই শক্তির প্রকাশ নাই, কেবলমাত্র তূষ্ণী মহান্ জ্যোতির্ঘন অখণ্ড চিন্মাত্রভাব, তাহাই সেই তত্ত্ববস্তুর ব্রহ্মপ্রকাশ। অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও সেই পরতত্ত্ব যেখানে কেবলমাত্র জীব ও মায়া-শক্তির উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করেন এবং স্বরূপ-শক্তির আংশিক ক্রিয়া প্রকাশ করেন, তাহাই তাঁহার পরমাত্ম-স্বরূপ; যেখানে তাঁহার চিচ্ছক্তির পূর্ণ-বিকাশ এবং যেখানে তিনি চিদ্বিলাসময়, সেখানেই তিনি 'ভগবান্' শব্দ-বাচ্য।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয় হইতে ত্রাণ লাভ করাই যাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহারা মুমুক্ষু এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুশীলন তাঁহাদেরই রুচিপর। পরমাত্মানুশীলনকারীও মুমুক্ষু, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পরতত্ত্বের বাক্তিত্বের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এবং তাঁহার সবিশেষভাব আংশিক-রূপে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য তিনি প্রয়াস করেন। আর যে-সকল সৌভাগ্যবান্ জীব পরতত্ত্বকে ভালবাসেন—তাঁহাকে তাঁহাদের প্রভু ও মহিত-জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহারা কেবল মুমুক্ষা-দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন না, পরন্তু তাঁহার অভাব বোধ করেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সুখানুসন্ধান-রত হন। পরতত্ত্ব যেখানে ভালবাসেন এবং ভালবাসা চা'ন, সেখানেই তাঁহার পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ। ভগবদ্ভক্ত পরতত্ত্বের সেই প্রকাশের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। অভাব-বোধের উদয় হইলে পরতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তরে কিছুতেই তৃপ্তি হইতে পারে না। যাঁহারা এই অবস্থায় পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারাই উন্মুখ—কেহ বা ব্রহ্মের প্রতি উন্মুখ বা জ্ঞানী, কেহ পরমাত্মার প্রতি উন্মুখ বা যোগী; আর কেহ ভগবানের প্রতি উন্মুখ বা ভক্ত।

জ্ঞানী ও যোগিগণ প্রায়ই নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা সাধুসঙ্গ লাভ করিলেও তাঁহার কথা বিচার করিতে করিতে চলেন; বিচারের দ্বারা তাঁহারা যেইটী উচিত বলিয়া মনে করেন, সেইটীই গ্রহণ করেন, আর তাহা না হইলে তাহা গ্রহণ করেন না। ইহাই আরোহ-পন্থা বা বিচার-প্রধান মার্গ। এই পথে চলিতে চলিতে যদি ভক্তের সঙ্গ না হয়, অথবা 'পরতত্ত্বের উপলব্ধি কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় হইবে না, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার কোন কিছুরই সন্ধান আমি পাইতে পারি না'—এইপ্রকার উপলব্ধি করিয়া শরণাগতির পথ অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধিও সুদূর-পরাহত। সেই জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় জানাইয়াছেন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

(শ্রীগী, ১২।৫)

'পরতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার রুচি আছে, তাঁহার অভাবে অন্তরে কিছুতেই শান্তি নাই, কিন্তু তাহা লাভ করিবার মত যোগ্যতাও আমার কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল'—এইপ্রকার অনুভূতি হইতে সদ্যেতে সাধু-গুরুর পাদপদ্ম-অবলম্বনের পথই রুচির পথ বা অবরোহ-পথ। এখানে প্রথম হইতেই 'পরতত্ত্বের সম্ভোষ না হইলে আমার উপায় নাই—সুতরাং তাঁহার সন্তোষই একমাত্র প্রয়োজন—তিনি আমার অত্যন্ত আপন এবং তাঁহার সেবা আমার প্রয়োজন'—এই প্রকার একটী অনুভূতি ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। সুতরাং ইহাই ভক্তির পথ। 'সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় আমি তাহা পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য'—এই প্রকার দৈন্যও আমাদিগে কৃপাকে অবতরণ করায়। তখনই ভক্ত-সাধুর সঙ্গ হয়

এবং তাঁহার সঙ্গ হইলে সাধকের অধিকার-অনুযায়ী তিনি তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির কথা কীর্ত্তন করেন। সেই সকল কথা তাঁহার নিকট হইতে সাধক যতই শ্রবণ করেন, ততই তাঁহার তাহাতে রুচি জন্মে এবং ক্রমশঃ তাহাতে দৃঢ়-শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন তিনি সেই সকল শ্রুত-বিষয় আবৃত্তি বা কীর্ত্তন-মুখে শ্রবণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধু-গুরুর পরিচর্য্যা-ক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া পরতত্ত্বের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হন।

শ্রীশ্রীঊর্জ্জব্রত

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্য-পুরাণ-রাগ-তীর্থ]

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
* * *
জয় বৃষভানু, জয় কৃত্তিকা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনাগরী॥

(পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদাস)

শ্রীঊর্জ্জব্রত বা শ্রীদামোদরব্রত শ্রীহরিতোষণ ভক্তিব্রত-সমূহের শিরোমণি। বিষয়বিগ্রহ শ্রীদামোদরের সেবকগণ কার্ত্তিক, আর শ্রীঊর্জ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকাদেবীর অনুগত শ্রীরূপানুগগণ 'গৌড়ীয়'। শ্রীবিষ্ণুর আরাধক বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সেবক শ্রীরাধিকা-যমুনা-ব্রজবাসী কার্ত্তিকগণ ভজন-বিচারে উন্নত। শ্রীব্রজবাসী কার্ত্তিকগণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অনুগত। শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীশ্রীরাধিকাদেবী-দেবীর সেবাই 'গৌড়ীয়গণে'র ভজনবৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌড়ীয়-গুরু-বর্গের অন্যতম রসিকভক্তরাজ নিত্যসিদ্ধ রাগমার্গীয় পার্ষদ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু নিজ-গুরুবর্গের ও আচার্য্যবর্য্যের পরিচয় এরূপ দিয়াছেন,—

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
ভট্ট শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব-চরণ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।১৪৫)

রসিকভক্ত-কুলাবতংস শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগত শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অন্তরঙ্গ অনুগ ছিলেন। অকিঞ্চনের শ্রীভাষ্যস্বরূপ শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীস্তবাবলী', 'শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি অশ্রান্তক-বিপ্রলম্ভাত্মক চিৎ-সাহিত্যসমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-গ্রিয়তমার হাতে যে নিবিক্ত-শ্রীতিভক্তির আদর্শসমূহ সংরক্ষণ করিয়াছেন, তাহাই কবিকুলরাজেন্দ্র শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস প্রভুর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় শ্রীশ্রীরাধাধামে ব্রজবাসের জন্য ভজনের ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন,—

যদীজ্যেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তত্রেং পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্মরন্ শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
দ্রুতং গোষ্ঠে নিত্যং বস নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিধিভক্তিলভ্য নহেন। তিনি বলেন,—"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৩।১৬)। চাতুর্ম্মাস্যাদি মুনিব্রত-পালনদ্বারা বিধিভক্তিতে মহাপুরুষ শ্রীনারায়ণের সেবা হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে ঊর্জ্জব্রত-পালন ব্যতীত ব্রজভজনলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে যে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীশ্রীগৌরহরি কাবেরী-তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে থাকিয়া চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিয়াছিলেন; প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন, কাবেরী-স্নান ইত্যাদি লীলা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভভজনেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীবৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কটভট্টকে সর্ব্বাগ্রে রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের উপাসক করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীব্রজধাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাস করিয়া শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের স্মরণ,

কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই শ্রীঊর্জ্জব্রতের প্রধানাঙ্গ। শ্রীযমুনা, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থপ্রবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শুভবর্ষের অন্তরীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারাই শ্রীবার্ষভানবী দেবীর ঐকান্তিক-সেবা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরূপপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে 'ঊর্জ্জাব্রত' অর্থাৎ শ্রীশ্রীঊর্জ্জেশ্বরীর অনুরাগণের আনুগত্যে শ্রীযমুনাদি-তীর্থে শ্রীরাধোদরবাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই চৌষট্টি ভক্তাঙ্গের অন্যতম বলিয়াছেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'শ্রীপদ্মপুরাণ', 'শ্রীব্রহ্মপুরাণ' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীঊর্জ্জব্রত বা শ্রীকার্ত্তিকব্রতের মাহাত্ম্য ও বিধি সন্নিবিষ্ট আছে। পুণ্য ও মোক্ষাদি-লাভের অল্প বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলে শ্রীগৌড়ীয়গণের সমাদৃত শ্রীঊর্জ্জব্রত বা শ্রীকার্ত্তিকব্রত অনুষ্ঠিত হয় না। শ্রীশ্রীরূপপ্রভু কথিত 'উত্তমা ভক্তি'র সম্বন্ধের জন্য শ্রীরূপানুগ-গুরুবৈষ্ণববৃন্দের একান্ত-ভাবেই শ্রীঊর্জ্জব্রত-পালন হয়। শ্রীভক্তিদেবী শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাকটাক্ষ-লাভের জন্যই এই শ্রীদামোদরব্রত-পালন। শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদাদেবীর বাৎসল্যভক্তির মাধুর্য্য এবং শ্রীদামোদরের ভক্তপ্রেমবশ্যতা-লীলা যাহাতে আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনশোধিত শুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হয়, তজ্জন্য শ্রীবার্ষভানবীপ্রাণবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপা-কণা প্রার্থনা এবং শ্রীভাগবতমুনির হৃদয়ে সমুদিত শ্লোকে আমরা শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি,—

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেব্যৈ কৃতায়্যৈ॥

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ যে শ্রীগৌরপার্ষদিত শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার অচিন্ত্য ভুবনমঙ্গলময় প্রভাব ও শক্তির দ্বারা সুকৃতিমন্ত জীবগণের মঙ্গলবিধান করিতেছিলেন, তাহা "গৌড়ীয়"-পাঠকগণ অবগত আছেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ গত ১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার প্রাতে শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীকাশীধামের অভিমুখে যাত্রা করেন। সমস্ত দিন ও রাত্রি গো-যানে প্রায় ২১ মাইল পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক পরদিবস প্রাতে 'শের-ঘাট', তথা হইতে সেই দিনই গো-যানে 'সিউগঞ্জের' নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীলনারায়ণ-শিক্ষা-লীলাক্ষেত্র শ্রীকাশীধামে শুভবিজয় করিয়া শ্রীগঙ্গার তীরে তাঁহার প্রাণধন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের সহিত ভারভাঙ্গা-রাজ-ঘাটে শিবির স্থাপন করিয়া স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে দর্শন দান ও শ্রীবচনামৃতে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছা-কৃপা-বশে অপরাহ্ণে ৩।৪ ঘণ্টাকাল শিবিরের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

সংযোজন

'শ্রীব্রহ্মবিড়াল্লায়'-প্রবন্ধের ১ম পৃষ্ঠার ('গৌড়ীয়' ১০০ পৃষ্ঠার) ২য় স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তির পরে এইরূপ বসিবে,—"তামিল-ভাষায় দিব্যসূরি-রচিত দিব্য প্রবন্ধরাজি 'শ্রীব্রহ্মবিড়াল্লায়'-নামে অভিহিত।"

১০২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২৩শ পংক্তিতে "(৮) পেরিয় আল্বার্"এর পরে নামান্তর "ভট্টর্ পিরান্" বসিবে।

১০৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩য় পংক্তির উপরে "ঈশ্বর-সংহিতায়াম্—" এইরূপ বসিবে। ঐ, ২০শ পংক্তির পূর্ব্বে "১৯৪৯ সংবৎ বা ১৮১৪ শকে" এইরূপ বসিবে এবং ২১শ পংক্তিতে "একটি গ্রন্থ" স্থলে "এই গ্রন্থ" হইবে।

১১৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৩শ পংক্তিতে ১ম অনুচ্ছেদের শেষে এইরূপ বসিবে,— "শ্রীরামানুজাচার্য্য-শিষ্য 'মুদুবই আচ্চানে'র বংশে আবির্ভূত মুদুবই বেঙ্কটরাম নরসিংহ আচার্য্যের (১৮৪২-১৯২৮ খৃঃ) শিষ্য বেঙ্কটরামন্ আচার্য্য 'গীর্বাণ-পঠকোপ-সহস্র' গ্রন্থে 'সহস্রগীতি'র সংস্কৃত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।"

১১৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৯শ পংক্তির পূর্ব্বে "সহস্রগীতির ১ম শতকের ৪র্থ দশকে,"—এইরূপ বসিবে।

সঙ্ঘ-সন্দেশ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-কীর্ত্তনোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গত ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর শুক্রবার শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-তিথি হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-কীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ পদ্মপলাশ পঞ্চতত্ত্ব-দৃক্ সাংখ্যবিকারী, শ্রীপাদ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণব ও বহু মঠবাসিগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া, উচ্চসংকীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠি ও ঢাকা-নগরীতে দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণ এবং মহাপরাধ ও দুর্দ্দৈব-নিমগ্ন দুর্ভাগেতন পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে শ্রীহরিভজনের প্রতি উন্মুখ করিবার জন্য আন্তরিক-প্রচেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপাদের আবির্ভাবোৎসবের অধিবাস-তিথিতে প্রাতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'শ্রীনৃসিংহস্তব-সমূহ'-পাঠ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-তিথিতে প্রাতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করেন। শ্রীপাদ রাধানুজদাস প্রভু 'শ্রীমদ্ভাগবত' পারায়ণ করেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীতুলসীকানন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রম হয়। অপরাহ্ণে ও অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ হইতে 'আচার্য্য শ্রীমদ্ পূর্ণপ্রজ'-শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-বর্ণনান্তে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' হইতে 'বৈধী ভক্তির প্রকারভেদ ও শরণাপত্তির বৈশিষ্ট্য' কীর্ত্তন করেন। ঢাকাবাসী বহু শ্রদ্ধালু শিক্ষিত ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঐ ব্যাখ্যা-শ্রবণে পরমোপকৃত হন।

২৩শে আশ্বিন, রবিবার শ্রীপাপাঙ্কুশা একাদশী-তিথিতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের তিরোভাব-উৎসব শ্রীগুরুবর্গের কৃপায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। অনিশ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকীর্ত্তন হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুদ্বয় চরিত ও কৃপার বিষয়-পাঠ হয়। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ-পাঠ হয় এবং রাত্রিতে পূজনীয় শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীগোস্বামিদ্বয়ের চরিতকথা এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব-দানের বিষয় বিমলিতচিত্তে কীর্ত্তন এবং 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, বুধবার অপরাহ্ণে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর চরিত-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ-পাঠ হয়। প্রভুদ্বয়ের বিরহোৎসব-উপলক্ষে রাত্রিতে শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ কিছুক্ষণ তাঁহাদের শ্রীশ্রীগৌরসেবানিষ্ঠার কথা কীর্ত্তন ও তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, সোমবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের বিরহোৎসবোপলক্ষে 'গৌড়ীয়' হইতে "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়" শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠ হয়। রাত্রিতে শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের লীলা ও অপার্থকরুণার কথা আবেশের সহিত কীর্ত্তন ও "শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ" হইতে 'মহাভাগবতের পরিচর্য্যা'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পরে যথাক্রমে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়-বিরচিত প্রার্থনা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয়। এই কার্ত্তিক, শুক্রবার শ্রীঅনিরুদ্ধবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্ বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। রাত্রিতে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' হইতে 'শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির শ্রবণ'-বিষয় পাঠ হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীগৌরবাণীনিত্যজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও 'পরিচর্য্যা-পরিসরে'র সেবোদ্যোগে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অধীন শ্রীচৈতন্যমঠানুগত নয়মুখ শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে গত ২৬শে আশ্বিন, বুধবার পূর্ণিমা-তিথি হইতে শ্রীঊর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হইয়া শুদ্ধ-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পালিত হইতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আগামীবা পূজোপলক্ষে 'মুদ্রাযন্ত্র' বন্ধ থাকায় 'গৌড়ীয়' এক সপ্তাহকাল অপ্রকাশিত থাকিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-গৌরকিশোর-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমেতত্ত্ব বিজ্ঞায় যথার্থমনুশীলতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
আনুকূল্যেন কৃষ্ণস্য
বিহিতস্য সাধনম্ ভক্তিঃ।

প্রাতিকূল্যস্য বুদ্ধ্যা পরিবর্জনম্।
দুর্দৈবতঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং চেত্যুদাহৃতম্॥
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু এনুশাসন
"বিদ্যা" বলিয়া গণ্য হয়েছে॥

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৫০ ; ১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৩ | ১৫শ-১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আচার ও শিক্ষা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীগৌরকিশোর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর-মহাপ্রভুর বিশেষ আদেশ-প্রাপ্ত ও শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু—নিত্যসিদ্ধ 'প্রচার প্রমোদ'। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ নিজ-জন; কিন্তু, তিনি সেইরূপ প্রচারকের লীলা না করিয়া বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে 'তাঁহার নীরব প্রচার' ছিল। তিনি তাঁহার সুহৃদ্বর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বা তাঁহার শিষ্যবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ন্যায় "যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—এই শ্রীগৌর-আজ্ঞা-প্রচার-বহনকারীর লীলা বা প্রচারকের লীলা প্রদর্শন না করিলেও 'অযাচার' যে-সকল আচরণ প্রকাশ ও চেতন-বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্তর যাবৎ একান্ত মঙ্গলেচ্ছুগণের মঙ্গল সাধন করিবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐ-সকল আচরণ ও শিক্ষা-প্রচারের দ্বারা জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, শ্রীমদ্ভাগবত কি বিষয় প্রতিপাদন করেন, তাহা তিনি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত ও আচরণ দেখিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-কিশোর প্রভুর আচরণের মধ্যে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। বাহ্য দর্শনে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

প্রভু ছিলেন—বিবিক্তানন্দী ও স্বতীর বিরাগী, আর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ছিলেন—ঘোষানন্দী ও শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ বিরাজিত ভাব বিষয়-বৈভববিগ্রহ। কিন্তু, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই দুই প্রভুকেই "একই উপাদানে গঠিত নিরপেক্ষ দাদু" বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"'নিরপেক্ষ'-শব্দ বলিলে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে যেরূপ আছে। জড়াভিনিবেশ-বশতঃ সাপেক্ষতার পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব-মহাত্মগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরি-উক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।"

("আমার প্রভুর কথা"—শ্রীসঃ তোঃ ১৯১৫)

'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু' ও 'দীক্ষা-গুরু'

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর লীলার মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যথার্থ 'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব' ও 'দীক্ষা-গুরুদেবে'র স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে-কোন বদ্ধজীব কোনও মহতের মৌখিক সন্তান (?)-বিশেষই যে 'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু' বলিয়া দাবী করিতে পারেন না, আর যে-কোনও সাধুস্তব বা গুরুস্তব হইতে শ্রীনামহট্টাদাতা গুরু নহেন, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দুই প্রভুর আদর্শ-দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীব-শিক্ষার্থ দৈন্যলীলা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"এ-হেন দুর্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়তমস্বরূপকে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ-মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু, প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় ভক্তাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার-স্থান হইতে পারে। আমি জানিতাম, নমস্কার যাচন করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু, আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব ইহ-জগতে থাকিতে পারেন।"—(ঐ)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ যেরূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দেখাইয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও শ্রীল ভক্তি-বিনোদের গুরুত্ব শ্রীগৌরজনত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"সময় সময় কলিকাতা শ্রীভক্তি-ভবনের পরম-পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীভগবতীদেবী ওঁ শ্রীভক্তি-ভবনের কেহ কেহ কুলিয়া নবদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা ঘরের ঠাকুরকে ছাড়িয়া কুলিয়ায় কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন,—না বাজারের ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহে শ্রীগৌরের যে অপরূপ পাবন আবির্ভূত হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে আরও কিছুদিন এখানে রাখিতে চাহেন, তবে আপনারা গৃহে গিয়া একান্ত মনে হরিভজন করুন, নতুবা তাঁহাকে অধিক দিন রাখিতে পারিবেন না। শ্রীভক্তিবিনোদ যে-স্থানে থাকেন, সেই-স্থানই শ্রীধাম-নবদ্বীপ।"

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু প্রায়ই শ্রীগোদ্রুমের "শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে" শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমুখে "শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা"-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। একবার শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে ও বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট বৈশাখ মাসের একমাস-কাল "শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত"-পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, কুলিয়া নবদ্বীপের শ্রীনিত্যানন্দ-বংশধরাভিমানী কোন পণ্ডিত ও 'গোস্বামি'-নামধারী ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করাইতে আসিলে তিনি ঐরূপ নামাপরাধীর মুখে শ্রীভাগবত কীর্তিত হন না,—ইহাতে জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত পাঠক চলিয়া যাইবার পর তিনি সেইস্থান পরিশোধিত করেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আপাতদৃষ্টিতে বিবিক্তানন্দী

ছিলেন। বস্তুতঃ, বলের প্রতি তাঁহার কোনও বিরক্তি ছিল না। "সহস্র-সৎসম্প্রদায়াধিদৈবত" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং, অনন্য লীলা-পরিকরগণকে লইয়া নিত্যকাল সঙ্কীর্ত্তন-লীলা-বিলাস করেন, শ্রীগৌরজনও তদ্রূপ তাঁহার মুখাপ্রিতগণকে লইয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধান করেন। যাহার-তাহার 'একাকী' বলিয়া কোন কথা নাই; একমাত্র প্রণয়েই তাহা দেখা যায়। 'একাকী' শ্রীকৃষ্ণ-ভজন "শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াবলিমুখ্যা" একমাত্র শ্রীমতী বার্ষভানবী-দেবীরই একচেটিয়া; অন্য কাহারও সেই 'একাকী' ভজনে অধিকার নাই। সেই স্বরূপশক্তি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী-দেবীও স্বীয় কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রাণকোটী-সর্ব্বস্ব অন্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতেছেন। শ্রীবেদব্যাস শ্রীপাদশ্রীতে ও তাঁহার আত্মস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে যে 'ধীমহি' ('ধ্যায়েম') পদের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাও আশ্রয়-তত্ত্বের বহুত্বই প্রচার করিতেছে। স্থূলদৃষ্টিতে যাহা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর 'নির্জ্জন' ও 'একাকি-ভজন' বলিয়া দেখা গিয়াছে, তাহা অক্ষয়দৃষ্টি-বৃত্তির আশ্রয়ে মূর্খ-লোকগণ বুঝিতে ভুল করিতে পারেন। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু তাঁহার প্রাণকোটী-সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-মহাপ্রভুর ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন-রাস অর্থাৎ বহু 'যজ্ঞাতীতাশয়-স্নিগ্ধ' (সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট) আশ্রিত জনগণকে লইয়া বিষয়-বিগ্রহের সেবারই পক্ষপাতী। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমানী কোন ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া "My Guru-puja" অর্থাৎ 'আমার গুরুপূজা'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ শ্রীব্যাসপূজার মধ্যে প্রকাশ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ বাক্যটীর প্রতি বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। 'আমার গুরুপূজা' বলিলে কেবল যে ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বহু সেবকত্ব, শ্রীগুরুদেবের যূথপতিত্বও অস্বীকার করা হয়। যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীপাদপদ্মে একান্ত যোগযুক্ত, একমাত্র সেই শ্রীরাধা-নিত্যজনই প্রগাঢ়-আসক্তি-দ্যোতক একবচনের প্রয়োগ করিতে পারেন। তিনি একবচন প্রয়োগ করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের যূথপতিত্ব অনুভব করেন।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু শ্রীবৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের বেষশিষ্য শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিবার পর প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনলীলা প্রকাশ করেন। কিন্তু, যে-বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শুভবিজয় করেন এবং তদবধি অনেকটকাল পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল-বিচারে বাস করেন।

সেই সময় বিবিক্তানন্দি-সম্প্রদায়ের মধ্যে "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রবর্ত্তক ও সাধকগণের স্থান এবং শ্রীব্রজধাম সিদ্ধগণের স্থান; সুতরাং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রেষ্ঠ; ব্রজমণ্ডলে (?) পদব্রজে বা টিকেট কাটিয়া তথায় যাইতে পারিলেই সিদ্ধি অনিবার্য্য।" —এইরূপ বিচারে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীকৃষ্ণধামে ভেদবুদ্ধিরূপ অপরাধের চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছিল; শ্রীবৈষ্ণবসার্ব্বভৌম তাহার নিরাকরণ-করে স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ শ্রীব্রজজন হইয়াও লীলা-প্রবেশ-কাল পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপধামে বাস এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-প্রমুখ তাঁহার শ্রীমহাভাগবত অনুগ-বর্গকে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের উজ্জ্বলতা প্রকট করিয়া শ্রীগৌরধামে শ্রীহরিভজন করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই দুই মহাত্মা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীশ্রীভক্তিপ্রভুর শিক্ষাদিত্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের "শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"—এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া লীলা-প্রবেশ-কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীগৌড়মণ্ডলেই বাস করেন। শ্রীল প্রভুপাদও পূর্ব্ব-গুরুবর্গের এই বিচার অনুসরণ করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলে লীলা-প্রবেশ-কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন।

দৈনন্দিন চরিত

শ্রীগৌরকিশোর প্রভু শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজজন বর্ণন করিয়া কিরূপ দিব্যোন্মাদে বিভাবিত ছিলেন, তাহা তাঁহার দৈনন্দিন চরিত, যাহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়,—

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বাসবাসি-দর্শনে শ্রীধামের অভিমানহীন গৃহস্থগণের গৃহ হইতে শুষ্ক দ্রব্যসমূহ ভিক্ষা

করিয়া স্বহস্তে শ্রীভগবানের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেন, তখনও পথ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণাদি-উপলক্ষে যে-সকল ব্যবহৃত মৃত্তিকা লোকে রাস্তায় ফেলিয়া দিত, তিনি সেই-সকল গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তাহাতে পাকাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অশৌচ-ক্রিয়ার জন্য গঙ্গাতীরে আনীত শবের বস্ত্রাদি যাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদনের কার্য্য সমাধান করিতেন। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরাপেক্ষা-রহিত হইয়া অপরের পরিত্যক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা তিনি স্বীয় ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ অনেক সময়ই শ্রীল গৌরকিশোরের অসামান্য বৈরাগ্য, শুদ্ধভক্তি ও ভগবদনুরাগের কথা প্রভৃতি অনুগমণ্ডলীর নিকট আলোচনা করিতেন। ইনি মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীগোদ্রুমে 'শ্রীবানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে' আসিতেন; ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ ও ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনায় অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার গলদেশে শ্রীতুলসী-মালিকা, হস্তে নিরপরাধে নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীর মালা এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ছিল। আবার, কোন কোন সময় তাঁহার গলদেশে কোন মালা নাই, হস্তে সংখ্যা করিবার তুলসী-মালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থির মালা, উন্মুক্ত কৌপীন, দিগম্বর, হেতু-রহিত বিতৃষ্ণা ও কর্কশ বাক্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য তাঁহাতে দেখা যাইত। অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্যে যদি অধিকার না থাকিলেও শাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে ও বাস্তব আচরণে দেদীপ্যমান ছিল। কেহ কোন দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার অবকাশ পা'ন নাই। তিনি কাহারও কোনও প্রকার সেবা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অকৃত্রিম অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্যের আদর্শ দর্শন করিলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিপ্রলম্ভের কথা স্মরণ হইত।

তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পশ্চাতে 'সর্ব্বজ্ঞতা' প্রভৃতি বিভূতি অনুক্ষণ সেবা করিবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিত। তিনি সকল কপটী ব্যক্তির হৃদয়ের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন। বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও কোথায়, কোন্ সময়, কোন্ কপটী ব্যক্তি হরিসেবা ও হরিকার্য্যের নামে ভোগ-কার্য্য করিতেছে, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্তর্যামিসূত্রে জানাইয়া দিয়া সকলকেই কপটীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ দিতেন। কিন্তু, এই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পরম মহত্ত্ব নহে। তিনি জগতে শ্রীকৃষ্ণভজনের যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার যে বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্য-শোভা বিস্তার করিয়াছে।

শ্রীরাধা-নিত্যজন

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগোদ্রুমের নব-নির্ম্মিত 'শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জে' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীল গৌরকিশোরকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করেন। সেই দিন শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু—

"কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাখে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাখে রাখে॥"

—এই তালে শ্রীরাধাভাবনী-দেবীর উদ্দেশে অত্যন্ত দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া করতাল-কণ্ঠে গান করিতে করিতে 'শ্রীবানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে' উপস্থিত হইলেন। অপ্রাকৃত অবধূত-কুল-চূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরের শিরোদেশে একটী ঘাস-চর্ম্মের টুপী ও ঝুলির মধ্যে তাঁহার ভাবসেবার নানাপ্রকার সামগ্রী ও উপকরণ ছিল। তিনি পরে তাঁহার শ্রীহরিনামের মালিকা, শ্রীনামের ছাপ, ঐ টুপী ও অর্চ্চনের উপকরণগুলি সমস্তই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ টুপীটী ও ঝুলিটী কাদ্‌নার শ্রীল ভগবান্‌দাস বাবাজী-মহাশয় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দিয়াছিলেন। ইং ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীগোদ্রুমে 'শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জে' শ্রীভাগবতী দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

শ্রীগোদ্রুমে

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু "শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জে" শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ

করিতে আসিতেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় আসিয়া এটা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে "শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে"র কোণের একটী টিনের ঘরে রাত্রি যাপন করিতেন। সময় সময় "শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে"র পার্শ্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাযোড়াবাসী শ্রীক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও শ্রীবিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন মহাশয়গণের 'প্রহ্লাদ-কুঞ্জে'র কুটীরে নানাস্থান হইতে কাষ্ঠ ও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। 'প্রহ্লাদ-কুঞ্জে'র সমস্ত রান্নাঘাটী ঐরূপ সংগৃহীত কাষ্ঠ-স্তূপে ও মৃদ্ভাণ্ডে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কোন কোন দিন "শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ" হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আবার, কোন কোন দিন কেহ প্রসাদ দিতে গেলে তাহা গ্রহণ না করিয়া উপবাস করিতেন; কিংবা নিজহস্তে পাক করিতেন। সেই সময় তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার অভিনয় করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও শ্রীল গৌরকিশোর তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল পথ্য-গ্রহণে মনোযোগ দিলেন না; বরং ক্রমশঃ শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার লীলা এত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি তাঁহার বাহ্য-দৃষ্টি-শক্তিকে একেবারেই সঙ্গোপন করিলেন। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাবাবরের বিচরণ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিলেন।

আমলাযোড়া-বাসী সরকার মহাশয়গণের নিকট হইতে দক্ষিণ-কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত 'প্রহ্লাদ-কুঞ্জে'র স্থানটী গ্রহণ করিলে শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু "শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে"র কোণস্থ কুটীরেই থাকিতেন এবং তন্নিকটবর্ত্তি-স্থানের প্রাঙ্গণে বসিয়া শ্রীহরিনাম করিতেন। কখনও কখনও বহির্বাস, কৌপীন প্রভৃতি তাঁহার চিন্ময় কলেবরে সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, সেই অনুভূতি পর্য্যন্তও তাঁহার থাকিত না। কোন কোন দিন সরস্বতী-নদীতে স্নান করিতে গিয়া উলঙ্গ-বসন হইয়া স্বীয় ভজন-কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে শ্রীব্রজগোপীগণকে আহ্বান করিতে থাকিতেন।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যখন বাহ্য-দৃষ্টিশক্তিহীনতার অভিনয় করিতেছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কলিকাতায় গমন করিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন,—"আমি কিছুতেই 'মায়ার রাজ্যে' কলিকাতায় যাইব না।" ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীল গৌরকিশোরকে বলিলেন যে, তাঁহার সেবক সরস্বতী কলিকাতায় থাকিবেন; তিনি তাঁহার সেবা করিতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহার কোনই অসুবিধা হইবে না। এইকথা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন,—"আমি প্রভুর সেবা লইব না, আমি জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" ইহা বলিতে বলিতে শ্রীল গৌরকিশোর "শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে"র সম্মুখে প্রবাহিতা সরস্বতী নদীর দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। ইহার পর পঁয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। পঁয়তাল্লিশ দিনের পর তিনি হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আত্মহত্যার দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, তবে কেহ আমার সেবা করিবে, ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।" শ্রীল গৌরকিশোরকে শত চেষ্টা করিয়াও ঔষধ সেবন করান যাইত না। তিনি অপরিচিতভাবে নিরম্বু একাদশী-ব্রত পালন করিতেন। একাদশী ব্যতীত অন্য সময় কখনও বা গঙ্গা-মৃত্তিকা, কখনও বা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া শুষ্ক তণ্ডুল ও দাল গ্রহণ করিতেন।

শ্রীমায়াপুরে

১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কাঁঠাল-তলায় (যেখানে অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে শ্রীযন্ত্রারূঢ় প্রভুর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে) শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যদিও সম্পূর্ণভাবে বাহ্য-দৃষ্টিশক্তি সঙ্গোপন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রায় দুই ঘটিকার সময় কুলিয়া নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে একাকী

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অকস্মাৎ নিজ-প্রভুকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোন্ সময় এখানে পদার্পণ করিয়াছেন?" শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"আমি গত রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় এখানে আসিয়াছি।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে কে এখানে লইয়া আসিলেন, আর অত রাত্রেই বা পথপ্রদর্শক কোথায় পাইলেন?" শ্রীগৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"একজন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন,—"আমরা বাহ্য চক্ষুতে ত' আপনাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন দেখি, এতদূর হইতে এখানে হাতে ধরিয়া কেহ লইয়া না আসিলে আপনি কি করিয়া আসিতে পারেন? তাহা হইলে কি স্বয়ং কৃষ্ণই আপনাকে হাত ধরিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন?" এইকথা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন কুলিয়া হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর পর্য্যন্ত কোনই পথ-ঘাট ছিল না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত রাত্রে আপনাকে নদী পারই বা করিয়া দিলেন কে?" তদুত্তরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"একজন আমাকে নদী পার করিয়া দিলেন।"

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীগৌরকিশোর

জনৈক ডাক্তার হরিভজনের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট নবদ্বীপে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারটী পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া ডাক্তারী করিবেন, লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া ঔষধাদি ক্রয় করিবেন এবং বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা করিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহার পরোপকার ও নিজের হরিভজন, উভয়ই হইবে; সুতরাং ইহা সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল মুরারিগুপ্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

"প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কা'র ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব-ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যা'রে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ—দুই তা'র ক্ষয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৫০-৫১)

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর উক্ত ডাক্তারের নবদ্বীপ-বাস ও হরি-ভজনের জন্য ব্যাকুলতার অভিনয়ের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা জানাইয়া দিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন,—"শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ও নিত্য নবদ্বীপবাসী। শ্রীনবদ্বীপ-বাসের ছলনা করিয়া তিনি প্রভুর ধাম ভোগ করিবার কোনও কপট-অভিসন্ধি পোষণ করেন নাই। তিনি নবদ্বীপে কোন ভজন-মন্দির বা ঠাকুর-মন্দিরের ব্যবসায় পাতিয়া কুটুম্ব-ভরণ, নিজ উদর-ভরণ বা করিভজনের ছলনা করেন নাই। তিনি প্রতিগ্রহ করেন নাই বা কাহারও ধন গ্রহণ করেন নাই। তিনি অপ্রাকৃত শ্রীগৌরপ্রেমের ভাণ্ডার। তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌরপ্রেম-লাভ হয়। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে চিকিৎসা করেন, তাঁহার সকল-প্রকার রোগ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুতে অকপট-প্রীতি লাভ হয়। তাঁহার সেই আদর্শের অনুসরণ না করিয়া, তাঁহার শুদ্ধ-আদর্শকে বিকৃত করিয়া অপ্রকরণ ও তদ্দ্বারা ভজনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করিলে অনন্তকাল ভবরোগে দুঃখ পাইতে হইবে। আপনি ভবরোগের রোগী; কি করিয়া অপরের রোগ সারাইবেন? সর্ব্বাগ্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অকপটে শ্রীমুরারি-গুপ্তের নিকট কৃপা প্রার্থনা করুন, তারপর পরোপকার কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র শ্রীহরিনাম করিবার অকপট-বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য বুদ্ধিকে কু-বুদ্ধি বলিয়াছেন। আপনি ঐপ্রকার কু-বুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করুন। হরিভজন করিতে করিতে কাহারও যদি ঐপ্রকার অন্যাভিলাষ আসে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হয় এবং সেই ব্যক্তি হরিনামের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা করিবার জন্য-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ ও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস—এই দুইটী একসঙ্গে হয় না। কর্ম্মী কখনও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না।" তখন উক্ত ডাক্তার-বাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে আমার কর্ত্তব্য কি?" বাবাজী-মহারাজ বলিলেন,—"আপনি যদি সত্য সত্যই নবদ্বীপে বাস করিতে চাহেন, তবে ঐ-সকল সমস্ত পর্য্যন্তোভাবে বর্জ্জন করুন।

আপনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া বিষয়ী লোকের বিষয়-চেষ্টার আনুকূল্য করিবার যে বিচার করিয়াছেন, এই কু-বিচার পরিত্যাগ করুন। যাঁহারা বাস্তবিক হরিভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের হরিভজনের আনুকূল্য ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকারের কর্ম বা ধর্ম লইয়াই মোর বন্ধনের কারণ হয়। আপনি যেরূপ বাসবাস করিতে চাহিয়াছেন, সেইরূপ বাস-বাস অপেক্ষা আপনার দেখে গিয়া হরিনাম করিলে আপনি বাঁচিতে পারিবেন। যদি বাঁচিতে চাহেন, তবে তাহাই করুন। কপটের সহিত বাসবাসের ছলনা করিবেন না।"

এক সময় একজন নবীন কৌপীনধারী শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর প্রভুর নিকট কএক-দিন যাতায়াত করিবার পর কুলিয়া নবদ্বীপের কোন কৃষ্ণবিদ্বেষিণী রাণীর এষ্টেটের কর্মচারীর নিকট হইতে পাঁচ-কাঠা জমি সংগ্রহ করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"শ্রীনবদ্বীপ-ধাম অপ্রাকৃত, এখানে প্রাকৃত কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ কিরূপে ভূমি দান করিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহারা উক্ত কৌপীন-ধারীকে পাঁচ-কাঠা জমি দিতে সমর্থ হইলেন? বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরাশি প্রদান করিলেও তাহা অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। অতএব কোন্ জমিদার, এত মূল্য কোথায় পাইবেন যে, তিনি নবদ্বীপের ভূমি বিনি করিবার অধিকার পাইবেন? আর উক্ত কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল আছে যে, তিনি তাঁহার ভজনমুদ্রার বিনিময়ে নবদ্বীপের এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? নবদ্বীপধামে ঐরূপ প্রাকৃত-বুদ্ধি থাকিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাকুক, অপরাধই হইবে। অপ্রাকৃত-তত্ত্ব নবদ্বীপে যে প্রাকৃত জ্ঞান করে, তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণবগণ 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া নির্দেশ করেন।"

মাধুকরী ভিক্ষা

এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুর জন্য কএক সের করিয়া চাউল স্বেচ্ছায় পাঠাইতেছিলেন; এইরূপ অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তিও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য কিছু কিছু চাউল প্রায়ই দিয়া যাইতেন। কুলিয়া নবদ্বীপের রাণীর বর্ষশালায় একটি কুঠরীতে এই সমস্ত চাউল জমিতে ছিল। ৺ সাহায্য চাউল নিয়মিত-ভাবে আসিবার প্রায় দুইমাস পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহা দেখিতে পাইলেন এবং ৺ ৺ সাহার নিকট লোক পাঠাইয়া বলিলেন যে, তিনি যেন আর চাউল না পাঠান। ইহা জানিবা-মাত্র উক্ত সাহা মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"প্রভো, আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে, আপনি আমার নিকট হইতে মাধুকরী-গ্রহণ বন্ধ করিলেন?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমার গুরুদেব আমাকে 'পালাগরু' হইতে নিষেধ করিয়াছেন, 'পালাগরু' অপেক্ষা 'ধর্মের ষাঁড়' হওয়া বরং সুবিধাজনক।" শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি 'পালাগরু' শব্দের তাৎপর্য জানিতে চাহিলেন। বাবাজী মহারাজ 'পালাগরু' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিলেন,—"গৃহস্থ যে গরুকে নিজের গুদামঘরে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া পালন ও দোহন করে, উহাকে বা হালের গরুকে 'পালাগরু' বলে। যাহারা একজনের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদর-পূর্তি করে, তাহারাই পালাগরুর মত পালকের অধীন হইয়া পড়ে। পালক অপ্রস্তুত হইলে পাওনাদার মহাজনগণ ঐ গরুকে বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায় করে; আর 'ধর্মের ষাঁড়' কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে না। সে এ-ক্ষেতে ও-ক্ষেতে খাইয়া দেহ-পুষ্টি করে, কখনও কখনও দু'একটা কিল-ঘুষি খাইলেও 'পালাগরু'র মত আজীবন বদ্ধ হইয়া থাকে না। আর যাহারা গুরুগরুর প্রতিপালক, তাহাদেরও মাঝে মাঝে গরুর উপদ্রবে জরিমানা দিতে হয়। নিষ্কপট করিয়া কাহারও সেবার আশা করা 'পালাগরু'র অবস্থা। আজকাল অনেকেই 'মাধুকরী' কথাটি শিখিয়াছে। বাবাজীরা বলিয়া থাকে যে, তাহারা 'মাধুকরী' গ্রহণ করে! 'মাধুকরী'—নির্গুণ-বৃত্তি। যাঁহারা প্রকৃত-মাধুকরী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের শ্রীগুরুকে শরণাগতি প্রবল হয়, দেহস্মৃতি বিনষ্ট হয়; সাংসারী ও বিষয়িগণের ন্যায় জিহ্বা-লাম্পট্য, উপস্থ-লাম্পট্য ও চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিবার পিপাসা বিদূরিত হইয়া যায়। যাহারা শ্রীব্রজে বা শ্রীনবদ্বীপে ভজন করিবার ছলে বিষয়ীর বৃত্তি-ভোগী, তাহারা 'পালাগরু'। আর যাহারা এ-ক্ষেতে ও-ক্ষেতে চরিয়া ভাল ভাল খাইবার পিপাসায় 'মাধুকরী বৃত্তি' গ্রহণ করিতেছে, মনে করে, তাহারা "ধর্মের ষাঁড়"। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রভু 'মাধুকরী'র স্বরূপ কীর্তন করিয়াছেন,—

"হরি হরি! কবে হ'ব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-উপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥
ষড়্ রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥"

"কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' বলে'ণ
হাহিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা-লতা-তরু-তলে॥
(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
(কবে) বামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত-বেশ॥"

শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে দেহ-নির্ব্বাহ ও শ্রীধামের রজের নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ভগবৎ-প্রসাদ-গ্রহণ, শ্রীহরি-ভজনের বিশেষ অনুকূল বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। মাধুকরী হইতেও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য শ্রীগুরুপাদের অতিশয় প্রিয়, তাহা তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদ ও প্রেরিত বস্তুরূপে অনুভব করিয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য গ্রহণ করিলে অচিরেই শ্রীগুরুকৃপা-লাভ হয়।

শ্রীঅভীষ্টদেবের ভজন-পরিচর্য্যাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-ধামে পরম-বৈষ্ণব-ভরে শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের অনুশাসনে বাস করিয়া শ্রীধামের সর্ব্বপ্রকার ভজনানুকূল পারিপার্শ্বিকতায় সর্ব্বক্ষণ বিভাবিত ও নিরন্তর অভীষ্ট-সেবা-তৎপর থাকিবেন—ইহাই শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর আদর্শের দ্বারা শিক্ষা করিতে পারি। সাধক ও সিদ্ধ, উভয় অবস্থায় যিনি অভীষ্ট-ভগবৎ-পরিচর্য্যাপরায়ণ হন, তাঁহার মাহাত্ম্যই সর্ব্বাধিক। রাগমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে ভজন-শিক্ষাগুরু আনুগত্যে অভীষ্টদেবের পরিচারক বা পরিচারিকা হওয়াই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূল-কথা। পরিচর্য্যার মধ্যে সমস্ত ভক্তি অনুস্যূত আছেন। শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধরের (১) ইজ্যা অর্থাৎ অর্চ্চি-সেবা, (২) আখ্যা অর্থাৎ শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাদির কীর্ত্তন, (৩) ধ্যান অর্থাৎ পঞ্চবিধ স্মরণ, (৪) শ্রবণ অর্থাৎ মহন্তের শ্রীমুখে অভীষ্টদেবের লীলাদির শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন ও (৫) নতি অর্থাৎ বন্দন—ইহাই রাগানুগভক্তি-যাজিগণের নিত্যভজন। আমাদের শ্রীগুরুবর্গের অনেকেই শ্রীপাদ-সেবন বা পরিচর্য্যাকেই অধিকতর অভীষ্ট-সেবারূপে স্বীকার করিয়াছেন। পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু, পরাৎপর গুরুদেব বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ ও বর্ত্তমান প্রকট শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ—ইঁহারা সকলেই শ্রীপাদ-সেবানাথ্য ভক্তির পীঠে অবস্থান করিয়া ভজনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভীষ্টানুসারে কীর্ত্তন-প্রচারার্থ ভূতলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তি-পীঠস্থ কীর্ত্তনশ্রী শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ প্রকাশ করিয়া সংকীর্ত্তন-ভজনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌর-কিশোরও যোগপীঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীব্রজধামে এখনও লীলা করিতেছেন অর্থাৎ অপ্রকটলীলা-আবিষ্কার-সত্ত্বেও শ্রীভৌম-নবদ্বীপে ও শ্রীকৌম-ব্রজে নিত্যলীলা করিতেছেন, সেরূপ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যজন শ্রীশ্রীগুরুবর্গ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াও তাঁহাদের অভীষ্ট শ্রীধামে শ্রীশ্রীঅভীষ্ট-বিগ্রহের সহিত লীলা করিতেছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কোনও ভজন-সমাধিক্ষেত্রে ভজন করিতেছিলেন, তখন স্থানীয় প্রায় অশীতি-বর্ষ-বয়স্ক এক ব্রজবাসী ('ছিবাসী ব্রাহ্মণ' সৌভরিমুনির বংশোদ্ভূত) শ্রীল আচার্য্য-দেবকে বলিয়াছিলেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনে শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের বিভিন্ন পরিচর্য্যায় মত্ত ছিলেন। তখন শ্রীপাবন-সরোবরে তাঁহার অবস্থিতিকালে তিনি প্রত্যহ অপরিতৃপ্তভাবে তাঁহার অভীষ্ট-যুগলকে বনফুলের

মালা গাঁথিয়া দিতেন। তাঁহার গাঁথা মালা পরিধান না করিলে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর' শ্রীমূর্ত্তির পূজাই হইত না। শ্রীমূর্ত্তি স্থানীয় পূজক-সম্প্রদায়কে স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীপাবন-সরোবরে যে মহাত্মা (শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু) বাস করেন, প্রত্যহ তাঁহার প্রথিত-মালিকা ব্যতীত তাঁহার কোন সেবাই হয় না। স্থানীয় সাধারণ গ্রামবাসিগণ যাঁহারা ওখার চাষবাস করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের নিকটও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমূর্ত্তির এই অতীতের কথা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এবং শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী ও রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—ইহারা সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট 'সিদ্ধমহাত্মা' বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীবংশীদাস

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের নাম—'শ্রীবংশীদাস'। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের নিকট কৌপীন গ্রহণ করিবার পর শ্রীবংশীদাস 'শ্রীল গৌর-কিশোর-দাস' নামে খ্যাত হন। অনেকে বলেন, কোলদ্বীপের গাদিতেই যে অবধূতবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ভজনের লীলা করিতেছেন, তিনি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুগ।

এক সময় কোন এক ব্যক্তি কুলিয়া নবদ্বীপের 'বড় আখড়া'র নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণস্থিত একটি নিম্ববৃক্ষের মূলে ঘুনটের মেলা-উপলক্ষে একখানি টিনের চালা নির্ম্মাণ করাইয়া কুটীর-মধ্যে এক বাল-গৌরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, ঐ নিম-তলাতেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারের জন্য সকলের নিকট অর্থ-সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের 'সিদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাতি আছে জানিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যাহাতে ঐ স্থানকে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করেন, এই জন্য তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে,—সেই স্থানই প্রকৃত নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর, ইহা মহাপ্রভু স্বপ্নে জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে নবদ্বীপের পূর্ব্বপারে যে স্থান শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া প্রচারিত আছে, তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির স্থান অধিক প্রামাণিক ! কেন না, এই স্থানে বণিক্-পাড়া, শাঁখারীপাড়া, মালকপাড়া প্রভৃতি পল্লী এখনও বিখ্যাত রহিয়াছে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"যে-সকল মহাজন ভজন-বলে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা প্রকৃত প্রামাণিক। কেবল স্বপ্নের দ্বারা লুপ্ততীর্থ ও শ্রীমহাপ্রভুর স্থান প্রকাশিত হন না। যাঁহাদের নিকট তীর্থ প্রকাশিত হন, তাঁহারা কখনও অর্থ-লাভের উদ্দেশে তীর্থ উদ্ধার করেন না, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-জনই শ্রীগৌরাঙ্গের স্থান উদ্ধার করিতে পারেন, অন্য আর কাহারও শক্তি নাই। জ্ঞান ও বিচার-শক্তিতে সাক্ষাৎ শঙ্কর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যেরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদই শ্রীশ্রীনবদ্বীপমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন।" শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে-দিন এই কথা বলিলেন, তাহার পরের দিনই শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ হাতে একখানি 'দা' লইয়া ঐ কল্পিত-জন্মস্থান-প্রচারকের চালা-ঘরের বেড়া কাটিয়া দিতে লাগিলেন ; অর্থাৎ মহাজনের অহৈতুক অনুকরণ করিয়া সেই ভণ্ড যে এইরূপ কার্য্য করিতেছে—ইহা সকলকে জানাইয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীবংশীদাস উভয়েই বিবিক্ত-ভজনানন্দীয় লীলা প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। মহাভাগবত শ্রীভক্তবর্গের মধ্যে যে সকল লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা আধাক্ষিকগণ ত' ধারণা করিতেই পারে না ; কোমলশ্রদ্ধ, এমন কি, ত্রিবিড়জনে প্রবিষ্ট অনেক ব্যক্তিও তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়। শ্রীশ্রীরাধাবেন্দ্র-পূরীপাদ শ্রীগোপালের সেবার জন্য ভক্ত ও শিষ্যগণের সহিত শ্রীগিরিরাজের উপর আরোহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মাধবেন্দ্র-পূরীর প্রশিষ্যের লীলাভিনয় করিয়া শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পূরীর আদর্শানুসরণে শ্রীমথুরার 'লানোড়িয়া বিপ্রে'র পাচিত অন্ন গ্রহণ করিলেও শ্রীল পুরীপাদের আদর্শ অনুকরণ করিয়া স্বয়ং শ্রীগিরিরাজের উপর আরোহণ করেন নাই এবং তাঁহার অনুগ শ্রীরূপ-

সনাতনাদি পার্ষদগণকে তদুপরি আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীগোস্বামীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ-পুরী শ্রীনদীয়ানগরীতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীশচীমাতার পাচিত অপূর্ব 'মোচার ঘণ্ট' আস্বাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া সাধক-জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বৈরাগীর শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণের যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্যের শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু "আজন্ম না দিলা জিহ্বার রসের স্পর্শন।" (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৬।৩১১)। বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীল বংশীদাস, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ন্যায় শুষ্ক তণ্ডুল বা গঙ্গামৃত্তিকা ভোজন করেন নাই বলিয়া অথবা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ঐকান্তিক দাসাভিমান করিয়া সেইরূপ লীলা প্রকাশ করেন নাই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর ভিন্নাম্নায় নহেন। স্থূলদর্শিগণ বাহ্য পোষাক, আহার-বিহার প্রভৃতি বাহ্য-চক্ষে দর্শন করিয়া মহাভাগবত-গণের লীলা-বৈচিত্র্য অবধারণ করিতে পারেন না। বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ ও তদনুগ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্বক্ষণ শ্রীহরিনামের মালিকায় 'সংখ্যা-নাম' করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কটিদেশে বস্ত্র-গ্রন্থি রাখিয়া 'সংখ্যা-নাম' করিতেন—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু, শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে সেইরূপ 'সংখ্যা-নাম'-গ্রহণের কোনরূপ আচরণ করিতে দেখা যায় না। তিনি সর্বদা স্বানুভবানন্দে সহজ-সমাধিতে অতিনিবিষ্ট।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ভজন-প্রণালীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীসনাতন-পণ্ডিতের ধারা; শ্রীঅক্রূরেশ্বর-পণ্ডিতের ধারা; কুমারহট্টের শ্রীশিবানন্দ-শ্রীকর্ণপুরের ধারা; শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি-শ্রীরঘুনন্দনের ধারা; কুলীনগ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ-শ্রীরামানন্দ বসুর ধারা; শ্রীগোবিন্দ-শ্রীবাসুঘোষের ধারা; শ্রীমহেশী ও শ্রীজগদীশ-পণ্ডিতের ধারা; শ্রীশ্রীশিবাসাচার্য-প্রভুর ধারা; শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ধারা; শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ধারা ও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা—প্রত্যেকটীরই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ উভয়েই মহাবিরক্ত ও ভজনানন্দী হইলেও পরস্পরের ভজন-প্রণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আবার, শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সহিতও তাঁহাদের ভজন-চমৎকারিতার বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় চিত্ত যত বিষয়কষায়-নির্মুক্ত হইবে, ততই এই সকল বৈশিষ্ট্য-উপলব্ধি হইবে। একই শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবকসম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পর ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য আছে।

পারমার্থিক-প্রসঙ্গ

দৈক্ষ্যসাবিত্র-ব্রাহ্মণতা

শ্রীশ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং" (শ্রীভা: ৭।১১।৩৫) শ্লোকের 'ভাবার্থ-দীপিকা'টীকায় বলিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ" অর্থাৎ শমাদি-গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নির্দেশ করা মুখ্য-বিধি, কেবল জাতির দ্বারা নহে। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (শ্রীভা: ১১।১৯।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমাতে নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে শমগুণের উদয় হয়।" বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার স্বরূপ-লক্ষণ—'অচ্যুতাত্মতা'। 'অচ্যুত'-শব্দের অর্থ—সনাতন বা চ্যুতি-রহিত অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত আত্মা বা স্মৃতি যাঁহার, তিনিই 'অচ্যুতাত্মা'। যিনি নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীহরিসেবায় স্মৃতিযুক্ত, তিনিই 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'। অতএব শম-দমাদি বা অচ্যুতাত্মতা না থাকিলে কেবল সূত্র ধারণ করিলেই দৈক্ষ্যসাবিত্র বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। শ্রীঅধোক্ষজে 'উন্মুখতা'ই বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার প্রাণ। যদি শ্রীঅধোক্ষজের নিরন্তর স্মৃতি না থাকে, তবে কেবল আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবহারের দ্বারা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইতে

পারে না, অথবা অত্রি ঋষির বাক্য উদ্ধার করিয়া লৌকিক বিপ্রকে গর্হণ করিলেও তাঁর বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয় না।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

('অত্রি-সংহিতা', ৩৭২ শ্লোক)

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া ব্রাহ্মণ-সংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন, সেই পাপে তাঁহার নাম হয়—'পশুবিপ্র'।

এই বাক্য যেরূপ লৌকিক ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযোজ্য, তদ্রূপ বৈষ্ণবাদির ব্রাহ্মণের প্রতিও প্রযোজ্য। যে জন্য এক সম্প্রদায়ের পক্ষে সূত্র-গ্রহণে আপত্তি হইয়াছে, সেই হেতুটিকে বর্জ্জন না করিয়া অপর সম্প্রদায় সূত্র গ্রহণ করিলে কেবল লৌকিক বর্ণের প্রতিযোগিতা হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধ হইল না। উপবীতের অনর্থক ভার বহন করিবার জন্য 'পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতা' নহে। শ্রীঅধোক্ষজ-বিমুখ বৈষ্ণবাদিত্র-ব্রাহ্মণত্রুব লৌকিক ব্রাহ্মণত্রুব অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়। 'শ্রীমদ্ভাগবত' তাহাদিগকে "বেদোপজীবী শূদ্র" বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-হীন শৌক্রবংশ-পরম্পরাগত ব্রাহ্মণনামধারী ব্যক্তি যেরূপ নিন্দিত হইয়াছে, শ্রীঅধোক্ষজবিমুখ বৈষ্ণব-সাবিত্র-ব্রাহ্মণত্রুব শূদ্র কেবল দীক্ষা ও সূত্রের গৌরবমাত্র করিয়া তদ্রূপ অথবা ততোঽধিক নিন্দিত হইবেন। শ্রীঅধোক্ষজবিমুখ শূদ্রের অন্যপক্ষে পুণ্য পর্য্যন্ত নাই, অধিকন্তু কাপট্য আছে। অতএব বৈষ্ণব-সাবিত্র-ব্রাহ্মণ বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণের মুখ্য লক্ষণ 'অচ্যুতাত্মতা' যাহাতে সংরক্ষিত হয়, যাহাতে পরমহংস শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য-দাস্যাভিমান-রূপ তৃণাদপি সুনীচের সহকারে তৎকৃত শ্রীহরি-কীর্ত্তন-স্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকা যায়, তদ্রূপই যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

শ্রীধামবাস কি?

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কীর্ত্তিত বা শ্রীমদ্গ্রন্থথিত-সিদ্ধান্ত ধারণা করিতে না পারিয়া অনেকেই 'হয় হত্যা, না হয় পূজা' নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেহ কেহ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীব্রজ-ধামত্রয় বহুদিন সেবা করিবার সুযোগ না পাওয়ায় শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্ম হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন! কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—যখন শ্রীকাশী, শ্রীপ্রয়াগ ও শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীব্রজমণ্ডলের অভিমুখে আরোহণ করিতেছিলেন; কিন্তু, আদ্যাবোড়া বা ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করায় তাঁহারা 'নিম্নগামী' হইয়াছেন।

ইহার উত্তরে শ্রীগুরুবর্গ আমাদের শিক্ষার্থে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা বাষ্পীয়-যানের 'আপ্' ও 'ডাউন্' (Up and Down) অনুসারে শ্রীহরিভজনানুকূল স্থানকে উচ্চ ও নিম্ন বিচার করেন, তাঁহাদের বিচার ভূলবুদ্ধি-প্রসূত। জগদ্মিশ্র জগতের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভাব আছে, কিন্তু শ্রীহরিনিকেতন—নির্গুণ; তাহাতে এই মিশ্র জগতের উচ্চ-নীচ ভাব নাই। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-পদাঙ্কিত ভূমিকে নিম্ন স্থান মনে করিলে অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীকাশী শ্রীনিবক্ষেত্র সন্দেহ নাই। যেমন শ্রীনিবক্ষেত্র শ্রীকাশী, যেমন শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ, তেমনই আদ্যাবোড়া শ্রীপ্রয়াগাশ্রম। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তম শম্ভুরই অভিন্নবিগ্রহ জগদ্গুরুদেব। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপাদেশে তাঁহাদের সুখ-বিধানের জন্য শ্রীজগন্নিকেতনে বাস করিয়া অজ্ঞাতিলাষ-রহিত হইয়া সেবায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই যথার্থ শিবক্ষেত্রবাসী; আর যাঁহারা স্বতন্ত্র-বিচারে শ্রীধামে বাসের অভিনয় করেন, তাঁহারা ধামাপরাধী এবং শ্রীধামের স্বরূপ তাঁহাদের নিকট আবৃত থাকে।

যাঁহারা শ্রীতুলসী ও শ্রীশালগ্রামের নিকট অবস্থান করেন, তাঁহারা শ্রীহরির সন্নিকটেই বাস করেন—শ্রীধামেই বাস করেন। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আজ্ঞায় পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে শ্রীহরিসেবার্থে বাস করেন, তাঁহারাও শ্রীমথুরার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনে-মনে শ্রীধামে বাস করেন। তাঁহাদের ময়মনসিংহে বাস শ্রীমথুরাবাসেরই তুল্য। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"মথুরাদিক্ষেত্রাণ্যেবাস্তত্রাধিষ্ঠানে বাসেন প্রকাশ্য তেষু ভগবান্চিন্ত্যতে।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

অন্য অধিষ্ঠানে শ্রীমথুরাদি ক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে হয়। অর্থাৎ শ্রীমথুরাদি শ্রীভগবল্লীলা-স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে অবস্থান করিয়া যাঁহারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা শ্রীমথুরাতেই অবস্থান করিতেছেন, আপনাদিগকে এইরূপ অনুভব করিয়াই শ্রীভগবানের সেবা করিবেন। 'আমি নিত্য

শ্রীধামবাসী, নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দাসানুদাস, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাই আমার নিত্যধর্ম'—এইরূপ অনুভবের নামই 'কৃষ্ণ-ভক্তি'। 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'র — "তত্তৎকথারতস্তাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" (পূঃ বিঃ ২য় লঃ ৩৯)

—শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'টীকাতে শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্মথুরাবাসস্থানে বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাত্তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলে শ্রীমন্মথুরাবাসস্থানে অর্থাৎ শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদিতে শরীরের দ্বারা বাস করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে মনে-মনেও শ্রীধাম-বাস করিবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"My-Men-Sing অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জনগণ গান করেন—কীর্ত্তন করেন।" এইরূপ অনুকূলতা সহিত যথনতথনদিকে বাসকারীর শ্রীমথুরা বা শ্রীমায়াপুর-বাস হইতে পারে। কিন্তু, ভোগী গৃহব্রত হইয়া তথায় বাস করিলে তাহার বিশ্রী জড়-মায়াপুরেই বাস হয়, শ্রীযোগমায়াপুরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস-প্রভুর বা শ্রীশ্রীল বংশীদাসের শ্রীপদাঙ্কিত-তীর্থে বাস করিলে জড়বুদ্ধি থাকে না।

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—"শ্রীতুলসী ও শ্রীশালগ্রামের সন্নিধানে বাস কিংবা মনে-মনে শ্রীধামের স্মৃতিতে বাস করিলেই যদি শ্রীমথুরাবাস হয়, তবে যে-কোনও গৃহব্রত ব্যক্তি নিজের ভোগ্য গৃহে শ্রীতুলসী (?) রোপণ বা শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চা (?) রাখিয়া বা মনে-মনে কল্পনা করিয়া আপনাকে শ্রীধামবাসী জ্ঞান করিতে পারেন। একমাত্র নিত্যমুক্তগণের পক্ষেই ঐরূপভাবে শ্রীধামের স্মৃতিতে বাস সম্ভব, বদ্ধ-জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।"

বস্তুতঃ, মহাজনগণ বলেন,—"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন" ; "যথা সাধু, তথা তীর্থ" ; "চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁ'রে প্রাকৃতের সম।" ; "প্রেমনেত্রে দেখে তাঁ'র স্বরূপ-প্রকাশ।" ; "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥" ; "ধাম-মধ্যে কভু নহে জড়-অবস্থিতি। জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি॥" ; "ধামের উপর জড়মায়া পাতি' জাল। আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥ মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে'। প্রৌঢ়মায়া মুগ্ধ করি' রাখে তা'রে ঘরে॥" সেবোন্মুখতার সহিত অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গে শ্রীতুলসী, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীভগবানের লীলাস্থানে বাসই প্রকৃত শ্রীধামবাস। সেবোন্মুখগণেরই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-স্থানে শ্রীধাম-স্মৃতি ও শ্রীভগবল্লীলা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়। অন্যাভিলাষী ও অপরাধিগণের অধিকন্তু গুরুত্ব অপরাধ-চেষ্টা হইয়া থাকে।

যাহারা শ্রীধামে বাসের অভিনয় করেন, অথচ শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করেন না, অন্যাভিলাষ ও অপরাধ-পরিত্যাগের জন্য যত্ন ও শ্রীধামকৃপা প্রার্থনা করেন না, অথবা শ্রীধামের স্মৃতিতে সর্ব্বক্ষণ বিভাবিত থাকিবার যত্ন করেন না, তাঁহাদের শ্রীধাম-বাসের অভিনয়—শ্রীধামবাস নহে ; তাহা 'শ্রীধাম-ভোগ-চেষ্টা'। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একাধিক পত্রে 'শ্রীধামবাস' ও 'শ্রীধাম-ভোগ-চেষ্টা' সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন,—

"শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। **শ্রীধামভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন।** ... আমরা যখন শ্রীধাম-বাস করিতে আসি, তখন আমাদের হৃদয় যে, অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু, এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া, আমার **পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে। শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যভোগলাভের পরিবর্ত্তে অন্যতা পোষণ করিয়া শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শাশুড়ী ও পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে ;** ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুবর-গুণের দ্বারা বিদূরিত হইয়া **ভোগ্যলাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে।** সুতরাং, শ্রীধাম-বাসের অভি-নেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন ; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে। শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধাম-বাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি

আশ্রেষগিরির ন্যায় উন্নত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্বল গাধী তাদৃশ বিষয়ীর নিকট হইতে শত সহস্র যোজন দূরে থাকিবে।" (শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের পত্র—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল ; ২৯শে জুলাই, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে)

শ্রীপাট-কুলীনগ্রাম-বাসী ভক্তগণ ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের তথায় অবস্থানের পূর্ব্বে কোন্ লীলাস্থানে বাস করিয়াছিলেন ? কিন্তু, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের, এমন কি, সেই গ্রামের কুক্কুরাদির ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১০।৮২-৮৩)

শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে কাষ্টকাটা শ্রীজগন্নাথদাস, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত 'কাষ্টকাটা' (কাঠাদিয়া) গ্রামে বাস করিয়া শ্রীহরিভজন করিয়াছিলেন বলিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁহাকে 'কাষ্ট-কাটা শ্রীজগন্নাথদাস'-রূপে বন্দনা করা হইয়াছে। (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১২।৮৩)। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীপুরিয়া-গোপালদাস (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ১২।৮৪) সম্বন্ধে 'শাখা-নির্ণয়' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদীপুর-নিবাসিনম্।
রাধাকৃষ্ণরসৈঃ প্লাবিতা বিক্রমং পুরম্॥

ইনি বিক্রমপুরে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইনি সাদীপুর-নিবাসী ছিলেন।

শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর আর একজন শিষ্য তাঁহার বাসস্থানের নামানুসারে 'বল্লবাটী-চৈতন্যদাস' নামে খ্যাত হইয়াছেন, (শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৯৬ ও ২০৬ শ্লোক ও শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৫)। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগমণ্ডলী যেরূপ ভগবল্লীলাস্থলীতে বাস করিয়া হরিভজন করিয়াছেন, সেরূপ অন্যত্র বাস করিয়াও তথায় শ্রীধামের নিত্যস্মৃতির সহিত ভজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় 'খেতুরীতে' আর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু কখনও কখনও 'বন-বিষ্ণুপুরে' থাকিয়া শ্রীহরিভজনের লীলা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট হইয়া সেইস্থানে শ্রীগুরুবর্গ ও মহাজনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যিনি শ্রীহরিভজন আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যে-কোন স্থান, কাল ও পাত্রকে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সেবোন্মুখতা-দ্বারা ভজনের অনুকূল করিয়া লইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর বা গোস্বামিগণ যেকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইকাল, বর্ত্তমানে নাই, এখন শ্রীহরিভক্তি-যাজনের যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, এইকাল হরিভজনের উপযোগী নহে, মনে করিয়া কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক যুগকে চেষ্টা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিব ? না—ইহারই মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার অনুকূল-কালের অনুসন্ধান করিতে হইবে ? যিনি প্রকৃত হরিভজনেচ্ছু, তাঁহার নিকট এই হরিভজনের প্রতিকূলকালও অধিকতর অনুকূলরূপে প্রকাশিত হয়। আর যাহারা হরিভজন করিবে না, তাহারা স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া শ্রীহরিসেবার প্রতি অধিকতর বিমুখই হইয়া থাকে। কেহ হরিভজনের অনুকূল ব্রাহ্মণাদি-জন্ম বা বৈষ্ণব-গৃহে জন্ম লাভ করেন নাই বলিয়া অথবা 'আমি হরিভজনের অনুকূল পাত্র নহি' মনে করিয়া কি আত্মহত্যা করিবেন ? অথবা অন্য জন্মের অপেক্ষা করিবার ছলনায় কি তাঁহাকে বিষয়াসক্ত হইতে হইবে ? হিরণ্যকশিপুর গৃহে শ্রীপ্রহ্লাদের আবির্ভাব, আবার ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদের গৃহে বিরোচনের ন্যায় নাস্তিক পুত্রের জন্ম ; আবার বিরোচনের গৃহে সর্ব্বনিবেদিতাত্মা শ্রীবলির আবির্ভাব হইয়াছে ; শ্রীবলির গৃহে শ্রীবিষ্ণু-বিদ্বেষী বাণের জন্ম হয়। শ্রীঅম্বরীষের ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতির গৃহে অধার্ম্মিক বেণের উৎপত্তি, আবার বেণের গৃহে শ্রীপৃথু-মহারাজের ন্যায় বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ নৃপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপের গাঙ্গতটে পড়ুয়া পাষণ্ডী হিন্দুগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল ; আবার এখনও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে বা শ্রীব্রজমণ্ডলে বহু বৈষ্ণবাপরাধী, নাস্তিক, পাষণ্ডী ও অসুরের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে।

অতএব স্থান, কাল ও পাত্রকে সর্ব্বদা শ্রীভগবৎসেবার অনুকূল করিয়া ভজন করিলেই মঙ্গল হইবে। যে-স্থানেই বাস হউক, শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-স্মৃতির সহিত বাস করাই কর্ত্তব্য। তবে যতটা ভগবৎসম্বন্ধি-জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সংস্পর্শে বাস করা যায়, ততটা শ্রীভগবৎ-স্মৃতির অনুকূল উদ্দীপনা সম্ভব হইতে পারে। "যথায় বৈষ্ণব-গণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের বিচার।

বৈষ্ণবে বিশ্বাস-রহিত হইয়া স্থান-কালাদির প্রতি যে শ্রদ্ধার ছলনা, তাহা প্রাকৃত-চিন্তাস্রোতঃ হইতে উৎপন্ন হয়। বৈষ্ণবে বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীধামে প্রাকৃত-বুদ্ধিই রহিয়াছে, কেবল বাহিরে শ্রদ্ধার ছলনা ও আত্ম-বঞ্চনামূলক অন্তর্হিতাব। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবানিরত-জনের নিকট শ্রীধামের স্বরূপ ও কৃপা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব বৈষ্ণবসঙ্গে ও বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভজনে বাসই প্রকৃত শ্রীধামবাস।

মাধুকরী ভিক্ষা

তামস ও রাজস দান দূরে থাকুক, এমন কি, সাত্ত্বিক দানও শুদ্ধভক্তগণের গ্রহণীয় নহে। ভগবদ্ভক্তগণ কোনও মনুষ্যের বা প্রাণীর দান গ্রহণ করিয়া কাহারও নিকট ঋণী থাকেন না। 'শ্রীগীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন,—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশ-কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(শ্রীগীঃ ১৭।২০-২২)

"দানের হেতু এই যে, যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্র-বিচারপূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহাই 'সাত্ত্বিক'।

প্রত্যুপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদি-লাভের উদ্দেশ্যে পশ্চাত্তাপ-সহকারে যে দান, তাহাই 'রাজস'।

যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই-স্থানে; যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্ত্তক, বেশ্যা ও অন্যায়যুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহাই 'তামস'। সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 'তামস' দান হয়।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

মাধুকরী ভিক্ষা সাত্ত্বিক দান হইতেও শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহাতে কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্য-বোধ মাত্র নাই। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখৈকানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ভিক্ষাগ্রহণকারী ভিক্ষা-দাতার অভিনয়কারীর নিকট শ্রীশ্রীভগবানের কি প্রকারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহা কীর্ত্তনমুখে জ্ঞাপন ও ভিক্ষা-দাতার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের বাসনা উদ্বুদ্ধ করিয়া শ্রীনামপ্রভুর সুখানুসন্ধানার্থ যে ভিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাহা শ্রীভগবানেরই প্রেরিত সেবোপকরণ-বোধে স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করেন। তথায় ভিক্ষা-গ্রহণকারীর শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য বিক্রীত পশুরূপে শরণাগতাভি-মান ও সুখানুসন্ধান-বৃত্তিই প্রবল থাকে এবং স্বসুখসাধক ও শরণাগতির বাধক কোন নির্দ্দিষ্ট চাঁদা বা নির্দ্দিষ্ট দান-গ্রহণের অপেক্ষা থাকে না। এইরূপ মাধুকরী ভিক্ষা-গ্রহণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বৃত্তি এবং সেই মাধুকরী-ভৈক্ষ্যই নির্গুণ বস্তু। ব্রাহ্মণতা অত্যন্ত হ্রাস-প্রাপ্ত হইলে ক্ষাত্র ও বৈশ্য-নীতির প্রতি আদর হয়। রাজধানী বা বৃহৎ নগরে কোন প্রতিষ্ঠান চালাইতে হইলে বৈশ্য-নীতিমূলক চাঁদা বসাইবার ও আদায় করিবার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা চাঁদা দেন, তাঁহারাও মনে করিতে পারেন,—'যদি ইঁহাদের নিকট হইতে বিনিময়ে ধর্ম্ম, অর্থ বা কামের কোনও ইন্ধন পাওয়া যায়, তবেই চাঁদা দিব; অন্ততঃ ব্যষ্টি-ভাবে না হইলেও সমষ্টি-ভাবে যদি কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তবেই মাসিক চারি আনা, আট আনা, এক টাকা বা বাৎসরিক কিছু নির্দ্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করিব।'

কর্ম্মিগণের প্রতিষ্ঠান-সমূহে কিংবা তীর্থাদিতে যে ধনাঢ্য ব্যবসায়িগণ—শ্রেষ্ঠিগণ অর্থাদি দান করেন, তাহার মূলে 'ব্যবসায়াত্মিকা—পাটোয়ারী বুদ্ধি' রহিয়াছে। ব্যবসায়িগণ নানা-প্রকার পাপ-প্রবৃত্তি ও অনুপায়ের দ্বারা যে-সকল অর্থাদি সঞ্চয় করেন, তাহার অতি সামান্য অংশ তীর্থে ও তথাকথিত বিরক্ত তপস্বী বা সাধুগণকে দান করিয়া তদ্দ্বারা তীর্থ ও বিরক্ত সাধুগণের পবিত্রতা, পুণ্য ও তপস্যার ফল ক্রয় করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন। ইহা বণিগ্‌গণের আর এক-প্রকার কূটবুদ্ধি-প্রসূত বাণিজ্যবুদ্ধি। কোন কোন বণিক্ এইরূপে সাধুগণের জন্য চিরস্থায়ী ছত্র-উন্মোচন, স্বর্গাদি ফল-প্রাপ্তির সহায়ক পাণ্ডা ও পুরোহিতগণের জন্য ভূমি-দান, সাধুগণকে বস্ত্র-দান, নিয়মিত-ভাবে নির্দ্দিষ্ট অর্থ-দান প্রভৃতি পুণ্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পাপোপার্জ্জিত অর্থ-দ্বারা সাধু, তপস্বী ও বিরক্তগণের পুণ্য ক্রয় করিয়া 'এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার' ন্যায় একাধারে আর্থিক ও

পারমার্থিক লাভে লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাই —কর্ম্মকাণ্ড। এইজন্য চাঁদা বা বিভিন্ন আকারের নির্দ্দিষ্ট দানই কর্ম্মকাণ্ড বা রাজস দান। কারণ, তাহাতে প্রাকৃত প্রত্যুপকারের আশা বা বাণিজ্য-বুদ্ধির অভিসন্ধি ও দানের পর মনঃকষ্ট বা তাপ প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিত থাকে।

বহির্ম্মুখ লোক অসৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গে লালিত অনেক সময় চাঁদা বা অর্থাদি দান করে, তাহা তামস। এই উভয়-প্রকার দান পরিত্যাগ করিয়া শরণাগতি ও অকিঞ্চনতা-বৃত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সুখার্থে যে অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা স্বীকার করা হয়, তাহাই যথার্থ মাধুকরী বা নির্গুণ-ভিক্ষা। এইরূপ নির্গুণ-ভিক্ষা-বৃত্তিই প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর নিত্য-কৃত্য। প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্যও নির্দ্দিষ্টকাল হইয়া এবং শ্রবণপাঠ না করিয়া ঐরূপ মাধুকরী ভিক্ষা স্বীকার করিলে তদ্দ্বারা শুদ্ধভাবে শ্রীহরি-কথার প্রচার হইবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **বাহ্যতঃ মাধুকরীর আকার থাকিলেও সকল সময় মাধুকরী না-ও হইতে পারে।** অকিঞ্চনতা অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মকেই 'গোপ্তা' বলিয়া বরণের বুদ্ধি না থাকিলে এবং দেহাসক্তি দূর না হইলে মাধুকরী ভিক্ষা বা নির্গুণ-ভিক্ষা হয় না। ভিক্ষা-গ্রহণকারীর চিত্তবৃত্তির নির্ম্মলতার উপর ভিক্ষার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভিক্ষা-দাতা অপেক্ষাও ভিক্ষা-গ্রহণকারীর চিত্তে অধিক শরণাগতির ভাব থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে তৎপ্রভাবে ভিক্ষা-দাতার বৃত্তিও শোধিত হইতে পারে। যিনি অকিঞ্চনতার সহিত মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন যে,—'ভিক্ষা-দাতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; কোন ধনি-ব্যক্তি অথবা ভিক্ষা-সংগ্রহকারীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতা ভিক্ষা-সংগ্রহকারী নহে। যাহারা মনে করে, ভিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিলে অধিক অর্থ-সংগ্রহ হইতে পারে না, বা তদ্দ্বারা কোন বিরাট সভা বা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতে পারে না, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসী ও নিশ্চয়ই অপরাধগত; তাহারা ধনকর্ম্মাদিগণকেই তাহাদের রক্ষকরূপে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের তোষামোদকারী হইয়া পড়ে। তাহারা মাধুকরী ভিক্ষার সম্পূর্ণ অনধিকারী। যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিশ্বাসী ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানে নিরত থাকিয়া দেহসুখ বিস্মৃত হইয়া কোনরূপ শ্রবণপাঠ না করিয়া সর্ব্বদা সেবোন্মুখ, তাঁহারই নিকট শ্রীভগবান্ স্বয়ং নানাভাবে তাঁহার সেবোপকরণ প্রেরণ করিয়া থাকেন। অকিঞ্চনতা ও শরণাগতির আড়ালেই শ্রীকৃষ্ণ ধন, জন, এমন কি, মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী পর্য্যন্ত অযাচিত ও অকৃত্রিম-ভাবে প্রদান করেন। শরণাগত ব্যক্তি ঐ-সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ-ভোগোপকরণ জানিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই স্বর্ব্বানুগতো নিক্ষেপ করেন।

কেবল যে একমুষ্টি তণ্ডুলই 'মাধুকরী' পদবাচ্য তাহা নহে; শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধান-রত শরণাগত ব্যক্তির নিকট কোটী কোটী মুদ্রা, শত-শত ভার স্বর্ণ, ভূমি—যাহাই অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে উপস্থিত হউক না কেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত 'মাধুকরী' পদবাচ্য এবং তাহাই শ্রীশ্রীভগবানের সুখোৎপাদক ও যথার্থ সেবোপকরণ।

চাঁদা-গ্রহণ কার্য্যটী—কর্ম্মকাণ্ড; তাহা অর্পণ করিলে আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্ম হইতে পারে; কিন্তু, তাহা অকিঞ্চনা ভক্তি নহে। অনেকে মনে করিতে পারেন,—"যদি চাঁদা সংগ্রহ করা অকিঞ্চনা ভক্তি না হয়, তবে আমি ঐরূপ কার্য্য করিতে কেন যাইব? আমি একমাত্র মাধুকরী ভিক্ষাবৃত্তি অকিঞ্চনা ভক্তিরই যাজন করিব।" এইরূপ মনে করিলেই যে, অকিঞ্চনা ভক্তি-যাজনে অধিকার হইবে বা হইয়াছে, তাহা নহে। রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব জানিলেও সকলেই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। চিত্তবৃত্তিটী অকিঞ্চনতা-ধর্ম্মে অভিসিক্ত না হইলে কেবল কল্পনা বা শুভেচ্ছা-দ্বারা অকিঞ্চনা ভক্তিতে অধিকার লাভ করা যায় না, লালিত হওয়া ত' দূরের কথা। দেহাত্মবোধ-বিবর্জ্জিত ও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানবিশিষ্ট অকিঞ্চন না হইলে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণের আকার প্রদর্শন করিয়াও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস দান গ্রহণ করিয়া ফেলিতে হয়। অনেক সময় অকিঞ্চনা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি-যাজনের আকার প্রদর্শন করিয়াও অনেকে সকৈতবা ভক্তিরই যাজক হইয়া থাকে। এজন্য, সাক্ষাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট কোন বৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে কে কিরূপ ভিক্ষা-গ্রহণের অধিকারী তাহা নির্ণীত হইয়া তদনুসারে ভিক্ষা-সেবায় নিযুক্ত হইলেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। নিজের বহির্ম্মুখী রুচি বা বিচার বা স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে নির্গুণা মাধুকরী ভিক্ষার অধিকারী মনে

করিয়া আনুকরণিক-চেষ্টা যেমন একদিকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখোৎপাদক নহে, অপর দিকে তাহা আত্মার অমঙ্গলকর প্রতিবন্ধক।

যাহারা শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী বা বিদ্বেষী, যাহারা অন্ততঃ শ্রীভগবানের নিত্য-ব্যক্তিত্ব বা নিত্য-সবিশেষত্ব স্বীকার করে না, এরূপ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ভিক্ষা বাহিরে মাধুকরীর আকারে থাকিলেও তাহা শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করা অপরাধ। কারণ, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সুখ ও সেবা হয় না। বৌদ্ধ, জৈন, পারমিক ও নানা-প্রকার অহিন্দু সম্প্রদায় বা হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও যাহারা শ্রীবেদ, শ্রীভাগবত ও বৈষ্ণব-বিরোধী তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করা শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল। কোন কোন সময় অহিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন কোন বিশেষ-ব্যক্তির যদি শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাদের প্রদত্ত ভিক্ষা প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আরোপসিদ্ধ বা সঙ্গসিদ্ধ ভক্তিমূলক-কার্য্যে, যেমন চিকিৎসালয়, স্কুল, যাত্রিনিবাস প্রভৃতির কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা লৌকিক শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণের সুকৃতি ও ভাবী মঙ্গলের বীজ উপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, ইহার দ্বারা 'নজির' বা প্রমাণ হইবে না যে অশ্রদ্ধালু বিষয়ি-ব্যক্তিগণের ভিক্ষা শ্রদ্ধালু ব্যক্তি-বিশেষের নিকট গৃহীত-ভিক্ষার ন্যায়ই সমভাবে বা নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়। নির্ত্তণ মাধুকরী ভিক্ষা নির্ত্তণসেবার ও মিশ্রভিক্ষা মিশ্র-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। ভিক্ষাগ্রহণকারী নিজের প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি বা লোভের দ্বারা চালিত না হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানবৃত্তি, শরণাগতি ও প্রমশাঠ্য-রাহিত্যের বৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলে সঙ্ঘের সেবার জন্যও প্রচুর ভিক্ষা মহালক্ষ্মীপতি সহস্র-সম্প্রদায়াধিদৈবত শ্রীশ্রীগৌর-নারায়ণই প্রেরণ করিবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। যাহারা নিজের দম্ভোদর-পূরণ বা প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্বাদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তীর্থাদি-স্থানে বা লোকের দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষার আকারে বেষোপজীবিকা-রূপ দাম্ভিকবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা শ্রীভক্তিদেবীর চরণে ভয়ঙ্কর অপরাধী; বেষোপজীবিকা নিষ্কিঞ্চনতা নহে, তাহা কাপট্যনাট্য-মাত্র। শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ও জীবের এরূপ কাপট্য-নিবারণার্থ গাহিয়াছেন,—

"হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ—এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥"

* * *

প্রকৃত শ্রীমাধুকরী ভিক্ষা নিষ্কিঞ্চনতা অর্থাৎ 'একমাত্র শ্রীগুরুকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ব্যতীত আমার আর কিছু নাই।'—এইরূপ চিত্তবৃত্তি না হইলে অর্থাৎ 'শ্রীগুরুদেবতাত্মা' না হইলে, নিজের বিন্দুমাত্র অহমিকা থাকিলেও সম্ভব হয় না। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব।
সব দুঃখ পরিহরি', বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।"

প্রকৃত শ্রীধামবাসী না হইলে, দেহাসক্তি ও দেহারামতা দূর না হইলে মাধুকরী ভিক্ষা করা যায় না,—

"হরি হরি! কবে হ'ব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥
ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥"

ললিতা-সপ্তমী

সাধারণ পঞ্জিকাসমূহে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর অব্যবহিত পূর্ব্বের তিথি অর্থাৎ ভাদ্রী শুক্লা সপ্তমী "ললিতা-সপ্তমী"-নামে উক্ত হইয়াছে। এই "ললিতা-সপ্তমী" কি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অষ্টসখীর প্রধানা শ্রীললিতাদেবীর আবির্ভাব তিথি?

'ভবিষ্য'-পুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে "অকুটী-ব্রত"-নামে এক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। ইহাই "ললিতা-সপ্তমী-ব্রত।"

"ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যু।
স্নাত্বা শিবং সমর্চ্চয়িত্বা মণ্ডলে চ সহাম্বিকম্।
পূজয়েচ্চ তথা তত্রাং দুঃখশোকং নৈব বিদ্যতে॥"

'কালিকা'-পুরাণাদি বিভিন্ন গ্রন্থেও 'ললিতা-সপ্তমী'র কথা আছে। দুর্গার অপর নাম 'ললিতা'।

"যা দুর্গা সৈব ললিতা" ইত্যাদি। শ্রীনৈমিষারণ্যে 'শ্রীপদ্মহ্রদ মঠে'র সন্নিকটে "ললিতা বা লালিতা-দেবী"র একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ইহাতে দুর্গাদেবী বিরাজিতা।

উক্ত "ললিতা-সপ্তমী" শ্রীরাধিকার প্রধানা সখী শ্রীললিতা-সখীর আবির্ভাব-তিথি হইতে পারে না; কারণ, বৈষ্ণব-মহাজনগণ শাস্ত্র হইতে শ্রীললিতার সহিত শ্রীরাধিকার প্রপঞ্চে প্রকাশিত বয়সের যে তারতম্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব-তিথিতে শ্রীললিতাদেবীর আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভুর 'পদ্ধতি'—উভয় গ্রন্থ বিচার করিলেই তাহা পাওয়া যায়।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ও শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর 'পদ্ধতি'-গ্রন্থের বিচারে শ্রীললিতাদেবী শ্রীমতী রাধিকা হইতে প্রপঞ্চে চারি মাস, আট দিবসের জ্যেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধিকা রাজকুমারী; সুতরাং, ভোগাতিশয্য-নিবন্ধন তাঁহার বয়স দেড়গুণ অধিক হইয়াছে। শ্রীললিতাও রাজ-কুমারীর সখী বলিয়া তাঁহার বয়সও দেড়গুণ অধিক। এই বিচারে গণনা করিলে শ্রীললিতা শ্রীরাধার ছয় মাস, বার দিনের জ্যেষ্ঠা হ'ন।

শ্রীরাধার বয়স-বর্ণনে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"মধ্যে বয়সি কৈশোরে এব তস্যাঃ নবমী স্থিতিঃ। পূর্ব্ববদ্দিবসগণনায় বিংশদিনোত্তর-পঞ্চমাসাধিক-নববর্ষ-পরি-মিতং মধ্যকৈশোরং বয়ঃ (৯।৫।২০); রাজকুমারীত্বাদ্ ভোগাতিশয়েন সমৃদ্ধ্যা বর্ষমাসদিনানাং দ্বাদশত্বয়া পঞ্চদশ-দিনোত্তর-মাসদ্বয়াধিক-চতুর্দ্দশবর্ষ-পরিমিতং বয়োঽস্যা জ্ঞেয়ম্ (১৪।২।১৫)।"

শ্রীললিতা-দেবীর বয়স-বর্ণনে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"সপ্তবিংশদিন-যুক্তাষ্টমাসমধুহায়না (১৪।৮।২৭)। অস্যা বয়ঃ প্রমাণং যৎ পিতা মাতা চ বিশোকঃ। শারদা চ পতিব্রতা বৈশ্যবাখ্যো মতো বুধৈঃ॥"

প্রপঞ্চে শ্রীললিতা-দেবীর নিত্য বয়স দেড়গুণ করিয়া ১৪ বৎসর, ৮ মাস, ২৭ দিন। আর, শ্রীমতীর নিত্য বয়স দেড়গুণ করিয়া ১৪ বৎসর, ২ মাস, ১৫ দিন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে ৬ মাস, ১২ দিনের পার্থক্য হয়। সুতরাং, সোজা-ভাবেই প্রচলিত 'ললিতা-সপ্তমী' শ্রীশ্রীললিতা-দেবীর আবির্ভাব-তিথি হইতে পারে না। উহা শক্তি-উপাসক-গণের ব্রত-বিশেষ।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ২৮শে আশ্বিন হইতে শ্রীনবদ্বীপ-শিক্ষা-লীলা-ক্ষেত্র শ্রীকাশী-ধামে শ্রীগঙ্গাতটে স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহা-রাজের অতিমর্ত্ত্য দৈনন্দিন-লীলাচরিত্রের সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ "গৌড়ীয়ে"র সারগ্রাহী পাঠক-গণের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন ঠাকুরকে বলিতে-ছিলেন,—"গয়ানাথকে দেখিয়াছ, এখন কাশীনাথকে দেখ। পুরীতে লোকনাথকে দেখিয়াছ, তিনিই এখানে কাশীনাথ।

প্রয়াগে যাইবে, সেখানেও সৈন্য, তবে সাধুও আছেন, সকলের কাছে প্রকাশ হ'ন না। বৃন্দাবনে ত' যাইবা, তারপর কোথায় যাইবা? বর্ষাকালে যখন গঙ্গার জল বাড়িবে, আষাঢ় মাসে তখন নবদ্বীপে ফিরিবে।"

আর একদিন একজন লোককে বলিতেছিলেন (একটি তুলসীমালা আস্বাদন করিতে করিতে)—"কোনও জিনিষে গন্ধ নাই; অথবা গন্ধ আছে, নাকেরই গন্ধ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই! ব্রহ্মপুত্রের ওপারে, পূর্ব্বাঞ্চলে থাকা-কালে একজন বলিয়াছিল,—'যে দেশে ন্যাংটা সন্ন্যাসীর জন্ম, সেখানে যোগায় কি করে?' সেইরূপ, শ্রোতা না থাকিলে বক্তা কি করিবে? মহাপ্রভু যখন আসিয়াছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল, দেখি, এখন কত লোক আসে! তখন কাশীর মায়াবাদীরা মহাপ্রভুর নিন্দা করিত! তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর খুব মনঃকষ্টে থাকিতেন; এখন আসুক দেখি, কে আসিতে পারে?"

কখনও বা শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতেছিলেন,—"আমি বেদের কাম করি না, বিধির কাম করি না। পিতা-মাতার সেবা না করিয়া কৌপীন লইয়া বাহির হইয়াছি, আমার গতি কি হইবে? চা'ই-সম্প্রদায়ের কাহারও সঙ্গে আমার মিল নাই, আমার গতি কি হইবে?"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ এক এক দিন সারারাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং আনন্দের সহিত গান করেন। কখনও বা বলেন,—"আমি যেখানে যাই, দুঃখ (বিপ্রলম্ভ-প্রেম) আমার সাথে সাথে চলে।" 'নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল'। কিন্তু কৈ শীতল ত' হইলাম না!"

শ্রীকাশীধামে শ্রীগঙ্গার তটে প্রথম দিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই শিবির-স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ং শিবির স্থাপন করিতে উদ্যত হইলে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া বাধা দিয়া বলিল,—"আমার জায়গা, আমি ওখানে বিশ বছর যাবৎ বসি, ওখানে তাঁবু ফেলিতে দিব না।" তখন বাবাজী মহারাজ নিজেই ঐ বৃদ্ধাকে তাড়া দিয়া বলিলেন,—"ওর জায়গা!! ওর কেনা ঘাট!! নিতাইর খাজা জলুক উঠে গেল!!"—ইহা বলিতে বলিতে একটি গানের দুই-একটি পদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

"যখন পালা; পালা!
নিতাই চাঁদের খাজা পালার তোর পালা এবার উঠে গেল।
তুই এবার পালা, পালা!"

বৃদ্ধা তখন পলাইয়া গেল। স্থানীয় বিষয়ি-লোকগণের সংযোগিতায় বাবাজী মহারাজকে উঠাইতে পারে কি না, সেই চেষ্টা করিতেছে!! কাশীবাসের অভিনয় করিয়া শ্রীবৈষ্ণবাপরাধী শঙ্কর চরণে অপরাধী, ধামাপরাধী জীব মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইলেই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিজ-জন মহাভাগবত পরমহংসের চরণে অপরাধ করে! একদিন রামচন্দ্র খাঁন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিল!

আর এক ব্যক্তির সহিত একদিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কথা বলিতে বলিতে গাহিলেন,—

"'সে সবক নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র' আমার এ সবের কিছুর সঙ্গে সবক নাই—এ সব কিছুই আমি দেখি না।" ইহা বলিয়া দুইটী পদ বলিলেন,—

"সখীর অনুগা হঞা, প্রেম সেবা নিব চাঞা"
"গুরুরূপা সখী যবে, ত্রিভঙ্গ-ললিত ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥"

গত ৩রা কার্ত্তিক শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ সরাসরি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গাড়ী ঠিক্ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং ট্রেণে যাইতেই স্বীকার করিয়া-ছিলেন; তবে সেই ট্রেণে (কামরায় নহে, সমস্ত ট্রেণে) অন্য কোনও যাত্রী যাইতে পারিবে না, এইরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন। ট্রেণের একটি কামরা Reserve করিতে যাইবার কালে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইল; তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"এখন যাইব না।" সেবকগণ বলিলেন,—"ট্রেণ Reserve করা হইয়া গিয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"করিলে কেন?" পু—বলিলেন,—"টাকা দেওয়া হইয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"দিলে কেন? আমি কি জানি যে আমি যাইব না? দিয়াছ, দিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আমি যাইব না।"

ঐ-দিন প্রাতঃকাল হইতে তিনি নিজের মনে মনে হাসিয়া হাসিয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। "নিতাই-গৌর নাচে গৌরীদাস-ভবনে" বলিয়া গান করিতেছিলেন, চক্ষে আনন্দাশ্রুধারা বহিতেছিল। কখনও বা 'কাল্না'র কথা, কাল্নার 'আমলী-তলা'র কথা বলিতেছিলেন।

একজন মনে করিতে করিতে "সীতারাম! সীতারাম!" উচ্চারণ করিলে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন,—" 'সীতারাম' থাকে সিংহাসনে, আর 'হরেরাম' থাকে সরযূ-তীরে।" আবার বলিলেন,—"সব সাধু গোপালের কাছে আটকা পড়িয়া যায়। এখন মধুর রস নাই। (হাস্য-সহকারে) আমার কাছেও মধুর রস নাই। এখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পর্য্যন্ত মধুর রসে (ঠাকুরের সম্মুখে অবস্থিত পাকা কলার মুড়ি দৃষ্টিপাত করিয়া) রম্ভা—রম্ভাবতী, কলাবতী, লীলাবতী (হাস্য-সহকারে) এসব 'পুরীতে' আছে।" একজন সেবক সেবার জল লইয়া আসিলে আপন মনে বলিলেন,—"সেবা-বিমা শুদ্ধ বস্তু কভু নাহি পায়। দায় করে, শুদ্ধ সেবা প্রাপ্তির উপায়।" এক সময়ে হঠাৎ বলিলেন,—"পৈতা কি হইবে? মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন,—'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। ... কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।"

শ্রীকাশীধামে একদিন এক প্রাকৃত-সহজিয়া (যে-ব্যক্তি তৎপূর্ব্বে একদিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে লীলা-কীর্ত্তন করিয়াছিল) শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে ও হাসিতে হাসিতে "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া খুব ভাবুকতা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীকথামৃতবর্ষণে বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে যেন বাবাজী মহারাজের প্রশংসা করিয়া "এসেছে প্রভুর বাথান" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিল। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে উদ্যত দেখিয়া শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ ভাবুকতা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন এবং শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাহাতে সেই প্রাকৃত-সহজিয়া আকুপাকুভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত ভাবুকাভিমানী ব্যক্তির মুখের উপর হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" ঐ-ব্যক্তি পুনরায় ভাবুকতা দেখাইয়া বলিল,—"চোর হইতে পারিলাম কৈ?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"মুখে বলি হরি, মনে অন্য করি।" কপট-ভাবুক তাহার কাপড়ের 'মুখোস' পুলিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া স্থান-ত্যাগ করিল।

অনৈক্ষ্য মুলকল্পা লৌকিকবেশধারিণী স্ত্রীলোক-বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিয়া 'মুরুব্বিয়ানা'-ভাব দেখাইয়া বলিল,—"বাবা, তোমাকে ত' আমি নবদ্বীপের বড়ালঘাটে দেখিয়াছি? আমি খুব শ্রীহরিনাম করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি অদ্বৈত-বংশের বৌ।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তিন তালার উপর ছয় তালা, তা'র উপর দোল তালা; তাহাও ভাঙ্গিয়া চোরে চুরি করে; বংশের কেবল একতালা, উহা কি করিবে? যাও, বড়াল-ঘাটে যাও।"

একজন স্ত্রীলোক বেলপাতা হস্তে লইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, নবদ্বীপেও আছে।" এই বলিয়া হাত দিয়া ইঙ্গিতে শিবলিঙ্গ বুঝাইলেন এবং বলিলেন,—"এখানেও এইসব, গৌর যখন ছোট ছিল, তখন ন্যাংটা হইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন; মেয়েরা শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করিলে, তাঁদের সঙ্গে ঠেটামি' করিয়া বলিতেন,—"তোরা শিবপূজা না করিয়া আমার 'এইটা'র পূজা করিতে পারিস্ না?"

কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আমাদের কি হ'বে, আমরা কি করব?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"নিতাই 'ভজলে গৌর পা'বে, নিরানন্দ দূরে যা'বে, পরানন্দের উদয় হ'বে।" কাহারও কাহারও ঐপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে কেবল "ভকত-বৎসল হরি! ভকত-বৎসল হরি!" এইরূপ উচ্চারণ করিলেন। আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি পুঁজে বেড়াই সারা বিশ্ব, মনের মানুষ মেলায় না।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীবহুলাষ্টমী

গত ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৫০), বৃহস্পতিবার শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডে 'শ্রীবহুলাষ্টমী'-তিথি'-পূজা-বাসর ছিল। ঐ তিথিতে প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্য হয়। এই-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টকে'র ১ম শ্লোক রচনা করিয়াছেন,—

"বৃষভভূজনাথারব্ধবর্ষোক্তিভঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীতির্বং স্বলন্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্যা প্রমোদৈ-
স্তুতিভরতি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ে যে॥"

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান-পূজা-মহোৎসব ও শ্রীশ্রীকুণ্ড-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীজীব কৃষ্ণৈক-কটাক্ষ-কামী শ্রীরূপানুগ ভক্তভক্তগণ একমাত্র শ্রীবৃষভানুজার সন্তোষার্থই সেইদিন শ্রীশ্রীরাধা-বিভাবনগণের আনুগত্যে শ্রীকুণ্ড-স্নান, শ্রীকুণ্ডের কৃপা-প্রার্থনা, 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টক'-কীর্ত্তন ও শ্রীকুণ্ডতটে বাস-পূর্ব্বক হৃদয়ে শ্রীরাধাভাবকান্তি পোষণ করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে এতদুপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত ১২ই কার্ত্তিক (১৩৫০), ২৯শে অক্টোবর (১৯৪৩), শুক্রবার মধ্যাহ্নে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় ও সান্নিধ্যে শ্রীমথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগো-পূজা, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীব্রজ-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠ, শ্রীনন্দগ্রামবিহারী মঠ, শ্রীবর্ষাণাস্থ মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন মঠে; শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, সুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়-মঠ প্রভৃতি মঠসমূহে; শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের অন্তর্গতী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রভৃতি মঠসমূহে; কলিকাতা বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, কমলা-পুর-শ্রীগোপালজীমঠ, কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ, নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠ প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অধীন সমুদয় মঠে শ্রীগো-পূজা, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা-শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও শ্রীমহা-প্রসাদ-বিতরণমুখে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে বহুবিধ সেবোপকরণদ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীর ভোগরাগ এবং আরাত্রিকোৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের অনুষ্ঠিত শ্রীগোপালদেবের 'শ্রীঅন্নকূট-উৎসব-প্রসঙ্গ', 'শ্রীমদ্-ভাগবত' হইতে 'শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা'র অধ্যায়, 'শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক', 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশক' প্রভৃতি পঠিত ও গীত হ'ন।

গত ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, সোমবার শ্রীউত্থানৈকাদশী-তিথিতে পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সমুদয় মঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদের সপ্তমবার্ষিক-বিরহোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ ; ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩ | ১৭শ-২০শ সংখ্যা

কি-ভাবে বাঁচিব ?

আমরা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীভগবদ্দাস ও অমৃতময় হইলেও অনাদি-বহির্মুখতা-বশতঃ এই প্রপঞ্চ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া তপ্ত হইতেছি। এই বিশ্ব-কারাগারের চতুর্দ্দিকেই অনিবার্য্য মৃত্যু বহুরূপী রাক্ষসের মত মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমরা যেন সকলেই মৃত্যু-রাক্ষসের অতৃপ্ত-বুভুক্ষার অপরিহার্য্য গ্রাস ও মহোৎসব-সম্ভার। সূর্য্যের উদয় ও অস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি—মৃত্যুর দিকে অভিযান ব্যতীত আর কিছু নহে। শুনা যাইতেছে, বঙ্গদেশের সহস্র সহস্র নরনারী বুভুক্ষার নরমেধ-যজ্ঞে বলি হইতেছে! আবার, পাশ্চাত্যদেশে ও সুদূর-প্রাচ্যেও কোটি কোটি নরনারী স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুর যূপকাষ্ঠ বরণ করিয়া লইতেছে! ইহাই যুগ-মানবের সমসাময়িক অবস্থা। কেবল যুগ-মানব নহে, বিশ্ব-মানব সর্ব্ব-যুগে সর্ব্বত্র এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-পথের যাত্রী। এইরূপ অপরিহার্য্য অবস্থা বা অবস্থানের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হইয়াছি! কেহ কেহ অত্যন্ত তামসিক বা রাজসিক উন্মাদনায় বিহ্বল ও প্রমত্ত হওয়ায় মৃত্যুর গ্রাসে অবস্থিত হইয়াও তদ্বিষয়ে অচেতন রহিয়াছে! কেহ-বা তপ্ত-লৌহে জলবিন্দুনিক্ষেপে ক্ষণিক-স্পন্দনের ন্যায় কেবল সাময়িকভাবে মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে! "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"—এই উক্তির মধ্যে মৃত্যুর করাল-গ্রাসে অবস্থিত থাকিয়াও বিশ্ব-জীবের নিশ্চিন্ততাবকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য-ব্যাপাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অশান্তি, ক্লেশ, তাপ, জ্বালা ও দুঃখের আগ্নেয়গিরির গহ্বরে থাকিয়া

যে নিশ্চিন্ত-ভাব, তাহা পশুত্ব ও সন্তুষ্যত্ব হইতেও অধিক আবৃতাবস্থা বা অচেতনতা। কিন্তু, পরম-কারুণিক শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ অবস্থা হইতে বিশ্বজীব কিরূপে বাঁচিতে পারিবে, কেবল বাঁচা নয়, কিরূপে বিজাতীয় বিষয়ভোগ-প্রেমের সংস্পর্শ-প্রাপ্ত হইবে, কি-ভাবে প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সহিত মিলিত হইতে পারিবে, কিরূপে প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত বস্তুর বিলাসোপকরণ হইতে পারিবে, তাহার বাস্তব-সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

প্রপঞ্চে অবস্থিত বিশ্বজীব দুইটী প্রধান-ভাগে বিভক্ত—(১) শ্রদ্ধাহীন বা অশ্রদ্ধান ও (২) শ্রদ্ধালু বা সশ্রদ্ধ। অপ্রাকৃতের প্রতি অশ্রদ্ধাই অনাদি-বহির্মুখভাবে জৌব-সংরক্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ। যাহারা অশ্রদ্ধার পাকার উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প, মৃত্যু-পিশাচী চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের রক্ষা নাই, তাহারা মৃত্যুর মুখকাষ্ঠে চিরদিন বলি হইয়া থাকিবার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির হৃদয় অন্ধ। অন্ধ বস্তুর মধ্য-দিয়া বাস্তববস্তুর দর্শন হয় না। অন্ধকার-প্রাকার বা অশ্রদ্ধা যাহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তঃসাক্ষাৎকার বা বহিঃসাক্ষাৎকার কোনটীই প্রাপ্ত হইতে পারে না। অশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি চারি প্রকার—(১) বিষয়ী, (২) শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎ-সেবকের প্রতি অবজ্ঞাকারী, (৩) অরুচিবিশিষ্ট, (৪) বিদ্বেষী। এই চতুর্ব্বিধ অশ্রদ্ধালুর মধ্যে তারতম্য আছে। কাহারও অশ্রদ্ধার আবরণ কিছু অল্প স্থূল, কাহারও বা অধিক স্থূল বা গাঢ়; কাহারও হৃদয়ে অশ্রদ্ধার ধূলিলেপ, কাহারও পঙ্কলেপ, কাহারও কাষ্ঠলেপ, কাহারও প্রস্তরলেপ, কাহারও বা বজ্রলেপ রহিয়াছে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১) লৌকিক-শ্রদ্ধালুক ও (২) শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুক। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুক ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত স্থায়িভাব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, অর্থাৎ যখন তিনি অপ্রাকৃতেরমা সাধক, তখন তিনি মুখ্য-কনিষ্ঠ। যখন তাঁহাতে স্থায়িভাবের উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবভাব অর্থাৎ মধ্যম মহাভাগবত। তাঁহাতে ভেদবুদ্ধি নাই; তিনি বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে রাগদ্বেষ-হীন; তিনি যুক্তবৈরাগী অর্থাৎ 'বিষয়সমূহ, সকলি মাধব'—এই মানসিক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার উত্তরাবস্থাই পরম-সিদ্ধাবস্থা বা উত্তমোত্তম-ভাগবতাবস্থা।

বিশ্বজীব বিশ্বের সহিত কিরূপে মিশিবে, কি-ভাবে মৃত্যুর করাল-গ্রাসের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অমর হইতে পারিবে, প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিবে, তাহা 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র শ্লোকে বিধিমার্গীয় জনগণের জন্য শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্ফুটভাবে বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি তাহাই অধিকতর স্ফুটভাবে চিন্ত-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাঁহার প্রিয়তম নিজজন শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়াছেন। যদিও শ্লোকের ঐ উক্তি দুইটী পূর্ণপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে রাগমার্গের বিচার জ্ঞাপন করিতেছে, তথাপি তাহা বৈধী সাধন-ভক্তির প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। 'মাত্রা' অর্থাৎ 'বিষয়' বা 'ইন্দ্রিয়-বৃত্তি'র সহিত থাকিয়াও তাহা হইতে অনাসক্ত থাকিবার কৌশল শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥
(শ্রীগী: ২।১৪-১৫)

হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত বিষয়সকলের সংযোগই শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তৎসমস্তই উৎপত্তি ও বিনাশশীল; সুতরাং অনিত্য। অতএব হে ভারত! তাহাদিগকে সহ্য কর।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই-সকল মাত্রাস্পর্শ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজনিত জ্ঞান) সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, যে ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই অমৃতত্ব-লাভের যোগ্য।

'মাত্রা'-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"ধীরস্তে ভারতে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।" ইহাদিগের দ্বারা বিষয়-সকল মাপা বা জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ 'স্পর্শ'-শব্দের অর্থ—"বিষয়েষু সম্বন্ধঃ" বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধ। বহির্মুখ জীব মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির স্পর্শ বা সম্বন্ধের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে। করী (হস্তী) অতি বলবান্ হইলেও করিণীর (হস্তিনীর) স্পর্শ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়। ইহাই বহির্মুখ জীবের মাত্রা-স্পর্শজনিত

অবশ্যম্ভাবি ফল। সেই স্পর্শের কুফল হইতে ক্রমশঃ বাঁচিতে হইলে লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ও শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে জগতের সহিত ব্যবহার করিবেন। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে শ্রীভগবদ্বিজ্ঞান বা অন্তর্যামি-দর্শনে সর্ব্বভূতে আদর থাকিবে; আর শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে শ্রীভগবদ্বৈভব-দর্শন আরম্ভ হইবে।

পরমাত্ম-বৈভব-দর্শন ও ভগবদ্বৈভব-দর্শনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরতত্ত্বের স্পষ্টবিশেষাধিষ্ঠান—(১) পরমাত্মা ও (২) শ্রীভগবান্। পরমাত্মার বৈভব—জীবশক্তি, আর শ্রীভগবদ্বৈভব—স্বরূপশক্তি ও তাঁহার কায়ব্যূহ বা বিভূতি-সমূহ। পরমাত্মবৈভব তটস্থশক্তি জীবগণ শ্রীবলদেব বা শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত এবং শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু-প্রকটিত-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীবলদেব বা সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবই শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ ও পরব্যোমস্থ নিত্যপার্ষদ জীব। তাঁহারা উপাস্যসেবায় রসিক, উপাস্য-সুখানুসন্ধানকারী, সরলা ঐমুখ, সর্ব্বদা স্বরূপার্থ-বিশিষ্ট ও নিত্যমুক্ত: তাঁহারা জীব-শক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া সকলে বলবান্; অচিচ্ছক্তি মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আর, শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ-প্রকটিত জীব নিত্যবদ্ধ, কেহ-বা সাধুর কৃপায় চিদুদ্দীপনোন্মুখ। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্ম-বৈভব ও ভগবৎ-বৈভবের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"পরমাত্ম-বৈভবগণনে চ তত্তটস্থশক্তিরূপাণাং চিদেক-রসানামপ্যনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদৈমুখ্যলক্ষণচিদ্রূপ-তত্ত্বাবরণাবৃত-স্বরূপজ্ঞানানাং তদৈব সত্ত্বরজস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখক জ্ঞাপিতম্।" (শ্রীভঃ সঃ ১ অনুঃ)

অর্থাৎ পরমাত্মার বৈভবগণনায় যে তটস্থশক্তিরূপ জীবসমূহ, তাহারা বস্তুতঃ সুখ ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রাগভাবরূপ সংসর্গাভাবময় বৈমুখ্য-চিদ্রূপ-হেতু পরমাত্মার মায়ার দ্বারা স্ব-স্বরূপের জ্ঞান-বিষয়ে আবৃত হইয়াছে এবং সেই মায়ার দ্বারাই সত্ত্বরজস্তমোময় এই জড়-বিশ্বে আত্মবোধ করিয়া সংসার-দুঃখ লাভ করিতেছে।

এই পরমাত্ম-বৈভব বা তটস্থজীব-দর্শন হইতে শ্রীভগবদ্-দর্শন পৃথক্। কল্মাষপাদের সর্ব্বত্র তটস্থদর্শন বা জীবদর্শন হইয়াছিল। ইহাই রাক্ষস-দর্শন। ইহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নের দিব্য-দর্শন বা সর্ব্বত্র বিষ্ণু-দর্শন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্দর্শন নহে। বেদ সর্ব্বত্র শ্রীবিষ্ণুদর্শনের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" (শ্রীঋগ্বেদ ১।২২।২০)

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।
(শ্রীঈশোপনিষৎ, ১ম মন্ত্র)

শ্রীস্বরূপশক্তি-বিলাসী ঈশ অর্থাৎ প্রভুর দ্বারা আবাস্য অর্থাৎ সম্যগ্রূপে পরিব্যাপ্ত অথবা ঈশা অর্থাৎ স্বরূপশক্তির আবাসরূপে যে দর্শন, তাহাই শ্রীভগবদ্দর্শন বা দিব্যদর্শন। রাজা কল্মাষপাদ সর্ব্বত্র জীবদর্শন করিতে গিয়া জীবসমূহের আপাত রক্ষকের অভিনয় করিয়া পরে তাহাদেরই ভক্ষক হইয়াছিল; এজন্যই ইহার নাম 'রাক্ষস-দর্শন'। যুগমানবের সঙ্কেতধ্বনিটি (slogan) এই—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এইরূপ তথাকথিত জীবপ্রেম (?) বা সর্ব্বত্র জীবদর্শন করিয়াও যুগমানব জীবের ভক্ষক হইতেছে। কারণ, ভগবদ্দর্শন ব্যতীত জীবের নিজের বাঁচিবার ও অন্যকে বাঁচাইবার অন্য কোন পথ নাই। সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস কোন সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে বধ করেন, ইহাতে উক্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতীকার-বাসনায় রাজা সৌদাসের অনিষ্ট-চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাসাদে পাচকরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন কুল-গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে উক্ত পাচকরূপী রাক্ষসটী বশিষ্ঠ-মুনিকে নরমাংস রন্ধন-পূর্ব্বক প্রদান করে। যোগবিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্যদৃষ্টিতে অভক্ষ্য দ্রব্য পরিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে "নরমাংসভোজী রাক্ষস হও" বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন; কিন্তু, বশিষ্ঠ কিছুকাল পরে উক্ত কার্য্য রাক্ষসের, পরন্তু রাজার নহে—ইহা জানিতে পারেন। রাজা সৌদাস জলাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে রাজ-মহিষী মদয়ন্তী রাজাকে নিবারণ করেন। তখন রাজা সৌদাস দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী সকল স্থানই

জীবময় দর্শন করিয়া জীবগণের বিনাশ হইবে ভাবিয়া সেই মন্ত্রপূত জলাঞ্জলি নিজ-পরিধেয়ে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে সৌদাসের পরিধেয় কাল্পনিকী অর্থাৎ কল্পনাময়ী-প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হন। সৌদাস পরীক্ষিৎ মিত্রের ধাত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর নাম 'মিত্রসহ' হয়। রাজা সৌদাসের সর্ব্বত্র জীবময় দর্শন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে,—

বাসিষ্ঠো মন্যুনাপোঽদ্ভিঃ পাদাবোর্জ্জেঽসিঞ্চৎ।
দিশঃ খমবনীং সর্ব্বং পশ্যন্ জীবময়ং নৃপঃ॥
(শ্রীভাঃ ৯।৯।২৪)

যে রাজা সৌদাস সর্ব্বত্র জীব দর্শন করিয়া জীবের অনিষ্টাশঙ্কায় নিজ পরিধেয়ে সেই অনিষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, সেই কল্মাষপাদই রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়া অন্ন এক বনবাসী ব্রাহ্মণকে তাঁহার সাধ্বী পত্নীর মনোরঞ্জন-কার্য্য হইতে বল-প্রয়োগে গ্রহণ করিয়া ব্যাঘ্রের পশুভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব জীবময় ধারণাযুক্ত রাক্ষস-দর্শনমাত্র; তাহা মৃত্যুরই নামান্তর। জীবদর্শনের দ্বারা নর-জগৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গতরূপে যে দর্শন, যাহা ভগবদ্দর্শন, বৈষ্ণবদর্শন বা তদীয়দর্শন, তদ্দ্বারাই জীব এই নরজগতে অবস্থান করিয়াও অমর হইতে পারে।

এই তদীয়-দর্শন বা বৈষ্ণব-দর্শন দুই প্রকার—(১) বিধিমার্গে আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণের সঙ্গে সম্বন্ধিতরূপে বিশ্বকে দর্শন। বিধিপথে এইরূপ তদীয়রূপে অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্ক-যুক্তরূপে দর্শন করিবার আগ্রহ থাকিলে জীব নরজগৎ হইতে অমৃতের যাত্রী হইতে পারে, প্রাকৃতের মধ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে। তখন, আর জড় আকার হইতে ভয় হয় না। "আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিদ্বদ্বিষামপি। যথাহের্দর্শনঃ ক্রোড়স্তথা তস্যাকৃতের্পি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ৮।২৫) অর্থাৎ 'যেরূপ সর্প দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়, তদ্রূপ উহার আকৃতি দেখিলেও (অর্থাৎ রজ্জু-প্রভৃতি সর্পাকার বস্তু দর্শন করিলেও) মনে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের ও বিদ্বদ্বিগণের আকার হইতেও তদ্রূপ ভীত হইতে হইবে।'—সাধক জীবগণের জন্য এই যে সতর্কতাবাণী, তাহাতে কেবল নিষেধ-সূচক (negative) উপদেশ মাত্র আছে। ইহাতে অন্বয়-মুখে (positive) উপদেশ নাই। সর্পের আকার-বিশিষ্ট রজ্জু দেখিয়া কেবল ভীত থাকিলে সর্পের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। প্রচলিত কথায় বলে—'দেখা সাপে খায় না, দেখা সাপে খায়।' চাঁদ-সদাগরের পুত্র লখিন্দরের দৃষ্টান্ত কিংবা মহারাজ পরীক্ষিতের লীলাভিনয় ইহার সত্যতা প্রচার করিতেছে। স্থূল আকারে ভীত হইলে সূক্ষ্ম আকার প্রচ্ছন্নভাবে গ্রাস করিয়া থাকে। তদীয়-দর্শনের মধ্যে কোন প্রকার ভোগ্য-আকার-দর্শনের অবকাশ নাই। শ্রীভগবদ্-ভজনোন্মুখ ও শ্রীভগবদ্ভজন-প্রবিষ্ট, উভয়েই যখন তদীয়-দর্শনে আগ্রহযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট হন, তখন আর জড়-আকার-দর্শন নাই। তদীয়-দর্শন নিরাকার-দর্শন নহে বা কল্মাষপাদের ন্যায় জীবাকার-দর্শনও নহে, তাহা শ্রীভগবদ্-বৈষ্ণবদর্শন। বিধিপথে মহাপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তরূপে দর্শনে আগ্রহ ও রুচি এবং রাগপথে মৈত্রী। বিধিমার্গে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে দর্শনে আগ্রহ থাকিবে। রাগমার্গে আগ্রহ ত থাকিবেই, তদ্ব্যতীত অভিনিবেশও থাকিবে। শ্রীভগবদ্-বৈভব-স্ফূর্ত্তিতে কেবলমাত্র আদর নহে, পরন্তু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রতির অনুগতরূপে শুদ্ধ-বস্তুস্বাভিমানে পরিদর্শন হইয়া থাকে।

এই প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত থাকিবার, সংসারীর অভিনয় করিয়াও সংসারাতীত হইবার, নর-জগতে বাস করিয়াও অমর হইবার কৌশল কেবলমাত্র আকার-দর্শনে ভীত হওয়া নহে, পরন্তু প্রপঞ্চের সহিত অনাসক্ত থাকিয়া তদীয়-দর্শনে অভিনিবিষ্ট থাকা। তদীয়-দর্শন প্রবল না হইলে বিচ্ছিন্ন বা অনাসক্ত হওয়া যায় না।

গৃহস্থগণ দুই প্রকার। যাঁহারা কর্ম্ম-মিশ্র-অর্চ্চনময়ী ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা একপ্রকার; আর যাঁহারা কেবল-অর্চ্চনময়ী ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারা অন্য প্রকার। কেবল-অর্চ্চনময়ী ভক্তির যাজকগণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীপদাম্বুজানুগণের অনুসরণকারী। তাঁহারাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় বলিতে পারেন,—'যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।' তখন আর পুত্রকন্যারূপ 'আকার'-দর্শন হয় না, জড়-জগতের প্রকৃতি-পুরুষ দর্শন হয় না। তখন পুত্রকন্যার আকার-দর্শন না হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কোন বিশিষ্ট সেবাধিকারী বা সেবাধিকারিণী তদীয়-বস্তুরূপে দর্শন হইয়া থাকে। সুতরাং, জড়াকার-দর্শনজনিত

যে ভয়, তাহা তাঁহাদিগের চতুঃসীমানায় উপস্থিত হইতে পারে না এবং তাঁহাদের প্রতি 'আত্মারামপি তেভয়ম্'—এই অনুশাসনবাক্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত বাক্যটীতে এই জড় নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া ও জড়-পরিকর-সম্বলিত বিশ্বে থাকিয়াও কিরূপে বিশ্বাতীত ও গুণাতীত থাকা যায়, বাঁচিতে পারা যায়, তাহার সুবৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৫৮)

এই শ্লোকটীর একটী নির্ভুল পদ্যানুবাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ করিয়াছেন,—

আসক্তি-রহিত,　　সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

বিষয়ান্ (বিষয়-সমূহকে) যথার্হম্ (যথোপযোগী অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবার পক্ষে যতটুকু উপযোগী বা অনুকূল ততটুকু) উপযুঞ্জতঃ (উপভোগকারী) অনাসক্তস্য [জনস্য] (জড়াসক্তি-বিহীন ব্যক্তির) কৃষ্ণ-সম্বন্ধে (কৃষ্ণ-বিষয়ে) নির্বন্ধঃ (প্রযত্ন, আগ্রহ বা অভিনিবেশ) যুক্তং বৈরাগ্যম্ (কৃষ্ণভক্তি-যোগযুক্ত বৈরাগ্য) [বিশিষ্ট-রাগ বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)।

বিষয়ের জড়াকার বা ভোগ্যাকার-দর্শনেই ভীতির উদয় হয়। ঈশ অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বর হইতে অপেত অর্থাৎ সম্বন্ধরহিত বা বিচ্যুত ব্যক্তির কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্বন্ধ বা অভিনিবেশের অভাবজনিত যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, বা অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আকার ব্যতীত যে অন্য দ্বিতীয় বস্তুর আকারদর্শন, তাহা হইতেই ভয় উপস্থিত হয়। স্বরূপের অদৃষ্টি হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের উদয় হয়। সেই স্বরূপের অদৃষ্টিই অনুক্তি অর্থাৎ আগ্রহ, অভিনিবেশ বা নির্বন্ধ-রাহিত্য। সম্বন্ধ-সহিত অর্থাৎ নির্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নিকট "বিষয়সমূহ সকলি মাধব" অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অদ্বিতীয় ভোক্তৃতত্ত্ব শ্রীভগবদ্-বিগ্রহরূপে দর্শন — সবিলাস-দর্শন। পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণময় পরতত্ত্বরূপ সর্বত্র বস্তুর দর্শন, তথায় বিষয়ের কোন জড়াকার-দর্শন নাই।

'নির্বন্ধ'-শব্দের অর্থ এখানে নিয়ম নহে। 'নির্বন্ধ'-শব্দের অর্থ—আগ্রহ বা অভিনিবেশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—স্বরূপশক্তির অন্তর্গতরূপে যে দর্শনে বা "শ্রীনারায়ণ-দর্শনের" মধ্যে বিধিমার্গে আনন্দনিধি শ্রীনারায়ণের সঙ্গে যুক্তরূপে দর্শনে আগ্রহ থাকিবে ; আর রাগমার্গে আগ্রহ ত' থাকিবেই, অভিনিবেশও থাকিবে। এই অভিনিবেশই শ্রীকৃষ্ণপরব্যোমের অবিস্মৃতি। আর ইহার বিপরীতভাবই ঈশ হইতে অপেতাবস্থা বা ঈশবিমুখতা, অস্মৃতি বা স্বরূপের অদৃষ্টি।

'যথার্হ'-শব্দের দ্বারা যথা + অর্হ অর্থাৎ যতটুকু শ্রীভগবদ্-ভজনের উপযোগী, ভক্তির প্রগতির সাহায্যকারী যতটুকু মাত্রায় (?) সঙ্গে স্পর্শ থাকিবে, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইভাবে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদি-বিষয়ের আকার দেখিয়া শ্রীমাধবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ভীত হন না। শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের যে, প্রতিষ্ঠার আকার দেখিয়া ভয়ে পলায়ন-লীলা বা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের যে 'স্ত্রী-জন'-প্রবণ বা বিষয়ীর আকার দর্শন করিয়া ভীতির লীলা-প্রভৃতি —তাহা একাধারে তাঁহাদের দৈন্যময় বিশ্রম্ভ এবং বদ্ধ-জীবের প্রতি শিক্ষা ও শাসন-লীলা প্রচার করিতেছে। প্রতিষ্ঠার ভয়ে যিনি অত্যন্ত ভীত, তিনি কি করিয়া বহু শিষ্য, শ্রীগোপাল প্রকট করিয়া মহাড়ম্বরে মহোৎসব, মঠ-স্থাপন, মথুরার ভোট্টি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শ্রীগোপালের সেবার্থ নানাভাবে অর্থাদি-গ্রহণ ও আড়ম্বরের সহিত সেবা স্থাপন করেন ? আর শ্রীগৌরসুন্দরই বা শ্রীজগন্নাথের দর্শন-কালে উৎকলবাসিনী জনৈকা স্ত্রীর নিজ স্কন্ধের উপর পদস্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আর্ত্তি দেখিয়া নিজ-সেবক শ্রীগোবিন্দের প্রতি উক্ত স্ত্রী-মূর্ত্তিকে বাধা-প্রদানে নিষেধ করেন কেন ? তখন কি শ্রীগৌরসুন্দর 'স্ত্রী'-আকার হইতে ভীত হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু তখন শ্রীজগন্নাথের দর্শনের দ্বারা শ্রীজগন্নাথের সেবা-সুখ-বিধানহেতু সেই স্ত্রী-মূর্ত্তি-ধারিণীকে 'অপ্রাকৃত কার্ষ্ণ' জানই করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবকের স্ত্রী-পুরুষাদি আকার-দর্শনে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই স্ত্রী মূর্ত্তি-ধারিণীর প্রেমার্ত্তি-দর্শনে দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—

"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর তত্ত্বে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার হয়॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈনু জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।২৮-৩২)

এইস্থানে স্ত্রী-আকার-দর্শন, এমন কি, স্পর্শে পর্য্যন্ত কোনরূপ ভীতি-প্রচারের লীলা নাই। এস্থানে শ্রীগোবিন্দের প্রতি "গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৪)—এইরূপ কোন উক্তি নাই, বরং শ্রীগোবিন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আবিষ্টা এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন। কৃষ্ণ যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥" (ঐ অঃ ১৪।২৬)। অতএব শ্রীজগন্নাথের সহিত সেবাসংযুক্তরূপে যে বিগ্রহ-দর্শন, তাহা সকলই মাধব-দর্শন; তথায় বিগ্রহের জড়াকার-দর্শন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে শ্রীমাধবসেবা-সংযুক্ত-স্বরূপে প্রকাশিত দেখিলেন, তখন তাঁহাকে আর বিষয়ী দর্শন করিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে যদি নিত্যকাল 'বিষয়ী'ই দর্শন করিতেন, তবে তিনি স্বয়ং বিষয়ীর সেবা গ্রহণ করিতেন না; বা নিজজনগণকে বিষয়ীর অন্ন-ত্রপা-গ্রহণে প্রেরণ দিতেন না। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত নৈরাশ্যি-ভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের নিকট বলিয়াছিলেন,—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নিশীথ কিং সোঢ়বতস্তবেয়ং॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।৭০)

অদর্শনীয় নীচজাতি-সকলকে দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমাকে বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন?

যিনি 'মহাবদান্যশিরোমণি', তিনি কেবল বিষয়ীর আকার বা নাম বর্জ্জন করিয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন? যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে 'রাজা' বা 'বিষয়ী'-মাত্র বলিয়া কখনও স্বীকার না করিতেন, তবে কি তাঁহার 'মহাবদান্য' নামে কলঙ্ক হইত না? তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়ী'কে কুবিষয়ী বা পতিতকে পতিতই রাখেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে মহাভাগবত করিয়াছেন।

আমার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ থাকাকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরি-সম্বন্ধ নাই, জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র অভীষ্টদেবের সহিত সম্পর্করূপে দর্শনই 'মুক্তবৈরাগ্য'। ভগবৎসম্বন্ধ-দর্শনকারীর দর্শনে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। উচ্চ অধিকারী কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত চিত্তবৃত্তিতে অনুগমন না করিয়া তৎ প্রতি কটাক্ষ বা তাঁহার অনুকরণে উদ্যমই অপরাধ আনয়ন করে।

অধিকাধি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
কৃষ্ণকৃপাবলে সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে'॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭, ৩৮৯)

শ্রীরাধারমানন্দ প্রভুর সেবাদানীতে শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা শ্রীব্রজগোপীর দর্শন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাজকুমারে শ্রীনবকুমার-দর্শনের অনুকরণ যদি সাধক জীব করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহা 'যথার্হ'-পদবাচ্য হইবে না এবং সেই আনুকরণিকের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

যাহার শ্রীকৃষ্ণে সহজ অনুরাগ হয় নাই, সেইরূপ ব্যক্তি যদি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অনুকরণ করেন, তবে শ্রীগোপীনাথ সেই অনুকরণকারীর অন্ন ক্ষীর চুরি করিবেন না। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের কোন বর্ষীয়ান্ শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনে বাস করিয়াছিলেন; উহার অনুকরণ করিলে বিষ্ঠা-কুণ্ডেই বাস হইবে। আবার, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সেই দর্শন বা দৃষ্ট বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধিরূপে দর্শন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এই দর্শন আরোপ বা কল্পনামাত্র নহে; ইহা যখন বাস্তব ও সহজভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা মৃত্যু হইতে অমৃতের সন্ধান প্রাপ্ত হই। শ্রীগুরু-সম্বন্ধে

নির্বন্ধ বিভিন্ন স্তরের সাধক ও সিদ্ধে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু দুই প্রকার সাধক ও দুই প্রকার সিদ্ধের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্বন্ধের বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধকের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ; যথা—লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক, যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া কর্মমিশ্র-অর্চনকারী বা কনিষ্ঠ-ভাগবত; আর দ্বিতীয় প্রকার—শাস্ত্রীয়-নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক। তাঁহারা কেবল-অর্চনময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানপর। এই পর্য্যন্ত বৈধমার্গের সাধক। সিদ্ধের মধ্যে ভাবরতি বা ঈষৎ মহাভাগবত; আর পরমসিদ্ধ বা উত্তমোত্তম মহাভাগবত।

লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক বা প্রথমোপাসকগণের পক্ষে সর্ব্বভূতে আদর একান্ত বিহিত। তাঁহারা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবেন। 'সর্ব্বভূতে পরমাত্মা বিরাজমান'—এই বিচার লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির বিচার বা ধারণা। তাহার উর্দ্ধে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা বা নির্গুণা শ্রদ্ধা। 'শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন'—ইহা অপেক্ষাও নির্গুণ-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণের যে সর্ব্বত্র শ্রীভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তির আবশ্যক, তাহা আরও অনেক বড় কথা। নির্গুণা শ্রদ্ধা উদিত হইলে সর্ব্বত্র শ্রীইষ্টদেবের অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসী শ্রীভগবানের বৈভব-দর্শন-আরম্ভ হয়; তাহা কেবল অন্তর্যামি-দর্শন নহে। অতএব লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবে ভূতাদর করেন, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ঠিক সেইভাবে করেন না। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি-দর্শনের বিচার গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে সর্ব্বভূতের আদর করেন; আর শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সর্ব্বত্র চিদ্‌বিলাসী ইষ্টদেবের বৈভব-দর্শন আরম্ভ হয়। তাঁহারা শ্রীভগবদ্-বৈভব-দৃষ্টিতে শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের ভাব বা রতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। সিদ্ধগণের সর্ব্বভূতাদরের মধ্যে ইষ্টদেবের দর্শনটী পাকা হইয়া গিয়াছে। ইহাই সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে বৈশিষ্ট্য। আভাস অর্থাৎ যথায় মহাভাগবতগণের দর্শনে অহিংসা অর্থাৎ ক্ষান্তি, উপশম অর্থাৎ জড়দর্শন বা দৃশ্য-দর্শনশূন্যতা স্বভাবরূপে পরিণত হয়। অহিংসারূপ ক্ষান্তি ও উপশমরূপ দৃশ্যদর্শন-শূন্যতা নিষেধ-সূচক ভাব; কিন্তু আভাসভাবে এই অহিংসা মৈত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদেবের নিজ-জনরূপে দর্শন এবং উপশম বা জড়দর্শন-শূন্যতা নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রীস্বরূপে শ্রীভগবৎ-স্ফূর্ত্তি বা অভিনিবেশরূপে প্রকাশিত হয়। পরমসিদ্ধ উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণ যেই স্তরে আছেন, সেই স্তরে তাঁহারা সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দর্শন করেন। (১) উত্তমোত্তম ভাগবত স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে অভীষ্ট শ্রীভগবদ্-ভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাবদর্শনরূপ বহিঃসাক্ষাৎকার করেন এবং নিজের মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ইষ্টদেবের লীলা-পরিকরগণকে দর্শন করেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার। (২) উত্তমোত্তম মহাভাগবত ইষ্টদেবের প্রতি নিজের রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অধিরূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবে সর্ব্বভূতকে বিস্তারিত দর্শন করেন এবং স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীইষ্টদেবের অবতারের আশ্রয়বিগ্রহরূপে ভূতসমূহকে দর্শন করেন। উত্তম মহাভাগবতের প্রতি কেহ অজ্ঞতাক্রমে অক্রূরাচরণ করিলেও সেই অক্রূর প্রতি অথবা শ্রীভগবদ্-বিদ্বেষী বা শ্রীভাগবত-বিদ্বেষীর প্রতি ইষ্টদেবেরই তুষ্টি হয়। আর, যথায় মহাভাগবতের বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্তে অনভিনিবেশরূপ উপেক্ষার উদয় হয়। উত্তম মহাভাগবত শ্রীশুকদেবের কংসের প্রতি 'ভোজকুল-কুলাঙ্গার' রূপে উক্তি বা শ্রীউদ্ধবের ভক্তিবিদ্বেষী দুর্ব্বাসা ও দুর্য্যোধনের বন্দনা একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীশুকদেবের শ্রীভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসন ও উদ্ধবের ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি বন্দন—উভয়েরই মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধক ও সিদ্ধগণের মধ্যে এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বন্ধ দৃষ্ট হয়। লৌকিকশ্রদ্ধালু প্রথমোপাসক সাধকের নির্বন্ধ অনেক সময়েই আরোপ-বিচার-মূলক হইয়া থাকে; কখন কখন নির্বন্ধাভাস হয়। ইহা প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্বন্ধ নহে। সশ্রদ্ধ-সাধক হইতে নির্বন্ধ অর্থাৎ আগ্রহ বা অভিনিবেশ আরম্ভ হয়। বিধিমার্গে আগ্রহ-আকারে ও রাগমার্গে মৈত্রী বা অভিনিবেশাকারে প্রকাশিত হয়। এই অভিনিবেশ বা শ্রীভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তি কেবলমাত্র আদর নহে, কিন্তু শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের ভাব ও রতির অনুসরণ করিবার আগ্রহরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই অভিনিবেশ সিদ্ধগণের মধ্যে পরিপক্ক দশা-প্রাপ্ত হয়। তখন জড়-বস্তুর প্রতি রাগ ও দ্বেষ-নিবৃত্তির জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। উহা অতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে এবং অহিংসারূপ ক্ষান্তি কেবল ব্যতিরেক ভাব প্রকাশ না করিয়া মৈত্রীরূপ অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে

অভীষ্টদেবের নিজজনরূপে দর্শন হয়। সেই দর্শনের মধ্যে যে জড়দৃষ্টাকার-দর্শন নাই—ইহা বলাই বাহুল্য। তখন সেই উপলব্ধ বা উপলব্ধি কেবলমাত্র বাতিরেকভাবে না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ শ্রীভগবৎ-স্মৃতিরূপ নির্বিঘ্ন বা অভিনিবেশরূপে বাস্তব অন্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়। শরণ-নিষ্ঠাগণে তাহা আরও উন্নত হইয়া সর্ব্বতঃ নিজের অভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব-দর্শন এবং সঙ্কল্পতঃ নিজের ভাবে বিভাবিত দর্শন ও কৃতসমূহকে স্ব-স্থিতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবদবতারের আশ্রয়-বিগ্রহরূপে দর্শন করায়। মহতের কৃপাবলে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বিঘ্ন বা অভিনিবেশে যখন জীব অভিনিবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন তিনি মর-জগতে থাকিয়াও অমর হন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রলয়-প্রাপ্ত হউক, জগতে যে কোন পরিবর্ত্তন, সংঘর্ষ বা অরিষ্ট উপস্থিত হউক, তিনি তাঁহার নিত্য সহচর প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব সেই ইষ্ট-বস্তুর চিদ্-বিলাসে মগ্ন থাকিয়া বিলাসী শ্রীভগবানের বিলাসসুখ উৎপাদন করেন। তাঁহার হৃদয় বৈভবসূত্রে সর্ব্বদা গ্রথিত থাকে। তিনি প্রতিপলে পরানন্দাম্বুধিতে নিমজ্জিত থাকিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-লাগর সন্তরণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন। তাহা এই অবস্থাকে বর্ণন করিতে পারে না। মেধা, অনুমান বা কল্পনার দ্বারা ইহার উপলব্ধি হয় না। কৈন্তু, দম্ভ, অহং মান, দম্ভ বা প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন তখন আনুষঙ্গিক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়। তিনি উত্তম হইয়াও আপনাকে অধমাধম জ্ঞান করেন।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
• • •
প্রেমের স্বভাব, যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥
• • •
অতি হীনে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান॥
• • •
"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন!"
• • •
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥

সঙ্গ ও স্মৃতি

মহতের সঙ্গ ও সেই সঙ্গজনিত অনুক্ষণ চিদ্‌বিলাস-স্মৃতিই সিদ্ধিলাভের মহত্ত্ব। মহতের কৃপালব-প্রভাবে তাঁহার আলোকদানজনিত, হার্দ্দ বা বাচনিক শুভাশীর্ব্বাদের জীবের জন্মান্তরের সুকৃতকাঠিন্য ক্ষয়োন্মুখ হয়, তাহাতে বৈভবের স্রোতঃ প্রবাহিত এবং চক্ষুতে দৈন্যার্দ্রিপ্রীতির ধারা উৎসারিত হয়। মহতের সেবা করিতে করিতে তন্মুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্যকৃপা-গাথার শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন করিয়া অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরণ-চিন্তা বা অভিনিবেশ চিত্তরাজ্য অধিকার করে। এই অভিনিবেশই মূল প্রয়োজন। স্মৃতি যদি অভিনিবেশ না হইলে সাধন-ভজনের অভিনয় সমস্তই কৃত্রিম নাট্যমাত্র হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান বা স্মৃতিই ভজনের জীবন। ইষ্টের অনুসন্ধানকেই 'স্মৃতি' বলে। প্রীতির ধর্ম্মই এই যে, তাহা সর্ব্বদাই প্রেষ্ঠের সুখানুসন্ধানই করে। যখন এই সুখানুসন্ধান অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হয়, তখনই তাহা ধ্রুবানুস্মৃতিরূপে প্রকাশিত হয়। "তীব্র-ভক্তিযোগ" বা "অকিঞ্চনা ভক্তি" ধ্রুবানুস্মৃতিপর। আবেশ ও স্মৃতির তারতম্যানুসারে বা ধ্রুবানুস্মৃতির গাঢ়তানুসারে ভাগবতগণের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্য কিছুর দ্বারা তারতম্য হয় না। 'কাহার পাণ্ডিত্য বা মনীষা অধিক, কে অধিক বায়ু ভক্ষণ করিয়া বা দিগম্বর থাকিয়া অথবা শীতোষ্ণের প্রকোপ সহ্য করিয়া অধিক তপস্যা-পরায়ণ? কে ব্রহ্মচারী, কে গৃহস্থ বা কে সন্ন্যাসী, কে অধিক উচ্চকুল-জাত, অধিক সুন্দর বা রূপশালী কে?' এই সকল বিচারের দ্বারা ভাগবতগণের তারতম্য স্বীকৃত হয় না। শ্রীশ্রীহরিগুরুদেবে

কাহার প্রীতিজনিত অভিনিবেশ, অবিস্মৃতি বা অনুসন্ধানের গাঢ়তা অধিক ? তদ্দ্বারাই ভক্ত-ভাগবতের তারতম্য নির্ণীত হইয়াছে।

'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'—এই দুইটী অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সঙ্গ হইতেই স্মৃতির উদয় হয় এবং যেরূপ সঙ্গ করা যায়, সেইরূপ স্মৃতিই প্রবল হয়। জড় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই বিষয়ের সঙ্গ হইতে বিষয়ের প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয়। অসতের সঙ্গ করিলে অসৎ-স্মৃতি, মহতের সঙ্গ করিলে মহৎ-স্মৃতি বা আবেশ, অভিনিবেশ, ধ্যান, অনুসন্ধান প্রবল হইয়া থাকে। মহতের সঙ্গ যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে অসতের বা ক্ষুদ্রের সঙ্গ আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই স্মৃতিতে আমাদিগকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বিভাবিত করিবে। যোষিতের সঙ্গ ভোগের স্মৃতি ও ভোগের অনুসন্ধানই প্রবল করে। অনিত্য বস্তুর সঙ্গ অনিত্য বস্তুর প্রতি আবেশ ও অভিনিবেশ বৃদ্ধি করে। বিবিধ প্রকারের সঙ্গের দ্বারা প্রীতির উদয় হয়। আবার যাঁহার প্রতি প্রীতি অধিক, আমরা তাঁহারই অধিক সঙ্গ ও স্মৃতিতে আবিষ্ট হই। শ্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সহিত সঙ্গ, তৎপ্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় করায়। এই জন্যই শ্রীভগবদ্ভজনগণের সহিত লীলাস্থানে বাস, শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, চিন্তন, শ্রীভগবানের পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গের দ্বারা শ্রীভগবৎ-স্মৃতি বা অনুসন্ধান প্রবল হয়।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু দুই প্রকার সৎসঙ্গের কথা বলিয়াছেন। বৈধী ভক্তির পূর্ব্বাঙ্গরূপে যে সৎসঙ্গ, তাহাতে ধ্যান, স্মৃতি বা অনুসন্ধান নাই। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পরে বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া বিশ্বাসের সহিত যে গুরুসেবা, তৎসঙ্গে ধ্যান, স্মৃতি, আবেশ, অভি-নিবেশ, অনুসন্ধান বা নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি আরম্ভ হয়। এই সঙ্গ সেবোন্মুখানুসন্ধানময় নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশময়। ইহার দ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হন।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অল্প।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৪-২৬)

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাতে যে সাধুসঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা সচিপ্রধানা বৈধী ভক্তির পরাঙ্গভজন-ক্রিয়ার অন্তর্গত। অতএব এইরূপ সঙ্গের দ্বারাই স্মৃতি বা অভিনিবেশ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৪)

অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃকালে অসদ্গণের যে সঙ্গ বিহিত হইলে সংসারের হেতু হয়, ঐ সঙ্গই সাধুগণে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্ব-জনক হইয়া থাকে। এই নিঃসঙ্গত্বকেই প্রকৃত 'নির্জ্জনত্ব' বা 'নির্জ্জন-ভজন' বলে। যে সকল অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব অসৎসঙ্গের ভয়ে নির্জ্জনে লুক্কায়িত থাকিয়া মনোধর্ম্ম-রূপা মায়াযোষিতের সঙ্গ করে, তাহারা বাহিরে নির্জ্জন ভজনাভিনয় করিয়াও অসৎ-সঙ্গী বা যোষিৎ-সঙ্গী। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীকবিরাজদেব সাধুতে কৃত সঙ্গকেই 'নিঃসঙ্গ' বা 'নির্জ্জন-ভজন' বলিয়াছেন। নিরন্তর স্মৃতি হইতে জাত রাগের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই ভজনরূপ সৎসঙ্গ। এইরূপ সঙ্গের ফলে সাধক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে অবিস্মৃতি বা অভি-নিবেশ ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না ; অতি সহজে তাঁহার দেহাভিনিবেশ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদূরিত হয়।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চাদয়ঃ সুত-সুহৃদ্-গৃহ-বিত্ত-দারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥
(শ্রীভাঃ ৪।৯।১২)

শ্রীধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হে পদ্মনাভ ! যাঁহারা নিরন্তর স্মৃতির দ্বারা ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ-লুব্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই অতিপ্রিয় মর্ত্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত সুত, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত ও পত্নী—এই সকলের স্মরণ করেন না।

পরমপ্রিয় দেহ ও দেহের বিস্মৃতিস্বরূপ বিভিন্ন আগমা-পায়ী বস্তুকে যাঁহারা স্মরণ করেন না, তাঁহাদের সংসার

কোথায়? শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র,
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২)

মহতের সঙ্গ হইতেই স্মৃতি বা ধ্রুবানুস্মৃতির উদয় হয়। মহতের কীর্ত্তিত শ্রীভগবৎ-গাথাশ্রবণে বিস্মৃততত্ত্বমার্গ কুযোগিগণেরও যে কিরূপে ধ্রুবানুস্মৃতির উদয় হইতে পারে, তাহা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীপৃথু-মহারাজের উক্তি হইতে জানা যায়,—

স উত্তমঃশ্লোকমহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥
(শ্রীভাঃ ৪।২০।২৪)

হে উত্তমঃশ্লোক! মহতের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-সুধাকণালম্বী বায়ু বিস্মৃততত্ত্বমার্গ অন্যাদৃশ কুযোগিগণের পুনরায় স্মৃতি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ মহন্মুখবিগলিত কীর্ত্তন-শ্রবণ, যৎফলে স্মৃতির উদয় হয়, তাহাই পরমসাধ্য-সাধনস্বরূপ বলিয়া অন্য বরসমূহের প্রয়োজন নাই।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্।
(শ্রীভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-যুগলের নিরন্তর স্মৃতির মুখ্যফলরূপে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি এবং আনুষঙ্গিক-ফলরূপে চিত্তশুদ্ধি, বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল-লাভ হয়।

যাঁহার স্মৃতি বা নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহাতে হ্লাদিনীর কৃপার অবতার হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীহ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-স্মৃতি বা অভিনিবেশ হইতে পারে না। আগন্তুক স্মৃতিশক্তি বা মনীষা কিন্তু হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা নহে; স্বরূপশক্তির ছায়াপ্রভাব হইতেও অনেকে আগন্তুক স্মৃতিশক্তিধর মনীষী ও প্রতিভাশালী হইতে পারেন। সেইরূপ স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর ব্যক্তিগণই যে হ্লাদিনীর কৃপাশক্তি-লক্ষাবিত, ইহা বলা যাইতে পারে না। যাঁহাতে হ্লাদিনীর কৃপাবতারের আভাসও হইয়াছে, তাঁহাতে বিমুখতা নাই; তিনি মায়ার প্রবঞ্চনা-দ্বারা প্রলুব্ধ হন না; তাঁহার কৃষ্ণসেবাস্মৃতি অতিশয় প্রখরা, মহতের কৃপাবলে তিনিই অতিমর্ত্ত্য স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর হইতে পারেন।

বিমুখতার লক্ষণে নিশ্চিন্তভাব লক্ষিত হয়,—

"জ্ঞানলব্ধ যাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোনদিন॥"

কিন্তু, শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপনগরীর শ্রীমায়াপুরপল্লীর অধিবাসিগণকে আপন গলার মালা প্রদানপূর্ব্বক, শয়নে, ভোজনে, জাগরণে অহর্নিশই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে বলিয়াছেন,—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৮)

শ্রীচৈতন্য-নিজজনের কৃপাসঙ্গ না হইলে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিন্তা উদিত হইতে পারে না। সংসারের কারাগারে কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাতেই একটা তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত ভাব আসিয়া যায়। বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ এই তৃপ্তি ও নিশ্চিন্তভাবকে এ জগতের পারিপ্লব অবস্থা বলে এবং চরমে প্রত্যুত্থান বা অভেতনা-লাভকেই নির্ব্বাণ বা প্রয়োজনরূপে বরণ করে। বস্তুতঃ, শ্রীচৈতন্যনিজজন মহদ্-গণের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা আমাদিগকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে দেন না। নিশ্চিন্ত ভাবের তমোময়ী মোহনিদ্রাকে তাঁহাদের বাণী ও কৃপাসঙ্গরূপ মৃদুগরের দ্বারা বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব চঞ্চলশ্রেষ্ঠ ঠাকুর-টীর সেবায় সর্ব্বদা চঞ্চল করিয়া রাখেন। আমাদের নিশ্চিন্ত-ভাব ঘুচাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-চিন্তায়—তাঁহার সুখানু-সন্ধানে সর্ব্বদা আবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট করিয়া হৃদয় বিগলিত ও চক্ষে দীনতা-গঙ্গার ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মরণকে "শেল" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

দারুণ সংসার-গতি, বিষম বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।

অন্ধ-অন্ধ তনু-মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীবন্তে মরণ ভেল দুঃখে।
* * *
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।

আবার অন্যত্র জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুগত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন, স্মরণ, লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
যথামনে করিয়া যুগায়॥
* * *
না করিহ অন্যচেষ্টা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা,
সদা চিত্ত গোবিন্দ-চরণ।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিলে খাওয়া-পরা কিরূপে হইবে? সর্ব্বত্যাগী সাধুগণকেও পেটের চিন্তা করিতে হয়; তাঁহারা যে আশ্রমাদি করিয়া বাস করেন, তজ্জন্য নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা করিতে হয়।"

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও মায়াকে একাকার (?) করিয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণের সংসার ও মায়ার সংসার এক নহে; অপ্রাকৃত শ্রীহরিজন ও প্রাকৃত হরিমায়া-জন এক নহে। স্বয়ং চিন্তামণি শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-জনের জন্য চিন্তান্বিত হন; সে-স্থানে তিনি ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতা-গণকে ঐ বিষয়ের ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন না; কেন-না তাঁহার ভক্তগণ নিজের দেহগেহের চিন্তা করেন না, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায়, শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে আবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট থাকেন। উপবাসী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গোপবালকের বেশে 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে' শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদোহন-লীলা, 'শ্রীরেমুণা'তে শ্রীপুরীপাদের জন্য শ্রীগোপীনাথের ক্ষীর-চুরি-লীলা, শ্রীপাবনসরোবরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে গোপশিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদান-লীলা, অথবা শ্রীসনাতনের সেবাভিলাষী শ্রীরূপের নিকট শ্রীরাধিকার ব্রজবালিকারূপে দুগ্ধ, তণ্ডুল ও শর্করা-প্রদান-লীলা ও নিজ-দেহ-স্নেহচিন্তা-বিমুখ শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-নিরত প্রণয়ী ভক্তগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত চিন্তাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা নিবেদিতাত্মা, তাঁহারা নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করেন না। 'আত্মনিবেদন'-শব্দের টীকায় উক্ত হইয়াছে;—

"আত্মনিবেদনং পশ্বাদ্যাদি-স্থানীয়স্য স্বদেহাদি-সংঘাতস্য তদেকজনার্থং ক্ষেত্র-স্থানীয়ে তদ্বিরূপণম্। যত্র তদ্ভরণ-পালনচিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে।"

(শ্রীভঃ সঃ ১৬৯ অনুঃ)

'আত্মনিবেদন' বলিতে বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় দেহাদি-সমূহকে একমাত্র তাঁহারই সেবার জন্য ক্ষেত্র-স্বরূপ শ্রীভগবানে অর্পণ; ইহাতে নিজের ভরণপোষণের চিন্তা-পর্য্যন্ত করিতে হয় না। সাধুসঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-বৃত্তিতে বিভাবিত থাকা যায়, তখন জীবকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভোজন, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ—কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিকলং নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ॥
এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্॥

(শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪০-৪১)

সেই সাধুসঙ্গে মহাজনের কীর্ত্তিত শ্রীমধুসূদনের চরিতা-মৃতধারা-সহিত প্রবাহিত হয়। যাঁহারা পর্য্যাপ্ত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাবধানতার সহিত অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ভাবে—বিশেষ মনোযোগ-সহকারে তাহা কর্ণের দ্বারা পান করেন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। নিখিল জীবলোক ক্ষুধাতৃষ্ণাদি স্বভাবজাত ধর্ম্মের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া শ্রীহরির কথামৃত-নিধিবিষয়ে রতি করে না। মহাজনের কীর্ত্তিমান শ্রীভগবদ্-যশ সমূহ নিজ মাহাত্ম্য-বলে সেই সকল ধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া জীবলোককে নিজ-সুখ অনুভব করাইয়া থাকে।

যাহাদের চিন্তা, ভরণপোষণের চিন্তা, দেহ-স্নেহের চিন্তা, যাহারা পৃথগ্‌ভাবে করিতে প্রযত্ন হয়, তাহারা সেই-সকল চিন্তার হস্ত হইতে কোনদিন নিষ্কৃতি পাইতে পারে না এবং তাহাদের বহুরূপী অভাব কোনদিনই পূরণ হয় না। এজন্যই

শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—"যদি চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকলে চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর।"

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৮)

শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ী ভক্তগণ কখনও স্বীয় উদরচিন্তা বা দেহ-গেহ-চিন্তা করেন না, তবে তাঁহারা শ্রীবৈষ্ণবের সেবার চিন্তা-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন না। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে গৌড়দেশাগত ভক্তগণের বাসস্থান ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য চিন্তা করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিরই পরিচায়ক; তাহা উদরম্ভরম্ভরী বিষ্ঠাভোজী দেহারামীর ন্যায় বিষয়-চিন্তা নহে।

স্মরণাখ্য-ভক্তির আশ্রয়বিগ্রহ ও উপমানরূপে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নাম শ্রুত হয়।

"প্রহ্লাদঃ স্মরণে"—('দশাবলী' ৫ম অঃ)

শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর যাবতীয় উৎপীড়ন একমাত্র স্মরণাখ্য-ভক্তির আশ্রয়েই কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। হিরণ্যকশিপু বালক শ্রীপ্রহ্লাদকে পর্ব্বতশিখরের ন্যায় হস্তিগণের দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে পাতিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া উহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্তসমূহের দ্বারা বালকের অঙ্গ বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র শ্রীগোবিন্দের স্মরণহেতু সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়। তখন শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতে লাগিলেন,—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা বভূবুর্ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎ-পাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনাস্মরণানুভাবঃ।

(শ্রীবিঃ পুঃ, ১ম অংশ ১৭।৪৪)

বজ্রের অগ্রভাগতুল্য কঠোর হস্তিদন্তসমূহ যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে; শ্রীজনার্দ্দনের অনুস্মরণের মহাবিপৎ-পাপ-বিনাশন প্রভাব-মাত্র।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বযুগে, সর্ব্বত্র ইহাই প্রচার করিতেছে যে, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ-চিন্তানিরত, যাঁহারা শ্রীভাগবত-সঙ্গে শ্রীভগবৎ-স্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট, যাঁহারা অনুসন্ধানময়ী ভক্তিতে আবিষ্ট, তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলের ছায়ার আভাসও যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কোনও বিপদাপৎ কখনও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা পুঁথিগত অর্থবাদ নহে, কিংবা উপন্যাস নহে, ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য; তবে শ্রীভগবদ্ভক্ত এই সকল অনিষ্ট-বিনাশের জন্য শ্রীগোবিন্দ-চিন্তা করেন না। তিনি নিষ্কিঞ্চন শ্রীগোবিন্দ-ভক্তের সঙ্গ-লালিত শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ-সেবা-স্মৃতিতে, তাঁহার অনুসন্ধান-স্মৃতিতে সর্ব্বক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকেন। এই 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'ই সিদ্ধির রহস্য। যাঁহারা 'কিরূপে চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হইবে?', 'কিরূপে অনর্থনাশ হইবে?', 'কিরূপে বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইবে?', 'কিরূপে দুষ্ট মন বশীভূত হইবে?', 'কিরূপে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে?', 'কিরূপে অপরাধ দূর হইবে?', 'কিরূপে ভজনোন্নতি হইবে?', 'কিরূপে শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইবে?'—এইরূপ অনুরূপ অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি', এই দুইটী শব্দ সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া মহতের সঙ্গ করুন এবং মহন্মুখরিত কীর্ত্তন-শ্রবণানুকীর্ত্তন স্মরণ করিতে করিতে অবিস্মৃতি লাভ করুন; এই স্মৃতি অনুসন্ধানাকারে প্রকাশিত হইয়া যখন আবেশ ও অভিনিবেশরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখন প্রেমলক্ষণা অকিঞ্চনা ভক্তির দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন; ইহাই সাধ্যসার। মহতের সঙ্গ না হইলে মনোধর্ম্মের স্মৃতি নানা অনর্থের উদয় করাইবে। চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব স্মৃতি ব্যতীত কখনই রিক্তচিত্তে অবস্থান করিতে পারে না। নির্জ্জনানন্দী হইয়া মনোধর্ম্মের সঙ্গ করিলে অথবা গোষ্ঠ্যানন্দী হইয়া বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ করিলে বিষয়স্মৃতি প্রবল হইবে; ইহাই জীবের মৃত্যু। অনুক্ষণ মহতের সঙ্গ ও তাঁহার সঙ্গজনিত অমৃতধারাবৎ শ্রীচৈতন্য-চরণস্মৃতিই সকল ভজনের সার—সিদ্ধিলাভের গুহ্যতম রহস্য। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় গাহিয়াছেন,—

সাধক ভজন-পথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ, ভজন, কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি,
তবে যায় দুরন্তের ব্যথা॥

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ তাঁহার 'সঙ্গ' ও 'তৎস্মৃতি'ই প্রবল করিয়া থাকে। বিরহানুভূতির দ্বারা যেরূপ সঙ্গ হয়, সাক্ষাৎকারের দ্বারাও সেরূপ তীব্র সঙ্গ হয় না। বিরহে

প্রেমিকজনের স্মৃতি কোটিগুণ অধিক হইয়া থাকে। এজন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন—বিরহের ভজন, সম্ভোগের ভজন নহে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যখন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' "স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্", অথবা শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু যখন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে' (শ্রীশচীসুতাষ্টকে) "শচীসুনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ।", অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় যখন সপার্ষদ শ্রীভগবদ্বিরহজনিত বিলাপ গাহিয়াছেন,—

সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তম-দাস॥

* * *

সে-সব সঙ্গত-সঙ্গ, যে করিল তাঁর সঙ্গ,
তাঁর সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম-দাস॥

তখন তাঁহাদের সেই বিরহানুভূতির মধ্যে যে সঙ্গ ও স্মৃতির বাস্তব অনুভব হইয়াছে, তাহা অধিতীয়। যদি বিরহ আবেশময় 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'কে বহুগুণিতভাবে প্রকটিত না করে, তবে সেই বিরহ কপটমাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহের যিনি প্রকৃত বিরহী, তাঁহার কোনরূপ বিষয়সঙ্গ, ইতস্মৃতি, অন্য অভিনিবেশ বা অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণ অন্তর্মনা হইয়া শ্রীভগবজ্জনের সঙ্গ করেন এবং তাঁহার সুখানুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও স্মৃতিতে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট থাকিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। এই অতৃপ্তভাব প্রেমেরই স্বভাব।

শ্রীল গুরুদেবের বিরহোৎসব বলিতে কেহ কেহ বিষয়াভিনিবিষ্ট-চিত্তের আনুষ্ঠানিক কোন ব্যাপার-বিশেষ, যথা— জন-সমাগম, গদ-বাঁধা কীর্ত্তন, বক্তৃতা বা আলোচনা, মৌখিক আক্ষেপ ও অভাব-বিজ্ঞাপন, কিছু প্রসাদ-বিতরণাদি ক্রিয়াকাণ্ডকে মনে করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহের অকৃত্রিম বিরহী শ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ কাপট্যনাট্যপূর্ণ, শুষ্ক মনোভাবকে কৃ-বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের কৃত্রিমতার দ্যোতক বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ তাঁহার অপ্রাকৃত সঙ্গের বাস্তব অনুভব, শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি অর্থাৎ অনুসন্ধান, তাঁহার সেবায় লোভযুক্ত হইয়া তদনুসরণ, আবেশ ও অভিনিবেশের উদয় না করাইল, তবে তাহা বিরহ নহে, প্রাকৃত কৃবিষয়-সম্ভোগ-চেষ্টামাত্র। যিনি প্রাকৃতসম্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবিধুর হইয়াছেন, তাঁহাতে 'যাত্রা'র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির ও কৃবিষয়ের সঙ্গ-জনিত কোন আচরণ বা স্মৃতি থাকিতে পারে না; তিনি নিরন্তর মহতের সঙ্গ ও স্মৃতিতে তন্ময়পূর্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহোৎসবের দ্বারা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও তাঁহার ভজন বা ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধানই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। বিরহোৎসবে নাচিয়া কুঁদিয়া, কোমর বাঁধিয়া, মোড়লি দেখাইয়া পরে কৃবিষয়ের 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতিতে' অভিনিবিষ্ট থাকিলে, বিরহোৎসব হয় নাই, দেহ-মনের সম্ভোগোৎসব হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট শিষ্যব্রুবগণ বিরহোৎসবের নামে যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে, তন্মধ্যে মহতের একান্ত আনুগত্যরূপ সঙ্গ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্যগ্‌গমন ও তজ্জনিত অনুসন্ধানবৃত্তি না থাকায় উহা সম্ভোগোৎসব। ভক্তির বাহ্য বেশ থাকিলেও যাহাতে 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'র উদয় না হয়, তাহা ভক্তি নহে, অপ্রাকৃত বিরহ বা প্রীতি নহে, সেবা নহে, তাহা ভক্তির নামে ভুক্তি, বিরহের নামে সম্ভোগ, সেবার নামে কর্ম্মকাণ্ড বা কাপট্য নাট্য।

বিরহে যে অশ্রুর উদয় হয়, তাহা অনুসন্ধানের আর্ত্তিজনিত হৃদয়বিগলিত-ধারা, উহা জাগতিক সম্ভোগের বিষয়বস্তুর অভাবজনিত মনোবেদনার সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে। ঐরূপ অশ্রুর মধ্যে অপ্রাকৃততত্ত্বের 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'র তীব্রতাই সূচিত হয়। মায়াক্রন্দন বা স্বভাব-শিঞ্জিল ব্যক্তিগণের নেত্র কৃত্রিমপন্থী সম্ভোগোৎসবানন্দী ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যচরণ-চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চক্ষুর্জল সম্পূর্ণ পৃথক্। বিরহী কখনও ঢাক বাজাইয়া চোখের জল প্রচার করেন না। যেখানে প্রীতি নাই, স্মৃতি নাই, তথায়ই লোকদেখান চোখের জল ভক্তপ্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাকে কপটীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করাইয়া দেয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়নরূপে বাস্তব 'আত্মনিবেদন' এবং বিরহোৎসবের মহামহোৎসবরূপে অধোক্ষজের সঙ্গ ও স্মৃতিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের নিত্যসিদ্ধ

প্রচারক। 'অধোক্ষজ'-একটী তাঁহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে সর্ব্বদা নৃত্য করিতেন। তিনি অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানের জন্য সমগ্র মানব-জাতির যাবতীয় অমঙ্গল চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমিত নিজজনরূপে তাঁহার আচার্য্য-লীলার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য; সুতরাং সেই আচার্য্যকেশরীর বিরহোৎসবে অধোক্ষজের সঙ্গ ও অনুসন্ধান অর্থাৎ আবেশ, অভিনিবেশই প্রবল হইবে। এই বিরহোৎসব বৎসরে একদিনের জন্য নহে, এই বিরহোৎসব নিত্য। 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি' সর্ব্বক্ষণ আমাদের চিত্তরাজ্যকে অধিকার না করিলে আমরা অনিবার্য্যরূপে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইব। এই পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর যে সকল বহুরূপী অসুরের আছে, তাহারা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অশান্তির আয়েয়গিরির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিতে থাকিবে। ইহা অতি প্রত্যক্ষ সত্য যে, অভিমর্ত্য 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি' ব্যতীত এই মর-জগতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। প্রাকৃতের বিরহোৎসবে মোহগ্রস্ত হইলে অর্থাৎ জগতের অবশ্যম্ভাবী অভাবের সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাহাকার করিলে অভাব বা দুঃখৈশ্বর্য্যের হস্ত হইতে কেহ উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে না। একমাত্র অপ্রাকৃতের, অধোক্ষজের যে বিরহোৎসব অর্থাৎ 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি', তাহাই আমাদের নিত্য স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই স্বভাবে অবস্থিত হইতে হইবে, 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'র আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

সংসার-বাটোয়ারে, কামকাঁসে বান্ধি' মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস।
কেবল ভকতসঙ্গ, প্রেমকথারস-রঙ্গ,
তবে হ'বে বিপদ-বিনাশ॥

* * *

অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, স্নেহ, গেহ, পরিজন,
গুরুবাক্য পরম-মহত্ত্ব॥

*

স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ বা অভিনিবেশের সহিত যে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা, তাহাকেই বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা বলে। ইহাই রুচিপ্রধানা বৈধী ভক্তির পরাজ-ভজন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহোৎসবের অনুশীলন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন; কেননা তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও তাঁহার ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান হয়। এজন্যই আমাদের পূর্ব্ব-গুরুবর্গ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসবরূপ ভজনানুশীলন আবিষ্কার করিয়াছেন। অতএব বিরহোৎসব 'হৈচৈ'-এর বিষয় নহে, তাহা ভজন-ব্যাপার। এই ভজনের মধ্যে 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'-ধন-লাভ হয় এবং এই উৎসবে নিম্নের ঐ দুইটী মূল নিধি আহরণ করা যায়। শ্রীশ্রীগুরুপাদুকায় গাহিয়াছেন,—

অনুকূল হ'বে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী-রাশি, প্রাণ-বুধবাসশশী,
প্রস্ফুটিত হ'বে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্য

মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীগৌরকরুণাশক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ তপ্ত জগজ্জীবকে অশেষপ্রকারে শ্রীগৌর-করুণামৃত-কাদম্বিনী-ধারায় স্নান করাইয়াছেন। সুযোগ্য সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার সেই সকল করুণা-মৃতের সদ্ব্যবহারে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপার কথা যাদৃশ অত্যন্ত বহিরঙ্গ বহির্মুখ জীব কিছুই ধারণা করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার কৃপাবৈশিষ্ট্য যাদৃশ নিতান্ত বহির্মুখ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্তকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি সমগ্র বহির্মুখ মানবজাতির চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে যে একটি অভূতপূর্ব্ব যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অদ্বিতীয় আচার্য্য-বীর্য্য যাদৃশ মাৎসর্য্যকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বের বহির্মুখ মানব-সঙ্ঘ, তথাকথিত যুগমানবের বিশ্বরূপ বা বিরাট্ মূর্ত্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে একদিকে, আর আচার্য্য-কেশরিরূপে তিনি আর একদিকে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বাণী-অস্ত্রের দ্বারা বিশ্বমানবের, যুগমানবের, মনোধর্ম্মী তথাকথিত মহামানবের বিশ্বরূপকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। এইরূপ আচার্য্য-কেশরিমূর্ত্তি, এইরূপ শ্রীগৌরকরুণাশক্তি এত সুব্যক্তভাবে আর প্রকাশিত হয় নাই। তিনি কোন বহির্মুখ বিশ্বমানবের তথাকথিত ভালকেও 'ভাল' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাদের মনীষা, তাহাদের গবেষণা, তাহাদের দক্ষতা যতই থাকুক না কেন, যখন তাহা শ্রীগৌরপাদপদ্মে উন্মুখ হয় নাই, তখন তাহা সকলই দোষদুষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে মুখর ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—

যদ্যস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিহীন ব্যক্তি অভা-বনিবন্ধন-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত বা ভোগপর গৃহাদিতে আসক্ত। সুতরাং শ্রীহরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসদ্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?

জাগতিক সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠাশালী বহির্মুখ ব্যক্তির পরতত্ত্ববিষয়ে অভিমতকেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নগণ্যতম বিচার করিতেন। ইহা দেখিয়া আবাল্যিকগণ সেই আচার্য্য-কেশরীকে অজ্ঞতাক্রমে 'নাস্তিক' বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু তিনি যে স্তরে আরূঢ়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অসামর্থ্য-হেতু যাঁহারা তাঁহার সমালোচনা বা তাঁহার অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই বিমুখতার দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন। বহির্মুখ মানব-জাতির তথাকথিত 'ভাল'ও—'মন্দ', আর 'গোরার আমার সব—ভাল'—ইহা শ্রীগৌরকরুণাশক্তি আচার্য্য-কেশরিরূপে একমাত্র সেই মহাপুরুষসিংহই প্রদর্শন করিতে পারিতেন; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত এই মন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি ছিলেন,—

'স্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব 'ভ্রম'॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

এই শ্রীগৌরকরুণা-শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ যে-মুহূর্ত্তে এই জগতে উদিত হইয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সমগ্র মানব-জাতির বিরুদ্ধে তিনি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শৈশব-লীলাস্থ পারিপার্শ্বিক সকলের বিচারের বিরুদ্ধে স্বীয় অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি কলিকাতার 'সিমুন্-উদ্যানে' সমপাঠী ও এমন-কি, তথাকথিত ধর্ম্মবক্তা, তথাকথিত ধর্ম্ম-সংস্কারক ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের উদীয়মান নায়ক ও তাঁহাদের মতবাদের বিরুদ্ধে

গভীর-রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই নিত্যসিদ্ধ সহজ বীরত্ব, তিনি যে শ্রীগৌরকৃপাশক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ-সিংহ, যিনি সমগ্র মানবজাতির বহির্মুখ-চিন্তা-স্রোতকে নিশ্চিহ্ন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আচার্য্য-লীলার অনুমোদনকালেই সূচিত হইয়াছিল। বহির্মুখ মানবজাতির বাষ্টি ও সমষ্টিগত চিন্তাকণ অধ্রুতেন্দ্রী পর্য্যন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রীগৌরশক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষের এই যে অধিতীয় অভিনব অভিযান, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল বটে কিন্তু মাত্র একজনের হৃদয়ে এই অতিমর্ত্য-শক্তির স্ফুলিঙ্গ সমধিক চিদ্-বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। এই অধিতীয় মহাপুরুষের সেই শক্তি-সঞ্চারে যিনি সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরকৃপাশক্তির ঋণীবীর্য্যাধার। বহির্মুখ মানবজাতির 'ভাল' ও 'মন্দে'র চিন্তাকণ্টক-কাননকে দলন করিয়া তন্মধ্য হইতে সুকোমল, ঈষদ্ চিন্তকুসুমসমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীগৌর-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বহির্মুখ মানবজাতির চিন্তাধারা ও বিচার-ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—"মানব-জাতির অক্ষজ-চিন্তাস্রোতের বিপরীত অধোক্ষজ-চিন্তাধারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এইজন্যই এই মহাপুরুষ-সিংহ আচার্য্যরূপে অক্ষজ-চিন্তাস্রোত বা আধ্যক্ষিকতার উপর নির্ম্মমভাবে লগুড়াঘাত করিয়াছেন। মানবজাতি যাহাকে 'ধর্ম্ম', 'সত্য', 'সাধুত্ব', 'ভক্তি', 'প্রেম', 'উপকার', 'পরার্থিতা' প্রভৃতি বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিক কি, মানব-জাতির মধ্যে যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু বলিয়া প্রখ্যাত, সেইরূপ মহর্ষি জৈমিনী, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণেরও অতি দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত চইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারাও ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই—এইরূপ নির্ভীক স্পষ্ট-সত্য একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বহির্মুখ মানবজাতি দৈহসম্বন্ধ বা দেহসম্বন্ধানুসারেই বর্ণাদির বিচার করিয়া থাকে, দেহকে আত্মা জানিয়া তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে আত্মীয় জ্ঞান করে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ঈশ হইতে বিমুখ হইলে ঈশ-মায়ার দ্বারা অস্মৃতি ও বিপর্য্যয়-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। "আমি দেহ এবং দেহসম্বন্ধীয় বস্তুই আমার"—এইরূপ জ্ঞানই বিপর্য্যয়-বুদ্ধি। অতএব, দেহ-গত যে বিচার, তাহা সকলই বিপরীত বা উল্টা বিচার। এই বিপরীতের বিপরীত বিচারই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র বহির্মুখ জীব শ্রীভগবানের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে; অতএব তাহাদের বিচার ও আচার সকলই অধিতীয় সত্য শ্রীভগবদ্বস্তুর বিপরীত। এই বিপরীত ভাব ও বিচার ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিগত হইয়াছে। বহির্মুখ-মানবসমষ্টি তাহাদের বিপরীত বিচারের তৌলদণ্ডে যাহা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করে, অধিতীয় বাস্তব সত্যের তৌলদণ্ডে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যের যাহা বিপরীত, সত্যের প্রতি যাহা বিমুখ, সত্যের দিকে যাহা পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করিয়া আছে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমসঙ্কুল বা অসত্য। সমগ্র মানব-জাতি, যাহারা শ্রীভগবানের দিকে বিমুখ হইয়া আছে, তাহারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে তাহাদের সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত বিচারকে অথবা তাহাদেরই বহির্মুখতার ন্যূনাধিক প্রশ্রয়-দানকারী ধর্ম্মগুরুগণের মতবাদকে 'সত্য' বলিয়া চীৎকার করিলেও তাহা 'সত্য' বলিয়া গৃহীত হইবে না—উহা অসত্য; কারণ অধিতীয় সত্যের যাহা বিপরীত, তাহা অসত্য ব্যতীত আর কি?

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীলজীব গোস্বামি-প্রভুর এই বিচারের নিত্যসিদ্ধ প্রচারকরূপ আচার্য্য-কেশরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বহির্মুখ মানবজাতির ঔন্মুখ্যতার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা—বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণের চেষ্টা। শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাপালনরূপ ও তাঁহার প্রীণনরূপ অর্পণ-চেষ্টার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ (প্রীণনাভাস) হয়; মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর নিত্য নিয়ামকত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার তোষণকল্পে বর্ণাশ্রমে অবস্থিতি। ইহাই বহির্মুখ মানবের উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া অবস্থানরূপ বর্ণাশ্রম-বিরোধী বিচারের এবং কেবলমাত্র লৌকপদ্ধতিতে দৈহিক সুবিধাবাদ-সৌকর্য্যার্থ মোহযুক্ত আসুর বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত 'দৈব-বর্ণাশ্রম'। বহির্মুখ মানবজাতি হয়—বর্ণাশ্রম-বিরোধী, না হয়—অদৈব-বর্ণাশ্রমী, অর্থাৎ তাহারা শ্রীবিষ্ণুর দিকে মুখ ফিরাইবার প্রাথমিক-

চেষ্টাটীর প্রতি পর্য্যন্ত উদাসীন। তাহারা দেহ ও মনের সুবিধাবাদ হইতে যে সমাজ, গোত্র বা সমষ্টির অনুগত হইয়াছে, উহারই আনুগত্যকারী। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির এই চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রকেই শস্ত্র করিয়া একটি প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটী বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের ভিত্তির মূল-স্তম্ভ এবং যাহার উপর অপদ্গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বহির্ম্মুখ মানবজাতির চিন্তাস্রোতকে ব্যাহত করিয়া টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

(শ্রীভাঃ ৭।১১।৩৫)

টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

শমাদিগুণসমূহের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, কেবল জাতিমাত্রের দ্বারা মুখ্য নহে। সেই শমাদি যদি বর্ণান্তরেও দেখা যায়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণ-ব্যঞ্জক বর্ণের দ্বারাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে, জাতির দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে না।

এই শ্লোকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের লক্ষণ যে শম-দমাদি, তাহা উক্ত হইয়াছে,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥

(শ্রীভাঃ ৭।১১।২১)

অর্থাৎ শম বা মনের সংযম, দম বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা অর্থাৎ দেহসৌখ্য ও দেহারামতার প্রতি ঔদাসীন্য ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, শৌচ অর্থাৎ অন্তঃশৌচরূপ তত্ত্ববস্তুচিন্তা ও বহিঃশৌচরূপ শ্রীগঙ্গা-যমুনাদি তীর্থে স্নানাদি, সন্তোষ অর্থাৎ জাগতিক অভাবাদিতে অভিভূত না হইয়া শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম-স্মরণ ও শরণাগতি, ক্ষান্তি অর্থাৎ রাগ-দ্বেষের অভাব, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা বা অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার, জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক বা সদ্বস্তুজ্ঞান, দয়া অর্থাৎ অপরের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টা, অচ্যুতাত্মত্ব অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপরত্ব বা শ্রীবিষ্ণু-মনস্কত্ব, সত্য অর্থাৎ যথার্থভাষণ—এই-সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এই-সকল লক্ষণের মধ্যে অচ্যুতাত্মত্বই স্বরূপলক্ষণ, অন্যান্য লক্ষণ শ্রীবিষ্ণুপরত্বের অধীন হইয়া অবস্থিত। অচ্যুতাত্মত্ব ব্যতীত অন্য গুণগুলির কোন মূল্য নাই এবং ঐ-গুলির অবস্থিতিও সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই অচ্যুতাত্মত্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণের ভিত্তির উপরই বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য্যাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা তিনি একাধারে তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্য ও শিষ্য-সম্প্রদায়কে অধোক্ষজ-সেবাপর হইবার জন্য দীনতার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। এই কার্য্যের প্রেরণা তিনি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-প্রেরিত প্রচারকবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ যখন সমগ্র বিশ্বে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রৌতবাণীর প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেই-সময় শ্রীঅধোক্ষজ-বিমুখ মানবজাতি শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি ও তদ্বর্গত জাতি-বুদ্ধি করিতে উদ্যত হইল। উহাদের দুই উদ্দেশ্য এই যে, যে গুরুবর্গের কথা এই শক্তিশালী প্রচারকগণ প্রচার করিতেছেন, যদি সেই-সকল মূলপুরুষেই মর্ত্ত্যবুদ্ধি আরোপ করা যায়, তাহা হইলে প্রচারকবর-গণের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে! প্রচারকগণ যখন শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের শ্রীনামহট্টের কথা প্রচার করিতেছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন, তখন বহির্ম্মুখ কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বলিয়া উঠিল,—"তোমরা যাঁহাদের কথা প্রচার করিতেছ, তাঁহারা কেহ জাতিভ্রষ্ট, কেহ-বা অব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দের জাতি-পাঁতির ঠিক্ নাই, রূপ-সনাতনের আত্মপরিচয়ে তাঁহাদিগকে 'ম্লেচ্ছসখী' ও 'নীচজাতি' বলিয়া জানা যায়, অপরেরা ত' অব্রাহ্মণ!!" শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু এই আধ্যক্ষিক মতবাদের নিরাসকল্পে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার উপসংহারে নিজ-পূর্ব্বপুরুষের বংশ-পরিচয় প্রদান করিলেন। অপরদিকে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল-বৃন্দাবনও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা এবং কলির অদ্বৈত বর্ণাশ্রমের নিরর্থকতা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই-সকল কথা মূর্খ ও মায়ামুগ্ধ

মানবজাতি স্মৃতিপটে রাখিতে পারে নাই, অথবা কেহ শুনিয়াও শুনে নাই, কেহ-কেহ বা তাহা বুঝিতে না পারিয়া অধিকতর বিরোধীই হইয়া গেল! অধিকাংশ ব্যক্তি সেই-সকল কথায় অজ্ঞই ছিল। এজন্য শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈজ্ঞানিক-যুক্তি ও অখণ্ডপ্রমাণের দ্বারা পরমহংস বৈষ্ণবকুল ও তাঁহাদের দাসবর্গের স্বরূপ অজ্ঞজনসমক্ষে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিগণের আধ্যক্ষিক অপবাদ নিজের গ্রন্থের মধ্যে নিরাস করিয়া শ্রীভাগবতীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের সেই গ্রন্থলিখিত শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-কেশরিরূপে উদিত হইয়া সমধিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত তাঁহার বীর্য্যবতী বাণীর মধ্যে লোকের দ্বারে দ্বারে, সভা-সমিতিতে প্রচার আরম্ভ করিলেন। যাহা বহুতের গ্রন্থে-লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা মন্থনোদ্ধৃত হওয়ায় বহির্মুখ মানবজাতির চিত্তস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিল। বিশ্বমানবের নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে একটা জাগরণের ভাব আসিয়া পৌঁছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সিংহ-হুঙ্কারে প্রচার করিলেন,—তাঁহার শ্রীগুরুবর্গ শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ-রঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবলরাম, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌর-কিশোর — পরমহংসকুল-শিরোমণি; তাঁহারা অচ্যুতাশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবদাবির্ভাবের অন্তর্গতরূপে পরব্রহ্মাবির্ভাব ও ব্রহ্মাবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন, যেরূপ 'কৈমুতিক-ন্যায়ে' কোটির অন্তর্গত সহস্র বা শত, সেইরূপ মহাভাগবতত্বের অন্তর্গত-রূপেই যোগিত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের অবস্থান। ব্রাহ্মণত্ব মহা-ভাগবতত্বের হাত করিলেই উহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতে পারে। যে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীভগবজ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহা নির্ব্বিশেষজ্ঞান বা মায়াবাদ। সেইরূপ যে ব্রাহ্মণতা মহাভাগবতত্বের আনুগত্য স্বীকার করে না, তাহা নাস্তিকতা-বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্লোক এবং শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভুর সিদ্ধান্ত ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'-গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী সংসারযাত্রা-বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যতপ্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনাপূর্ব্বক ও কিয়ৎ-পরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অল্পদেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার নিন্দা করেন। স্বদেশ-বিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানু-সন্ধানের অভাব ও বিদেশীয়-ব্যবহার-অনুকরণ-প্রিয়তাও প্রধান কারণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা বিপরীত-রূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা দোষ-শূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণের অপাত্র সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে, শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শাস্ত্র-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। প্রাচীন-রীতি এই ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, কু-স্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন। বর্ণ-নিরূপণকালে বিচার্য্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি-না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চা-ভিলাষজনিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কখন অজ্ঞতাবশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার-সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে অন্ধপরম্পরা নামমাত্র সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্যবংশ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে বর্ণশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য-বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই

লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ বর্ণটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক; কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-বর্ণ ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে বিপদাশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব হে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা-সকলকে নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায়-পরামর্শক্রমে স্বদেশের সম্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহাত্মচরণগণের কীর্ত্তি-সন্ততিস্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীনজাতি-নিচয়ের নিকট পাশ্চাত্যিক-ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য। ঈশ্বর-ভাব-মিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বিচার 'দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্বরূপ-লক্ষণ যে অচ্যুতাত্মতা এবং সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে বৃত্তগত, জাতিমাত্র-গত নহে', তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তাগমনে প্রচার করিতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত শ্রীগুরুদেবের এই সিদ্ধান্ত-বাণী লইয়াই দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা গুরুদাস বৈষ্ণবদাসের আনুষঙ্গিক পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্বের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রচারের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে উচ্চাসন প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে লৌকিক ব্রাহ্মণাভিমানিগণের প্রতি-যোগী করিয়া তোলা অথবা সাম্প্রতিকতা শিক্ষা দেওয়া। তথাপি সুনীতিতা, যাহা শ্রীহরি-কীর্ত্তনকারীর অপরিহার্য্য গুণ, সেইরূপ অচ্যুতাত্মতামূলক বৈষ্ণ অর্থাৎ পরমহংসের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের দাসানুদাসাভিমান-সঞ্চারের জন্যই—ভজনেচ্ছু-গণকে শ্রীগুরুদেবতাত্মা করিবার জন্যই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্য-বিগ্রহের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহা কেবল বাক্যে পর্য্যবসিত না রাখিয়া তাহার বাস্তবরূপ প্রদান করিয়া-ছিলেন। শম-দমাদি বা অচ্যুতাত্মতা না থাকিয়া যদি কেবল-মাত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের চিহ্নধারণ-রূপ একটি গতানুগতিক প্রথার সৃষ্টি হয়, তবে যে ঘোর্ দোষ নিরাকরণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত প্রবল-ভাবে প্রচারের পুনরাবৃত্তি করা হইল, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে এবং সেই দোষই অর্থাৎ জাতিমাত্রের দ্বারা নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে কোন অনুষ্ঠানমাত্রের দ্বারা নির্দ্দেশের প্রথারূপ আর একটি নূতনা-কার দূষিত মতবাদের প্রচলন হইবে। এইরূপ কোন দূষিত প্রচেষ্টার প্রথা অঙ্কুরাকারে যাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করিতে না পারে, সেইজন্যই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুর শম-দমাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্যবহারই মুখ্য বিচার—ও অচ্যুতাত্মতাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার স্বরূপলক্ষণ—ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাপন ও তদনু-সারে লক্ষের মধ্যে ব্যবহার প্রকাশ করিতেছেন।

অচ্যুতাত্মতা ও শম-দমাদির কথা বর্জ্জন করিয়া "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তম্" শ্লোকের অপব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, তাহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হইবে—ইহা আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন,—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত সিদ্ধান্তকে এইরূপ বাস্তবরূপে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হন নাই, ইহা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা অনুরিত ও শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বিশেষভাবে পল্লবিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্ত অঙ্কুরকে ফল-ফুলে সুশোভিত বাস্তব মহীরুহরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনেকেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার চিহ্নধারণের পক্ষপাতী নহেন; এমন কি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ, যাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় সিদ্ধ মহাত্মা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে পূজা করেন, শুনা যায়, তিনিও ঐরূপ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার চিহ্নধারণের পক্ষপাতী নহেন।

তিনি স্বয়ং অবতরূপে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেও তাঁহার কোন সেবককে পারমার্থিক-ভ্রাতৃভাবে চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া বৈকুণ্ঠতার অধিকতর গৌরব প্রদান করেন নাই; বরং তাঁহার মুখে ঐরূপ চিহ্নধারণের নিন্দা তাঁহার বিভিন্ন বাক্যাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজ নিত্যসিদ্ধ বিধিজ্ঞানকী, আর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-দ্বিতীয় নিত্যসিদ্ধ গৌরাঙ্গকী ও নিত্যসিদ্ধ প্রচারক-বর্গ। শ্রীশ্রীল বংশীদাস-প্রভু সেরূপ আদিষ্ট প্রচারক নহেন। শ্রীমায়াপুরের প্রচারকবরূপে সেই শ্রীগৌরজনবর্গ (ঠাকুর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর) হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে যাহারা অপরাধ করিতেছিল, সেই অপরাধের স্রোত যাহাতে নিত্যসিদ্ধিৎসুগণে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকুলের যে গুরুত্বান করিয়াছেন, তাহা এইমাত্র সেই নিত্যসিদ্ধ প্রচারকবর-বর্গেরই কৃপাবৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরপ্রেরিত প্রচারকবর্গের শুদ্ধের আঘাতের যে সার্থকতা, তাহাতে আমরা অবিচার করিব না। শ্রীগৌরভক্তির প্রচারকল্পে শ্রীশ্রীশচীর আচার্য-প্রভুর যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্র-প্রদান, তাহা শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের দাসানুদাসপণই উপলব্ধি করিবেন, বিধিজ্ঞানন্দিগণের সে-বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষিত হইতে পারে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের চিত্তস্রোত হইতে প্রচারকরূপে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যে আঘাত পাইয়াছেন, আমাদের হৃদয়ে যদি সেই আঘাত না লাগে, তবে আমাদের ভজন-সাধনের অভিনয় কেবল ভণ্ডামি হইবে। তবে ইহাও নহে, যে আমরা উক্ত শ্রীগৌরপ্রেরিত প্রচারক-বর্গের বিচারকে অন্ধ করিয়া আপতিক অনুচরকামী হইয়া পড়িব বা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিব। তাঁহাদের বিচার ও ব্যবহার আমাদিগকে তাঁহাদের প্রদত্ত-দাস্যে অধিকতরভাবে নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে অধিকতর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্রীহরিকীর্তন-কারী করিয়া তুলিবে। শ্রীগৌরাদিষ্ট শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর এই কৃপাবৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ে অতিমর্ত্য বাস্তবসত্যের প্রাবল্য আনয়ন করিবে, প্রতি-মুহূর্তে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অসমোর্দ্ধত্বের অনুভব করাইবে এবং তৎসঙ্গে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে 'সেই ও ইহঁ' জানিয়া অনুক্ষণ তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল করাইয়া দিবে। আমরা শ্রীগুরুবর্গের কৃপারই কাঙ্গাল, আমরা বহির্মুখ-কোটির প্রতিযোগী বা অনুচরকামী নহি। কাঙ্গালের দাম্ভিকতা থাকিতে পারে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই কৃপাবৈশিষ্ট্য আমাদিগকে শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের শিক্ষাকেই জীবন-সর্ব্বস্বরূপে বরণ করাইবে।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে কৃষ্ণরসদে
স্বয়ং শ্রীমদ্ভির্জগদতি-সুহৃদ্ভির্ভগবতা-
মহো যস্তর্ভিন্নচটুভিরভিযাচে কৃপণঃ॥

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
কৃপাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ-মানে শূন্যহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত' পাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ-জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

এই প্রীতির স্বভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় আবিষ্ট রাখুক। এইরূপ আবেশের সহিত যে অনুসন্ধান বা স্মৃতি তাহাই যথার্থ শ্রীগুরুসেবা। যাঁহার এই আবেশটী সহজ স্বধর্মরূপে উদিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপাবৈশিষ্ট্য-সঞ্চারিত হইয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের বিচরণ-লীলা

অবধূতবর পরমহংসকুল-মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজ ঈশবিমুখ, মায়া-নিগড়বদ্ধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুক অসীমকরুণা-বিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন তীর্থ, নগরী ও জনপদ-সমূহে পরিভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পদরজঃ প্রাপ্ত হইয়া জগৎ পবিত্রীকৃত এবং বৈকুণ্ঠবাসিগণ তাঁহাকে সুদুর্লভ দর্শন ও সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপামর জগজ্জীব ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীকাশীধামে শুভবিজয় করিয়া তথায় স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। 'গৌড়ীয়'পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ গত ৩০শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকাশীধামে অবস্থান করেন। অতঃপর, ঐ দিনই রাত্রি ১১টায় তথা হইতে নৌকাযোগে ৩১া নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার বেলা ৪টায় পাটনায় উপনীত হন। পাটনা হইতে ১৭ই নভেম্বর, ২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৬৯ ঘটিকায় সময় পুনরায় নৌকা-রোহণে মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৩ দিন পরে ১৮ই নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুঙ্গেরের গাজ-ঘাটে উপনীত হন। তথা হইতে ২২শে নভেম্বর, ৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার বেলা ২ঘটায় পুনরায় নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া পরদিন অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর, ৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় ভাগলপুর মাদারগঞ্জ-ঘাটে শুভবিজয় করেন। সম্প্রতি তিনি ভাগলপুরেই আছেন।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহাপুরুষবর বিভিন্ন স্থানে কৃপাপূর্ব্বক যে-সকল বাণী কীর্ত্তন ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ একান্ত শ্রদ্ধালু পাঠকগণের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

কাশীতে—২৮শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, বুধবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ গান করিলেন,—"ওরে, বৃন্দাবনে ছিলে ননীচোরা। তোরে ডাকতো মাখন-ননীচোরা। ননীচোরা, মাখনচোরা, বসনচোরা, মনচোরা। বৃন্দাবনে ছিলে ননী-চোরা।" সেবকগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, চন্দ্র-শেখরের বাড়ী দেখিয়াছিস্। সেখানে মহাপ্রভু ছিলেন; এখন কেহই বলিতে পারে না। এ'টা পাথরের কাশী, এখানে বিশ্বনাথ নাই।"

২৮শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, বৈকাল। এইটা (শ্রীকৃষ্ণ) ডাকাইত, আর ঐটা (শ্রীগৌরসুন্দর) ঠগের গোড়া; ধরা দেয় না। গয়া হইতে আসিয়াছিল কাশী, এখন কাশীতে আসিয়াছি, আবার জিয়াছে গয়ায়। এইটার বাড়ী-ঘর নাই, বৈরাগী হইয়াছে, দেশান্তরী হইয়াছে, ফকির সাজিয়াছে, ছেড়া নেকড়া পরে, আর কৌপীন পরিয়াছে।"

বৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ষাঁড়ের মধ্যে শূকর চড়ায় যে-সকল ডোম-তাহারা বহুযত্নে শূকরকে একটা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, পাল ছাড়া শূকর অন্যত্র যাইতে পারে না। কোনক্রমে দু'একটা শূকর পাল হইতে বাহির হইয়া যায়। সংসারের মানুষগুলিও এই রকম। কৃষ্ণের ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না, আর বাহির হইলেও কাশীতে আসিয়া বাস করে। কাশীতে বিশ্বনাথ নাই। এইটা পাথরের কাশী। সোনার (চিন্ময়) কাশীতে বিশ্বনাথ থাকেন। এখন শ্মশানে-মশানে বেড়াইতেছেন। এখানে ঘাটে ওরগৌরী বসাইয়াছে, সম্মুখে থালা রাখিয়াছে! বহু পয়সা পড়িতেছে! নবদ্বীপেও ঐ রকম দেখিয়াছি।"

৩০শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার। কাশী হইতে পাটনায় শুভবিজয়ের দিন বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—

"যে ঘরে তোমার আশ। তা'র কর সর্ব্বনাশ।' কাহাকেও টাকা দেয়, কাহারও টাকা নেয়। 'তোমা স্থানে অপরাধের নাহি পরিত্রাণ।' ঠেকাবে কি ক'রে? পরিত্রাণ করবে কে? কা'কেই বা বলি, কেই বা শুনে? 'বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না হইল।" অতঃপর তাঁবু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুটাইয়া নৌকায় উঠাইলে পর বলিতে লাগিলেন,—

"ত্যাগ আর ভোগ, ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য। গন্ধ পাই না; আমি কোনও গন্ধই পাই না। ফুলে গন্ধ নাই, ফলেও গন্ধ নাই। 'একস্মিন্নপি ন হি'। বহু ভাগ্যের

কি করে? কোথাও কোন গন্ধযুক্ত ফুল ফোটে।" এই-ভাবে বহু কথা বলিতে লাগিলেন। নৌকা ছাড়িতে রাত্রি ১১টা হইল। তিনি সারাদিন উপবাসী রহিলেন; কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

নৌকাপথে— ২১শে অক্টোবর, ১৪ই কার্ত্তিক, রবিবার। জাফি হইতে ২০ মাইল দূরে 'সৈয়দপুর' গ্রামে বেলা প্রায় ২টার সময় গঙ্গার তীরে এক বটবৃক্ষের তলে তাঁবু করা হইল।

১লা নভেম্বর, ১৫ই কার্ত্তিক, সোমবার নৌকা সারারাত্র স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল।

২রা নভেম্বর, ১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার ভোর বেলায় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"ভাবে হরা, নামে কচি, বৈষ্ণব-সেবন। ইহা বই ধর্ম্ম আর নাহি সনাতন॥' (শ্রীবিগ্রহের প্রতি) কাশীর গঙ্গা দেখিয়াছ, এখন পাটনার গঙ্গা দেখিবে।" গাজিপুর জেলার 'ঘোষপুর' গ্রামে নৌকা বাঁধিয়া ঠাকুরের ভোগ রান্না করা হইল। বেলা ৮টার সময় পুনরায় ঘাট হইতে নৌকা ছাড়া হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীরবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে একটী বোঁটাছাড়া লাউ আনিয়া দিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তন করিতে যাইয়া ঠাকুরকে বলিতে থাকেন,—"দুঃখে-সুখে নৌকায় বাস। কখনও ঘৃত-মধু, কখনও উপবাস॥" "আনিয়া শ্রমের শাক, অ-লবণে রান্ধি' পাক, মুখে দিবে দুই তিন গ্রাস।" সেদিন কেবল অন্ন ও সিদ্ধ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন।

৪ঠা নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার প্রাতে 'ডাপরার' সীমারঘাটে নৌকা বাঁধা হইয়াছিল। ৮টায় নৌকা ছাড়িল। অপরাহ্ণ ৪টার সময় পাটনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া সেখানে তাঁবু ফেলা হইল। তিনি পাটনায় ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

পাটনায়—৫ই নভেম্বর, ১৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। দিবসের তাঁবুর মধ্যে বলিতে থাকেন,—"জেলখানায় আটক হইয়াছে। পূর্ব্বে কত খাইত, এখন তিন ছটাক চাউলের অন্ন। কাশীতে যে-রকম গন্ধ পাইয়াছি, পাটনাতেও সেই-রকম গন্ধ।"

৬ই নভেম্বর, ২০শে কার্ত্তিক, শনিবার। সকাল বেলা তাঁবুর দরজা খোলা হইলে জনৈক সেবক বলিলেন, 'জিনিষ-পত্র চাকিয়া না রাখায় ইন্দুরে খাইয়াছে।' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"এখন চুরি করিয়া খায়, আদর করিয়া দিলে খায় না।" পাটনাবাসী জনৈক ধামাধুলীয় সাধুকে 'হরিহর-ছত্র'-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। সেই দিন 'হরিহরছত্রে' যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের দিন আর যাইতে চাহিলেন না।

৭ই নভেম্বর, ২১শে কার্ত্তিক, রবিবার। তাঁবুর দরজা খুলিতেই বলিতে লাগিলেন,—"জাল না খাইবে, আর জাল না পরিবে।' পান খাইবে না, তামাক খাইবে না। 'তাজিয়া পরমপথ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ভক্তের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥" গঙ্গাস্নানার্থী জনৈক বৃদ্ধ-সাধুকে দেখিয়া খুব আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥ শ্রীহনুমান্ বলিতেছেন,—'শ্রীনাথ ও জানকী-নাথ একই বস্তু, তথাপি আমার সর্ব্বস্ব কিন্তু কমললোচন শ্রীরাম।' কলির রাজা খুব প্রতাপশালী। কলির আগমনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারদকে বলিলেন,—'এখন আমার যাইবার সময় হইয়াছে। শ্রীনারদ বলিলেন,—'জগতের জীবের তবে গতি কি হইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে আমাকে পাইবে।' শ্রীনারদ বলিলেন,—'যাহারা দরিদ্র, তাহারা কি করিয়া ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'ফুল, জল-তুলসী-দ্বারা আমার পূজা করিলেও পাইবে।' শ্রীনারদ বলিলেন,—'যাহারা জন্ম হইতে পঙ্গু, তাহাদের কি হইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'দিনান্তে একবার একান্তভাবে আমার নাম লইলেই আমাকে পাইবে।"

পাটনাবাসী জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন,—"আমাকে উপদেশ দি'ন।" শ্রীল বাবাজী-মহারাজ বলিলেন,—"আমি কি উপদেশ দিব?" অতঃপর বলিতে থাকেন,—"মায়ের ছেলের পেটের দিকে লক্ষ্য অর্থাৎ ছেলের ক্ষুধা পাইয়াছে কি-না, সেজন্য পেট দেখে। স্ত্রীর স্বামীর কোমরের দিকে লক্ষ্য অর্থাৎ স্বামী টাকা-পয়সা আনিয়াছে কি-না, দেখে। বিষয়ীর নিকট হইতে কৃষ্ণ বহু দূরে থাকেন।" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"কি করিয়া বিষয় ত্যাগ করা যায়?" শ্রীল

বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"সাধুরা নবদ্বীপ-নদীর তীরে থাকে, আর 'সীতারাম' বলে। এখানে আনন্দ; নিরানন্দ থাকে না। দুর্য্যোধন রাজার পক্ষে যাহারা আছে, তাহাদের নিরানন্দ। সুখ হইয়াছে, যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের। এই সুখ ও দুঃখ—দুই ভাই। ভোগ, আর ত্যাগ। কেহ ভোগ করে, কেহ ত্যাগ করে।"

১৪ই নভেম্বর, ২৮শে কার্ত্তিক, রবিবার। তাঁবু বন্ধ হইলে তিনি খুব উচ্চৈঃস্বরে 'হরি বোল, হরি বোল, গৌর-নিতাই বোল' বলিতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন,—সইয়া নবদ্বীপে বলে, মায়াপুরেও বলে। মায়াপুরের মন্দিরের চারিদিকে ঘর আছে। নিমগাছের তলে সেবা আছে। আমি একবার ছেঁড়া কাঁথা ও কম্বল লইয়া মায়াপুরে গিয়াছিলাম। শচীনন্দন গোসাঞী আসিয়া আমার কম্বলটী লইয়া গেল। আমি বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে কম্বলটী ফিরাইয়া দিয়া শচীনন্দন গোসাঞী চলিয়া গেলেন। আমিও চলিয়া আসিলাম।"

১৫ই নভেম্বর, ২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার পাটনা হইতে 'মকের'-যাত্রার দিন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সকালে বাল্য-ভোগ দিয়া তাঁবুর দরজা বন্ধ করিলেন। অতঃপর খুব তাড়াতাড়ি রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া ৩টার সময় সংবাদ পাইলেন। তাঁবুর দরজা খুলিলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া 'নামক-তত্ত্ব' নাম, 'নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ আনন্দের সহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে সমস্ত জিনিষপত্র নৌকায় উঠাইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় পাটনা হইতে নৌকা ছাড়িল।

মুঙ্গেরের পথে—১৬ই নভেম্বর, ৩০শে কার্ত্তিক, মঙ্গল-বার, সন্ধ্যার সময় 'রসপ' গ্রামে নৌকার নোঙ্গর পোঁতা হইল।

১৭ই নভেম্বর, ১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীগঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে-দিন সন্ধ্যার সময় মুঙ্গের-ঘাটে নৌকা গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

১৯শে নভেম্বর, ৩রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার প্রাতে নদীর ধার দিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। সহর হইতে বহুদূরে 'চণ্ডীঘাটে' গিয়া সেখানে তাঁবু খাটাইতে বলিলেন। তাঁবুর মধ্যে বসিয়া শ্রীল বাবাজী-মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—

"শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলা'বে সব, নিঃস্বরবে যথা করিগণ।" শ্রীগোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ছানা-মাখন কোথায় পাইবে?" যদি পাওয়া গেল না বলিয়া তিনি আর বালভোগ দিলেন না। সেবককে শাক আনিতে বলিলেন, শাক আনীত হইলে পূজা আরম্ভ করিলেন অতঃপর তিনি বলিতেছিলেন,—"শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বাড়ীতে ছয়টী তস্কর (ছয় বিগ্রহ—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধা-রমণ)। মায়াপুরে একটী তস্কর (শ্রীবিষ্ণুতস্কর)।

২০শে নভেম্বর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, শনিবার, প্রাতে তাঁবু খোলা হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"মায়া এই সমস্ত লোককে পাইয়া বসিয়াছে। পাখীগুলিও বাম-বাম, তাহাদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ আছে। এমনই মায়া।"

২১শে নভেম্বর, ৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেলা ২টায় সময় তাঁবু খুলিতে বলেন। তাঁবু খোলা হইলে বলিতে থাকেন,—"তব মোর প্রাণ-সুখা শুনহে অর্জ্জুন। শুকমুখে করি মুক্তি কিতীয় ভোজন॥' কে খায় এবং কে দেয়? পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে যাইতেছ, দেখা যাউক, কি হয়। ছয় গোস্বামী, ছয় রিপু, ছয় তস্কর। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বাড়ীতে ছয়টী তস্কর, আর মায়াপুরে একটী তস্কর।" মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সম্মানের পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ গান করিতে থাকেন,—"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।.....", "এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি।.....", "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।.....", ইত্যাদি।

২২শে নভেম্বর, ৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, প্রত্যূষে শ্রীল বাবাজী-মহারাজ আনন্দের সহিত অনেক প্রকার গান গাহিতে লাগিলেন এবং ভাগলপুরে যাইবার জন্য নৌকা আনিতে বলিলেন। নৌকা আসিলে বেলা প্রায় ২টার সময় ভাগলপুর যাত্রা করিলেন। পরের দিন সোমবার বেলা প্রায় ১২টার সময় নৌকা ভাগলপুরে পৌঁছিল।

সঙ্ঘ-সন্দেশ

শ্রীশ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠ

শ্রীবিশ্রামঘট্টস্থ শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের সেবা ও সঙ্কীর্ত্তনোৎসবের স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভীষ্টানুসারে ও আনুগত্যে শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমথুরাঘট্টস্থ একটি প্রশস্ত আলয়ে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীগৌরকিশোর সহিত শ্রীতুলসীদেবী, তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী, তৎপরে শ্রীগৌরকিশোর, তৎপরে শ্রীরাধারাণী ও শ্রীগোবিন্দদেব নবগৃহ-প্রবেশ করেন। শ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরাজিতী'-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় শ্রীমঠালয়টী মুখরিত হইয়াছে। শ্রীমথুরা বিশ্রাম-ঘাটের শ্রীগৌড়ীয়-মঠালয়েও সেবকগণ অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন-ভজন করিতেছেন। এই দুইটী স্থানই শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থিত।

নারায়ণগঞ্জে কীর্ত্তন

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ নারায়ণগঞ্জবাসী শ্রদ্ধালু জনগণের আগ্রহাতিশয্যে ওসাদের আহ্বানে কতিপয় মঠবাসী সেবকসহ তথায় শুভাগমন করিয়া কয়েকদিবস 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব

গত ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর, অমিয়ার গৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে কলিকাতা, বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামগত প্রোষ্ঠার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীধাম-ব্রজলাভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপ্রয়াগ-প্রবাসী বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীক্ষেত্রপালদাস-প্রভু শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বাত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-ধামাশ্রয়ের বাসনায় শ্রীঊর্জ্জব্রতের প্রারম্ভে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শ্রীঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীমদ্গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক নিয়মিতভাবে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যা শ্রবণ ও অন্যান্য দীনতার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বৈষ্ণবগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তিনি কর্ম্মজীবনে গৌরবের সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধপাষণ্ডী ব্যক্তিগণ যখন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করে, তখন সত্যনিষ্ঠ শ্রীমৎ ক্ষেত্রপাল-দাস প্রভু শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণা স্মরণে উপলব্ধি করিয়া শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীআচার্য্যানুগ সেবকগণকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নবম, সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক, বুদ্ধিমান্ ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধালু ছিলেন।

শ্রীঊর্জ্জব্রতের পর তিনি শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজের 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ ওলন্দনগরে নারায়ণগঞ্জে গমন করেন। তথা হইতে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধবগোস্বামী মহারাজের নিকটে প্রেরণার্থে সেবোপকরণ লইয়া কলিকাতায় গমন করেন এবং কলিকাতা হইতে সত্বর অন্যান্য আত্মীয় সহিত আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে উপনীত হন। তথায় শ্রীক্ষেত্র-পালদেবের শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-প্রসূত শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি তথায় দিবস-পঞ্চক শ্রীধাম-সেবা করিয়াই অকস্মাৎ শ্রীধামলাভ করেন। অপ্রকটের পূর্ব্বদিবস-পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ শরীরে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা করিয়াছেন। গত ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর, রবিবার দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের সময় আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি শ্রীগৌরধাম লাভ করেন। তিনি পূর্ব্বভাবে আত্ম-নিবেদন করিবার জন্যই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থী হইয়া আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই তাঁহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ ধন্য-সৌভাগ্যের আদর্শ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই তাঁহার অভীষ্ট-লাভের কার্য্যটী অতি দ্রুতগতিতে সম্পাদন করিতে-ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত সর্ব্বস্বের আশীর্ব্বাদ-পত্রটী তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজের নিকট রাখিতেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ বলিয়া পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করিতেন। সেই পত্রটীতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ ক্ষেত্রপাল-দাস-প্রভুর প্রতি শ্রীধামবাসের উপদেশ ছিল। শ্রীপাদ ক্ষেত্রপাল-দাস প্রভুর এই আদর্শ প্রত্যেক সুদৃঢ় বৈষ্ণবাভিমানি-গণের অনুসরণীয়। তিনি শ্রীগৌরসরস্বতীপ্রভুর শ্রীরূপ-শিক্ষাগুরু শ্রীপ্রয়াগধামে বাস করিলেও এবং তথায় শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠেই সেবায় নিযুক্ত থাকিলেও পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের মোহ কাটাইয়া শ্রীশ্রীগৌরধাম-ভূমির সেবা করিবার জন্য, তথায় সর্ব্বাত্ম-নিবেদন করিবার প্রবল-বাসনা লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কামনা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেব পূর্ণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৫০ ; ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৪ | ২১শ-২৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর করুণা-বৈশিষ্ট্য

আমাদের নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুবর্গ, যথা—শ্রীরায়রামানন্দ-রায়, তাঁহার মিত্র শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথাদি-গোস্বামিবৃন্দ সাধ্যভক্তি বা রাগানুগা সাধন-ভক্তির কথাই অধিকাংশস্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের যে-সকল গ্রন্থরাজি জগতে প্রকটিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামরায়ের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকগীতি', শ্রীসনাতন-প্রভুর 'শ্রীলীলাস্তব', 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' প্রভৃতি ; শ্রীরূপ-প্রভুর 'শ্রীহংসদূত', 'শ্রীবিদগ্ধমাধব', 'শ্রীললিত-মাধব', 'শ্রীউদ্ধব-সন্দেশ', 'শ্রীস্তবমালা' প্রভৃতি ; শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীমুক্তাচরিত', 'স্তবাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে ; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে', শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর দুই একটী সঙ্গীতে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন গীতে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'প্রেমসম্পুট' বা 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে সাধ্যভক্তির কথাই বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও শ্রীল সনাতন-গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থে সাধন-ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও যাঁহারা সাধন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই সাধন-রাজ্যে প্রগতির বিভিন্ন স্তর উন্মেষ করিয়াই ঘটিত হইয়াছে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-গ্রন্থ চয়ন এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকা রচনা করিয়া বৈধী ভক্তি-যাজিগণের প্রতিও করুণা করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু'তে সাধন ও সাধ্যভক্তির ছিদ্-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সমূহ প্রকটিত আছে ; কিন্তু শ্রীরূপের অনুগবর শ্রীশ্রীজীব-প্রভু, যাঁহারা সাধন আরম্ভ করেন নাই, যাঁহারা পরতত্ত্বের দিকে বিমুখ হইয়া আছেন, সেইরূপ জীবগণের প্রতিও অহৈতুকী ও অনর্পিতচরী করুণা-বিতরণের জন্য

এবং অধিকার-ভেদে জীব-জগতের বহির্মুখতা-ব্যাধির নিদান-চিকিৎসার প্রয়োজ্য অবার্থ মহৌষধসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন। এজন্য শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ের শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু সত্য সত্যই সমগ্র জীব-জগতের গুরু, নিয়ামক, ধাতা ও ভক্তরূপে একাধারে জীবের বিমুখতা-ব্যাধি-চিকিৎসা-বিধানে শ্রীমদ্ভাগবতী এবং শ্রীভিন্না সাধ্যভক্তির কথা-কীর্ত্তনেও মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুগ শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র স্থানে স্থানে পরতত্ত্বে বিমুখ জীবগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরিতের কথা দিয়া মঙ্গলোপদেশ দিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবপ্রভুরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শিক্ষাশিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র স্থানে স্থানে বিমুখ জীব-জগতের জন্য কল্যাণের কথা গাহিয়াছেন; তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাঁহার বিবিধ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র টীকায় বিমুখ জীবের জন্য অনেক মর্ম্মস্পর্শী বাস্তব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান-যুগে অপার-অহৈতুক-জীব-কারুণিক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামি-ঠাকুর বিমুখ জীব-জগতের প্রতি নানাভাবে করুণা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজীব-প্রভু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত অকৃত্রিম-বেদান্তভাষ্যকৃত, শাস্ত্র-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া অহৈতুকী প্রণালীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যে 'সন্দর্ভ-ষট্ক' রচনা করিয়াছেন; তাহাতে বিমুখজনস্থ-বৈচিত্র্যের সমস্ত মতবাদ বাহিরেক-মুখে নিরাস ও অন্তরমুখে চরম-মঙ্গলের পরম-মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তুয়া পদ-বিস্মৃতি, আমার মরমা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই॥
তব কই নিজ মতে, মুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাওই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সব বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥
বিমুখ-বঞ্চনে, ভটমো সব,
নিরমিল বিবিধ পসার।
মতবাদ দূরতঃ, ভকতি-বিনোদ ভেল,
ভকত-চরণ করি' সার॥

'তত্ত্ব সন্দর্ভ'-নামক প্রথম সন্দর্ভে বিমুখ জীব-জগতের নানাপ্রকার মনোধর্ম্মোত্থ প্রমাণের ব্যভিচারিত্ব এবং একমাত্র শব্দ-ব্রহ্মের প্রমাণের অব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীজীব-প্রভু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ের অনন্ত-নিরপেক্ষ-প্রমাণত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। 'শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ'-নামক দ্বিতীয় শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে অন্বয়তত্ত্বের ত্রিবিধ আবির্ভাব—ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবদাবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য-বিচার ও শক্তি-বিচার প্রভৃতি করিয়াছেন। 'পরমাত্ম-সন্দর্ভ'-নামক তৃতীয় শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে পরমাত্মা, ভেদ, ভগবদবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণাম-বাদ-স্থাপন, বিবর্ত্তবাদ-সমাধান, জগতের সত্যতা-প্রভৃতি বিচারের দ্বারা নিরীশ্বর কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, বুদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতবাদসমূহকে সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুযুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ-নিরাসের মূলে বিমুখ তটস্থ-জনকে ও বিমুখ-জগতের উপর প্রভাবশালী নায়কগণকে পরতত্ত্বের সমুচীন করিবার অহৈতুকী করুণারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর সমগ্র চেষ্টার মূলে বিমুখ-জীবজগতের উন্মুখতা-বিধান-রূপ প্রচেষ্টাই মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে। এই তিনটী সন্দর্ভে শ্রীশ্রীজীব-প্রভু বিস্মৃত ও বিচ্যুত জীবকে পরতত্ত্বের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনন্তর 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' পরতত্ত্ব-বিষয়ে উন্মুখগণের বিচারের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাও সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া পরতত্ত্বের পূর্ণতম-স্বরূপ যুগল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের চমৎকারিতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই চারিটী সন্দর্ভে বিমুখগণের উন্মুখতা-সম্পাদন-কল্পে এবং শেষোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' উন্মুখগণের পরিপূর্ণতম উন্মুখতা-আবিষ্কার-কল্পে সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-নামক পঞ্চম শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রারম্ভেই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তাবরূপ অনাদি-বহির্ম্মুখতা

—সমস্ত রোগের মূল বা মূল-রোগ; ইহা নির্ণয় করিয়া এই ভবব্যাধির নিদান-চিকিৎসায় যেটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ ও সহজ-প্রণালী এবং যাহা সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পাত্রে প্রযোজ্য, সেই মহৌষধের বিধান সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিলকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজীব-প্রভু আবিষ্কার করিয়াছেন। পরতত্ত্বের পূর্ণতমতা-নির্ণয়ে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম নির্ণীত হইয়াছেন, সেরূপ পরমার্থ-নির্ণয়েও যাহা পরতত্ত্বের সম্বোধার্থই কৃত, যাহা সুখ-স্বরূপ এবং যাহা নিরন্তর অভিনিবেশময়, সেইরূপ অকিঞ্চন-ভক্তিধর্ম্মই 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' নিরূপিত হইয়াছেন। ভক্তির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্রিয়াত্মভক্তিময়ী অকিঞ্চনা ভক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে জীবের অস্তিত্বের অর্থাৎ বাস্তব অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মটী নিরূপিত হইয়াছে।

'প্রীতিসন্দর্ভ'-নামক ষষ্ঠ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে প্রীতির পরম-পুরুষার্থ নিরূপণ করিয়া শ্রীশ্রীজীব-প্রভু জীবের অন্যান্য ঋষিগণ পুরুষার্থতুল্য আপেক্ষিক প্রয়োজন, বিশেষতঃ মুক্তির বিভিন্ন স্বরূপের বিচার ও তারতম্য এবং পরমপুরুষার্থ প্রীতির চুল-চেরা বিচার ও বৈচিত্র্য-বিলাস আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর এই করুণাবৈশিষ্ট্য জগতে প্রকাশিত না হইলে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত অমল-প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত জীবের এরূপ সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির বিষয় হইত না এবং তাহা বাস্তবজীবনে পরিণত করিবার সুযোগও হইত না। পুরাকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠন ও আলোচনা পণ্ডিত ও ভক্তসমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-রত্নাকরের অতলগর্ভে যে-সকল মহানিধি নিহিত ছিল এবং যাহা সাধারণ জীবের পক্ষে একান্ত অনধিগম্য ও কোটি কোটি জন্মেও আহরণ করা অসম্ভব ছিল, যাহা শ্রীনারায়ণ-পর ভক্তসমস্তথা লোকোত্তর মহাজনগণ, মুনি-ঋষিগণও এ-যাবৎ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেই-সকল মহানিধি শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কিঙ্করসূত্রে শ্রীজীব-প্রভু আবিষ্কার ও আহরণ করিয়া সমস্ত প্রভাবী জীব-জগৎকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। এই করুণার অবধি নাই। শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর ন্যায় জীবজগতের বান্ধব আর কেহ নাই। শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর ন্যায় অত্যন্ত বিমুখকে উন্মুখ করিবার এরূপ সুগমা শৈলী আর কেহ এপর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন নাই। তাই তিনি সত্য সত্যই শ্রীশ্রীকলিযুগ-পাবনাবতারীর নিজজন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীশ্রীজীবপ্রভু অর্থাৎ সকল জীব-জগতের উপর প্রভুত্বের সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীতে নিত্যসিদ্ধভাবে অভিষিক্ত হইয়া সার্থকনামা হইয়াছেন। তিনি সমগ্র জীবজগতের জগৎ-কল্মষ বিধৌত করিয়া তাহাদিগকে শ্রীভাগবতামৃত-সিন্ধুতে, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করাইয়াছেন। তিনি 'শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু'র 'দুর্গম-সঙ্গমনী'-দ্বারা প্রভাবশ্ন জীবকুলকে ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিয়া 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের' মধ্যে যে সকল মহা-নিধির সন্ধান প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবতামৃত-রস-সমুদ্রে স্নান করাইয়াছেন, তাহাতে জীব-জগৎ নিশ্চিতরূপে অভী, অশোক, ও অমর হইতে পারে। বিভীষাভিনিবেশ হইতেই ভয় ও ঈশ-পাদপদ্মের বিমুখতা হইতেই মৃত্যু জীব-জগৎকে গ্রাস করে। শ্রীশ্রীজীব-প্রভু এই ভিয়ের বিভীষিকা ও মৃত্যুর করাল-গ্রাস হইতে জীবজগৎকে উদ্ধার করিয়া শ্রীভাগবতামৃত-রস-সিন্ধু ও তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিধি-সমূহের সন্ধান দান করিয়াছেন।

শ্রীজীবপ্রভুর 'ষট্-সন্দর্ভে'র সিদ্ধান্তালোকের অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার সৌভাগ্য না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত চির-রুদ্ধ গ্রন্থরূপেই থাকিয়া যাইবেন। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকার বৈশিষ্ট্য ও 'ষট্-সন্দর্ভে'র আলোকে জীব-হৃদয়ে প্রকটিত হয়; নতুবা, শ্রীস্বামিপাদের সিদ্ধান্তের প্রতি ভ্রান্ত-ধারণাজনিত অপরাধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাস্তব চরিত ও শিক্ষা, যাহা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতের ভজনময় আচার ও ভজন-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরুর সিদ্ধান্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ'রূপ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্ববেদোপনিষৎ শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-দুগ্ধাব্ধির নবনীত সার শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের দ্বারা শ্রীজীবপ্রভু জীবজগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে 'বল্লভ-নগর'-নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা শ্রীভাগবতাচার্য্য-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পরে শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের শাসনগর্ভে অবস্থিত হইয়া অধিতীয় শ্রীভাগবতাচার্য্যরূপে শ্রীশ্রীজীব-প্রভু জীব-জগতের প্রতি করুণা করেন। ইহাই তাঁহার অদ্ভুতপূর্ব্ব করুণাবৈশিষ্ট্য।

শ্রীবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

পৌষী শুক্লা দশমী-তিথিতে শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ পরমপদ-প্রাপ্ত হন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অপ্রকটলীলাবিস্তারের অব্যবহিত-পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব শ্রীরামানুজাচার্য্যকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও জীবনের ব্যবহার-প্রণালী-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন। তদুত্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীপ্রপন্নামৃত'-গ্রন্থের মূল উদ্ধার করিয়া উহার বঙ্গানুবাদ-সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

ততঃ শ্রীবৈষ্ণবাঃ সর্বে শ্রীরঙ্গপুরবাসিনঃ।
এবং বিজ্ঞাপনং চক্রুর্যতিরাজং জগদ্গুরুম্ ॥ ১
অস্মাকং বর্ত্তিতব্যাংশং ব্রূহি সম্যগ্ যতীশ্বর।
তচ্ছ্রুত্বা তানুবাচেদং মন্নাথো বৈষ্ণবান্ বচঃ ॥ ২
যঃ কশ্চন প্রপদ্যেত স এবং বর্ত্তয়েদ্ধ্রুবঃ।
যৎ প্রপন্নস্তু চাদৃষ্টমীশ্বরাধীনতস্ততঃ ॥ ৩
ন বিচারোঽত্র কর্ত্তব্যঃ সন্দেহং কুরুতে যদি।
মিথ্যা ভবতি তস্যাশু ধ্রুবমাত্মসমর্পণম্ ॥ ৪
কর্ম্মাধীনতয়া তস্য দৃষ্টং তত্র ন শোচয়েৎ।
অতস্তয়োঃ প্রপন্নস্য দৃষ্টাদৃষ্টাত্মকার্থয়োঃ ॥ ৫
নির্ভরত্বাত্মসন্ধানং জানীধ্বমিতি বৈষ্ণবাঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তে যতীন্দ্রেণ বৈষ্ণবাঃ পুনরব্রুবন্ ॥ ৬
বয়ন্তু কেন মার্গেণ কালমাদেহপাতনম্।
বর্ত্তিষ্যামঃ ক্ষিপন্তস্তং শাধি নো গুরুপুঙ্গব।
ইত্যুক্তস্তৈর্যতিশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া তানুবাচ সঃ ॥ ৭
উপায়বুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি মা কুরুধ্বং মহাত্মকাঃ।
কর্ম্মণামেব কৈঙ্কর্য্যে প্রাপ্যে ভগবতো মতিঃ ॥ ৮
তদীয়ং নাম-কৈঙ্কর্য্যং শ্রুত্বা শ্রীভাষ্যমাদরাৎ।
প্রবর্ত্তয়ধ্বং তল্লোকে তত্র শক্তির্ন চেদ্যদি ॥ ৯
পরাঙ্কুশাদিমুনিভির্দর্শভির্দেশিকোত্তমৈঃ।
কৃতং প্রবন্ধমভ্যস্য শিষ্যেভ্যো বদতানিশম্ ॥ ১০
তত্রাপি ভবতাং শক্তির্ন স্যাদ্যদি হি বৈষ্ণবাঃ।
দিব্যদেশেষু কৈঙ্কর্য্যং বিষ্ণবে কুরুতানিশম্ ॥ ১১

১। অনন্তর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব জগদ্গুরু যতিরাজের নিকট নিম্নোক্ত বাক্য বিজ্ঞাপন করিলেন।

২। "হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমাদের জীবনের ব্যবহার-প্রণালী বলুন।" প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণকে বলিলেন,—

৩। "যিনি শরণাগত, তিনি এইরূপে জীবন পরিচালন করিবেন—শরণাগতের অদৃষ্ট শরণাগতি বা গুরুপসত্তির দিন হইতে ঈশ্বরাধীন।

৪। ইহাতে অন্যরূপ বিচার করিবেন না, যদি কেহ সন্দেহ করেন, তবে তাঁহার আত্ম-সমর্পণ নিশ্চিতই মিথ্যা জানিবেন।

৫-৬। প্রাক্তন কর্ম্ম-ফলানুসারে যে সমস্ত অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে শোক করিবেন না; অতএব দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-রূপ প্রয়োজন-বিষয়ে প্রপন্নজনের নির্ভরতারই অনুসন্ধান করিবেন।" যতীন্দ্র শ্রীরামানুজ এইরূপ বলিলে বৈষ্ণবগণ আবার বলিলেন,—

৭। "আমরা দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিরূপে কালযাপন-পূর্ব্বক অবস্থান করিব, হে গুরুশ্রেষ্ঠ, তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন।" যতিরাজ ইহা শুনিয়া কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন,—

৮। "হে মহাত্মগণ, উপায়-বুদ্ধিতে কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন না। ভগবানের সেবকত্ব প্রাপ্য হইলে কর্ম্মের মতি ত্যাগ করিতে হইবে।

৯। আদরপূর্ব্বক শ্রীভাষ্য-শ্রবণানন্তর শ্রীভগবানের নামের সেবা, ভূবনে প্রচার করিবেন। যদি তাহাতে সামর্থ্য না হয়, তবে—

১০। পরাঙ্কুশাদি দশ মুনি ও গুরুবর্গ-কর্ত্তৃক রচিত প্রবন্ধ শিষ্যগণকে সর্ব্বদা বলিবেন।

১১। হে বৈষ্ণবগণ, যদি তাহাতেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে নিরন্তর ভগবদধিষ্ঠিত স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর কিঙ্করতা করিবেন।

তত্রাপি ভবতাং বুদ্ধির্যদি সম্যঙ্ন জায়তে।
কুটীরমপি কৃত্বাপি মঠে মে যাদবাচলে ॥ ১২
মুক্তাহঙ্কারিণঃ সর্বে বাসং কুরুত বৈষ্ণবাঃ।
নাপ্যেতদ্ভবতাং বৎস রোচতে যদি সুন্দরম্ ॥১৩
দ্বয়ার্থস্যানুসন্ধানং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতাঃ।
কুর্বন্তঃ সমাগেবার্য্যা নির্ভরা বসতাদরাৎ ॥ ১৪
যদি নোৎপদ্যতে বুদ্ধির্ভবতাং তত্র সত্তমাঃ।
শ্রূয়তামবধানেন প্রবক্ষ্যে চরমং হিতম্ ॥ ১৫
জ্ঞানভক্ত্যাদিযুক্তস্য বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ।
মুক্তাহঙ্কারিণস্তস্য নিদেশে বসতানিশম্ ॥ ১৬
অয়ং হি চরমোপায়ো নান্যোপায়স্ততঃ পরম্।
অস্মিন্নর্থে মহাঞ্শ্লোকঃ শ্রূয়তে লোকবিশ্রুতঃ ॥১৭
শ্রীভাষ্যং দ্রবিড়াগম-প্রবচনং শ্রীশ-স্থলেশয়হং
কৈঙ্কর্য্যং বটশৈল-নিত্যবসতিঃ স্বার্থদ্বয়োচ্চারণম্।
যত্বা ভাগবতাভিমান-বসতিঃ শ্রেয়ঃ সতামিত্যলং
শিষ্যান্ প্রাহ যতীশ্বরঃ পরমগাদ্বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্ ॥১৮

ইত্যেবং বসতাং লোকে মহতামধিকারিণাম্।
ত্রিবিধাঃ বিষয়াঃ সন্তি বর্ত্তিতব্যা যথার্হতঃ ॥ ১৯
বিরোধিনোঽনুকূলাশ্চ স্মৃতাশ্চানুভয়া ইতি।
বিষ্ণুবিদ্বেষিণো লোকে বিরোধিন ইতি স্মৃতাঃ ॥২০
বৈষ্ণবে অনুকূলাশ্চ বন্ধাশ্চানুভয়াঃ স্মৃতাঃ।
যথা প্রসাদং কুর্বন্তি প্রিয়বস্তু-সমাগমে ॥ ২১
বৈষ্ণবালোকনেনৈব তথা কুর্বন্তু ধীবরাঃ।
বহ্নি-সর্পাদিবদ্দূরং পরিত্যাজ্যা বিরোধিনঃ ॥ ২২
সংসারিণস্তৃণীকৃত্য কাষ্ঠলোষ্ট-তৃণাদিবৎ।
বর্ত্তিতব্যং প্রপন্নানাং ধ্রুবং তেষাং মহাত্মনাম্ ॥২৩
বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গত্যা সম্যগ্জ্ঞানং প্রজায়তে।
তেন নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ম্।
অতঃ সর্বাত্মনা কার্য্যা বৈষ্ণবানাং হি সঙ্গতিঃ ॥২৪
প্রতিকূলাদি-সংসর্গ-মান-সম্ভাষণাদয়ঃ।
সুদূরতঃ পরিত্যাজ্যাঃ প্রপন্নানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৫

১২-১৩। যদি তাহাতেও আপনাদের বুদ্ধি সম্যক্ প্রবিষ্ট না হয়, তবে আমার যাদবাচল-স্থিত মঠে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সকলে অহঙ্কার-ত্যাগপূর্ব্বক বাস করুন। ইহাও যদি আপনাদের মনঃপূত না হয়—

১৪। যাবজ্জীবন অনলস হইয়া 'দ্বয়ে'র (রহস্যত্রয় ও তত্ত্বত্রয়ের) অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সাদরে বাস করিবেন।

১৫। হে সত্তমগণ, যদি তাহাতেও আপনাদের বুদ্ধি প্রবেশ না করে, তাহা হইলে আপনাদের চরম হিত বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন।

১৬-১৭। **অহঙ্কারশূন্য জ্ঞান ও ভক্তিযুক্ত মহাত্মা বৈষ্ণবের অধীনে সর্ব্বদা বাস করুন। ইহাই চরম উপায়, ইহা ব্যতীত অপর উপায় নাই। এই বিষয়ে লোকে বিখ্যাত শ্লোক শ্রবণ করা যায়।"**

১৮। শ্রীযতীশ্বর শিষ্যগণকে বলিলেন,—"শ্রীভাষ্য" ও 'শ্রীদ্রবিড়াগমে'র প্রচার, সর্ব্বদা শ্রীরঙ্গনারায়ণ স্থলে কিঙ্করতা, যাদবগিরিতে নিত্যবাস, অর্থসহিত 'দ্বয়' (রহস্যত্রয় ও তত্ত্বত্রয়)এর উচ্চ প্রচার, অথবা ভাগবত-অভিমানে বসতি সাধুগণের পক্ষে মঙ্গল-জনক।" ইহা বলিয়া যতীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর নিত্যধামে প্রয়াণ করিলেন।

১৯। পৃথিবীতে বাস্তবা মহান্ অধিকারিগণের ত্রিবিধ বিষয়ের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে হইবে।

২০-২২। (১) বিরোধী, (২) অনুকূল ও (৩) অনুভয়—এই তিন প্রকার ব্যক্তি আছে। 'বিষ্ণুর বিদ্বেষিগণই বিরোধী'—ইহা পৃথিবীতে বিখ্যাত; বৈষ্ণবের প্রতি অনুকূলেরাই 'অনুকূল' বলিয়া উক্ত হন। বদ্ধগণ মাত্রই 'অনুভয়'। প্রিয়-বস্তুর আগমনে মানব যেরূপ অত্যাগ্রহ প্রকাশ করে, বুদ্ধিমন্তম সাধুগণ বৈষ্ণবের দর্শনে তদ্রূপ করিবেন এবং বিরোধিগণকে সর্প ও অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করিয়া দূরে পরিহার করিবেন।

২৩। সংসারী (বিষয়ী)-দিগকে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও পাষাণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অবস্থান করিবেন এবং শরণাগত মহাত্মগণের অধীনে অবশ্য বাস করিবেন।

২৪-২৫। বৈষ্ণবগণের সঙ্গতি-দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান-লাভ হয় এবং তাহার দ্বারা পরম-মঙ্গলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। অতএব

অনুকূলাননাদৃত্য প্রতিকূলান্ ধনেচ্ছয়া।
কৃতা স্যাদ্ যদি বা পূজা সা হরেঃ শোকদা ভবেৎ ॥২৬
সার্বভৌমস্য নৃপতেস্তৎপুত্রং রাজসন্নিধৌ।
যথা কৃতেঽবমানে চ ব্যাকুলং নৃপ-মানসম্।
তথা দেবস্য বিষ্ণোশ্চ ব্যাকুলং হৃদয়ং ভবেৎ ॥২৮
অর্থকামেচ্ছয়া বাপি পূজয়েন্ন বিরোধিনঃ।
বিরোধিনাং হি তদ্ভবং বিরোধায়ৈব কেবলম্ ॥২৯
সর্বাভীষ্টপ্রদে দেবে হরৌ তিষ্ঠতি সর্বদা।
তস্মিন্ বিষ্ণোঃ কৃতে যাচ্ঞা কৃতা যদি বিরোধিষু ॥৩০
সার্বভৌমস্য নৃপতের্মহিষ্যা ক্ষত্রবন্ধুষু।
যদি যাচ্ঞা কৃতা তেন নৃপস্যাবজ্ঞতা যথা ॥ ৩১
তথা ভগবতঃ সা স্যাদবজ্ঞা মহতী ধ্রুবম্।
ন মানয়েদসুভয়ানর্থকামেচ্ছয়াপি চ ॥ ৩২
তেভ্যঃ কৃতাবমানেন পূর্বোপাত্তা দৃঢ়া মতিঃ।
ন চ কার্যকরী তস্য নষ্টা ভবতি সা ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
সুবর্ণলোহয়োর্লোকে যথা রত্ন-বরাকয়োঃ।
অনুকূলাসুভয়োস্তদ্বৈব মহদন্তরম্ ॥ ৩৪
অতোঽনিশং দেববরৈর্মহাত্মভিঃ
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মুক্তমদৈর্বিচক্ষণৈঃ।
নিবৃত্ততর্ষৈর্নিবসেদ্ধ্বমাদরাৎ
তেভ্যশ্চ বঃ সর্বফলানি সন্তি ॥ ৩৫

(শ্রীপ্রপন্নামৃত, ৬৭তম অধ্যায়)

শ্রীপর মহাত্মগণের পক্ষে সর্বাভীষ্টদাতা বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করা প্রয়োজনীয়, প্রতিকূলবুদ্ধির সংসর্গ, তৎপ্রদত্ত সম্মান ও তাহাদের সহিত বাক্যালাপাদি দূরে পরিত্যাজ্য।

২৬। অনুকূলকে অনাদর করিয়া ধনাকাঙ্ক্ষায় যদি প্রতিকূলের আদর করা হয়, তবে তদবস্থায় শ্রীহরির সেই পূজা শোকদায়িকা হয়।

২৭-২৮। যেমন সার্বভৌম নৃপতির পুত্রকে তাঁহারই সমক্ষে অপমানিত করিলে রাজার চিত্ত ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ঐকান্তী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মানসও ব্যাকুল হইবে।

২৯। অর্থ বা কামবস্তুর প্রাপ্তির অভিলাষে বিরোধিগণের সম্মান করিবেন না; বিরোধিগণের নিকট-প্রাপ্ত তত্তদ্বস্তু কেবল বিরোধজনকই হইবে।

৩০-৩২। সর্বদা সর্বাভীষ্ট-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে যদি তাঁহারই সেবার্থ বিরোধি-জন হইতে কিছু যাচ্ঞা করা যায়, তবে তাহা ভগবানের মহতী নিন্দার কারণ হয়, জানিবেন। যেমন সার্বভৌম নরপতির মহিষী যদি নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিকট যাচ্ঞা করে, তাহাতে নৃপতির নিন্দাই হয়। অর্থ বা কামের আশায় কদাপি অসুভয় অর্থাৎ একান্তবদ্ধ গৃহব্রতকে সম্মান করিবেন না।

৩৩। [যেহেতু] তাহাদিগ-কর্তৃক অবমানিত হইলে পূর্বের অর্জিতা দৃঢ়মতি কার্যকরী হইবে না, তাহা ধ্রুবতঃ বিনাশই পাইবে।

৩৪। পৃথিবীতে সুবর্ণ ও লৌহের অথবা রত্ন ও কপর্দকের যেরূপ পার্থক্য, অনুকূল ও অসুভয়ের মধ্যে তদ্রূপ মহান্ প্রভেদ।

৩৫। অতএব দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অহঙ্কার-শূন্য তৃষ্ণারহিত শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত আদর-পূর্বক বাস করিবেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই সর্বাভীষ্ট-ফল লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব

পরাবরাপর অবতার শ্রীনৃসিংহদেব আমাদের শ্রীগুরুবর্গের শ্রীবিগ্রহ এবং উগ্রমূর্ত্তি হইলেও আমাদের শ্রীগুরুবর্গের স্নেহবাধ্য। শ্রীনৃসিংহদেব বাহিরে অত্যন্ত উগ্র, ভীষণাকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু ভিতরে অত্যন্ত করুণ—ভক্ত-বাৎসল্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। তিনি ভগবদ্ভক্তের ভজনের প্রতিবন্ধক বা বাধা দূর করেন এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখে "বাগীশা" অর্থাৎ যে ঈশ-শক্তি বাণীব্রহ্মকে প্রকাশ করেন, সেই ভগবৎ-শিক্ষা ভগবদ্-গুণ-কীর্ত্তনরতারূপে অবস্থিতা, অর্থাৎ তাঁহার মুখে সর্ব্বক্ষণ বেদ কীর্ত্তিত হইতেছেন। বক্ষে স্বরূপ-শক্তি—বিলাসময়ী মূর্ত্তি বর্ত্তমান। হৃদয়ে—অন্তরে সংবিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান। বহির্দ্দৃষ্টিতে তিনি অর্দ্ধ-পশু-নরাকার। যখন কনককশিপুর প্রতিষ্ঠাশা প্রবল হইয়া হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তি ধরে এবং আনন্দ-মূর্ত্তি—সেবাবিগ্রহ বা ভক্তিবিগ্রহ প্রহ্লাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে, তখন শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে (কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-মূর্ত্তিমান্‌কে) ধ্বংস করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। হিরণ্যকশিপু বোকা ভোগী নয়। সে মূর্খও নয়। বৈষয়িক পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অভাব তাহার নাই, তথাপি সে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার প্রতিমূর্ত্তি।

হিরণ্যকশিপু মস্তিষ্ক-চালনায় কিছুমাত্র অলসতা দেখায় নাই। তাহার বিচার, যুক্তি বা বুদ্ধি-কৌশল কতটা সূক্ষ্ম! সে ব্রহ্মার নিকট বর চাহিল,—'আমি যেন ধ্বংস না হই, আর সমস্ত জগৎটা ধ্বংস করিতে পারি।' পণ্ডিত বৈষয়িক হইলেও সমস্ত জগতের উপর প্রবল প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষার বর চাহিল—ধ্বংস। জগতের কিছু উন্নতি বা গঠন-মূলক মঙ্গলময় কিছুই তাহাতে আসিল না। যে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা করে, সে অপরের প্রভুত্বকে ঘৃণা করে। নিজে প্রভুত্বের ঝোঁকে অপরকে ধ্বংস করিতে চায়, কাজেই নিজের ধ্বংসকে অপরের প্রভুত্ব মনে করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহা এড়াইতে চায়। অপরের প্রভুত্ব নষ্ট করিতে হইলে তাহাকে ধ্বংস করিতে হয়। ধ্বংস হইলেই প্রভুত্ব গেল, এইজন্য প্রত্যেক প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ভোগি-হৃদয় অন্যকে ভয় করে। কাজেই হিরণ্যকশিপু যেমন প্রবল প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, তেমনই প্রবল-ভয়ে এড়াইতে চাহিত মৃত্যুকে। ব্রহ্মা তাহাকে মৃত্যুর পার করিতে পারিবেন না বলিলে, সে কতটা সূক্ষ্মবুদ্ধি ও যুক্তির কৌশল প্রকাশ করিল! প্রভুত্বের নেশায়, নিজের বুদ্ধিমত্তায় সে এতই মুগ্ধ যে, অমিত শ্রীবিষ্ণুর বলবীর্য্যের পরিচয় জানিয়াও সে মনে করিল যে নিজের কৌশলেই সে অবিনাশী ও অপরাজেয় হইতে পারিবে। জগন্নাথ শ্রীবিষ্ণু তাহার বিচারে জগদন্তর্গত, কাজেই জগতের সহিত তাঁহারও বিনাশ সে করিতে পারিবে। হিরণ্যকশিপু বর চাহিল যে, দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, মনুষ্যাদি ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীবই তাহাকে মারিতে পারিবে না। ব্রহ্মার সৃষ্টির অতিরিক্ত চেতনের অবস্থান তাহার জানা নাই; কারণ সে নির্ব্বিশেষবাদী নাস্তিক। পাত্রের দিক হইতে এরূপ বিচার। কালের দিক্ থেকে বলিল,—'দিন বা রাত্রি, কোন সময়ই আমি মরিব না।' হয় দিন, নয় রাত্রি, এই দুই ভাগের কোন ভাগেই মরিব না, বলিলে কোন কালেই মরিব না—এই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধ হইল। আর দেশের দিক্ দিয়া বলিল,—জগতের ঊর্দ্ধ কোন লোক, অধঃ কোন লোক, অন্তরীক্ষ, জল, বায়ু, বৃক্ষ, গিরি, পশু, পক্ষি-প্রভৃতি-যুক্ত জগতের কোন স্থানেই নয়। সে মনে করিল,—'যা' করিবার সবই করিয়া লইলাম; কোথাও ফাঁকে কিছুই রাখি নাই।' বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনা বা যুক্তি-কৌশলের চরম হইল। কিন্তু, এত করিলেই বা কি হইবে? বুদ্ধিমানের উপরেও বুদ্ধিমান্ আছেন—বাবারও বাবা আছেন। হিরণ্যকশিপু প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার চরম। এই রকম আর নাই, হয় নাই বা হইতে পারে না। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা—রজোগুণ। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষারূপ রজোগুণের প্রবলতা যেখানে, সেখানে তামসিক গুণের আধিক্য প্রচণ্ড ধ্বংসের প্রতি স্পৃহা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ আনন্দময় ও বৎসরহীন; জগতের সুস্থাবস্থা—শান্ত অর্থাৎ মঙ্গলময় অবস্থাই তাঁহার বাঞ্ছনীয়। সেই সন্তানরূপী মহাপুরুষের উপর সেই অসুরের অত্যাচার

সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। অসুরের কাছেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্রোহ। প্রহ্লাদের প্রতি অত্যাচারের কথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদ অত্যাচার পাইয়াও অসুরের ধ্বংস আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। শ্রীপ্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীনৃসিংহদেব-রূপে ভগবান্ আগমন করিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিল যে সে অমর, কাজেই সে যুদ্ধ করিতে গেল। এত বুদ্ধি, এত বিচার—অথচ এইটুকু চিন্তা করিতে পারিল না যে, যাঁহার এইরূপ অপরূপ-মূর্ত্তি এবং যিনি স্তম্ভ হইতে নিজকে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অলৌকিক—তিনি সবই করিতে পারেন—তাঁহার কালগত অমরত্ব দূর করিতে পারেন। যতই পণ্ডিত হউক না কেন, যতই বিচার বা বৈরাগ্য থাকুক্ না কেন, যতক্ষণ মায়াভিনিবেশ আছে, ততক্ষণই ধ্বংসের মহত্ব বড় বলিয়া জ্ঞান হইবে। সকলেই ধ্বংসের কাছে মাথা বিকাইবে। 'তুমি যখন ধ্বংস করিতে পার, তখন তুমিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' ধ্বংসের অধীন বলিয়াই ধ্বংসকে এড়াইবার চেষ্টাও প্রবল। কিন্তু, মায়া—ভগবচ্ছক্তির কৌবল জীবের বুদ্ধি হইতে সর্ব্বদাই দুই অঙ্গুলি বড়। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিল যে, সে ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে মরিবে না; কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব ব্রহ্মার সৃষ্ট নহেন। 'মানুষ বা দেবতাপী অথবা পশুরূপী কাহারও হাতে মরিবে না'—কাজেই শ্রীবিষ্ণু আসিলেন, "ন নৃণাং ন চ মাতৃষং" অর্থাৎ অর্দ্ধ-নরশরীর আকারে। এই ত' গেল পাত্রের বিচার। শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ দিনও নয় বা রাত্রিও নয়—কালের বিচারও এইরূপে সমাহিত হইল। স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের উরুদেশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, তাহা জড় স্থান-কাল-পাত্রের ধারণার অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা ব্যতীত তাহা জল, স্থল, অন্তরীক্ষ বা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথিবীর উর্দ্ধ বা অধোলোকও নহে। স্থানের বিচারও এখানে নিষ্পত্তি লাভ করিল।

শ্রীনৃসিংহদেবের এই ধ্বংসলীলার মধ্যে তামসিকতা নাই। জগতের উপর এবং মুখ্যভাবে ভক্তের উপর করুণা প্রকাশ —ভক্তবৎসলতা প্রদর্শন করিবার জন্যই তিনি শ্রীনৃসিংহরূপে দৈত্য বধ করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেব তাৎকালিক নশ্বর বস্তু নহেন। তিনি সমগ্র বিশ্বেই (কেবল স্তম্ভে নহে) স্বপ্রকাশ-রূপে বিরাজমান। হিরণ্যকশিপুর বিচার—সমস্ত জগৎটা ভোগ্য। কিন্তু প্রহ্লাদের আরাধ্য-বস্তুতে দর্শন নাই। "কৃষ্ণগ্রহ-পূতীত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্।"

স্তম্ভটা ভগবান্ নয়। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভ দেখিতেছে, কিন্তু প্রহ্লাদ স্তম্ভই দেখেন নাই; তিনি দেখিতেছেন তাঁহার আরাধ্যবিগ্রহ। হিরণ্যকশিপুর দর্শনে দৃক্‌বস্তুর Responsive co-operation নাই; ইহার নাম বিমুখ-দর্শন। সমস্ত মানবজাতি এই প্রকার বিমুখ-দর্শন করিতেছে। প্রহ্লাদের অনুগত সমাজ—বৈষ্ণব-সমাজ, ভক্ত-সমাজ, বিধৃতসমাজ বা পরমহংস সমাজ। উহা বহির্ম্মুখ মানব-সমাজের বিপরীত। উহাতে আপোষ নাই। অবৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের নিন্দা, উপহাস করিলেও কিছু আসে যায় না। সেই প্রকার বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ বৈষ্ণবের নিন্দা করিলেও কিছু আসে যায় না। স্বাধি জিনিষ লইয়া তাঁহারা আছেন। তাঁহাদের সহিত কাহারও আপোষ নাই। সূর্য্যের সম্মুখ ও পশ্চাতে আলোষ হয় না। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার আপোষ হয় না।

মনের ও ইন্দ্রিয়ের দর্শনে একটা বাহিরের তৃপ্তি ও ঘৃণা আনে। প্রহ্লাদের নিত্যানন্দময় দর্শনে তৃপ্তি নাই, তাঁহার দর্শনীয় বস্তু নয়নমনোরমান। ব্রহ্মানন্দ সে আনন্দের নিকট খুৎকৃত, বিকৃত। শ্রীনৃসিংহদেব, যে দর্শন অধোক্ষজ-দর্শন, সেবা-দর্শন বা ভগবদ্ভক্তি-লাভের পক্ষে বাধা জন্মাইতেছিল, তাহা দূর করিলেন। শ্রীশ্রীধর-স্বামী ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামী শ্রীনৃসিংহদেবের বহু স্তব-স্তুতি রচনা করিয়াছেন। মায়াবাদিগণের ধারণা—শ্রীধর-স্বামী মায়াবাদী ছিলেন; কিন্তু, শ্রীধর-স্বামী মায়াবাদী সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসিগণের তীর্থ, ভারতী প্রভৃতি কোন-প্রকার উপাধিধারী ছিলেন না। মায়াবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলে দশনামের কোন একটি নাম বা উপাধি অবশ্যই থাকিত। দাক্ষিণাত্যে শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনার বহুল প্রচার আছে। 'সিংহাচলম্' নামক স্থানে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ আছেন। 'বেজওয়াদা' ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে গুন্টুর জেলায় 'মঙ্গলগিরি'-নামক স্থানে শ্রীপানা-নৃসিংহদেব বিরাজিত। তাঁহাকে পানা ভোগ দিলে তাহার অর্দ্ধেকটা গ্রহণ করেন। ১ ঘট ভোগ দিলে অর্দ্ধ ঘট, আধার এক ছটাক ভোগ দিলে অর্দ্ধ ছটাক গ্রহণ করেন। একটি নারিকেল ভোগ দিলে তার অর্দ্ধেকটা গ্রহণ করেন। একটি গহ্বরের মধ্যে আর একটি গহ্বরে,

তা'র মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। যুগ-যুগান্তর হইতে তিনি এইরূপ অন্ন-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ইহাতে আল, ভুয়াচুরি বা কোন প্রকার 'কল-টেপা'র ব্যাপার নাই; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষ একটা জুয়াচুরি চালাইতে পারে না। এই 'মঙ্গলগিরি'তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে 'পক্ষি-তীর্থ' নামে একটি স্থান আছে। বেলা ১২টার সময় দুইটি পাখী আসিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল জেলায় 'অহোবিলম্'-নামক স্থানেও শ্রীনৃসিংহদেব আছেন। 'বিল'-শব্দের অর্থ—গহ্বর। 'অহো'—বিস্ময়-সূচক অব্যয়। যে গহ্বরে শ্রীবিগ্রহ আছেন, উহা অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত। শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-স্থান—মূলস্থান বা 'মূলস্থান'। ঐ-স্থানেই হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল।

শ্রীপ্রহ্লাদ শুদ্ধভক্তের আদর্শ। তিনি আরাধ্য-বস্তুর নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাকে ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি সাযুজ্য-মুক্তি পর্য্যন্ত দিয়া বঞ্চনা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি ঐ প্রকার আশীষ্ গ্রহণ করেন নাই।

বেদাদ্ধরন্তে জগদিষ্ট বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি-কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের রূপ দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মীর পর্য্যন্ত নিকটে যাইতে সাহস হয় নাই, কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ দেখিলেন তাঁহার শ্রীভক্তবৎসল রূপ। শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাকে লেহন করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীপ্রহ্লাদকে মুক্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ হরিণ্য-বৃত্তি করিতে চাহিলেন না। তিনি প্রভুকে চাকর করিতে চাহেন নাই, নিজে প্রভুর চাকরী (দাসত্ব) করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ সমস্ত শুদ্ধভক্তের আদর্শ। অন্য কেহ হইলে এই-সকল বরের কথা শুনিয়া মাথা ঘুরিয়া যাইত। 'ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, পঞ্চবিধ মুক্তি—কিছুই চাহি না। আমার কোটি জন্ম নরক-বাস হউক, তথাপি তোমার সুখ হউক।' শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তগণ অকিঞ্চন। তাঁহারা সকল কার্য্যে শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো, নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

ভক্তির তারতম্যানুসারে ভগবানের অসংখ্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশিত হয়। সেবার প্রগাঢ়তা-অনুসারে মায়াবর্জ্জিত, শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞান-ঘনানন্দ-মূর্ত্তি, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তুর আবির্ভাবের বিচিত্রতা হইয়া থাকে। মূলতত্ত্ব—শ্রীবলদেব; তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণ হইতে পুরুষাবতারগণ; দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ীর বৈভবাবতারই শ্রীনৃসিংহদেব। বস্তু একই; বস্তুতে ভেদ বা মানিক বহুত্ব নাই, কেবল সেবকের প্রেমের প্রগাঢ়তা ও ভাবের বিচিত্রতার তারতম্যানুসারে সেবার প্রকাশ-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যেরূপ ঝাড়-লণ্ঠনের ত্রিকোণবিশিষ্ট কাচের উপর আলোক-সম্পাত হইলে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকিয়া বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে পায়, সেইরূপ একই ভগবদ্বস্তু প্রেমের তারতম্যানুসারে বিবিধ বৈচিত্র্য বা রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীশেষশায়ীতে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, তবে কোথায়ও পূর্ণ এবং কোথায়ও অল্পশক্তির প্রকাশ দেখা যায়। যেখানে পূর্ণতম শক্তির প্রকাশ, সেখানে স্বয়ং ভগবত্তা; আর যেখানে অল্পশক্তির প্রকাশ, সেখানে অংশাবতারত্ব।

শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত হিরণ্যকশিপু যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ করেন নাই; কারণ, তাঁহার বিরোধ করিবার মত দর্শন নাই। সমস্ত জগতে এই বিবাদ-স্পৃহা প্রবল। বাদী, বিবাদী, শিক্ষক, ছাত্র—সর্ব্বত্র বিবাদ আছে। যেখানে দুইটী পক্ষ, সেখানেই কলি। সত্যযুগে বাদ ছিল না। বেদই তখন অবিসংবাদিত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। তখন ছিল ধ্যানের বিধান। তারপর ত্রেতায় একপাদ অধর্ম্ম অর্থাৎ বহির্ম্মুখিনী যুক্তি বেদসত্যকে স্পর্দ্ধা করিবার জন্য উপস্থিত হইল। দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম ও অর্দ্ধেক অধর্ম্ম ছিল, তখন অর্চ্চনের ব্যবস্থা হইল। কলিতে তিন-পাদ অধর্ম্ম; এখনও একপাদ ধর্ম্ম আছে, তাহাও বেশী দিন থাকিবে না। যতদিন শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী আছেন, ততদিন ধর্ম্ম থাকিবে, তা'র-পর অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। বাদ, যুক্তি, কুতর্ক, স্পর্দ্ধা — একটাই বিশেষ। বিভিন্ন জাতিতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হয়, তাহার মূলে আছে প্রভুত্ব-

পিপাসা; অথচ তাহাদের স্বাদেশিকতা কম নহে, তাহারা মানুষের সেবা কিছু কম বুঝে না, পরোপকার বৃত্তিও তাহাদের কম নহে। কিন্তু, এই যে ঘটিবাটির ভাল-মন্দ-বিচার, তাহার পরিণতি—রসাতল। ইহাদের অনুকরণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আস্তিক বেদ মানেন, তিনি যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন না। বেদ যাহারা মানে না, তাহারা ধিক্কার্হ, তাহাদিগকে স্বীকার করা হইবে না। কুনীতির অন্তরালে এই যে শ্রুতি-বিরোধিনী যুক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহাকে ধ্বংস করিতে হইবে, শ্রুতিকে মানিতে হইবে, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আগতিক সুখ-সুবিধার জন্য ধর্ম্ম নহে। নাস্তিকের শিক্ষা-ফলে এখন সুবিধাবাদীর দল বিরোধের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিতেছে! শ্রীপ্রহ্লাদের শিক্ষা—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

যুক্তির সাহায্যে চলিতে গেলে হৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মত দশা হইবে। অজ্ঞ লোক কুতর্কে যে বড়,তাহারই অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু, শাস্ত্র বলেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ", "নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া" ইত্যাদি। শ্রুতি-বিরোধিনী যুক্তি প্রহ্লাদকে অতিক্রম করিতে পারে না, চতুর্থধামে আরোহণ করিতে পারে না। চতুর্থধামেই মঙ্গল-লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ—চতুর্থধাম হইতে অসীমধাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর ন্যায় স্তম্ভ দেখেন না, তিনি দেখেন প্রেমময় শ্রীভগবান্। স্তম্ভের মধ্যে শ্রীভগবান্ দেখেন—তাহাও নহে; স্তম্ভই দেখেন না।

"কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্।"

তিনি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য কোন বস্তু—দেবীধাম দর্শন করেন না। "গৃহেতে গোলোক ভায়"—তাঁহার দর্শন এইরূপ। আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অনুগতে শ্রীপ্রহ্লাদেশ শ্রীনৃহরিকে বন্দনা করি,—

প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥

যিনি শ্রীপ্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যা-বিদারক, যাঁহার অঙ্গকান্তি শারদীয় চন্দ্র-সদৃশ, সেই সিংহাস্য শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

শ্রী.....

নিদান-চিকিৎসা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'নিদান' অর্থাৎ রোগের মূলানুসন্ধান বলিয়া একটী কার্য্য আছে। এই 'নিদান'-বিচার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সিদ্ধ, বহুদর্শী, সদ্বৈদ্য ব্যতীত 'হাতুড়ে চিকিৎসক' বা নবীন চিকিৎসকগণ কখনই 'নিদান' বা রোগের মূল-কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না। রোগের মূল-কারণ-নির্ণয়ের উপরই রোগীর ব্যাধি-নিরাময়ের সমস্ত ব্যাপারটি নির্ভর করে। যদি রোগের মূল-কারণ-নির্ণয়ের মধ্যেই ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে শত চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হয় না, বরং হিত করিতে গিয়া বিপরীত ফল ঘটে। প্রাকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যেরূপ রোগের নিদান-নির্ণয়ে সিদ্ধ সদ্বৈদ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়, ত্রিতাপের মূল অবিদ্যা-ব্যাধি বা ভব-ব্যাধির 'নিদান' নির্ণয় করিতে গেলেও সেইরূপ সদ্গুরু-পাদপদ্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সর্ব্বজীবগুরু শ্রীশ্রীজীবপ্রভু চিদ্বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে ভবব্যাধির অদ্বিতীয় নিদান-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র মন্থন করিয়া বদ্ধজীব-জগতের ভবব্যাধির যে 'নিদান' আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বাক্যোবাক্যচ্ছলে বিবৃত হইল।

জীব কি বস্তু; কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহার অস্তিত্বের আকর কোথায়, তাহার ক্লেশের মূল কি?—ইত্যাদি বিষয়ের সমাক্ মীমাংসা করিতে হইলে পরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এখান হইতেই 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'—উত্তর-মীমাংসার এই প্রথম সূত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং এখান হইতেই 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'র 'কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়?'—এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

পরিপ্রশ্ন—পরতত্ত্বের লক্ষণ কি?

উত্তর—পরতত্ত্ব—পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দ-স্বরূপ।

প্রঃ—সদ্বস্তু তত্ত্ব কাহাকে বলে?

উঃ—সম্যক্ বন্ধনকে সম্বন্ধ (সম্—বন্ধ+অল্ ভাবে) বলে। যাঁহার সহিত জীবের সম্যক্ বন্ধন আছে, তিনিই সম্বন্ধী (সম্বন্ধ+ইন্=সম্বন্ধী) তত্ত্ব। সম্বন্ধী তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবে আবির্ভূত।

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী কি পৃথক্ বস্তু ?

উঃ—এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বেরই আবির্ভাব-ভেদে ত্রিবিধ সংজ্ঞা। পরতত্ত্বের (১) অস্পষ্ট-বিশেষ আবির্ভাব ও (২) স্পষ্ট-বিশেষ আবির্ভাব। অস্পষ্ট-বিশেষ আবির্ভাবই—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-আবির্ভাব; স্পষ্টবিশেষ আবির্ভাবই—সবিশেষ আবির্ভাব ; তাহা দুই প্রকার—পরমাত্মা ও ভগবান্।

প্রঃ—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য ?

উঃ—ব্রহ্মাবির্ভাবে পরতত্ত্বের শক্তির কোন পরিচয় নাই। তাহাতে পরতত্ত্বের রূপ, গুণ ও ক্রিয়াদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আরও সরল ভাষায় বলিতে গেলে, যে তত্ত্বে রকমারি নাই, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। আর, যে তত্ত্বে রকমারি (distinguishing characteristics) আছে, তাহাই পরমাত্মা ও ভগবান্। পরমাত্মা ও ভগবান্ নিজের শক্তির দ্বারা পরিচয় দান করেন।

প্রঃ—পরতত্ত্বের শক্তি কয় প্রকার ?

উঃ—পরতত্ত্বের অনন্ত শক্তি থাকিলেও তিনটী শক্তির পরিচয় শাস্ত্রে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে—(১) স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, (২) তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি, (৩) মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি।

প্রঃ—জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি কেন বলা হয় ?

উঃ—অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি-রূপা নদীর মধ্যবর্ত্তী তটে স্থিতা বলিয়া তাহা 'তটস্থা'। জীব স্বরূপশক্তির আনুগত্য করিতে পারে, আবার মায়ার দ্বারাও অভিভূত হইতে পারে।

"যৎ তটস্থং চিদ্রূপং স্বলক্ষণাবিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥"

(শ্রীতঃ সঃ, ১৯৮ অনুঃ ধৃত 'শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র'-বচন)

যে তটস্থ চিন্ময়-বস্তু স্ব-জ্ঞেয় শ্রীভগবান্ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তাহাই গুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া 'জীব' নামে অভিহিত হয়।

প্রঃ—পরমাত্মা ও ভগবান্—এই উভয় তত্ত্বই যদি শক্তি-দ্বারা পরিচিত হন, তাহা হইলে দুই তত্ত্বের মধ্যে কি কোন বৈশিষ্ট্য নাই ?

উঃ—পরমাত্মা জীব ও মায়াকে লইয়া ক্রীড়া করেন। তাঁহাতে স্বরূপ-শক্তির পরিচয় অতি অল্প। শ্রীভগবান্ স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়াশীল। যে তত্ত্বে স্বরূপ-শক্তির পূর্ণ পরিচয় সম্প্রকাশিত আছে, তাহাই ভগবদাবির্ভাব। এজন্য, ব্রহ্মাবির্ভাবকে অসম্যক্, পরমাত্মা-বির্ভাবকে আংশিক ও ভগবদাবির্ভাবকে পূর্ণ আবির্ভাব বলা হয়।

প্রঃ—ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে যে বিভিন্ন নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি সকলই এক ?

উঃ—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার বিবিধ লীলা-বিনোদনার্থ শক্তির তারতম্য ও সেবকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে আবির্ভাব-বিশেষের তারতম্য আবিষ্কৃত হয়। ভগবত্তার পূর্ণতম পরিচয় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত। ললিত শ্রীশ্রীরাধামাধব-স্বরূপ — পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

প্রঃ—অন্যান্য অবতারাবলী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের চমৎকারিতা কেন ?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত পঞ্চাশটী গুণে গুণী—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্ব-সল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজাঃ, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্য-বাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষুযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম-লৌল্যচরিত্র, (২৯) ধর্ম্মজ্ঞ, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্করী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত,

(৩৫) সাধুবিগের সমাশ্রয়, (৩৬) নারীমনোহারী, (৩৭) সর্ব্বারাধ্য, (৩৮) সমৃদ্ধিমান্, (৩৯) শ্রেষ্ঠ ও (৪০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণুতে এবং আংশিক-রূপে শ্রীশিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য-নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত-স্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধি-বশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত। পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান। তাহা শ্রীকৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে আছে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে নাই,—(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব। এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাট্ গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত আছে; তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই,—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্যপ্রেম-দ্বারা শোভাবিশিষ্ট-শ্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীতপ্রকাশকারী, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে, এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী। ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী—এই চারিটী শ্রীগোকুল-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের একান্ত গুণ।

প্রঃ—জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তি ও অংশ হইলেও তাহাতে ক্লেশ উপস্থিত হইল কেন?

উঃ—জীবাত্মা পরমাত্মার বিভিন্ন অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত (detached) অংশ। শ্রীভগবান্ সূর্য্যসদৃশ; জীব সেই সূর্য্যের বহিস্তর কিরণ-পরমাণুর ন্যায়। এই জন্য 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'য় উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যাংশ-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১০৯)।

জীব অত্যন্ত অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার উপর চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি—উভয়েরই প্রভুত্ব সম্ভব হয়। যখন চিৎ-শক্তি প্রভুত্ব করেন, তখন জীবের পরা মুক্তি; আর, যখন অচিৎ-শক্তি প্রভুত্ব করেন, তখনই তাহার বন্ধন।

প্রঃ—এই পৃথগ্‌ভূত অবস্থাটী কি?

উঃ—জীবাত্মার যিনি পরমাত্মা, সেই বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকেই বিমুখতা বা বহির্মুখতা বলে। এই জ্ঞানের অভাব অনাদি-কাল হইতে বদ্ধ-জীবে দৃষ্ট হয়।

প্রঃ—জীবের উপর মায়া কিরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিল?

উঃ—অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব-রূপ বৈমুখ্যচ্ছিদ্র-প্রাপ্ত হইয়া মায়া তাহাতে প্রবিষ্ট এবং জীবের জ্ঞানকে আবৃত ও তাহাকে পরতত্ত্ব হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

প্রঃ—জীব ও মায়া উভয়েই যখন পরতত্ত্বের শক্তি, তখন জীবশক্তি অপেক্ষা মায়াশক্তির পরাক্রম অধিক কেন?

উঃ—মায়াশক্তি পরতত্ত্বের ছায়াশক্তি। ছায়া মূল বিম্বের (বা কায়ের) অনুরূপ হয়। পরতত্ত্ব—বিভু বস্তু। সুতরাং, তাঁহার ছায়াশক্তি মায়াও সেইরূপ। জীব অণুশক্তি; এজন্যই মায়া জীবকে অধীন করিতে পারে।

প্রঃ—বদ্ধজীবগণ কি কোন কালেই পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখ ছিল না?

উঃ—নিত্য-বদ্ধ জীব অনাদি-কাল হইতে পরতত্ত্ব-বিমুখ। তাহার পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকেই ন্যায়-শাস্ত্রের পরিভাষায় 'প্রাগভাব' বলা যায়।

প্রঃ—'প্রাগভাব'-শব্দের অর্থ কি?

উঃ—ন্যায়শাস্ত্র-মতে অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) সংসর্গাভাব ও (২) অন্যোন্যাভাব। ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই—এইরূপ পরস্পরের মধ্যে যে অভাব (reciprocal non-existence), তাহাই অন্যোন্যাভাব। আর, সংসর্গাভাব তিন প্রকার—(১) প্রাগভাব (ante-cedent negation)—যেমন এই স্থানের সহিত কোন কালেই ঘটের সংসর্গ ছিল না; কিন্তু, এখন ঘট স্থাপন করায় ঘটের অভাব দূর হইল। নিত্যবদ্ধ জীবের কোন-দিনই শ্রীভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞানের সংসর্গ ছিল না। নিত্য উন্মুখ সাধুর কৃপায় সেই অভাব দূরীভূত হইতে পারে; ইহা বিনাশভাব। (২) ধ্বংসাভাব—ইহা দ্বিতীয়-প্রকার সংসর্গাভাব। এ-স্থানের সহিত একটী ঘটের সংসর্গ ছিল, কিন্তু ঘটটী ভাঙ্গিয়া গেলে, তেমনটী আর কোন কালেই পাওয়া যাইবে না। এই অভাব produced বা উৎপন্ন। ধ্বংসাভাব কখনও দূর হয় না। কিন্তু, প্রাগভাব অনাদি হইলেও বিনাশী। অনাদি-কাল হইতে জীবের ভগববিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকিলেও

শ্রীসাধুকৃপায় তাহা দূরীভূত হইলে আর অভাব হইবে না। (৩) অত্যন্তাভাব—ইহা তৃতীয়-প্রকার সংসর্গাভাব। যেমন শশশৃঙ্গ; শশকের সহিত শৃঙ্গের কখনও সংসর্গ নাই অর্থাৎ শশকের কখনও শৃঙ্গোদ্গম হয় না (absolute non-existence)। অতএব, অত্যন্তাভাব কখনও দূর হইতে পারে না।

প্রঃ—কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥

—'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'র এই বাক্য হইতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে, পূর্ব্বে জীবের পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ছিল, পরে সেই জ্ঞানের অভাব বা বিস্মৃতা হইয়াছে?

উঃ—কতকগুলি জীবের অনাদি-কাল হইতে ভগবদ্-বিস্মৃতি হইয়াছে। ইহাই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ বিস্মৃতা। যদি তাহা না হইত, তবে জীবের অজ্ঞান ধ্বংসাভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়িত; অর্থাৎ তাহাতে কোনকালে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকিত না। যদি এই জ্ঞানের ধ্বংসাভাব বা অত্যন্তাভাব থাকিত, তাহা হইলে কখনও সেই জ্ঞান-লাভ সম্ভবপর হইত না। জীব অনাদি, অনন্তকাল অজ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিবে না এবং একবার তাহার ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে তাহা চিরতরেই নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ জীবের দুঃখ-নিবৃত্তি ধ্বংসাভাব-স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা জীবের অধিক আশার কথা আর কি আছে?

প্রঃ—মায়া জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিলে তাহার কি দশা উপস্থিত হয়?

উঃ—জীব মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় প্রাকৃত জড়জগতে অর্থাৎ স্থূল (পাঞ্চভৌতিক) ও সূক্ষ্ম (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক) দেহে 'আমি' বুদ্ধি করে এবং দেহে অভিনিবিষ্ট হইয়া সংসার-দুঃখ লাভ করে।

প্রঃ—স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি হইতে ক্লেশ উপস্থিত হইবার কারণ কি?

উঃ—উপাধিদ্বয়—অনাত্ম-বস্তু। অনাত্ম-বস্তুতে আত্মভ্রম-রূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায়, জীব আত্মবিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতেই 'আত্মা আছে, কি নাই?'—এইরূপ স্বার্থ-বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায় নানা প্রকার ধারণা-দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ ও তজ্জন্য ক্লেশ-প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রঃ—কিরূপে সেই সংশয় ও বিবাদের প্রবৃত্তি বিদূরিত হইতে পারে?

উঃ—পরমকারুণিক শাস্ত্রের উপদেশে জীবের সংশয় ও তর্কস্পৃহা দূর হয়।

প্রঃ—শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়াও ত' বহুলোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে না?

উঃ—শাস্ত্রের উপদেশ দুই শ্রেণীর জীবে সদ্যঃ সদ্যই মঙ্গলপ্রসূ হয়,—(১) যে-সকল জীব পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে পরেশানুভব-সংস্কার-বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাঁহাদের কোন না কোন সুকৃতির ফলে পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবণতা বা ঝোঁক আছে এবং (২) যাঁহারা মহতের অহৈতুকী কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর জীব ভগবদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবা মাত্রই শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন আর, যাহাদের চিত্ত জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি ও অপরাধের দ্বারা মলিন, তাহাদের শাস্ত্রে সত্তা-বুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। পিত্তদুষ্ট রসনায় যেরূপ মুহিষে সিতোপলও তিক্ত বোধ হয়, তদ্রূপ বাসনাময় কামাতুর মন শ্রীভগবানের কথায় রুচিবিশিষ্ট হয় না।

প্রঃ—এই পাপ ও অপরাধের মধ্যেও কি তারতম্য আছে?

উঃ—শ্রীভগবান্ ও তদীয়বস্তুর প্রতি অবমাননা এবং স্বীয় আত্মার প্রতি অবিচার হইতেই অপরাধের উৎপত্তি হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুতর এবং আত্মার উপর ক্রিয়াশীল। নামী শ্রীভগবান্, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীঅর্চ্চা-প্রভৃতি অবতারের প্রতি অবমাননা; শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি তদীয়-বস্তুর প্রতি অশ্রদ্ধা; সাধুনিন্দা, গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি তদীয় বস্তুর প্রতি অপরাধ; দেহাত্মবুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার। অপরাধ—আত্মপাত-কর। তাহা হৃদয়কে অত্যন্ত কঠিন করিয়া দেয়। দৈহিক ও মানসিক কর্ত্তব্যের অকরণ ও অকর্ত্তব্যের করণ হইতে পাপের উদয় হয়। পাপ ধূলি-জাতীয়; কিন্তু অপরাধ বজ্রলেপ-সদৃশ। অপরাধের গাঢ়তা আবার বিভিন্ন-প্রকার—কোনটী হৃদয়কে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন করে, কোনটী লৌহের ন্যায় কঠিন করে, কোনটী বা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ দুর্ভেদ্য বজ্রলেপের ন্যায় সাধু ও শাস্ত্রের কোনরূপ সদ্ভাব-বিস্তারের পক্ষে দৃঢ়-প্রতি-বন্ধকরূপে অবস্থান করে।

প্রঃ—এই অপরাধ-খণ্ডনের উপায় কি ?

উঃ—অপরাধ-খণ্ডনের তিনটী উপায়—(১) যাঁহার প্রতি অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার নিকট অকপট ও আন্তরিকতার সহিত আত্মনিবেদন ও সাধুর মহত্ত্ব অনুভব করিতে করিতে বিগলিত-হৃদয়ে সাক্ষাদ্ভাবে সকরুণ ক্ষমা-প্রার্থনা। (২) অপরাধের শাস্তি-ভোগ। (৩) কোন্ তটস্থ বস্তুর প্রতি অপরাধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ না থাকিলে, অথবা না বুঝিতে পারিলে দৈন্য ও পরমাপত্তির সহিত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন। 'শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী'তে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"তস্মাৎ নিষ্কৈতবে হরিনাম্নি প্রথমোঽপরাধঃ। তত্র নিষ্কৈতবানেন ধ্বনেস্তোহাদয়োঽপ্যপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তন্নিরূপরাধে জাতে 'হন্ত ময়া সাধূনাং অপরাদ্ধম্' ইতি—অনুতপ্তো জনঃ 'কৃপালবো সাধবস্তি তন্তঃ কৃপাদৃশা এবাহম্' ইতি জ্ঞানেন তৎপদাগ্র এব নিপত্য প্রসাদয়ামাস্তি বিবরচেতসা প্রণতি-স্তুতি-সম্মানাদিভিস্তত্তোষণয়ঃ কার্য্যাঃ। কদাচিৎ কস্যচন কৈরপি দুষ্প্রসাদনীয়ত্বে বহুদিনমপি তত্তনোক্তি-রোচিতমনুবৃত্তিঃ কার্য্যা। অপরাধস্তাতিমহত্ত্বাৎ কথঞ্চিৎ তন্নাপ্য-নিবর্ত্তাকোপত্বে 'বিহায় নামস্কীর্ণ-ভক্তাপরাধং নিরপরাধোটিষু পততম্' ইতি নির্ব্বিণ্ণ সর্ব্বং পরিত্যজ্য সমাশ্রয়ণীয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সম্বলিতয়া চ মহাশক্তিমত্ত্যাবস্থানের কালে তত্তঃ জ্ঞানেযোদ্ধারঃ,'কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্ষ-স্বীকারেণ' 'নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্' ইত্যাদৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয় ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ 'কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্' ইত্যাদি সম্পূর্ণ-দর্শকা এব সন্তস্তেষাদেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্। 'সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিতা: শঠধিয়ো জ্ঞাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ' ইতি তৎপ্রকরণবর্ত্তিনা বচনেন তাদৃশ-দুশ্চরিত্রানামপি ভগবদ্ভক্তত্বাং তত্তত্বাং কৈমুতিক-ন্যায়েন সজ্জন-ত্বাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ। কিঞ্চ, কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাদ্যপরা-ধ্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তথাপি তত্রাপরাধবত্তা স্বতন্ত্রার্থং প্রণত্যাদিভিস্তদনুবর্ত্তনীয় এব সঃ। "সেবং মহাপুরুষপাদ-পাংশুভিরন্তরতঃ স্নু তবৈব শোভনম্" ইতি শ্রীভাং বাক্যেন তচ্চরণ-রেণূনামসদ্ভিক্ষুত্বা তৎফলপ্রত্যাবর্ত্তনাৎ। কিঞ্চ, দুরবগমনিকারণকে কচিৎ কৃপাদূরী প্রভবিষ্ণৌ স্বচ্ছন্দচরিতে ক্বচিন্মহাভাগবতমৌলৌ তু ন কাপি মর্য্যাদা পর্য্যাপ্রোক্তি। যথা শিবিকায়াং বাহয়ন্তি কটূক্তিবিষ-বর্ষিণাপি বহুশঃ শ্রীভক্ত-ভরতস্য কথা। যথা চ শাবগুবর্য্যাবলম্বিনি স্বহিংসার্থমুপ-সেদুষি দৈত্যসমূহে উপচিকেষ বসোশ্চেদিরাজস্য। যথা বা মহাপাপিনি স্বপলাটে কবিরপাত্তিরপি যাবদে প্রভূবরস্য নিত্যানন্দস্যেতি। এবমেব গুরোরপ্যবজ্ঞা ইত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্।"

সাধুনিন্দা দশটি নামাপরাধের প্রথমাপরাধ। নিন্দাশব্দ-দ্বারা দ্বেষ এবং দ্রোহও উপলক্ষিত হইয়া থাকে। দৈবাৎ এই অপরাধ ঘটিলে 'হায়, আমি কি পাষণ্ড, সাধুর সম্বন্ধে অপরাধ করিলাম'—এই প্রকার অনুতাপ করিয়া সেই ব্যক্তি 'অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নিতেই শান্তি লাভ করে' এই ন্যায়ানুসারে 'আমি যাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি, তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব' এই প্রকার খেদ করিতে করিতে উক্ত সাধুর প্রতি প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদির দ্বারা ঐ অপরাধের ক্ষয় করিবেন। যদি কেহ কখনও কাহাকেও এইরূপে প্রসন্ন করিতে না পারেন, তবে যতদিন পর্য্যন্ত, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবেন। অপরাধের অতিশয় গুরুত্ব-প্রযুক্ত কোনরূপে ক্রোধের নিবৃত্তি না হইলে, 'আমি ভক্তাপরাধী, নরকে পতিত হইব, আমাকে ধিক্' এই প্রকার নির্ব্বেদ-সহকারে সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে নাম-সংকীর্ত্তনে রত হইবেন। "ঐ নাম-সংকীর্ত্তন মহাশক্তিমান; অবশ্যই কালে ঐ অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু, বারংবার পাদপতনাদির দ্বারা নিজের লাঘব-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি ? নামাপরাধীর নামেই অপরাধ-ক্ষয় হয়; অতএব পরমোপায় নামকেই আশ্রয় করি, সাধুর নিকট নীচতা স্বীকার করিব কেন ?"—যিনি এই প্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহার পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ নামাপরাধই ঘটে। আবার কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত গুণ-সকল যাঁহার আছে, তিনিই সাধু, তাঁহার নিকট অপরাধ করিলেই অপরাধ হয়, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিত শঠবুদ্ধি জগদ্বঞ্চক জ্ঞাতা" ইত্যাদি তৎ-প্রকরণস্থ বচনানুসারে তাদৃশ দুরাচার-প্রভৃতি ব্যক্তিদিগেরও ভগবদ্ভক্তত্ব থাকিলে কৈমুতিকন্যায়ে সাধুত্ব সূচিত হয়। আবার যদি কোন মহাভাগবত, কেহ অতিশয় অপরাধ করিলেও তৎপ্রতি কোপ না করেন, তথাপি অপরাধী ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন। যেহেতু "সেবং মহাপুরুষ-"ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয়

যাওয়া হইতে 'সাধুগণ স্বয়ং দুর্জ্জনকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেও তাঁহাদিগের চরণ-রেণুসমূহ ঐ অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধোচিত ফল প্রদান করেন', এইরূপ অবগত হওয়া যায়। আবার মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠগণের আশয় অতীব দুর্জ্ঞেয়; কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা কোন কোন স্থলে অপরাধীর প্রতিও কৃপাদৃষ্টি করিতে সমর্থ হন, যেহেতু তাঁহাদের চরিত সর্ব্বথাই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাঁহাদের প্রতি সম্মান বা অসম্মান-প্রভৃতি কোন ব্যবহার কখনও পর্য্যাপ্ত হয় না। যেমন, রাজা রহূগণ শিবিকা বাহন করাইলে এবং কটূক্তি বর্ষণ করিলেও জড়-ভরত উক্ত রাজার প্রতি কৃপাই করিয়াছিলেন, যেমন চেদিরাজ উপরিচর বসু পাষণ্ড-মতাবলম্বী ও নিজের হিংসার্থ সমাগত দৈত্যদিগের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, যেমন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বীয় ললাটে আঘাত-দাতা রুধির-পাতকারী মহাপাপী মাধাইর প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। এইরূপই 'ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা' প্রভৃতি স্থলেও জানিতে হইবে।

যাঁহাদের হৃদয়ে কোনরূপ অপরাধ নাই, অথবা যাঁহারা সুকৃতিবন্ত তাঁহারাই পরতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবার আরম্ভ-মাত্র হইতেই শ্রীভগবানে উন্মুখ হন। তাঁহাদের পরতত্ত্বের প্রতি ঐরূপ উন্মুখতা ও তাঁহার অনুভব বা সাক্ষাৎকার সমকালেই হইয়া থাকে। তাঁহাদেরই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিটী সম্পূর্ণ সার্থকতামণ্ডিত হয়,—

"কিংবাপরৈর্নীশ্বরঃ, সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে-
হত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।"

(শ্রীভা: ১।১।২)

সাধনান্তর ও অন্য-শাস্ত্রের শ্রবণাদির আর প্রয়োজন কি? সদ্যঃ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সমকালেই পরমেশ্বর সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। এই স্থানে 'সদ্যঃ' শব্দের দ্বারা যাঁহারা মহতের কৃপাদৃষ্টি-বিশেষ লাভ করেন, তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম-শ্রবণের স্বাভাবিক পিপাসা হয়, শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়। 'কৃতিভিঃ' শব্দের দ্বারা জন্মান্তরীয় অথবা বর্ত্তমান জন্মে প্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ও মহতের কৃপাতিশয়-লব্ধ সুকৃতিশালী জীবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। 'অবরুধ্যতে' পদের দ্বারা ভগবদনুভব বা ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ প্রয়োজনের কথা উক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা শ্রীভগবল্লীলা-রসের রসিক, সেইরূপ ভক্তগণ যখনই শ্রীভগবানের লীলা-কথা শ্রবণ করেন, তখনই যেমন তাঁহাদের হৃদয়ে রসাস্বাদনের অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যবন্ত জীবগণও সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ-শ্রবণমাত্রই ভগবৎ-সেবারসে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ-প্রভৃতি ভক্তগণের সম্বন্ধে ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ-শ্রবণমাত্রই সেবা-রসাস্বাদনের অভিনবত্বে অতিরিক্ত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, শ্রীপ্রহ্লাদ এইরূপ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পদ্মারুণারুণ-বরূথপ্রতি-দেহিনাং স্যাৎ॥
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং জ্ঞানং বিজ্ঞান-সংযুতম্।
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদেব-দর্শনাৎ॥

(শ্রীভা: ৭।৬।২৭-২৮)

নরসখ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ এই দুর্লভ অমল-জ্ঞান পূর্ব্বকালে শ্রীনারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবদতিরিক্ত-কামনা-রহিত এবং ভগবৎ-পদারবিন্দ-রজে আপ্লুত হন, সেই সকল দেহিগণের এই নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হয়; কেবল যে উত্তম ব্যক্তিগণেরই হইবে, এরূপ নিয়ম নহে।

পূর্ব্বকালে আমি শ্রীনারদ-ঋষির নিকট হইতে বিজ্ঞান-সংযুত অর্থাৎ অনুভব-পর্য্যন্ত হিংসাদি-রহিত ভগবৎ-প্রীতিকর শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলাম।

যাহারা সেইরূপ সৌভাগ্যবন্ত নহে অর্থাৎ যাহাদের জন্মান্তরে প্রাপ্ত সংস্কার বা মহতের কৃপাদৃষ্টি-লাভের সৌভাগ্য হয় নাই, সেইরূপ অন্য ব্যক্তিগণের শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ-মাত্র ভগবৎ-সান্মুখ্য ও ভগবদনুভবের উপযোগিতা বীজাকারে থাকিলেও অর্থাৎ অনুরোৎপাদনে সামর্থ্যযুক্ত হইলেও হৃদয়ে কামাদি দোষ থাকায় অথবা কাল, কর্ম্ম, গুণাদি-দোষে তাহাদের শ্রবণের সমকালেই সান্মুখ্য ও ভগবদনুভবের উদয় হয় না, তাহা প্রতিহত হইয়া থাকে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ লোকশিক্ষাকল্পে আসুরৈস্বভাবে আমাদিগকে এই সত্যটী জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

নৈষ্ঠমনন্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টধনাসু তীব্রম্।
কামাতুরাঃ হর-শোক-ভয়ৈষণার্ত
স্তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ ॥
(শ্রীভাঃ ৭।৯।৩৯)

হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার এই পাপদুষ্ট, বহির্মুখ, দুষ্টধন, কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও ধনাদি-ভাবনার দ্বারা নিপীড়িত মন আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং, অতিশয় কৃপণ আমি কি প্রকারে আপনার তত্ত্ব-বিচার করিব ?

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবানের 'বীর্য্য-গায়ন-মহামৃত-মগ্নচিত্ত'। তিনি আত্মবৈভবজ্ঞেই এই সকল কথার দ্বারা পাপদুষ্ট বহির্মুখ ব্যক্তিগণের কামাতুর চিত্ত যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও তাহাতে আকৃষ্ট হয় না, তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে'ও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয় পাপ-রাশির দ্বারা মলিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়া বুদ্ধি এবং সদ্গুরুতেও সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না। বহু জন্মের রাশি রাশি সুকৃতির মহৎ-ফল-স্বরূপ ভগবৎপ্রেম বা ভগবদ্ভক্তাদি সৎসঙ্গ-জনিত শাস্ত্র-শ্রবণ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

নিখিল শাস্ত্র যত উপদেশ করিয়াছেন, তাহার মুখ্য তাৎপর্য্য—পূর্ণ, সনাতন, পরমানন্দ-লক্ষণ পরতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করা ; কিন্তু কেবল-মাত্র পরমানন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিলেই যথেষ্ট হয় না। সেই পরমানন্দ-স্বরূপকে লাভ করিবার উপদেশ প্রদান করাও কর্ত্তব্য। যেমন কোন সর্ব্বজ্ঞ কোন দরিদ্রকে তাহার পরলোকগত পিতার প্রচুর গুপ্তধন মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে, এই প্রকার উপদেশ করিলেই দরিদ্রের ভাগ্যে ধন-লাভ হয় না, সেই ধন কি উপায়ে পাওয়া যায়, সেই উপায়টীও জ্ঞাপন করা একান্ত প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে সেই ধন-লাভের ফলটীও বা কি, তাহাও জানান প্রয়োজন এবং যিনি প্রকৃত দয়াবান্, তিনি যেমন দরিদ্রকে পিতৃধনের সন্ধান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পাইবার উপায় ও তৎফলউপদেশ করেন, সেইরূপ পরম-কারুণিক শাস্ত্র পরতত্ত্বের সন্ধানটী প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপ্তির উপায় ও তাহার প্রাপ্তির ফলরূপ প্রয়োজনের উপদেশ করিয়া থাকেন। সাম্মুখ্যই—অভিধেয়, যেহেতু পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখতার জন্যই জীবের অনন্ত সংসার-দুঃখ ঘটিয়াছে। অতএব ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতীত মায়াকৃত স্বরূপ-আবরণ-জনিত সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির অন্য কোনই উপায় নাই। ভগবদনুভব অর্থাৎ জীবাত্মার পরতত্ত্বের অনুভূতি অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে পরতত্ত্বের দর্শনলাভই জীবের সমস্ত সাধনের ফল। সেইরূপ, সাক্ষাৎকার-লাভ হইলে আনুষঙ্গিক-ভাবে আপনা হইতেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবৃত্তি হয়।

প্রঃ—এই অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব দুইটী কি আগন্তুক ব্যাপার-বিশেষ, অথবা ইহারা নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব ?

উঃ—এই দুইটী তত্ত্বই 'নিত্যসিদ্ধ'-তত্ত্ব। ইহারা নিত্য-সিদ্ধ-তত্ত্ব না হইলে 'সাম্মুখ্য' ও 'অনুভব'—এই দুইটীর মধ্যে 'অনুভব' দোষ উপস্থিত হয়। যাহার জন্ম বা উৎপত্তি আছে, তাহার মৃত্যু বা বিনাশ নিশ্চিত ; সুতরাং সাধন ও সিদ্ধি আগমাপায়ী বা নশ্বর ব্যাপার হইয়া পড়ে। যেমন, স্বপ্নে স্বর্ণ রাখিয়াও ভ্রমবশতঃ অনেক সময় অন্যত্র স্বর্ণ অনুসন্ধান করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশে সেই ভ্রমটীর নিবৃত্তি হইলে স্বর্ণখণ্ড স্বস্থলেই আবিষ্কৃত হয়, এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। দেহাদিতে অভিনিবেশ-জনিত যে ভ্রম, তাহাতে আত্ম-মঙ্গলের প্রতি যে শৈথিল্য, তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্যই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন। অতএব শাস্ত্র এই ভাবে পরতত্ত্ব-বিমুখ জীবগণের প্রতি অনাদি-সিদ্ধ পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের সংসর্গা-ভাবস্বরূপ ভগবদ্বৈমুখ্য-মূলক ক্লেশের হেতুটী বলিতে বলিতে সেই বহির্মুখতা-ব্যাধির নিদানরূপ 'বিপরীত-চিকিৎসা' অর্থাৎ ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কথা উপদেশ করিতেছেন।

প্রঃ—বিমুখতা-ব্যাধির নিদান-চিকিৎসার বিপরীত চিকিৎসা-প্রণালীটী কি ?

উঃ—সদ্বৈদ্য যেরূপ নিদান অর্থাৎ রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন, সেইরূপ সাধু-শাস্ত্রও বৈমুখ্য-ব্যাধির নিদান-বিচারে, বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় ভগবদ্বৈমুখ্যের বিপরীত ভগবৎসাম্মুখ্যই উপদেশ করিয়াছেন। যেমন, গুরুভোজনের দ্বারা উদরাময় হইলে তদ্বিপরীত উপবাসের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ বৈমুখ্য-ব্যাধির চিকিৎসা—সাম্মুখ্য। জীব পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখ হইয়াছে, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মী পরতত্ত্ব-বস্তুর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, সেই পরতত্ত্ব-সূর্য্যকে

দর্শন করিতে হইলে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। এই মুখ-ফিরান কার্য্যটীই অভিধেয়, কৃতা বা সাধনভক্তি। ইহাকেই সামুখ্য বা 'উপাসনা' বলে। উপ (সমীপে)—আস্ (অবস্থান করা) + অনট্ + (স্ত্রিয়াম্)। আপ্ = উপাসনা। মুখ ফিরাইলেই বস্তুকে অন্তরে বাহিরে দেখা যায়। এই দর্শনই সাক্ষাৎকার বা অনুভব, ইহারই নাম 'প্রয়োজন'। কেবল ব্যাধি হইতে আরোগ্য-লাভই প্রয়োজনীয় নহে। ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত নির্ব্বাধ-ভাবে বিষয়-বিলাসই মুখ্য প্রয়োজন। কেবল ঋণ-মোচন নহে, ঋণ-মুক্তির পর যথেষ্ট অর্থ, সম্পত্তি-প্রভৃতি লাভ করিয়া সুখ-ভোগই প্রয়োজন। অতএব অর্থ-প্রবৃত্তিই প্রয়োজন, অনর্থ-নিবৃত্তি অর্থ-প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক ভাবেই সাধিত হইবে।

প্রঃ—কি-ভাবে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব পরতত্ত্বের দিকে উন্মুখ বা উপাসনারত হইতে পারে?

উঃ—ইহার উত্তর শ্রীকবি যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীশ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু ইহার পদ্যানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।১১৭-১৮, ১২০)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া দৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী মুক্তি দৈতে মায়ামুক্তি হয়॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, তত্ত্বজ্ঞান মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৪।১০১, ১০৪)

শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-বিমুখের শ্রীভগবন্মায়ার দ্বারা স্বরূপের অস্ফূর্ত্তিরূপ অস্মৃতি এবং তাহা হইতে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। তাহা হইতে দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিতে অভিনিবেশ; ঐরূপ অভিনিবেশ হইতে ভয়ের উদয় হয়। তত্ত্ব 'বিপর্য্যয়' ও 'অস্মৃতি'—এই দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন মায়া হইতে ভয়ের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অশোক, অভয় ও অমৃত হইতে ইচ্ছা করিলে মায়া যাঁহার শাসনকর্ত্রী, সেই মায়াধীশ শ্রীভগবান্‌কে গুরুদেবতাত্মা হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ প্রভু ও নিয়ামক এবং আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরূপে বরণ করিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভজন করিবেন।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।২৫)

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কেবল অনুগ্রহ-নিগ্রহৈক-সমর্থ প্রভু-মাত্র বোধ নহে, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব বলিয়া অনুভব করা চাই। কারণ, যেখানে প্রীতি, সেখানেই স্মৃতির উদয় স্বাভাবিক। প্রীতি না হইলে কেবল-মাত্র শাসনের ভয়ে বিস্মৃতি ও বিক্ষেপ দূর হইতে পারে না।

প্রঃ—মায়া বিমুখ জীবকে সংসারে বন্ধন করিয়া ক্লেশ প্রদান করে, সুতরাং মায়াকে ভজন বা স্তব-স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করা কি অধিক প্রয়োজনীয় নহে?

উঃ—লৌকিক রীতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-বিদ্যার দ্বারা কোনও কুহক সৃষ্টি করে, তখন অনেক পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিও মুগ্ধ হইয়া যান, কিন্তু যদি তাঁহারা সেই ঐন্দ্রজালিকের শরণাগত হন এবং একমাত্র তিনিই যদি সেই রহস্য উদ্ঘাটন বা মায়া অপসারণ করেন, তবে সাধারণ ব্যক্তিগণও ইন্দ্রজাল-বিদ্যার গুপ্ত-রহস্য অবধারণ করিতে পারেন। সেইরূপ ত্রিগুণময়ী ভগবন্মায়ার কুহক বুঝিতে হইলেও মায়াধীশের শরণাগত হইতে হইবে; মায়ার শরণাগত হইলে মায়াতেই অধিকতর আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে হইবে। এইজন্যই শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(শ্রীগীঃ ৭।১৪)

শ্রীল-স্বামি-টীকা,—"কে তহি তাং জানন্তি ? ইত্যত আহ—দৈবীমিতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্যঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদি-গুণবৈকারিকাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতৎ, তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি, তত্তো মাং জানন্তীতি ভাবঃ।"

আমারই শক্তি এই দৈবী, গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমা। তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

ইহারে (মায়ারে) করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজ

অবধূতবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী-মহারাজ গত ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর, মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে ভাগলপুর 'মাদারগঞ্জ' ঘাটে পদার্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে বংশীবটের নিম্নে বৃক্ষমূলে তাঁহার ভাবসেবায় শ্রীবিগ্রহগণ-সহ কৃপাপূর্ব্বক অদ্যাবধি অবস্থান করিতেছেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ জনৈক ব্যক্তিকে ভাগলপুর হইতে গোদাবরী ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে কতদিন লাগিবে এবং পথে কি কি প্রসিদ্ধ স্থান আছে, জিজ্ঞাসা করেন। সেদিন ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ সম্মান করিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি ১টা হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে চতুর্দ্দিকে অনেক তালগাছ দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে থাকেন,—'তালবন, খেজুরবন দেখ। ভাগলপুরে কতক দিন থাক।' অতঃপর 'তালবন, খেজুরবন, বৃন্দাবনে মধুবন'—এইরূপ একটী গীতি গান করেন।

১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর, শনিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপরাহ্ণকালে বলেন,—"অট্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে। নির্ভয় যেখানে, সেইখানেই ভয়। নির্ভয় হওয়াই কঠিন। 'দিব না, দিব না অন্য কোন ভার। আমি চাই না ভক্ত-অলঙ্কার।', 'একবার দর্শন পেয়েছিলাম গর্ভ-মাঝারে। এখন আর তোমারে খুঁজিয়া পাই না হৃদি।' হরি, আর কবে দর্শন পাইব ?"

১২ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রত্যূষে বলিতে থাকেন,—"অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গের ভিতরের কাজ, বহিরঙ্গের বাহিরের কাজ। যে যে-ভাবে, তাহার নিকট সেই ভাব আছে। যশোদার কাছে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য পর্য্যন্ত। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় ? ষোড়শ-সহস্র গোপী কোথায় ? দধি-মাখন এখন কে করে ?" সম্মুখে কতকগুলি বন্ধু দেখিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে গাহিলেন,—"ভাণ্ডীরবনে বংশীবটের তলে কে বাজায় বাঁশরী ?"

১৩ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ণে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"কোথায় যাইব ? কোন পথ পাইতেছি না। যেখানে যাইব, সেখানে গিয়াই ত' বসিয়া থাকিব। এই সেবার কাজ করে কে ? সংসার করিয়াছ ! শ্রীনরোত্তম ঠাকুর সংসার করিয়াছিলেন—হর সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন।"

১৮ই অগ্রহায়ণ, ৮ঠা ডিসেম্বর, শনিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"মালিনীপুর পাণ্ডবর্জ্জিত দেশ। লোকের স্বভাব ভাল নয়; যাহা তাহা খায়; হরিনাম নাই। আমার স্থান নাই; পাণ্ডবদের মত অজ্ঞাত বনবাসে আছি। 'ভক্তের মুখে কার দ্বিতীয় ভোজন।'—এখন ভক্তই বা কোথায়, আর ভোজনই বা কোথায় ?"

২০শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর, সোমবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"জন্মিয়াই যাদব, তাহাকে টানলে টানলে কি হইবে ? মায়া খুব ধরিয়াছে। 'পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।' 'বহিরা মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, ও পদে স্মরণ গেল দূরে।' 'সাধু-কৃপা বিনা আর না দেখি উপায়।' এই সাধু কে ?"

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, বুধবার, প্রাতঃকাল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-স্মৃতিতে বলিতে লাগিলেন,—"নবদ্বীপের গঙ্গাও ওদিকে যায়, এখানের গঙ্গাও ওদিকে যায়। সম্মুখে চড়া দেখা যায়,—মায়াপুরের চড়া যেমন নবদ্বীপ হইতে দেখা যাইত, সেইরূপ।"

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"অবিশ্বাসী জনের সঙ্গে বাস করিবে না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—'অসাক্ষাতে কার্য্য নাশ করে যেই জন। সাক্ষাতে করে মিষ্ট মধুর বচন। বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ, মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জ্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর॥' কি সঙ্গ করিতেছ? 'পড়িনু অসৎ-ভোলে।' কি যাদু। কি করিয়া ছাড়া যায়? 'না দেখি তারণ-লেশ'—তারণের লেশ দেখিতেছি না। 'যত দেখি, তত ক্লেশ'—ক্লেশ বাড়িতেই আছে। 'অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে।' এখন কাঁদিতে পারে না। পথ দেখিতেছি না। শমন আসিলে কি জবাব দিব? মুখের কথা শুনিবে না।"

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"এই দেশে হরিনাম নাই, এখন এই দেশে আসিয়াছি। এখন যে কোথায় যাইব, জানি না। 'রিপুবশ ইন্দ্রিয় হইল·····' রিপুর বশ ইন্দ্রিয় হইল, এখন উপায় কি?"

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। প্রত্যূষে ডাব খুলিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"একটার পর আর একটা। তিন দিন হইয়াছে, আরও কয়দিন যায় দেখি। 'কৃষ্ণ-শরীরে না হয় কৃষ্ণভজন। যথা ভোগ, তথা থাকে মন॥' 'ঘণ্টাদ্বয়ও ভজন, চারি দণ্ড বিশ্রাম, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ-দর্শন।' 'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণদর্শন হয়॥' সাধুসঙ্গ ত' হইতেছে, কৃষ্ণদর্শন কোথায়? 'গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, শুনিতে শুনিনু মিলা।' 'গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥' শরীরে পুলক হয়, না নয়নে নীর বয়? কোন্‌টা হয়?—কোনটাই না। কেবল গাহিয়া? গাহিতে ত' আছেই। 'পুণ্য সে হরের নাম, তা'র না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই পরিহরি।' মন ত' সুখ চায়।"

একদিন কয়েকজন মাড়োয়ারী আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজকে 'যুদ্ধ কতদিন চলিবে?'—এই সম্বন্ধে বহুভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"এই সমস্ত আমি কিছুই জানি না।" বিষয়-ধুরন্ধর মাড়োয়ারিগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল না, দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

ভাগলপুরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কখনও চতুষ্পার্শ্বে তালবন, খেজুরবন ও তাণ্ডীর-বন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে কখনও শ্রীযমুনার স্রোত, গঙ্গার চড়া প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মৃতিতে কখনও হাস্য, কখনও রোদন করিতে করিতে স্বানুভবানন্দে নিমগ্ন আছেন। এই অবধূতবর মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠের প্রত্যেকটী ক্রিয়াকলাপ অদ্ভুত ও অলৌকিক। এখানে কয়েকদিন তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সর্দ্দিকাশিতে আক্রান্ত হইবার লীলা করেন। এই সময়ে তাঁহার মানবব্যবহার অতীত, বিপরীত, বিসদৃশ ব্যবহার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সর্দ্দিকাশি হইলে কোথায় লোকে ঠাণ্ডা হইতে দূরে থাকে, কিন্তু তিনি ঠাণ্ডাকে তখন অধিকভাবে আদর করিতেছেন! এই সময় তিনি ঘাস ও টক্ গ্রহণ করিতেছেন, ভোরবেলায় বাটীর কলসীর হিমবৎ ঠাণ্ডাজল শ্রীগঙ্গা-যমুনার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীমস্তকে দিতেছেন এবং এই ভীষণ শীতকালেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত-গাত্রে অবস্থান করিতেছেন।

১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রত্যূষেই শীতের মধ্যে খেচরান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছিলেন। প্রতি-বৎসরেই তিনি পৌষ মাসে প্রত্যহ সকালে এইরূপ খেচরান্ন ভোগ দেন।

পরদিন তিনি বলেন,—"নবদ্বীপে ভিক্ষা করিতাম। পরের ভাত খাওয়া ভাল, পরের ঘরের তলে থাকা ভাল নহে।"

৩রা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার। শ্রীল বাবাজী বলেন,—"বেশ, নির্জ্জনে আছি। জৈষ্ঠ মাসে 'শ্রীরাধা-কেলী'র মেলা। তখন সেখানে গিয়া খুব আনন্দ হইবে। এই ছয়-মাস এইখানেই থাকিতে হইবে। (শ্রীনবদ্বীপের স্মৃতিতে—) এইখানেও নবদ্বীপের নকল— সম্মুখে ঐ শ্রীমায়াপুরের চর এবং ঐপারে স্বরূপগঞ্জ। শ্রীগঙ্গা ও

নবদ্বীপের ন্যায় দক্ষিণদিকে যায়। (আমার শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে—) তালবন, খেজুর-বন, তাণ্ডীরবন, বাঁশবন ও বংশীবটের নীচে বেশ আছি।"

১৯ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর, শনিবার। দরজা খুলিলে কতকগুলি আড়োয়ারী স্ত্রীলোক দু'একটী পয়সা দিয়া দর্শন করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন, —"আমি দু'দের ভালবাসি, চোখের দেখা দেখে' আসি। এইত' আসিয়া দেখিয়া গেল, এইত' ভালবাসা, দু'একটী পয়সা দিয়া গেল!"

পরদিন প্রাতে একজন সেবককে তাঁহার সম্মুখস্থ ছোট ছোট খেজুর গাছের গোড়া পরিষ্কার ও তাহাতে জল দিতে আদেশ করেন এবং উহার ডাল কাটিতে নিষেধ করেন। অতঃপর বলেন,—"সে সবদ্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র।" "ভক্তের মুখে কৃষ্ণ দ্বিতীয় ভোজন।" "দ্বিতীয় ভোজন কিভাবে করিবে? ভক্ত কোথায় পাইবে? মাধুকরী ভিক্ষা যে বলে, মাধুকরী ভিক্ষা কে দিবে ও কে করিবে? মাধুকরী ভিক্ষা দিয়া কি ফল চায়? ভিক্ষা ত' দিতেছে। মাধুকরী কি করিয়া করিবে? আমাকে ত' বসাইয়া রাখিয়াছে।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে সেবক-গণকে বলেন,—"হরিনাম করিবে।"

১২ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। সেবকগণ নিকটে গিয়া বসিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবনামধারী তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্গীদের নাম করিয়া তাহাদের বিবিধ অবৈধ কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি ঐরকম অসৎ সঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের সঙ্গে মিশেন নাই, তাঁহার ভজন তিনি খুব চুপিচুপি করিয়াছেন।

পরদিন তিনি বলেন—"আপন ভকত-সঙ্গে, প্রেম-কথা রঙ্গ-রঙ্গে'। ভজনই নাই, প্রেমকথা কি করিয়া হইবে?"

১৪ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,— "পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?' গৌর ভজ্‌লে নিতাই পা'বে, নিতাই ভজ্‌লে গৌর পা'বে।' 'সর্প দুষ্ট, খল দুষ্ট, দুষ্ট দুইজন। খলের বশ করিতে নাহি কোন ক্রম॥"

১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী, শনিবার। বিকালে তাঁবু খোলা হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"ত্রিপুরদল ইস্ত্রির হৈল, গোরাপদ পাসরিল.....।' গোরাপদ পাসরিলে কি হয়, দেখা যাউক্। 'সে সবদ্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র'; জন্মই তাহার বৃথা, তবে আর ভাল হইবে, কোথা হইতে? 'গঙ্গার পরশে হয়, পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কয়—এই তোমার গুণ॥' গঙ্গার মধ্য দিয়া ত' আসিয়াছ? পাবন হইয়াছ কি? দর্শনে পবিত্র করে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'জীয়ন্তে মরণ ভেল।' আর, থাকিয়া কি করিবে? আমার পাপের বোঝা দেখিয়া গৌরও চলিয়া গিয়াছে। 'অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ।' অসৎসঙ্গ ছাড়লে ত' লইবে। তোমাকে না ডাকিলে, স্বয়ংই আসিবার কথা আছে। একা আসিতে না পার, নিতাইকে লইয়া আসিও। তাহাও না পারিলে ভক্তগণকে লইয়া আসিও। গোপনে আসিলে একবার হৃদয়ে আসিও। একবার আসিও, দেখি।" এই বলিয়া তিনি 'গৌরচন্দ্র, গৌরহরি, একবার এসো হে!' —এই গান করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধব-মাস

শ্রীবিষ্ণুর তোষণই নিখিল মানবগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রীভগবত্তোষণোপদেশপর সচ্ছাস্ত্রসমূহ ও মহাজনগণ সকলকেই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে সেই শ্রীহরির সেবনের কথাই উপদেশ করিয়াছেন। দ্বাদশ মাসের মধ্যে শ্রীমাধব-মাস বা মাঘ-মাসে স্নান ও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন-বিষয়ক বৈশিষ্ট্যের কথা 'শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ', 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'শ্রীপদ্মপুরাণ' প্রভৃতি শ্রীভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' মাঘ-স্নানের প্রয়োজনীয়তার কথা এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃণামত্যধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ক্রুবতা যতঃ॥

শাস্ত্রে মানবমাত্রেরই যেরূপ ভক্তি-যজনে অধিকার আছে,

বলিয়া শুনা যায়, সেইরূপ সকলেরই মাঘস্নানের অধিকার আছে।

'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' অর্চন-প্রসঙ্গে মাঘস্নান শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী-ব্রত প্রভৃতির ন্যায় শ্রীবিষ্ণুতোষণরূপ অর্চনাঙ্গস্বরূপ বলিয়া জানা যায়,—"তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রতৈকাদশী-মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্"—(২১১ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত, শ্রীএকাদশী, শ্রীমাঘস্নান প্রভৃতি অর্চনাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে।

"প্রার্থিতো মাঘমাসস্ত বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক॥
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ।
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২য় ভাঃ, ১৪ বিঃ ধৃত 'শ্রীগারুড়'-বচন)
সর্ব্বপাপবিনাশায় কৃষ্ণসন্তোষণায় চ।
মাঘস্নানং সদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ॥"
(শ্রীস্কান্দে)

শ্রীগরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,— হে সুরনায়ক ইন্দ্র! দুর্লভ মাঘমাস বৈষ্ণব, দেবগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ বিশেষতঃ শ্রীমাধবের অতি প্রিয়। শ্রীস্কান্দেও উক্ত হইয়াছে,—হে শ্রীনারদ! সমস্তপাপ-বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত প্রতিবর্ষে নিত্যই মাঘস্নান কর্ত্তব্য।

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস'-ধৃত 'স্কন্দপুরাণ'-বাক্যে শ্রীবিষ্ণুব্রত-সমূহের মধ্যে মাঘস্নানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদানাং যথাদৌ পরিগীয়তে।
তথা বিষ্ণুব্রতানান্তু মাঘস্নানং মহামুনে॥
(ঐ, ২য় ভাঃ, ১৪।২৭)

যেরূপ সমস্ত বেদপাঠের পূর্ব্বে প্রণবের উচ্চারণ করিতে হয়, সেরূপ বিষ্ণুব্রতসমূহের মধ্যে মাঘস্নানও অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রয়াগে শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে মাঘস্নান যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণে বলেন,—

কোটিব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে তু যানি তীর্থানি বৈষ্ণবে।
আয়ান্তি তানি তীর্থানি প্রয়াগং প্রতি মাঘকে॥
গঙ্গায়া যমুনায়াশ্চ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমম্।
প্রশংসন্তি সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে স্নানং যে তত্র কুর্ব্বতে।
তেষামাগমনং নাস্তি বিষ্ণুলোকাৎ কদাচন॥
মাঘে মাসি প্রয়াগে তু গঙ্গাতোয়ৈকবিন্দুভিঃ।
নিষ্কল্মষফলমাপ্নোতি সত্যমেতন্ময়োচ্যতে॥
যাবদ্দিনং মাঘমাসে তত্র তিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
তাবৎ কল্পশতং বিপ্র মোদন্তে বিষ্ণুনা সহ॥
(শ্রীপদ্মপুরাণ, ৩য় অধ্যায়, 'ক্রিয়াযোগসার')

শ্রীজৈমিনির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল ব্যাসদেবের উক্তি এইরূপ— হে জৈমিনে! কোটিব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে-সকল তীর্থ আছেন, প্রতি মাঘ-মাসে তাঁহারা শ্রীপ্রয়াগে আসিয়া মিলিত হন। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবাদি সুরগণ শ্রীগঙ্গা শ্রীযমুনা ও শ্রীসরস্বতীর সঙ্গম-স্থান শ্রীপ্রয়াগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। মাঘ-মাসে সূর্য্য মকর-রাশিতে অবস্থান করিতে থাকিলে যাঁহারা এই শ্রীপ্রয়াগে মাঘস্নান করেন, তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণুলোক হইতে কখনও পুনরাগমন হয় না। মাঘ-মাসে শ্রীপ্রয়াগে শ্রীগঙ্গাবারিকণা-দ্বারা সিক্ত হইলেও মাঘস্নানের ফল-লাভ হয় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। হে বিপ্র! এই মাঘ-মাসে যে-সকল মানব যতদিন শ্রীপ্রয়াগে বাস করেন, তাঁহাদের তত শত কল্প শ্রীবিষ্ণুর সহিত শ্রীবিষ্ণুলোকে বাস হয়।

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে' মাঘস্নানাদি শ্রীবিষ্ণুব্রত বা তদ্ভানুষ্ঠানাচরণে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-প্রাপ্তি এবং তাহা পালন না করিলে মানবজীবন-ধারণ নিরর্থক—এইরূপ কথা বর্ণিত আছে,—

মাঘস্নানং নরঃ কৃত্বা সদা ধারণয়া ব্রতী।
প্রাপ্নোতি চ পদং বিষ্ণোঃ স্থানং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্॥
কিং রক্ষিতেন দেহেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অক্রবেণ সুজীর্ণেন মাঘস্নানং বিনা ভবেৎ॥
অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসশোণিতলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥
জরালোকবিপদ্ব্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ সর্ব্বদোষময়াশ্রয়ম্॥
পরোপতাপ-পাপার্ত্তিপরস্ত্রোদরপোষকম্।
লোলুপং পিশুনং ক্রূরং কৃতঘ্নং ক্ষণিকং তথা॥

দুষ্প্রদং দুর্ভগৈরং দুঃখত্রয়বিমূর্ছিতম্।
অশুচিস্রাবি সঞ্চিন্ত্যং তাপত্রয়বিযোজিতম্॥
নিরর্থতোদ্যমপরং তৃষ্ণাপাশসমাকুলম্।
কামক্রোধমহাগ্রাহ-নরকদ্বারসংস্থিতম্॥
কৃমিবর্চ্চস্ক-ভস্মাদি পরিণামে শুনাং হবিঃ।
ইদৃক্ শরীরকং ব্যর্থং মাঘস্নানবিবর্জ্জিতম্॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২য় ভাঃ, ১৪।২৮, ৪৩-৪৫)

শ্রীহরির দেবনস্ত্রতপর হইয়া সংযতচিত্তে যিনি নিত্য মাঘস্নান করেন, তিনি ত্রিভুবন-পূজ্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম ও শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করেন। যিনি মাঘস্নান করেন না, তাঁহার সুপুষ্ট, বলবান, অনিন্দ্য, সহজেই জীর্ণ হইবার যোগ্য, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কি ফল? যে দেহ অস্থি-স্নায়ুযুক্ত, স্নায়ুসমূহদ্বারা বদ্ধ, মাংস-শোণিতলিপ্ত, চর্ম্মাবৃত, দুর্গন্ধ মল-মূত্রে পরিপূর্ণ, জরা, শোক ও বিপৎসমূহ-দ্বারা অভিভূত, ব্যাধিমন্দির-স্বরূপ, আতুর, রজোগুণযুক্ত, নশ্বর, সর্ব্বদোষাকর, পরের সন্তাপ, পাপ, পরপীড়ন, পরদ্রোহ, পরহিংসার কারণ—লোলুপ, খল, ক্রূর, কৃতঘ্ন, ক্ষণস্থায়ী, দুষ্পূরণীয়, দুঃখে ধারণীয়, দুষ্ট, পিত্তাদি-দোষত্রয়যুক্ত, অশুচিস্রাবী, সঞ্চিন্ত্য, তাপ-ত্রয়বিমূর্ছমান, স্বভাবতঃ অধর্ম্মরত, শত শত অন্যাভিলাষ-সমাকুল, কাম, ক্রোধ, লোভাদি নরকদ্বারস্বরূপ, চরমে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবার যোগ্য, কুক্কুরের ভক্ষ্যস্বরূপ—সেই শরীর-ধারণ মাঘস্নান ব্যতীত নিরর্থক।

'শ্রীপদ্মপুরাণে' মাঘস্নানানন্তর শ্রীবিষ্ণুর পূজা, প্রদক্ষিণ, তৎকথা-শ্রবণাদি নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মাঘমাসে শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তির সহিত অর্চ্চন করিলে মানব ভববন্ধনকারিণী ভক্তি লাভ করিতে পারেন।

মাঘে মাসি সমায়াতে সর্ব্বমাসোত্তমে শুভে।
যঃ পূজয়েজ্জগন্নাথং তস্য পুণ্যং নিবোধত।
একাহমপি যো মাঘে বিষ্ণবে বৈত্তসান্বিতে।
সপূপং পায়সং দদ্যাৎ তস্য দুর্লভো হরিঃ॥
ভক্ত্যা যঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং মাঘমাত্রমপি দ্বিজ।
স লভেৎ পরমং ধাম যতো ভক্তিবশো হরিঃ॥
অসারমেতদ্ভুবনং সমস্তং, সারং হরেঃ পূজনমেব বিপ্র।
তস্মাদ্বুধো নিজমঙ্গলৈষী, ভক্ত্যা হরেঃ কুরুতনন্তমূর্ত্তিম্॥

(শ্রীপদ্ম পুঃ, ৬-৭ম অধ্যায় 'ক্রিয়াযোগসার')

সমস্ত-মাসমধ্যে শ্রেষ্ঠ শুভ মাঘমাস উপস্থিত হইলে যিনি শ্রীজগন্নাথের পূজা করেন, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। যিনি একদিনও মাঘমাসে বৈত্তসান্বিত শ্রীবিষ্ণুকে পিষ্টক-সহিত পায়স প্রদান করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিসংপ্রাপ্তি দুর্লভ হয় না। হে বিপ্র! যিনি একবার-মাত্র ভক্তির সহিত শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি পরমধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করেন, যেহেতু শ্রীহরি—ভক্তিবশ। এই ভুবনের সমস্ত বস্তুই অসার, একমাত্র শ্রীহরিপূজনই সার; এইজন্য নিজমঙ্গলকামী মানব ভক্তির সহিত অনন্তমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিরহ-মহোৎসব

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে আমাদের পরম-পরাৎপর শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীসূর্য্যকুণ্ডবাসী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদন-দাস গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-মহোৎসব শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনাদিমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীচৈতন্য-মঠে অনন্তশ্রীবিভূষিত নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব। তদস্তিক-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীসমাধি-মন্দিরে' উষঃকালে শ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলা-রাত্রিকালে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' হেন প্রভু

কোথা গেলা আচার্য্যঠাকুর!' এই কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীসমাধি-মন্দির' পরিক্রম করা হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীসমাধি-প্রাঙ্গণে বিরহ-ব্যঞ্জক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ'-পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হয়। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ, সমবেত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি এবং 'ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করা হয়।

অপরাহ্ণেও শ্রীসমাধি-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা আলোচিত হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকান্তে 'শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে' শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য-চরিত-প্রসঙ্গে তাঁহার অপার মহিমা ও অসমোর্দ্ধ-করুণার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-ভূমি ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজের নেতৃত্বে সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য শাখামঠেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব 'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী', 'শ্রীনরত্তমী-সংলাপ', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি হইতে তদীয় অযাচিতভাবে কৃপার কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সপ্তবর্ষপূর্ত্তি-বিরহবাসরে তমোমোহ-ভীষ্ট-পরিপূরক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনর্পিতচরী অহৈতুকী করুণার দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারই নির্দ্দেশে, তাঁহারই আজ্ঞাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহ-ভীষ্ট-সেবারূপ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণকার্য্য আরব্ধ হয়। অষ্টোত্তর-শত গুটিকায় এই 'শ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থ-গুচ্ছ' শ্রীগুরুবর্গের সম্পাদকতায় শুম্ভিত হইতেছেন।

গত ৮ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর, শুক্রবার শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ যাদব-গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব 'চাকদহে' তদীয় শ্রীপাটে অবস্থিত গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখামঠে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর-মহারাজ, শ্রীপাদ সজ্জনপ্রভু, ভক্তবান্ধব-প্রভু ও বিভিন্ন মঠ হইতে অন্যান্য সেবকগণ শ্রীপাটে গমন করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তগণ শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের শ্রীসমাধি-পরিক্রম করিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল জগদীশ-পণ্ডিতের 'শ্রীপাট বড়দা'র গমন করিয়া শ্রীল জগদীশ-পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও তৎসম্মুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত ভক্ত ও সজ্জন-মণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যাকালে শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের উদার মহিমার কথা এবং 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হয়।

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যান্য ভক্তিভক্তি-মঠসমূহেও শ্রীল মহেশ-পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীশ্রীরূপানুগ-বর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ **শ্রীশ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু** ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ **শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত-প্রভুর** তিরোভাবোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বৈষ্ণব-মহিমা-কীর্ত্তন ও আলোচনা-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীহরিকীর্ত্তন-সহকারে শ্রীমায়াপুর-পরিক্রম হয়। রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি-মহারাজ শ্রীশ্রীল-জীবপ্রভুর আবির্ভাবিত ষট্-সন্দর্ভের অন্যতম 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যামুখে শ্রীজীবপ্রভুর মহিমা ও জীবের প্রতি তাঁহার অযাচিতভাবে অপার কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রদ্ধালু জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য শাখামঠসমূহেও এই প্রভুদ্বয়ের বিরহোৎসব শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২০শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, বুধবার আচার্য্য **শ্রীরামানুজের** তিরোভাব ও গত ২২শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী, শুক্রবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজোৎসব গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্গত সকল মঠে

বৈষ্ণব-মহিমা ও গুণ-চরিত্রাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

আমেদাবাদে— গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও কৃপাশীর্ব্বাদে গৌড়ীয়-মিশনের কতিপয় সেবক বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গত কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর হইতে প্রায় একমাস যাবৎ আমেদাবাদ সহরের বহুস্থানে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা সজ্জনসাধারণের আহ্বানে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ 'প্রেমভাই হল', 'গীতামন্দির', এলিজব্রীজের 'ব্রাহ্মণ-মিত্রমণ্ডল সমিতি', নারণপুর 'মিঠেখাকড়াট-মন্দির' প্রভৃতি স্থানে বিরাট্ জনসভায় এবং মাণ্ডভিপোল ও সহরের বিভিন্নস্থানে শুশ্রূষু সজ্জন-বৃন্দের গৃহে গৃহে তাঁহাদের সহজবোধগম্য ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় জীবের একমাত্র বাস্তব, সহজ, পরধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরিকথা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের পরমোপকার সাধন করেন। এতদঞ্চলে পঞ্চোপাসক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার বিভ্রমও প্রচলিত থাকিলেও শুদ্ধভক্তির কথায় বড়ই তৃপ্তিবোধ হিল।

উড়িষ্যায়— পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর-মহারাজ কতিপয় সেবকসহ উড়িষ্যা-প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ, পুরাণ বারিপদা, গঞ্জাম জেলার গুণপুর প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে— লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা প্রভৃতি করিয়া সকলের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পাশ্চাত্য নববর্ষ

সামাজিকগণ নববর্ষকে নানাভাবে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন। সভ্যদেশ ও সমাজ-মাত্রেই এই প্রথা প্রচলিত আছে। নববর্ষের প্রথম দিবসে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সম্মেলন, প্রবাসী বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট অভিনন্দন ও অভিবন্দনাদি-প্রেরণ, কর্ম্মক্ষেত্রে নবভাবে ও নব অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উৎসাহাদি-প্রদর্শন, আমোদ-আহ্লাদ, উপঢৌকন-প্রেরণ, ব্যবসায়িগণের মধ্যে হালখাতা-প্রবর্ত্তন ইত্যাদি অনেক কিছু বহির্ম্মুখ সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাটের কৃপা-কটাক্ষে পতিত ব্যক্তিগণ নব-বর্ষের প্রথম দিবসে রাজকীয় উপাধি-প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন; আর নিষ্কপাটিক ভক্তগণ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-দাস্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখগণ নব-বর্ষকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের দ্বার না করিয়া শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর তর্পণের সুদৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত হন। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য নবভাবে নবোৎসাহে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা, তাঁহাদের সেবায় অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া আত্মোৎসর্গের জন্য চেষ্টা উন্মুখ ব্যক্তিগণের আচার ও বিচারে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'নববর্ষে' কৃপাপূর্ব্বক জগতের প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়াছেন,—

"নববর্ষ! তুমি অনুযুক্ত হও, শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তি-গ্রন্থসকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীব-সকলকে এরূপ প্রবৃত্তি দেও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি-অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধনাম-পরায়ণ হন।" —'শ্রীসজ্জনতোষণী', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৫০; ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৪ | ২৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। কোনও কোনও মহানুভব তাঁহাকে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ বা অবতার বলিয়া পূজা করেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদাঙ্কানুসরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরও বিস্তৃত অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট সংস্থাপন এবং রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-সমূহ নিরাস করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের প্রামাণিক মহাজন ও আচার্য্যরূপে সম্পূজিত হইতেছেন। তিনি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর ন্যায় একাধারে অপ্রাকৃত রসিক-গুরু, কবিগুরু, রসিকগুরু এবং ভজনানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যবর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়,—

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিমার্গপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

'অকিঞ্চনা ভক্তির পথপ্রদর্শক' বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণব-বিশ্বের নাথ' অর্থাৎ আচার্য্যরূপে খ্যাত এবং শুদ্ধভক্ত-চক্রে অর্থাৎ মণ্ডলীতে অবস্থান করায় তাঁহার 'চক্রবর্ত্তী'-আখ্যা হইয়াছিল।

সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যেও শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ একটী উক্তি প্রবাদের মত প্রচলিত আছে,—

'কিরণ', 'বিষ্ণু', 'কণা'।
এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপনা॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শিষ্য-পরিচয়দানকারী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক এক পদকর্ত্তা শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরকৃত "শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী"র পদ্যানুবাদের উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'রাধাকৃষ্ণরসবিনী'-গ্রন্থ জগৎ কৈল ধন্য।
চক্রবর্ত্তি-মুখে কথা আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
কেহ কহেন— চক্রবর্ত্তী শ্রীরূপের অবতার।
কঠিন যে তত্ত্ব সরল করিতে প্রচার॥
ওহে গুণনিধি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।
কি জানিব তোমার গুণ মুঞি মূঢ়মতি॥

শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর ষোড়শশক-শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "শ্রীসুরতকথামৃতম্"-নামক গ্রন্থের উপসংহারে যে শ্লোকটি পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬০০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠমাসে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

খ-বিন্দুভূ-ক্ষমাসংখ্যে শাকে বৃন্দাসংজ্ঞিতে দিবাহ্বয়ে।
সুরতকথামৃতমুদগাদ্গ্রন্থতাপ ভক্তজনহৃদি॥

১৬০০ শকাব্দে [খ অর্থাৎ আকাশ (০), বিন্দু অর্থাৎ আকাশ (০), ভূ (৬), ক্ষমা অর্থাৎ পৃথিবী (১)], জ্যৈষ্ঠমাসে এই 'সুরতকথামৃত'-রূপ চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইহা রসিক ভক্তগণের হৃদয়াকাশে উদিত হউন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্"-গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে প্রতিপদের মিলন-সময় বৃহস্পতিবারে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

বিশ্বাকাশবিকাশসম্বিতশকে যারে গুরোঃ ফাল্গুনে
বিশ্বানন্দিনি পূর্ণিমাপ্রতিপদোঃ সন্ধৌ সরস্তোত্তটে।
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিণোঃ পরতলং গোদাবিরূঢ়াদরো
শ্রীচৈতন্যদিনে তদৈতদগমৎ কাব্যং তদং পূর্ণতাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী' ১৬২৬ শকাব্দার মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে সমাপ্তা হয়।

ষড়ব্ধিষড়্ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

১৫৬০ শকাব্দা শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানকাল ধরিলে এবং ১৬৩০ শকাব্দা আবির্ভাবকাল অনুমান করিলে তিনি প্রায় ৭০ বৎসরকাল এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন, স্থূলতঃ জানা যায়।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভুর রচিত 'শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভে'র 'সুবোধিনী'-নাম্নী যে টীকা শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচনা করিয়াছেন, তাহার উপসংহারের নিম্নলিখিত শ্লোকটি কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী ১৯২৬ ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজসাহীর 'বরেন্দ্র রিসার্চ্ সোসাইটী' হইতে 'শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভে'র যে সটীক-সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শ্লোকটি নাই; কিন্তু কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথিতে ও স্বর্গীয়বর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-মহাশয়ের মুদ্রিত (১৯০৭ খৃঃ) পুঁথিতেও এই শ্লোকটি পাওয়া যায়,—

সৈয়দাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি-নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥

কথিত হয় যে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর নদীয়া জিলার অন্তর্গত 'দেবগ্রামে' রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। বাল্যকালে তিনি দেবগ্রামে থাকিয়াই ব্যাকরণাদি-পাঠ সমাপন-পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জিলার 'সৈয়দাবাদ' গ্রামে গুরুগৃহে শ্রীভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের আত্মজগণ সেই সময় সৈয়দাবাদের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। স্থানীয় শ্রীরামরায় ও শ্রীমোহনরায়ের ঠাকুরবাটী শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বালুচর গাস্তিলা-নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যার নাম—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক থাকায় তিনি গুরুভ্রাতা শ্রীল রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। শ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের পরমগুরুদেব; শ্রীল কৃষ্ণচরণের শিষ্য শ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর। 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে'র 'সারার্থদর্শিনী' টীকার প্রারম্ভে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাচরণান্ নত্বা গুরূন্ গুরুপ্রেম্ণঃ।
শ্রীল-নরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

এখানে শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ; তদ্গুরু—শ্রীপদ্মচরণ বা শ্রীগঙ্গানারায়ণ; 'নাথ'-শব্দে শ্রীনরোত্তম-গুরু শ্রীলোকনাথ

প্রভু। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপরম্পরা এইরূপ,—

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর
|
শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভু
|
শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়
|
শ্রীশ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর
|
শ্রীশ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর
|
শ্রীশ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর
|
শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাঁহার রচিত "শ্রীগুরু-মৃতলহরী'র 'শ্রীশ্রীগুরুচরণপদ্মাষ্টকম্'-নামিকা পদ্যাবলীর প্রত্যেক শ্লোকেরই শেষচরণে এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে প্রণাম করিয়াছেন,—

"শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ।"

অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীরাধারমণ'-নামক শ্রীগুরুবরকে আমি পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া প্রীতিভরে বন্দনা করিতেছি।

তিনি "শ্রীশ্রীগুরুচরণাষ্টকম্" পদ্যাবলীর মধ্যে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রাত্যহিক ভজনের রীতি যে-প্রকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করেন, স্বহস্তে শ্রীতুলসী-বেদিকা লেপন করেন, তৎপরে শ্রীমাধব-তোষণী শ্রীতুলসী-দেবীর সম্মুখে অবস্থিত হইয়া নিজ ইষ্ট-মন্ত্রকে স্মরণ করেন। স্বহস্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য বিচিত্র-পুষ্প চয়ন করেন।

প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অভীষ্ট-যুগলের শ্রীচরণযুগল স্নান, অর্চ্চন, অন্ন-নিবেদন, প্রদক্ষিণ, অষ্টাঙ্গ-প্রণাম, স্তবপাঠ, প্রণয়-প্রকাশ, প্রেমভরে নৃত্য, সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও শ্রীমদ্-ভাগবতার্থের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া বনভূমি হইতে প্রত্যাগত হন, তখন শ্রীশ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ-যুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রণাম, স্তবপাঠ ও জয়োচ্চারণ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন এবং প্রেমানন্দভরে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে।

প্রত্যহ রাত্রিকালে তিনি শ্রীজয়দেব-রচিত কবিতাসমূহ কীর্ত্তন ও গান করেন, মন্ত্রী ভক্তগণের সহিত রসাস্বাদন করেন, কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করেন এবং উন্নিদ্র হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-কেলি অনুভব করেন।

'নিদ্রা' এই দুইটি অক্ষরের সহিত তাঁহার কোন দিন পরিচয় হয় নাই। তিনি প্রত্যহ জিহ্বাকে মহাভাগবত-গণের স্তুতিরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি অদোষ-দর্শী। তিনি নিজ শিষ্য শিষ্যকে বিনিক্রমে ভক্তিরসের শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদিগকে অনায়াসে কৃপা করিয়া বিষয়-বিরক্ত ও নিজ-প্রভুর সেবায় অনুরক্ত করিয়া থাকেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'রাধে কৃষ্ণ' নিজ ঈশ্বর-ঈশ্বরীর এই নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই প্রেমে নিমগ্ন থাকিয়া সংসার-নির্ব্বাহ-সাধন কোন বস্তুই অবলম্বন করিতে পারেন না, অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবীণ বলিয়া ব্যবহার-কার্য্যে উদাসীন থাকেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের নামান্তর 'শ্রীহরিবল্লভ-দাস'। তাঁহার রচিত বা তাঁহার নামে আরোপিত কতিপয় গীতের মধ্যে 'শ্রীহরিবল্লভ-দাস' ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, 'রামভদ্র' ও 'রঘুনাথ' নামে তাঁহার দুইজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু তিনি শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করেন এবং অপ্রাকট্যকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ ও টীকার উপসংহারে তিনি যে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া ঐ-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর যখন শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করেন, তখন গোস্বামিবর্গ সকলেই লীলা-সংগোপন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। পরবিদ্যা-লাভেচ্ছু-গণও সেই-সময় শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের নিকট শ্রীভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কথিত হয় যে, জয়পুর-রাজধানীর অন্তর্গত 'গলতা'-নামক স্থানের জন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কোন সাম্প্রদায়িক 'বেদান্ত-ভাষ্য' নাই; সুতরাং তাঁহারা শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবাধিকারী হইতে পারিবে না।"—এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত করেন। সেই সময় জয়পুরের রাজা শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণকে শ্রীল-রূপগোস্বামী প্রভুর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অতি বৃদ্ধ-বয়সে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরেরই পরামর্শক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। যদিও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ এবং বিশেষতঃ তদনুগত শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু 'বেদান্তে'র অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়াই বহুবিধ নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সন্দর্ভ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সময়োপযোগিক ভিন্ন-সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণকে প্রবোধ-দানের জন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের পরামর্শানুসারে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য"-নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী 'রূপ-কবিরাজ'-নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। তদবধি সেই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'অভিষাড়ী' নামক উপশাখায় মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তিই একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ; গৃহস্থগণের মধ্যে গুরুাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতা-পূর্ণ রাগমার্গ-প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। 'প্রবণ-কীর্ত্তনের অনধিকারিতায়ও স্মরণ সম্ভবপর' — এইরূপ গোস্বামি-বিরোধী সিদ্ধান্ত রূপ-কবিরাজ প্রচার করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়-স্কন্ধের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'আচার্য্য-বংশে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্য-বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ত্যক্ত পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামী' উপাধি প্রদান ও গ্রহণ করা কোনক্রমে উচিত নহে', এই কথা রূপ-কবিরাজ প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্য-বংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষেও আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে, বলিয়া প্রমাণ করেন; পরন্তু বংশ-পারম্পর্য্য-ক্রমে অযোগ্য আচার্য্য-কুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ-নিজ নামের পশ্চাদ্ভাগে 'গোস্বামি-শব্দের' সংযোজন—শাস্ত্রত-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ কার্য্য বলেন।

কথিত হয় যে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর 'শ্রীরাধাকুণ্ডে' শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করিতেন। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যিনি শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের পরাৎপর গুরুদেব, তাঁহার নিকট হইতেই তদীয়া আজ্ঞা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামি-প্রভুর পূজিত শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকুণ্ডতীরে সেবারতা হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরও উক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগোকুলা-নন্দের শ্রীমন্দিরে এই শিলা এখনও বিরাজিতা আছেন, বলিয়া অনেকে বলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে যে শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ এখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর প্রকটিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ এখন জয়পুরে আছেন এবং তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজীউ এক-সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবার পার্শ্বস্থ শ্রীমন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর পূর্ণ আনুগত্য ও পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর অপ্রাকৃত পারকীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন; কিন্তু এক শ্রেণীর অভিনভিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর কতিপয় স্বকীয়া-বাদী অনুগাভিমানীর সহিত পারকীয়া-বাদী শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের বিরোধ হইয়াছিল, বলিয়া নানাপ্রকার আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীশ্রীরূপ ও শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর অভিমত বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তই তাঁহার নিজকৃত বিভিন্ন মৌলিক-গ্রন্থে ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের টীকায় অনুসরণ ও বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

রূপং নাথ সনাতনং গুরুকৃপাং নিত্যান্ গুণাংস্তত্ত্ব তান্
শ্রীমদ্ভাগবতার্থবৈর্ব বিবিতান্ ভূয়োঽচ্চিরেণাগ্রহান্।
দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবতোষণীং প্রভুমতং বিজ্ঞায় সন্দর্ভত-
টীকাং স্বামনুকম্পিতোঽস্ত বিবৃতে সারার্থদর্শিনীম্॥

অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীনাথ, শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু, শ্রীগুরুদেবের কৃপা, তদীয় নিত্যগুণাবলী ও বহুকালাবধি সেবিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিদিত বিষয়-সমূহকে আশ্রয় করিয়া এবং 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' ও 'ষট্‌সন্দর্ভ' হইতে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর আশয় অবগত হইয়া শ্রীল শ্রীধরগোস্বামি-পাদের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত আমি এই শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থ-দর্শিনী'-টীকা রচনা করিলাম।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তদ্রচিত "আনন্দ-চন্দ্রিকা"-নাম্নী 'শ্রীউজ্জ্বল'-টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যৌবজ্জনপ্রতিপদস্থত-শঙ্করাল-
দ্বারাবলির্নিখনয়ন্নখনিঃসৃতাশ্রী।
শ্রীরূপধাগমৃতদিব্যনদী মদীয়ং
চেতঃ প্রবিশ্য ভবতু ভবদ্বয়েবম্॥
তেভ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিচরণেভ্যো নমো নমঃ।
সিন্ধুকোটিগভীরাণাং যত্র মেষাং কৃপামৃতম্॥
একা তদীয়-টীকায়াং কারিকা সংশয়ৌঘহিৎ।
অত্রৈব পরমোৎকর্ষতেত্যত্র দৃষ্টমীক্ষিতা॥

সা চ—স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎকিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্। ইতি।
পরকীয়ালক্ষণে যন্মহাভাবস্য লক্ষণে।
স্বজনার্য্যপথত্যাগো বাস্তবত্বেন সম্মতঃ॥
তেনৈব হৃষিতো গ্রন্থস্তাদিত্যর্থাবসানতঃ।
দুর্গমত্বেঽপ্যদঃ সম্যগাখ্যাস্যামি মুহুঃ॥
তদীয়চরণাম্ভোজরজঃকারুণ্যলেশতঃ।
যত্র প্রলপনামোঽত্র ক্ষমন্তাং তৎ কৃপাদয়ঃ॥

যেমনভাবে শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ সুধীগণকর্ত্তৃক সংস্তুত শ্রীমন্দরের অলঙ্কার হইয়াছেন, প্রবাহের মধুর কলনাদে সাধুগণকে অনুগ্রহ করিতেছেন, সেইরূপ সমস্ত সুধীকর্ত্তৃক প্রশংসিত মঙ্গলময় অলঙ্কারযুক্ত নিবিড় ঘন, ধ্বনি ও সাধু-প্রসাদগুণশালিনী শ্রীরূপ-শুক্লা-সুধা আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া নিখিল পরি-তাপ দূরীভূত করুন। যাঁহার কৃপামৃত কোটি-সমুদ্রের ন্যায় গভীরবুদ্ধি সাধুগণের পূজিত, সেই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-চরণকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। তাঁহার টীকার ('শ্রীলোচন-রোচনী'তে) একটি কারিকাই সমুদয় সন্দিগ্ধ মতবাদ ছিন্ন করিতেছে। ইহাতেই তাঁহার পরম উৎকর্ষ, ইহা এখানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইল। সেই কারিকাটি এই—"কিছু কিছু স্বেচ্ছায় ও কিছু কিছু পরের ইচ্ছাক্রমে লিখিত হইল। যাহা পূর্ব্ব ও পর-সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই স্বেচ্ছায় ও অপরাংশ পরেচ্ছায় লিখিত।" পরকীয়ার লক্ষণের মধ্যে মহাভাবের স্বরূপে স্বজন ও আর্য্যপথ-পরিত্যাগকে যে বাস্তব বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতেই আনন্দ লাভ করিয়া গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অবসানে দুর্গমত্ব থাকিলেও উজ্জ্বলতাবশতঃ ইহা পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তাঁহার শ্রীচরণপদ্মের সামান্যমূলির কারুণ্যকণার ভাজন আমি এই ব্যাখ্যামধ্যে যাহা কিছু প্রলাপ করিয়াছি, কৃপাসাগর বৈষ্ণব-গণ তাহা ক্ষমা করুন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণে সন্তরণের'—এইরূপ গোস্বামি-প্রতিকূল মতবাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর খণ্ডন করেন। কোন এক অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি চতুঃষষ্টি-প্রকার বৈধভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া "রাগানুগা-বিবৃতি"-নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর "শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা"-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাগানুগ ভক্তেরও যে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ পালনীয়, তাহাই প্রতিপাদন করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর "শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা"র উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যে তু রাগানুগা ভক্তিঃ সর্ব্বথৈব সর্ব্বদৈব শাস্ত্রবিধিমতি-ক্রান্তা এব ইতি, ক্বচিত্তে 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্তন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ' ইতি 'বিধিহীনমসৃষ্টান্নম্' ইত্যাদিশীতোক্তে-র্গর্হ্যাধর্ম্যতো মূলকংপাতমনুভূতবতোঽনুভবতোঽনুভবিষ্যতি চেত্যলমতিবিস্তরেণ।

ইত্থং রাগানুগাবর্ত্ম দুর্দর্শং বিবুধৈরপি।
পরিচিত্য সুবিস্তীর্ণং ভক্তাশ্চন্দ্রিকয়ানয়া॥"

যাঁহারা বলেন, "রাগানুগা ভক্তি সর্ব্ব-প্রকারে সর্ব্বদা শাস্ত্রবিধিকে অতিক্রম করিয়াছে," তাঁহারা 'যাঁহারা শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘন-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চন করেন' এবং 'বিধিহীন অসৃষ্টান্ন' ইত্যাদি শ্রীগীতোক্তি-অনুসারে নিন্দনীয় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই বিষবায়ু উপস্থিত হন।

অধিক-বিস্তারে প্রয়োজন নাই। অহো, শ্রীরাগানুগমার্গ বিজ্ঞগণেরও দুর্দর্শ বা অগম্য এই 'শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'র সাহায্যে ভক্তগণ ঐ পথের সহিত পরিচয় লাভ করুন।

তিনি 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অধীনই স্মরণ'—এই শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'পৃথক্‌ প্রদ্ধয়া নিত্যং' (১১।৩।৩১) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"স্মরণ-প্রায়ঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নামস্ফূর্তিঃ। স্মরণবতস্তু বিনাপি কৃষ্ণধ্যান স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।"

শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর 'প্রাকৃত সহজিয়াবাদ'কে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্" (শ্রীভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"বহুনামগ্রহণেঽপি চিত্তদ্রবাভাবো নামাপরাধলিঙ্গমিতি সন্দর্ভঃ। কিন্তু, অশ্রুপুলকাভাবেন চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শঙ্কাতে বক্তুম্; যতুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—'বিসর্গ-শিশ্বিদাদিষু তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ক্বচিৎ' তথা অতিগম্ভীর-মহাপ্রভাব-ভক্তেষু দৃশ্যতে তদ্ভিন্নেষ্বপি ক্বচিদশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি। ... হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণাস্তস্যাবান্তরাণি ভাবির্নামগ্রহণা-সক্ত্যাদীনাং জ্ঞেয়ানি। ... উত্তমাধিকারিণাং নির্বৎ-সরাণাং নামগ্রহণে সত্যেব নামমাধুর্য্যানুভবঃ স্যাৎ, তস্মিংশ্চ সতি হৃদয়বিক্রিয়া চ স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং তদ্ব্যঞ্জকাঃ ভাব্যা-দয়োঽশ্রুপুলকাদয়শ্চ ভবন্ত্যেব। কনিষ্ঠাধিকারিণাং সম্বৎসরা-দ্যন্তে সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ভাব্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেবাশ্রুপুলকাদিকঞ্চেপাসনায়াস্তরত্বতয়া নিষেধাৎ। কিন্তু, তেষামপি সাধুসঙ্গেনামার্থ-নিবৃত্তিনিষ্ঠা-রুচ্যাদিভূমিকা-রূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা ভিষগ্বরৈরেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

'বহুবার শ্রীনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, তাহা হইলে তাহা নামাপরাধেরই লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে'—এই সিদ্ধান্ত শ্রীসনাতনানুমোদিত। আবার, অশ্রু-পুলকাদি যে চিত্ত-দ্রবীভাবের লক্ষণ, ইহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—কাহারও কাহারও চিত্ত নিসর্গতঃ অথবা অভ্যাসবশতঃ দ্রবীভূত হইয়া থাকে; তাহাতে সত্ত্বের উদয়-মাত্র না হইলেও কখনও কখনও অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয়। আবার অতীব গম্ভীর মহাপ্রভাব ভক্তগণের শ্রীনামগ্রহণে চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া সত্ত্বেও বাহিরে অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয় না। ... হৃদয়-বিক্রিয়ার লক্ষণসমূহ অসাধারণ এবং ভাবি হইতে নামগ্রহণে রুচি-প্রভৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। ... নির্বৎসর উত্তমাধিকারীদিগের নাম-গ্রহণ-কালে শ্রীনাম-মাধুর্য্য-অনুভব হয়, নামমাধুর্য্যানুভব হয় বলিয়াই হৃদয় বিগলিত হয়। হৃদয়বিক্রিয়া সংঘটিত হইলেই তদ্ব্যঞ্জক ভাবি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবোদয়ের লক্ষণসমূহ ও অশ্রুপুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ পরিলক্ষিত হয়। সমৎসর কনিষ্ঠাধিকারিগণের চিত্ত অপরাধযুক্ত বলিয়া বহু-নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও শ্রীনামমাধুর্য্যানুভব না হওয়ায় চিত্ত বিগলিত হয় না। সুতরাং, দ্রবীভাবের পরিচায়ক ভাব্যাদি লক্ষণসমূহও প্রকাশ পায় না। তাহাদের অশ্রুপুলকাদি লক্ষণ লক্ষিত হইলেও হৃদয় অশ্মসারতুল্য (প্রস্তরের কঠিনত্বাংশবৎ) হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত 'তদশ্মসারং' ইত্যাদি বাক্য নিন্দাব্যঞ্জক। কিন্তু, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি-প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে তৎকালে চিত্ত দ্রবীভূত এবং চিত্তের অশ্মসারতুল্য কাঠিন্য অপগত হয়। যাহাদের চিত্ত (আপাত) দ্রবীভূত হইলেও প্রস্তরের ন্যায় কঠিনই থাকে, তাহারা চিকিৎসার অযোগ্য বলিয়াই জানিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তথাকথিত অবতারবাদের নামে অহংগ্রহোপাসনাকেও (Apotheosis) সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-চন্দ্রিকা'-নামক পুঁথিতে ঐরূপ মতবাদের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবে অগদীশবুদ্ধীন্
কেচিজ্জনাঃ বীক্ষ্য চ যাড়বজ্ঞে।
অতেষ্বরূপং পরিবোধয়ন্তো
যুক্তেশবেশং যাচয়ন্ বিমূঢ়াঃ॥

তেষান্তু কশ্চিদ্ দ্বিজবাগ্রদেবো
গোপালদেবঃ পশুপালজোঽয়ম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী
শৃগাল-সংজ্ঞাং সমলাপ যাচ্ঞে॥

শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কণীন্দ্রাঃ।
ভক্তা বয়েতি ছলনাপরাধা-
ত্যক্তঃ কণীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ৈবঃ॥

উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীল-নারায়ণোঽহম্
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হন্মন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্যা-
শ্চূড়াধারী স্থিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে যত্রদেশে॥

কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যাক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অস্তিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সদাচারৌ বিনশ্যতি॥

আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহ-ভোজনাৎ।
সঙ্ক্রমন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি॥

রাঢ়ে ও বঙ্গে বহু-ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবে 'জগদীশ্বর'-বুদ্ধি করিয়াছেন দেখিয়া কতকগুলি মূঢ় ব্যক্তি ঈশ্বরদ্বেষ দ্বারা-পূর্ব্বক নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব (?) অপরকে জানাইয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রাঢ়ে বাসুদেব-নামক এক দ্বিজ নিজ খ্যাতিলাভ-হেতু 'আমিই নন্দনন্দন গোপালদেব' —এইরূপ প্রলাপবাক্য বলিতে বলিতে (অবশেষে) শৃগাল-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুদাস-নামক একব্যক্তি 'আমিই রঘুনন্দন রামচন্দ্র; বৈকুণ্ঠধাম হইতে এখানে আসিয়াছি; এই বানরগণ আমারই ভক্ত।'—এইরূপ ছলনাপরাধে আর্য্যগণকর্ত্তৃক 'কপীন্দ্র'-আখ্যায় আখ্যাত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মাধব-নামক কোন ব্রাহ্মণ মস্তকে চূড়া ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য-পূর্ব্বক বলিতেছে,—'আমি পৃথিবীবাসিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রজবন হইতে এই স্থানে আগত হইয়াছি।' ইহাতে বঙ্গদেশের জনগণ তাহাকে চূড়াধারী বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। শূদ্রের যাজক কামুক দেবল ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে থাকিলে শ্রীচৈতন্য-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে—ইহা বিখ্যাত আছে। অপর অভাব ভদ্রাভিমানী ব্যক্তিগণও বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গ করা উচিত নহে। যেহেতু তাহাদের সঙ্গ-ফলে সদাচার ধর্ম্ম নাশ পায়। যেরূপ তৈলবিন্দু জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, সেরূপ আলাপ, শরীর-স্পর্শ, নিশ্বাস-সম্পর্ক, একসঙ্গে ভোজন প্রভৃতি-দ্বারা একব্যক্তির পাপ অপরে সঞ্চারিত হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৮।৩৪ শ্লোকের টীকায় অকপট গুরুসেবার আদর্শের কথা এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিতবিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত। শ্রীগুরুদেবস্যৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধির্যতস্তা-দেশো যাজ্ঞিকঃ।"

—গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তি-গত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তদুত্থ প্রেমানন্দ, এমন কি, গৃহ বা তদুচিত নির্জ্জন-বাসাদিকেও কখনও অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই অনায়াসে সর্ব্ব-সাধ্য সিদ্ধ হয়—এইরূপ আশয় বুঝিতে হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত ভক্তি-গ্রন্থাবলীর লেখক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে আরই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা, যাহা আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। শ্রীভক্তিরসামৃত-চিন্তামণিঃ। ২। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা; ৩। শ্রীপ্রেম-সম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্); ৪। শ্রীস্তবামৃত-লহরী-ধৃত-স্তোত্রাবলী,—[(১) শ্রীশ্রীগুরুস্তবাষ্টকম্, (২) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুস্তবাষ্টকম্, (৩) শ্রীশ্রীপরমগুরোরষ্টকম্, (৪) শ্রীশ্রীপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৫) শ্রীশ্রীপরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৬) শ্রীশ্রীগৌরনাথাষ্টকম্, (৭) শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (৮) শ্রীশ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (৯) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (১০) শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (১১) শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকম্, (১২) শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকম্, (১৩) শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবাষ্টকম্, (১৪) শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টকম্, (১৫) শ্রীশ্রীবৃন্দা-ভগবত্যষ্টকম্, (১৬) শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্, (১৭) শ্রীঅনুরাগ-বল্লী, (১৮) শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (১৯) শ্রীশ্রীরাধিকাধ্যানা-মৃতম্, (২০) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (২১) শ্রীমদনরসকন্দলঃ, (২২) শ্রীনিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী (বিরুদকাব্যম্), (২৩) শ্রীমদ্ভক্ত-কথামৃতম্ (আর্য্যাশতকম্), (২৪) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (২৫) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (২৬) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (২৭) শ্রীকৃষ্ণ-কুণ্ডাষ্টকম্,(২৮)শ্রীগীতাবলী(একাদশ-গীতাত্মিকা)]৫। শ্রীকৃষ্ণ-

ভাবনামৃত-মহাকাব্যম্ ; ৬। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ ; ৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ ; ৮। শ্রীভাগবতামৃত-কণা ; ৯। শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা ; ১০। শ্রীঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী ; ১১। শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী ; ১২। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-চন্দ্রিকা ; ১৩। শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-টীকা ; ১৪। শ্রীরাসকেলীকৌমুদী-টীকা ('মহতী') ১৫। শ্রীললিতমাধবনাটক-টীকা ; ১৬। শ্রীবিদগ্ধ-মাধব-নাটক-টীকা (?) ; ১৭। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-টীকা ('শ্রীআনন্দ-চন্দ্রিকা') ; ১৮। হংসদূত-টীকা ; ১৯। শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূটীকা ('শ্রীসুরভিবর্ষিণী') ; ২০। শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভ-টীকা ('শ্রীসুখবোধিনী') ; ২১। শ্রীগোপাল-তাপনী-টীকা ; ২২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা-টীকা ; ২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-টীকা ('শ্রীসারার্থ-বর্ষিণী') ; ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ('শ্রীসারার্থ-দর্শিনী') ; ২৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণ) ; ২৬। শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা-টীকা।

আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকেই 'কণদাগীত-চিন্তামণি'-নামে একটী পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের নামে আরোপ করেন। কেহ কেহ বলেন,—ইহাই প্রথম পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ। * ইহাতে 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ' ভণিতায় অন্যূন কতকগুলি ব্রজবুলি-পদ আছে। ইহা ৪০ জন কবির রচিত ৩০৯টী পদ, ৩০টী 'কণদা' বা উৎসব-রজনীতে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক 'কণদা'র প্রথমে একটী শ্রীগৌরচন্দ্র ও একটী শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র-বিষয়ক পদ আছে। কিন্তু, কৃতকগণ এই গ্রন্থকে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

১। শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ

তিন সর্গাত্মক খণ্ডকাব্য। ১ম সর্গে—৮৭শ্লোকে ব্রজপুরী, নানাবিধ প্রকোষ্ঠ, বীথি, পণ্যালয়, চতুষ্পথ, গোপালয়, সমৃদ্ধি, সর্ব্বর্তুশোভা, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্যভাবের পরিকরবর্গ, গোধন, বৃন্দাবনপুর, সঙ্কেত, বংশীবট প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

২য় সর্গে—৮৭ শ্লোকে শ্রীনন্দীশ্বরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বন-সমূহ, প্রাণিবৃন্দ, বন্যজাতি, বৃক্ষাবলী, সরোবর-সকল, ভূমি, লতাবলি, কুঞ্জ, সুস্বর-বিহঙ্গ, নন্দীশ্বর-পর্ব্বত, যমুনা, গোপী-ঘট, ভাণ্ডীর-তট, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযমুনা-ঘট, পুলিন, নিকুঞ্জ-শালা, কদম্বতরু, মন্দির, যোগপীঠ, গোলম্বলী, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, শ্রীব্রহ্ম-কুণ্ড, শ্রীগোপীশ্বর, শ্রীবংশীবট, শ্রীনিধুবন, শ্রীসূর্য্য-পূজাস্থলী, বেণুরূপ, শৃঙ্গার-বট, ধীরসমীর প্রভৃতি বর্ণিত।

৩য় সর্গে—৬০ শ্লোকে শ্রীগোবর্দ্ধন, তৎস্থিত ক্রীড়াস্থান, মানমিবর্ত্তন-কুণ্ড, সঙ্কর্ষণানন্দ-সরোবর, শ্রীগোবীতীর্থ, অন্ন-কূটোৎসবস্থান, মানঘট, মানসগঙ্গা, কুসুমাকর-সরোবর, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও অষ্টসখীর কুঞ্জাদির বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা

'কুতূহল' বা অধ্যায়-চতুষ্টয়ে গুম্ফিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাত্মক অপ্রাকৃত কাব্য।

প্রথম শ্লোক—

যৎকারুণ্যং শুচিরসচমৎকার-বারাংনিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধা-গিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়ত্তর্ষয়েন্নঃ।
তেষামেকং পৃষতমচিরান্নঃ মাপাস্কিকাপৈঃ
সোঽয়ংশ্যামস্তোর্দশনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্যরূপঃ ॥

যাঁহার করুণা শ্রীরাধাগিরিধরের শৃঙ্গার-রসময় চমৎকার সাগরসমূহ মানবগিগকে স্পর্শ করাইয়া তৃষ্ণাহীন করায়, সেই রসসমূহের একবিন্দু শীঘ্রই লাভ করিতে অভিলাষী

---

* উক্ত গ্রন্থ-ধৃত পদের ভণিতায় উল্লিখিত নামসমূহ মাতৃকাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) অমর দাস, (২) অনন্ত রায় বা রায় অনন্ত, (৩) আত্মারাম দাস, (৪) কবিরঞ্জন, (৫) কবিশেখর, (৬) কানুদাস, (৭) কৃষ্ণদাস, (৮) গতিগোবিন্দ, (৯) গিরিধর দাস, (১০) গুপ্তদাস, (১১) গোবিন্দ দাস, (১২) গোপাল দাস, (১৩) ঘনশ্যাম দাস, (১৪) জয়দেব, (১৫) জ্ঞানদাস, (১৬) তুলসীদাস, (১৭) দামোদর, (১৮) দ্বিজ গঙ্গারাম, (১৯) নরহরানন্দ, (২০) নরহরি, (২১) নরোত্তম, (২২) পরমানন্দ, (২৩) প্রসাদ দাস (২৪) বলরাম দাস, (২৫) বংশীদাস বা বংশীবদন, (২৬) বাসুদেব ঘোষ, (২৭) বাসুদেব রক্ষিত, (২৮) বিদ্যাপতি, (২৯) বৃন্দাবন দাস, (৩০) মদন, (৩১) মধুসূদন বসু, (৩২) মুরারি, (৩৩) যদুনাথ দাস, (৩৪) রাধাবল্লভ দাস, (৩৫) রামানন্দ বসু, (৩৬) রামানন্দ রায়, (৩৭) লোচন দাস, (৩৮) শঙ্কর ঘোষ, (৩৯) শ্যামানন্দ, (৪০) সিংহ ভূপতি, (৪১) সুকবি, (৪২) হরিরাম দাস, (৪৩) হরিবল্লভ বা বল্লভ।

আমাদিগকে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবী শ্রীকৃষ্ণ অপরাধের দন্তপংক্তি হইতে আশাসূচক কটাক্ষদ্বারা রক্ষা করুন।

শেষ শ্লোক—

স্বভক্তিস্তম্ভ-কুটিনাস্ত-নরোজনীলু-
মাস্তস্মধুব্রতবিলাস-সুনৌরভাণি।
সম্প্রাপ্য জান-বিবরেষু সুপূর্ণরেব
প্রেষ্ঠালয়ঃ প্রতিপদং প্রময়োর্দ্ধিপুষ্টৈঃ॥

৩। শ্রীপ্রেমসম্পুটম্

শ্রীব্রজপ্রেমলাভেচ্ছু ব্রাগানুগীয় সজ্জনবর্গের হৃদয়ে সর্ব্বদা শুদ্ধভাবে সংস্কারার্থ এই 'শ্রীপ্রেম-সম্পুট'-নামক ১৪০ শ্লোক ও উপসংহার-যুক্ত খণ্ডকাব্য রচিত হইয়াছেন।

উপসংহার-শ্লোক—

ষট্‌পূক্ত-শুদ্ধবসিতির্গণিতে তপস্তে
শ্রীরূপপাদমধুরিমামৃতপানপুষ্টঃ।
রাধাদিতীক্ষ্ণবরয়োঃ সরসস্তটস্থে
তৎপ্রেমসম্পুটমিদন্তু কোঽপি কাব্যম্॥

১৬০৬ শকাব্দে ফাল্গুন-মাসে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর বাক্যমাধুর্য্যরূপ অমৃতপানে পুষ্ট হইয়া কোনও ব্যক্তি সেই 'শ্রীপ্রেমসম্পুট'-নামক কাব্য লাভ করিলেন।

৪। শ্রীস্তবামৃত-লহরী

ইহা অষ্টাবিংশ-স্তব-সমন্বিতা। যথা—

৪. ১। **শ্রীগুরুস্তবাষ্টকম্**—ইহাতে ৮টী শ্লোকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ-করুণা ও শ্রীগুরুস্বরূপ বা তত্ত্বের বর্ণন আছে। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত একটী শ্লোকে শ্রীগুর্ব্বষ্টক-কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪. ২। **শ্রীমন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্**—ইহাতে মন্ত্রদাতৃমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অনুষ্ঠিত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং ও রাত্রিকালের ভজন-প্রণালীর বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপসংহার-শ্লোকটী এই—

রাধে কৃষ্ণ ইতি প্রভুবরমুতং নামামৃতং নাথয়ো-
র্জিহ্বাগ্রে নটয়ন্নিরন্তরমহো নো বেত্তি যস্ত কচিৎ।
যৎকিঞ্চিদ্ব্যবহারনামকমপি প্রেম্নৈব যস্মোঽস্তি যঃ
শ্রীরাধারমণং বুধা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ॥

'হে রাধে, হে কৃষ্ণ'—এই নিজ প্রাণনাথের প্রিয়নামামৃত পুটদ্বয়ের জিহ্বাগ্রে নিরন্তর নৃত্য করাইতে করাইতে অহো! যাঁহার কুত্রাপি অন্য (বাহ্য) বস্তুর জ্ঞান থাকিত না, এমন কি যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার্য্য বস্তুর প্রতিও অভিনিবেশরহিত হইয়া যিনি প্রেমে মত্ত থাকিতেন, সেই শ্রীশ্রীল রাধারমণ-সংজ্ঞক শ্রীগুরুবরকে আমি আনন্দ-ভরে ভূমিতে পতিত হইয়া বন্দনা করি।

এতদন্তে একটী শ্লোকে স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

৪. ৩। **শ্রীপরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্**—ইহাতে স্বীয় শ্রীপরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তি-প্রভুর মাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মামৃত-রসাস্বাদনমতি প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুতে অনুরাগ ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিতৃষ্ণা এবং অনুগত জনের প্রতি কৃপামৃতদান কথা এই অষ্টকের উপসংহার-শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

স্থিতিঃ সুরসরিত্তটে মদনমোহনো জীবনং
স্পৃহা রসিকসঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে।
কৃপা বিষয়িষু ক্ষমা ঘটতি যস্ত চাসুব্রজে
স কৃষ্ণচরণঃ প্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্॥

শ্রীগঙ্গাতীরে যাঁহার বাস, শ্রীশ্রীমদনমোহন যাঁহার জীবন, রসিকভক্তসঙ্গে যাঁহার অভিলাষ, পণ্ডিত-জনগণের উদ্ধার-বিষয়ে যাঁহার চাতুর্য্য, বিষয়িগণের প্রতি যাঁহার বিতৃষ্ণা, অনুগত জনের প্রতি যিনি অতি ক্ষমাবান্, সেই শ্রীল কৃষ্ণ-চরণসংজ্ঞক মৎপ্রভু নিজ শ্রীচরণামৃতদানে অনুমতি প্রদান করুন।

ইহার অন্তিম শ্লোকটী ফলশ্রুতিবাচক।

৪. ৪। **শ্রীপরাৎপর-গুরোরষ্টকম্**—ইহাতে শ্রীপরাৎপর-গুরুদেব শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া তৎকৃপা-প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে গুরুপরম্পরায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরে নিজশক্তি নিহিত করিয়াছেন এবং শ্রীল গঙ্গানারায়ণ শ্রীল গোবিন্দদেবের অপ্রাকৃত দ্বিভুজ-প্রতিপাদনার্থ বহু বহু শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণের বিকৃত মত দূর করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

৪. ৫। **শ্রীপরমপরাৎপর-গুরোরষ্টকম্**—ইহাতে পরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের অভিমর্ত্য-গুণসমূহ কীর্ত্তনমুখে পুনঃ পুনঃ নমস্কার বিহিত হইয়াছে। নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি, দশম শ্লোকে তদীয়-হাতের নিকট ভক্তি-প্রার্থনা এবং একাদশ শ্লোকে তদীয় মনোহর নূপুরের সমীপে নিজাভীষ্ট প্রার্থনা জ্ঞাপিত হইয়াছে। অষ্টকের উপসংহার-শ্লোক—

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিমহো কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥

যাঁহাকে দর্শন করিয়া সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ 'ইনি কি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যসার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই নরলোকে অবস্থান করিতেছেন?'—এইরূপ বিতর্ক করিতেন, সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়কে আমি নমস্কার করি।

৪. ৬। **শ্রীশ্রীলোকনাথাষ্টকম্**—ইহাতে এই শ্লোকে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর মহিমবর্ণনমুখে ভূমিতে নিপতিত হইয়া অনুক্ষণ নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার আশ্রয়-গ্রহণের আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে। নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি এবং দশম শ্লোকে তৎকৃপোপলব্ধি ও হৃদয়ে তদীয় স্ফূর্ত্তি-প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

৪. ৭। **শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্**—ইহাতে শ্রীশ্রীনন্দন-প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ততা ও তদীয় বিরহগান কীর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটী শ্লোকে এই অষ্টক-কীর্ত্তন-কারীকে ভৃত্যরূপে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরধামে স্থান-প্রদানের প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

৪. ৮। **শ্রীশ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্**—ইহার অষ্ট শ্লোকে শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভুকে সম্বোধনপূর্ব্বক যে-সমস্ত নিগূঢ় আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে এবং স্বীয় হৃদয়ে অনুক্ষণ সেইরূপ আলাপরত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি-প্রার্থনা কীর্ত্তিত হইয়াছে। নবম-শ্লোকে ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

৪. ৯। **শ্রীশ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্**—ইহার আটটী শ্লোকে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীর স্বপ্নে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন, শ্রীরূপের সমীপে তাহা বর্ণন, মূর্চ্ছিত শ্রীরূপই যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ এই সমস্ত কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকটী ফলশ্রুতি-বাচক।

৪. ১০। **শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকম্**—ইহাতে অষ্ট শ্লোকে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রাণধন শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীশ্রীগোপালদেবের শ্রীরূপ-গুণাদির বর্ণন ও স্বহৃদয়ে তাঁহার স্ফূর্ত্তি-বিজ্ঞপ্তি দৃষ্ট হয়। ইহার সপ্তম-শ্লোকটিতে এইরূপ উক্তি আছে—

অবিরলমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তস্যা-
স্তদমলহৃদয়োত্থং প্রেমসেবাং বিতন্বন্।
প্রকটিতনিজশক্তা যস্তয়াচার্য্যভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এষ শ্রীলগোপালদেবঃ॥

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুপমনীয় অনুরাগ ও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত প্রেমসেবা এবং নিজ-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য যে ভক্তির উদয় করাইয়াছিলেন, তাহা আমাতে বিস্তার-পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে সেই শ্রীল গোপালদেব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হউন।

নবম শ্লোকে ফলশ্রুতি আছে।

৪. ১১। **শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকম্**— এই অষ্টকের প্রত্যেক শ্লোকেই শ্রীগৌড়ীয়গণের ঠাকুর, শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীমদনগোপালের দর্শনোৎসব ও তুষণাদির বর্ণন এবং "হে শ্রীমদন-গোপাল! আমাকে নিজ-সমীপে নিরন্তর রক্ষা কর"—এই বৈজ্ঞাপিকা প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। ইহার সপ্তম শ্লোকটি এইরূপ—

কৃতনয়নাকার ভবন্মুখবিমুখসেবিত
ভ্রান্তিসুধাসার পরমকরুণ কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল নিজসদনমুরক্ষ মাম্॥

হে নরবপুধারিন্, শ্রীপিত-সমুখ সুরগণসেবা, ভ্রান্তিসুধা-সার, পরম-করুণ! যে অনির্ব্বচনীয় প্রেম-দ্বারা শ্রীল সনাতন-প্রভু বশীভূত, তাহা জগতে প্রকাশ করিয়া নিজ-সমীপে আমাকে অনুক্ষণ রক্ষা করুন।

নবম শ্লোকটি ফলশ্রুতিগর্ভ ও প্রার্থনাত্মক।

৪. ১২। **শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাষ্টকম্**—ইহার প্রত্যেক শ্লোকে শ্রীগৌড়ীয়ের ঠাকুর শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব, শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীরূপ-মাধুর্য্য,

শ্রীবেণু-মাধুর্য্যাদির বর্ণন এবং 'শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আমার শরণ হউন'—এই প্রার্থনা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ষষ্ঠ শ্লোকটি এইরূপ—

নবীনসাবণ্যকরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রী-
রূপাহরাগাদ্‌নিধিপ্রকাশৈঃ।
সতন্ত্রসংকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥

যিনি এই পৃথিবীতে নবকান্তিচ্ছটাদ্বারা এবং শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর অনুরাগ-সমুদ্র-প্রকটন-দ্বারা ভক্তগণকে চমৎকৃত করেন, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আমার আশ্রয় হউন

নবম শ্লোকটি ফলশ্রুতি-বাচক।

৪. ১৩। **শ্রীশ্রীগোপীনাথাষ্টকম্**—ইহাতে আটশ্লোকে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গণের ঠাকুর ও শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীগোপীনাথের শ্রীরূপ-মাধুর্য্য ও 'বিশালবক্ষা শ্রীশ্রীগোপীনাথ আমাদের গতি হউন'—এইরূপ প্রার্থনা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অষ্টম শ্লোকটী এইরূপ—

শ্রীজাহ্নবা মূর্ত্তিমান প্রেমপুঞ্জো
দীনানাথান্ দর্শনে স্বং প্রণীয়ন্।
পুষ্ণন্ সেবালভ্যফেলাভয়াক্তি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥

যিনি শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর প্রেমপুঞ্জের মূর্ত্তিস্বরূপ, যিনি স্বীয় দর্শন-দ্বারা দীন ও অনাথদিগকে অনুগ্রহ করেন এবং সেবালভ্য অবশেষামৃতদ্বারা পোষণ করেন, সেই বিশালবক্ষাঃ শ্রীশ্রীগোপীনাথ আমাদের গতি হউন।

নবম শ্লোকটীতে ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়।

৪. ১৪। **শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টকম্**—ইহার আটশ্লোকে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দের * শ্রীরূপ, শ্রীঅঙ্গসৌরভ, শ্রীবংশীরব, শ্রীচরণযুগলমাধুর্য্য, লোলাসবের সুদুর্লভতা, লীলামৃতের চিত্তাকর্ষকত্ব ও নিখিল-রসাধিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। নবমশ্লোকে ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

৪. ১৫। **শ্রীস্বয়ংভগবত্তাষ্টকম্**—ইহাতে আটশ্লোকে স্বয়ংভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সোদাহরণ পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। নবমশ্লোকে অষ্টক-পাঠ, কীর্ত্তন ও স্মরণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

৪. ১৬। **শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্**—ইহাতে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীজগন্মোহনের অপ্রাকৃত-লীলা ও বন্দনা বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোক ফলশ্রুতিবাচক।

৪. ১৭। **শ্রীঅনুরাগবল্লী**—ইহার আটশ্লোকে শ্রীভগবৎ-সেবায় অতৃপ্ত অনুরাগোৎকণ্ঠা-বিজ্ঞাপক কোটি কোটি কর্ণ-বদন-জিহ্বা-কর-পদাদি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। ইহার প্রথম শ্লোক এই—

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্ যুগপৎ প্রয়চ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি রসনা প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ গুণার্ব্বুদানি।

হে ভগবন্, হে নাথ যুগপৎ আমাকে অর্ব্বুদ দেহ, প্রতিদেহে অর্ব্বুদ বদন, প্রতিবদনে অর্ব্বুদ রসনা প্রদান করুন: সেই সমস্ত রসনায় তোমার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গুণাবলী নৃত্য করিতে থাকুক।

উপসংহার-শ্লোক—

ত্বৎপার্ষদৈস্তৈ পদকোটিরস্তু
সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধিকোটি-
রেতান্ বরান্মে ভগবন্ প্রযচ্ছ ॥

হে ভগবন্, তোমার সমীপে গমনের জন্য আমার কোটি-পদ-লাভ হউক, তোমার সেবাবিধানের জন্য আমার কোটি হস্ত হউক, তোমার সেবা শিক্ষা করিবার জন্য আমার কোটি বুদ্ধির উদয় হউক—এই সমস্ত বর আমাকে প্রদান করুন।

৪. ১৮। **শ্রীশ্রীবৃন্দাষ্টকম্** — ইহাতে আটশ্লোকে শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর ভুবনপাবন শ্রীরূপ-গুণাবলীর ও তৎকৃপার কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকের শেষচরণে 'আমরা আপনার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণত হইতেছি'—এইরূপ নমস্কার বিহিত হইয়াছে। ইহার সপ্তমশ্লোকটি এইরূপ—

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বততন্ত্রবিদ্ভি-
র্লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণশক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥

---

* শ্রীশ্রীগোকুলানন্দদেব শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত-শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। বর্ত্তমানে এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন।

হে শ্রীবৃন্দে, শ্রীনারদাদি সাত্বতভক্তবিবৃন্দ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকারিণী হ্লাদশক্তি বলিয়া থাকেন, এই নরলোকে আপনারই অভিন্ন-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীতুলসী প্রকটিতা। আমরা আপনার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণত হইতেছি।

৪. ১৯। **শ্রীশ্রীরাধাধ্যানম্**—ইহা দ্বাত্রিংশৎ-শ্লোকে রচিত। একত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীরূপ-গুণাদির বর্ণনমুখে ধ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্তিমশ্লোকটি ফলশ্রুতি-জ্ঞাপক।

৪. ২০। **শ্রীরূপচিন্তামণিঃ**—১৬+১৬=৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার শ্রীনাভাদি-কেশান্ত রূপদ্বয়ের বর্ণনা। প্রথমপর্য্যায়ে আরব্ধ-শ্লোকদ্বয়, যথা—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসঃ ত্রিকোণধনুষী বং গোপদং প্রোষ্ঠিকাং
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্।
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপদী ঊর্দ্ধ্বরেখাযুগং
বিভ্রাণং হরিমুনবিংশতিমহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥

ছত্রারি-ধ্বজ-বল্লি-পুষ্প-বলয়ান্ পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশা-
নর্দ্ধেন্দূক যবজ বাদমথ বা শক্তিং গদাং তজ্জনম্।
বেদীং কুণ্ডল-মংস্য-পর্ব্বতযবান্ যত্তেঽম্বুজং বাংপদং
তাং রাধাং হরিমুনবিংশতিমহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥২॥

বামে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, শূকর, গোষ্পদ, প্রোষ্টি, শঙ্খ ও দক্ষিণে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, পতাকা, বজ্র, কদম্বফুল, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম—এই উনবিংশতি মহাচিহ্নদ্বারা শোভিত যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, আমি তাঁহাকে ভজন করি।

বামে ছত্র, চক্র, ধ্বজ, পতা, পুষ্প, বলয়, পদ্ম, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র ও যব; দক্ষিণে শক্তি, গদা, যব, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত ও শঙ্খ—এই উনবিংশতি মহাচিহ্নদ্বারা শোভিত পাদযুগল যাঁহার, সেই শ্রীরাধাকে ভজন করি।

পরে মহাযোগপীঠ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনার অবশিষ্ট ২৯টী শ্লোক আছে। অন্তিম শ্লোকে স্মরণের ফল-শ্রুতি, যথা—

শ্রীরাধিকামাধবরূপচিন্তা-
মণৌ মনো বিন্যসথো চতুর্ব্বা।
আবর্ত্তয়েদ্যো ধৃতিমান্ পঠন্ স,
প্রাপ্নোতি তদ্দর্শনমাশু সাক্ষাৎ ॥

যে ধীর ব্যক্তি এই শ্লোকসমূহ পঠনপূর্ব্বক শ্রীরাধিকা ও শ্রীমাধবের রূপচিন্তামণিতে দুই, তিন বা চারি-বার মানস আবর্ত্তন করেন, তিনি সাক্ষাতে শীঘ্র তাঁহাদের যুগলের দর্শন লাভ করেন।

৪. ২১। **শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুমঃ**—শ্রীশ্রীরূপাদি-গণের অষ্টকালীয়-ভজনপদ্ধতির নিগূঢ় সঙ্কল্প অবলম্বন করিয়া ১০৪টি শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত। এই গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে ৮৯ তম শ্লোক হইতে ১০৩ তম শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীতুলসী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীযমুনা, শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখী, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনীয় সুরপাদপগণ, শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীগোপেশ্বরের নিকট প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত 'শ্রীসজ্জন-তোষিণী' পত্রিকার ১২শ বর্ষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সানুবাদ 'শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুম' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৪. ২২। **শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী**—(শ্রীযুগল-কিশোরের অন্তরঙ্গ উপাসকগণের ভজনাস্বাদন) অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে বিভাবের লক্ষণযুক্ত শ্লোক ও সম্বোধনাত্মক পদাবলী-দ্বারা গ্রথিত কাব্য।

বিয়দ্ভঃকাঙ্কচন্দ্রসংখ্যে, শাকে দিনে সূর্য্যদিনে সুদর্শে।
নিকুঞ্জকেলীবিরুদাবলীয়ং, রাধাসরস্তীরভুবি ব্যরাজীৎ ॥

১৬০০ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে অমাবস্যা-তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ড সরোবরের তীরে এই 'শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী' প্রাদুর্ভূত হইলেন।

৪. ২৩। **শ্রীসুরতকথামৃতম্ বা আর্য্যাশতকম্**—'আর্য্যা' ছন্দে ১০৫ শ্লোকে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জবিলাস-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীল রূপের 'উৎকলিকাবল্লরী'র ৫২তম শ্লোককে উপজীব্য করিয়া রচিত।

অন্তিম-পদ্যযুগল—

অষ্টকমধিক-রহস্য-ব্যাকরং যদ্যন্ নিবধ্যতেঽত্র শতকে।
তাদৃশতাবধিতাবিত,-হৃদয়েনৈবাস্য তৎ সেব্যম্ ॥
খ-বিয়দ্ভুতুক্ষমাগণিতে, শাকে যুবসংজ্ঞিতে দিবাবীশে।
সুরতকথামৃতমুদগা,-দুদয়তাঙ্ক ভক্তহৃদয়ভূমি ॥

৪. ২৪। **শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্**—ইহার অষ্টশ্লোকে শ্রীনন্দীশ্বর-পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণতোষণপর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকের শেষচরণে এইরূপ প্রার্থনা দৃষ্ট হয়,— "নন্দীশ্বরঃ স ভবতাদ্ভুবং ভবাদ্ভুঃ"।

সেই শ্রীনন্দীশ্বর আমার বিমল আনন্দ বিধান করুন।

নবমশ্লোকে ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

৪. ২৫। **শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্**—ইহাতে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের অসমোর্দ্ধ উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক শ্লোকের চতুর্থচরণে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের প্রার্থনা এইরূপ পরিগীত হইয়াছে,—"মমাস্ত বৃন্দাবন এব বাসঃ"। নবম-শ্লোকটি ফলশ্রুতিবাচক।

৪. ২৬। **শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্**—ইহার অষ্টশ্লোকে শ্রীহরিদাসবর্য্য শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের অতুলনীয় মহিমা কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকেই "গোবর্দ্ধনো মে দিশতাম-ভীষ্টম্"—এইরূপ প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। নবম-শ্লোকে এতদষ্টক-পাঠে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধব-পাদপদ্মলাভের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৪. ২৭। **শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকম্**—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড-প্রকাশকথা, পুলকিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ইহার উপসংহার-শ্লোকটি এইরূপ—

যাপুরং বিকুণ্ঠতোঽপি জয়ধাম দুর্লভং
বালকাননস্থতোঽপি পাণিনা ধৃতো গিরিঃ।
শ্রীহরেস্ততোঽপি যৎপরং সরোঽতিপাবনং
যত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ সতাস্তু নঃ॥

৪. ২৮। **শ্রীগীতাবলী**—ইহা একাদশটি সুললিত গীত-সমষ্টিরূপা। প্রথম গীতে শ্রীব্রজ-বিগ্রহ ও শ্রীবিরহ-বিগ্রহের নাম সম্বোধন-পূর্ব্বক কৃপা-প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। প্রথম গীতির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

পাহি কৃপয়া প্রেম-সুধা যাং
কারয় নিজসেবা বহুধা মাম্।
শ্রীগোবিন্দ মদনগোপাল গোপীনাথ
শ্রীকৃষ্ণ হরে ব্রজজনহিত-লীলাগাধ॥

দ্বিতীয় গীত হইতে সপ্তম গীত পর্য্যন্ত ছয়টী গীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার বর্ণন দৃষ্ট হয়। অষ্টম গীতে নিজ প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছেন, দেখা যায়। সেই গীতটি এইরূপ,—

প্রভো কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ
বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন প্রেমসিন্ধো।
হরে কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ
নমস্তুভ্যং গৌড়-গোপীজন-প্রাণবন্ধো॥

নবম ও দশম গীতিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামের পুনঃ পুনঃ সম্বোধন, বর-প্রদান ও নিজাভীষ্ট-প্রার্থনা-জ্ঞাপন থাক হইয়াছে। একাদশ-গীতি বা উপসংহার-গীতিটি এইরূপ,—

নমস্তুভ্যং কৃষ্ণ গোবিন্দ।
দৃশমস্মি দিশ ময়ি নিজকৃপয়া।
যাং জীবন মন্মথিত-সুধয়া॥
পীতবসন মম কলয় মনো
নবনীলনলিন-কমনীয়তনো।
বরবনগরাবস্তংস বিভো
বরয় ত্বামুররীকুরু ভোঃ॥

৫। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্

শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা ২০ সর্গে বর্ণিত।

মঙ্গলাচরণ-শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনং প্রপদ্যে, নবপ্রণয়বস্তুতমঃ-প্রপঞ্চম্।
পঞ্চেষু-কোটার্বুদকান্তিধারা,-পরম্পরাপ্লাবিত-সর্ব্ববিশ্বম্॥
সনাতনং রূপমুদীক্ষ্য যস্মিন্, জগদ্ধরামো ব্রজকাননেশয়োঃ।
তৎকেলিকল্পাগমসঙ্গতীলিতাঃ, সদালিবীথীরনুবাসিনীর্ভজে॥

উপসংহার-শ্লোক—

বিশাখাশশিকাবসন্নিভপক্ষে বারে গুরোঃ ফাল্গুনে
বিধানশিনি পূর্ণিমা প্রতিপদোঃ সন্ধৌ সবস্তোত্তটে।
গান্ধর্ব্বাগিরিধারিণোঃ সবতনং যোগাধিরূঢ়য়োরঃ
শ্রীচৈতন্যদিনে জগেতন্নগরাং কাব্যং তমং পূর্ণতাম্॥
তত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মমধুনঃ কেন স্তবে প্রাভবম্
যং পীতং সকলৈব হন্ত মলিনং মমচ্চিত্তমত্যালিনম্।
সংসারোগ্রমতঙ্গজাজমধিবাং বিস্মার্য্য বৃন্দাবনে
রাধামাধবকেলিকল্প-লতিকাবাসে সদাবীবসং॥

বিংশতিতম সর্গের শেষ শ্লোকযুগল—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনং প্রপদ্যে, নবপ্রণয়বস্তুতমঃ-প্রপঞ্চম্।
পঞ্চেষু-কোটার্বুদকান্তিধারা,-পরম্পরাপ্লাবিত-সর্ব্ববিশ্বম্॥
সোঽহং শ্রীলোকনাথঃ স্মৃতভূ পুরুকৃপাবশ্যিতিঃ বৈঃ সমুক্ত-মুক্তোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতমতমঃকূপতো দীপিতাভিঃ।
দুর্গুপ্তিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশবদিশমহো যাং স্তিতা দিব্যলীলা-রত্নাচ্যাং বিস্তমানা বয়মপি নিতুতং শ্রীলগোবর্দ্ধনং স্মঃ॥

৬। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ

ইহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের সরল সার-নির্যাস। অন্তিম শ্লোক—

অনধীত্যব্যাকরণশ্চরণপ্রণতো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুস্তো বিন্দুরূপেণ॥

অর্থাৎ—যিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির চরণসেবায় উন্মুখ, এতাদৃশ ব্যক্তি এই 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'র বিন্দু হইতে বিন্দুরূপে শ্রীহরির চরণে আনত হউন।

৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

ইহাতে 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের সার-নির্যাস সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। অন্তিম শ্লোক—

অনধীত্যব্যাকরণশ্চরণ-প্রণতো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণস্তদালোকায় তস্তবতু॥

যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির চরণে উন্মুখ হইয়াছেন, এই 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'র কিরণ তাঁহাদের পথের আলোকস্বরূপ হউক।

৮। শ্রীভাগবতামৃত-কণা

ইহা 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে'র সরলভাষায় সারনির্যাস।

উপাস্যের স্বয়ংরূপত্ব, বিলাসত্ব, অংশত্ব, আবেশত্ব, পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, আবেশ, প্রাভব, বৈভব, পরাবস্থা, ধামতত্ত্ব, পূর্ণ, পূর্ণতর, ও পূর্ণতমত্ব, প্রকটাপ্রকটলীলা, বাল্যাদিলীলার নিত্যত্ব-বিচার, ভক্তগণের তারতম্যাদি—এই বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তিম শ্লোক—

অনধীত্যব্যাকরণশ্চরণপ্রণতো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
ভাগবতামৃতকণিকা মণিকাকনন্যায়মুদ্বহতা॥

যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের ভজনে উন্মুখ, তাদৃশ জনের নিমিত্ত এই 'শ্রীভাগবতামৃতকণিকা' মণিকাঞ্চনের ন্যায় প্রীতিপ্রদ হইল।

৯। শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা

ইহা দুইটী 'প্রকাশে' বিভক্ত। প্রথম শ্লোকদ্বয়ে এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য বিবৃত আছে। যথা,—

শ্রীরূপবাক্যসুধাম্বুধিচকোরেভ্যো নমো নমঃ।
যেষাং কৃপালবৈর্বক্ষ্যে রাগবর্ত্মনি চন্দ্রিকাম্॥

শ্রীমদ্ভক্তিসুধাম্ভোধের্বিন্দুর্যঃ পূর্ব্বদর্শিতঃ।
তত্র রাগানুগা ভক্তিঃ সংক্ষিপ্তাত্র বিতন্যতে॥

আমি যাঁহাদের করুণাকণা লাভ করিয়া রাগমার্গে এই 'চন্দ্রিকা'(জ্যোৎস্না) প্রণয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছি, শ্রীরূপের বাক্যামৃতের আস্বাদনকারী সেই ভক্তচকোর-সকলকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

আমি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভক্তিরসামৃতসমুদ্রের যে 'বিন্দু' প্রদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে রাগানুগা ভক্তি সংক্ষিপ্তভাবেই রহিয়াছে। এক্ষণে তাহা বিস্তারিত করিতেছি।

বৈধীতে শাস্ত্রশাসনের অপেক্ষা, রাগানুগায় লোভই প্রবর্ত্তক। এই লোভ দুই প্রকার—ভগবৎকৃপাজাত ও অনুরাগিভক্তের কৃপাজাত। ভক্তকৃপাজাত লোভ প্রাকৃত ও আধুনিক দুইভাবে হইতে পারে। প্রাকৃত ভক্তকৃপায় লোভ জন্মিবার পরেই শ্রীগুরুচরণাশ্রয় এবং আধুনিক ভক্তকৃপাতে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর লোভ-প্রবৃত্তি। লোভ জন্মিলেও শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা আছে; কারণ, তাহাই প্রাপ্যোপায় নির্দ্দেশ করে। লোভ জন্মিবার পর কেহ গুরুমুখ হইতে, কেহ-বা অনুরাগী ভক্তজনের মুখ হইতে তত্ত্ব জ্ঞাত হন; আবার কাহারও ভজনদ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত হয়। তাহাতে হৃদয়ে প্রাপ্যোপায়সমূহ স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হইলে ক্রমে উল্লাসের সহিত তাহাতে গাঢ়লব্ধবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতই অবলম্বনীয় প্রধান শাস্ত্র এবং তাঁহার রহস্য-প্রকাশের প্রতি-পাদক 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি তদনুকারক গ্রন্থসমূহও অপেক্ষণীয়। "শ্রীব্রজেশ ও শ্রীব্রজেশ্বরীর অভিলষিত তদীয়-প্রিয়জনের স্মরণপর হইয়া এবং তাঁহাদের কথাতে রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে। সেই ভাবের লাভাভিলাষী এই রাগমার্গে ব্রজবাসিগণের অনুসরণে সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে সেবায় রত হইবেন।"

বৈধী ভক্তির পথে শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি যে-সকল অঙ্গের নির্দ্দেশ আছে, এই রাগপথেও মনীষিবর্গ সেই অঙ্গসমূহ জ্ঞাত হইবেন। অষ্টাঙ্গের অন্তর্গত অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, শ্রীগায়ত্র্যধ্যানাদি রাগমার্গে ভাববিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

এই গ্রন্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সহিত বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহা এই :—(১) কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ, কীর্ত্তনের সর্ব্বোৎকর্ষ; (২) কলিযুগে তপস্যা-ব্রতাদির নিন্দা শ্রুত হইলেও ভক্তিজননী শ্রীমদ্ভাগবত-

তিথি-সম্বন্ধের সম্মান অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীএকাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীকার্ত্তিক-ব্রতাদির নির্ণয়। (৩) শ্রীরাধিকা প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই পারকীয়া। (৪) অপ্রাকৃত গোপী-সর্ব্বে অঙ্গীকার না করিলে শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনের সেবাধিকার-লাভ হয় না।

১০। শ্রীঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী'র দ্বিতীয়াম্বতবৃষ্টির প্রারম্ভে এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—"অথায় মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-বিবাদাদয়ো নাবকাশং লভন্ত ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াদ্ভৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং দৃষ্টতাং নাম।"

এই গ্রন্থটি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আমরা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর রচিত একটি হস্তলিখিত পুঁথি বহুপূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

১১। শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী

এই গ্রন্থ আটটি 'অমৃতবৃষ্টি'তে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীরূপের আনুগত্যে রসময়ী ভক্তির বিলাস বর্ণন করিয়াছেন। ইহা শ্রীরূপের 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মৌলিক বিবৃতি-সার। প্রভা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত যে ক্রম আছে, তাহা এই গ্রন্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাঁহার সহজ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার সহিত অতিসুন্দরভাবে সুললিতপদ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

১২। শ্রীগৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা

ইহার কয়েকটি শ্লোক পূর্ব্বে (১৯৬-১৯৭ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা

ইহার একটি খণ্ডিত পুঁথি শ্রীবৃন্দাবনে দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীরূপবন্দিত্রায় সমস্ত পুঁথিটির উদ্ধার হইলে পরে বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

১৪। শ্রীদানকেলিকৌমুদী-ভাণিকা-টীকা ('মহতী' *)

এই টীকার মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

দানকেলিকলৌ সুপ্তধর্ম্মমর্য্যাদয়োর্ভরে।
রাধামাধবয়োঃ কামলোভদম্ভমদানৃতম্॥

আমি শ্রীদানকেলিকলিতে (কলিকাতে) বেদধর্ম্ম ও মর্য্যাদাদির বহির্ভূত শ্রীশ্রীরাধামাধবযুগলের অপ্রাকৃত কাম, লোভ, দম্ভ ও ছলনাকে বন্দনা করি।

উপসংহারেও উপক্রমের অনুরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। তাহা এই—

দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগম্।
কামলোভমদাক্রান্তমেকাকারমহং ভজে॥

শ্রীদানকেলি-কলিকার অন্তে কাম-লোভ-মদাক্রান্ত আমি পরস্পরালিঙ্গিতবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধবযুগলকে ভজনা করি।

১৫। শ্রীললিতমাধব-নাটক-টীকা

ইহা শ্রীল বিশ্বনাথের নির্ম্মিত কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আদি বা অন্তে কোন স্থানে কোনরূপ বর্ণনা বা পুষ্পিকাদি নাই, কেবল মূল-গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা দেখা যায়।

টীকারম্ভ—"অথ শ্রীমন্মনমনাম্নঃ পুরুষস্যৈর্ভগবদ্ভক্তপদৈঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপাপদৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ কল্পনানীলমণৌ লক্ষিতঃ সমুদ্ভিদ্যমানস্তোগঃ স্ফুটং দর্শয়িতুং বিরচ্যমানস্য ললিতমাধবাখ্যস্য গ্রন্থস্য প্রথমপদ্যং ব্যাচষ্টে, সুরবিন্দুরুদূখিতি।"

সমাপ্তি—"ভবত্বেতি; গন্তীরে রসস্রোতসি ভবত্বেনাপি ময়া যৎ সর্ব্বতোমুখং জলম্। কবকন্দুকঃ পাথঃ সুখং সর্ব্বতোমুখমিত্যাদয়ঃ। পক্ষে সর্ব্বস্য স্রোতসি দুঃখাকীর্ণং নিক্ষিপ্তমিত্যর্থঃ।"

---

* 'বহরমপুর' সংস্করণে মুদ্রিত এই টীকা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে এই টীকার কোন নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত পুঁথি-সমূহে ইহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত এবং ইহার নাম 'মহতী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (Catalogue of Mss. in the Sanskrit College, Calcutta, Vol. X, No. 48 ; A Descriptive Catalogue of Skt. Mss. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, by H. P. Sastri, No. 5340 ; A Descriptive Catal. of Govt. Collections of Mss. in the Bhandarkar O. R. Institute, Poona, Vol. XII, by P. K. Gode, No. 70.)

১৬। শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক-টীকা

শ্রীবিদগ্ধমাধব-বিবৃতি—প্রথমপ্রক্রমে শ্লোক—

বৃন্দাটবীনবসভাজনরাজমান-
শ্রীনন্দনাত্মজপদাম্বুজকাব্যরত্নম্।
স্বচ্ছিত্তসম্পুটমলঙ্করুতাং তদীয়া-
সৌভাগ্যভাজমপি নীত্রমযুং বিধত্তাম্।

শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বরের অভ্যর্থনাবিষয়ে শোভমান তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, নাম, গুণ-পরম্পরার সূচক কাব্যরত্ন আমার চিত্তরূপ সম্পুট (কৌটার) অলঙ্কৃত করুন এবং এই জনকে নিত্যই তদীয় সন্দর্শনের সৌভাগ্যভাজন করুন।

"অথ 'ত্বৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারৈ,-বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ। হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি,-রনিচ্ছতো যে গতিমদীং প্রদুঃ তে' (ভা২৫।৩৬) ইতি শ্রীভাগবতীয়পদ্যনিবদ্ধ-প্রসিদ্ধার্থকতদ্বচনির্দ্দেশৈর্যৈরেব দর্শনীয়াবয়বযোগবিলাসা-দিভির্হৃতমনঃপ্রাণা ভক্তিরসিকাস্ত এব কীদৃশাঃ, দর্শনীয়ানি নয়নানন্দকানি শ্রীঅঙ্গানি। এবং কীদৃশানি বা তানি, উদার-হাসেক্ষিতবামসূক্তানি পরমানন্দ-লহরী-লীলাবিশেষ-সুন্দরমন্দ-হাসাবলোক-রমণীয়-তদীয়বাক্যানি বাক্যানীতি শ্রোত্রজিজ্ঞা-সায়াং সত্যাং পরমরসিকমুকুটমণিঃ সোঽহং হৃতাত্মনা বির্ভাবিত-শ্রীবিদগ্ধ-মাধবনাটকেনৈব তানি দর্শনীয়ানি ভগবদঙ্গানি উদার বিলাস-মন্দহাসাবলোক-রসনীয়মর্ম্মতদীয়বাক্যানি বাক্যানি চাভিনেতৃকামঃ সংসূচিত-নান্দীপদযোগেন পরম-মঙ্গলং সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূতং বস্তু নির্দ্দিশতি, সুধানামেতি।"

"আমার সেই সেই মনোরম-দর্শন অঙ্গসমূহ, মধুর বিলাস, চারুময় অবলোকন ও মধুর ভাষণাদি-দ্বারা সেই-সকল পুরুষের চিত্ত ও প্রাণ অপহৃত হওয়ায় তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি তাঁহাদিগকে আমার ক্ষুদ্রা গতি (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকে।' নীলাম্বরের এই পদ্যে প্রসিদ্ধার্থকৃত 'সেই সেই' শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশে, যে-সকল দর্শনযোগ্য অবয়ব, উহার বিলাস প্রভৃতিদ্বারা যে-সকল ভক্তিরসিকের মন ও প্রাণ অপহৃত হইয়াছে, তাঁহারাই কি প্রকার? দর্শনীয় অর্থাৎ নয়নের আনন্দপ্রদ শ্রীঅঙ্গসমূহ, এইরূপে সেইগুলিই বা কীদৃশ? 'উদারবিলাস-হাসেক্ষিত-বামসূক্ত' অর্থাৎ পরম আনন্দপ্রদ লীলাবিশেষ, সুন্দর মন্দহাসের সহিত অবলোকন ও রমণীয় তদীয় প্রকাশক বাক্যাবলী। কর্ণের শ্রবণ-স্পৃহা-পূরণের অভিলাষে পরম-রসিকশেখর সেই এই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু হৃতাত্মকর্তৃক আবির্ভাবিত 'শ্রীবিদগ্ধমাধব'-নামক নাটক-দ্বারাই সেই দর্শনীয় শ্রীঅঙ্গসমূহ এবং মধুর বিলাস, মন্দহাসের সহিত অবলোকন আনন্দদায়ক পরিহাস-তদীয়ের বাক্যসকল অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সূচক নান্দীপ্রয়োগ দ্বারা পরম-মঙ্গলময় সকল-প্রয়োজনের মস্তকস্বরূপ বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—'সুধানাম্' ইত্যাদি।

সপ্তমাঙ্কের শেষে উপসংহারে কেবল আছে,—

"ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিনা বিরচিতা শ্রীবিদগ্ধমাধব-বিবৃতিঃ সম্পূর্ণা। নন্দা নব সিন্ধুরাধৌ গণাঃ পক্ষ ইন্দুরেকঃ। এবমস্তু বামা গতিরিত্যনুসারেণদেয়া অঙ্কাঃ।" সন ১৪৮৯। (ইহা শ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব'-নাটক-রচনার সমাপ্তি-কাল।)

১৭। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিটীকা ('আনন্দচন্দ্রিকা')

প্রারম্ভ :—

স্নিগ্ধন্ দৃগন্তচপলাকলনাবীক্ষিতোঽপি
ক্ষুভান্ স্বকাঙ্গিনগণান্তরবাসিতোঽপি।
কৃষ্ণস্মৃতঃ স্থিতধিয়াং পরিপাস্থিতোঽপি
শ্রীরাধিকা প্রণয়তু প্রমদং হরের্নঃ॥
গৌরঙ্গনস্তিপদন্তরপঙ্কজাল-
ছায়াবলির্ঘনরসস্নপিতং গদাদা।
শ্রীরূপবাগমৃতদিব্যনদী মহীয়ং
চেতঃ প্রবিশ্য দয়তাং দয়য়ন্নশেষম্॥
তেভ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিচরণেভ্যো নমো নমঃ।
সিন্ধুকোটিগভীরাণাং মন্থং যেষাং কৃপামৃতম্॥
একা তদীয়টীকায়াং কারিকা সংশয়ৌঘহৃৎ।
অত্রৈব পরমোৎকর্ষতেতোত্র স্ফুটমীক্ষিতা॥

সা চ—স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ণাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্ণমপরং পরম্॥ ইতি।
পরকীয়ালক্ষণে বস্তুন্যভাবস্য লক্ষণে।
স্বজনার্য্যপথত্যাগো বাস্তবত্বেন সংস্তুতঃ॥
তেনৈব হরিতো গ্রন্থস্তাদিমধ্যাবসানতঃ।
দুর্গমত্বেঽপ্যুজ্জ্বলত্বাচ্চিখ্যাসুরিমং মুহুঃ॥
তদীয়চরণাম্ভোজরজঃকারুণ্যলেশতঃ।
যত্র প্রবেশমাত্রেণ ক্ষমতাং তৎ কৃপাস্তবঃ॥

শ্রীরাধাকর্ত্তৃক দৃষ্টিকোণকৃপা বিদ্যুদ্ধলন-দ্বারা বীজিত হইয়াও যিনি স্নেহামৃত হইতেছেন, স্বীয় কান্তিরূপ নগরের অভ্যন্তরে বাসিত হইয়াও ক্ষুব্ধ হইতেছেন, পুনঃ পুনঃ ঈষদ্ধাস্যরূপ সুধা-পায়িত হইয়াও যিনি তৃষার্ত্ত হইতেছেন, সেই শ্রীহরি আমাদিগের সন্তোষ বিধান করুন।

স্নেহময়ী শ্রীলতা স্নেহরূপ সুধীগণকর্ত্তৃক সংস্তুত শরীরের অলঙ্কার হইয়াছেন, প্রেমরূপের মধুর কলনাদে সাধুগণকে অনুগ্রহ করিতেছেন, সেইরূপ সমস্ত সুধীকর্ত্তৃক প্রশংসিত মঙ্গলময় অলঙ্কার-যুক্তা, নিবিড় রস, ধ্বনি ও সাধু-গুণ-শালিনী শ্রীরূপের বাক্যসুধা আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া নিখিল পরিতাপ দূরীভূত করুন।

যাঁহার কৃপামৃত কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরবুদ্ধি সাধু-গণের পূজিত, সেই শ্রীজীবগোস্বামিচরণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

তাঁহার টীকায় ('লোচনরোচনী'তে) এক কারিকাই সমুদয় সংশয় ছিন্ন করে, ইহাতেই তাহার পরম উৎকর্ষ; ইহা এ স্থানে সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশিত হইল। সেই কারিকা—'কিছু কিছু স্বেচ্ছায় ও কিছু কিছু পরের ইচ্ছাক্রমে লিখিত হইল। যাহা পূর্ব্ব ও পর সম্বন্ধযুক্ত তাহাই স্বেচ্ছায় ও অপর পরেচ্ছায় লিখিত।'

পরকীয়ার লক্ষণের মধ্যে মহাভাবের স্বরূপে স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগকে যে বাস্তব বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতেই আনন্দ লাভ করিয়া গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অবসানে দুর্গমত্ব থাকিলেও উজ্জ্বলতাবশতঃ ইহা পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। তাঁহার চরণপদ্মের সংলগ্ন ধূলির কারুণ্যকণার ভাজন আমি এই ব্যাখ্যা-মধ্যে যাহা কিছু প্রলাপ করিয়াছি, কৃপাসাগর বৈষ্ণবগণ তাহা ক্ষমা করুন।

পরিসমাপ্তি-শ্লোকাবলী—

উজ্জ্বলনীলমণৌ রসবিদুষামানন্দচন্দ্রিকা টীকা।
ইয়মিহ বিশ্বজনীনা ভবতাদিশ্বরপ্রীতৈ॥
টীকায়াং কারিকা শ্রীমজ্জীবগোস্বামিনাং মতা।
অতৈব পরমোৎকর্ষ ইত্যাস্যৈকাবলোকিতা॥

সা যথা—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥ ইতি।

রাগেণৈবার্পিতাত্মান ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং তথা।
পত্নীভাবাভিমানাত্মেত্যত্রাপি চ তদীয়য়া।
দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽভ্যাসাদাদিষ্যাবসানতঃ।
মূলগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং সাহসাদহং॥
তদীয়চরণাম্ভোজরজঃকারুণ্যলেশভাক্।
যদত্র প্রলপং তত্র ক্ষমন্তাং তে কৃপাজ্বঃ॥
আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্যাং বসুচন্দ্রকলাধিতে।
শাকে বৃন্দাবনে পূর্ণাভবদানন্দচন্দ্রিকা॥

'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'তে রসিক ভক্তগণের আনন্দ-জ্যোৎস্না ('আনন্দ-চন্দ্রিকা')-রূপা, নিখিলজনের যা বিষ্ণুভক্তসমূহের চিত্তকারিণী এই টীকা বিশ্বম্ভর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করুন। শ্রীজীবগোস্বামীর টীকাতে আমি 'ইহাতেই পরমোৎকর্ষ' এই বিচার করিয়া ইহা অবলোকন করিয়াছি।

কারিকা—'কিছু কিছু স্বেচ্ছায় ও কিছু কিছু পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল। যাহাতে পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধ আছে, তাহাই স্বেচ্ছায় এবং যাহাতে তাহা নাই, তাহাই পরেচ্ছায় জানিতে হইবে।'

গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্তে 'অনুরাগবলতই অর্পিতাত্মগণ' (শ্রীউঃ নীঃ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা প্রঃ, ৬)—ইহার তাৎপর্য্যে পরকীয়ত্ব এবং 'পত্নীভাবাভিমানময়ী' পদের মর্ম্মে তদীয়ত্বের বিচারের পুনঃ পুনরুল্লেখ-বর্ণনে আনন্দিত হইয়া আমি মূল-গ্রন্থের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় সাহসী হইয়াছি। তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিকণার কৃপালেশ-পাত্র আমি টীকায় যাহা যাহা অসংলগ্ন বলিয়াছি, কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণবগণ তাহা ক্ষমা করুন।

১৬১৮ শকাব্দায়, আশ্বিনমাসে, শুক্লপক্ষযোগে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে 'শ্রীআনন্দচন্দ্রিকা' টীকা পূর্ণতা লাভ করিলেন।

১৮। শ্রীবৃহৎসদ্ভক্ত-টীকা

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-কৃত 'শ্রীবৃহৎসদ্ভক্ত'-কাব্যের টীকা। ইহার একটি পুঁথি বঙ্গীয় 'এসিয়াটিক্ সোসাইটি'তে আছে। (R. L. Mitra's 'Notices', Vol. IX, Calcutta, 1888, P. 57, Mss. No. 2947).

আরম্ভ :—

"বন্দে গৌরং কৃপাসিন্ধুং স্বভক্তৈরর্চ্চিতং স্বয়ম্।
সা(স্বা)দচিন্তাবতীর্ণোহয়ং যোঽজিগ্রহদিহং জগৎ॥
বন্দে শ্রীরাধিকাপাদান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদর্শকান্।
ভবনিস্তারিণং মন্ত্রং গোপালং বৎসমাশ্রয়ঃ॥

অথ নানাপ্রকার-শ্রীভগবল্লীলাবর্ণনং নাম্নিস্যুঃ শ্রীরূপ-গোস্বামী হরিদূতাখ্যং কৃষ্ণাখ্যো বিভিন্নাচার-পরম্পরা-প্রাপ্তঃ মঙ্গলঃ স্বেষ্টদেবতাস্মরণরূপমিত্যাদি।"

শেষ :—"সাদ্রাং ঘনীকৃতাং রসমঙ্গলরীতানন্দধারাং সর্বতঃ জনয়ন্তি তার্থঃ। এতেনাকাঙ্ক্ষিতমধিগন্তব্যং সূচিতম্।"

পুষ্পিকা :—

"ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-বিরচিতা শ্রীহরিদূত-টীকা সমাপ্তা।"

১৯। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-টীকা ('শ্রীসুখবর্ত্তিনী')

আরম্ভ-শ্লোক :—

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সংস্কারতাং
দেয়া ভক্তজনেষু ভাবিষু ভবৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া।
ইত্যাজ্ঞাপয়তেব দেব নিপুণং শ্রীকর্ণপূরাননে
বাণো স্বাদ্রিতলাদৃতঃ গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোঽস্তু নঃ।

'হে বৎস! নিজ জিহ্বাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া, কাব্যে পরিণত করিয়া দেবগণের দুর্লভ এই বস্তু ভবিষ্যদ্ভক্ত-জনগণকে দান করিবে।'—এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক যেন, যিনি শ্রীকবিকর্ণপূরের বদনমধ্যে নিজের শ্রীচরণকমলরূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আমাদিগের গতি হউন।

নিত্যস্বৈনৈসর্গিকরুক্ষার,-লীলাদ্যাঢ্যৈঃ পরমাত্মনীনম্।
শ্রীরূপসম্মত্যনুকূলমেব, পূর্ব্বৈঃ শ্রিতং সংশ্রয়তে সুমেধাঃ।

যাহা একান্তভাবে স্বাভাবিক, রসের শ্রেষ্ঠলীলাযুক্ত ও শ্রীরূপের সম্মতির অনুকূল এবং যাহা পূর্ব্বমহাজনবর্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তাদৃশ আত্মমঙ্গল-জনক শ্রেষ্ঠ পথ বুদ্ধিমান জনগণ আশ্রয় করেন।

অন্তিম চূর্ণিকা—"ইত্যানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং সুখবর্ত্তিন্যাং বিংশতিতমস্তবক-সঙ্গতমম্।

সন্তঃ সন্তমসম্বেষ্টিতচিত্তপারতন্ত্র্যাদিতাঃ
সর্ব্বেষামপি কিং পুনর্মম মমত্বৈর্দ্ধ্যঃ স্বাধুরক্ষাদিয়ঃ।
তেনৈবাং ক্ষণমীক্ষণক্ষণদিয়ং টীকা কিং ন লাপ্স্যতে
শুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং মতাবণ ততঃ পাপৌঘ রাজিষ্যতে॥

সাধুগণ সকলেরই সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ সাধু চেষ্টার মঙ্গলাবস্তের আদর করেন, আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ মস্তক অবনত রাখিয়াছি এবং নিজের কার্য্যে লজ্জিত আছি; অতএব এই টীকা কি অন্তরকালের জন্যও তাঁহাদের দর্শনের অবসর লাভ করিবে না? আশা করি, অতঃপর সুবুদ্ধিজনগণের অভিমতা শুদ্ধি পাইয়াই ইহা শোভা লাভ করিবে।

রাধাসরস্তীরকুটীরবর্ত্তিনঃ, প্রাপ্তব্যবৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনঃ।
আনন্দচম্পূবিবৃতি-প্রবর্ত্তিনঃ, সন্তো গতির্মে সুমহানিবর্ত্তিনঃ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরস্থিত কুটীরে বাসকারী, শ্রীবৃন্দাবন-সম্রাটের শ্রীচরণ-লাভে আকাঙ্ক্ষাপোষণকারী, 'আনন্দ-চম্পূ'র ব্যাখ্যা-প্রবর্ত্তক সাধুবর্গ, এই শ্রেষ্ঠ মহাযজ্ঞ হইতে অনিবৃত্ত আমার অবলম্বন হউন।

অথবা

আমি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-নামক ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবন পাইবার আশায় শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থিত কুটীরে বাস করিতেছি, 'শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'র ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্তন করিয়াছি এবং এই শ্রেষ্ঠ মহাযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি না; এতাদৃশ আমার পক্ষে সাধুগণই একমাত্র আশ্রয়।

২০। শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ-টীকা ('শ্রীসুবোধিনী')

আরম্ভ—

"অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নবহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ো
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী প্রাণপতির্গদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥"

অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ-সহিত সেই দেব শ্রীশচীনন্দন দয়া করুন, শ্রীমদ্বৈত তাঁহাকে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন, তিনি শ্রীনরহরির প্রিয়তম, স্বরূপ-দামোদরের প্রিয়, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তাঁহার সখাগণ সহচর, শ্রীসনাতনের একমাত্র আশ্রয়, শ্রীরূপের হৃদয়ের স্বজনস্বরূপ, শ্রীলক্ষ্মীর (বিষ্ণুপ্রিয়ার) প্রাণপতি, শ্রীগদাধরের রসে আনন্দময় ও শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-নন্দন।

কোন কোন পুঁথিতে সমস্ত টীকা শেষ করিবার পর এই শ্লোক পাওয়া যায়,—

সৈদাবাদনিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথ-শর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি-নাম্নেয়ং কৃতা টীকা 'সুবোধিনী'॥

ইহাতে শ্রীল কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-প্রণীত সমগ্র 'শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভের' দশটী 'কিরণের'ই টীকা আছে। কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে এই টীকা সমগ্র থাকিলেও

শেষোক্ত শ্লোক না থাকায় উহা প্রাচীন টীকা বলিয়া উল্লিখিত আছে, টীকাকারের পরিচয় নাই। সমগ্র টীকামধ্যে আর কুত্রাপি টীকাকারের কোন পরিচয় বা সমাপ্তিকালাদি দেওয়া নাই।

২১। শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষৎ-টীকা

শ্রীঅথর্ব্ববেদান্তর্গতা পিপ্পলাদশাখীয়া শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষৎ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যথার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সংক্ষেপে সারভাগসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল সংস্কৃতে বাগ্‌মধুর পদে এই শ্রুতির তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া জগজ্জীবের অজ্ঞান দূরীভূত এবং রসিকগণের পরমানন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার টীকার প্রারম্ভ এইরূপ,—

"মূর্ত্তব্রহ্ম-স্বরূপার্থ-বর্ষিণীং ভক্তহর্ষিণীম্।
গোপালতাপনীং নৌমি শ্রীমদ্‌গোপালতাপনীম্॥

তর্ক্কব্যাদিদেশ-প্রসিদ্ধপরাশরগোত্র-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়-প্রাপ্তাথর্ব্ববেদস্য পিপ্পলাদশাখাপঠিত-শ্রীগোপালতাপন্যাখ্যা শ্রুতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতদীলাকারুণ্যাদিকং প্রতিপাদয়ন্তী তং নমস্করোতি; সদিতি।"

উপসংহার-শ্লোক, যথা—

"শ্রীমদ্‌গোপালতাপন্যা বিবৃতিঃ পূর্ব্বতাং গতা।
গাঙ্কর্ব্বাসবসন্ধীরে বিশ্বনাথাখ্যলেখকাৎ॥"

মূর্ত্তিমদ্ ব্রহ্মের স্বরূপার্থের বর্ষণকারিণী, ভক্তের আনন্দদায়ী ও শ্রীগোপালের তাপনী (সিদ্ধিকরী, প্রকাশিকা বা কামবাণরূপা) শ্রীমতী 'গোপালতাপনী'-নাম্নী শ্রুতিকে প্রণাম করি।

গুজরাট প্রকৃতি প্রদেশে বিখ্যাত পরাশর-গোত্রীয় ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত শ্রীঅথর্ব্ববেদীয় পিপ্পলাদশাখার অধীত শ্রীগোপালতাপনী-নাম্নী শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, লীলা ও করুণা-প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার করিতেছেন—'সৎপুণ্ডরীক-নয়ন' ইত্যাদি।

শ্রীবিশ্বনাথ-নামক লেখক হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীমদ্‌গোপালতাপনীর বিবৃতি সমাপ্ত হইল।

২২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা-টীকা

বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-টীকা ('শ্রীসারার্থবর্ষিণী')

প্রারম্ভ :—

গৌরাংগুকঃ সংস্মৃতপ্রমোদী, স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্মে, মনোঽভিতিষ্ঠন্ স্বয়তিং করোতু॥
প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহং,-মজ্ঞোঽপি গীতামুললেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তরত্ন, সন্তঃ ক্ষমন্তং শরণাগতঞ্চ॥

ভক্তকিরণ-বিশিষ্ট উত্তম কুমুদসমূহের আনন্দদাতা, নিজশোভাদ্বারা পৃথিবীর অন্ধকারনাশক চন্দ্রের ন্যায় গৌরশোভাশালী, সাধুরূপ কুমুদগণের প্রমোদদাতা (স্বীয়নামস্মরণে বাক্যের বহুত্ব-জ্ঞানাবরণ-ধ্বংসকারী অথবা পার্থিবজনের অজ্ঞাননাশক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আমার চিত্তমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া নিজের প্রতি প্রীতি বিধান করুন।

আমি অজ্ঞ হইলেও শ্রীগীতারূপ অমৃতের কুম্ভাংশের লোভে প্রাচীন বাক্যসমূহ উত্তমরূপে বিচার করিয়া আমার গুরু কবিরাজ শ্রীধরস্বামীর অনুগতো এই টীকা রচনা করিতেছি। অতএব এই বিষয়ে সজ্জনগণ তাঁহাদের আশ্রিত এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

১৮শ অধ্যায়ের ৭৪-৭৮ পর্য্যন্ত শ্লোক পঞ্চকের ব্যাখ্যা-মধ্যে—

"অতঃপরং পঞ্চশ্লোক-ব্যাখ্যা সর্ব্বগীতার্থতাৎপর্য্যনির্ব্বহণশ্লোকাঃ যত্র বর্ত্তন্তে, তাং পত্রত্রয়ীং বিনায়কঃ স্বয়মেবেনাপুনাপদত্বব্যাবিনাত্তঃ পুনর্ন্যালিখন্, স প্রসীদতু, তস্মৈ নমঃ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তামুত্তা সতাং প্রীতয়েঽস্তাৎ।

সারার্থবর্ষিণী বিবুধজনৈরা ভক্তচাতকান্।
মাধুরীং নিপুতাদস্তা মাধুরী ভাতু মে হৃদি॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হরিণায়াং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইহার পর পাঁচটী শ্লোকের ব্যাখ্যা সমগ্র-গীতার তাৎপর্য্যের সার-স্বরূপ অন্তিম শ্লোকগুলি যাহাতে ছিল, সেই পত্রত্রয় শ্রীগণেশ নিজবাহন মূষিক-দ্বারা অপহরণ করিয়াছেন, এই কারণে পুনরায় লিখিলাম না। যাঁহার গীত এই শাস্ত্র, তিনি প্রসন্ন হউন, তাঁহাকে নমস্কার। এইখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'শ্রীসারার্থবর্ষিণী' নামে টীকা সমাপ্ত হইল। ইহা সাধুগণের প্রীতিবিধান করুন।

এই সমগ্রলোকপাবনী 'শ্রীসারার্থবর্ষিণী' ভক্তভাগবতগণের প্রতি ইহার মাধুরী দান করুন, আমার জগতেও মাধুর্য্য প্রকাশিত হউক।

২৪। শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ('শ্রীসারার্থদর্শিনী')

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা, অপারুত-রসিকজন-তোষণী 'শ্রীসারার্থ-দর্শিনী'-নাম্নী টীকা। এই টীকার মঙ্গলাচরণে সপার্ষদক শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা ও তৎকৃপা প্রার্থনা করিয়া তিনি যে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' টীকা, শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকা ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত সন্দর্ভ-টীকা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যানুসরণে এই টীকাটি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধের ও প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে ও অন্তে তৎকৃত মঙ্গলাচরণের ও উপসংহারের শ্লোক দুই হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে টীকা-মধ্যে তিনি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রথম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের মঙ্গলাচরণ এইরূপ,—

কৃপামৃতাম্বুধীভূতঃ স্বভক্তি-স্বর্দ্ধুনী-খেলিতভূবনশ্রী।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনঃ স বিদ্যুদ্গৌরো মনোযোগমনি নস্তনোতু ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃত-ব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যোদ্রিক্তনিত্যভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যং ধামি নিত্যে ভজামঃ ॥

যিনি কৃপামৃত অম্বুধারিতে পরিপূর্ণ, যিনি নিজ ভক্তি-রূপ সুরধুনীতে জীবরূপ কমলকে ক্রীড়নশীল করিতেছেন, বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মেঘ আমাদের হৃদয়গগনে প্রকাশ লাভ করুন।

নিত্য-ধামে নিত্য-ভক্তগণ ও নিত্যা ভক্তিদেবীর সহিত বিরাজমান, ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র বা বেদান্তসূত্র-দ্বারা অলঙ্কৃত বা স্তুত, একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আমরা নিত্য ভজনা করি।

রূপং নাম সনাতনং গুরুকৃপাং নিত্যান্ গুণাংস্তত্ত্ব তান্
শ্রীমদ্ভাগবতাস্তথৈব বিদিতান্ দৃষ্ট্বাভিরেণাগ্রহম্।
দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবতোষণীং প্রভুমতং বিজ্ঞায় সন্দর্ভত-
টীকাং স্বামিমতপ্রকাশিতোহস্ত বিবৃধে 'সারার্থসন্দর্শিনী'ম্ ॥

শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীনাম ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও তদীয় নিত্যগুণাবলী, বহু-কালাবধি দেবিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিদিত বিষয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া এবং 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী', 'সন্দর্ভ' হইতে প্রভুর (শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর) আশয় অবগত হইয়া শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত আমি এই শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রীসারার্থদর্শিনী'-টীকা রচনা করিলাম।

ন কাচিন্মে বৈদুষ্যচয় ইহ হাস্যাবহ ইব
স্বমৌঢ্যং বা হেতুর্নিরুপধিকৃপা বা ভগবতঃ।
প্রভূত্বং বা হীনেষ্বপি রতিরতো যত্নপি তিরঃ
দ্বিতীয়ে স্থানন্দং প্রতিপদমিদং দোহ্যতি সতাম্ ॥

অহো! এই অতীব মহাসাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যে আমার কোন পাণ্ডিত্য নাই, তবে স্বীয় মূঢ়তাই অথবা শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাই (এই টীকা-লিখনকার্য্যে প্রবৃত্তির) হেতু। প্রথমোক্ত হেতুতে হীনব্যক্তিতেও প্রভুত্বের উদয়ে পরিহাসের উদয় হয় এবং দ্বিতীয় হেতুতে পদে পদে ইহা সাধুগণের আনন্দ দোহন করিবে।

গোপবামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতি প্রকৃত্বে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥

শ্রীগোপীবৃন্দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অসমোর্দ্ধ লক্ষ্মীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়জনগণের দাস্যলাভের জন্য আমি নিজেকে ও আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছি।

সুরতরুকলনীপাচ্ছত্রবজ্রধ্বর্ণান্
যদিদমদিত শ্রান্তং সাত্বিচিত্রং তদেতৎ।
হরিচরিতসুধানাং পায়নায় প্রপেদে
সদসি সদলতাং যন্মোহিনীত্বং স্তবস্তুৎ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-নামক শাস্ত্র যে কল্পবৃক্ষের ফল, দীপ, সূর্য্য ও বজ্রের বর্ণ ধারণ করিয়াছেন, তাহা অতিবিস্ময়কর নহে, যেহেতু তিনি শ্রীহরির চরিতসুধা পান করাইতে সাধু ও অসাধুগণের সভায় মোহিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শাস্ত্রকে আমি স্তব করি।

প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে অধ্যায়-বিবরণ এইরূপ—

দ্বিতীয়ে তদ্বিষেয়া শ্রীভক্তিঃ প্রেমা প্রয়োজনম্।
বিষয়ো ভগবানেতেত্যর্থত্রয়নিরূপণম্॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভক্তিই অভিধেয়, প্রেমাই প্রয়োজন ও শ্রীভগবানই ভক্তির বিষয়—এই তিনপ্রকার অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে টীকায় শ্লোকবদ্ধে অধ্যায়-বিবরণ লিখিয়াছেন।

প্রথমস্কন্ধের উপসংহার এইরূপ,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হরিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনবিংশঃ প্রথমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
শ্রীবরস্বামিনাং শ্রীমৎপ্রভূণাং শ্রীযুধাদ্গুরোঃ।
ব্যাখ্যায় সারগ্রহণাদিয়ং 'সারার্থদর্শিনী'॥

ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দপ্রদা 'শ্রীসারার্থদর্শিনী' টীকাতে প্রথমস্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায় সাধুগণের সঙ্গক্রমে সমাপ্ত হইল।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, আমার প্রভুগণ ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত সার ব্যাখ্যা-সমূহের সারগ্রহণ-হেতু এই টীকা 'শ্রীসারার্থদর্শিনী' নামে প্রসিদ্ধা।

দ্বিতীয়-স্কন্ধ হইতে নবম-স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে এই দুইটী মঙ্গলাচরণ-শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

প্রণম্য শ্রীগুরূং কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীগুরুং তমুপাশ্রয়ে॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেষ্ঠেহতিপ্রভবে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় যাং মদীয়মহং যথে॥

শ্রীগুরুদেব, করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণ, সমগ্রবিশ্বের একমাত্র আশ্রয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও জগতের চক্ষুস্বরূপ সেই শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাকে আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীগোপীবৃন্দের প্রাণতুল্য প্রিয় ও নিরতিশয় অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় প্রিয়জনগণের দাস্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি আত্মাকে ও আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছি।

দ্বিতীয় স্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হরিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ব্রহ্মপক্ষ তৃণস্যাপি চেষ্টা প্রাতিস্বিকী যতঃ।
স এষ ভগবান্ বিশ্বং বিশন্ বৃষ্যাৎ কৃপামৃতম্॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বীয় স্বীয় চেষ্টা যাঁহা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতেছে, সেই শ্রীভগবান্ বিশ্বকে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক কৃপামৃত বর্ষণ করুন।

তৃতীয় স্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হরিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়স্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্যার্থমশান্তস্যো ন বেদ্ম্যহম্।
টীকাং কুর্ব্বে তদপ্যাত্মবুদ্ধেস্তৎসঙ্গবাঞ্ছয়া॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বং নাপতয়ে জনঃ।
প্রণামেব প্রণম্য ক্ষময়ন্নাত্মাঘমুদ্ধবঃ॥
তৃতীয়স্কন্ধটীকেয়মপূরি যমুনাতটে।
শ্রীবৃন্দাবনকল্পদ্রুমূলে ঐষাষ্টমী-দিনে॥

শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বুঝি না, তথাপি নিজ বুদ্ধি-অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-সঙ্গ-লাভের ইচ্ছায় এই টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্রহ্মাদি হইতে তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে প্রণাম করিয়া এই বাক্তি নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছে।

শ্রীযমুনাতট-প্রদেশে শ্রীবৃন্দাবনের কল্পদ্রুম-মূলে আশ্বিনের অষ্টমী-তিথিতে তৃতীয় স্কন্ধের টীকা আমি সমাপ্ত করিলাম।

চতুর্থ-স্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ন কাপি বিদ্যা ন চ ভক্তিগন্ধো-
নাহো ন ভক্তেষ্বপি মৎসভাবঃ।
ন মে বিরক্তির্মনসো বশং ত-
ন্ন বেদ্মি টীকাং বিদধে কিমোজাঃ॥
শুচৌ সৌম্যদিনে কল্পদ্রুমাধ্যে যমুনাতটে।
টীকাপূর্ত্তি চতুর্থস্য সমীপে করপাণিনঃ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হরিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একত্রিংশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

অহো! আমার কিছুমাত্র বিদ্যা নাই, ভক্তির লেশমাত্রও নাই, হায় হায়! ভক্তগণের প্রতিও আমার বিরুদ্ধভাব নাই, (কৃষ্ণের বিষয়েও) আমার বিরক্তি নাই, আমার মনও বশীভূত নহে, (অতএব) কি বলে বশী হইয়া আমি টীকা রচনা করিতেছি, তাহা আমি জানি না।

আষাঢ় মাসে, বুধবারে, শুক্লপক্ষমীতে শ্রীযমুনার তট-প্রদেশে কল্পতরুর অতি নিকটে চতুর্থ স্কন্ধের টীকা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম-স্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষড়্‌বিংশঃ পঞ্চমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
সচ্চিকুতা-দিব্যসুধা প্রবাহান্ সাধূন্ সমাকর্ণ্য জিহ্বীবিষামি।
স্বয়াচ্ছিকীর্ষা-ভুজদণ্ডতাড়ো গতির্মে কথমস্তথা স্যাৎ॥

পঞ্চমস্কন্ধ-টীকা শ্রীরাধাকুণ্ড-নিকটে।
কৃষ্ণষষ্ঠ্যামপূর্ণীয়ং ফাল্গুনে ভৌমবাসরে॥

সচ্চিকুতার মূর্ত্ত ও দিব্য সুধাপ্রবাহরূপ মহাজনগণের নিকট (বাণী) শ্রবণ করিয়া আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি। অহো! স্বীয় দুষ্টতারূপ তরুণ সর্পদ্বারা দষ্ট আমার তাহা (মহাজনগণের উপদেশবাণী শ্রবণ) ব্যতীত আর কি অন্য কোন গতি আছে?

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তটপ্রদেশে ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণষষ্ঠীতে, মঙ্গলবারে এই পঞ্চম-স্কন্ধের টীকা সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠস্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠ একোনবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
মম ত্রিদোষজ্বরজর্জ্জরস্য প্রলাপমাত্রমৃতিং গতস্য।
সন্তঃ সহন্ত্বাং কৃপয়া দ্রবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনন্তঃ॥
বৃন্দাবনে কল্পতরোস্তলে লসৎকলিন্দজা-বীচিপৃষদ্ধিকন্দিতে।
ষষ্ঠস্য টীকা সমপূরি বাসরে বুধস্য শুক্লনবমীমুপেয়ুষি॥

শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকীর্ত্তনে নিতারত, কৃপাহেতু দ্রবচিত্ত সাধুগণ ত্রিদোষজনিত জ্বরের দ্বারা জর্জ্জরিত, মুমূর্ষু আমার প্রলাপ-বাক্য ক্ষমা করুন।

শ্রীবৃন্দাবনে শোভমানা শ্রীযমুনার স্বল্পতরঙ্গসমূহ হইতে উত্থিত জলকণা-দ্বারা আর্দ্র কল্পতরুতলে শুক্লনবমী তিথিতে বুধবারে ষষ্ঠস্কন্ধের টীকা সমাপ্ত হইল।

সপ্তমস্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চদশঃ সপ্তমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ভীতি-ব্রপে মৌঢ্যবলান্নিগীর্য্য
যদ্‌বেদ্মি তদ্বচ্মি মনোবিমোহাৎ।
বুধাঃ কৃপা গর্হত বর্হচূলঃ পুরঃ
সুহৃদ্বন্ত ন মোঽনুকূলঃ॥
সৌরস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যাং গান্ধর্ব্বায়াঃ সরস্তটে।
অপূরি সপ্তমস্যাপি টীকেয়ং তৎপ্রসাদতঃ*॥

আমি মূঢ়তার বলে ভীতি ও লজ্জাকে পরিহার করিয়া স্বীয় চিত্তবিনোদন-ক্রমে যাহা অবগত হইতেছি বা চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি; হে বিজ্ঞগণ! আপনারা ক্রোধবশে (ইহা) গর্হণ করেন, করুন। (পরন্তু) শিখিশিখণ্ডমৌলি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি অনুকূল হইয়া স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হউন।

সৌর-মাসের কৃষ্ণৈকাদশীতিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীভগবৎ-কৃপায় সপ্তমস্কন্ধের টীকাও সমাপ্ত হইল।

অষ্টম স্কন্ধের টীকার উপসংহার যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ন মে বিরক্তির্ন চ ভক্তিগন্ধঃ
পাণ্ডিত্যলেশো ন ন বা সদাচারঃ।
ভরঙ্গলোলাং স্ববিধং নিরোদ্ধুং
জালং সৃজাম্যেব ন হন্ত টীকাম্॥
অষ্টম-স্কন্ধটীকেয়ং শ্রীরাধায়াঃ সরস্তটে।
ফাল্গুনে শুক্লপক্ষীয়-ষষ্ঠ্যাং পূর্ণা ব্যরাজত॥

আমার (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে) বিরক্তি নাই, ভক্তির গন্ধ-মাত্রও নাই, পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র অথবা সদাচার ও নাই। তরঙ্গবৎ চঞ্চল নিজবুদ্ধিকে সংযত করিবার জন্য এই জাল রচনা করিতেছি মাত্র; হায়! ইহা টীকা নহে।

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে এই অষ্টম স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল।

নবম-স্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
মত্তদ্বিরেফৌ নিমজ্জন্তমঃসন্তাপনন্দিতম্।
করুণাদৃষ্টি-বর্ষৌঘৈ সন্তঃ কর্ষন্তু মাং ততঃ॥
বৈশাখশুক্লপক্ষস্যাং রাধাকুণ্ডসরস্তটে।
নবমস্কন্ধটীকেয়মবাপ পরিপূর্ণতাম্॥

* 'সৎপ্রসাদতঃ' ইতি পাঠান্তরম্

অপরাধসিন্ধুতে নিমজ্জিত, সন্তাপদগ্ধচিত্ত, আমাকে সাধুগণ কৃপাদৃষ্টিরূপ যষ্টি-দ্বারা তাহা হইতে আকর্ষণ করুন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তটদেশে বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয়-তিথিতে নবম-স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল।

দশম-স্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণে—

নিত্যানন্দঃ সকটৈতন্যচন্দ্রোঽদ্বৈতঃ পৃথ্যামেবঘন্ প্রেমসিন্ধুম্।
সন্তপ্তং বৈ স্নেহসংশ্লেষণাদ্যাং বিধন্ কৃত্বাৎ বৈঃ কৃপাবল্লিলেশৈঃ॥

শ্রীমদ্গদাধর! নমো নমস্তে
শ্রীরামদাস! নম এব নমঃ স্বরূপ।
শ্রীরূপ! সাতন! নমোঽস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং
শ্রীবল্লভাত্মন্! নমোঽস্তু নমো নমোঽস্তু॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু, পৃথিবীতে প্রেমসমুদ্র প্রসারিত (বর্দ্ধিত) করিয়া (তাপ-) সন্তপ্ত আমাকে স্নিগ্ধ ও চেতনতাযুক্ত করতঃ স্বীয় কৃপারশ্মি-লেশদ্বারা উৎসাহিত করুন।

হে শ্রীমদ্গদাধর-প্রভো, আপনাকে নমস্কার করি; হে শ্রীমন্নরহরিপ্রভো, আপনাকে নমস্কার করি; হে শ্রীরাম-রামানন্দপ্রভো, আপনাকে নমস্কার করি। হে শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপ্রভো, আপনাকে নমস্কার করি; হে সপরিকর শ্রীল রূপপ্রভো, আপনাকে নমস্কার করি—নমস্কার করি, হে শ্রীল সনাতনপ্রভো, আপনাকে নমস্কার করি, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতীয়দিব্যদশমস্কন্ধামৃতাম্ভোনিধৌ
খেলন্ যঃ সকরোদ্ধৃতৈ রসকণৈরাপ্লাবয়ত্তটস্থানপি।
চক্রে যস্ত মহত্তমৌলিতমহঃ শ্রীরূপবিখ্যাপিতৈঃ
সর্ব্বৈর্ভূক্ত এব নাটকবরে সাক্ষাদ্যথেতদ্ যথা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধরূপ দিব্য অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতে করিতে যিনি নিজ-হস্তদ্বারা উদ্ধৃত রসকণসমূহ-দ্বারা তটদেশে অবস্থিত ভক্তগণকেও সিক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-কর্ত্তৃক বিখ্যাপিত সর্ব্বমহাজন যাঁহার মহত্ত্বপূর্ণ তেজঃ বিস্ময়সহকারে প্রেমনাটকীয় বস্তুবৎ বর্ণন করেন।

বক্তুং পারমহংস্যসংহিতমিহ যাকিং গতানাং হি যঃ
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাদ্যং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্
এতঃ লোহবতাত্ত বিশ্বগুরবে তস্মৈ তস্মৈ নমঃ॥

ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী প্রকটিতা যেনৈব যস্য বয়ঃ
প্রাপ্যাভিন্নমহংকৃতাঃ সুকৃতয়ানাহ্লাদয়ন্ প্রাণতে।
তস্মাদ্বিস্মিতপাদপদ্মযুগলে যে নিঃসৃতাঃ স্বাদিতা-
স্তানাচিত্য কৃতার্থয়ামি জগদ্বিখ্যাতা বরীবর্ত্তি যে॥

গোপালভট্ট-রঘুনাথ-পদাব্জরেণূন্
শ্রীলোকনাথচরণানথ জীবপাদান্।
বন্দে মদীয়করুণা-সুরধীধিকায়াং
যাতো ঘৃণাযতি তীহিতমাপ্নুযীশে॥

পূর্ব্ব যুগে এই পৃথিবীতে পরমহংসধর্ম্মের প্রণালী শিক্ষা দিতে প্রকাশ-মাত্র সিদ্ধভক্ত শ্রীসনকাদির (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারিজনের) মধ্যে যিনি তৃতীয় (সনাতন) ছিলেন, এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গের সহিত ভক্তিরস ও তাহার রহস্য ভক্তগণে সঞ্চারিত করিতে তিনি একাকীই অবতরণ করিয়াছেন, সেই গুরু বিশ্বগুরু শ্রীসনাতনপ্রভুকে প্রণতি করি।

যে ব্যাখ্যাদ্বারা যত্ন সুজনগণ সজ্জনবর্গকে অতীব বিস্ময়পূর্ণ আনন্দলাভ করাইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই 'বৈষ্ণব-তোষণী' নামে ব্যাখ্যা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত দুই তিন কণামাত্র যাহা আস্বাদন করিয়াছি, সেইগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক জন্ম সফল করি, এই আশা আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে।

শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথদাসের পাদপদ্মের ধূলি, শ্রীল লোকনাথপাদ ও শ্রীল জীবপাদকে বন্দনা করি। তাঁহাদের করুণারূপ মেধাদীধিকায় স্নানপূর্ব্বক আমার সমুদয় পাপ নাশ করিয়া ঈশিতৃপদে সমর্থ হই।

তমস্করদৃশাং হৈনঃ হৃতে ভাবার্থদীপিকা।
কৃতা কৃপালবস্তেন শ্রীধরস্বামিনো গতিঃ॥
ব্যাখ্যা লেখ্যা তথাপ্যা যা ভক্তচিত্তপ্রমোদিনী।
কাচিৎ গুরূণাং কাচিন্ শ্রীমদ্গুরুকৃপোদিতা॥

অজ্ঞানান্ধকারাবৃতদৃষ্টি আমাদের জন্য যিনি (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা) 'ভাবার্থদীপিকা' প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই কৃপালু শ্রীধরস্বামিপাদই এই টীকার রচনা-বিষয়ে আমার একমাত্র গতি। ভক্তগণের চিত্তবিনোদনকারিণী যে টীকা, সেই টীকারই ব্যাখ্যা মৎকর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে, তাহার কোন কোন অংশ শ্রীস্বামিপাদেরই বাক্য এবং কোন কোন অংশ শ্রীমদ্গুরু-পাদপদ্ম-কৃপায় স্বয়ং প্রকাশিত।

প্রণম্য শ্রীগুরুং কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীগুরুং তমুপাশ্রয়ে॥
গোপরাজাজনপ্রাণপ্রেমেহস্তিলকৃষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাতায় মাং মদীয়মহং দদে॥
দশমেহনুক্রমপ্রাপ্তঃ নিরোধং পরিহায় যৎ।
আশ্রয়ং ভক্তি মুনিরাট্ তেনেদং প্রতিপদ্যতে॥
প্রথমং পীঠতাং ভক্তবন্ধং চরণযুগ্মতাম্।
চতুর্থাদি কটীনাভি বক্ষোদোর্যুগকণ্ঠতাম্॥
ষাচৈকাদশঃ স্টৈর্যমালাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ।
শ্রীভাগবতকল্পস্য দশমো মস্তকায়তাম্॥
ষোড়সর্গীজমুখ্যা যদ্ভাতং নাস্যোহস্ত সংস্থিতিঃ।
যথা তথাস্তঃ স্বস্থো নৈবাত্মে স্বাতুমর্হতি।
অতঃ শ্রীদশমে ব্রহ্মপরমাত্মাদিনামভাক্।
আশ্রয়ো বর্ণ্যতে কৃষ্ণো নবলক্ষণলক্ষিতঃ॥
ঈশানুবর্ত্তিনামন্বয়ীশানীনাং কথোদিতা।
মমমে দশমে সাক্ষালীশস্যৈব কথোদাহৃতে॥
স চেশ্বরো গোপ এব কৃষ্ণঃ পূর্ণতমো ব্রজে।
পরমন্ত্রে পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ক্বচিদ্ দ্বারকায়াং॥
এবং ক্রমস্য বৈবিধ্যালীলায়াস্ত্রিবিধোদিতা।
বাল্যাদিভেদভানভিন্নক্রমভেদাৎ দশধা॥
আদ্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্ব্রজপ্রাকট্যকী কথা।
অস্য চান্ত্যস্তো বালালীলা নবভিরীরিতা॥
ষড়ভিঃ পৌগণ্ডলীলায়াঃ কৈশোরস্য চ চর্চিতা।
ততঃ কৈশোরলীলোনবিংশত্যা ব্রজমণ্ডলে॥
একেন ভক্তিরত্নস্য কৈবল্যস্য চ নিস্পৃহঃ।
লীলা স্বাত্মাধ্বরী শেষৈর্দ্বারকায়াং নিরূপিতা॥
তদেবং দশমেহধ্যায়ৈর্নবভা বর্ণিতা হরেঃ।
লীলা নিত্যকিশোরস্য নিখিলাকর্ষিণী ক্ষিতৌ॥

রাসলীলা ২৯শ অধ্যায় টীকার প্রারম্ভ—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান নত্বা গুরূন্ কৃপাময়ঃ।
শ্রীনবোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥
প্রণম্য শ্রীগুরুং কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীগুরুং তমুপাশ্রয়ে॥
গোপরাজাজনপ্রাণপ্রেমেহস্তিলকৃষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাতায় মাং মদীয়মহং দদে॥
অথ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ পঞ্চপ্রাণময়ৈর্মুনিঃ।
রাসং প্রাহ হরেঃ সর্ব্বলীলাসম্পত্তিরোমণিম্॥
রাসো জয়তি যদ্ভক্তসৌভাগ্যা গোপযোষিতঃ।
যদারভ্য অবন্তীচক্রুঃ সর্ব্বোৎকর্ষং রসাবপি॥
উনত্রিংশে বেণুনাদ-পাঞ্চম্যবিরহর্ষণম্।
গোপিকাচাতকীবার্ত্তিঃ ক্রীড়ান্তর্দ্বিশ্চ বর্ণ্যতে॥

দশম-বর্ষীয় শ্রীভগবান্ কার্ত্তিকামাবস্যায় ইন্দ্রমখভঙ্গ, প্রতিপদে শ্রীগোবর্দ্ধনোৎসব, দ্বিতীয়ায় যমুনাতীরে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া-ভোজনোৎসব, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ। দশমীতে গোপগণের বিস্ময়-কথাবাহুল্য, একাদশীতে শ্রীগোবিন্দাভিষেক, পূর্ণিমায় ব্রহ্মলোক-গমন। তদনন্তর সপ্তম বর্ষ সমাপ্ত হইলে পরবর্ষে অষ্টমে আশ্বিন পূর্ণিমায় রাসোৎসব।

দশমস্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

মৃদ্গবীরপি গোপালঃ স্বীকুর্য্যাৎ কৃপয়া যদি।
তদৈবাস্যাং পয়ঃ পীত্বা জন্মোদ্ভূতপ্রিয়া জনাঃ॥
মাঘস্য কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং রাধাকৃষ্ণসন্নিস্তটে।
দশমস্কন্ধটীকেয়মপূরি কৃপয়া প্রভোঃ॥

এই মদীয় ('শ্রীসারার্থবর্ষিণী'-টীকারূপা) বেণু যদি শ্রীগোপালদেব কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে ইহার দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ আনন্দিত হইবেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তটদেশে মাঘমাসের কৃষ্ণ-দ্বাদশী তিথিতে প্রভু-কৃপায় দশমস্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল।

একাদশ-স্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রচরণারবিন্দভৃঙ্গেভ্যো নমঃ।
গোবর্দ্ধনধরাধারং শ্রীমদ্গোবর্দ্ধনং প্রভুম্।
গোবর্দ্ধনধরাধারং শ্রীগোবর্দ্ধনমাশ্রয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-মধুকরস্বরূপ ভক্তগণকে আমি নমস্কার করি। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিধারী, শ্রীমদ্গোবর্দ্ধন-প্রভুকে এবং গিরিধারী শ্রীগোবিন্দের নিত্যাবস্থিতিস্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে আমি আশ্রয় করি।

একাদশস্কন্ধের টীকার উপসংহার, যথা,—

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হরিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশৈকত্রিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

গোবর্দ্ধনগিরৌ পূর্ণা সহবাসে রবেস্তিথৌ।
একাদশস্কন্ধ-টীকা স্বীকারয়তু মাং প্রভুঃ॥
ব্যাচক্ষাণোঽনভিজ্ঞত্বং স্বীয়ং ব্যক্তমহং যযাম্।
যদ্দেষেন জনস্তোঽপি নন্দ এব গতির্মম॥

শ্রীগোবর্দ্ধন-শৈলতটে অগ্রহায়ণ-মাসে শুক্লদ্বাদশীতে এই একাদশস্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণা হইল। প্রভু আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া লউন।

আমি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়াছি, ইহাতে সাধুগণ উপহাস করিলেও তাঁহারাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

দ্বাদশস্কন্ধের প্রারম্ভ—

প্রণম্য শ্রীগুরু……পদে॥
ত্রয়োদশস্ত্রিধাম্নৈর্বিংশে তু চতুর্বিধঃ।
নিরোধো উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণকথাপাত্রোপনয়ক্রতৌ॥
ত্রিভিরাদ্যৈঃ ফলৈর্বর্ণ্যস্ত্রোবিংশঃ কথাতে কথাঃ।
এবেন প্রলয়োপ্যস্যাং শুকপরীক্ষিতোঃ॥
পুরাণস্য তথৈবেকো মার্কণ্ডেয়স্য চ ত্রিভিঃ।
সূর্য্যাখ্যানবলস্য শাস্ত্রপূর্ত্তেঃ ক্রমাত্রিভিঃ॥

'শ্রীসারার্থদর্শিনী'র সমাপ্তিতে শ্রীল বিশ্বনাথকৃত প্রণামাদি এইরূপ :—

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।
কৃপার্ণবায় শ্রীলোকনাথায় প্রভবে নমঃ॥
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদ।
নিরুপাধে কৃপাসিন্ধো প্রেম্না মাং পরিপূরয়॥
অয়ি বৃন্দাবন-ক্রীড়া-রসিকযুগ মাং নয়।
স্বপ্রিয়ালিগণং শীঘ্রমেবৈতং কুরুতো তব।
অন্যান্যোঽপি স্বয়ৈবাহং ব্যব্যাখ্যায়াং প্রবর্ত্তিতঃ।
হে কৃষ্ণ শ্রীভাগবত প্রণীত ত্বং তদেতয়া॥
মদ্গবীরপি গোপাল স্বীকৃত্য পরিপালয়।
নিবসন্নাং পয়ঃ শ্রীত্যা স্বভক্তানপি পায়য়॥
'ঋত্বক্ষিযড়্ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
তুরুষ্কায়াং সিতে মাসে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

টীকেয়ং বৈষ্ণবাধী ভবতু ভগবতো ভক্তলোকস্য তস্যা
ষট্শাস্ত্রাগমবাদ্যো মধুরিমলহরীখেলনৈকাস্ত্রবৃত্তেঃ।
যত্তস্যা লোচকত্বে কৃতিরতিকৃতিনঃ সর্ব্বসাদ্গুণ্যগণ্যা
দীব্যাৎপাতিত্যনৃত্যাপ্যনুপদবিধুরা তাজ্ঞনী দুর্জনেব॥

আরম্ভে পরিণামে চ বিবর্ত্তেঽপি হি যঃ কবিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তেঃ পুরুষার্থশিরোমণেঃ॥
ব্যাখ্যাতু তস্য কথা কথা না শ্রীগুরোঃ কৃপয়েক্ষ্যতে।
তস্মাদহমো নমস্তস্মৈ গুরবে গুরবে নমঃ॥
হে ভক্তা যদি বঞ্চকস্য মম ধৌত্যায় জনঃ।
নাথা বিশিষ্টদেবাস্তঃ প্রমাণং নস্তদ্যাং মনাক্॥
শ্রীগোবর্দ্ধনায় হরিদাসবর্য্যায় নমঃ।
শ্রীরাধাকুণ্ডায় শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুকে প্রণাম, সেই শ্রীগুরুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। কৃপাসাগর প্রভু শ্রীলোকনাথকে প্রণতি জ্ঞাপন করি। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, হে শ্রীগৌরাঙ্গ, হে অঙ্গ ও উপাঙ্গসহিত, হে পার্ষদসহিত, হে নিরুপাধে, হে কৃপাসিন্ধো, আপনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ করুন। হে বৃন্দাবনস্থ ক্রীড়া-রসিকযুগল, আপনাদিগের জয় হউক, আপনারা আমাকে নিজপ্রিয়-সখীগণের নিকট আকর্ষণ করুন, ইহাই আমার ইপ্সিত; আপনারা কৃপালু হউন, হে শ্রীগোপাল, আমার এই বাক্যাবলীরূপা বেনুসমূহকেও অঙ্গীকারপূর্ব্বক পালন করুন, স্বয়ং ইহাদিগের দুগ্ধরূপ তত্ত্ব পান করিয়া স্বীয় ভক্তগণকেও পান করান।

১৬২৬ শকাব্দে, মাঘমাসে, শুক্লা ষষ্ঠীতে এই টীকা পূর্ণা হইল।

২৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা)

ইহাতে প্রথমে মঙ্গলাচরণ বা অভিধেয়-কথা ও শেষে উপসংহার বা নিজপরিচয়াদি কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২য় শ্লোক—'বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-ইত্যাদির টীকা এইরূপ—"সহ একয়া প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ, ন তু সহজাতৌ, উভয়োর্জন্ম-কালস্য ভেদাদিতি"। তৃতীয় শ্লোকের টীকা নাই। চতুর্থ শ্লোক 'অনর্পিতচরীম্' ইত্যাদির টীকা—"উন্নতোজ্জ্বল-রসাম্ উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃত উজ্জ্বলরসো যয়া তাম্, স্ফুরতু প্রকাশীভূয় তিষ্ঠতু।"

শ্রীচরিতামৃতের প্রথম পয়ার—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিন মোর নাথ॥"

টীকা—"এই শ্লোকের মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ এতে ত্রয়ঃ, অত্র মদনমোহন-শব্দেন মদনগোপালোঽপি জ্ঞাতব্য ইতি।"

শ্রীচরিতামৃত ১।১৪।৫ পয়ার—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁ'রে তাঁহারি প্রকাশ॥

টীকা—"গুরুর্নিত্যানন্দঃ, —'যদ্যপি' ইতি। 'নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ' ইত্যাদিনা 'যদ্যপি' ইত্যাদিনা চ গুরুপদেনাত্র নিত্যানন্দ-প্রভুরেবেতি ব্যক্তিকৃতম্। নন্থ নিত্যানন্দ-তত্ত্বোর্বলরামত্বেন বলরামস্য তু বৈষ্ণবত্বেন কতরত্বাখ্যানুরূপত্বেন বিলাসত্বেন চ প্রাপ্তে কৃতত্বস্য প্রকাশত্বমিত্যাহ—'যদ্যপি' ইত্যাদি। গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্বং, ন তু বাস্তবত্বেন ইতি ভাবঃ, প্রকাশত্বেনৈব তথাত্বম্।"

শ্রীল বিশ্বনাথ-প্রণীত 'আদি'-লীলার শেষ-টীকা ('অচিন্ত্যাঃ খলু···'), যথা—"অচিন্ত্যা অচিন্তনীয়া এব নিশ্চিতং যে ভাবাঃ, তর্কেণ তর্কশাস্ত্রেণ তান্ ভাবান্ ন যোজয়েৎ যোজনাং কুর্য্যাৎ। যৎ প্রকৃতিভ্যঃ প্রকৃতি-বিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং, তদ্ অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্যাৎ।" উদাহরণ-স্বরূপ এই কয়টী উল্লেখ করা গেল।

২৬। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-টীকা

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের নামে প্রচারিত 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-টীকা বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন ও ঢাকা হইতে দুইটি বিভিন্ন সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত সংস্করণে 'শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'র প্রায় সম্পূর্ণ টীকা পাওয়া যায়; কিন্তু ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ঢাকার 'সিটি লাইব্রেরী' হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে 'শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'র মঙ্গলাচরণের 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য' ও 'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং' মাত্র এই সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়েরই টীকা পাওয়া যায়। ঢাকার সংস্করণে উহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের যে সংস্করণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ কোন উল্লেখ নাই। শ্রীবৃন্দাবনের সংস্করণে বাংলা-পদের শব্দ ও বাক্যেরও সংস্কৃত টীকা দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা টীকার কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি,—

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মনোঽভীষ্টং মনোঽভিলষিতং শ্রীমদ্-ভগবদ্ভক্তি-রসশাস্ত্রং কৃতবলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতম্। সঃ স্বয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজ-চরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজান্তরঙ্গত্বেন তৎসেবন-কর্ম্ম করবাণীতি ভাবঃ।"

ইহার পরে 'শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম' ইত্যাদি পদোক্ত বাংলা শব্দ ও বাক্যের টীকা এইরূপ—"'ভাই'—হে ভ্রাতঃ। 'বাক্য'—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরসতত্ত্বোপদেশরূপবাক্যম্। 'মহা-শক্য'—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপণ-শক্তি-যোগাম্। 'উত্তমগতি'—উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ। যদ্বা, 'উত্তমগতি'—সাধ্য-বস্তূনাং শ্রেষ্ঠম্— শ্রীরাধা-প্রাণ-বন্ধোশ্চরণ-কমলয়োঃ পাদ-সম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা। 'যে প্রসাদে' ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দা-বনে মণি-নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামরব্যজন-পাদ-সম্বাহনাদিরূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণা স্যাৎ। 'চক্ষুদান' ইত্যাদি—সংসারার্ণব-তারণ-পূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষুর্মোচয়িত্বা পর-তত্ত্বাবলোকনযোগ্য-দিব্যচক্ষুর্দানেন কৃতম্। 'দিব্যজ্ঞান' ইত্যাদি —কৃষ্ণলীলাদি-শিক্ষণরূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যেনেতি শেষঃ। 'বেদে গায়' ইত্যাদি—বেদ-কর্ত্তৃক-গুণচরিত্র-গানম্। যথা সর্ব্ববেদান্ত-সার-শ্রীভাগবতে—'আচার্য্যাৎ যাং বিজানীয়াৎ' ইতি, 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' ইত্যাদি, 'আচার্য্যদেবো ভবেৎ' ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো চ।"

'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী— নামান্তর শ্রীঘনশ্যামদাস 'গ্রন্থানুবাদ'-শীর্ষক পরিশিষ্টে মাত্র এক স্থানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয় সুবিখ্যাত শ্রীল বিশ্বনাথ প্রভুর শিষ্য ছিলেন, মাত্র ইহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁ'র শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।

শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক এক বৈষ্ণব কবি তাঁহার বিভিন্ন পদ্যানুবাদ-গ্রন্থে (যথা—'শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা', 'শ্রীবাধুর্য্য-কাদম্বিনী', 'শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু', 'শ্রীভাগবতামৃত-কণা', 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের পদ্যানুবাদে) আপনাকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের

শিষ্য করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে বাস করিতেন। শ্রীকানুদাস নামে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিল। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকার পদ্যানুবাদে তিনি এইরূপ নিজ পরিচয় দিয়াছেন,—

রাধাকুণ্ডে দিল বাস,　　তাহে নাহি বিশোয়াস,
মন সদা হৃষ্ট পথে ধায়।
নিজগুণে কৃপা কর',　　উদ্ধারহ এ পামর,
নহে, আর না দেখি উপায়॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী,　　তাঁ'র কৃপাবলে স্ফূর্ত্তি,
এ লীলা-বর্ণনে হৈল আশ।
কানুদাস-সঙ্গ পাঞা,　　সাহসে পূরিত হিয়া,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

'শ্রীমাধুর্য্যমাদধিনী'র পদ্যানুবাদের দ্বাদশ বৃষ্টির উপসংহারে কবি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীল বিশ্বনাথ-　　চক্রবর্ত্তী—গুরু,
তাঁহার চরণ-ধ্যানে।
ষষ্ঠ অমৃত-,　　বৃষ্টি তাঁ'র ভাষা,
দীন কৃষ্ণদাস ভণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-আবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাস-পূজা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ত্রিদণ্ডি-ভ্রমণ-সঙ্ঘোপাস্ত-পরিব্রাজিকেভ্যঃ—

আগামী ১লা ফাল্গুন (১৩৪০), ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪), সোমবার, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের পরিচর্য্যা-পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সপ্ততিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে তদীয় শ্রীসমাধি-পীঠে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে, ভক্তালু সজ্জনবৃন্দ, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

নিবেদনমিতি—
শ্রীরূপানুগ-মঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যথাবিহিত-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ-পাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় 'শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা'র সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্যের আলোচনা হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ-পরিক্রম হইবে।

শ্রীসজ্জন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
কার্য্যসচিব, শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির
১০ই পৌষ, ১৩৫০ সাল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১০ই পৌষ, ১৩৫০ সাল

যথাবিহিতসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে ছয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব ও সংকীর্ত্তন-সেবাবাহুল্যে শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ সুকৃতের নানাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। দ্বীপবাসাদির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসজ্জন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
কার্য্যসচিব, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** ও (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ**—[শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমুরারিগুপ্তের, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিত্রয়, সরডাঙ্গা, নিমুদিয়া, সোণডাঙ্গা, বেতের চর, বেলপুকুর, শ্রীধর-অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি]—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ**—[গাদিগাছা, মরেলগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, মহৎপুর, শ্রীমুরভিকুঞ্জ, শ্রীচিত্রপটের, সেপাড়া]—২০শে ফাল্গুন, ৬ষ্ঠা মার্চ্চ, সোমবার। ২১শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, রবিবার, একাদশী—বিশ্রাম। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ**—[মাজিদা, ঘাটডাঙ্গা, আনন্দবাগ, বামনপুরা]—২২শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার। ২৩শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার—বিশ্রাম। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ**, (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ**, (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ**, (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** ও (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ**—[সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপারের কোল ও চর, পেঁয়ারির কোল, কোল-আমাদ, কোলের হাট ; রাতুপুর, চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরসরোবরের শ্রীমন্দির ; বিদ্যানগর, জাহ্নগর ; মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মায়াপুর ; কুলিয়াপাড়া, শঙ্খবপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা]—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার। ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার **শ্রীশ্রীগৌরপ্রাকট্যোৎসব**। ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** হইবে।

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রশ্নাদী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর-প্রভু, 'শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-আবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭০ ; ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ | ২৬শ-২৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম

সংসারবদ্ধজীব-জগতের মূলরোগ বা নিদান-রূপে শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু 'অনাদি পরতত্ত্ব-বহির্মুখতা'কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবৎ-সাম্মুখ্যই জীবের অনাদিবহির্মুখতার একমাত্র চিকিৎসা। নিত্যোন্মুখের কৃপাব্যতীত বিমুখজীব কখনও উন্মুখ হইতে পারে না। একজন বিমুখ অন্য বিমুখকে উন্মুখ করিতে পারে না, নিত্যোন্মুখই নিত্যবিমুখকে উন্মুখ করিতে পারেন। যিনি পরতত্ত্বে উন্মুখ, তিনিই 'সাধু' বা 'মহৎ'। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই জীববন্ধন-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ভাগ্যানুসারে তদনুরূপ 'সাধু' বা 'মহতে'র দর্শন-লাভ ঘটে। যেরূপ সংসঙ্গ-লাভ হয়, তদনুরূপই সাম্মুখ্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য জগতে তাঁহার নিজজন কোনও 'মহৎ'কে প্রেরণ করেন। মহৎ-গণের মধ্যে যিনি দক্ষাপেক্ষা অধিক জীবকরুণাময়, তিনি স্বতঃইচ্ছা-বশে কৃপাপূর্ব্বক অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের কর্ণে নিঃশ্রেয়স-লাভের মন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৫১।৫৩)

হে অচ্যুত, এইরূপে সংসারভ্রমণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার সমাপ্তিকাল উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটিয়া

থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম-গতি-স্বরূপ, নিখিল-কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্, নলকূবর-মণিগ্রীব ভ্রাতৃদ্বয়কে বলিয়াছিলেন,—

সাধবো সমচিত্তাত্মা সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥

(শ্রীভা: ১০।১০।৪১)

সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ চক্ষুর বন্ধন অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন-ভাব দূরীভূত হয়, সেইরূপ একান্তভাবে আমার প্রতি আসক্ত, সমদর্শী ভাগবত-মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকারেও জীবমাত্রের বন্ধন থাকিতে পারে না।

শ্রীল বিদুরও বলিয়াছেন,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য॥

(শ্রীভা: ৩।৫।৩)

প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত, অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

অতএব যদি ভাগ্যে নিষ্কিঞ্চন মহতের সঙ্গ-লাভ না হয়, তবে জীবের বর্ত্তমান বা পূর্ব্বজন্মে অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধে-জাত কোন না কোন প্রকার অপরাধ নিশ্চয়ই আছে, জানিতে হইবে।

কতকগুলি লোক ব্যক্তিগতভাবে অপরাধ না করিলেও সমৎসর লোকপরম্পরায় কোনও মহৎ বা সৎসঙ্গ-সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা গঠন করিয়া লয় এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও মহৎ বা ভক্তসঙ্ঘকে নিন্দা করে। ইহাই লোক-পরম্পরাগত অপরাধ। এইরূপ অপরাধে পতিত হইয়া বহুব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহতের আবির্ভাব-সত্ত্বেও তাঁহার কৃপাসঙ্গ হইতে বঞ্চিত থাকে।

মহতের দর্শনেই যদি জীব পবিত্র ও শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ হয়, তাহা হইলে মহতের দর্শন লাভ করিয়াও কেন অনেকের মঙ্গললাভ হয় না? মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের নিরন্তর দর্শন পাইয়াও দেবতাগণ কেন শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ হন নাই? জগদ্গুরু বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল কাঁদাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ প্রভৃতি মহা-ভাগবত-শ্রেষ্ঠগণের সঙ্গলাভ (?) লাভ করিয়াও কেন বহুলোকের মঙ্গল হয় নাই? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী, ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত-লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু, তিনি তাহাদিগকে একান্তভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু এই সংশয়ের সমাধান করিয়াছেন,—"দেবতাগণ 'অনুক্ষণ দেবর্ষি শ্রীনারদের দর্শন লাভ করিতেছেন', মনে করিলেও শ্রীভগবৎ-পার্ষদ শ্রীনারদের দর্শন-প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীনারদকে 'সাধারণ পুণ্যবান্ দেবর্ষি' বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের অপরাধ। এই অপরাধ থাকায় শ্রীভগবৎ-পার্ষদের সঙ্গলাভ হয় নাই।" ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে যাঁহারা দৈহিক আত্মীয়-স্বজন কিংবা রাজকর্ম্মচারী বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা পুণ্যবান্ পুরুষমাত্র জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অপরাধ-নিবন্ধন সেই সকল অপ্রাকৃত শ্রীগৌরজনের সঙ্গলাভ হয় নাই। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ কোন সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীগীতা-পাঠের অভিনয়-কারী * * সরকার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পাঠ দূরে থাকুক, তাঁহাকে জীবনে কখন দেখেনও নাই।" এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ 'উলুই চণ্ডী'র উপাসক কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, —"তুমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কখনও দেখ নাই।"

"অত্র কৃত-শ্রীনারদাদিদর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকূবরাদিবত্তাদৃশত্বপ্রাপ্তির্ন শ্রুতা ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যপরাধলক্ষ্যো বর্ত্ততে পুরুষে, তথা তদ্দোষেণ সৎসঙ্গ নিরাদরাণাং সাধারণ-পুণ্যাদি-দৃষ্টীনাঞ্চ * * নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব আত্যন্তিকমোক্ষদৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তম্ অজানজদেবৈঃ, (শ্রীভা: ৩।৫।৪৩)—

তান্ বৈ হসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্দে, পুরাকৃতান্ দর্শনসঃ পরেশ।
অধো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং, যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্যাঃ ॥
(শ্রীভঃ সঃ, ১।১৯ অনুঃ)

দেবতা-প্রভৃতির শ্রীনারদাদি ভগবৎপার্ষদগণকে দর্শন করা সত্ত্বেও শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা শুনা যায় না। অতএব এইরূপ বিচার করিতে হইবে যে, পুরুষের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ-দোষবশতঃ মানবগণ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত সাধারণ পুণ্যাদি-দৃষ্টিশীল হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদেরই সাধুসঙ্গের দ্বারা 'পরমোত্তম' দৃষ্টি লাভ হয় এবং কিছু অনবধান থাকিলেও তাঁহারা সাধুগণের সঙ্গমাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে মতিবিশিষ্ট হন। শ্রীমদ্ভাগবতে অজানজ দেবগণ এইরূপ অপরাধী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"যাহাদের সাপরাধ চেষ্টাযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্দুষ্ট চিত্তবৃত্তিকে বিদূষিত করিয়াছে, হে পরেশ, আপনার পদবিক্ষেপ-লক্ষ্মী-সম্বন্ধীয় পুরুষগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না।"

প্রশ্ন—সাধুগণের প্রতি অনবধান কি অপরাধ নহে? অনবধান ত' অপরাধ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

উত্তর—অনবধান অপরাধের মধ্যে গণ্য হইলেও তাহা কালকূট বা বজ্রসদৃশ দৃঢ় নহে। কিন্তু মহতের প্রতি অন্তরে অনাদর, অশ্রদ্ধা বা কৌটিল্যই সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত অপরাধ। সাধুর সঙ্গের অভিনয়, তাঁহার আনুগত্যের অভিনয় করিয়াও, মহতের মুখে শাস্ত্র-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও, অধিক কি, শ্রীগুরুদেবের বা মহতের প্রতি পূজনাদি-প্রযত্ন প্রদর্শন করিয়াও অন্তরে তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য ও 'অনেক সেবাদি করিয়াছি বা করি' বলিয়া অভিমান বা দাম্ভিকতা প্রভৃতি দোষ যাহাদের বিদূরিত হয় না, তাহাদেরই অপরাধ বজ্রলেপ সদৃশ কঠিন। এইরূপ কুটিল ব্যক্তির বহির্বর্ত্তনাদির বিপুল উদ্যমকে মহদ্‌গণ অন্তরে স্বীকার করেন না বলিয়া কুটিল ব্যক্তির মহতের সঙ্গ হয় না; নিজের বঞ্চনাময়ী মুদ্রাই পুরস্কাররূপে লাভ করে, অর্থাৎ ঐ সকল অপরাধযুক্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে বঞ্চনা করিতে গিয়া আত্ম-বঞ্চিত হয়।

"যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচার্য্যবর্য্য-বর্য্যরাজ্ঞি-নিবেশো ভক্তি-শৈথিল্যং স্বতন্ত্র্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদিলক্ষণভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেষ্টন্তি তস্যা-পরাধস্যৈব কার্য্যাণি তস্যৈব চ প্রাচীনস্য ভক্ত লিঙ্গানি। • • • আধুনিকানাঞ্চ ভক্তশাস্ত্রাণামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চাশ্বরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদ্বর্ত্তনা-দ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমতানাং ভজনাভাসাদি-নাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্।" (শ্রীভঃ সঃ, ১৪৯ অনুঃ)

প্রঃ—যদি অসৎ-বৃত্তিবিশিষ্ট বা বহির্মুখ ব্যক্তিগণ সাধু-গণের কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত না হয়, কেবলমাত্র নিরপরাধ ব্যক্তিই সাধুর কৃপাদৃষ্টি-ভাজন হন, তবে 'সাধুর কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যের একমাত্র কারণ'—এইরূপ উক্তির সার্থকতা কোথায়?

উঃ—এ স্থানে 'অসৎ', 'বহির্মুখ' বা 'অপরাধী' বলিতে সাধারণ 'অসদ্‌বৃত্তি'বিশিষ্ট বহির্মুখ বা অপরাধীর কথা বলা হয় নাই; কারণ, শ্রীভগবানের কৃপার পূর্ব্বে সকলেরই ন্যূনাধিক অসদ্‌বৃত্তির অস্তিত্ব থাকে। 'অনবধান' অপরাধ-মধ্যে গণ্য হইলেও তাহা কালকূট ও বজ্রলেপসদৃশ দৃঢ় নহে। যদি সাধারণ বহির্মুখের প্রতি সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি পতিত না হইত, তবে শ্রীবিদুরের কথিত (শ্রীভাঃ ৩।৫।৩) উক্তি বৃথা ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িত। শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—"দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, দুষ্টচিত্ত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্রীজনার্দ্দনের প্রিয়, মঙ্গলালয় সাধুগণ এ জগতে নিশ্চয়ই বিচরণ করেন"। অতএব দুরন্ত অপরাধ না থাকিলে সাধুগণের কৃপা হইয়া থাকে। সাধুগণের সেই কৃপালাভ-বিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও এমন কি, প্রবৃত্তির অভাবসত্ত্বেও সাধুসঙ্গমাত্র-হেতুই তাহাদের শ্রীভগবানে মতি-লাভ হয়।

প্রঃ—যদি সাধুগণ কখনও কোন দুরন্ত অপরাধী বা তাঁহাদিগের প্রতি অন্তরে অনাদরযুক্ত ব্যক্তিকে কৃপা না করেন, তবে শ্রীনলকূবরের প্রতি শ্রীনারদ কৃপাদৃষ্টি-পাত করিলেন কেন?

উঃ—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহদ্‌গণ স্বেচ্ছাক্রমে অপরাধীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করেন। সে-স্থলে সেই বিশেষ-দয়া কেবল ব্যক্তি-বিশেষের জন্যই জানিতে হইবে। তাহা সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। শ্রীনারদের অহৈতুকী দয়া, তদবমাননাকারী একমাত্র শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীবের উপরই হইয়াছিল, কিন্তু অপরাধি-নির্ব্বিশেষে অর্থাৎ সমস্ত দেবতার

প্রতি হয় নাই। শ্রীল উপরিচর-বসুর প্রসঙ্গেও জানা যায় যে, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীল উপরিচর-বসু দেবতাগণের সাহায্যার্থ দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীভগবানের ভজনের জন্য পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় তিনি নিবৃত্তি-পরায়ণ হইলেও দৈত্যগণ শ্রীউপরিচর-বসুকে বধ করিবার জন্য তৎস্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু মহাভাগবতের প্রভাবে দৈত্যগণ অস্ত্র-হস্তে স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণকে উপরিচর-বসুর প্রতি পাষণ্ডমার্গ উপদেশ করিবার জন্য এক চক্রান্ত করিলেন। কিন্তু, পাষণ্ডমার্গ-উপদেশ-প্রদানকারী দৈত্যগণকে মহাভাগবতবর শ্রীউপরিচর-বসু অহৈতুকী কৃপা করিয়া ভগবদ্ভক্ত করিলেন। এইরূপ কোন কোন মহৎ নিজের অবজ্ঞার প্রতিশোধ-স্বরূপ জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া (অর্থাৎ অপরাধীকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অঞ্জলিরূপে প্রদান করিয়া) গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাময়ী বিশেষ-কৃপা। যাঁহাকে মহৎ সেইরূপ স্বেচ্ছায় কৃপা করিবেন, মাত্র তিনি ঐরূপ কৃপার ভাজন হইবেন, অন্যে নহে।

প্রঃ—"এই সংসারী দীন জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।"—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের এই বাক্যে সমস্ত সংসারী ব্যক্তির প্রতি ত' কৃপাদৃষ্টির কথা জানা যাইতেছে? আর, যদি তিনি সমস্ত সংসারী ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন?

উঃ—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সংসারে পরিভ্রমণশীল জীবগণের যে মুক্তির ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকালের অখিল জীব নহে; তৎকালে তিনি যে-সকল জীবকে দর্শন বা যাহাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাহাদের কথাই তৎকালে স্মৃতিপটে প্রবল থাকায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব তাহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা স্বকপোলকল্পনা নহে; কারণ, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেই 'নৈতান্' এই পদস্থিত 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় জীবের কথাই তিনি বলিয়াছেন। অন্য সংসারিগণের সম্বন্ধে ও শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীপ্রহ্লাদেশ শ্রীনৃসিংহদেবের কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই কৃত-কৃতার্থতা-প্রাপ্তিরূপ বর শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন; যথা—

"হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার রচিত মদ্বিষয়ক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবেন, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারই মুক্তি হইবে; আর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন, তাঁহাদিগেরও বন্ধন-মুক্তি-বিষয়ে আর আশঙ্কা কি? এইজন্যই বলা হইয়াছে,—"সংসার-চক্রে পরিভ্রমণকারীর ভববন্ধন-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হইলে সৎসঙ্গ-লাভ হয় এবং সৎসঙ্গ হইতে শ্রীঅচ্যুতের শ্রীপাদপদ্মে মতি জন্মিয়া থাকে।"

প্রঃ—শ্রীভগবানের প্রতি সাম্মুখ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু। যাঁহার প্রতি সাম্মুখ্য প্রয়োজন, তাঁহারই সাক্ষাৎ কৃপা-লাভের পরিবর্ত্তে, দ্বারান্তরের সাহায্যে অর্থাৎ অসাক্ষাদ্ভাবে সাধুর কৃপাদ্বারা ভগবানের কৃপালাভের প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ—শ্রীভগবৎকৃপাই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ বটে, কিন্তু তাহা গৌণ অর্থাৎ অপেক্ষাযুক্ত; কারণ, অনন্ত দুরন্ত সংসার-সন্তাপতপ্ত বিমুখ জীবগণের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা সাক্ষাদ্ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। পরের দুঃখ নিজের চিত্তে উদিত হইলে কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সদা পরমানন্দ-রসময়; তেজোধারী সূর্য্যে যেরূপ অন্ধকার-সংযোগ সম্ভব হয় না, সেরূপ সর্ব্বদা পরমানন্দ-কন্দ শ্রীভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব নহে বলিয়া, তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব, ইহার পর একমাত্র তাঁহার নিজজনগণের কৃপাই তদীয়-সাম্মুখ্য-বিষয়ে কারণরূপে অবশিষ্ট থাকে। যাঁহার প্রতি জীব উন্মুখ হইবে, তাঁহার যখন চিত্তবিকার হয় না, তখন তাঁহার প্রতিনিধিগণদ্বারা সেই কার্য্য অর্থাৎ কৃপা-বিতরণ সম্ভব হইতে পারে, অপরের দ্বারা হইতে পারে না।

প্রঃ—শ্রীভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব নহে; কিন্তু শ্রীভগবানের হৃদয়-স্বরূপ বা তাঁহারই অভিন্ন কলেবর সদানন্দময় সাধুগণের চিত্তেই বা কিরূপে জীবের তমোময় সংসার-দুঃখের সংস্পর্শ হয়—যদ্দ্বারা তাঁহারা বদ্ধ-জীবের প্রতি কৃপোন্মুখ হইয়া থাকেন?

উঃ— সংসার-দুঃখ সাধুগণের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন 'বুকচাপা' (night-mare)-স্বপ্নে যন্ত্রণা অনুভব করিয়া 'গো গো' শব্দ করিতে থাকে, তখন যেরূপ নিকটস্থ কোন জাগ্রত বন্ধু নিজে ঐরূপ যন্ত্রণার ভুক্তভোগী না হইলেও যন্ত্রণার অনুমান করিয়া বন্ধুকে জাগাইয়া দেয়, তদ্রূপ সাধুগণ সংসার-দুঃখের ভুক্তভোগী না হইলেও এবং অপরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয়ে তদ্রূপ বিকার উপস্থিত না হইলেও জীবের ক্লেশের বিষয় অনুমান করিয়া তাঁহাদের সাংসারিক দুঃখ দূর করেন অর্থাৎ পরের দুঃখমোচন-কার্য্যে সাধুগণের চিত্তবিকার হয় না, তথাপি সাধুগণ স্বতঃসিদ্ধ কৃপালুতা-স্বভাববশতঃ পরের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। সাধুগণের এইরূপ কৃপা-প্রবৃত্তি হ্লাদিনী শক্তিরই একটী বৃত্তিবিশেষ। সাধুর কৃপায় 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য'— এইরূপ উপলব্ধি হইলে তখন দৈন্য উপস্থিত হয়। সেই দৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপা প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবানের কৃপারূপা দয়াক্ষী সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপাকে বাহন করিয়া বহির্মুখ জীবের নিকট গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করেন। শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তকোটীতে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রীভাব সম্পাদন করে, তাহাই 'ভক্তি'। এই ভক্তি দৈন্যসম্বন্ধ-বশতঃ অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হয় অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের কৃপালাভ হইল না' সাধুর সঙ্গপ্রভাবে এইরূপ অনুভব-নিবন্ধন যখন সমগ্র সত্তা গলিয়া যায়, কোটি-বৃশ্চিকদংশন-জ্বালার ন্যায় অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে এবং তজ্জন্য যে আন্তরিক দৈন্যের উদ্ভব হয়, তাহা নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্‌কেও অনুকম্পায় প্রণোদিত করায়। অতএব শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক, অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক, অপর জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় না— ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদেবতাগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২।৩১)

"হে স্বপ্রকাশস্বরূপ, আপনার শ্রীপাদপদ্মরূপ যে নৌকা ভবসমুদ্র-উত্তরণের উপায়স্বরূপ, তাহা ভবসাগরের পারে পরবর্ত্তী জনগণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া আপনি অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।" এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে— 'উক্ত শ্রীচরণতরী আমি (শ্রীভগবান্) নিজেই প্রকাশ করি না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করি কেন?' সেই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া দেবতাগণ বলিতেছেন,—"আপনি সদনুগ্রহ-শীল অর্থাৎ সাধুগণকে দ্বার করিয়া অন্য ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অথবা সাধুগণই আপনার মূর্ত্ত অনুগ্রহ-স্বরূপ। এই প্রপঞ্চে আপনার যে অনুগ্রহ বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্য আকারে নহে।"

প্রঃ—সাধু-কৃপালাভের কারণ কি?

উঃ—সাধুর স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা স্বেচ্ছাময়তাই সাধুসঙ্গদান বা কৃপাবিতরণের কারণ। সাধু অন্য কিছুর দ্বারা বাধ্য হইয়া কাহাকেও কৃপা করেন না। প্রযোজক বা মূল কর্ত্তা পরমেশ্বর সাধুগণকে যে কৃপার জন্য প্রেরণা দান করেন, তাহাও সাধুগণের ইচ্ছানুসারেই জানিতে হইবে অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছা সাধুগণের ইচ্ছারই অনুসরণ করে। হ্লাদিনী শক্তি যেরূপ সাধুগণকে শ্রীভগবানের প্রতি আসক্ত হইতে প্রেরণা প্রদান করেন, সেরূপ শ্রীভগবান্‌কেও সাধুগণের প্রতি আসক্ত হইবার প্রেরণা দিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"আমি ভক্ত-পরাধীন।" শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি নানালোক ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীচিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅঙ্গিরার স্বেচ্ছা-ভ্রমণকালে চিত্রকেতুর প্রথমেই ভগবৎসাম্মুখ্যের ঈষদাবির্ভাব ও পুনরায় কালান্তরে বিশেষভাবে ঐ সাম্মুখ্য প্রকটিত হইয়াছিল। চিত্রকেতু মৃতপুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীঅঙ্গিরা-ঋষি শ্রীনারদের সহিত শ্রীচিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! তুমি দুস্তর পুত্রশোকে মগ্ন হইয়াছ, জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি কৃপাপ্রকাশের জন্য শ্রীনারদ-ঋষি ও আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং, তোমার এরূপ শোকে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে।" অতএব, সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনমাত্রে উপস্থিত হয়। ইহাতে অপরে তাঁহাদিগকে উপাসনা বা কোনরূপ আরাধনা করুক, এইরূপ বৃত্তির

অপেক্ষা নাই—যেরূপ শ্রীনলকূবর ও শ্রীমণিগ্রীবের চরবস্থা-দর্শনমাত্রে শ্রীনারদের অহৈতুকী কৃপা হইয়াছিল। এস্থানেই দেবতা ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে পার্থক্য। যিনি দেবতা-গণকে যেরূপভাবে ভজন করেন, ছায়ার ন্যায় কর্ম্মফলদাতা দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফল প্রদান করেন; কিন্তু সাধুগণ সেইরূপ উৎকোচ-গ্রহণকারী নহেন, তাঁহারা স্বাভাবিক জীববৎসল।

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে কৃপা, তাহা 'হ্লাদিনী-শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ'। মূলে শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা; তাঁহারই কৃপাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দুরিতজীবের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-নিজজন মহৎ আলোকদান (দর্শনদান), বাচিক ও হার্দ্দ (হৃদ্গত)—যেরূপভাবে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকৃপা মহৎকে আশ্রয় করিয়া অবতরণ করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকৃপা 'আদি' হইলেও জীবের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুশ্রেষ্ঠের কৃপাই সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রঃ— শ্রীগীতাদিশাস্ত্র একমাত্র শ্রীভগবানে শরণাগতির দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যের প্রয়োজন কি?

উঃ— যদিও শরণাগতির দ্বারা সমস্তই সিদ্ধ হয়, তথাপি "শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে ভালবাসা যায়."—ইহা যিনি অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হ্লাদিনীশক্তির কৃপাবলে বলীয়ান্ বা শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া সেই মাধুর্য্য-উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের উপদেশকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীমন্ত্রের উপদেশকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অথবা শ্রীশিক্ষাগুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে বিশেষভাবে সেবা করিবেন। শ্রীভগবানের কেবল সাক্ষাৎকার নহে, তাঁহার 'মাধুর্য্যানুভব'ই বৈশিষ্ট্য। নিজে শত শত চেষ্টা করিয়াও যে-যে বস্তুরূপী অনর্থের প্রতিকার করা যায় না, তাহা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপায় দূর হয়।

"যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিধ্যতি ॰ ॰ তথাপি বৈশিষ্ট্য-লিপ্সুঃ শক্তিসঞ্চারেণ ততঃ ভগবদ্ভাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্-মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-সর্ব্বানর্থ-প্রতীকার-ভূতাজ্ঞানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।

পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদ-বাক্যম্ (শ্রীভাঃ ৭।১৫।২২-২৪)—

'অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরবস্তু তবেৎ তুষ্টস্তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

অন্যত্র—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

অতএব সেবামাত্রস্তু নিত্যমেব। যথা, চাক্ষুষে পরমেশ্বর-বাক্যম্—

প্রণম্য গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদন্তু বক্তারং যঃ পূজ্য স দেব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥" ইত্যাদি
(শ্রীভক্তিঃ সাঃ, ২৩৭ অনুঃ)

যদিও শরণাপত্তির দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি যিনি মাধুর্য্যানুভব ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, শ্রীভগবদ্ভাস্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবেন। যেহেতু সেই শ্রীগুরুকৃপাতেই বিবিধ প্রতিকার-দ্বারাও যে-সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয় না, সেই-সকল অনর্থ অনায়াসেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; 'শ্রীগুরু-কৃপাই শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূল।' শ্রীগুরু-কৃপায় অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সপ্তম-স্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—"সঙ্কল্প-পরিত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে। এই কাম-পরিত্যাগ-দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচার-

দ্বারা লোভ, পরতত্ত্ব-বিচার-দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিচার-দ্বারা শোক ও মোহ, শ্রীমন্ত্রের সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়-সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতা-রূপ সমাধি-দ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবা-দ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম অর্থাৎ ভুক্তিদ্বারা সত্ত্ব-গুণকে জয় করিবে। পরন্তু, পুরুষ একমাত্র শ্রীগুরুদেবে ভক্তি-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই অতিসহজে জয় করিতে সমর্থ হন।"

শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহদ্বারা শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহ-সিদ্ধি-বিষয়ে শ্রীধামনকল্পে শ্রীব্রহ্ম-বাক্য এইরূপ,—"যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ শ্রীগুরুস্বরূপ এবং যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। সুতরাং, শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং শ্রীহরিই, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" অন্যত্রও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীহরি রুষ্ট হইয়া থাকিলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না; অতএব সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে।" অতএব, নিত্যকালই শ্রীগুরুদেবের সেবা করা কর্ত্তব্য। অন্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যও এইরূপ,—"প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।" অতএব, শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে,—"যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি একটি শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনই সর্ব্বোপরি। অন্য ভগবদ্-ভজনের প্রয়োজন হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করিতে হইবে না। মহাপুরুষের অর্চ্চন, বৈষ্ণবী দীক্ষা, এমন কি, সমাধি অপেক্ষাও শ্রীগুরুসেবা বড়।

"তস্মাদদ্ভুতভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তাগমে, পুরশ্চরণফল-প্রসঙ্গে—

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। ৮
সদ্বিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

তথৈতদাহ, (শ্রীভাঃ ১১।৮।৩৭)—

নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

জ্ঞানপ্রদ-গুরোরপি সেবো নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদিরপি তদ্ধন্চ নাস্তীত্যাহ,—'নাহমিতি'।"

(শ্রীভঃ সঃ, ২৩৭ অনুঃ)

অতএব শ্রীগুরুসেবা-ব্যতীত অন্য শ্রীভগবদ্-ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। আগমে পুরশ্চরণ-ফল-বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"সিদ্ধরস-সংস্পর্শে (অর্থাৎ রাসায়নিক-প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সংস্কৃত পারদের সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য-বশতঃ শিষ্য শ্রীবিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।" অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বভূতাত্মা আমি শ্রীগুরুশুশ্রূষা-দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম, বনস্থ-ধর্ম্ম বা যতিধর্ম্মের দ্বারা অথবা পূজা, বৈষ্ণবী দীক্ষা, সমাধি বা ভগবদ্বিচারদ্বারাও সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রধানতঃ (ক) **শ্রবণগুরু বা বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু** এবং (খ) **মন্ত্রদাতৃ-গুরু** এই দুই স্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া কৃপা করেন। নিরন্তর চিদ্বিলাসানু-ভববিশিষ্ট নীরাগবত্তাই শ্রবণগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু। ইহাঁদের মধ্য হইতে একজন শ্রীমন্ত্র-দাতা গুরু হইতে পারেন, অন্যান্য সকলেই শ্রবণ-গুরুদেব। অপরোক্ষানুভূতিতে নিষ্ঠা-প্রাপ্ত শ্রীশিক্ষাগুরুদেবকে স্বীকার না করিলে মনের চঞ্চলতা দূর হইতে পারে না। যাহারা অক্ষরে অক্ষরে শ্রীশিক্ষাগুরু-দেবের আদেশ পালন করে না, তাহাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল।

অতএব শ্রীশ্রবণগুরু বা শ্রীশিক্ষাগুরু যে-সে নহেন। শ্রীশ্রবণগুরুর লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

(শ্রীভাঃ ১১।৩।২১)

"শব্দে ব্রহ্মণি' বেদতাৎপর্য্য-বিচারেণ, 'পরে ব্রহ্মণি' ভগবদাদিব্রহ্মবিভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জনোপাখ্যানাদ্যুপসংহারে শ্রীনারদেন,—

"স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥"
(শ্রীভঃ সঃ, ২০২ অনুঃ)

যিনি বেদতাৎপর্য্য বিচার করিয়া ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদনুশীলনরত, নিরন্তর চিদ্বিলাসানুভববুক্ত ও যিনি জড়দর্শন বা দুষ্ট-দর্শনশূন্যতা-নির্মুক্ত এবং সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের বৈভব-দর্শনকারী, সেইরূপ শ্রবণগুরুকেই উত্তম-শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আশ্রয় করিবেন। কারণ, পুরঞ্জন-উপাখ্যানের উপসংহারে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—"যাহা হইতে অণুমাত্রও ভয় হয় না, সেই পরমাত্মাই প্রিয় বন্ধু, ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনি বিদ্বান্ এবং যিনি এইরূপ বিদ্বান্, তিনি শ্রীহরিদেব হইতে অভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুদেব।"

শ্রীশ্রবণগুরুদেবের সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বিশেষ উক্ত হইয়াছে,—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃদ্যং ন সংস্পৃশেৎ ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ ॥
• • •
কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ ॥
(শ্রীভঃ সঃ, ২০৩ অনুঃ)

সরাগবক্তা বা কীর্ত্তনকারীর কথা শ্রবণ করিয়া জীবের অপরাধ-কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না। সরাগবক্তা বিষয়-লোলুপ ও কামী; এজন্যই তাহার কথার মধ্যে কোন ধার নাই, তাহা হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারে না এবং তাহা হৃদয়কেও স্পর্শ করে না। তিনি আচারহীন প্রচারক। তিনি আচরণের দ্বারা নিজকে পরীক্ষা করেন না; দ্বিতীয়তঃ শ্রবণকারীর অধিকার বা যোগ্যতাও পরীক্ষা করেন না। তিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির লোভে অশ্রদ্ধালু-জনে উপদেশ-কারী—কেবল বাক্যবাগীশ। এজন্য তাঁহার বক্তৃতা জগন্নাশকর হইয়া থাকে। যথা, জোনাকী পোকার আলোক বা 'তারাবাজি'র স্ফুলিঙ্গ কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত অগ্নির একটী সামান্য স্ফুলিঙ্গই সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে; তদ্রূপ সরাগ-বক্তার শত-শত বক্তৃতা, প্রচার, পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন জীবের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে অপ্রাকৃত শৈত্য আনিতে পারে না। কিন্তু, নীরাগ শ্রীশ্রবণগুরুর উক্তি এইরূপ বীর্য্যবতী যে, তাহা কামক্রোধাদিযুক্ত, অত্যন্ত বিষয়ী, মুহ্যমান, ভোগাভাবে দুঃখিতান্তঃকরণ ও জন্মৌর্দ্ধদৈহিক পীড়িত, মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও জীবন দান করিতে পারে। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ মৃততুল্য ব্যক্তিও নব-জীবন লাভ করিয়া শ্রীহরিসেবার্থ সমগ্র দম্ভ ডালি দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এইরূপ বক্তাই পরমগুরু বা প্রকৃত শ্রবণগুরু।

প্রঃ—যদি এইরূপ গুরুদেব পাওয়া না যায়, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ—যাঁহার যেরূপ ভাগ্য, তাঁহার নিকট সেইরূপ গুরুর আবির্ভাব হয়। যদি ভাগ্যে এরূপ সদ্‌গুরুর দর্শন না ঘটে, তবে আপনাকে অত্যন্ত মন্দভাগ্য জানিতে হইবে এবং এইরূপ গুরুর অভাবে হৃদয়ের নানাবিধ সংশয় ছেদন করিবার অভিলাষী হইয়া কেহ কেহ বহু গুরু স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ এই,—

ন হ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৩।৩১)

এক গুরু হইতে সুপ্রচুর জ্ঞান স্থিরীকৃত হয় না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ঋষিগণ অনেকরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

প্রঃ—মন্ত্রদীক্ষাগুরু কি বহু হইতে পারেন?

উঃ—শ্রবণগুরু বহু থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে একজনই অন্ততঃ হওয়ায় শ্রীমন্ত্রগুরু মাত্র একজনই হইয়া থাকেন; যেহেতু, বহু মন্ত্রগুরু-বরণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। "প্রাক্তনানাং বহূনামপি প্রায়স্তেষামাত্মতরোঽভিরুচিতঃ। পূর্ব্বস্যাদেব হেতোঃ শ্রীমন্ত্রগুরুত্বেক এব, নিষেধেঽমানবাধাদ্বহূনাম্।" (শ্রীভঃ সঃ, ২০২ অনুঃ)

জনক ও স্বামী একজনই হন; পুত্রতাত, জ্যেষ্ঠতাত, দেবর, ভাশুর অনেক হইতে পারেন।

প্রঃ—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতেই ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত নীরাগ বক্তা, যাঁহার উপদেশ-শ্রবণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের সকল-সন্দেহ নিরাকৃত হইয়া শ্রীভগবানের সেবায় চিত্ত উন্মুখ হয়, তিনি

'শ্রবণগুরু'। এইরূপ বহু 'শ্রবণগুরুর' মধ্যে আবার যাঁহার বা যাঁহাদের নিকট ভজন-বিধি শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনি বা তাঁহারা 'ভজন-শিক্ষাগুরু'। বহু সাধু বা শ্রবণগুরুর মধ্য হইতে একজনই অভীষ্টদেবরূপে বৃত হইয়া শ্রীমন্ত্রদীক্ষা-দাতা গুরুদেব হন। তিনি স্বয়ং শিক্ষাগুরুরূপে ভজন-শিক্ষাও দিতে পারেন, অথবা অন্যান্য শ্রবণগুরুগণও ভজনবিধি শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন। ইহারা সকলেই শ্রীশিক্ষাগুরু। শ্রবণগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রাথিক্যমেকত্বমিতি তথৈবাহ (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১),—

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

'তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত' (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) ইতি পূর্ব্বোক্তেস্তত্র শ্রবণগুরৌ। • • অস্য শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি প্রাগুক্তজ্ঞেয়ম্।"

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৬ অনুঃ)

শ্রবণগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরু প্রায়ই একত্র অর্থাৎ শ্রীশ্রবণগুরু ভজন-শিক্ষাগুরুও হইয়া থাকেন। সেই শ্রবণ-গুরুর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের জীবনসর্ব্বস্ব ও নিত্যাভীষ্ট দেবতারূপে উপলব্ধি করিয়া এবং দম্ভরহিত আনুগত্য-সহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে। ইহার দ্বারা শ্রীভগবান্, যিনি 'শ্রীবলি' প্রভৃতি আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তকে নিজ আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই শিক্ষাগুরুর বহুত্ব পূর্ব্বের ন্যায় জানিতে হইবে। ইহাই শ্রীপ্রবুদ্ধ শ্রীনিমিরাজকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎপত্তি হয়, অন্য-প্রকারে অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কখনই শ্রীভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞান-লাভ হইতে পারে না।

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।১০।১২)

ব্রহ্মবিদ্যারূপ অগ্নির উৎপাদনে আচার্য্যই নিম্নস্থিত 'অরণি'-কাষ্ঠতুল্য, শিষ্য উপরিস্থিত 'অরণি'। শ্রবণগুরুর উপদেশ 'তৎসন্ধান-কাষ্ঠ' এবং বিদ্যা সন্ধিদেশে উৎপন্ন সুখ-কর অগ্নিতুল্য। 'ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ শিষ্য শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের অভিগমন করিবে', 'আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন', 'হে নচিকেতঃ, তুমি তর্কের দ্বারা মতিকে ভ্রষ্ট করিও না', 'শ্রীগুরুবাক্য-শ্রবণ-দ্বারাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়' ইত্যাদি উক্তি হইতে শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎ-পত্তির কথা জানা যায়। শ্রবণগুরুর ন্যায় শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকতা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে।

"বিধিত-ভগবদ্‌গ্রহিরদান্তমনস্তরগং
ব ইহ যতন্তি যন্তমতিলোলমুপায়বিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮৭।৩৩)

যে গুরোশ্চরণং সমবহায়াতিলোলমদান্তমনন্তরগং মন এব দুরগং বিজিতেন্দ্রিয়প্রাণৈশ্চ কৃত্বা স্বয়ং ভগবদস্ত-র্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে উপায়বিদঃ তেষু তেষু উপায়েষু বিদুষে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা, তদ্বৎ শ্রীগুরুপ্রদর্শিত-ভগবদ্ভজন-প্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্ম-জ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতো সত্যাং স্থৈর্য্যেণ মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেবতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে কীটৈরতন্মিকাপরৈঃ॥

শ্রুতিশ্চ (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৭ অনুঃ)

(শ্রুতিস্তবে—) হে অজ! যাহারা শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া অতি চঞ্চল অথচ অদমিত মনোরূপ অশ্বকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি অন্তর্মুখ করিতে প্রযত্ন করে, তাহারা, সযত্নে নাবিক স্বীকার না করিলে বণিগ্‌গণের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, সেইরূপ শত-শত বিপদের দ্বারা গ্রস্ত হয়; সুতরাং এই পৃথিবীতেই অবস্থান করে এবং তাহাদের সেই উপায়সমূহ কেবল ক্লেশের কারণ হইয়া পড়ে।

শ্রীগুরুর নিরূপিত শ্রীভগবানের ভজন-প্রণালীতে তৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার কৃপায় বিপদে

অভিভূত না হইয়া শীঘ্রই মন নির্ম্মল হইয়া থাকে। অতএব, শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে,—"মুমুক্ষু জনগণ যদি গুরু-ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি বা অভিনিবেশের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন; কিন্তু অহঙ্কার-পরায়ণ জীব সমীপস্থ ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে না।

শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে,—"শ্রীহরিদেবের প্রতি যাঁহার কেবলা ভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবেও তদ্‌বৎ ভক্তি বর্ত্তমান আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই কথিত তত্ত্বসমূহ যথাযথ-রূপে প্রকাশিত হয়।"

প্রঃ—শ্রীমন্ত্রগুরুর নিকট হইতে বিশেষ-ভাবে কি লাভ করা যায়?

উঃ—এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল আবির্হোত্রের উপদেশ এই—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৩।৪৮)

শ্রীআচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমন্ত্রলক্ষণরূপ কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রানুসারে স্বীয় অভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীমহাবিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে।

প্রঃ—মন্ত্রগুরুকে কি কখনও পরিত্যাগ করা যায়?

উঃ—শাসনযোগ্য শিষ্য বা লঘু বস্তু কি করিয়া গুরু বা প্রভু-বস্তুকে মাপিতে পারিবে, যে তাঁহার সম্বন্ধে ত্যাগের কথা উঠিতে পারে? এ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু বলিয়াছেন,—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যাং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥'
—ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তালৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ।"

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৮ অঙ্কঃ)

যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছে, তাহার দ্বারা জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরিকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা শ্রীভগবান্‌ই ঐ দৌরাত্ম্যকারীকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য হইতে গুরুত্যাগ সর্ব্বতো-ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব কখনও পরিত্যাগের পাত্র নহেন, তিনি নিত্যারাধ্যতম।

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥

(শ্রীভঃ সঃ, ১ম অনুঃ ধৃত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ'-বাক্য)

যে পর্য্যন্ত পাপরাশির দ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, সে পর্য্যন্তই শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি হয় না।

প্রঃ—যদি কেহ কোনও গুরুতে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য গুরু গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও কি উহাকে 'গুরুত্যাগ' বলিতে হইবে?

উঃ—এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর সিদ্ধান্ত এই,—"তদপরিতোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোঽনেক-গুরুকরণে পূর্ব্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ।" (শ্রীভঃ সঃ, ২০৭ অনুঃ)

যদি সেই গুরুতে পরিতুষ্ট না হইয়া অন্য গুরু গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও অনেক গুরুকরণ-হেতু পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করাই হইল। তবে এ বিষয়ের নিষেধ-বচন এই যে, অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতেই বিধিমত মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৭ সংখ্যাধৃত 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র'-বাক্য)

প্রঃ—অবৈষ্ণব মন্ত্রগুরুর ন্যায় অবৈষ্ণব শ্রবণগুরু-পরিত্যাগ-সম্বন্ধেও কি শাস্ত্রে বিশেষ-বিধি আছে?

উঃ—এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—"যঃ প্রথমং (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্' ইত্যাদ্যাকরলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশগুরোশ্চ যৎসমা-দিতো মহাভাগবত-সংকারাদাবধুমতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয়-সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাস্ত্রিপ্রায়েণৈব—

যো বক্তি জ্ঞানরহিতমন্ত্রোপেন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

('শ্রীনারদপঞ্চরাত্র'-বাক্য)

অতএব দূরত এবারাধ্যাদৃশো গুরুঃ; বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

(শ্রীমঃ ভাঃ, উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৪)

অভিভূত না হইয়া নীরবে মন নিশ্চল হইয়া থাকে। অতএব, শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে,—"সুবুদ্ধি জনগণ যদি গুরু-ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতি বা অভিনিবেশের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন; কিন্তু অহঙ্কার-পরায়ণ জীব সমীপস্থ ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে না।

শ্রুতিতেও উল্লিখিত আছে,—"শ্রীহরিদেবের প্রতি যাঁহার কেবলা ভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবেও তত্তুল্যা ভক্তি বর্ত্তমান আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই কথিত তত্ত্বসমূহ যথাযথ-রূপে প্রকাশিত হয়।"

প্রঃ—শ্রীমন্ত্রগুরুর নিকট হইতে বিশেষ-ভাবে কি লাভ করা যায়?

উঃ—এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল আবির্হোত্রের উপদেশ এই—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।৩।৪৮)

শ্রীআচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমন্ত্রদীক্ষারূপ কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রানুসারে স্বীয় অভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীমহাবিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে।

প্রঃ—মন্ত্রগুরুকে কি কখনও পরিত্যাগ করা যায়?

উঃ—শাসনযোগ্য শিষ্য বা লঘু বস্তু কি করিয়া গুরু বা প্রভু-বস্তুকে মাপিতে পারিবে, যে তাঁহার সম্বন্ধে ত্যাগের কথা উঠিতে পারে? এ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু বলিয়াছেন,—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যাং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্নেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥'
—ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ।"

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৮ অনুঃ)

যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছে, তাহার দ্বারা জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরিকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা শ্রীভগবান্‌ই ঐ দৌরাত্ম্যকারীকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য হইতে গুরুত্যাগ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব কখনও পরিত্যাগের পাত্র নহেন, তিনি নিত্যারাধ্যতম।

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥

(শ্রীভঃ সঃ, ১ম অনুঃ ধৃত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ'-বাক্য)

যে পর্য্যন্ত পাপরাশির দ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, সে পর্য্যন্তই শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি হয় না।

প্রঃ—যদি কেহ কোনও গুরুতে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য গুরু গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও কি উহাকে 'গুরুত্যাগ' বলিতে হইবে?

উঃ—এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর সিদ্ধান্ত এই,—"তদপরিতোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোঽনেক-গুরুকরণে পূর্ব্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ।" (শ্রীভঃ সঃ, ২০৭ অনুঃ)

যদি সেই গুরুতে পরিতুষ্ট না হইয়া অন্য গুরু গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও অনেক গুরুকরণ-হেতু পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করাই হইল। তবে এ বিষয়ের নিষেধ-বচন এই যে, অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতেই বিধিমত মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

(শ্রীভঃ সঃ, ২০৭ সংখ্যাধৃত 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র'-বাক্য)

প্রঃ—অবৈষ্ণব মন্ত্রগুরুর ন্যায় অবৈষ্ণব শ্রবণগুরু-পরিত্যাগ-সম্বন্ধেও কি শাস্ত্রে বিশেষ-বিধি আছে?

উঃ—এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—"যঃ প্রথমং (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্' ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশগুরোশ্চ যৎসরা-দিতো মহাভাগবত-সৎকারাদাবযুমতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয়-সঙ্কটপাতে তু তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভিপ্রায়েণৈব—

যো বক্তি জ্ঞানরহিতমজ্ঞানেন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

('শ্রীনারদপঞ্চরাত্র'-বাক্য)

অতএব দূরত এবারাধ্যতাদৃশো গুরুঃ; বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

(শ্রীমঃ ভাঃ, উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

অভিপ্রায়েই শ্রীল নারদ নিজ-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিয়াছেন,—'হে মহর্ষে, যাহারা স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত, তাহাদিগকে কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যে উপদেশ করিয়াছ, শ্রীভগবদ্ভক্তাভিজ্ঞ তোমার পক্ষে তাহা বড়ই নিন্দনীয় হইয়াছে।' অতএব পিতা, মাতা, পত্ন্যাদির প্রতি তত্তদ্দিন পর্য্যন্তই গুর্ব্বাদি-ব্যবহার, যতদিন পর্য্যন্ত সংসার-বন্ধন-মোচক শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়-লাভ না হয়।"

প্রঃ—শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিসাধক শিষ্য কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবেন?

উঃ—নিজ-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পাদনার্থ কর্ম্মিগণেরও নিজ-গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্ভক্তগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সাধন ও সিদ্ধ—উভয় দশায় নিত্যকাল সেব্য-সেবকসম্বন্ধ বর্ত্তমান; কোনও সময়েই এই নিত্যসিদ্ধ পারমার্থিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেব্যসেবক-সম্বন্ধ সাময়িক অর্থাৎ কেবলমাত্র সাধনাবস্থা-কালেই হইয়া থাকে। অতএব যদি সেইরূপ কর্ম্মিগণেরই নিজ-গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য হয়, তবে যে ভক্তিসাধকগণের পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য হইবে, এ বিষয়ে অধিক বলাই নিষ্প্রয়োজন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমার অভিন্ন-আশ্রয়বিগ্রহ জানিবে। কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা বা মনুষ্যজ্ঞানে দোষদর্শন করিবে না; যেহেতু শ্রীগুরুপাদপদ্ম—সর্ব্বদেবময়।

"পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ (শ্রীভাঃ ৭।১৫।২৬),—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

(শ্রীভঃ সঃ, ২১২ অনুঃ)

পারমার্থিকগণ অবশ্যই তাদৃশ শ্রীগুরুতে ভগবজ্জ্ঞান করিবেন। এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"জ্ঞান-প্রদীপ-প্রদাতা শ্রীগুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ; যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি 'ইনি মর্ত্য (মনুষ্য)' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।"

প্রঃ—ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদরূপে দর্শন করিলে কি তাহাতে মায়াবাদ দোষ উপস্থিত হইবে না?

উঃ—এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তানাঞ্চ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে; যথা (শ্রীভাঃ ৪।৩০।৩৮)—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
দুরন্তশিক্ষিৎসিতস্য ভবস্য মৃত্যো-
ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্মঃ॥"

(শ্রীভঃ সঃ, ২১৩ অনুঃ)

কোন কোন শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম-জ্ঞানেই অভেদ-দৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ অষ্টভুজ পুরুষের প্রতি শ্রীশিবভক্ত প্রচেতোগণ এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্, আমরা আপনার প্রিয়সখা সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবের ক্ষণকাল সঙ্গ-প্রভাবেই অদ্য দুরন্তচিকিৎস্য ভব ও মৃত্যুরূপ রোগের বৈদ্যশ্রেষ্ঠরূপে আপনাকে গতি বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি।"

প্রঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা কিরূপ?

উঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিলেই শ্রবণযোগ্যতা-লাভ হয়। মহতের সেবা না করিলে শ্রবণযোগ্যতা হইতে পারে না। পূর্ব্বে মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা, পরে শ্রবণ; ইহাই শ্রবণের ক্রম। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের পূর্ব্বেই তাঁহার সেবা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। "অঙ্গাদ্য শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বম্" (শ্রীভঃ সঃ, ২৪৭ অনুঃ)। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-ব্যতীত শ্রবণ দৃঢ় হইতে পারে না। শ্রীগুরুসেবা 'প্রকৃষ্ট সঙ্গরূপা' ও 'পরিচর্য্যারূপা'-ভেদে দুই প্রকার। নিরপরাধে নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের নামগুণাদির আলোচনামুখে যে অনুশীলন, তাহাই 'সঙ্গ'। ইহা শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করে। এই সেবা—অহৈতুকী অর্থাৎ অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী; নিজের কোন প্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। আর 'পরিচর্য্যা-রূপা'-সেবা বলিতে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীঅঙ্গের ও শ্রীঅভীষ্টের রুচিকরী ও সুখকরী সেবা—তাঁহার ইচ্ছার অবিরোধে স্বীয় দেহ, বাক্য ও মনের নিয়োগ। শ্রীগুরু-

পদাশ্রয়ের পর বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া বিশ্বাসের সহিত যে শ্রীগুরু-সেবা তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সুখ-বিধান হয়। ইহাই যথার্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ। এই সঙ্গের মধ্যে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ বা নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি আরম্ভ হয়। ইহার দ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হন। মহাভাগবতবর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এই 'প্রসঙ্গরূপা' সেবার ফলরূপে নিরন্তর অবিচ্ছিন্না ধ্যানময়ী শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতি ও মহা-ভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যা বা শ্রীঅঙ্গসেবার ফল-রূপে নিত্য, সনাতন, ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে সংসার-নাশন তীব্র প্রেমোৎসব-উদয়ের কথা উক্ত হইয়াছে,—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

(শ্রীভাঃ ৭।৭।৫২)

মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার দ্বারা নিত্য সনাতন শ্রীভগবান্ শ্রীমধুসূদনের শ্রীপদযুগলে সংসৃতি-নাশক তীব্র রতিরাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরি-চর্য্যার আনুষঙ্গিক ফল—'সংসার-নাশ', মুখ্য ফল—'নিত্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সুতীব্রা রতি'র উদয়। অতএব শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবায় সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বস্তনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৪।৯।১১)

শ্রীধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—"হে পদ্মনাভ, যাঁহারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে লুব্ধচিত্ত মহাভাগবতগণের নিরন্তর স্মৃতিময় সঙ্গ করেন, তাঁহারা পরমপ্রিয় এই মর্ত্ত্য শরীর এবং এই শরীরের অনুগত পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, গৃহ, বিত্ত, পত্নী-প্রভৃতি কাহাকেও স্মরণ করেন না; তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবৎসুখানুসন্ধান স্মৃতিতেই আবিষ্ট থাকেন।

অতএব 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় কেহ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বা মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন'—যদি এইরূপ বলা হয়, অথচ তাহাতে মর্ত্য-দেহ ও তদনুগত স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত-প্রভৃতির প্রতি অন্তরে অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীগুরু-সেবায় সিদ্ধিলাভ দূরে থাকুক, তাহাতে কোন না কোনরূপ দুরন্ত গুর্ব্বপরাধ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে, জানিতে হইবে; নতুবা, মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই অস্বীকার করিতে হয়, অথবা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের উক্তিকেই মিথ্যা বলিতে হয়। শ্রীগুরু সেবা করিয়া যদি অকপট, আন্তরিক, বৈকুণ্ঠময় শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-রূপ অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠার চ্যুতিকারক জড়াভিনিবেশ, কৌটিল্য, প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা, ভক্তি-শৈথিল্য ও স্বতন্ত্র্যাদিকৃতমানির অর্থাৎ 'অনেক গুরুসেবা বা ভক্তি করিয়াছি বা করিতেছি' বলিয়া অভিমান বা দাম্ভিকতা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে, তবে নিশ্চয়ই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রাচীন দুরন্ত অপরাধ রহিয়াছে, জানিতে হইবে। সেইরূপ দুরন্ত অপরাধীর শ্রীগুরুসেবার অভিনয়ে সহস্র সহস্র প্রকার কর্ম্মতৎপরতা, দাক্ষ্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, উৎসাহাদি থাকিলেও তাহা কেবল স্বীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের প্রয়াসময় আস্ফালনমাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'প্রসঙ্গরূপা' ও 'পরিচর্য্যা-রূপা' সেবা ব্যতীত 'অকিঞ্চনা ভক্তি'-লাভ হইতে পারে না।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ভব-ব্যাধির নিদান-চিকিৎসায় যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুদেবতাত্মা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের কথাই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-ব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জাত ভয় বিদূরিত হইতে পারে না এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তিও সম্ভব হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।২৭)

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)

যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেদতো বুধো বুদ্ধিমানংস্তমেবা ভজেদুপাসীত। নন্থ ভয়ং দেহাদ্যভিনিবেশতো ভবতি

স চ স্বরূপানুবন্ধাৎ ; কিন্তু তত্র মায়া করোতি, অত আহ—'ঈশাদপেতস্য'ইতি । ঈশবিমুখস্য তস্যায়য়া 'অস্মৃতিঃ' ভগবতঃ স্বরূপাদ্‌বিস্মৃতো বিপর্য্যয়ো দেহোঽহমীতি । ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশায়ঃ ভবতি । এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু । উক্তঞ্চ ভগবতা (শ্রীগীঃ ৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ ; কিন্তু, 'গুরুদেবতাত্মা' গুরবে দেবতা ঈশ্বর আত্মা শ্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টেঃ সম্ভিত্যর্থঃ — ইত্যেষা । (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭) কবিবিদেহম্ ।"

(শ্রীভঃ সঃ, ১ অনুঃ)

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ, জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার-দশা-লাভ হয় । ঈশ্বরের মায়ার দ্বারাই ভয় বা সংসারের উদয় । অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মায়াধীশ পরমেশ্বরের সম্যক্ ভজনা করিবেন । এখানে প্রশ্ন এই যে—ভয় ত' দেহাদিতে অভিনিবেশ হইতে হয় ? আবার, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিজ-স্বরূপ-জ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায় উপস্থিত হয় । অতএব, এই স্থানে ঈশ্বরের মায়ার কর্ত্তৃত্ব কি আছে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ঈশবিমুখ জীবের প্রতিই (ঈশোন্মুখের প্রতি নহে) মায়া বিক্রম প্রকাশ করিয়া স্বরূপ আবরণ করিয়াছে এবং তাহা হইতে বিপর্য্যয়-বুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি দেহ'—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে । অতএব যখন ঈশ্বরের মায়ার দ্বারা স্বরূপ-আবরণ-জন্যই জীবের ভয়াদি উপস্থিত হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমান্ জন সেই ঈশ্বরকেই ভজন করিবেন । একমাত্র তাঁহারই কৃপায় মায়া বিদূরিত হইতে পারে । যদি প্রশ্ন হয়, মায়াই যখন আক্রমণ করিয়াছে, তখন জীবের ত' মায়াকেই সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন—লৌকিকী মায়াতেও দেখা যায়, মায়াধীশ শরণাগত না হইলে মায়ার রহস্য ভেদ করা যায় না । এ জন্যই শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার এই মায়া দৈবী, গুণময়ী ও দুরত্যয়া । একমাত্র যাঁহারা আমারই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন । এখানে আর একটী প্রশ্ন হয় যে, শ্রীভগবান্ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা না বলিয়া মায়াধীশ তাঁহার শরণাপন্ন হইবার কথাই বলিয়াছেন, তদ্রূপ মায়াকৃত ভয় বা সংসার হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য কেবল শ্রীভগবানে শরণাগতিই ত' যথেষ্ট হইতে পারে, গুরুভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপসত্তির আবশ্যকতা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—শ্রীগুরুদেব শ্রীহরিদেবের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত মায়ার ন্যায় বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ আবরণী শক্তি নহে । স্বরূপশক্তিকে লইয়াই শ্রীহরিদেবের নিত্যবিলাস । স্বরূপশক্তি ব্যতীত ভগবত্তার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না । অতএব 'শ্রীভগবান্' বলিতে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পরতত্ত্ব । এজন্যই 'শ্রীগুরুদেবতাত্মা' শব্দের প্রয়োগ । শ্রীগুরুদেবই 'দেবতা' অর্থাৎ নিয়ামক বা প্রভু এবং 'আত্মা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এইরূপ দৃষ্টিযুক্ত হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা শ্রীহরিদেবকে ভজনা করিবে । প্রিয়ত্ব-অনুভবেই স্মৃতির উদয় । অতএব 'অস্মৃতি' অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি এবং তাহা হইতে যে বিপর্য্যয়-বুদ্ধি, তাহা অচিরেই দূর হইবে । এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিলেন,—

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।২৪)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-প্রকাশে অখণ্ড স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তিরূপে বর্ত্তমান । পীঠ-পূজায় শ্রীভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাদুকার পূজা দৃষ্ট হয় । যে শ্রীভগবান্ এই প্রপঞ্চে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতারবেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বিদ্যমান, তিনিই অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীযোগপীঠে সমষ্টি বা অখণ্ড স্বরূপশক্তিরূপে নিত্য প্রকটিত । অর্চ্চনান্তর্গত পীঠ-পূজা-প্রকরণে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিতেছেন,—

"পীঠ-পূজায়াং ভগবদ্ধামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে ; যথা—'য এষ ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এষ তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্বধাম-প্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে ।"

(শ্রীভঃ সঃ, ২৮৬ অনুঃ)

শ্রীল শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকবিরাজ-গুরুবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার "শ্রীপ্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা"র প্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মনে ।

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে।
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, হৃদি করি' মহা ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই ত' উত্তম গতি,
যাহা হৈতে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদি প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু—করুণাসিন্ধু, অধমজনের বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
নরোত্তমে কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে এই প্রণালীতে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গুরুপারম্পর্য্য নিত্য প্রবাহিত রহিয়াছেন,—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
তাঁ'র মিত্র রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ ধন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ আশ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁ'হে ভ্রষ্ট জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবত-বর, শ্রীগৌরকিশোর-বর,
হরিজনেতে যাঁ'র মোদ॥
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তি- সিদ্ধান্ত-সরস্বতী,
শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর।
শ্রীভক্তিপ্রসাদ-পুরী, গুরুরূপে অবতরি',
রূপানুগ-কীর্ত্তন-তৎপর॥

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ, আর চতুর্ম্মুখ শ্রীব্রহ্মাই—শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়ের অধীন বা অন্তর্গত নহেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ হইতে শ্রীল লক্ষ্মীপতিপাদ পর্য্যন্ত সকলেই বৈষ্ণব-বিচারে পূজ্য। কিন্তু, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের 'গুরু' নহেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু অন্য সম্প্রদায়ের কুতার্কিক ব্যক্তিগণের জিহ্বা স্তম্ভন করিবার তাৎকালিক প্রয়োজনানুরোধে চারিটী সাম্বত-সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গতরূপে শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীধরস্বামি-পাদকে 'জগদ্গুরু' বলিলেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদকে গুরুরূপে উল্লেখ না করায় এবং কর্ম্মার্পণ পর্য্যন্ত শ্রীমায়াবাদমত স্বীকার করায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীল সনাতন, শ্রীল শ্রীরূপ, বিশেষতঃ 'ষট্-সন্দর্ভে'র রচয়িতা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু ও তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় এবং শ্রীল নরোত্তমের অনুগত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর যিনি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর শিক্ষাগুরুদেব,—ইহারা কেহই শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ হইতে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের শ্রীল লক্ষ্মীপতিপাদ পর্য্যন্ত বৈষ্ণববৃন্দকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুরূপে উল্লেখ না করায় তাঁহারা বৈষ্ণবরূপেই পূজিত হইবেন। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু' বা 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের গুরুরূপে উল্লেখ করেন নাই, বরং তিনি 'শ্রীসন্দর্ভে' ও 'শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে 'শ্রীভগবৎপাদ' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বরং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের রক্ষাকারী 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-লেখক মধুসূদন-সরস্বতী মহাশয়ের অনেক বাক্য নিজ টীকাদির স্থানে স্থানে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে' (শ্রীমদ্-ভাগবত ১১।১২।২৩) 'শ্রীগোপীগণ হইতে অষ্ট মহিষীগণ অধিকতর শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, তাহা হইতে শ্রীযশোদা ভক্তিবলে শ্রেষ্ঠা, তাহা হইতে শ্রীদেবকী, তাহা হইতে শ্রীবসুদেব, তাহা হইতে শ্রীঅর্জ্জুন, তাহা হইতে শ্রীবলরাম এবং তদপেক্ষা শ্রীব্রহ্মাকে ভক্তিতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ'— বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই; গোপীগণ তারতম্য-বিচারে ভক্তির অনেক নিম্ন স্তরে অবস্থিত।' কিন্তু, ব্রহ্মমোহনের পর শ্রীব্রহ্মা

শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
এষাঞ্চ ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
পর্য্যাপ্তয়েঽমৃতমদামৃতভাসবস্তে॥
তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্বত্বাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩২-৩৪)

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম যাঁহাদিগের মিত্র, সেই শ্রীগোপরাজ-নন্দ ও অপরাপর শ্রীব্রজবাসীদিগের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য! অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য!!

হে অচ্যুত, ইঁহাদিগের ভাগ্যমহিমার কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি আমি ও অপরাপর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা-সকলও মহাভাগ্যবন্ত। কারণ, আমরা এই ব্রজবাসীদিগের ইন্দ্রিয়-রূপ পানপাত্রদ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দরূপ সুস্বাদু মাদকদ্রব্য পুনঃ পুনঃ পান করিতেছি।

অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন, সেই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব, সেই শ্রীগোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা শ্রীগোকুলে যে কোন জন্ম মহাভাগ্যেই হইয়া থাকে।

শেষোক্ত শ্লোকটীর শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সিদ্ধান্তপূর্ণা টীকা আলোচনা করিলে শ্রীব্রহ্মা যে শ্রীগোপীগণের শ্রীচরণ-রেণুর কিরূপ আনুগত্য প্রার্থনা করেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু তাঁহার শিক্ষাগুরুদেব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সিদ্ধান্ত বা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কেবল ভিন্ন সম্প্রদায়িগণকে আপাততঃ নীরব করিবার জন্য সাময়িক প্রয়োজনানুরোধে শ্রীমদ্বলদেব-আচার্য্যপাদ ও তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্যকে গুরুপরম্পরায় অন্তর্গত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবমাত্রই গুরু; কিন্তু, যাঁহারা স্ব-সম্প্রদায়ের ভজন-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেন, তাঁহারাই অভীষ্ট গুরুপাদপদ্মরূপে বৃত হন। বিশেষতঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যমাত্র নহেন; তিনি শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর উক্তি-অনুসারে 'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব'। সুতরাং, শ্রীব্রহ্মা নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুররূপে সেই শ্রীগৌরকৃষ্ণেরই আনুগত্য করিয়াছেন। আমরা নিম্নে শ্রীব্রহ্মস্তবের একটি শ্লোকের (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৪) শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সিদ্ধান্তপূর্ণা টীকাটী উদ্ধার করিতেছি,—

"তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলির্দত্তঃ, কেন প্রকারেণৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়মাহ,—'তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবতু' ইতি শেষঃ। যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষো ঈদৃশী স্তবস্তুতি ভাবঃ। কিং তৎ ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমল-তৃণগুল্মাদিজন্ম যদুপরি স্বংপ্রিয়সখাদি-ব্রজবাসিজন-চরণবিন্যাস-সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নবম্বিরতিদুর্লভে লোভং বিহায় স্বযোগায়ত্তং প্রার্থয়তেতি চেৎ, তর্হি গোকুলেঽপি স্বরূপপ্রাপ্তাদাবপি কতমস্ত স্বদীয়-সৌচিক-কারু-হড্ডিপা-স্তেকতরস্তাদ্ধিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাপীঠ-পট্টিকাদি জন্ম ভবতু। নন্বেষাং ব্রজবাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবত্ত্বে কো হেতুঃ, কথং বা জগৎপূজ্যস্ত জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিনস্তবৈষাং নীচজাতীনাং পাদধূলিলিপ্সায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ—যেষাং জীবিতং ভগবান্ 'ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য'-ইত্যমর-নানার্থ-বর্গাৎ সৌন্দর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণবিশিষ্টো ভগবান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্তং যস্ত স ইতি তৎসৌন্দর্য্যাদি মদ্বদসিতা-স্তেক-জীবনোপায়ঃ। তেন বিনা সন্ত এবামী ম্রিয়ন্তে ইতি ভাবঃ। নিখিলমিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজন-পানাদি-হেতুকমিত্যর্থঃ। অতোঽস্মাপি যেষাং পদরজঃ শ্রুতিভির্মৃগ্যত এব, নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্যতোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎপ্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ। অতো ময়া 'তদস্তু মে নাথ' ইতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং, তৎ স্বস্ত বৈধ-ভক্তিত্বস্ত এব যদি ব্রজজনানুগতিমন্বেন মাং রাগানুগা-মৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জয়তি তদেবং প্রার্থিতম্।"

শ্রীগোবিন্দের স্তবকারী ও শ্রীগোপীগণের মাহাত্ম্য-উপলব্ধিকারী যে শ্রীব্রহ্মার উক্তিসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীব্রহ্মসংহিতায় দৃষ্ট হয় এবং যে ব্রহ্মার স্তব শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই চতুর্ম্মুখ শ্রীব্রহ্মা

হইতে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রাকট্য। সেই শ্রীব্রহ্মাই শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুররূপে উদিত হইয়াছেন। শ্রীগোপীপাদপদ্ম-মাধুর্য্যাকৃষ্ট শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীশুকদেব (ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশুকদেব নহেন), শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ—ইহারা পূর্ব্ব-গুরুবর্গ। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-হরির অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল স্বরূপ, শ্রীল রূপ, শ্রীল রূপাগ্রজ শ্রীল সনাতন, শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ, তদনুগ শ্রীল কবিরাজ, তদনুগ শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগ শ্রীল ভক্তিবিনোদ, তদনুগ শ্রীল গৌরকিশোর, তদনুগ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর ও তদনুগ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামি-ঠাকুর—ইহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ-স্বরূপ শ্রীগুরুবর্গ। এই সকল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবের আরাধনাই শ্রীরূপানুগ-গণের প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজা।

রাহুগ্রস্তে জড়-শশধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াং
গৌড়ে শাকে মনুশতমিতে সপ্তবর্ষাধিকে যঃ।
মায়াপুর্য্যাং সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ প্রদোষে
তং চিচ্ছক্তিপ্রকটিত-তনুং মিশ্রসূনুং স্মরামি॥

(—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীপাট খেতুরী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের জগন্মঙ্গল অভীষ্টাশ্রয়ে শ্রীশ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহার বিরচিত 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'—গ্রন্থদ্বয় প্রকাশার্থে অবিকৃত পাঠ-সমূহের উদ্ধার ও অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আমরা রাজসাহীর 'বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটী'র প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি-বিভাগ পরিদর্শন করি। শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয় রাজসাহীর অন্তঃপাতী 'শ্রীখেতুরী'তে আবির্ভূত হইয়া 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র গীতি গান করিয়াছিলেন। সুতরাং, সেই প্রদেশে উভয় গ্রন্থের যে-সকল পাঠ শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের সময় হইতে লিপিকারের লিপিতে লিপিবদ্ধ অথবা গায়কের কণ্ঠে প্রচারিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের গীতির ভাষা ন্যূনাধিক অবিকৃতভাবে বিরাজিত থাকিবারই সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা রাজসাহী নগরীস্থিত 'বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটী'র দ্বারস্থ হই। সুখের বিষয়, তথায় 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র একাধিক প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে। উভয় গ্রন্থের কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে লিপি-কালের উল্লেখ নাই; আবার কোন কোন পুঁথিতে লিপি-কাল ও স্থানের উল্লেখ আছে। 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র পুঁথির মধ্যে ৩৩৪সং পুঁথিটী ১০৯০ বঙ্গাব্দে লিখিত ও ৪০৩সং

পুঁথিটীর অনুলিপি ১১০০ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন, সোমবার তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। ১০৭৯নং পুঁথিটী শ্রীপাট খেতুরীর অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের লীলাভূমি 'কুমরপুর' হইতে প্রাপ্ত; কিন্তু তাহাতে লিপি-কালের উল্লেখ নাই। 'প্রার্থনা'র পুঁথির মধ্যে আমরা ১৭৫নং ও ১১৫নং পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত 'প্রার্থনা'র কতকগুলি খণ্ডিত পুঁথিও 'অনুসন্ধান-সমিতি'তে রক্ষিত আছে।

স্থানীয় কএকজন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ-প্রাপ্ত হই যে, 'প্রেমতলী' ও 'কুমরপুরে'র কএকটী ঠাকুর-বাড়ীতে এবং শ্রীখেতুরীর শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক অধুনা প্রেমতলীতে অবস্থিত 'সীতানাথ টহলিয়া'-নামক এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র প্রাচীন পুঁথি থাকিবার সম্ভাবনা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশ-প্রাপ্ত হইয়া আমরা গত ১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীপাট খেতুরী-ধামের কৃপা-প্রার্থনা করিবার আশায় তদভিমুখে যাত্রা করি। রাজসাহী-নগরীর কোর্ট হইতে 'উপর খেতুরী' অর্থাৎ শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের আবির্ভাব-স্থান প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে। প্রেমতলীকে 'নিম্ন খেতুরী' এবং শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের আবির্ভাব-স্থান বা যথায় ছয় শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির অবস্থিত, সেই স্থানকে 'উপর খেতুরী' বলা হয়। প্রেমতলী বা 'নিম্ন খেতুরী' হইতে 'উপর খেতুরী' প্রায় দুই মাইল। রাজসাহী সহর হইতে খেতুরীতে যাইতে হইলে মোটর-বাস্ অথবা ঘোড়ার গাড়ী, গো-মহিষ-যান প্রভৃতি পাওয়া যায়; বর্ষাকালে নৌকাপথেও যাওয়া যায়। রাজসাহী হইতে প্রথম তিন চারি মাইল পাকা রাস্তা ও তৎপরে সমস্ত রাস্তাই কাঁচা। বর্ষাকালে পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হয়। বর্ত্তমানে কাঁচা রাস্তা ধূলিসমাকীর্ণ। মোটরলারিসের বাস্ প্রেমতলী পর্য্যন্ত যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া জনপ্রতি ১৲ টাকা। রাজসাহী হইতে শ্রীপাট খেতুরীতে যাইবার পথে নয় মাইল অতিক্রম করিলে 'রাজাবাড়ী'-নামক একটী স্থান দৃষ্ট হয়। তথায় শ্রীজয়চাঁদ নামক একজন মাড়োয়ারী জমিদারী ক্রয় করিয়া শ্রীশ্রীসীতারামের শ্রীমন্দির স্থাপন ও তাহার সম্মুখে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছেন। শ্রীসীতা-রামের মন্দিরে কুলিয়া নবদ্বীপের এক অপ-সম্প্রদায়ের পূজককে দেখিতে পাওয়া গেল। 'রাজাবাড়ী'তে প্রতি শুক্রবারে হাট হয়।

'রাজাবাড়ী' হইতে 'কুমরপুর' প্রায় এক মাইল। কুমরপুরের নাম শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের লীলার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। খেতুরীতে যাইতে হইলে এই গ্রাম অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়। 'কুমরপুর' হইতে 'উপর-খেতুরী' প্রায় সাড়ে তিন মাইল। পথেই একটী প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরের গম্বুজ ও স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলাকীর্ণ, তন্মধ্যে একটী কৃষ্ণ-প্রস্তরের ভগ্ন স্তম্ভের উপর আরবী অক্ষরের 'শিলা-লিপি' দেখিতে পাওয়া গেল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট Protected Monument Act VII of 1904 অনুসারে এই-সকল ভগ্নাবশেষকে রক্ষা করিতেছেন এবং তদর্থে একটী 'বিজ্ঞাপন' লাগাইয়াছেন।

'কুমরপুরে' দুইটী প্রাচীন শ্রীবিগ্রহের সেবার নিদর্শন-মাত্র আছে; কিন্তু সেবার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে আমাদের দুর্দ্দৈবের সাক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শিষ্যবর শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্যবর শ্রীল গঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর এই 'কুমরপুরে'ই একসময় বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের পৃষ্ঠপোষক রাজা নরসিংহের ষড়যন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজা নরসিংহ দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণ লাহিড়ী-প্রমুখ পণ্ডিত ও অধ্যাপকবর্গে পরিবৃত হইয়া শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়কে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে মহাদর্পে খেতুরী-অভিমুখে যাত্রা করিবার পথে 'কুমরপুর' গ্রামে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী 'কুমরপুরে'র হাটে যথাক্রমে তাম্বূলিক ও কুম্ভকারের বেশ গ্রহণ করিয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছিলেন। রাজা নরসিংহের অধীন অধ্যাপকবর্গের ছাত্রমণ্ডলী হাটে পান ক্রয় করিতে আসিয়া তাম্বূলিক ও কুম্ভকারের নিকট সংস্কৃত ভাষায় উত্তরপ্রাপ্ত হইয়া সেই কথা তাঁহাদের অধ্যাপকগণকে জ্ঞাপন করেন। পরে অধ্যাপকবর্গ কুমরপুরের হাটে আসিয়া তাম্বূলিক ও কুম্ভকারের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কৃপায় পরে রাজা নরসিংহ ও নৃপনারায়ণ শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন।

'কুমরপুর' হইতে 'প্রেমতলী' প্রায় দুই মাইল। কিংবদন্তী এই যে, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে তাঁহার প্রেমবন্যার কিয়দংশ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন ; সেইজন্যই এই স্থানের নাম 'প্রেমতলী' হইয়াছে। 'বিজয়া দশমী'র পর কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের তিরোভাব-তিথি-বাসরে এই স্থানে প্রতি বৎসর একটী বিরাট মেলা হইয়া থাকে। মেলায় বৈষ্ণব-নামধারী সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। ইহাদের অধিকাংশই অপ-সম্প্রদায়ের লোক ও শুদ্ধভক্তি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। 'প্রেমতলী'তে পদ্মাবতী নদীর তীরে একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীশ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ আছেন। ঐ বিগ্রহগণ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অধিনায়কত্বে যে 'শ্রীশ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রম' হইয়াছিল, সেই সময়ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের অনুগমনে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৪ই ফাল্গুন এই স্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই স্থানে পদ্মাবতীর যে ঘাটে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীশ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এক সঙ্গে স্নানাদি করিতেন, সেই ঘাটে একটী প্রাচীন তমালবৃক্ষ বিরাজিত আছে। ইহা 'তমালতলা-ঘাট' নামে পরিচিত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হিন্দু-নামধারী স্থানীয় কোন দুর্দ্দৈব ব্যক্তি সেই ঘাটটীকে শ্মশানঘাটরূপে পরিণত করিয়াছে। এই ঘাট হইতে উপরে উঠিয়াই কিয়দ্দূরে উক্ত ঠাকুর-বাড়ী। পূর্ব্বে এই ঠাকুর-বাড়ী 'তমালতলা-ঘাটে' ছিল। বর্ত্তমানে কএক গজ দূরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমে'র সময় এই স্থানে রঘুনাথদাস মহান্ত নামে এক ব্যক্তি সেবাইত ছিলেন। এখন তিনি স্বধামগত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ-দাস মহান্ত সেবাইত হইয়াছেন।

এই স্থানে হস্তলিখিত বহু পৌড়ীয়বৈষ্ণব-গ্রন্থ ছিল, কিন্তু, অধিকাংশই কীট ও মূষিকের দ্বারা দষ্ট হইয়াছে এবং কিছু কিছু হয় ত' অপহৃতও হইয়াছে। অনেক অনুরোধ করিবার পর উক্ত সেবাইত ঠাকুর-ঘরের চালা হইতে হস্ত-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পুঁথির কএকটী অসংলগ্ন পত্র বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন এবং বহু পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানাইলেন।

'প্রেমতলী'তে সীতানাথ-দাস টহলিয়া (বয়স ৮০ বৎসরের অধিক)-নামক এক ব্যক্তির অনুসন্ধানার্থ আমরা পদ্মাবতীর তীরে তীরে চলিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। সীতানাথ পূর্ব্বে শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমন্দিরে থাকিতেন। শুনিতে পাওয়া গেল, শ্রীপাট খেতুরীর অনেক মূল্যবান্ প্রাচীন দ্রব্য ও গ্রন্থাদি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। সীতানাথ টহল দিতেন ও শ্রীপাট খেতুরীতে থাকিতেন। ক্রমে শ্রীপাটের অনেক দ্রব্য স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি শ্রীপাট খেতুরী হইতে 'প্রেমতলী'তে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীপাট খেতুরীর কএকজন বর্ত্তমান সেবক ও রাজসাহীর কএকজন বৃদ্ধ লোকের নিকট শুনিতে পাইলাম যে, শ্রীপাটের অনেক দ্রব্য সীতানাথের নিকট ছিল। আমরা সীতানাথের শয্যার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নিকট শ্রীল ঠাকুর-মহা-শয়ের শ্রীহস্তলিখিত (?) 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' গ্রন্থ আছে ; এতদ্ব্যতীত হস্তলিখিত একটী 'শ্রীনরোত্তম-বিলাস' পুঁথি তাঁহার নিকট ছিল। শুনা গেল, উহা 'পুঁটিয়া'র চারি-আনার জমিদারের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার নৃপেন্দ্র গোস্বামী লইয়া গিয়াছেন। উহার পাঠ বর্ত্তমান মুদ্রিত সংস্করণ হইতে অনেক পৃথক্। 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র পুঁথি পুঁজিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; কারণ, তাঁহার চক্ষুরোগ হইয়াছে, তিনি শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না।

আমরা নিজেরাই পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া লইতে প্রস্তুত, ইহা জানাইলে সীতানাথ তাঁহার এক আত্মীয়কে ঐ পুঁথি খুঁজিতে বলিলেন। অনেক অনুরোধের পর ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত একটী পেটিকা হইতে কতকগুলি পুরাতন কাগজমাত্র বাহির করিয়া দেখাইল এবং বলিল যে, কঠিন ব্যাধিতে টহলিয়ার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শ্রীপাট খেতুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে আমরা 'প্রেম-তলী' ও 'কুমরপুর' দর্শন করিয়াছিলাম এবং তখনই এই সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

'প্রেমতলী' অতিক্রম করিবার পর হইতেই পথে খেতুরীর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে প্রায় তিন শত বিঘা ভূমি লইয়া খেতুরীর রাজবাটী সুশোভিত ছিল। এখন প্রায় একশত বিঘা জমি শুষ্কপ্রায় পড়িয়া থাকিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। একদিন শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার আবির্ভাব-ভূমিতে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীশ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর অনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন শ্রীগৌরপার্ষদ আচার্য্য ও বৈষ্ণবমণ্ডলীকে খেতুরীতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীব্রজবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ এই ছয় শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে খেতুরী-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের অভিন্নাত্মা শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ও শিষ্য শ্রীল সন্তোষ দত্ত-ঠাকুর বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এই সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবের উদ্যোক্তা হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'-গীতিতে শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে সাক্ষাৎ 'চিন্তামণি'-স্বরূপ বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীপাট খেতুরী একাধারে শ্রীগৌরপার্ষদের আবির্ভাব-ভূমি, লীলাভূমি, সংকীর্ত্তন-ভূমি, ভজন-স্থান ও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গুরুবর্গের শ্রীপদাঙ্কপূত মহাতীর্থ। শ্রীপাট খেতুরী হইতে যে 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র গীতির ঝঙ্কার উত্থিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে ও অনন্তকাল করিতে থাকিবে। কি সাধক, কি সিদ্ধ, কি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কি নিরক্ষর মূর্খ—সকলেই সমভাবে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের গীতির প্রস্রবণে স্নান করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ় সেবার সন্ধান লাভ করিতে পারেন।

অনুসন্ধান-ফলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রকাশিত "ছয় শ্রীবিগ্রহ" সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয় শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ—ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি এবং পঞ্চ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—শৈলী শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্যবংশের শেষ-পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা রাধাসুন্দরী চৌধুরাণী সেবা-বিষয়ে উদাসীন হওয়ায় শ্রীবিগ্রহের এক ভাড়াটিয়া পূজক শ্রীব্রজমোহন-শ্রীমূর্ত্তিকে অপহরণ (?) করিয়া লইয়া পড়ে। অনেক দিন পর পলাতক পূজকের কোন রক্ষিতার গৃহে উক্ত শ্রীমূর্ত্তির সন্ধান-প্রাপ্ত হইয়া রাজসাহীর উকিল স্বধামগত গৌরসুন্দর সিংহ কিছু অর্থ দিয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তি নিজগৃহে লইয়া আসেন এবং তিনি যখন ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তথায় সেই শ্রীবিগ্রহকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শ্রীবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে 'খেজুর-বাটী' নামক স্থানে এখন অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা এখন "শ্রীরাধাব্রজমোহনজীউর কুঞ্জ" নামে পরিচিত। স্বধামগত গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয় রাজসাহীর বর্ত্তমান উকিল শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সিংহের পুরাণিতামহ। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহন-জীউর কুঞ্জের ঠিকানা অবগত হইয়াছি। রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব উকিল ও খেতুরীর ম্যানেজিং ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে ঐরূপ তথ্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরাধাব্রজমোহন বাহ্য দৃষ্টিতে অপহৃত (!) হইলেও শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বংশীয় কোন ব্যক্তি শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রদান করেন। জীবের বহির্ম্মুখতার প্রাবল্যের নিদর্শনরূপে ও আমাদের অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিতা অপরাধময়ী দৃষ্টিকে অধিকতর বঞ্চনা করিবার জন্য ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনপাবন অপ্রাকৃত শ্রীঅর্চ্চাবতারগণ বহির্ম্মুখ দৃষ্টির নিকট আপনাদিগের অন্ত-বৈভবতা প্রদর্শন করেন। রাধাসুন্দরী চৌধুরাণীও অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রেমতলীতে চলিয়া যান। গ্রামস্থ লোকের অনুরোধ-ক্রমে উক্ত ঠাকুর-সেবার ভার মুর্শিদাবাদ বালুচর-নিবাসী শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী (শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর অধস্তনাভিমানী) গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্র পুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৩১৫ বঙ্গাব্দে খেতুরী গ্রামের পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'অর্পণনামা'-দ্বারা উক্ত সেবা প্রদান করেন। তাহাতে একটী সর্ত্ত থাকে যে, যদি উক্ত চট্টোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয় সেবা চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীসচ্চিদানন্দকেই ঐ সেবা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। পূর্ণচন্দ্র সেবা চালাইতে অক্ষম হইয়া তাঁহার অংশ প্রত্যর্পণ করেন; কিন্তু রাখাল-চন্দ্র তাঁহার অংশ প্রদান করেন না। রাখালচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী নিজ অংশ পুঁটিয়ার চারি আনার তুম্যধি-

কারী শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণ রায়ের নিকট ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বিক্রয় করেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী সেবাকার্য্যে অত্যন্ত শৈথিল্য প্রকাশ করায় কাশীমবাজারের মহারাজ স্বর্গত স্যর্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইয়া তাঁহার দ্বারা একটী 'ট্রাষ্টী'-নামা লেখাইয়া লন। তাহাতে মহারাজ স্বর্গত মণীন্দ্রচন্দ্রই প্রেসিডেণ্ট্ ও বারজন ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হন। * পুঁটিয়ার চারি আনার জমিদার রাধাচরণের বিধবা পত্নীর নিকট হইতে যে অংশটী ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা লইয়া ট্রাষ্টিগণের সহিত একটী মোকদ্দমা হয়। অবশেষে ট্রাষ্টিগণের পক্ষ হইতে চারি আনার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণকে খেতুরীর অর্দ্ধাংশের মালিক স্বীকার করা হয় এবং নরেশনারায়ণও ট্রাষ্টিগণকে স্বীকার করেন। এইরূপ-ভাবে আপোষে মামলা নিষ্পত্তি হয়।

ইতোমধ্যে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) অপহৃত (?) হন। পূজারী প্রহ্লাদ অধিকারী সন্ধ্যার পর ভোগ দিতে গিয়া দেখেন যে, মন্দিরের দ্বার উন্মুক্তাবস্থায় রহিয়াছে এবং সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি নাই। পরে অনেক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পূর্ব্বের কোন সেবকাভিমানী এই কার্য্য করিয়াছে। সে ইহা কাহারও কাহারও নিকট গোপনে স্বীকার করিলেও প্রকাশ্যে তাহাকে ধরিবার কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে এই শ্রীবিগ্রহও শ্রীবৃন্দাবনের কোন স্থানে অবস্থিত আছেন। এইরূপ ভাবে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহ-ষট্‌কের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজমোহন ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং অন্য বিগ্রহ-চতুষ্টয় অপরাধময়ী অজ্ঞজ্ঞান-প্রতারিতা দৃষ্টির নিকট অঙ্গবৈরূপ্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীপাট খেতুরীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু, কতিপয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত অজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তি ও তাঁহাদের বিচারের পৃষ্ঠপোষক 'বৈষ্ণব'-নামধারী কতিপয় ব্যক্তির অপরাধময় হস্তক্ষেপের ফলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রকাশিত ও পূজিত সেই অবশিষ্ট বিগ্রহ-চতুষ্টয়ও পদ্মাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হন! এইরূপ কার্য্যে যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে উদ্যোগী এক ব্যক্তি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট পরামর্শ-গ্রহণের জন্য তদানীন্তন উল্টাডিঙ্গি জংশন্ রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই ব্যক্তি স্বয়ং গুরুক শ্রীশ্রীগৌরজনের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তপর ব্যবস্থাকে গ্রহণ না করিয়া স্মার্ত্তমতবাদ-পোষণকারী কতিপয় 'গোস্বামি'-নামধারী ব্যক্তির ব্যবস্থাকেই বহুমানন করেন। এ সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১৮শ সংখ্যায় (৪ঠা পৌষ, ১৩৩২ ; ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৫) "গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিপন্ন" শীর্ষক একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

'শ্রীপাট খেতুরী' শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মাত্রেরই 'গুরুপীঠ' এবং সেই শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, শ্রীল নিবাসাচার্য্য প্রভু-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত এবং 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখনী-অনুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী, শ্রীবীরভদ্র প্রভু এবং শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দানুগত বহু শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারা শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত। আজ আমরা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' নামে পরিচয় দিয়া কি এতদূর কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, স্মার্ত্তের বিচারানুসারে শ্রীবিগ্রহকে

---

* কাশীমবাজারের মহারাজ স্বর্গত মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবিত-কালে তিনি ইহার প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত আকারে পরিচালন-সমিতিটী গঠিত আছে—

(১) **প্রেসিডেণ্ট্**—শ্রীবিশ্বেশ্বরীমোহন চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্. (ভূতপূর্ব্ব এম্, এল্, সি) ; (২) **ম্যানেজিং ট্রাষ্টী**—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্ ; **ট্রাষ্টীগণ**—(৩) রায় বাহাদুর শ্রীরাজেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় এম্-এ, বি-এল্ ; (এম্, এল্, সি) ; (৪) রায় বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (এম্, এল্, সি) (মেহালিয়ার জমিদার) ; (৫) শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য বি-এল্ ; (৬) শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পুঁটিয়ার চারি আনার ভূম্যধিকারীর ম্যানেজার) ; (৭) কুমার শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (দীঘাপতিয়া) ; (৮) শ্রীদয়ার্দ্রনাথ ভৌমিক (জমিদার) ; (৯) শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী বি-এল্ ; (১০) শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষ ; (১১) শ্রীঅখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এল্ ; (১২) শ্রীজ্ঞানদানন্দ চক্রবর্ত্তী ('বালুচরে'র শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র)

'কাঠের পুতুল' বা 'মাটির পুতুল' ভাবিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরোধী, শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি।

নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদী বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ কল্পিত মূর্ত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন এবং তাঁহাদের কল্পিত বিগ্রহ ও ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দেহদেহি-ভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহারা কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠশাখর-রূপ জড়বস্তুতে চেতনবস্তুর আবাহন করেন এবং কিছুক্ষণ পরে উহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করাইয়া লইয়া ঐ কল্পিত মূর্ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যে-রূপ দেহ ও দেহীতে ভেদ অর্থাৎ আত্মার ও সূক্ষ্মলিঙ্গ-দেহে ভেদ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তিতেও সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু, শ্রীগৌর-সুন্দর বলেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৬।১৬৬)

শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
* * *
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর প্রাকৃত-কায়॥
* * *
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১১৭, ১১৮, ১২২)

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥"

(শ্রীলঃ ভাঃ, পূঃ খঃ ১২৮ অঙ্ক-ধৃত 'কৌর্ম্ম'-বাক্য)

"নাতঃ পরং পরম বস্তুবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।৯।৩-৪)

শ্রীভগবানের এই আনন্দমাত্র, অবিকল্প, মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ আর নাই। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভাগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার করি এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাগ্ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(শ্রীগীঃ ৯।১১ ; ১৬।১৯)

মূঢ়লোক আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে 'মায়াশ্রিত মনুষ্য' জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেন-না, তাহারা সর্ব্বভূত-মহেশ্বর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময়স্বভাবকে জানে না। আমার শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ক্রূর-নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলেন,—

চিদানন্দ-কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৫।৩৫)

অজ্ঞজনেত্রে শ্রীবিগ্রহকে জড় (?) ধারণা করিয়া ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া কি ন্যূনাধিক উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারের প্রতিকূলাচরণ নহে? 'ভূমিকম্পে ছাদের ইষ্টকাদি নিপতিত হইয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তিসমূহ অঙ্গচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন' সুতরাং উহাদিগকে অযোগ্যবোধে 'পরিবর্ত্তন' বা 'জলে ভাসাইয়া দেওয়া' কি অদৈবোচিত ভাষা ও চিদাবরণ-চেষ্টা নহে? কুপুত্র যেরূপ জরাজীর্ণ পিতামাতাকে তাহাকে ভোগ-প্রদান করা অযোগ্য মনে করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেরূপ স্বীয়পতিকে জরাগ্রস্ত সুতরাং তাহার ভোগ-প্রদানে অসমর্থ মনে করিয়া উহাকে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক অপর নবীন পুরুষের নিকট কাম ভিক্ষা করে, তদ্রূপ অজ্ঞজনেত্রে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত 'হর

বিগ্রহ'কে আমাদের ভোগোন্মুখ নেত্রের নেত্রোৎসব-বিধানে বা ভোগপ্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করা বা বিসর্জ্জন দেওয়া কি তদ্রূপ আচরণ নহে?

যদি স্বপ্রকাশ-সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া এক খণ্ড মেঘ লোকলোচন আবৃত করে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান্ লোক সূর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মনে করেন? তদ্রূপ জীবের অক্ষজনেত্র শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'ছয় বিগ্রহ'কে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন করিলেও উহাদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া ঐসকল শ্রীবিগ্রহকে ধাতুর দ্বারা রক্ষা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই বিধি। অঙ্গবিহীন শ্রীবিগ্রহ পূজা না করিয়া সাঙ্গ শ্রীবিগ্রহই অর্চ্চন করা শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু, শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চনাই শাস্ত্রবিধি। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের ধাতুদ্বয় কলেবর-দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইবেন এবং যাঁহাদের অক্ষজ-নেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও অক্ষজবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া মাদিক কৃষ্ণটিকামুক্ত দর্শনে দৃষ্ট হইবেন।

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূজিত শ্রীবিগ্রহকে ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত-বিচারানুসারে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুরে'র ন্যায় 'শূদ্রের ঠাকুর' প্রভৃতি বিচার করিয়া যদি আধুনিক ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্তমতাবলম্বী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বিচার করিয়া থাকেন এবং মুখে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়কে মানিয়া অন্তরে তাঁহার প্রতি অন্তরূপ অপরাধ-বুদ্ধি পোষণ করেন এবং তজ্জন্য শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করাইবার দুরভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তবে বড়ই অপরাধের কথা। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাতুর দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বৈষ্ণববিদ্বেষী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের দুরভিসন্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়েরও সঙ্গ-পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। ভাগবত-বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণের বিচার এই যে, অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিগ্রহ জাতি-দুষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাগবতবিদ্বেষী বিচার যেন শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের বা কোন বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবের উপর না করা হয়। সাধু সাবধান!

শ্রীখেতুরী-ধাম সাক্ষাৎ কুণ্ঠবৈকুণ্ঠ। শ্রীগোলোকের শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ নিত্য—কখনও ভগ্ন হন না, অথবা অসুরমোহন-লীলাকারী ভগবান্ যেরূপ জরা ব্যাধ-কর্ত্তৃক-বাণবিদ্ধ বলিয়া অক্ষজদ্রষ্টার চক্ষে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তি কখনও ভগ্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীপাট খেতুরীর শ্রীমূর্ত্তিও কখনও ভগ্ন হন না। তবে ভগ্ন হইয়াছে কে?—আমাদের চিত্তবৃত্তি ও সেবাবৃত্তি। আমাদের সেবাবৃত্তির ভগ্নাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তবে জানিবেন যে, শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের চিদানন্দ-দেহদ্বারা পূজিত চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ আমাদের সেবাবিমুখিনী অক্ষজ-দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। তখন আমরা সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে তাঁহার অভীষ্ট-সেবাদ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করিতে যত্নবান্ হইব এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমাদের নেত্রোৎসব বিধান বা শ্রীকৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিবার দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সেবা করিব।"

শ্রীশ্রীগৌরজনের শুদ্ধভক্তিপর এই-সকল সিদ্ধান্তে গ্রহণ না করায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহসমূহ নানাভাবে আত্মগোপন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভাড়াটিয়া পূজক, বিষয়ী, অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত তথা পঞ্চোপাসক ও নানাপ্রকার অপ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বিচার ও ব্যবস্থানুসারে প্রাণহীন সেবার অভিনয়মাত্র হইতেছে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আত্ম-গোপন করেন। ইহার পর উক্ত সালের ২০শে পৌষী সংক্রান্তি-দিবস খেতুরীতে নূতন করিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা-মতে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে সভাপতি করিয়া ভিত্তিস্থাপনাদি কার্য্য করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইহাতে পঞ্চোপাসক ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-গণের প্রাধান্য ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামান্য কিছু শিবোত্তর ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন ট্রাষ্টিগণ শ্রীল

ঠাকুর-মহাশয়ের প্রাঙ্গণে একটী শিব-মন্দির স্থাপন করেন। মুক্তাগাছার জমিদার স্বধামগত গোপালচন্দ্র আচার্য্য-চৌধুরীর পুত্র সুধীরচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী তথায় একটী বৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার মাসিক ব্যয় অনূর্দ্ধ তিন টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা যখন ১৩৩১ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীপাট খেতুরী দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম, তখন তথায় শিবমন্দিরাদির কোন অস্তিত্বই ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাচীন শ্রীমন্দিরের অবশেষ হওয়ায় একটী নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীমূর্ত্তিসমূহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীব্রজমোহন কোন স্থলে শ্রীব্রজকে বিজয় করিয়াছিলেন; শ্রীব্রজমোহনের পরিবর্ত্তে শ্রীরাধারাণীসহ শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত ছিলেন। শ্রীপাট খেতুরীতেই শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত এবং শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাসাবয়ব শ্রীমতীসহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ম্মজড-স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসকগণের বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহসমূহ নানাভাবে আত্ম-সঙ্গোপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীগৌরমন্ত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন হইত। এখন শ্রীগৌরমন্ত্রবিরোধী 'গোস্বামি'-নামধারী কতিপয় ব্যক্তি ও স্মার্ত্তের কবলে সেবার ব্যবস্থা পতিত হওয়ায় এবং ভাড়াটিয়া পঞ্চোপাসক পূজারী শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত না থাকায় শ্রীগৌরমন্ত্রের দ্বারা আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অর্চ্চন হয় না।

বর্ত্তমানে যে-সকল নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে মধ্যস্থলে ছয় শ্রীবিগ্রহের যে দক্ষিণাভিমুখী মন্দির হইয়াছে, তাহা মুক্তাগাছার জমিদার সুধীরচন্দ্র আচার্য্য-চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত। ঐ মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পুঁটিয়ার চারি আনার ভূম্যধিকারী নরেশনারায়ণ রায় চৌধুরী ১৮৪৯ শকে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে শ্রীশঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মধর শ্রীত্রিবিক্রম চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত। দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীপাট খেতুরীস্থিত শ্রীরামকুণ্ড সংস্কার করাইবার সময় তন্মধ্য হইতে একটী শৈলী চতুর্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাহাই উক্ত মন্দিরে বর্ত্তমানে রক্ষিত আছেন। পূর্ব্বে এই মন্দিরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে শ্রীশিবমন্দিরের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের পশ্চিমে 'শ্রীরাধাকুণ্ড'-নামক একটী কুণ্ড বিরাজিত। কথিত হয় যে, এই কুণ্ডটী শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়েরই অভীষ্টানুসারে শ্রীল সন্তোষ দত্ত-ঠাকুর খনন করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কয়েক গজ দূরে শ্রীরামকুণ্ড বিরাজিত। শ্রীরামকুণ্ডের তীরে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের পরিবারভুক্ত মণিপুর রাজ-পরিবারের কোন ভক্তের সমাধি আছে। তিনি শ্রীপাট খেতুরীতে দেহ রক্ষা করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের পশ্চাতে 'ঠাকুর-পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। শ্রীমন্দিরের নৈর্ঋত কোণে 'আসন বাড়ী'-নামক একটী স্থান। তথায় প্রায় সার্দ্ধ দ্বিহস্ত-পরিমিত দীর্ঘ ও সার্দ্ধ হস্ত-পরিমিত প্রস্থ একটী কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর বিরাজিত রহিয়াছে। কথিত হয় যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এই স্থানে উপবেশন করিয়া রহঃকথা আলাপন করিতেন। কএক বৎসর যাবৎ এই স্থানে রথযাত্রার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এজন্য আসনবাড়ীর সংলগ্ন-স্থানে একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রথও দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জানাইলেন, শ্রীপাটের প্রাচীন গ্রন্থাগার, শ্রীবিগ্রহ ও সেবোপকরণ সমস্তই আত্মগোপন করিয়াছেন; কেবলমাত্র শ্রীশ্রীল জাহ্নবা-ঠাকুরাণী-প্রদত্ত একটি পুথি (সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত) শ্রীযুক্তা রাধাসুন্দরীর নিকট হইতে তাঁহারা ক্রয় করিয়া শ্রীপাটের মন্দিরে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একশত গজ উত্তরে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের 'আবির্ভাব-পীঠ' বলিয়া একটী উচ্চ স্থান প্রদর্শিত হয়। স্থানটীতে প্রাচীনতার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে কিছুদিন হইল কএক ঘর দীওড়াল গৃহস্থ বসবাস করিতেছে। 'খেতুরী'র অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেবাইতগণ অর্থাদির লোভে যথেচ্ছভাবে বিলি করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে কিছু সামান্য অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে এবং বাকী অংশ পুঁটিয়ার চারি আনার জমিদার রাজা নরেশনারায়ণ রায়, আমুড়ার কেরামতুল্লা মিঞা প্রভৃতি ও রাজসাহীর সুদেব পাড়ে প্রভৃতির অধীনে আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার জন্য আশে পাশে প্রায় একশত বিঘা ধানের জমি আছে। বিজয়া-দশমীর পরবর্ত্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে

যে মেলা হয়, তাহাতে এক আনা করিয়া 'দর্শনী' বা ভেটের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাতে সহস্রাধিক টাকা বাৎসরিক আয় হইত; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে সরকার বাহাদুর মেলা বসাইতে দেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে একজন ভাড়াটিয়া পূজক ও একজন ভাড়াটিয়া পাচক আট টাকা করিয়া ১৬৲ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত আছে। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সাড়ে বাইশ সের আতপ চাউলের অন্ন-ভোগ হয় এবং অতিথি, অভ্যাগত —সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কিংবদন্তী এই যে, ঐ পরিমিত চাউলের অন্ন-ভোগ শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তীর আমলে ইহা কিছুদিন বন্ধ ছিল, বর্ত্তমানে ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটী সুপ্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে। ইহার পরিধি প্রায় বিশ হাত হইবে; কাণ্ড প্রায় দশ হাত উচ্চ; পূর্ব্বীর 'সিদ্ধ বকুলে'র ন্যায় কাণ্ডের অধোভাগ ওহার আকারে ফাঁপা। বৃক্ষটী প্রাচীনকালের ইষ্টক ও মৃত্তিকার দ্বারা কতকটা ভগ্নাবস্থায় বাঁধান রহিয়াছে। স্থানটী খুব প্রাচীন বলিয়াই বুঝা যায়। এই স্থানকে সাধারণ লোকে 'আমলীতলা' বলে। কথিত হয় যে, এই স্থানে শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সময় সময় ভজন করিতেন। ঐ তেঁতুল গাছের পার্শ্বেই একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ ও চতুর্দ্দিকে বট ও গোলোক-চাঁপার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। পার্শ্বেই একটী শৈবালাচ্ছাদিত কূপ রহিয়াছে।

'আমলীতলা' হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'ভজনস্থলী' বা 'ভজনটুলী'-নামক স্থান। এস্থানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ প্রাচীন ইষ্টক-নির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর (প্রায় পাঁচ হাত উচ্চ ও চল্লিশ হাত পরিধি-বিশিষ্ট) শোভিত রহিয়াছে। সম্প্রতি বেদীর উপর একটী মৃণ্ময় ছোট কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কথিত হয় যে, শ্রীশ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া ভজন করিতেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গত ১৬ই মাঘ, শ্রীবসন্তপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য-বর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-গৃহিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর আবির্ভাবোৎসব, তথা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের আবির্ভাব-মহোৎসব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরিতামৃত ও গুণাবলী-কীর্ত্তন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীযোগপীঠে শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ অপ্রমেয়-দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৮ই মাঘ শুক্লা সপ্তমী-তিথিতে শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শ্রীআবির্ভাব-সংকীর্ত্তন-উৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে' শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত শ্রীঅদ্বৈতমহিমা-কীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৩শে মাঘ, নিখিলভুবনপাবনী মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর যশঃকীর্ত্তন ও উপবাসমুখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথির আরাধনা করা হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পর দিবস শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক এখনও 'ভাগলপুরে'র শ্রীগঙ্গাতটে অবস্থান-পূর্ব্বক দর্শনদান ও স্বেচ্ছায় উপদেশ-প্রদানাদি-দ্বারা শ্রদ্ধাবন্ত জীবগণের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সমস্ত শ্রীমঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-উৎসব, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাবোৎসব, তথা

শ্রীশ্রীমদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব শ্রীগৌরবিহিত-সংকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আগামী ১লা ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব শ্রীচৈতন্যমঠ ও সমস্ত শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইবেন। ১১ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-মহারাজের বিরহোৎসব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদীয় শাখামঠসমূহে তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইবেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সমাগত-প্রায়। আগামী ১২শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে এবং ১৪শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শ্রীপ্রতিষ্ঠা-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

১৫ই শ্রীগৌরাব্দের 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা' শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-দিনে প্রকাশিত হইবেন।

অপ্রকাশ

গত ২৭শে মাঘ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ভক্তিভূষণ মহাশয় ঢাকাস্থিত তাঁহার ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের 'জয়' উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষ্টেটের অন্যতম প্রবীণ ম্যানেজার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কিছুদিন তিনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বিবিধ সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত-গণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

All Glory to Sri Sri Guru and Gauranga

GAUDIYA MISSION

(Registered)

NOTICE

The fourth Annual General Meeting of the members of Gaudiya Mission will be held at 8.30 a. m. on Thursday, the 9th March, 1944 (Sri Gaur Janmotsav day) at Sri Chaitanya Math, P. O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Passing of audited accounts for the year 1349 B. S.
4. Appointment of Auditor.
5. General working of the Mission.
6. Amendment of Rules Nos. 41, 42 and 61 of the Articles of Association.
7. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sri Gaudiya Math
P. O. Baghbazar, Calcutta.
12th February, 1944

Sajjan Suhrid Bhaktabandhab
Addl. Secretary

☞ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ থাকায় 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত ধরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

২২শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৭১; ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪ | ৩০শ-৩৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ

বিগত ২৯ গোবিন্দ (৪৪৭ গৌরাব্দ), ১৫ ফাল্গুন (১৩৭০ বঙ্গাব্দ), ২ মার্চ (১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌড়ীয়বিগ্রহবন্দের শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীনামগুণলীলাত্মক উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের কৃপাদেশ-ক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সমর্থনে বয়োধান বৃদ্ধতর পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বম্ভরদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হ'ন।

শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সভাপতি-মহোদয়ের শ্রীকণ্ঠদেশ সুগোত্তম পুষ্পমালো অলঙ্কৃত করেন।

সভাপতি-মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ মঙ্গলাল বিদ্যাসাগর মহাশয় ২১শ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র ৩৬শ-৩৭শ সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার একোন-পঞ্চাশত্তম অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ. মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরমোহন

ভক্তি-বান্ধব বি-এল্ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দ বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার নূতন সদস্য-পদে বৃত হ'ন।

নূতন সদস্য

১। শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, কবিরত্ন, দর্শনশাস্ত্রী, আয়ুর্ব্বেদজ্যোতিঃ, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

২। মিঃ রঘুনাথদাস খেতকরণ দোষি, মাদ্রেজার সোনা-ওয়ালা জেন্ট লিমিটেড্, বোম্বে।

৩। শ্রীযুক্ত সীতারাম বাশাল বি- এস্‌সি, দিল্লী।

৪। প্রফেসার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস এম্-এ, লক্ষ্ণৌ।

বিরহ-প্রকাশ

অতঃপর ত্রিপ্রতিষ্ঠাশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ নিম্নলিখিত স্বধামগত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক ও আনুকূল্যকারী সজ্জনগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত সেবাবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের জন্য বিরহ-প্রকাশ করেন।

(১) শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী—শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীনামব্রহ্ম-প্রাপ্তি, ২৩ জুলাই, ১৯৩৩।

(২) শ্রীপাদ ক্ষেত্রপাল দাস্যাধিকারী—শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধামব্রহ্ম-প্রাপ্তি, ৩৮ নভেম্বর, ১৯৩৩।

(৩) শ্রীযুক্ত অমলকান্তি মুন্সি—খারদি (ঢাকা), ১২ জুলাই, ১৯৩৩।

(৪) ঢাকা-নিবাসিনী জনৈকা বৃদ্ধা—শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীনামব্রহ্ম-প্রাপ্তি, ৭৮ আগষ্ট, ১৯৩৩।

(৫) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ভক্তিভূষণ, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।

(৬) শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার বি, টি.—গিরিডি, ১৮ মে, ১৯৩৩।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি- এ মহাশয় গতবর্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে গৃহীত 'পদ্মবিদ্যা-পীঠে'র 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার ফল প্রচার করেন।

গৌরাব্দ ৪৪৭

মধ্যমবিভাগ (জুনিয়র)

১। শ্রীদৈন্যবিলাস ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীরাধারমণদাস ব্রহ্মচারী, ৩। শ্রীবিনোদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, ৪। শ্রীনদর-রাজদাস ব্রহ্মচারী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ রামকৈতন্য ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ও শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভৃতি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে যথাক্রমে নিম্ন-লিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র সিংহ, বি-এল্ (শ্রীপাদ সনাতন-গুরুভক্তিচরণ দাস্যাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী), উকিল, ধানবাদ; ২। রায়বাহাদুর ওয়ালিরাম তানাজা, ধানবাদ; ৩। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর ওঝা, ইষ্ট (ডগড্রি) ঝরিয়া; ৪। শ্রীযুক্ত টিকমচান্দ চৌধুরী—কারকেত, ধানবাদ; ৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; ৬। মিঃ এ, কে, মৈত্র; ৭। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মল্লিক বি-এ, বি-টি; এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কতিপয় ছাত্র।

১। মিঃ মনসুখলাল এম্ মেহতা, বি- এ, এল্. এল্. বি, য়্যাড্‌ভোকেট, বোম্বে হাইকোর্ট, সেক্রেটারী ভজনাশ্রী সেবা-সমিতি; ২। মিঃ ভগবতীপ্রসাদ আগরওয়াল্লা ও মিঃ অর্জ্জুন আগরওয়ালা, ধানবাদ; ৩। শেঠ রতিলাল ব্রাথ-লাল; ৪। শেঠ নন্দলাল হরিদাস আমেদাবাদ; ৫। শেঠ কান্তিলাল মুন্সী, আহমেদাবাদ; ৬। মিঃ তুলসীদাস প্যাকার, বোম্বে।

১। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ২। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ৩। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র পাল, তালসহর, ত্রিপুরা; ৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল, তালসহর, ত্রিপুরা; ৫। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বণিক; ৬। শ্রীযুক্তা সরলাসুন্দরী দেবী; ৭। শ্রীপাদ জয়ানন্দ দাস্যাধিকারী, অমলসাড়ো, সৈদনসিংহ; ৮। শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল, লাওড়া; ৯। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সিংহ, ১০। শ্রীযুক্তা অনিলবালা চৌধুরাণী, চট্টগ্রাম; ১১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস্যাধিকারী, চৌতিশী, মেদিনীপুর।

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ; ২। ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সে এম্- বি; ৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালিপদ দাস এম্-বি; ৪। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বোস্ এফ্-এ; ৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল, য়্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট।

১। মিঃ এন্, এম্, বর্ধন এম্-এ, এল্-ডি-ও কুষ্টনগর।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সৈষ্টভরে বলেন যে, তাঁহার এই সভার সভাপতিত্ব করিবার যোগ্যতা কিছুই নাই; শ্রীশ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবই এই সভার প্রকৃত সভাপতি এবং তাঁহারই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ অঙ্গীকারপূর্ব্বক ঐ আসনের গৌরবিরূপে তিনি এই সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় কণিকামাত্রও কোনদিন বা কোনজন্মে যাহাতে লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ও তৎপরিকর বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিয়া তদীয় অভিভাষণ সমাপ্ত করেন। অতঃপর শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্যের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত মহৎ ও সজ্জনবৃন্দের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ; শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য; শ্রীপাদ সজ্জনবল্লভ ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ জগদ্গুরুচরণ ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ ভগবদ্ভক্তিদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাসদাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ রূপবিলাসদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ অমৃতানন্দদাস সেবা-বিলাস; শ্রীপাদ অধোক্ষজদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ সচীনন্দনদাস ভক্তিপ্রমোদ; শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ি-দাস ভক্তিবিশারদ; শ্রীঅধোক্ষজদাস সেবাকৌবিদ; শ্রীপাদ নন্দগোপালদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপতিতপাবনদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনাদিকল্পদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীঅধিযজ্ঞ-পুরুষোত্তম-দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীসত্যকৃষ্ণদাস ভক্তিসরোজ; শ্রীরাধাবল্লভদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীজগন্মোহন দাসাধিকারী; শ্রীহরিগোপাল দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনেত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীসজ্জনবল্লভদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র সাহা, শিক্ষক, খুলনা; শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী, তমলগাড়ী, ময়মনসিংহ; শ্রীনিধনচন্দ্র লালা (সাব্-পোষ্ট-মাষ্টার), চট্টগ্রাম; শ্রীদেবতীমোহন রায়, ময়মনসিংহ; শ্রীবিনোদ মল্লিক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; শ্রীপ্রাণবল্লভ সাহা রায়, নারায়ণগঞ্জ; শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, ভাগলপুর; শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় (সাব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন); ডাঃ শ্রীনীরেন্দ্রকুমার মজুমদার; শ্রীনিত্যগোপাল ঘোষ; শ্রীরজনীকান্ত সেন, বি-এল্; শ্রীরাখালচন্দ্র বসু; শ্রীকালিদাস পাল; শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, ইছাপুর; শ্রীমন্মথনাথ পাল; শ্রীউপেন্দ্র বণিক; ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, লক্ষ্ণৌ; শ্রীঅধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রংপুর; শ্রীযুক্ত সীতারাম বাংশাল, দিল্লী; শ্রীযুক্ত যমুনাদাস লোধী, বোম্বে; ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস, বাগেরহাট, খুলনা; ডাঃ শ্রীসৎকুমার দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত নরেশনাথ বসু, এম্-এ, বি-এল, চুঁচুড়া; শ্রীহরিপদ বসু বি-এস্-সি, মৈমনসিংহ; শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক, বি-এ, বি-টি; শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর, কবিরাজ; শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ, বি-এল, ধানবাদ; শ্রীভীষনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, চট্টগ্রাম; কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ শর্ম্মা, বরিশাল; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সরদার, বি-এল, ডায়মণ্ডহারবার; শ্রীসজ্জন বসু; শ্রীযোগীরাজ মাধবজী, ওজঘাট; পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল রায়, কিণ্ড, আসানসোল; শ্রীমদনমোহন শেঠ, হাওড়া; শ্রীযোগিনীমোহন সরকার, শ্যামনগর; শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ গায়েন; শ্রীযতীন্দ্রকুমার নন্দী, মেদিনীপুর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলেখ্য ও আমুদ্রা

"আ—লিখ্+ঘ কর্ম্মবাচ্যে; যাহা সম্যগ্‌রূপে লিখিত বা চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই 'আলেখ্য'। বর্ণ ও তূলির দ্বারা লিখিত বা চিত্রিত বস্তুকে 'আলেখ্য' বলে। কবিকার কেশবচন্দ্র আলেখ্যেও পর্য্যায়ের 'চিত্র' করিয়াছেন। যাহা তূলির সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে লিখিত বা চিত্রিত নহে, তাহা 'আলেখ্য' নহে। আলো-ছায়ার সম্পাতের দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে পদ্ধতিদ্বারা প্রকাশিত হয় অথবা সেই ছায়া-প্রতিকৃতি হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুক্ত সম্পাত হইয়া মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে যে প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়, তাহা 'আমুদ্রা' নামে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রীয় বিধান-অনুযায়ী প্রকাশিত 'আলেখ্য'-পদবাচ্য নহে। আলেখ্যের সঙ্গে তূলিকার সংযোগ অনিবার্য্য। শ্রীভগবদ্‌মূর্ত্তি নানা আধারে প্রাদুর্ভূত হ'ন। সেই সকল প্রাদুর্ভাব-স্থানের মনোধর্ম্ম বা ইচ্ছামত চিত্তবৃত্তি-প্রসূত কোন ব্যাপার নহে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণ শাস্ত্রদ্বারা যে-সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই তথায় অনুসরণীয়। এজন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীমূর্ত্তাবতারের প্রাদুর্ভাব-প্রকরণের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে,—

"ভক্তৈকাব ভবন্মূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবোঽপি চেষ্যতে।
কর্ত্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽস্যাস্তৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রদর্শিতঃ॥"

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৮.৩)

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকৃত টীকা—"অপি চেৎ যদ্যপি ভক্তৈক, ন চ শিল্পাদিশক্যা ভবেৎ, তথাপি অত্র ভগবন্মূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবে, উপায়ঃ সাধনমর্চ্চনেত্যর্থঃ; স চ ন স্বকল্পিতঃ, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরয়াভিব্যক্তিঃ ইতি লিখিত পূর্ব্বপরিস্থিতি।"

যদিও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই শ্রীঅর্চ্চার আবির্ভাব হয়, তথাপি শ্রীভগবন্মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাবে স্বকল্পিত কোন উপায় অনুষ্ঠেয় নহে, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরায় প্রকাশিত উপায়ই অনুসরণীয়।

আধুনিককালে কলিকাতা, বম্বাই বা দিল্লীনগরী প্রভৃতি বড় বড় সহরে সাহেব-বাড়ীর কাপড়ের দোকানে অনেক সুন্দর সুন্দর মোমের পুতুল, গুটাপার্চ্চার (gutta-percha) পুতুল প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে প্রায় সকল মানুষের ন্যায় জার্ম্মাণী ও জাপানী doll বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এ সকল পুতুলকে শ্রীপরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া যদি শ্রীসীতা, শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীরাধার মূর্ত্তি (?) বলিয়া কেহ পূজা করিবার সঙ্কল্প করে, তবে তাহাই শ্রীঅর্চ্চাবতার বা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি পদবাচ্য হইবে না। এজন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন,—

"অত্র ভগবন্মূর্ত্তি প্রাদুর্ভাবে উপায়ঃ সাধনমর্চ্চনেত্যর্থঃ, স চ ন স্বকল্পিতঃ, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরয়াভিব্যক্তিঃ।" (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৮.৩ টীকা)

অপ্রাকৃতবস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত বস্তুর সাহায্যে শ্রীঅর্চ্চাবতারের আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রীআলেখ্য—অর্চ্চাবতার-বিশেষ; তিনি অবতীর্ণ হ'ন, সৃষ্ট বা জাত হ'ন না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে' লিখিয়াছেন,—'পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করত শ্রীবিগ্রহ পরিগৃহীত হ'ন।' শ্রীব্যাস-নারদাদি বিশুদ্ধ এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দ-সমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন; মনোবৃত্তিতে সেই রূপের অবতারঃ ধ্যান করেন। এরূপে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীব-নির্ম্মিত বস্তু হ'ন না। ... উহা নিত্য চিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার।" (শ্রীচৈঃ শিঃ ৯৩)। যদি সত্যই শ্রীভগবন্মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফ হইত, তবে আধুনিক যন্ত্রবাহিকযুগে অতি মিনিটে বহু মূর্ত্তির সৃষ্টি সম্ভব হইত; বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত ট্রেডল (treadle) বা ফ্লাট্ মেশিন কিংবা রোটারি মেশিন প্রভৃতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র কাগজ মুদ্রিত করিয়া যে-সকল ছবি প্রকাশ করিতে পারে, তাহাও অর্চ্চাবতাররূপেই গণ্য হইত। কিন্তু আগমশাস্ত্র ইহাদিগকে 'অর্চ্চা' বা 'আলেখ্য' বলেন নাই। শ্রীঅর্চ্চার অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে আগম-এ পঞ্চরাত্রের বিভিন্ন স্থানে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তিতে যে-সকল প্রমাণ আছে, তাহাই অনুসরণ করিলে শ্রীঅর্চ্চার প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে,

নতুবা স্ব-কল্পিত বস্তু-কখনই অর্চ্চা-পদবাচ্য হইবে না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"চিত্রজা চৈব লেপ্যা চ শৈলোৎকীর্ণা চ পাকজা।
পটেষ্টকাদৌ চ পাষে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা॥
লেপ্যা তু পার্থিবী জ্ঞেয়া লোহজা পাকজা মতা।
শৈলজা বৃক্ষজা চৈব শস্ত্রোৎকীর্ণা চ কীর্ত্তিতা॥
চতুর্দ্ধা দ্রব্যভেদেন প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা॥"

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৮শ বিলাসধৃত ব্রহ্ম-পুরাণ-বাক্য)

শ্রীব্রহ্মপুরাণে দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে—(১) চিত্রজা, (২) লেপ্যা, (৩) শস্ত্রোৎকীর্ণা ও (৪) পাকজা—এই চারি-প্রকার প্রতিমা। বস্ত্রে, প্রাচীর-গাত্রে ও পাত্রে চিত্রজাতা প্রতিমা হয়। মৃন্ময়ী প্রতিমাকে 'লেপ্যা' ও ধাতু-নির্ম্মিতা প্রতিমাকে 'পাকজা' বলে। প্রস্তর ও কাষ্ঠে প্রকাশিত প্রতিমাকে 'শস্ত্রোৎকীর্ণা' বলা হয়। অতএব দ্রব্যভেদে এই চারি প্রকার প্রতিমার কথা উক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীহয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লোহজা রত্নজা তথা।
শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তমী স্মৃতা॥
কৌসুমী রত্নজা চৈব মৃন্ময়ী প্রতিমা ত্রিধা।
তৎকালপূজিতাস্তেস্যুঃ সর্ব্বকাম-ফলপ্রদাঃ॥

কিন্তু :—

ভাগ্যদা শৈলজা জ্ঞেয়া স্বর্গদা পুষ্টিদা ভবেৎ।
সুখদাত্রী তাম্রজিতা রাজ্ঞী কীর্ত্তিদা ভবেৎ॥
তাম্রজা ধনদা প্রোক্তা শ্রীপ্রদা বৃক্ষজা মতা।
কৌসুমী সুখদা প্রোক্তা গন্ধজা ভোগদা মতা॥
প্রাজ্ঞাগ্রস্থাপিতা বাপি মৃন্ময়ী সর্ব্বসিদ্ধিদা॥

কিন্তু ইহার চিত্রজা-প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে,—

যাবন্তি বিন্দুরূপাণি তন্তুরূপাণি লেখনে।
তাবদ্যুগ-সহস্রাণি-বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
লেপ্যে চিত্রে হরিনিত্যং সন্নিধানমুপৈতি হি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লেপ্যচিত্রগতং যজেৎ॥
কান্তিভূষণভাবাদ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়ান্তি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ॥
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্বতঃ শতগুণং ভবেৎ।
চিত্রং যঃ পুস্তরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমম্॥
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্জন্মকোটি-সুসঞ্চিতৈঃ।
তস্মাদ্ভক্তার্থিভির্নারৈর্মহাপুণ্যাভিলাষিভিঃ।
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

মৃন্ময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুঘটিতা, রত্নময়ী, শৈলজা, গন্ধজা, কুসুমনির্ম্মিতা,—এই সাতপ্রকার প্রতিমা। পুষ্পময়ী, রত্নজাতা ও মৃত্তিকাঘটিতা প্রতিমা অল্পফলপ্রদায়িনী। এইগুলি তৎকালে পূজিতা হইলে সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ করেন।

আরও,—শৈলজা প্রতিমা ভাগ্যদাত্রী, স্বর্গপ্রদা ও পুষ্টিদাত্রী হ'ন। রত্নজাতা সুখদায়িনী ও রৌপ্যময়ী কীর্ত্তি-দায়িনী হ'ন। তাম্রময়ী প্রতিমা ধনদাত্রী ও কাষ্ঠজাতা লক্ষ্মী দান করেন। পুষ্পময়ী সুখদাত্রী ও গন্ধজাতা ভোগপ্রদা হ'ন। নূতনরূপে স্থাপিতা হইলে মৃন্ময়ী প্রতিমা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন।

আরও তথায় চিত্রজার প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

চিত্রে যতসংখ্যক শোভনরূপযুক্ত বিন্দুরূপ লিখিবে, ততসহস্রযুগ বিষ্ণুলোকে পূজিত হইবে। লেপ্যে ও চিত্রে শ্রীহরি নিরন্তর সন্নিধান লাভ করেন; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে লেপ্য ও চিত্রগত শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে। চিত্রজা প্রতিমাসমূহে যেহেতু কান্তি, ভূষণ ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, অতএব চিত্রগতা প্রতিমার অর্চ্চনে পরিতপর্ণ শতগুণ পুণ্য লাভ করেন। চিত্রস্থ বিলাসময় সবিভ্রম পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিলে কোটিজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ মহাপুণ্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় পটস্থিত প্রভু শ্রীনারায়ণদেবকে পূজা করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রজা প্রতিমা বস্ত্রে, প্রাচীরগাত্রে ও পাত্রে প্রকাশিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; অতএব বস্ত্রে যে তৈলচিত্রাদি চিত্রবিদ্যানুভববুক্ত মস্তিষ্কের সুস্থাবিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়মন্দির হইতে প্রকাশিত হয় অথবা লেখনরূপ যন্ত্রের আবেশ, উপদেশ ও তাহা রূপায়ণ শক্তিসঞ্চারিত শিল্পীদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই চিত্রজা প্রতিমা বা আলেখ্য বলা যাইতে পারে। বদ্ধজীব স্বতন্ত্রভাবে মনোধর্ম্মবলে যে চিত্র অঙ্কন করে এবং যাহা চিত্রবিদ্যানুভবযুক্ত মস্তিষ্কের দ্বারা গৃহীত না হয়, তাহাকে 'আলেখ্য' বলা যাইবে না। কাগজে মুদ্রিত ছবিকে কোথাও 'আলেখ্য' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের দুই বস্তু। যখন পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, তখন কাগজ বা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বোপাস্যবস্থিতঃ॥ (শ্রীভা ১১।২৭।৪৬)

শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত টীকা,—"অধিষ্ঠানেষু প্রাধান্যেনেব দর্শয়িতুমর্চ্চাদ্যা উক্তাঃ, কিন্তু **শ্রদ্ধাধিক্যে সতি মম সর্ব্বং বস্ত্বেবাধিষ্ঠানং হিরণ্যকশিপুস্তম্ভাদাবপি মহা-সুলভত্বদর্শনাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিতি।**"

"প্রতিমাদির মধ্যে যে সময়, যে অধিষ্ঠানে শ্রদ্ধা হয়, তৎকালে সেই অধিষ্ঠানেই আমার পূজা করিবে; যেহেতু আমি সর্ব্বাত্মরূপে সর্ব্বভূতে ও নিজের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত রহিয়াছি।"

—এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ আগমাদি-শাস্ত্র-বহির্ভূত যে-কোন কল্পিত অধিষ্ঠানে ভগবদ্বুদ্ধির প্রচার করিতে উদ্যত হইতে পারে। ইহা নিরাকরণের জন্যই শ্রীভগবান্ অষ্টবিধা প্রতিমার ভেদ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবজগতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং-যে-যে অধিষ্ঠানে, যে-ভাবে নিত্য অবতীর্ণ হ'ন, তাহা স্বীকার না করিয়া স্বকপোল-কল্পনাবশে বা কোন যুগ, দেশ বা সমাজ-বিশেষের প্রচলিত প্রথা বা সভ্যতানুমোদিত বহুল-প্রচারানুযায়ী অর্চ্চার কল্পনা করিলে তাহা শ্রীভগবানের সন্তোষজনক হইবে না। যাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বা তাঁহার আদেশবাণীরূপ শাস্ত্রের উপদিষ্ট নহে, তাহা 'শ্রীঅর্চ্চা' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বাস্তব যুগের 'আলোকচিত্র' বা মুদ্রিত 'ছবি' শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবানের কল্পিত অষ্টবিধা প্রতিমা কিম্বা শ্রীবরাহ-পঞ্চরাত্রাদি ও শ্রীমৎস্যপুরাণাদি সাবত-শাস্ত্রে কথিত অর্চ্চার মধ্যে কোনটীরই অন্তর্গত নহে বলিয়া তাহা 'আলেখ্য' বা 'লেপ্যা অর্চ্চা'-পদবাচ্য নহে। জড়বস্তু কখনও 'চেতন' দিতে পারে না। যন্ত্রের দ্বারা প্রেমিক ভক্তগণের উল্লাসবর্দ্ধক শ্রীমূর্ত্তির অবতার হয় না। শক্তিসঞ্চারিত বা ধ্যানাবিষ্ট মহদ্গণের হৃদয়ের ধন যে 'শ্রীঅর্চ্চাবতার', তাহা মহদ্গণের দ্বারাই শ্রীভগবৎ-কথিত বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অধিষ্ঠানে অবতীর্ণ হইতে পারেন।

হইতে পারে, 'আলোকচিত্র' বা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত 'ছবি'কে অজ্ঞ জন-সাধারণ অবৈধভাবে ও স্বতন্ত্রেচ্ছাবশে অর্চ্চাবতারগণের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজাদি অভিনয় করিয়া আসিতেছে। গণগড্ডলিকার এইরূপ ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধির পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। গণগড্ডলিকার মধ্যে কোন ব্যবহারবিশেষ প্রচলিত হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা পারমার্থিকগণ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তাহা নহে।

কেহ কেহ কুতর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন,—"কোন কোন মহাজন 'আলোকচিত্র' বা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত 'ছবি'কে 'অর্চ্চা'রূপে পূজা করিতে বাধা প্রদান করেন নাই।" এইরূপ মনোধর্ম্মোত্থ কুতর্ক বা স্বকপোল-কল্পনাকে পোষণ, সংরক্ষণ ও চিরজীবী করিয়া রাখিবার অভিসন্ধি বাঞ্ছিত আর কিছুই নহে। আত্মরক্ষণকামী আধ্যক্ষিকগণ এইরূপ অসার যুক্তি দেখাইয়া স্ব-স্ব মনোধর্ম্মকে সংরক্ষণ করে। "সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য"—মহাজনের এই বিচার তাহারা গ্রহণ করে না। মহাজনগণের বিচার বা সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে না; যদি শাস্ত্রবিরোধী বলিয়া আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে তথায় স্বকৃত অপরাধ ও মহদ্গণের বঞ্চনারই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্র শ্রীশ্রীভগবানের যে-সকল অর্চ্চার অধিষ্ঠানের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; তথায় কোন প্রকার আধ্যক্ষিক বিচারের অবতারণা করিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥
চলাচলেতি বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্বহার্চ্চনে॥"

(শ্রীভা ১১।২৭।১২-১৩)

শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহী অর্থাৎ স্বর্ণাদিময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ মৃত্তিকাদিময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ পটাদি-লিখিত-চিত্র-লক্ষণা, সৈকতী অর্থাৎ বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত্যাদি মণিময়ী—এই অষ্টবিধা প্রতিমা শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। যে উদ্ধব, 'চলা' ও 'অচলা'-ভেদে বিবিধা প্রতিমা-সমূহ জীবের পরমাশ্রয়—সাক্ষাৎ 'আমি'ই। 'অচলা প্রতিমা'র অর্চ্চনে 'আবাহন' ও 'বিসর্জ্জন' নাই।

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে আরও বলিয়াছেন,—

"অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
মনসো ব্যবিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্।"

(শ্রীভা ১১।২৭।১৩৪)

'চল-প্রতিমা'র অর্চ্চনে আবাহন-বিসর্জ্জনের বৈকল্পিক বিধান রহিয়াছে। স্থণ্ডিলে আবাহন ও বিসর্জ্জন উভয়ই চলিয়া থাকে। 'মৃন্ময়ী' ও 'লেখ্যা' ব্যতীত শ্রীমূর্ত্তিতে 'স্নান' বিহিত। 'লেপ্যা', 'লেখ্যা' ও 'সাকতী' মূর্ত্তিতে 'পরিমার্জ্জন'ই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের এই উক্তি অনুসরণ করিলে আধুনিক যুগে গণতন্ত্রিকতার ব্যবহারে যে-সকল 'ছবি'-পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও শ্রীভগবানের যাবতীয় বিধির প্রতিকূল বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কাচ দিয়া ছবি বাঁধাইয়া তাহাকে অর্চ্চা (চল)-রূপে পূজা করিতে গেলে তাহাতে চন্দন, শ্রীতুলসী প্রভৃতি দেওয়া যায় না; কারণ, শ্রীঅর্চ্চার সহিত অর্চ্চনোপকরণের স্পর্শ চলা চাই। পট-লেপ্যা-লেখ্যাদি-মূর্ত্তিতে জলাদি-উপকরণের সংযোগের পরিবর্ত্তে পরিমার্জ্জনাদি কর্ত্তব্য; সুতরাং ফটোকে কাচে বাঁধাইয়া কাচের উপর জলাদি-প্রয়োগ অশাস্ত্রীয়।

অষ্টবিধা অর্চ্চার মধ্যে 'সৈকতী'-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এষা তু সকামানামেব ন তু শ্রীতীক্ষ্ণানাং তত্তৎফলা-রক্ষণয়োঃ শ্রীতিবিরোধাৎ।"—(ক্রম-সন্দর্ভ ১১।২৭।১২)

অর্থাৎ সৈকতী প্রতিমা কিন্তু সকাম-গণের জন্যই, তাহা শ্রীতিলাভেচ্ছুগণের জন্য নহে। কেননা, যাঁহারা প্রেমিক ভক্ত, তাঁহারা কখনই প্রেমাস্পদকে নিত্যকাল দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। সকামগণের অভীষ্ট বস্তুর নিত্য স্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহাদের কামনা চরিতার্থ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের অভীষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ শ্রীতির বিরোধী। এজন্য সৈকতী প্রতিমা শ্রীতীক্ষ্ণগণ গ্রহণ করেন না।

তন্ত্রবাদি-সম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজ 'লেখ্যা' প্রতিমাকে 'পটাদি-লিখিতা চিত্রলক্ষণা' বলিয়াছেন। অতএব 'আলেখ্য' বলিতে পটাদি-লিখিতা চিত্র-লক্ষণা অর্চ্চা বুঝায়, তাহা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন 'আমুদ্র' বস্তুর ন্যায় জড় বস্তুর দ্বারা কোন বস্তু নহে। প্রতিমা বা শ্রীঅর্চ্চা বা শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ।

"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৪।১৯৬)

—এই উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আগম-কথিত বা শাস্ত্র-কথিত প্রতিমা—'সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ'। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে' শ্রীভগবদ্বিগ্রহের পূর্ণ-স্বরূপত্বতত্ত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"স চ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকল্পত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানাদিবদিতি। অতএব বিলক্ষণত্বমপি। জীবদ্ধর্ম্মিতি চৈতন্যযোগেন জীবত্বং স্বতঃপ্রলয়ম্। ততঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য চিদেকরসত্বাৎ সদা জীবত্বেনেতি বৈলক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচন্দ্রস্যাতজনীয়ত্বং চ যুক্তমিতি ভাবঃ।"—(শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, ৫০ অনুঃ)

পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি যেমন নিত্য, তদ্রূপ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহও নিত্য। অতএব অন্যান্য সমস্ত জীবের দেহ হইতে পরমেশ্বরের বিলক্ষণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।৪৫ শ্লোকোক্ত) শ্রীরুক্মের প্রতি শ্রীরুক্মিণীর বাক্যে "জীবদ্ধর্ম্মম্" পদে 'জীবিত হইয়াও মৃত'—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীব-দেহে চৈতন্যের সংযোগ হইলে, চেতনের উন্মেষ হইয়া থাকে; নতুবা, ঐ দেহ স্বতঃ 'অচেতন' বা 'শব'-সদৃশ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ 'চিৎ'-সম্বন্ধে চৈতন্যযুক্ত নহে অর্থাৎ চেতনের সাহায্যে জড়বস্তু চৈতন্য-ভাবাপন্ন হইতেছে না; যেহেতু, তিনি 'চিদেকরস' অর্থাৎ 'চিৎ' ভিন্ন যাঁহাতে অপর কিছু নাই। সচ্চিদানন্দস্বরূপের শরীরও সচ্চিদানন্দময় সমস্তকণই নিত্যসিদ্ধভাবে জীবন্ত। এই নিত্য চিদ্রূপে 'বৈলক্ষণ্য' সুলক্ষিত হইতেছে ও নিত্য আনন্দ চিদ্রূপ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের 'ভজনীয়তা'ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

"নিত্যত্বাদ্ বিভুত্বাৎ সত্যাপ্রত্যয়াৎ স্থূলসূক্ষ্মপ্রাকৃত-বস্তুতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদ্যনন্তগুণং নিরঙ্কুশত্বমেবেতি সিদ্ধম্। তদেব হি পরম-বৈদুষ্যেণানুভূতং শ্রীমৈথিলেন ত্রিস্থিঃ—

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্।

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্তুপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥

(শ্রীভা ৩।৯।২-৪)

অববোধরসোল্লাসের স্বচরিত্রে তমো যস্মাদ্ভূত তব হেতো-স্তমঃ, স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্তামুপাসকানামনুগ্রহায় গৃহীতমা-বিরুতম্। • • অবিকল্পং অনাবৃতপ্রকাশম্ অবিকল্পং নির্ভেদম্ অতএবানন্যমাত্রম্। এবম্ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপং তৎ অতো ব্রহ্মাং পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু তদেব তৎ। অতঃ তাবদ্বাং তে তব অদ ইদং রূপমাশ্রিতোঽস্মি। যোগাম্বাদ-পীতাহং, একমুপাস্যেষু মুখ্যং, যতো বিশ্বসৃজম্। অতএব অবিশ্বং বিশ্বাশ্রয়ং। কিন্তু ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রি-য়াণাঞ্চ'আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদ-র্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ, তদুপেদং হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে স্বয়া অনুকম্পাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। ন হ্যবাক্তন্ত্যাদিনিষেধশ্রুতিভিরনির্দ্দেশ্যং নোপাধিকং দর্শনং দুরুপপন্নমিতি ভাবঃ। অতস্তদ্যা নমোঽনুবিধেম অনুরূপা-করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্নার্দ্রিয়ন্তে, তত্রাহ, যোঽনাদৃত—ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈর্নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ ইতোধা।

অত্র কল্পিতমপার্থান্বয়ং তস্য বিষ্ণুপ্রসাদকত্বাদ্ সংভবতো-বেতি বাক্যতঃ, ন চাবাক্তবর্ত্মেতি। উর্দ্ধীকৃতং স্তুতিতঃ প্রাক্ অবাক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতাত্মে'তি শ্রীভা ৩।৮।২৪) 'যাং নার্দ্রিয়ন্ত' ইতি বিগ্রহরূপং স্বামিতোবার্থঃ। বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন স্থাপিতত্বাৎ। অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশতয়া ন মন্যন্তে তে বিষ্ণুভক্তবিরুদ্ধমতয়ো 'নেশ্বরমপি মন্যন্ত ইত্যাদ্য আহ,—নিরীশ্বরেতি।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, ৫ম অনুচ্ছেদ)

নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ষত্বরূপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, সর্ব্বপ্রকারসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে 'পরমতত্ত্বস্থ নিত্যত্ব বিগ্রহ', তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ পরম বিষ্ণুসেব্য অনুভবের বিষয়ও বলা হইতেছে। বিধাতা শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া, স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—"হে ভগবন্ আপনা হইতে চিচ্ছক্তির নিত্যাবির্ভাব-হেতু প্রকৃতির সর্ব্ববিধ গুণ স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছে। উপাসকগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য শত শত অবতারের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। আপনারই 'নাভিপদ্ম' হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি।"

সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা রজোগুণবিভাবিত ছিলেন, সুতরাং তখন তিনি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই; সেইজন্য বলিতেছেন,—"হে ভগবন্, আপনার যে পূর্ণ-ভগবৎস্বরূপ এখনকার প্রদর্শিতরূপ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই পূর্ণস্বরূপ আমি বর্ত্তমানে দর্শন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি আপনার সেই স্বরূপেরই সমাক্ প্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।" সেই স্বরূপ 'আনন্দমাত্র'। ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহা যাঁহার মাত্রা অর্থাৎ অসম্যক্ আবির্ভাব, তিনিই 'আনন্দমাত্র' পুরুষ—পূর্ণভগবৎস্বরূপ। 'অবিকল্প'-অর্থে যে স্বরূপে বিবিধ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কল্পনা নাই। শ্রীভগবান্ সেবাসত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে স্বীয় চিচ্ছক্তি প্রকটিত নিত্যধাম মহাবৈকুণ্ঠে বিরাজিত থাকিয়া নিত্যপরিকরগণসহ অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন, সুতরাং জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যতিরেকে মায়ার কার্য্যে ভগবৎস্বরূপ উদাসীন। তাঁহারই স্বাংশ পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী পুরুষ প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তৃরূপে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত। 'অবিশ্বমর্চ্চঃ' অর্থে মায়ার দ্বারা যাঁহার শক্তি ভিন্ন নহে, তাদৃশ পুরুষ অর্থাৎ যিনি বহিরঙ্গা মায়াতে ঈক্ষণাদি ক্রিয়া করিলেও মায়ার গুণে অভি-ভূত নহেন, তিনি মায়াধীশ। ঐ স্বরূপই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন,—যিনি ভূত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মা, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বকারণ প্রধানও প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ হয়। অতএব 'হে পরম, আমি আপনার এইরূপের বা শ্রীবিগ্রহেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। হে ভুবনমঙ্গল, উপাসকগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য ধ্যানে দর্শিত হইয়া যে মূর্ত্তিতে আপনি দর্শন দান করিলেন, নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ নাস্তিক ব্যক্তির অনাদর করে, হে ভগবন্, আমি আপনার সেই শ্রীমূর্ত্তিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। অববোধ-রসের পূর্ণরূপে বিভোর নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তমঃ অর্থাৎ ঔপাধিক মলত্ব যাহা হইতে, এমন যে আপনার এইরূপে, সম্পূর্ণ স্বাধীন

আপনা-কর্ত্তৃক উপাসকগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গৃহীত অর্থাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবিকৃতবস্তু অর্থাৎ অনাবৃত-প্রকাশ, অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদবিকল্প-পারমুক্ত, অতএব আনন্দমাত্র একমূর্ত্ত আপনার স্বরূপ যেরূপ অর্থাৎ আপনাতে ও আপনার রূপেতে কোন পার্থক্য নাই, আপনি যেমন সচ্চিদানন্দময় স্বতন্ত্র, আপনার রূপও স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ, অতএব আপনার রূপ হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিতেছি না কিন্তু ইহাই, এই প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট আপনার শ্রীমূর্ত্তিই আপনি। এই কারণে আপনার এই রূপের—মূর্ত্তির পরমার্থসত্য হইলাম। আপনার এই শ্রীমূর্ত্তির পরমার্থসত্য হইবার পক্ষে বিশেষ যোগ্যতাও দেখা যায়, যেহেতু উপাসকগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আপনি বিশ্বের স্রষ্টা, সুতরাং আপনি বিশ্বাতীত; কারণ, স্রষ্টা ও সৃষ্টা বস্তু কখন এক নহে, আপনি সৃষ্টা বিশ্ব হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সমস্ত কৃত ও উদ্ভিদের কারণ, অতএব তদাতীত। অতএব আপনাকে মূর্ত্তিমদ্রূপে দর্শন করিতেছি, সে আপনিও কি সোপাধিক? ইত্যাকার অশ্রদ্ধার কল্পিত আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন,—তাহা নহে। যেহেতু আপনার শ্রীমূর্ত্তি আপনার স্বরূপভূত, যে কৃষ্ণমণ্ডল, মানুষ উপাসকের যখন নিমিত্ত স্থানে আপনা-কর্ত্তৃকই মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, অব্যক্তবস্তুতে অভিনিবিষ্টচিত্ত মানুষ-মনের ঔপাধিক দর্শন সম্ভব হইতেই পারে না, সুতরাং উহা ঔপাধিক নহে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য। অতএব হে ভগবন্, আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করি।'

শ্রীভগবান্ একটি আশঙ্কার আরোপ করিয়া বলিতেছেন —"তবে কোন কোন ব্যক্তি আমার অনাদর করে কেন?" তদুত্তরে বলিতেছেন, "মোহনাদৃত" ইত্যাদি অর্থাৎ নির্বোধ দুষ্কর্মীরাই বাক্যিরা অপতর্কের অবতারণা করিয়া শ্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে অনাস্থা করিয়া থাকে। এই শ্লোকে কথিত কোন অর্থান্তর সম্ভাবিত হইতে পারে না, বিষয়শ্রেষ্ঠ পিতামহ শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং যাহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যে তৎকালে অব্যক্তবস্তুতে নিবেশিত-চিত্ত, তাহা স্বীয় মুখে স্তুতির পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় "তবে তাহারা কেন আমাকে আদর করে না" স্থলে-"যাং" পদের দ্বারা যে বিগ্রহে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বিগ্রহেরই দীপকে অনাদর বুঝিতে হইবে, যেহেতু তৎকালে তিনি সেই শ্রীমূর্ত্তিতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে ব্রহ্মার বাক্যে তাঁহার বিগ্রহেরই পরমত্ব সাধিত হইয়াছে। অতএব যাহারা এই ভগবদ্‌বিগ্রহকে এতাদৃশ নিত্য আনন্দ-চিদ্রূপে স্বীকার না করে, তাহারাই বিগ্রহদ্বেষের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী, তাহারা যখন শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিগ্রহত্বের অস্বীকার করিতে পারে, তখন অনায়াসে ঈশ্বর অস্বীকারও করিতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য। তজ্জন্যই শ্রীস্বামিপাদ তাহাদিগের সম্বন্ধে "নিরীশ্বর"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রেমিক-ভক্তগণের নিকট স্বরূপশক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাহা অচেতন্ বলিয়া ধারণা হয়, শ্রীভক্তের পক্ষে বিষয় ও আশ্রয় অর্থাৎ অর্চ্চ্য ও অর্চ্চক, উভয়ের নিকটই তাহা বাস্তব, চেতন ও হ্লাদিনী শক্তির বিলাসবৈচিত্র্য-প্রকটকারি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের শ্রীগোপাল; 'ক্ষীরচোরা' শ্রীগোপীনাথ; শ্রীল সনাতনের শ্রীমদনমোহন। 'দেহলী প্রদীপ' ন্যায়ানুসারে শ্রীঅর্চ্চাবতার ও প্রেমিক অর্চ্চক—উভয়ের মধ্যেই স্বরূপশক্তির বিলাসবৈচিত্র্যসমূহ নবনবায়মানভাবে প্রীতির উদ্দীপক হইয়া থাকে। তথায় অর্চ্চ্য স্বরূপীভূত-বিগ্রহরূপেই তাঁহার ভক্তের সহিত আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। বৈদর্ভিক বিপ্রের নিকট হইতে শ্রীগৌর-গোপাল সাক্ষাৎভাবে ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের হস্ত হইতে শ্রীগোপীনাথ লড্ডুক কাড়িয়া খাইয়াছিলেন।

মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চা ও গৃহস্থগণের অর্চ্চার বিলাসবৈচিত্র্য-প্রকটের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন গৃহস্থনীলাচলবাসী শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ বা শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবংশীবদন ও সাধারণ গৃহস্থগণের গৃহে প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চার মধ্যে বিলাসবৈচিত্র্য-প্রকটের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তি যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সখা শ্রীল অভিরাম ঠাকুর প্রণাম করিলে বিকুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা বাস্তবিক অত্যন্ত শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতএব শুদ্ধভক্তগণের সমাধিলব্ধ হৃদয়ের ধন—যাহা তাঁহারা বাহিরে শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে কৃপাপূর্ব্বক প্রকট করেন বা শ্রীঅর্চ্চাবতারই যেচ্ছায় ভক্তবৎসল বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হ'ন, সেই অর্চ্চাবতার লৌকী, লাক্ষণী, লেপ্যা, লেখ্যা বা

শাস্ত্রোক্ত যে-কোন আকারেই প্রকাশিত হউন না কেন, তাহা মানবকল্পিত বা স্বল্প কোন প্রাকৃত বস্তু নহে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"তং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্তে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

(শ্রীভা ৩।৯।১১)

হে নাথ! (শুকমুখে) তত্ত্বজ্ঞীর কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা লাভের পথের সন্ধান পায়। আপনি আপনার নিজ-জনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উরুগায়! ভক্তগণ স্ব-স্ব (নিজদেহ-ভাবগত) ভাবানুযায়ী যে-সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

অর্চ্চাবতার এরূপ নহে যে, কাহারও অর্থ আছে, আর একদিকে জয়পুরের 'শিলাউটে'র পাথর আছে কিংবা ফটো গ্রাফিক ক্যামেরা আছে, ট্রেড্‌ল্‌ মেসিন আছে, সুতরাং ইচ্ছামতই অর্চ্চাকে যখন-তখন যে-কোনভাবে সৃষ্টি করা যায়! বস্তুতঃ "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্বাবতার।"

শৈলী, দারুজা ত্রিবিধা অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী অর্চ্চাকে অষ্টমী প্রতিমা বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতোক্ত "অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ" (শ্রীভা ১১।৩.৫০)—অর্থাৎ অর্চ্চাদিতে অথবা হৃদয়ে যথালব্ধ উপচার-সকলের দ্বারা অর্চ্চন করিবে। এই উক্তিতে শ্রীআবিরোত্র শ্রীনিধি-মহারাজকে বিকল্পবাচী 'বা'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া হৃদয়ে পূজার স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানপুরের কোনেক ব্রাহ্মণ এরূপ-মানস-পূজার অধিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মনোময়ী প্রতিমাকে মানস-সরোবরে পূজা করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" (শ্রীভা ৭।৫।২৩) শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—'শ্রীভগবানের স্বরূপভূত মনোহারিণী শ্রীবিগ্রহের আকার শ্রীশালগ্রামশিলাতে ত দৃষ্ট হয় না? শ্রীগণ্ডকী শিলা বা শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার সহিত শ্রীভগবানের আকারগত বৈলক্ষণ্য আছে; তবে কেন শ্রীশালগ্রামকে শ্রীনারায়ণরূপে অর্চ্চন করা হয়?' শ্রীল-জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ইহার বিচার করিয়াছেন। শ্রীশালগ্রামকে শ্রীভগবদাকারসমূহের নিত্যসিদ্ধ অধিষ্ঠান বা নিত্যসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ জানিতে হইবে। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যেখানে শ্রীশালগ্রামশিলা বর্ত্তমান, তথায় শ্রীহরি সন্নিহিত রহিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তের নিকট শ্রীশালগ্রাম স্বয়ম্ভাকার-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ইহাও শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শ্রীশ্রীবারাহপুরাণ-বিগ্রহ-প্রাকট্যের মধ্যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীপ্রতিমায় শ্রীভগবদাকারের সমান রূপেরই ধ্যান হইয়া থাকে; যেহেতু তথায় আকারগত ঐক্য রহিয়াছে। নিজ অভীষ্টদেবের সহিত শ্রীবিগ্রহের বিন্দু-মাত্রও ভেদ কল্পনা করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বহু দোষ ও অপরাধ হয়। যখন মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ অঙ্গ-মুনির-পুত্রকে বাণাঘাতে বিনাশ করিয়া মৃত 'সিন্ধুমুনি'কে তৎপিতা অঙ্গমুনির সমীপে আনয়ন করিলেন, তখন অঙ্গমুনি এইরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন,—"আমি কি কোনদিন শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, যে অপরাধের ফলে আমার এইরূপ পুত্রশোক উপস্থিত হইল!" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীমূর্ত্তিকে নিজাভীষ্ট শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ কল্পনা করিলে ব্যবহারিক অকল্যাণও উপস্থিত হয়।

শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীভগবান্ চলা ও অচলা বিবিধা অর্চ্চাকেই 'জীব-মন্দির' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'চলাচলেতি বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।'

(শ্রীভা ১১।২৭।১৩)

এস্থানে 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দের অর্থ—প্রতিমা। 'জীব'-শব্দের অর্থ—জীবের জীবনপ্রদ পরমাত্মা যে ভগবান্, তাঁহার মন্দির, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অভিন্না-কারের আস্পদ বা স্থান। চলা ও অচলা—উভয়বিধা শ্রীমূর্ত্তিই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অভেদাস্পদ—ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন। শ্রীহয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে যে প্রমাণ আছে, তাহা হইতে জানা যায়—'বিষ্ণো! সন্নিহিতো ভব, অর্থাৎ হে শ্রীবিষ্ণো! তুমি এই শ্রীমূর্ত্তিতে সন্নিহিত হও।' এই প্রকার শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্য-সম্পাদক মন্ত্রবিশেষের পর যে আর একটী মন্ত্র আছে, তাহাতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"বেত্তে তে পরমং তত্ত্বং যত্র জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিধত্স্ব তাম্।"

অর্থাৎ হে প্রভো! তোমার যে পরমতত্ত্ব ও তোমার যে জ্ঞানময় বিগ্রহ, তাহা সকলই একত্রভাবে এই শ্রীবিগ্রহে লীন আছে, ইহাও জানিও। অথবা 'জ্ঞানময়ি'-শব্দে সমস্ত জীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা বা শ্রীঅর্চ্চা। পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন। বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি হইলে ভক্তিবিচ্ছেদ হয় বলিয়া অভেদ-বুদ্ধিতে সেবাপূজা করা উচিত। "পরমোপাসকাস্তু সাক্ষাৎ-পরমেশ্বররূপেনৈব তাং পশ্যন্তি; ভেদকর্ত্তৃভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইথমেবোক্তং ভগবতা (শ্রীভা ১১।২৭।৩২)—

'বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্র-স্রগ্-গন্ধ-লেপনৈঃ।
অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্।'

ইত্যত্র 'মামি'তি, 'সপ্রেমে'তি চ। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে তাদৃশভক্তা অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্,—

"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যক্ত চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা বৈষোপকারিণী॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ।
উপর্য্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ন্তোষবান্ ভব॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুঃ)

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত প্রীতির সহিত আমাকে বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মালা, গন্ধ ও চন্দনাদির দ্বারা আমার যে অঙ্গের প্রতি যেটি উপযুক্ত, সেইভাবে সুশোভিত করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'মাং' অর্থাৎ আমাকে 'সপ্রেম' অর্থাৎ প্রীতির সহিত—এই দুইটী পদ-প্রয়োগের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ পার্থক্য নাই, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি শ্রীঅর্চ্চার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ পার্থক্য থাকিত, তবে 'আমাকে' না বলিয়া 'প্রতিমাকে' এবং 'সপ্রেম' না বলিয়া 'বিধিপূর্ব্বক', এইরূপ উল্লেখ করিতেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীঅর্চ্চাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট এইরূপ বলিয়াছেন,—"সেই শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্তের আবেশ স্থাপন করিয়া অন্য বিষয়ে আবেশ ত্যাগ কর। ভক্তির সহিত অর্চ্চন ও ধ্যান করিলে সেই শ্রীঅর্চ্চাই তোমার মঙ্গলকারিণী হইবেন। তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে, দণ্ডায়মান থাকিতে থাকিতে, ভোজনে, স্বপনে শ্রীঅর্চ্চাকেই নিম্নের অগ্রে, পশ্চাতে, উপরে ও অধোদেশে চিন্তা করিতে করিতে তৎস্ফূর্ত্তিময়তা প্রাপ্ত হইবে।

অর্চ্চন দুই প্রকার—(১) শুদ্ধ অর্চ্চন ও (২) কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন। নববিধা ভক্তির অন্তর্গত যে অর্চ্চন, তাহার একমাত্র যোগ্যতা বা দক্ষিণা—'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা'। অতএব শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধামূলে যে 'অর্চ্চন', তাহাই 'শুদ্ধ অর্চ্চন'—তাহা নির্গুণ; আর নিজের বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত মনে করিয়া লৌকিক শ্রদ্ধামূলে যে অর্চ্চন, তাহাই 'কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন'—তাহা সগুণ; সুতরাং শুদ্ধা ভক্তি নহে, 'আরোপ-সিদ্ধা' বলা যাইতে পারে। এইরূপ অর্চ্চনকারী সাধক ভক্তের পক্ষে 'সপ্রেমে' আদৌ অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা ভাস্তিকতা বা অর্চ্চন-বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন হয় না; শ্রীনারায়ণেরই অর্চ্চন হয়। বিধিপথে শ্রীমহাপুরুষের অর্চ্চনের কথাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন গুরুনেমোঽর্চ্চ পুরুষঃ॥"

(শ্রীভা ১০।৮৪।১৭)

শ্রদ্ধার সহিত ন্যায়প্রাপ্ত শুদ্ধ ধনের দ্বারা মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই গৃহধর্ম্মরত দ্বিজাতিগণের মঙ্গলকর পথ।

শ্রীউদ্ধবের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়,—

"এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥"

(শ্রীভা ১১।২৭।৪)

হে মানদ, এই অর্চ্চনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের সমস্ত আশ্রমীয় তথা স্ত্রী ও শূদ্রগণের মঙ্গললাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীঅর্চ্চনের বিধান দেন নাই। সকলেই বিধিমার্গে মহাপুরুষের অর্চ্চনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দীক্ষামন্ত্রের মধ্যে কামবীজ, কামগায়ত্রী স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেই রাগমার্গে অধিকার হয় না। স্বাভাবিক আবেশ ও রুচিময়ী 'রাগাহুগা' ভক্তি অতি বিরল। আবেশযুক্ত অনুশীলনকারীকেই গৌড়ীয়ের ঠাকুর আত্মসাৎ করেন। শ্রীকৃষ্ণের 'পরিচর্য্যাময়' অর্চ্চন, যাহা শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে প্রকাশিত, তাহা রুচিযুক্ত সাধক শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জানিতে পারেন।

অর্চ্চন—সম্পূর্ণ বিধিমিশ্র। অতএব অর্চ্চনে কোনরূপেই মর্য্যাদা পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু অর্চ্চন-প্রকরণে 'মর্য্যাদা'-বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্রীভক্তি-রসামৃত-বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি উৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এবং পঞ্চরাত্র-বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবৈষ্ণব-পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ, শ্রীসাম্বতান্ত্রিক, শ্রীকৃষ্ণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র যে-সকল অর্চ্চাবতারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। এজন্য ফটোগ্রাফ বা ক্যামেরার দ্বারা ধ্যানে মুদ্রিত কোন ছবি 'আলেখ্য'-পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রস্তর সহিত যেখানে পূজার চেষ্টা নাই, তথায় শাস্ত্র-বিধির 'মর্য্যাদা'ও নাই। সমস্ত অপরাধের মূলই 'অশ্রদ্ধা', ইহা অর্চ্চনে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"তস্মাদপরাধনিদানমন্ত্রানাদর এব পরিত্যাজ্যঃ"

(শ্রীভঃ সঃ, ৩০০ অনুঃ)

অতএব 'আলেখ্য'কে 'আমুদ্র' এবং 'আমুদ্র'কে 'আলেখ্য' বলিয়া ভ্রম করিয়া কেহ যেন শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করেন। আমুদ্রকে আলেখ্য বলিলে যেরূপ অপরাধ অনিবার্য্য, আবার আলেখ্যকে আমুদ্রের সহিত সমান কল্পনা করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। আলেখ্য আমুদ্র নহে, আমুদ্র আলেখ্য নহে। আলেখ্যই অর্চ্চাবতার, আর আমুদ্র মানবদেহ বা কল্পিত দ্রব্য-বিশেষ।

শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর

'চৈত্রী পূর্ণিমা' শ্রীল বংশীবদনানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর 'শ্রীবংশীবদন', 'শ্রীবংশীদাস', 'শ্রীবংশী', 'শ্রীবদন' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহার এই পাঁচটী নামের কথাই শ্রুত হয়—

"শ্রীবংশীবদন, বংশী আর বংশীদাস।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গান করিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু—শ্রীবংশীবদন॥"

(বংশীবিলাস)

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বংশী-বদনানন্দ ঠাকুর-সম্বন্ধে 'চৈতন্যার্থে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীমাধব দাস চট্টো-পাধ্যায় (নাথাবর, ৬' কড়ি চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল। ই' কড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশী-বদনানন্দ ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভুতা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাঁহাকে সকলেই "প্রভু বংশীবদনানন্দ" বলিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতার একান্ত-কৃপা-পাত্র বলিয়া প্রভু বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশী কুলিয়া-পাহাড়পুরে আনিয়া-ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যে-সময়ে শ্রীজাহ্নবা-মাতা-ঠাকুরাণীর কৃপাবিলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপাট খাঁরনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন বালকবাদী সেবাধেতদিগের হস্তে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কুলিয়া-গ্রামেই রহিল।" (শ্রীগৌরবর্ষা, ১১শ অঃ)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীসজ্জনতোষণীতে (৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) "কুলিয়া" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগা-লাগি ছিল। সেই কুলিয়া-গ্রাম এখনকার নবদ্বীপ। তাৎকালিক গঙ্গা-প্রবাহের পূর্ব্বদিকে শ্রীধাম 'নবদ্বীপ' ও পশ্চিমতীরে শ্রীপাট কুলিয়া। সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গা দেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতক অংশ 'নবদ্বীপ'-নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা

প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ভাঙিতে ভাঙিতে গাঙি-পাড়া ও মাঝিদার নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাজলের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরি, বৈঠি-আড়া, বেহড়াপাড়া, চিনেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈঠি-আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিষয়গ্রাম ও পাটুলী হইতে আসিয়া বাস করেন। মুনিষ্টির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র—ছ' কড়ি, তিন কড়ি ও দো' কড়ি। তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম—**শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট** এবং **শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট** প্রাচীন 'শ্রীবংশীলীলামৃত' সংস্কৃত গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-মধ্যে পরিগণিত। সেই মাধব দাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীগৌরচন্দ্র আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' হইয়াছিল। 'শ্রীবংশীশিক্ষা'-নামক গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

ভাগীরথী-তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
কুলিয়ায়াং শুভে শাকে রন্ধ্রেন্দুবেদচন্দ্রমে॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটে ধরণীতলে।
সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধুপূর্ণিমাম্॥"

শ্রীছ' কড়ি চট্টো-নাম বিখ্যাত ভুবন।
পাটুলীর বাস ছাড়ি' তেঁহ কুলিয়ায়।
বাস করিলেন আসি' আপন-ইচ্ছায়॥
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজনে।

* * *

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥

* * *

নদীয়ার বাসস্থানে, সকল লোকেতে জানে,
'কুলিয়া-পাহাড়'-নামে স্থান।
তথায় আনন্দ-ধাম, শ্রীছ' কড়ি চট্টো নাম,
মহাতেজা কুলীন-সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁ'র, রমণীকুলেতে যাঁ'র,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি' কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে বৈদ্য অধিষ্ঠান॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পিতৃদেব শ্রীমাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সাতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে,—

"ততোঽবৈত্যবাটীমধ্যেত্য হরিদাসাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়া-নাম্নি গ্রামে শ্রীমাধবদাস-বাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপলোকোদ্ধরণহেতোঃ সপ্তদিনানি তত্র স্থিতবান্।" (শ্রীচৈঃ চঃ নাটক, ৯ম অঙ্ক, ৩০শ সংখ্যা।)

এই শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় নামান্তর ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পত্নীর নাম 'চন্দ্রকলা' বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন। শ্রীবংশীবদনের দুই পুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস ও শ্রীনিত্যদাস। শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। শ্রীশচীনন্দনের পুত্র—শ্রীরাজবল্লভ।

কথিত হয় যে, শ্রীবংশীবদন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীগৌর-গৃহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর অভিপ্রায়ক্রমে সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যখন শ্রীধাম-মায়াপুর-বর্ণনে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একান্ত আনুগত্যে শ্রীগৌরগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, জানা যায়।

শ্রীবংশীবদন দেখি' বিনা পরিচয়।
মনে বিচারয়ে—শ্রীনিবাস এ নিশ্চয়॥
নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল॥
শ্রীবংশীবদন ধরি' করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্রজলে॥
শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি' চাহে প্রণমিতে।
শ্রীঠাকুর বংশী না ছাড়য়ে কোন মতে॥
শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া-মাতে জানাইতে।
চলিলেন শ্রীবংশীবদন সাবহিতে॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩।২০-২৪)

শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পৌত্র শ্রীল রামচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরামাই) বাধনাপাড়া গ্রামের পত্তন করেন। 'মুরলীবিলাস'-গ্রন্থের বর্ণনানুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীবংশীবদনের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসের নিকট তৎপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে

দীক্ষা দান করিয়া তাঁহাকে লইয়া খড়দহে আসিয়াছিলেন। তথায় শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী শ্রীরামচন্দ্রকে বৈষ্ণবসমাজের শিক্ষা-দান করেন। শ্রীবংশীবদন তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে দুরবস্থকে বর দান করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীরাম-চন্দ্রের 'শ্রীরাসমঞ্জরী', এই নাম জ্ঞাপন করেন। শ্রীরাম-চন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে অস্বীকৃত হ'ন। শ্রীবনমালী দাস কৌতুকার ও শ্রীপরমেশ্বরী দাসের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র গৌড়মণ্ডল-ভ্রমণে বহির্গত হ'ন এবং ক্রমে নীলাচলে গমন করেন। তথায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সহিত শ্রীগৌরগোপীনাথ দর্শন, শ্রীগোপী-নাথ দর্শন ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং শ্রীরথযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন। কিছুকাল শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীগৌর-ভক্তগণের স্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রীল জাহ্নবা ঠাকুরাণী ও শ্রীল উদ্ধারণ দত্তের সহিত মাঘ মাসে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীমথুরা শ্রীবিশ্রাম-ঘাটে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর মিলন হয়। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপের সদনে আগমন করেন। শ্রীরূপের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তথায় শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শন, রাধা-আদিত্যটীলায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত ও শ্রীমদনগোপাল দর্শন এবং শ্রীরাধারমণকুণ্ডে শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভুর সহিত মিলন হয়। শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীরাম-চন্দ্র কামবনে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীগোপীনাথকে ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় প্রদক্ষিণ করিবার সময় শ্রীগোপীনাথ নিজশক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে শ্রীজাহ্নবা দেবীর তিরো-ভাব হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীজাহ্নবাষ্টক' পাঠ করেন। শ্রীল সনাতন ও অন্যান্য বৈষ্ণব-মহাজনগণ শ্রীজাহ্নবা দেবীর উদ্দেশে স্তুতি-নতি প্রভৃতি করেন। তথায় সপ্ত দিবস ব্যাপী বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দ্বারা শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নিকট খড়দহে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর অপ্রকট-বার্ত্তা প্রেরণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র কামবনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীজাহ্নবা দেবী স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীযমুনার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শ্রীমূর্ত্তির প্রাপ্ত হ'ন এবং উহা লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ক্রমে কাটোয়ায় উপস্থিত হ'ন; কাটোয়া ছাড়িয়া কতকদূর অগ্রসর হইলে এক অরণ্যে একটী ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামচন্দ্র ব্যাঘ্রকে উপদেশ প্রদান করেন এবং তথায় যাদবাপাড়া-গ্রামের পত্তন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-প্রভৃতি চারিটী গ্রন্থ গৌড়দেশে প্রচারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচী-নন্দন শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মাতাপিতার অপ্রকট সংবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশচীনন্দনের উপর শ্রীবিগ্রহ-সেবা ন্যস্ত করেন। শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকৃতলীলায় তাঁহার বিপুলত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি শ্রীশচীনন্দনের পুত্র শ্রীরাজবল্লভকে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীরামচন্দ্র 'শ্রীমনঃসন্তোষিকা'-নামক একটি ভজন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই গ্রন্থটী স্বহস্তে লিপি করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিজজন-গণকে প্রদান করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"নিত্যানন্দ-প্রভুপদ, মূল আশ্রয়-সম্পদ,
যদি কৃপা করেন নিতাই।
নহে পড়ি ভবফান্দে, রামচন্দ্র-দাস কাঁদে,
মো'-পতিতে আর কেহ নাই॥

'বংশীবদন' ও 'বংশী' এইরূপ ভণিতায় শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীবংশীবদনের পিতা হ'ড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নামেও 'বেণু-মাহাত্ম্য'-নামক একটি-সংস্কৃত গ্রন্থ আরোপিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের পুষ্পিকায় এইরূপ আছে—"শ্রীমদ্ধড়িদেবকৃত-বেণুমাহাত্ম্যে" ইত্যাদি। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত কতটা শুদ্ধভক্তির অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচারের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ মহাজনগণ ঐ সকল গ্রন্থের আদর করিয়াছেন কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীল বংশীবদনানন্দ

ঠাকুরের ধারাকে আদর করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের বংশীয় মহাজনগণের নামে আরোপিত যে-সকল গ্রন্থকে স্বীকার করেন নাই, তাহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তিকালে কল্পিত বা নানা-ভাবে কলুষিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাঠাকুরাণীর কৃপাপ্রাপ্ত, একনিষ্ঠ সেবক, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠ-স্থানী শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের শুদ্ধ ধারার সংযোগ আছে। সেখানে শুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই, তৎপরিত শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের কোন সম্পর্ক নাই। 'কল্যাণ-কল্পতরু'তে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবিদ্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়া তদুদ্দেশে আর্ত্তি-স্তুতি এবং শ্রীগোপীনাথের উদ্দেশেও দৈন্যবোধিকা প্রার্থনাগীতি-সমূহ গান করিয়াছেন। শ্রীল বংশীবদনানন্দ যেরূপ শ্রীগৌরলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পুরোপম শিষ্য ছিলেন, শ্রীল বংশীবদনানন্দের পৌত্র শ্রীরামচন্দ্রও তদ্রূপ শ্রীবিদ্যানন্দ-লক্ষ্মী শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর পুত্রোপম শিষ্য ছিলেন। শ্রীবংশীবদন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া বাস করেন ; সেই সময়ে—শ্রীশচীদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবস্থার কথা শ্রীশচীদেবীর উক্তিচ্ছলে একটি পদ্যে (শ্রীবংশীবদনের নামে আরোপিত) যেরূপ তিনি বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই পদটীতে শ্রীশচীদেবীর উক্তি এইরূপ,—

"আর না হেরিব, প্রসর কপালে, অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাসমন্দিরে, ভকতসঙ্গে লৈয়া।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখব চাইয়া॥
আর কি দু'ভাই, নিমাই-নিতাই নাচিবে, একঠাঞী।
'নিমাই' করিয়া, দুখরি সদাই, নিমাই কোথাও নাই॥
নিমাই-কেশব,-ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর, না দেখি কেমনে, ধরিব নদীয়ামাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরবায়।
শান্তড়ী-বধূর, রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥"

কথিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটলীলার সংবাদ শুনিয়াই শ্রীবংশীবদন প্রকটলীলা সংগোপন করেন।

প্রয়াণকালে শ্রীহরিভজন

প্রয়াণকালে বা দেহত্যাগকালে যেমন-তেমনভাবেও একবার মাত্রই হরিভজনের দ্বারা জীব পরবর্ত্তিকালে কৃতার্থ হইয়া থাকে। সেই সময় একবারমাত্র শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণাদি যে-কোন ভজন হইলেই বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। সেখ রক্ষাই—রক্ষা। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে,—"All's well that ends well." অর্থাৎ যাহার সমাপ্তি সুষ্ঠু হয়, তাহার সমস্তই সুষ্ঠু হইয়াছে জানিতে হইবে। কেহ সমস্ত জীবন শুদ্ধাচারাদি পালন করিয়াও যদি অন্তে শ্রীনারায়ণ-স্মৃতিহীন হ'ন, তবে তাঁহার ঐসকল সদাচারাদি পণ্ডশ্রম-মাত্র।

"এতাবান্ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং স্ব-ধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ॥"
- (শ্রীভা ২।১।৬)

স্ব-ধর্মনিষ্ঠা, সাঙ্খ্য ও যোগাদির দ্বারা দেহত্যাগকালে যে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি, তাহাই জন্মের পরম লাভ বা ফল। এই স্মৃতি সাঙ্খ্য-যোগাদির দ্বারা সাধ্য বলিয়া তাহাদের পৃথগ্‌ভাবে কোন লাভ বা ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ সাঙ্খ্যযোগাদির অন্য কোন পৃথক্ ফল হওয়া উচিত নহে ; অন্তে শ্রীনারায়ণস্মৃতিই একমাত্র পরম ফল ; ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। মৃত্যুকালে একবার মাত্র ভজনেই মৃত্যুর পরে সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—"যখন দেহত্যাগকালেই হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, তখন জীবনব্যাপী হরিভজনের আবশ্যকতা কি ? সারাজীবন যতই পাপাদি কার্য্য কেহ করুক না কেন, যে-কোনভাবে মৃত্যুর সময় একটিবার শ্রীহরির নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলেই কার্য্য-উদ্ধার করা যাইবে ! অজামিল সারাজীবন পাপ ও বেশ্যা-সম্ভোগাদি করিয়া মৃত্যুকালে বেশ্যা-পুত্রের নামের সহিত অভিন্নভাবে শ্রীনারায়ণের নাম গ্রহণ করায় পরমা গতি লাভ করিয়াছিলেন। অধিক কি, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও

কোনও মুমিক শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের ছাতাক বস্তিকা কোনও করিবার লোভে উক্ত মন্দিরের পরিত্যক্ত আকর্ষণ করিতে গিয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপদানরূপ ভক্তাঙ্গের ফললাভ এবং প্রদীপাগ্নিতে মৃত্যুর ফলে অর্থাৎ মৃত্যুকালে কোনরূপে চক্ষুরুন্মীলন মাত্র হওয়ায় উত্তমগতি লাভ করিয়া হরি-ভজন-পর হইয়াছিল, ছুছুন্দরের মৃতপত্নী শ্যেনপক্ষীর মৃত্যুকালে কোনরূপে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমারূপ ভক্তাঙ্গাভাস হওয়ায় মঙ্গললাভ হইয়াছিল। অতএব সমস্ত জীবনব্যাপী হরিভজন না হইলেও চলিতে পারে। মৃত্যুকালে একটু সাবহিত থাকিলেই ত' কার্য্য-উদ্ধার হইতে পারে!" এরূপ বিচার যে একান্তিকে শ্রীভগবৎ-সাক্তি-হীনতা ও অপরদিকে ভগবদ্ভজন-বিরোধী অসদ্ভব ফললাভের ভজনময় চিন্তাস্রোত-বিশেষ, তাহা শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"ইহলোকে তু সমগ্রধা সমুদেব যদা-কথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষ্যতে। তত্র হি তাদৃশস্য সকলশি ভগবদ্বার্থ-প্রতপাদিকং জাতেন, যত্র পুরুষস্য বাস্য বা তথাবিধে নিজেন ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়-প্রভাবং প্রবর্ত্তয়তা স্বরূপেণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারো ভাব্যতে। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ।" (শ্রীগী: ৮।৬)
(শ্রীভঃ সং, ১৪৯ অনুঃ)

যাঁহার পূর্ব্বজন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে শ্রীভগবানের আরাধনা সাধিত হইয়াছে, তাঁহারই দেহ-ত্যাগকালে ভজনশক্তি নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করে; এজন্যই অন্তিমকালে তাঁহার শ্রীভগবন্নামাদি স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং মরণের ভবিষ্যৎকালে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারেরও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যাহার ভজন সিদ্ধ হয় নাই, তাহার দেহ-ত্যাগকালে মুখে নামোচ্চারণাদি হওয়া অসম্ভব। নিজে নামোচ্চারণ করা দূরে থাকুক, কেহ কর্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নাম শ্রবণ করাইলেও আহার কর্ণে সেই নাম প্রবিষ্ট হয় না। তাহার কোনরূপ ভগবৎ-স্মৃতিও হয় না, ইতর-স্মৃতিই প্রবল থাকে; এজন্যই শ্রীগীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! মানব মৃত্যুকালে যে যে ভাবের স্মরণ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবকেই লাভ করেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"অন্তকালে ভাব-বশের স্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাব-ভাবিত ইতি।" সর্ব্বদা তত্তদ্ ভাবে ভাবনাভিনিবেশ হেতু তাদৃশো ভাবিতঃ চিত্তঃ। (শ্রীগী: ৮।৬, স্বামি-টীকা) অর্থাৎ অন্তকালে ভাববিশেষের স্মৃতি-বিষয়ের কারণ—সর্ব্বদা সেই ভাবনায় নিযুক্ত থাকা। সর্ব্বদা তাহার ভাব-ভাবনা বা অনুচিন্তন দ্বারা চিত্ত তৎ প্রবণ হইয়াছে। অর্থাৎ **জীবিতকালে সর্ব্বদা যে যে ভাবে হৃদয় আবিষ্ট থাকে, অন্তিমকালে বা দেহত্যাগকালে সেই সেই বিষয়েরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।** ইহা শ্রীস্বামিপাদ অন্য উদাহরণের দ্বারা দেখাইতেছেন,—

"ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোত্যেবেতি নিয়মঃ। কিং তর্হি?—যদিতি। যং যং বাপি দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্বর্গাদিগতং ভাবং প্রাপ্নোতি।" (শ্রীগী: ৮।৬ স্বামি-টীকা)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'কেবল যে আমাকে স্মরণ করিলে আর আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, এরূপ নিয়ম নহে। তবে কি?' তদুত্তরে বলিতেছেন,—'অন্য দেবতা বা অপর কিছু (যথা নিজ দেহ-গেহ, স্ত্রীপুত্র-পরিজন, অর্থবিত্ত প্রভৃতি বিষয়) স্মরণ করিতে করিতে যদি দেহত্যাগ করে, তবে সেই সেই স্মৃতির অনুরূপই ভাব প্রাপ্ত হয়।'

যদি দেহ-ত্যাগকালে শ্রীহরিনাম কোন প্রকারে জিহ্বায় আসে বা কর্ণে শ্রুত হয় কিংবা স্মরণে আসে, তবে জানিতে হইবে, তাহার কোন অপরাধ নাই। মহৎ-কৃপারূপ পূর্ণ সুকৃতি থাকিলেই মৃত্যুসময়ে শ্রীহরিনাম হয়। অতএব মৃত্যুকালে হরিভজনের যোগ্যতা—অপরাধহীনতা, আর অযোগ্যতা—অপরাধগ্রস্ততা। মহতের কৃপা ও নিরপরাধ থাকিলে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা না থাকিলেও মৃত্যুকালে নামাভাস হইতে পারে। তবে তাহা মমতাযুক্ত ভক্তি নহে। শ্রীঅজামিলের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া যে নামোচ্চারণ হইয়াছিল, তাহা সেবা নামোচ্চারণ অর্থাৎ তাহা নামোচ্চারণের বা ভক্তির আকার অর্থাৎ নামাভাস বা ভক্ত্যাভাস। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা-রহিত বা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় 'সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত' অপরাধশূন্য নামই—নামাভাস। অজামিলের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা অনন্যা ভক্তি হয় নাই। অনন্যা ভক্তির দ্বারা প্রীতির আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার ফলে বিমুক্তি বা

প্রীতি উদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা মাহাত্ম্যজ্ঞানের অপেক্ষা করে। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিরই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয়। অজামিলের মাহাত্ম্যজ্ঞান ছিল না; মাহাত্ম্যজ্ঞান না থাকিলেও ভক্তির আকার থাকিলেই তাহা অপরাধশূন্য হইলে ফল হয়। ভক্তির আকারেরই এত প্রভাব। সুতরাং অনন্যা ভক্তির প্রভাব যে কত বড়, তাহা আর বলিবার কি?

একটী সংশয় হইতে পারে যে, 'মূঢ় মূষিক প্রভৃতির শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরস্থ প্রদীপের বৃত্তসিক্ত-বর্ত্তি (সলিতা)-ভোজন-লালসা ত' অপরাধ? তবে সেরূপ অপরাধ-সত্ত্বেও দেহ-ত্যাগের পরে মূষিকের রাজীদেহ লাভ করিয়া হরিজন-প্রবৃত্তি কিরূপে উৎপন্ন হইল, আর শতজন্মব্যাপী জীবনে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করিয়াও বেদবৈষ্ণবনিন্দকের সহিত অল্প-সম্ভাষ-ফলে মৃত্যুর পরে কেন যথাক্রমে কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাকাদি-যোনি লাভ করিয়া ইতরপ্রাণীর স্বভাববিশিষ্ট হইলেন?' ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"অতএবাপরাধানুসারেণ প্রবৃত্তেমূর্ঢ়ে চানমর্থে চাত্রৈব নিষ্ঠিঃ সমর্থৈব। তত্র দীনবন্ধোঃ শ্রীভগবতঃ কৃপা অধিকা প্রবর্ত্ততে। কিন্তু বিবেকসামর্থ্যযুক্তে সম্প্রত্যপি মোহ-পরাধপাতো ভবতি, মোহস্যাস্য-দৌরাত্ম্যাদেব, তদ্বিপরীতে তু নাস্তি-দৌরাত্ম্যাদিতি বিদুষঃ সমর্থস্য শতজন্মসেঽপ্যন্যযোজন-স্বরূপবিহিত-ভগবদ্ভজনস্যাপি যুক্ত এব। মূঢ়ানাস্তু মূষিকাদীনা-মপরাধেঽপি সিদ্ধিস্তথৈব যুক্তা। দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপ-প্রভাবস্যাপরাধশক্তিক্রমোদয়াৎ।" (শ্রীভঃ সঃ, ১৫৯ অনুঃ)

যেখানে অনুমান করা যায় যে, অপরাধ আছে বলিয়াই অন্তরায়-নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না, সেইস্থানে মূঢ় অথচ অসমর্থ ব্যক্তিতে অল্পভক্তির অনুষ্ঠানই অপরাধনিবৃত্তি করিয়া সিদ্ধিদানে সমর্থ হইতে পারে। কারণ, সেই মূঢ় অথচ অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি দীনবন্ধু ভগবানের কৃপা অধিকপরিমাণে উদিত হয়; কিন্তু বিবেক-সামর্থ্য থাকা-সত্ত্বেও অর্থাৎ যিনি বুঝিতে পারেন যে, ইহাতে আমার অপরাধ হইতেছে বা হইবে ও তদ্দ্বারা হরিজনের ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহা বুঝা-সত্ত্বেও যে সম্প্রতি তাঁহার অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা কিন্তু অত্যন্ত দৌরাত্ম্য-হেতুই ঘটিয়া থাকে। আর যেখানে দেখা যাইবে যে, ইহা যে অপরাধ,—ইহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া অপরাধ করিয়া থাকে, তথায় অত্যন্ত দৌরাত্ম্যাভাবহেতু ঐ অপরাধ উপস্থিত হয় নাই। বিদ্বান্ শতজন্মে জানিতেন যে, বেদ-বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত সম্ভাষণ করা অপরাধ এবং তিনি ঐ সম্ভাষণ না করিতেও সমর্থ ছিলেন, অথচ জানিয়া শুনিয়াও লোকপ্রীতি-রক্ষার জন্য অর্থাৎ তাহার চাপাচার্য্যের গৌরবে (খাতিরে) তাহার (চাপাচার্য্যের) এক পাষণ্ডী (বেদবৈষ্ণব-নিন্দক) বন্ধুর সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তৎফলে নিরন্তর বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি করিবার পরও দেহত্যাগকালে কুক্কুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুক্কুরের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব নিরন্তর ভগবদুপাসনা-কালেও শতজন্মের বেদবৈষ্ণবনিন্দকের সহিত স্বল্পসম্ভাষণফলে বিঘ্ন ঘটিতই হইয়াছিল। অন্যদিকে অনেক মূঢ় অধিরা-অন্ত ব্যক্তির উলঙ্গ হইয়া কাপড় উড়াইয়া জীর্ণ মন্দিরে নৃত্য করা কার্য্যটী বা মূষিকের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের বৃত্তবর্ত্তিকা-হরণ-ব্যাপার যে অপরাধ, তাহা তাহারা বুঝিতে না পারায় তাহাদের অপরাধ থাকা-সত্ত্বেও একজনের কার্য্যে শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে ধ্বজারোপণ ও অপরের কার্য্যে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের নিকট দীপদানরূপ ভক্ত্যাভাস হওয়ায় তাহারা কৃতার্থ হইয়াছিল। ইহাদের বিবেক-সামর্থ্য না থাকায়, তাদৃশ দৌরাত্ম্যের অভাববশতঃ ভজনের স্বাভাবিক প্রভাবই অপরাধ অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছিল।

অতএব অপরাধ না থাকিলেই দেহত্যাগকালে নামোচ্চারণ সম্ভব। অজামিল যখন পুত্রাপী বেশ্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম-করণকালে 'নারায়ণ'-নাম রাখিয়াছিলেন ও উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন, তখনই তাঁহার বাসনা-পর্য্যন্ত যাবতীয় পাপ দূরীভূত হইয়াছিল। তৎপরে যে বেশ্যার সঙ্গাদি, তাহা পাপ বা অপরাধ নহে; ইহা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত (পাপ-প্রবৃত্তি বা আরব্ধ-কর্ম্মের বেগরহিত) কথার মাত্র। তাহাতে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি ছিল না। যদি তাহা প্রবৃত্তি-সত্ত্বে পাপ বা কোনরূপ অপরাধ হইত, তাহা হইলে মৃত্যুকালে বৈষ্ণবের ঔদ্ধত্য বা বিষ্ণুপার্ষদ-গণের লক্ষ-লাভ হইত না। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি-রূপ অপরাধ থাকিলে নামাভাস কখনই সম্ভব নহে; কারণ, অপরাধশূন্য নাম—নামাভাস। বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করার ফলে অজামিলের ভগবৎ-পার্ষদগণের সাক্ষাৎকার সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুত্রের নামোচ্চারণে অর্থাৎ নারায়ণ-নামক পুত্রের সহিত অভিন্নভাবে যে শ্রীভগবন্নামের

উচ্চারণে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বপাপবিনাশ ও তৎপরে পুনঃ পুনঃ পুত্র নারায়ণের নামোচ্চারণের দ্বারা বাসনা-পর্য্যন্ত অর্পিত হইয়াছিল। প্রথম উচ্চারণে পাপ দূর হইল, তৎপরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে পাপবীজ ও অপরাধ নষ্ট হইল। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিতেছেন,—

"অয়ত্নেন মাপনষ্টে কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ব্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥"

(শ্রীভা ৬।২।১৩)

যেহেতু, এই অজামিল মুমূর্ষাকালেও ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহার বাসনা পর্য্যন্ত ও অপরাধ-পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা ইঁহাকে যমলোকে অপনীত করিও না। এতৎপূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে,—

"অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥
এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥"

(শ্রীভা ৬।২।৭-৮)

অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটি কোটি জন্মের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি পুত্রস্নেহ-বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে, মোক্ষপ্রাপ্তিরও উপায়স্বরূপ পরমমঙ্গলময় শ্রীহরির নামাভাস উচ্চারণ করিয়াছেন। এই অজামিল পূর্ব্বেও অর্থাৎ নামকরণাদি-সময়েও পুত্রকে "বৎস নারায়ণ! তুমি তোমার মাতার কোল হইতে আমার নিকট এস"—("আয় নারায়ণ! আমার কোলে আয়।" এইরূপ অপভ্রংশ-ভাষায়) ঐরূপভাবে পুত্রের নামের সহিত অভিন্নভাবে নারায়ণ-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই পাপীর অশেষ-জন্মার্জ্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। চতুরক্ষর নারায়ণ-নামের এক-দুই অক্ষরেই সমস্ত পাতকের বিনাশ হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,—'যদা পূর্ব্বনামকরণাদি-সময়েঽপি—হে নারায়ণ! আয়ুষ্মদ্ভাবহেতবে মদাজ্ঞয়াগচ্ছেত্যাদ্যংশেঽপ্যাদরাণি জগাদ তদৈবাঘনিষ্কৃতং কৃতমভূদিত্যর্থঃ। চতুরক্ষরমিতি নারায়ণনাম্ন এক-দ্ব্যক্ষরেণাপি সর্ব্বপাতকনাশো জ্ঞাপিতো ভবেদিতি ভাবঃ।" (শ্রীভা ৬।২।৮ শ্লোকের টীকা)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৯-১০ শ্লোকের বিস্তৃত টীকায় শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের অনুসরণে যে-সকল সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, সেই টীকারই কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ মূল টীকা দেখিয়া লইবেন।

"বলি, (নামাভাসে) পাতকের নাশ হউক (আপত্তি নাই অর্থাৎ পাপনাশ না-হয় হইল), কিন্তু ইচ্ছাকৃত যে-সকল অসংখ্য মহাপাতক সহস্র সহস্র প্রকারে আচরিত হইয়া আছে এবং যাহা কোটি কোটি দ্বাদশবার্ষিক-ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না, একটিমাত্র নামাভাসেই সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইতে পারে?"

পাপরাশি নির্ম্মূল করে বলিয়া ইহাই (অর্থাৎ এই নামোচ্চারণরূপ নামাভাসই) 'সুনিষ্কৃত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি নহে। এই সকল ব্রতাদির পাপবিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু পাপ নির্ম্মূল করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং ইহা ততদূর অবধি ফলজনক নহে। 'যতঃ' অর্থাৎ যে নামোচ্চারণহেতু 'তদ্বিষয়া' অর্থাৎ নামোচ্চারক পুরুষ-বিষয়ে "এই ব্যক্তি আমারই নিজজন, সর্ব্বপ্রকারেই ইহাকে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য,—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এতাদৃশী মতি হয়।"—শ্রীস্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ নিজনাম শুনিয়াই এবং নামোচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করিয়াই যখন তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তখন সেই নামোচ্চারক পুরুষের নিজসেবা বলিয়া যে বিষ্ণুবিষয়িণী মতি হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যমদূত-গণের নিকট অজামিলের তাৎকালিক নামোচ্চারণকে সর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি ব্যাপারে শত শত বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্বপাপনাশ হইয়াছিল, আর তৎপরে অন্যান্য যে-সব 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণ হইয়াছিল, উহা ভক্তির সাধকই

হইয়াছিল, এইরূপ ভাবেও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। পূর্ব্বশ্লোকে 'ব্যাজহার', এই অতীতকালের নির্দ্দেশ থাকায় প্রথমবারে উচ্চারিত নামকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা উক্ত হইয়াছে। 'বিবশ'-পদে 'পুত্রস্নেহবিবশ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যদি বল,—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেত্রাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিমকালেই নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে,—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না? তাহাও বলিতে পার না; কেননা, "সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকেই অশেষ-পাপনাশক বলিয়া জানেন।"—এই শ্লোকে 'অশেষ'-পদের উল্লেখ আছে; আরও, "বর্ত্তমানকালে যে পাপ করা হইতেছে, অতীতকালে যে পাপ করা হইয়াছে ও ভবিষ্যৎকালে যে পাপ করা হইবে, সমস্ত পাপই শ্রীগোবিন্দের নাম-কীর্ত্তনরূপ অনলপ্রভাবে আশু দগ্ধ হইয়া যায়।" "যে নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়।"—এস্থলে 'সংসার'-শব্দের প্রয়োগ বর্ত্তমান এবং "হে বিষ্ণুর, ইহা অতীব আশ্চর্য্য যে, যে ব্যক্তি-ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবে, সে এখনই ভববন্ধন পরিত্যাগ করিবে (মুক্ত হইবে)" ইত্যাদি-স্থলে 'বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; সেই সেই স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম-গ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপবাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়,—বুঝিতে হইবে, সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদ্গমের পুনঃ সম্ভাবনা নাই। যদি বল, 'তাহা হইলে প্রথম নামগ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন না, প্রত্যুত পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেইসকল পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন?' তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-গণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম-করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন সুকৃতদুষ্কৃত ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপাটিত-দন্ত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই। অথবা, মন্ত্রান্তরেরও (বহির্মুখশাস্ত্রের মতও) একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্‌ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য; অন্যথা, নামে স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়; যথা "হরিনামে সেইরূপ অর্থবাদ ও কল্পনা—মহাপরাধ", পদ্মপুরাণে উল্লিখিত এই নামাপরাধ-প্রসঙ্গে "সপ্তমুখে নামের নিকট অপরাধ-হেতু জীব অধঃপতিত হয়", এবং "যে ব্যক্তি হরিনামের অর্থবাদ কল্পনা করে, সকল মনুষ্যের মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়" এবং "যে মানব আমার নামকীর্ত্তনের বিবিধ ফল শুনিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হয় না, অথচ তাহাকে সামান্য অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, সংসারের নানাবিধ ঘোরতর দুঃখে ক্লিষ্টদের সেই ব্যক্তিকে আমি এই জগতে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করি।"—ইত্যাদি নামমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতেও বহু বচন দৃষ্ট হয়। যাহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে 'অর্থবাদ' বলে, তাহাদের নরকভোগের আর ক্ষয় হয় না। পদ্মপুরাণ ও ব্রাহ্মায়ন-সংহিতাদিতে এইরূপ সহস্র সহস্র বচনে নামাপরাধীর অধঃপাতই ঘটে, জানা যায়। অতএব বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিৎ) বলিয়াছেন,—"(প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) লোক কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কদাচিৎ পাপ আচরণও করে; অতএব হস্তিস্নান-সদৃশ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে 'ব্যর্থ' বলিয়াই মনে করি।" এস্থলে পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ (প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া) প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও, (তিনি) ভক্তি-প্রসঙ্গে (সাধনকালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহাতে কোনই নিন্দা করেন নাই; আরও, অজামিল যেরূপ চতুরাক্ষর হইলেও নামাভাসপ্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নামগ্রহণ করিলেও শ্রীনামপ্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধপ্রভাবে ঘোরতর সংসার (-ক্লেশই) লাভ করেন। অতএব, নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে-অর্থবাদ বা অর্থকল্পনা করিলেও নামাপরাধী প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে,—এরূপ আশঙ্কাও করিতে হইবে না। অতএব ভগবানের নাম একবার উচ্চারিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পাপ সংহার

করিলেও "বৃক্ষ ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে". এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাধারণতঃ কিছু বিলম্বেই স্বীয় ফলচিহ্ন জগতে দেখাইয়া, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রমতেরও একেবারে উচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ফলচিহ্ন না দেখাইয়াই (নামে) অপরাধ-রহিত স্বীয় উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণকে নিজ বৈকুণ্ঠ-ধামে লইয়া যান,— এই সিদ্ধান্তটী জানাইলেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। "অতএবাজামিলস্তাদৃগপি পুত্রাপচারিতং 'নারায়ণ'-নাম গৃহ্ণন্,—

'প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ ব্রহ্মমন্ত্রপরায়ণাঃ।
সদ্যো নশ্যন্তি পাপৌঘা নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥'

ইতি পাদ্মে দেবহূতিস্তুত্যনুসারেণ (ভা ৫।৩।১২), 'জয়ামরণদশায়ামপি সকল-কল্মষনিবর্হণানি তব গুণকর্ম্ম-নামধেয়ানি' ইতি পঞ্চমোক্ত-সম্ভাবিতাপি-শব্দেন প্রথমনাম-গ্রহণাদেব ক্ষীণসর্ব্বপাপস্যাপি মরণে ব্রহ্মগ্রহণং তৎ-প্রশংসৈব প্রত্যুত। (শ্রীভঃ সঃ, ১৬২ অনুঃ)

অতএব অজামিল জীবদ্দশার অন্য সময়েও পুত্রের নামের সহিত অতিরিক্তভাবে 'নারায়ণ'-নাম গ্রহণ করায় প্রথমনাম-গ্রহণ-দ্বারাই সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ অজামিল প্রাণত্যাগকালে যে কেবল 'নারায়ণ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, জীবদ্দশার অন্য সময়েও 'নারায়ণ'-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম নাম গ্রহণ-দ্বারাই তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইলেও দেহত্যাগকালে যে নামগ্রহণ (নামাভাস) করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসাই শোনা যায়।

শ্রীস্কন্দপুরাণোক্ত শ্রীযোগসার-স্তবে শ্রীদেবহূতি বলিয়াছেন,—'প্রাণত্যাগকালে বা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম-স্মরণহেতু মানবগণের সর্ব্ববিধ পাপরাশি সদ্য বিনষ্ট হয়, সেই চিন্ময় ব্রহ্মকে প্রণাম করিতেছি।' এই স্তবানুসারে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বপদ্যস্থ 'জিহ্বামরণদশায়াং'ও সর্ব্বপাপ-বিনাশন আপনার (নামরূপ গুণলীলা ইত্যাদি) পক্ষে 'অপি' অর্থাৎ 'ও' শব্দের নির্দ্দেশানুসারে অজামিল প্রথমনামশ্রবণদ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তবে অজামিলের যে প্রথমনামগ্রহণে সর্ব্বপাপ-নিবৃত্তির পরও এবং অন্তকালে নামগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যস্থানে যে প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা পাপ বা অপরাধ নহে, ক্ষয়ার্থমাত্র।

'অপরাধের অভাবস্থলে অপরাধ-নাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না।'— এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে অজামিলের অপরাধক্ষয় হইয়াছিল বলিয়া অপরাধ-নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ নামের আবৃত্তির অপেক্ষা ছিল না; কিন্তু নামশ্রবণ করিয়াও যমদূতগণের সেরূপ ফল হয় নাই, তাহাদের পুনঃ পুনঃ নামের আবৃত্তির আবশ্যকতা ছিল। অজামিলের হৃদয় দৈন্যভারাক্রান্ত ছিল। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ থাকিলে হৃদয়ে দৈন্যের উদয় হয় না। আর দাম্ভিক অপরাধী ব্যক্তিগণকে বিষ্ণু-পার্ষদগণ কখনও দর্শন দান করেন না। শ্রীভগবৎপার্ষদচতুষ্টয় অন্তর্হিত হইলে অজামিল অত্যন্ত দৈন্যার্ত্তির সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥
অকুণ্ঠিতা ব্রিয়মাণস্য নাম্নি চেদ্ধরিণেশতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥
ক চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম-মঙ্গলম্॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে॥
বিমুচ্য তদ্ধিয়ং যদ্ধবিষ্ণ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥
মোচয়ে গুরুমাত্মানং যোষিন্ময়্যাত্মমায়য়া।
বিক্রীড়িতো যয়েবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবার্ভকঃ॥
মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
যাস্যে মনো ভগবতি তদ্গুণশ্রবণাদিভিঃ॥"

(শ্রীভা ৬।২।৩২-৩৮)

"দুর্ভাগ্য আমি—অধুনা অশেষপাপে কলুষিত; তথাপি পূর্ব্বসুকৃতিফলে আমার ভাগ্যে ঐ সদ্যোক্ত পুরুষচতুষ্টয়ের দর্শন লাভ ঘটিল। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হইল।

সেই পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিলে, এমন দুঃসময়ে আমার মত পাপাধিপতি অশুচি অবসন্নজনের জিহ্বা কি সেই 'বৈকুণ্ঠ'-নামের উচ্চারণে সমর্থ হইত?

কোথায় আমি—বঞ্চক, পাপী, ব্রাহ্মণঘ্ন-নাশক, নির্লজ্জ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের 'নারায়ণ'-নাম।

সেই মহাপাপী আমি এইবার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, যাহাতে আর এই মহা-মোহান্ধকার সংসারে মগ্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়-ভোগ-বাসনা, আর ঐ ভোগবাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভ কর্ম্মে আসক্তি,—ইহাই জীবের বন্ধন। এ বন্ধন আমি মোচন করিব; শ্রীহরির মায়াই রমণীরূপে আমাকে বন্দীভূত করিয়াছে; নতুবা আমি তাহারই হাতে বাঁধিয়া পরিচালিত হইয়া বন্দীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছি। এই মায়ার কবল হইতেও আমি মুক্ত হইব। সকল ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিব। সর্ব্বজীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হইব, আর সতত ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব। ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে ও হরীয়-জন-সঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে; আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ নহি, সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। এইবার আমি দেহাদিতে 'আমি'-'আমার'-বোধ ত্যাগ করিয়া তাঁহারই চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব।"

শ্রীঅজামিল শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে এরূপ সুদৃঢ় নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন এবং নামাভাসের ফলে সর্ব্ববন্ধ-বিমুক্ত হইয়া একান্ত ভজনের জন্য হরিদ্বারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় একটি দেবালয়ে উপনীত হইয়া শ্রীহরিতে ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সাধনকালে তিনি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ-চতুষ্টয়কে পুনরায় সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাদিগের শ্রীচরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাদের দর্শনলাভের পরেই অবিলম্বে শ্রীহরিদ্বারতীর্থে দেহত্যাগ করিয়া ভগবৎপার্ষদগণের স্বরূপ, অর্থাৎ সারূপ্যমুক্তি লাভ করিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুর কিঙ্করগণের সহিত স্বর্গবিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ-মার্গে শ্রীলক্ষ্মীপতির সমীপে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅজামিলের শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শনের পর পূর্ব্ব শরীরে অবস্থিতিতেও ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি ছিল, শ্রীভরতের মৃগশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় শ্রীনারায়ণাদি নাম-গ্রহণ করিয়াও দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-দেহ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এস্থলে একটি সন্দেহ হইতে পারে যে, 'অন্তিম-সময়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিবার পরও যদি দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, তবে শ্রীনামের ফলোদয় কিরূপে হইল? নামাভাসের দ্বারাই ত' মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ-গমন হইতে পারে?' ইহার সমাধান শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন,—"যদ্যু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীতানি শরীরান্তরপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধীনি সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রাপ্তিরেব; তাদৃশানাং হৃদি সদাস্তিত্বাৎ। এবমজামিলস্য পূর্ব্ব-শরীরাবস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণ সময়ে সকৃদুচ্চারিতানি নামভিরেব, কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ।" (শ্রীভঃ সঃ, ১৬১ অনুঃ)।

শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে মনুষ্যদেহলাভ (অভিপ্রায়-লাভ) হইয়াছিল, সেস্থলেও তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেই লাভ করিয়াছিলেন। যেহেতু, তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীভগবান্ আবির্ভূত রহিয়াছেন; নতুবা রাজা রহূগণের প্রতি পরমজ্ঞানোপদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইপ্রকার শ্রীঅজামিলের দেহত্যাগকালে নামাভাস হওয়ার পর ও শ্রীহরি-পার্ষদগণের দর্শনলাভের পরও পাঞ্চভৌতিক পূর্ব্বদেহ যতদিন ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে অনুক্ষণ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল; অতএব প্রয়াণকালে একবারমাত্র ভজনেই যে মৃত্যুর পরেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে, এবিষয়ে কখনই ব্যভিচার ঘটে না।

অপরে শ্রীঅজামিলের উদাহরণ অনুকরণ করিলে কিন্তু, নামাভাস হইবে না, তাহা নামবলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কেহ যদি মনে করেন,—'আমি সারাজীবন পাপ করিব, অবৈধস্ত্রীসঙ্গাদি করিব, আর মৃত্যুকালে একবার শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিব, তাহা হইলে আমারও অজামিলের ন্যায় নামাভাস ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে', অথবা কেহ যদি মনে করেন,—'আমি জগাই-মাধাই বা বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বজীবনের অনুকরণ করিয়া পরে ভগবদ্ভক্ত হইব', তাহা হইলে সেইরূপ বুদ্ধিটী নামের ভরসায় বা নামের বলে পাপ প্রভৃতি করিবার প্রবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। "এখন ত' পাপ চলুক, পরে নামের বলে উহা নষ্ট করিব অথবা নামাভাসের অভিনয় করিব ও তদ্দ্বারা পাপের ফল-ভোগটি কাটাইয়া দিব"—এইরূপ মনোভাব নামবলেপীপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হইতে উদ্ভিত। এইরূপ অপরাধীকে কখনই শ্রীনামপ্রভু কৃপা করেন না। এইরূপ অপরাধীর হৃদয় পাষাণ হইতেও অপরাধ-কঠিন হইয়া যায়। তাহার হৃদয়ে কখনও দৈন্যের উদ্রেক হয় না। তাহারা

কোনদিন মহতের দর্শন পায় না। জগাই-মাধাইর ন্যায় নিরপরাধ ভীষণ পাপীর অতিসহজে উদ্ধার আছে, অজামিলের ন্যায় নিরপরাধ অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গীর মুখে অনায়াসে নামাভাস ও তৎফলে বৈকুণ্ঠ-গমন সম্ভবপর, কিন্তু নামবলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণের কোটিজন্মেও নিস্তার নাই। আবার কেহ যদি অজামিলের আদর্শের অনুকরণে করিয়া মনে করে, 'গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নামকীর্তনাদির দ্বারাই ত মঙ্গললাভ হইতে পারে', তবে সেইরূপ ব্যক্তিও গুর্ব্বজ্ঞালঙ্ঘনরূপ মহাপরাধ-হেতু ভগবান্‌কে কোনদিনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। এসম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর (শ্রীভা ৬।২।৯-১০) বলিয়াছেন,—

"অনাশ্রিতগুরোরপ্যজামিলস্য যথৈব ভগবৎপ্রাপ্তি-র্দৃষ্টা এব তস্মাদিহমস্য ব্যবস্থা,—যে গো-গর্দ্দভাদির ইব বিষয়ভোগেন্দ্রিয়াদি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদি-দীক্ষা গৃহীতহরিনামস্যাজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরু-ত্বেনাপি ভগবত্প্রাপকত্বাৎ। হরির্গুরুর্নৃণাং ত্বং, ভজনং তৎ-প্রাপকমেব, তদুপদেষ্টা গুরুরেব, গুরুপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি 'নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।' ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন চ কিন্তু যে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব যে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্য গুর্ব্বজ্ঞালঙ্ঘন মহাপরাধা-দেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু তস্যৈবেহ জন্মনি জন্মান্তরে বা জপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি। দেবতান্তর-ভক্তানাং পাপাপরাধয়োঃ কর্ম্মিণা-দিব ব্যবস্থেত্যেকে। ভক্তিদেব্যা আশ্রয়-সামান্যাভাবা-ত্তত্ত্বোঽপি তে ন্যূনকক্ষায়াং নিবিষ্টা ইত্যপরে; যদুক্তং,—'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।' ইতি। যে তু কেবলমপরাধিন এব তেষাং নৈগোদ্ধারঃ। যদুক্তং,—"জানন্নহং দ্বিষতঃ..... যান্যোনিষু গচ্ছেয়ু ।"

দেখা যায়, গুরুচরণাশ্রিত না হইয়াই অজামিলের অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; অতএব এস্থলে এই ব্যবস্থা সঙ্গত—"যাহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়সুখেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান্ কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে?'—ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি নামাভাস-রীত্যবলম্বনে অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নিরপরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীতও তাঁহাদের উদ্ধার হইবে।" "হরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরুপদিষ্ট ব্যক্তিগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন।"—এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনামমহামন্ত্র দীক্ষা বা অন্য সংকার্য্য কিংবা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করেন'—এই প্রমাণ-দর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নামকীর্ত্তনাদি-দ্বারাই ত আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে (হইতে পারে)'—এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ব্বজ্ঞালঙ্ঘনরূপ মহাপরাধহেতু ভগবান্‌কে কোনদিনই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেইজন্মেই কিংবা পরজন্মেই সেই অপরাধক্ষয়ের পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত হইলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে, অন্য দেবতার ভক্তগণের পাপ ও অপরাধসম্বন্ধে কর্ম্মিগণের ন্যায়ই ব্যবস্থা, আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে, ভক্তিদেবীর যৎসামান্য আশ্রয়ও গ্রহণ না করায় তাহারা কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও ন্যূনস্তরে অবস্থিত; যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা অন্য দেবতার ভজন করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপক বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক) আমারই পূজা করিয়া থাকেন।' 'আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—এইতত্ত্বজ্ঞানাভাববশে যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা অধঃপতিত হয় অর্থাৎ সংসারে আগমন করে।' আর যাহারা কেবলই অপরাধী, তাহাদের কিছুতেই উদ্ধার নাই; যথা শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য—"দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রূরস্বভাব নরাধমদিগকে আমি এই জন্মমৃত্যুমার্গ-সংসারমধ্যে আসুরী যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়গণ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে পাইতে অসমর্থ হইয়া তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হয়।"

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতির বেষাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আশ্রমিগণের বেষ ও কৃত্যাদি-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আশ্রমীর বেষের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

"দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষ-ব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।"
(শ্রীভা ১১।১৭।২২-২৩)

দ্বিজ অর্থাৎ বৈবর্ণিক পুরুষ গর্ভাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া আচার্য্য-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদ পাঠ করিবেন। তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষসূত্র, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু ও কুশ ধারণ করিবেন।

অন্যত্র শ্রীনারদ ব্রহ্মচারিগণের বেষ ও কৃত্যাদি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥
মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্।
বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ ক্রতুপাণির্যথোদিতম্॥"
(শ্রীভা ৭।১২।১, ৪)

জিতেন্দ্রিয়, প্রণত ও শ্রীগুরুদেবে দৃঢ়প্রেম হইয়া ব্রহ্মচারী দাসবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের হিতাচরণ-পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিবেন। তিনি যথাবিহিত মেখলা, মৃগচর্ম্ম, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, উপবীত ও হস্তে কুশ ধারণ করিবেন।

ব্রহ্মচারী জটী (জটাধারী) ও মুণ্ডী (মুণ্ডিতমস্তক) উভয়বিধ হইতে পারেন। যথা শ্রীবিষ্ণুসংহিতায়,—

"অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ, গুরৌ প্রিয়হিতাচরণং মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্; ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্।"

অর্থাৎ গুরুকুলে বাস, গুরুর প্রিয় ও হিতাচরণ, মেখলা, দণ্ড, অজিন ও উপবীত-ধারণ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। তিনি মুণ্ডিতমস্তক অথবা জটাধারীও হইতে পারেন।

'মেখলা'-সম্বন্ধে শ্রীযমসংহিতা বলেন, "মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।" অর্থাৎ বিপ্রের মৌঞ্জী মেখলা ত্রিগুণযুক্তা, সমা ও শ্লক্ষ্ণা হইবে। 'অজিন'-সম্বন্ধে অমর-কোষের উক্তি এইরূপ,—"ব্রহ্মচার্য্যাদিধার্য্যাজকৃষ্ণসারাদিবক্ত্রম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মচারি-প্রভৃতির ধারণীয় কৃষ্ণসারাদি মৃগচর্ম্ম। 'দণ্ড'-সম্বন্ধে গৌতম-সংহিতার উক্তি এই,— "বৈল্বপালাশৌ ব্রাহ্মণস্য।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিল্ব বা পলাশনির্ম্মিত দণ্ড হইবে।

শ্রীবিষ্ণুসংহিতার অষ্টম পঞ্চকল্পায় ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি—এই তিন আশ্রমীদিগের বেষাদিসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়—"অথ ত্রিষু আশ্রমেষু, পঞ্চকল্পাঃ কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ।" ত্রিবিধ আশ্রমে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যিনি বিধিবদ্ধানিবৃত্ত হইবেন, তিনি কৌপীনের আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র মাত্র ধারণ করিবেন।

শ্রীব্যাস-সংহিতায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কর্তৃক অনুগৃহীত ব্রহ্মচারীর বেষ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে,—"বিভৃয়াদক্ত-কৌপীনোপবীতাজিনমেখলাঃ।" ব্রহ্মচারী দণ্ড, কৌপীন, উপবীত, অজিন ও মেখলা ধারণ করিবেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে ব্রহ্মচারীর বেষাদি-লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়,—

"ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং,বনবাসরতো ভবেৎ।
যজ্ঞোপবীতী শান্তাত্মা কুশপাণিঃ সমাহিতঃ।
ঔতকাষায়বসনো ভস্মাঙ্গস্নু-ত্বগুত্তরঃ।
একবাসোঽথবা বিদ্বান্ কৌপীনাচ্ছাদনোঽপি বা।
কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ॥"
(শ্রীপদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৩১শ অধ্যায়)

ব্রহ্মচারী নিত্য বনবাসী হইবেন; তিনি যজ্ঞোপবীত ও হস্তে কুশ ধারণ করিবেন এবং শান্তচিত্ত ও সমাধিযুক্ত থাকিবেন। তিনি ঔতক কাষায়বসন পরিধান করিবেন এবং তাঁহার শরীরের রোম-সমূহ ভস্মাচ্ছন্ন থাকিবে। তিনি ত্বগুত্তরীয় হইবেন এবং এক-বস্ত্র অথবা কৌপীনাচ্ছাদনযুক্ত থাকিবেন। তিনি কাষায়বসন পরিবেন এবং নিরন্তর ধ্যানযোগযুক্ত থাকিবেন।

এই কৌপীন ও আচ্ছাদন-বাস সম্বন্ধে শ্রীভা ১১।১৮।১৫-১৬শ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিয়াছেন,—"পরং কৌপীনাদন্যদ্বাসো যাবদ্বিভূমিচ্ছতি, তর্হি কৌপীন-মাচ্ছাদয়তে দ্বাবস্তা তাবন্মাত্রমেব।" যদি কেহ কৌপীন ব্যতীত অন্য বাস ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যতখানি বস্ত্র-দ্বারা কৌপীন আচ্ছাদন করা যায়, ততখানি-মাত্র বসন পরিধান করিবেন।

অতএব সন্ন্যাসিগণের বেষ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বিভূয়াদ্বেণুনির্দণ্ডং কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
তাবদ্যথা ন লুপ্যেরন্নঙ্গ কিঞ্চিদনাপদি॥"

(শ্রীভা ১১।১৮।১৫)

সন্ন্যাসী যদি কৌপীনাতিরিক্ত বস্ত্র-ধারণে ইচ্ছুক হন, তাহা-হইলে যে-পরিমাণ বস্ত্রে কৌপীন-মাত্র আচ্ছাদিত হয়, তৎ-পরিমিত বস্ত্রই ধারণ করিবেন। আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য কোন পূর্ণ-পরিচ্ছদ বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীবীর-রাঘবাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—"তথাহি স্মর্য্যতে দক্ষ-বৃহস্পতিভ্যাম্—

"মেখলাজিন-দণ্ডেন ব্রহ্মচারীতি লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো যষ্টি-বেদাদ্যৈর্নখরোমধরস্ত্রয়ী।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চেত্ত লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্॥"

দক্ষ ও বৃহস্পতি স্মৃতিতে এইরূপ বিধি দিয়াছেন—ব্রহ্মচারীর চিহ্ন-স্বরূপ মেখলা, অজিন ও দণ্ড থাকিবে; গৃহস্থের যষ্টি (লাঠি) ও বেদাদি গ্রন্থ থাকিবে; বানপ্রস্থের নখ, কেশ ও রোমাদি থাকিবে। ত্রিদণ্ড-দ্বারা চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী লক্ষিত হইবেন। চারি আশ্রমীর উক্ত পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবামনদেবের ব্রহ্মচারি-বেষবর্ণনে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ততোপনীয়মানস্য সাবিত্র্যা সবিতাঽঽত্মবীৎ।
বৃহস্পতির্ভগবতো বেদমারাদধার্থ হ॥
কৃষ্ণাজিনং ভূমিদেবঃ সোমো বনস্পতিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দৌরুক্তং বাসসঃ পতেঃ॥"

(শ্রীভা ৮।১৮।১৪-১৫)

সেই শ্রীবামনদেবের উপনয়নকালে স্বয়ং সূর্য্যদেব সাবিত্রী-উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র ও কমণ্ডলু বেষণা প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি-চন্দ্র দণ্ড, মাতা শ্রীঅদিতিদেবী কৌপীন ও আচ্ছাদন-বসন এবং স্বর্গ জগৎপতির ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে ব্রহ্মচারীর বাসাদি-সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"দণ্ডী চ মেখলী সূত্রী কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ।
ভিক্ষাচারী ব্রহ্মচারী স্বাশ্রমে নিবসন্ সুখম্॥
কার্পাসমুপবীতার্থং নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিবৃৎসূত্রং কৌপং বা পট্টসেব বা॥
সদোপবীতী চৈবাঽঽসং সদা বহ্নিগুরো দ্বিজঃ।
অন্যথা যৎ কৃতং কর্ম্ম তদ্ ভবত্যফলা-কৃতম্॥
বসেদবিকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমচ্ছিদ্রমূর্জ্জিতম্॥
উত্তরন্তু সমাখ্যাতং বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
অভাবে দিব্যমজিনং রৌরবং বা বিধীয়তে॥"

(শ্রীকূর্ম্ম-পূঃ ১২।৮-৯)

বানপ্রস্থ বা বনবাসী ব্রহ্মচারী নিষ্প্রয়াসে সুখে বাস করিয়া ভিক্ষা করিবেন; তিনি দণ্ড, মেখলা, যজ্ঞ-সূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবেন। আদিতে ব্রহ্মা উপবীতের নিমিত্ত কার্পাস-নির্ম্মিত সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী-দিগের কুশ-নির্ম্মিত ত্রিগুণ মেখলাদি বস্ত্র থাকিবে। দ্বিজ ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিবেন এবং শিখা বাঁধিয়া রাখিবেন; অন্যথা, তাঁহার সমুদয় কৃত কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। তিনি শুদ্ধ-কার্পাস বা কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন। সেই পরিধানীয় বস্ত্র শুভ্র, ছিদ্রহীন ও উত্তম হইবে। পরবর্ত্তী কৃষ্ণাজিনই মঙ্গলপ্রদ বসন বলিয়া বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণাজিনের অভাবে সুন্দর রুরুমৃগ-চর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বানপ্রস্থের বেষাদি-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে,—

"কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্ গুরুঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিষবণ্যাম্ভসি স্নিয়ন্॥"

(শ্রীভা ৭।১২।২১)

(বানপ্রস্থাশ্রমী) জটাধারী হইয়া কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু ও শরীরের মল এবং কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, বল্কল ও অগ্নি-পরিচ্ছদ (স্রুক্-স্রুবাদি) ধারণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৩।৪) যতির বেষাদি—

"বিভৃয়াদ্ বাসসী বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দিদ্যাদ্ভাবেষ্টং কিঞ্চিদন্যাপদি॥"

যতি যদি বসন ধারণ করেন, তবে একমাত্র কৌপীনাচ্ছাদন ধারণ করিবেন। আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সন্ন্যাস-চিহ্ন দণ্ডাদি ব্যতীত অন্য পূর্ব্ব ত্যক্ত কোন কিছু ধারণ করিবেন না।

অন্যত্র ব্রহ্মচারীর বেষ-ধারণে উক্তি,—

"মেখলাজিনদণ্ডং বাপ্যেচ্ছেচ্চ প্রযতঃ।
অন্তঃশায়ী ভবেদ্বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥"

(লক্ষ্মসংহিতা, ৩য় অঃ ১৩)

ব্রহ্মচারী সংযতচিত্তে যত্নসহকারে মেখলা, অজিন ও দণ্ড ধারণ করিবেন। তিনি নিষ্ঠাই ভূমিতে (পর্য্যঙ্কাদিতে নহে) শয়ন করিবেন।

দক্ষসংহিতায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতির বেষাদি-সম্বন্ধে উক্তি,—

"মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্বল্কলোত্তরীয়বান্।
ত্রিদণ্ডেনৈব যতিশ্চৈব ভিক্ষুরপি পৃথক্ পৃথক্॥"

(দক্ষসংহিতা, ১ম অঃ ১২-১৩)

মেখলা, অজিন ও দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী, দেবযজন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থ, বল্কলোত্তরীয়দ্বারা বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডধারী যতি নির্ণীত হন;—এইসমস্ত আশ্রম-চতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ।

ব্রহ্মচারি-পরাশর গৃহস্থ বিপ্রের ত্রিকচ্ছ-বসন-পরিধান বিধেয়—

"বামেংসদেশে তথা নাভৌ কক্ষাত্রয়মুদাহৃতম্।
এতিঃ কক্ষৈঃ পরিবৃতো যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ॥"

(স্মৃতি-বাক্য)

বামস্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও নাভিতে—এই তিন স্থান কক্ষাত্রয় কথিত হয়। এই তিন কক্ষে যে ব্রাহ্মণ বস্ত্র পরিধান করেন, তিনিই শুচি বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হন।

একমাত্র গৃহস্থের কক্ষ-লম্বযুক্ত বসন-পরিধান বিহিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থ-লীলায় ত্রিকচ্ছ-বসন-পরিধানের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা বিবাহ-কালে,—

"দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কন্যা দিলেন শ্রীবদনে॥"

(শ্রীচৈঃ ভা, আদি ১৪।১৩০)

বিদ্যাবিলাস-লীলায়—

"ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল॥"

(ঐ, মধ্য ৯।১৭০)

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ কাজি-দলনে যাত্রাকালে—

"যজ্ঞসূত্র ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
কপায় ধূসর শ্রীভুজ কমল-নয়ন॥"

(ঐ, মধ্য ২৩।২৪৯)

সমস্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থের মেখলা ও অজিন অথবা কাষায়-বস্ত্রের কৌপীন ও তদাবরক বহির্ব্বাস-ধারণের বিধি পরিলক্ষিত হয়। বিদণ্ড ও কমণ্ডলু ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ—উভয়েই ধারণ করেন। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীও কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করেন; তবে তিনি ত্রিদণ্ড ধারণ করেন, কেবল বিদণ্ডমাত্র নহে। এই ত্রিদণ্ড-ধারণই যতির বিশেষ লক্ষণ; যথা শাণ্ডিল্যে,—

"দণ্ডানি ত্রীণি সম্ভৃত্য ধারয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
লিঙ্গঞ্চ বৈষ্ণবং তেষাং ত্রিদণ্ডং সপবিত্রকম্।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চেতি লক্ষণং বৈ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

(শ্রীভা ১১।১৮।১৫শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা)

দণ্ডত্রয় একত্র করিয়া বিধিপূর্ব্বক ধারণ করিবেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবচিহ্ন ও যজ্ঞসূত্র-সহিত ত্রিদণ্ড থাকিবে। শ্রুতিতে ত্রিদণ্ডের দ্বারা যতির লক্ষণ কথিত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলেন—"পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষধারণ। মুকুন্দসেবার হয় লক্ষার ভারণ॥" অর্থাৎ পরাত্মনিষ্ঠা নিবেদ-পূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই বেষগ্রহণের তাৎপর্য্য।

যাঁহারা শরণাগতি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অভাব-সঙ্কোচ অর্থাৎ 'যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ' বলিয়া একটি বৃত্তি উদিত হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরমার্থিগণের পক্ষে অভাব-

সঙ্কোচের অত্যাবশ্যকতা জানাইয়াছেন। 'সাধুবৃত্তি'-প্রবন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"কেহ বেহ কেবল অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেষ স্বীকার করেন। যথা শ্রীসনাতনের চরিতে (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।৭৮,৮১)—

তবে বিপ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা॥
সনাতন কহে—'আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র মিলিব?

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ— (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২০।৯২)

তিন মুদ্রার ছোট গাঁথ, মধুকরী-আস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"

ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মসত্ত্ব ও সন্ন্যাসী বেষের অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেষ স্বীকার করিবেন, বৈষ্ণব-গৃহস্থও সেইরূপ বিলাসী হইবেন না বা কৃপণতা করিয়া অর্থপিশাচ হইবার জন্য গৃহস্থালি-পর্ণের অবৈধ অনুকরণ করিবেন না। বিলাসিতা ও কৃপণতা—উভয়ই ভোগ-বুদ্ধি ও ভক্তির প্রতিকূল। বৈষ্ণব-গৃহস্থের হৃদয়-সন্ন্যাসই আদরণীয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সাধু-বৃত্তি'-প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"আবার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয়। প্রভু-বাক্য যথা,— (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮০)

"গৃহস্থ হঞা নহে যার ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥'

প্রকৃত শ্রদ্ধালুদিগের কাষায়-বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহা হইলেও সম্প্রদায়ের কোন কোন সেবা-কার্য্যের জন্য এবং পাকোপাসনা-মূলক বর্ণাশ্রমাভিমানিগণ যাহাতে ভক্তি-সাধকগণকে উৎপথগামী মনে করিয়া তাঁহাদের অকল্যাণ-সাধন না করে, এজন্য শ্রদ্ধালু ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডি প্রভৃতি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করেন। নতুবা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবানের কাষায়-বস্ত্র-পরিধানের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

সম্প্রদায়ের সেবার জন্য যাঁহাদিগকে বৈষয়িক কার্য্যাদি করিতে হয়, তাঁহারা 'ব্রহ্মচারী' পদবী ব্যবহার না করিয়া সম্প্রদায়স্থ নিয়ামকের আনুগত্যে ভক্তিমূলক কোনও পদবী ব্যবহার করিতে পারেন এবং কাষায়-বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেত-বস্ত্রও পরিধান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা অন্তর্নিষ্ঠা হইতে যাহাতে বিচ্যুত না হন, তদ্বিষয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ সতর্কদৃষ্টি রাখিবেন। তবে লৌকিক 'কোমল-শ্রদ্ধ' বিষয়িগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সাধু-করী-ভিক্ষা-সংগ্রহাদি কার্য্য বৈষয়িক কার্য্য নহে। রজস্তমোগুণতাড়িত, অন্তরে শ্রদ্ধাহীন, জড়াভিনিবেশ ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ বাহ্যাড়ম্বরকেই সাধুত্বের বেষ বলিয়া মনে করে। ইহারা অন্তর শ্রীগুরুবর্গের বাণীর বিরোধী, অবিশ্বাসী, সংশয়-যুক্ত ও বিপরীত-ধারণায় অভি-নিবিষ্ট। ইহারা 'সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য'—এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইহাদের হৃদয়-গ্রন্থি এইরূপ অসদ্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা-দ্বারা জটিল হইয়াছে যে, তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীকে অভ্রান্ত বাস্তব-সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। জ্ঞান-লবদুর্ব্বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের এইরূপ চিত্তবৃত্তি কোনও পূর্ণ গুরুর শুশ্রূষার পরিপন্থক। আর যাঁহারা নামে মাত্র মঠে বাস ও বাহিরে ভক্তির অভিনয় করেন অথবা ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মার্পণ-দ্বারা ভক্তি-যাজনের অভিনয়কারী হন, তাঁহারাও ভক্তির দ্বার-পর্য্যন্ত মাত্র যাইতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষাদ্ভক্তিদেবীর চরণাম্বুজ একমাত্র মুরতের বিশেষ কৃপাদ্বারাই লক্ষিত হইতে পারে। নতুবা তাঁহাদের কখন ভক্তিস্তম্ভ হয়, কখনও বা তাঁহারা ভক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ২০শে মাঘ (১৩৫০) পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ দ্বিমাস কাল ভাগলপুরে গাঙ্গটটে অবস্থানের পর উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে বৃথা ক্রমে মাহেষপল্ল ও রাজমহল-নামক স্থানে কতিপয় দিবস ভজনানন্দে যাপন করেন। অতঃপর নৌকাযোগে শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের লীলাক্ষেত্র শ্রীপাট খেতুরীর সন্নিকটস্থ প্রেমতলীতে শুভাগমন করেন। তথা হইতে গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, কাশিয়ানি প্রভৃতি স্থানে পদধূলি অর্পণ ও তত্তৎস্থানস্থ ভক্তজনগণকে কৃতার্থ করিয়া সম্প্রতি তথায় পূর্ব্বলীলাস্থলী যমুনানিংহে-জেলাস্থিত মজিদপুরে শুভবিজয়পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতেছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি ভক্তমণ্ডলীর জন্য কৃপাপূর্ব্বক যে-সমস্ত উপদেশবাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৈনন্দিন ঘটনাবলী-সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"১৮ই পৌষ, ৩রা জানুয়ারী, সোমবার—শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে শ্রীমায়াপুর হইতে প্রেরিত শ্রীধামোৎপন্ন সেবোপকরণ উপস্থিত করিলে তিনি অন্যান্য দ্রব্য সমস্ত রাখিয়া দিয়া তাহাই যথাবিধি অত্যন্ত যত্নের সহিত রন্ধন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম শ্রীবিগ্রহগণকে ভোগ দিয়া প্রসাদ-সম্মান করেন।"

"২০শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, বুধবার—শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ সবিলাস ক্রন্দন ও অত্যন্ত আত্মবৈশ্য-সহকারে বলিতে লাগিলেন,—'বৃথা জন্ম গেল তা'র।' হরি! এই জন্মেই ভাল করিয়া দাও,—এই পশুকে ভাল করিয়া লও। 'বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান, সদাই করম-ফাঁসে বান্ধে।' এই ত' কর্ম্মফাঁসে বাঁধিতেছে, এখন তারণের লেশ কোথায় পাইবে? 'বৃথা জন্ম গেল তা'র।' ভাল জন্ম কোথায় পাইব? এ চঞ্চলকে কে রক্ষা করে? 'পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পুশিব। গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব?' আর উপায় দেখি না, তারণের লেশ দেখি না। 'সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়।' কোন উপায় করিলে না, তবে এখন কি হইবে? আনন্দ নাই। অসৎসঙ্গের মধ্যে আনন্দ কি করিয়া থাকে? নিত্যানন্দ নাই, আনন্দ কোথা হইতে আসিবে?"

২১ মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, রবিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"কলিকালে গঙ্গার মাহাত্ম্য, তুলসীর মাহাত্ম্য থাকিবে না, কেহ কাহাকেও মানিবে না, বেদ-বিধি পালন করিবে না। 'ব্রজগোরীর বদনে যদি চুয়া-চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলায় কণে হেরি' মুখচন্দ্র॥' আমি তাহা দেখি না, আমি দেখি বৈরাগীর 'বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।' যতদিন তাঁহার কৃপা না হয়, ততদিন হয় না, ততদিন কেবল এইটা, সেইটা—কেবল বুরাবুরি; অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে পথ ঠিক হয়।"

১৮ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, শনিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"এই পথ বড় দুরাচার।' এই পথটাকে ভাল করিবে কে? কাম থাকিতে প্রেম হয় না; ব্রজগোপীর ভাব হয় না। 'দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে রূপমঞ্জরী, সুরুদ্ধ যাইতে পারে না।' কৃষ্ণকে চুয়া-চন্দন দিবে কে? গোপী না হইলে অন্য কেহ দিতে পারে না। চুয়া-চন্দন দেয় ব্রজবালা।"

"কৃপা চাও! কাঁদিলে ত' কৃপা আসিবে। কাঁদে কই? প্রেম-কাঁদা কাঁদিলে ত' পাইবে। 'মুখে বলি হরি, কাজে অসত করি, প্রেমবারি চোখে এলো না'।"

২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রায় আড়াই মাসের অবস্থানের পর ভাগলপুর ত্যাগ করেন। পূর্ব্বদিন তিনি দুইটী নৌকা ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রেরিত সেবোপকরণ কৃপাপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীধামের দ্রব্যাদি তিনি সর্ব্বদা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন।

ঐ দিন অতি প্রত্যূষে তাঁবু খুলিয়া নৌকায় উঠাইতে আদেশ করেন। সমস্ত মালপত্র নৌকায় উঠান হইলে অপরাহ্ণ প্রায় দুই ঘটিকার সময় নৌকা ছাড়া হয়। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় কড়ুয়া-গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে নৌকা নোঙ্গর করে। তথায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ

রাত্রিতে রন্ধন করিয়া প্রসাদ সেবন করেন। তথা হইতে খুব ভোরে নৌকা ছাড়িয়া ২১শে মাঘ, শুক্রবার অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় সাহেবগঞ্জ-গঙ্গালিয়াঘাটে পৌঁছান। সেখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ২৮শে মাঘ পর্য্যন্ত ৮ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘাটটী এ্যাণ্ড সাহেবের। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ প্রথমে সেখানে তাঁবু করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রভাবে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া নানাভাবে তাঁহার সেবার জন্য চেষ্টিত হন।

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ সাহেবগঞ্জ হইতে রাজমহলে শুভযাত্রা করিলেন। তাঁহার একেবারে শ্রীপাট খেতুরের নিকটস্থ গোরাগাড়ী-ঘাটে আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গোরাগাড়ী-ঘাট পর্য্যন্ত নৌকা পাওয়া না যাওয়ায় রাজমহল পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া করা হইয়াছিল। ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১ ঘটিকার সময় নৌকা ছাড়িয়া অপরাহ্ণ প্রায় ৫৪ ঘটিকার সময় রাজমহল-সিংহী-দুরজাঘাটে পৌঁছায়। রাজমহলে অবতরণ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ রাত্রে অন্ন রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়াছিলেন। তিনি ৪ঠা ফাল্গুন পর্য্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক রাজমহলে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৩০শে মাঘ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া রাজমহলের অনেক ডাক্তার ভদ্রলোকের পরিচয়ের উত্তরে নিম্নলিখিত হরিকথা বলেন,—

ডাক্তার—আপনি কি ৺ পরমহংসকে দেখিয়াছেন?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—দেখিতে পাই, চিনি না। আমি মায়াপুর জানি, আর কোনটা জানি না। ৺ ৺ ৺ নকুল, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

ডাঃ—সকলেই যদি চলিয়া যায়, তবে দুইজনের কি দরকার? আর সকলে চলিয়াই বা কোথায় যায়?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—নকুল, অর্জ্জুন, সকলেই আছে, তবে আমাদের চক্ষের অগোচরে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, নকুল-অর্জ্জুন সেখানে; আর নকুল-অর্জ্জুন যেখানে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আছেন।

ডাঃ—তাঁহারা চক্ষের অগোচরে আছেন, তাহা আমরা কিরূপে জানিব?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—জানায় না, জানিতে দেয়ও না। ইহাই তাঁহার লীলা।

ডাঃ—মন কি দুইটী—একটি বলে, আর একটি কাজ করে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—মন একটা—মায়ার বশীভূত ও অবশীভূত মন।

ডাঃ—ইন্দ্রিয়গুলি যত অনুবিধার কারণ, আবার ইন্দ্রিয়-গুলি পরিত্যাগ করিলে কি প্রকারে হরিভজন হইবে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—'তুমিও গোবিন্দ-রব, আপনি পলা'বে সব।' দেখি এখন কোন্ রব আসে? তুমি ত' এখন বাড়ীতে গিয়া স্নান ও খাওয়া-দাওয়া করিয়া আনন্দ করিবে। আর আমার এখানে কি আছে? মায়াতে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

ডাঃ—তবে কি এইটাও (শ্রীল বাবাজী মহারাজের লীলা) সংসার? এখানেও কি নিরানন্দ আছে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—এখানে নিরানন্দ, ভজিলে গৌর-নিতাই, পাইবে আনন্দ। আমার এইটি নিত্যসংসার, আর তোমার মায়ার সংসার। শিশু যেমন দুধের মধ্যে হাসে, কাঁদে, তোমার সংসারের সুখও সেই রকম।

ঐ দিন রামানুজ-সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে সাদরে আসনে বসাইয়া চারি সম্প্রদায় ও চারি উপাসকের কথা বলিয়া বলিলেন—"আমার কাহারও সহিত মিল নাই।

উক্ত ব্যক্তি—সম্প্রদায়ে দোষ ঢুকিতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায় ত' আছে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ—আমার এখানে চারি রসের সেবা।

প্রঃ—আপনার এখানে নারায়ণ আছেন?

উঃ—না, পূর্ব্বে ছিল।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি বাসনস্থ দেখাইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'বৃন্দাবনের বৈষ্ণবী, আর বাঁশীবটের ঠগের গোড়া।' ঐ অবস্থা দেখিয়া উক্ত বাবাজী-বেষধারী ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করিল।

১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"রা ৺ ৺ গোঁসাই ও প্রা ৺ গোঁসাই স্মার্ত্তদের মধ্যে বিবাহ দেয় ও বিবাহ করে, আবার সঙ্কীর্ত্তনের

উহলের মধ্যে গেলে নূতন আলা পলায় দেয়। তাহারা দু'জন এখন নাই।"

৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"মায়াপুরে গান করে—'যশোজন্তী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর', 'নাচতমুনি বাজাবে বীণা.....' এক এক ভক্ত এক এক ভাবে ডাকিয়া সুখ পায়; যেমন যশোজন্তী, যশোদা ইত্যাদি।"

৪র্থা ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ রাজবল্লভ হইতে প্রেমতলীর দিকে শুভবিজয় করেন। দুইখানা নৌকা করা হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১ ঘটিকার সময় নৌকা ছাড়িয়া রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় বোলিয়ান-নামক গ্রামের নিকট পৌঁছিলে তথায় নোঙ্গর করিয়া রাত্রি-বাস হইয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রীল বাবাজী মহারাজ নৌকা ছাড়িবার আদেশ করিলে প্রাতঃ ৬টার সময় নৌকা ছাড়া হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বদিন কিছু গ্রহণ করেন নাই, কেবল রাজবল্লভ হইতে নৌকা ছাড়িবার সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট খৈ চাহিয়া লইয়া তাহা ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য নৌকা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সেবকগণ নিকটস্থ চড়ায় নৌকা নোঙ্গর করেন। তথায় তাঁবু প্রস্তুত করিয়া দিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীধামের দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু উঠাইয়া নৌকা ছাড়িতে আদেশ করেন।

পরদিন ৫ই ফাল্গুন, ১৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ অনুমান ১০ ঘটিকার সময় নৌকা প্রেমতলীতে যে ঘাটে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় স্নান করিতেন বলিয়া কথিত, সেই ঘাটে পৌঁছায়। তখন ভীষণ ঝড় আরম্ভ হয়। সেবকগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তাঁবুতে লইয়া যান। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিবার লীলাভিনয় করেন। রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁবুর মধ্যে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া সমস্ত জিনিষ-ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই অবস্থায় সারারাত্র বৃষ্টি, বাতাস ও শীতের মধ্যে বসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ সব নীরবে সহ্য করিয়াছেন। প্রত্যূষে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাঁবু তুলিয়া কিয়দ্দূরে একটি বৃক্ষতলে তলে খাটান হয়। তথায় তিনি রন্ধন করিয়া ভোগ প্রদান করেন।

৬ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রেমতলী ঘাট হইতে শুভযাত্রা করেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে নৌকার ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিতে থাকে। ঠিক ঐসময় নৌকা তাড়াতাড়ি চালাইয়া অজনাহী-ঘাটে পৌঁছায়। তথায় নৌকা বন্দর করিয়া পরদিন প্রাতে প্রায় ৯। ঘটিকার সময় পুনরায় নৌকা ছাড়া হয়। ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় নৌকা গোয়ালন্দে পৌঁছায়। তথা হইতে পরদিন অপরাহ্ণ অনুমান ৩ ঘটিকায় নৌকা ছাড়িয়া রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় মইনট-বাজারে পৌঁছিয়া নোঙ্গর করিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ রন্ধন করিয়া ভোগ দেন। তথা হইতে প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া প্রায় ৯ টার সময় নারিয়াদেবাবাজারে পৌঁছে। রাত্রিতে নৌকা বিষ্ণুপাড়ের বাজারে পৌঁছিয়া নোঙ্গর পাতিয়া ছিল। তথা হইতে প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া রাত্রিতে কমলাঘাটে পৌঁছায়।

কমলাঘাট হইতে ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গল-বার প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছায়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রায় ৯ দিন নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে শীতলক্ষা-নদীর তীরে তাঁবু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অত্যধিক লোকসংঘট্ট প্রভৃতি কারণে তিনি সে-স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদূরে খানপুর-গ্রামে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মঠাদনের সন্নিকটে নদী-তীরে ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এখানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ প্রত্যহ তাঁহার শ্রীচরণদর্শন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও তৎসমীপে কীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শ্রীনামপদ্ম দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন।

২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করেন। প্রত্যূষেই তিনি চিড়া, দধি প্রভৃতি ভোগ দিয়া নৌকা আনিতে আদেশ দেন। অপরাহ্ণ অনুমান ২টার সময় নারায়ণগঞ্জ-খানপুর হইতে নৌকা ছাড়া হয়। রাত্রি প্রায় ২৪ ঘটিকার সময় নৌকা কালীগঞ্জবাজার-

ঘাটে পৌঁছায়। তথা হইতে পরদিন ২৪শে ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯টার সময় নৌকা ছাড়িয়া যায়। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নবদ্বীপে থাকাকালীন পূর্ব্বপরিচিত এক মাড়োয়ারী ও জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিজেদের অসুবিধার কথা জানাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার অভিলাষ করেন। তাঁহারা দুইজনেই নারায়ণগঞ্জ হইতে কালীগঞ্জ পর্য্যন্ত নৌকায় গিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞা শ্রীল বাবাজী মহারাজ অন্তর্যামি সূত্রে তাঁহাদের অভিলাষ জানিতে পারিয়া নৌকাতে মৌনভাব ধারণ করিয়াছিলেন; পূর্ব্বের ন্যায় আর তাঁহাদের সঙ্গে কিছুমাত্রও বাক্যালাপ করেন নাই। শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিপরীত ভাব দেখিয়া তাঁহারাও সরিয়া পড়েন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"কেবল ব্যারাম দূর করিবার জন্য লোক আমার নিকট আসে। দুইজনেই পাঁচপানি-ব্যারামের চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছিল।"

২৪শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় নৌকা 'কাপাসিয়া' নামক গ্রামের ঘাটে পৌঁছায়। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের আজ্ঞাক্রমে এক পকৃষটীর তলে তাঁবু করা হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তথায় অবস্থিতি করিয়া ভোগ দেন। সেখানে তিনি ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত প্রায় ৯ দিন স্বাস্থ্যোদ্ধারের অবস্থান করিয়াছিলেন।

৪ঠা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, শুক্রবার শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ 'অজিতপুরে'র উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় নৌকা ছাড়িয়া পরদিন ৫ই চৈত্র অপরাহ্ণ অনুমান ৫ ঘটিকার সময় অজিতপুরে উপস্থিত হন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের আবেশে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নিকটবর্ত্তী পকৃষটী নামক স্থানে তাঁবু করা হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমানে সেস্থানে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীক্ষেত্র-রজোলাভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণ-দাস অধিকারিপ্রভু গত ৪ঠা চৈত্র (১৩৫০), ১৭ই মার্চ্চ (১৯৪৪) শুক্রবার, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে, শ্রীগোবর্দ্ধনাভিমুখে চটক-পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলের সম্মুখে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণতাবস্থায় শ্রীক্ষেত্ররজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ ও বন্দনাখাণ্ডক্তি যাজন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাস্থলীতে বৈষ্ণবমণ্ডলের সম্মুখে প্রাণীর যে কিরূপ সৌভাগ্য-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, তাহা সুজনমাত্রই অনুভব করিবেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার ও অহৈতুক-কৃপায় ও ইচ্ছায় শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণ-প্রভু তাঁহার অপ্রকটের মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করেন। গত ১৮ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে বিরাট্ বৈষ্ণবসভায় 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন এই সংবাদটী শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে তারযোগে উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণব-সভায় এই বিষয়-বার্ত্তাটি জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের 'জয়' ও শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণদাস-প্রভুর 'জয়' প্রদান করেন। শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণদাস-প্রভু কিরূপে সম্প্রদায়ের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাও গদ্‌গদস্বরে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণদাস-প্রভু ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-মাসে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবের সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন। তিনি ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-মাস হইতে সর্ব্বতোভাবে মঠাশ্রয় করিয়া সার্ব্বকালিকী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার বিনয়নম্র-ব্যবহার, সরলতা, অকপটতা, আনুগত্য ও দৈন্যাদি গুরুবৈষ্ণবগণকে সর্ব্বক্ষণই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি নীরবে সম্প্রদায়ের বিদায়-রক্ষণ ও লিখনাদিকার্য্যে যে সহিষ্ণুতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীপরিক্রম ও শ্রীগৌরজয়ন্তী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রম ও শ্রীগৌরজয়োৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-ভক্তের নিবসন শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে কৃপাপূর্ব্বক গৌড়মণ্ডলে শুভবিজয় করিয়া তৎপরে পরিক্রমের প্রথম দিবস (গত ১২শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার) শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন।

এরূপ দুর্দ্দিনে, বিশেষতঃ যাতায়াতের বর্ণনাতীত অসুবিধার মধ্যেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে পরিক্রমের যাত্রিসংখ্যা অনেকগুণে অধিক হইয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি এবার শ্রীধাম-পরিক্রম করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে (২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার) শ্রীশ্রীগৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে উষঃকাল হইতে শ্রীগৌর-আবির্ভাববাণী শ্রীধাম-মায়াপুরে যোগপীঠে অহোরাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পারায়ণ হয়। শ্রীধামে ভক্তগণ সমস্ত দিবস বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠি, বক্তৃতা ও আলোচনার দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরহরির কথার কথা শ্রীশ্রীগৌরনিজজনের আনুগত্যে শত শত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা-সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি হইতে থাকে। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌরহরির শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলাগাথা শ্রীজীব প্রভুর 'শ্রীভক্তি' ও 'শ্রীপ্রীতি'-সন্দর্ভের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগপীঠে সমস্তরাত্র অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরবিহিত মহাজনপদাবলী-সমূহ কীর্ত্তন করেন। এইরূপভাবে সংকীর্ত্তনমুখে রাত্রি বিগত হইলে উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মধ্যাহ্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করান। শ্রীশ্রীগৌরগৃহ ও শ্রীধামের রক্ষকরূপে শ্রীশ্রীগৌরজন প্রত্যহ সমাগত সমস্ত ভক্ত, অতিথি-অভ্যাগত সকলের প্রসাদ-সম্মানের পর শেষরাত্রে কিঞ্চিৎ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যহ ভক্তবৃন্দের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। ৬ই চৈত্র (১৯শে মার্চ্চ) রবিবার শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে অনেকের শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীগৌর-লীলাস্থলী ও শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের লীলাস্থলী-দর্শন ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

নববর্ষ

৪৪৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। ১লা বিষ্ণু শ্রীগৌড়ীয়-গণের নববর্ষের প্রথম দিন। আবার সাধারণের নিকট ১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিবস। এই নববর্ষের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপার অনুভব হয়, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানের জন্য যাঁহাদের সংকল্প সুদৃঢ়, আবেশ ও অভিনিবেশ প্রগাঢ়, স্মৃতি অব্যাহত ও কীর্ত্তি প্রগতিময়ী হয়, তাঁহারাই ধন্যতম। 'এই নববর্ষ হইতে আর আমি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাবিমুখ থাকিব না —অন্যাভিলাষী হইব না; শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখানুসন্ধান-যজ্ঞোৎসবের ইন্ধন হইব; তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত পশু হইয়া তাঁহার চন্দানুবর্ত্তন করিব; তাঁহার সুখানুসন্ধান-ময়ী কথানুস্মৃতিতে সমগ্র সত্তা আহুতি দিব'—এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থী হওয়া প্রত্যেক সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঈশ্বর ও 'শ্রেষ্ঠ'রূপে বরণ করিয়া তাঁহার সুখানুসন্ধানে সমগ্র সত্তা প্রদান করিয়া এবং সেই কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-সেবাকেই জীবনে মরণে একমাত্র বাস্তব সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া এই নববর্ষের এই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি যাত্রা আরম্ভ করিব'—এইরূপ ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক সাধকেরই করা কর্ত্তব্য। এই প্রতিজ্ঞা যদি ঐকান্তিকী হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বলতম,

আযোগ্যতম পতিতজনকেও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সেবায় প্রচুর বল, আশাতীত যোগ্যতা প্রদান করেন। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের অস্তিকে উত্তোলন করিবেন। যে সাধকের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার পক্ষে শত শত বিঘ্ন বা অন্তরায়কে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তর্ধানে আশাতীতরূপে বিদূরিত করিয়া দেন। সাধকের কৃপালাভে যাবতীয় দ্বারের উন্মুক্ত হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প, অটুট বিশ্বাস, সরলাগতিকে জীবনে মরণে বাস্তব সত্য বলিয়া ধারণা ও শ্রীগুরুসেবানুধানুসন্ধানে সমস্ত সত্তা আহুতি দিবারই প্রবৃত্তি হয় না।

আমরা নববর্ষের এই মুহূর্ত্ত হইতেই কৃপার পথ ধরিয়া, কৃপার আলোক-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া, শ্রীশ্রীগুরুকৃপাকে সমস্ত সত্তা দিয়া সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সুধানুসন্ধান-যজ্ঞস্থলীর অভিমুখে অভিগমন করিব।

'গৌড়ীয় মিশনে'র কাউন্সিল-সভা

ইংরাজী ১৯৪৪ সালের ৮ই মার্চ্চ বুধবার (শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পূর্ব্ব দিবস) প্রাতঃ ৮৷৷ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠে গৌড়ীয়মিশনের কাউন্সিলের এক অধিবেশন হয়। শ্রীধাম-পরিক্রমে কেহ কেহ নিযুক্ত থাকায় সকল সভ্য সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। সভায় অনেক মঠের মঠসেবকগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব-প্রচারিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা-অনুসারে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। বৎসরের কার্য্যাবলী ও সেবানুকূল্য-সংগ্রহ-বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুর অহৈতুকী-কৃপাপরবশ হইয়া উক্ত সভায় সভ্যগণের পরম মঙ্গলের জন্য কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনিমুখে সভার কার্য্য শেষ হয়।

'গৌড়ীয় মিশনে'র সাধারণ-সভা

বিগত ১৯৪৪ সনের ৯ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার (শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-দিবস) প্রাতঃ ৮৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীঅধিষ্ঠানভবন-নাটমন্দিরে গৌড়ীয় মিশনের সভ্যগণের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ-সভার অধিবেশন হয়। সভার বিজ্ঞাপনী যথাসময়ে 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পাক্ষিক পত্রদ্বয়ে এবং 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি সাধারণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক সভার পদ্ধতি প্রদান করিলে উপস্থিত সভ্যগণ সম্ভ্রমভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনি প্রদান করেন। তৎপরে তাঁহার শ্রীকণ্ঠদেশে পুষ্পমাল্য-প্রদানান্তে সভ্যগণের পক্ষ হইতে বিদগ্ধিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ 'প্রস্তাবলি'-প্রস্তাবনী পাঠ করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য কৃপা-বৈশিষ্ট্য ও মহিমা খ্যাপন করিয়া সমবেতে গদ্গদভাবে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সকল সভ্যগণের প্রাণের আর্ত্তি তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবান্তে সভ্যগণ নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভ্যগণের পরমকল্যাণের একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিকীর্ত্তনের মহিমা ও শক্তি-বিষয়ে একটী অতি সারগর্ভ ও পরমোপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে গভর্ণিংবডির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ হইলে পর গৌড়ীয় মিশনের incorporated accountant কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ১৩৪৯ সনের হিসাব উপস্থিত করা হয়। বৎসরের কার্য্যাবলী-সম্বন্ধে আলোচনান্তে উক্ত হিসাব পাশ ও গৃহীত হয়। আগামী বৎসরের জন্য হিসাবপরীক্ষক (অডিটর) নিযুক্ত হন এবং মিশনের বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত তিনটী বিষয়ের পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রস্তাব সভায় আলোচিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে সংকীর্ত্তনান্তে বার্ষিক সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্যামানন্দ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১; ৩রা জুন, ১৯৪৪. | ৩৮শ-৪৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু

পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে তদানীন্তন উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দাগ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল'-নামক এক পরম কৃষ্ণভক্ত বাস করিতেন। এই ধারেন্দা-গ্রাম বর্ত্তমানে মেদিনীপুর-জেলায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর-ষ্টেশনের পশ্চিম-উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাহাদুরপুর-গ্রামটী ধারেন্দা-গ্রামের সংলগ্ন বলিয়া এই গ্রামকে সাধারণতঃ একত্রে 'ধারেন্দা-বাহাদুরপুর'-নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম 'শ্রীদুরিকা'*। তিনি সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণভক্ত পতির অনুগামিনী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক, বিশুদ্ধচিত্ত ও দয়া-দাক্ষিণ্যের আদর্শ ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য ধারেন্দা-গ্রাম-নিবাসী শ্রীগোপীজনবল্লভ দাসের, 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল মহাশয়।
গৌড় ছাড়ি' উৎকলেতে করিল আলয়॥
দণ্ডেশ্বর বলি' গ্রাম বড় পুণ্যবান।
সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিবান॥
দুরিকা বলিয়া তাঁ'র পত্নী পতিব্রতা।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল সেই জগন্মাতা॥
পতি-পত্নী দোঁহে তাঁ'রা ব্রহ্মণ্যান্বিত।
সর্ব্ব-ধর্ম্মপরায়ণ অতি শুদ্ধচিত॥"

(পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী ২০-২৩)

* 'দুরা' বা 'দুরিকা' শব্দ সংস্কৃত পদ্যে ঊকারান্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু 'শ্রীরসিকমঙ্গল' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' ঊকারান্ত দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ঊকারান্ত পদটী ব্যাকরণ-সঙ্গত।

শ্রীঘনশ্যাম-দাসের শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের পরিচয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"দণ্ডেশ্বর-গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুখিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল।
সদ্গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ, অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব, তাঁর ভক্তে অতি প্রীত॥
শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল-দুখিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন।
নারেশা-মহোৎসবপূর্ব্বেতে পুত্রস্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি॥"

(১ম তরঙ্গ ৩৪১-৪)

শ্রীভক্তিরত্নাকরের অন্যত্র যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, 'দণ্ডেশ্বর'-গ্রাম 'গৌড়দেশে'র মধ্যেই অবস্থিত ছিল,—

"গৌড়দেশ-মধ্যে দণ্ডেশ্বর-নামে গ্রাম।
সদা পূর্ব্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাসস্থান॥
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।
কি কহিব, দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস॥"

(৭ম তরঙ্গ ৪৫১-৫০)

উক্ত ভক্তসম্পত্তীর গৃহে অনেকগুলি পুত্রকন্যার জন্ম হইলেও একে একে সকলেই, মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশেষে শ্রীভগবান্ তাঁহার এক নিজজনকে ঐ ভক্তসম্পত্তীর গৃহে প্রেরণ করিলেন। চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের এক নিজজন শ্রীদুখিকার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিলেন। পুত্রের তেজ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল সহ-ধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—"ইহাকে যত্ন কর, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন; কারণ, ইহাকে দেখিয়া মনে হয়, ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তেজ নিহিত রহিয়াছে।" প্রতিবেশি-গণও শিশুরূপী মহাপুরুষের অদ্ভুত কান্তি-দর্শনে হৃদয়ে মহা-নন্দ লাভ করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীদুখিকার একাধিক পুত্রকন্যার বিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া গ্রামবাসিনী প্রৌঢ়া স্ত্রীগণ শ্রীদুখিকা-নন্দনের 'দুখিয়া' নাম রাখিবার পরামর্শ দিলেন।

"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বারবার।
এখন 'দুখিয়া'-নাম হউক ইহার॥
মাতাপিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু 'দুঃখী' নাম প্রথম হইল॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১০৫৮-৯)

কেহ কেহ বলেন, 'এই মহাপুরুষ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-বয়ঃক্রম-পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তিতেই গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সমর্থন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নাম প্রদান করেন।" ('শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী' প্রবন্ধ, সজ্জনতোষণী ২।৬)।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের (শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর) নামে আরোপিত কোন কোন পদের ভণিতায় 'দুঃখিনী'-পদও পাওয়া যায়। সেইসকল স্থানে 'দুঃখিনী'-পদের বিপ্রলম্ভচিপত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণবিরহে দুঃখিনী বা বিরহিণী।

'দুখিয়া'র মহাপ্রয়াণের দ্বারা অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণাদি-সংস্কার মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। দুঃখী তাঁহার বাল্য-লীলায় কোন প্রতিবেশী বালকের সহিত মিশিতেন না। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসৎসঙ্গ-পরিহার-বিষয়ে তীব্র সতর্কতা লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি বৈষ্ণব-গণের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তদীয় জনগণের চরিত-কথা অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। সেইসকল লীলাকথা অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দুই নয়ন হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। এইরূপভাবে তিনি সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলামৃত পান করিতেন এবং মাতাপিতৃ-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে বৈষ্ণববুদ্ধির সহিত সাবধানে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল ও দুখিকার সেবা করিতেন। বৈষ্ণবসম্পত্তীও বহির্ম্মুখ জনক-জননীর ন্যায় পুত্রকে ভোগ্যবস্তু মনে না করিয়া বালকের ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ-দর্শনে পুত্রকে শ্রীহরিভজনের যোগ্যপাত্র জানিয়া সদ্গুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ের পরামর্শ দিলেন।

"পিতামাতা পুত্র যোগ্য দেখিয়া কহয়।
'কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা লহ যথা মনে লয়'॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১০৬৬)

দুঃখী বাল্যকাল হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারায় তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের

প্রিয়পার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়-চৈতন্যপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ব্রজের ধনিষ্ঠা-গোপালের অন্যতম শ্রীসুবল সখাই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবা দেবীর পিতৃদেব শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল। শ্রীল সূর্য্যদাসের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত। তিনি শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিয়া অম্বিকা-কালনায় বাস করেন। শ্রীল গৌরীদাসের শিষ্য শ্রীল হৃদয়চৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভুর গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া মাতাপিতাকে করযোড়ে জানাইলেন,—"আমার প্রভু অম্বিকাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রভু শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখা। শ্রীল গৌরীদাস শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রিয়পার্ষদ। শ্রীশ্রীগৌরীদাসের গৃহে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই নিত্য বিহার করেন। যদি আপনাদের আজ্ঞা পাই, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরীদাস-প্রেষ্ঠ শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করি। আমি তথায় যাইবার এক যুক্তি মনে মনে স্থির করিয়াছি। এ প্রদেশের বহু লোক গঙ্গাস্নানার্থ গৌড়দেশে গমন করেন। যদি তাঁহাদের সঙ্গে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অম্বিকায় উপস্থিত হইতে পারিব। এখন আপনারা সদয় হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।" বৈষ্ণব-মাতাপিতা পুত্রের এই কথায় পরমানন্দিত হইয়া পুত্রকে শ্রীগুরুপাদপদ্মসন্নিধানে অভিগমনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন। দুঃখী গঙ্গাস্নানার্থিগণের সহিত অম্বিকানগরে উপস্থিত হইলেন। শান্তিপুরের অপর পারে গঙ্গাতীরে শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন-স্থান তথায় বিরাজিত। দুঃখী সেই শ্রীগৌরসুরাজিত তীর্থে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসন্ধানে তন্ময় হইলেন। অচিরেই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল।

শ্রীরসিকমঙ্গলের বর্ণনানুসারে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে মন্ত্রোপদেশের পর 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম দিয়াছিলেন; আর শ্রীভক্তিরত্নাকরের ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে'র বর্ণনানুসারে শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভু 'দুঃখী'কে কৃপা করিবার পর 'দুঃখদাস'-নাম প্রদান করেন এবং পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম রাখেন।

'শ্রীশ্যামানন্দশতকে'র (শ্রীরসিকানন্দকৃত) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু-কৃত টীকায় (প্রথম শ্লোকের শেষভাগে) লিখিত আছে,—

"স্বাধনবাহিবেণ দাতাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেবী তত্রাবির্ভূতা তদর্পিতনূপুরা সতিলকং নাম তস্মৈ দদাবিতো-হিস্যাং; শ্যামামানন্দয়তীতি তদ্ভাবনিরুক্তিঃ।"

অর্থাৎ বার বৎসর আরাধনাপূর্ব্বক তপস্যাযোগে তুষ্টা শ্রীরাধা তথায় (নিম্নূরে) আবির্ভূতা হইয়া, তিনি নূপুর প্রদান করিলে তাঁহাকে তিলকের সহিত 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করেন,—এইরূপ ইতিহাস প্রচলিত আছে। তাঁহার নামের অর্থ—যিনি শ্যামা অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আনন্দিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস বিবাহাদি করিলেও গৃহস্থের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন; তিনি অহর্নিশ কৃষ্ণানুসন্ধানেই প্রমত্ত থাকিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণানুরাগে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণলীলাবলী-সমূহ শ্রবণ করিবার মানসে তাঁহার অনুজ বলরামের উপর গৃহ-ব্যাপারাদি ন্যস্ত করিয়া প্রথমেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পুণ্যপূত অম্বুবাতে উপনীত হন। তখন শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভু দুঃখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কার তুমি দাস?
কি নাম, কি কার্য্যে এথা, করহ প্রকাশ।'
কহিলেন,—'মোর নাম—দুঃখী কৃষ্ণদাস।*
জন্মে জন্মে দুই যে তোমার নিজ দাস।'
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ-প্রভুর আনন্দ।
উপদেশ করি' নাম দিলা 'শ্যামানন্দ'॥
আজ্ঞা দৈল শ্যামানন্দে—'শুনহ সত্বর।
উৎকলে বৈষ্ণব কর সুসম্বর ঘর।'

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী ৪৫-৯)

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা এইরূপ,—

"কোনমতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্রকন্যা সত হৈলে, হৈল শ্যামানন্দ॥
গ্রামবাসী লোকগণ কহয়ে বারবার।
এমন 'দুখিয়া'-নাম রহুক ইহার॥

---

* নাম দুঃখী, কৃষ্ণদাস বিশেষণ কি?

শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল।
দুঃখী নাম পূর্ব্বে, কৃষ্ণদাস নাম * ঘুচিল।
প্রভু-আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
বহুতীর্থ দেখি' শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব্ব সাধন।
দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্রমন॥
শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল।
'শ্যামানন্দ'-নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল॥"
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৫৫,৩৫৮,৩৭৬,৩৯৯-৪০১)

"শ্রীজীবগোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি'।
করিলেন দানস-লেখার অধিকারী॥
রাধা-শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ'-নাম থুইল॥"
(ঐ ৬।৫১-৫২)

শ্রীল হৃদয়চৈতন্যপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার জন্য আদেশ ও কৃপাশক্তি সঞ্চার করিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ শ্রীখণ্ড-নীলাচল-নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিরহে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

"হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি' আলিঙ্গন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কহে, 'যাহ বৃন্দাবন'॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস কহে ক্রন্দন করিয়া।
হইলা বিদায় প্রভুপদে প্রণমিয়া॥
• • •
নবদ্বীপ-আদি স্থান করিলা দর্শন।
সর্ব্বত্র বাসিল প্রেমভক্তি-মহাধন॥
'শ্রীগৌড়মণ্ডল' বলি' করয়ে হুংকার।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যের পরিকর।
লইতে সে-সব নাম কাঁহে নিরন্তর॥
প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে।
'শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে'॥
• • •
'শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি'—সবে কয়।
শ্রীগৌড়-কৃপা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৮৪-৮৫ ; ৩৮৮-৯১,৩৯৩)

শ্রীভক্তিরত্নাকরের অন্যত্র দুঃখী কৃষ্ণদাসের নবযৌবনের প্রারম্ভেই গৃহের প্রতি উদাসীন হইয়া ফাল্গুন-মাসে গৃহ-পরিত্যাগ ও সত্বরে মাতাপিতার আজ্ঞা লইয়া অধিকার উপস্থিতি, তথায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর কৃপালাভ ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন এবং শ্রীব্রজ-মণ্ডলের লীলাস্থানসমূহ বিরহব্যাকুলচিত্তে দর্শন করিতে করিতে ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিতি এবং তথায় শ্রীল-দাস গোস্বামী প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর নিকট আগমনাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সমীপে প্রেরণ করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে অত্যন্ত বাৎসল্যস্নেহে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীগৌরভক্তগণের সমাচার ও শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর ভজন-কুশল জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্যামানন্দ ভক্তিগ্রন্থ-আস্বাদনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—

....."কিছু চিন্তা না করিবে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সহ আস্বাদিবে॥"
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৬।৩৫)

'শ্রীশ্রীনিবাস-নরোত্তম' নাম শ্রবণমাত্র শ্রীশ্যামানন্দের অঙ্গ পুলকিত হইল। অনতিবিলম্বে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর এই দুই শিক্ষাশিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সভাস্থিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীনিবাসের সহিত 'দুঃখী কৃষ্ণদাসে'র পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীজীব

---

* কেহ কেহ বলেন, পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল, অতএব পুত্রের নাম 'কৃষ্ণদাস' হইতে পারে না। সম্ভবতঃ দীক্ষাকালে নামকরণের সময় 'কৃষ্ণদাস' নাম হইয়াছে। সাধারণলোকে 'দুঃখী' বা 'দুখিনী কৃষ্ণদাস' বলিয়া জানিত। পরে শ্রীবৃন্দাবনে 'শ্যামানন্দ'-নামের প্রকাশ হইয়া থাকিবে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মতেও শ্রীবৃন্দাবনেই প্রথমে 'শ্যামানন্দ'-নামের প্রকাশ।

প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীল শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীশ্যামানন্দ ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীজীব-প্রভুর কৃপা এবং শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর অদ্ভুতপূর্ব্ব মৈত্রীর কথা মধ্যে মধ্যে শ্রীল জয়চৈতন্য প্রভুর নিকট সশ্রদ্ধায় জ্ঞাপন করিতেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপায় 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' রাগানুগ-ভজনে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রীজীব প্রভুর নিকট "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তমের সহিত অবস্থান করিয়া শ্রীজীব-প্রভুর চরণে নির্ম্মল প্রেম-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

"রাধিকার দাসী-ভাবে—এই ইচ্ছা মনে।
শ্রীগুরু-আজ্ঞায় সত্য হৈল জীবস্থানে॥
শ্রীজীব-গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি'।
করিলেন যমুনা-সেবার অধিকারী॥
রাধা-শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ'-নাম থুইল॥
দিনে দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ-ভক্তিরীতি।
বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লসিত॥
শ্রীজীবগোস্বামিপদে নির্ম্মল-ভকতি।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সঙ্গে সদা স্থিতি॥
গণসহ নিতাই-চৈতন্যগুণ-গানে।
নিরন্তর মহামত্ত আপনা না জানে॥
'শ্রীগুরু জয়চৈতন্য-প্রভু'—বলি'।
যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি'॥
সিদ্ধভক্তক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ।
করয়ে কুতর্ক, ইথে পায় মহাদুঃখ॥
শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার।
সর্ব্বত্র কীর্ত্তনে সুখ বাঢ়য়ে অপার॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন।
রাধা-গোপীনাথে দেখি' মিছয়ে জীবন॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৬।৫০-৫৯)

শ্রীরসিকমঙ্গলের বর্ণনানুসারে শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীজয়চৈতন্য-প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বঙ্গেশ্বর (বীরভূম-জেলার সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী দক্ষিণে ৬ মাইল দূরে শিবস্থান), বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বিশ্রান্তিতীর্থ, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন, তৎপরে হস্তিনাপুর, দ্বারকা, কপিলতীর্থ, ঘৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রাচী-সরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কৌশিকী, গৌতমী-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, ষোড়শতীর্থ, মহেন্দ্রপর্ব্বত, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পম্পা, পঞ্চগোদাবরী, দেবতীর্থ, শ্রীপর্ব্বত, বেঙ্কটাদ্রি, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, মধুপুরী, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয়পর্ব্বত, কলিঙ্গাপুরী, শ্রীঅনন্তপুর, পক্ষ-অপ্সরাসরোবর, গোকর্ণ, কুলানক, ত্রিগর্ত্তক, দুর্ব্বাসন, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, বেণা, মাহিষ্মতীপুরী, ঋষভতীর্থ, সূর্পারক, প্রভাতীরি, সেতুবন্ধ, অবন্তী, শ্রীঅহোবিল নৃসিংহ, গোদাবরী, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কৃষ্ণনাথ, নীলাচল, মহাসাগর প্রভৃতি তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া নিজ আবির্ভাব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় শ্রীমথুরাভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্যামানন্দের এই সময় অবস্থিতি-সম্বন্ধে শ্রীগোপীজনবল্লভ-দাস এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্বস্থান।
প্রেমে গদগদ, অশ্রুপুলক অবিরাম॥
'কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব' বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দিয়া॥
বৈরাগ্যে আনন্দচিত্তে বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষা করেন সব কৃষ্ণ-সহচরে॥
জীব-গোপালী ঠাকুর হরিপ্রিয়া-পাশ।
তা' সবার সনে কৈলা সতত বিলাস॥
কৃষ্ণাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন।
ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, আর করেন শ্রবণ॥
প্রেমচক্ষি অনুক্ষণ করেন বিলাস।
এইরূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা বাস॥'

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পূর্ব্ববিভাগ ২।৯৭-১০২)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নীলাসঙ্গোপনের পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তিধারা ত্রিবেণী-ধারার ন্যায় বঙ্গ ও উৎকলদেশে শ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষাশিষ্য-ক্রমের দ্বারা পুনঃপ্রবাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীল

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়-মণ্ডলে এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে এই শুদ্ধভক্তি-স্রোত বিস্তার করেন। এই তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাত্মা ও সমবয়স্ক। এই তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহা-মহোপাধ্যায় ছিলেন। এই তিনজনই ব্রজরসজ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশারদ। শ্রীবৃন্দাবনে তখন শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-দর্শনে দুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শুদ্ধভক্তি প্রচার ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহ সঙ্গে দিয়া গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করেন।

উৎকল-প্রদেশের তখন যে ভয়াবহ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস শ্রীরসিকমঙ্গলে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অষ্টাদশ বর্ষকাল শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া উৎকল-প্রদেশকে প্রেমভক্তির প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিধর্ম্মীর প্রবল অত্যাচারবশতঃ বালেশ্বর, মেদিনীপুর, সিংহভূম-জেলার অরণ্যাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ পর্ব্বতসমাকীর্ণ ময়ূরভঞ্জ ও কিয়ঞ্ঝর প্রভৃতি রাজ্য এবং উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানের অধিবাসিবৃন্দ অত্যন্ত পাপকলুষিত-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মদ্যপান, জীবহিংসা, এমন কি, নর-হত্যা, দস্যুতা, লাম্পট্য প্রভৃতি বিবিধ পাপে সমগ্র প্রদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নরসিংহপুরের ভূঁইয়া উৎকলের সহস্র সহস্র সাধুর প্রাণসংহার করিয়া তাহাদের একমাত্র সম্বল সাত শত আঠারটী কন্থা প্রদর্শনীর ন্যায় নিজভবনে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রসিকমঙ্গল-গ্রন্থের লেখকের মাতামহ ভীম ও শ্রীকর শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে পাষণ্ড-মতাবলম্বী, জীবহিংসক, মহাদুর্দ্দান্ত, দাম্ভিক ও নৃশংস ভূম্যধিকারী ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের যে ভীষণ শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রচারের পূর্ব্বে উৎকলের সামাজিক অবস্থা কোন্‌ অংশে কম ছিল, ইহাই শ্রীরসিকমঙ্গলের বিবরণ-পাঠে মনে হয়।

"উৎকলে সকলজন পাপে দৃঢ়মতি।
নাহি লয় হরিনাম, না শুনে হরিকীর্ত্তি॥
অতিশয় দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবনিন্দা করয়ে বিস্তর॥
মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে করয়ে হিংসন।
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী আর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ধনলোভে হিংসন করয়ে সাধুজন।
বনভূমি-মধ্যে করে এই আচরণ॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা;—সবে দুষ্টমতি।
উৎকলপ্রদেশে যৈছে যত যত জাতি॥
সবে জীবহত্যা করে হ'য়ে অচেতন।
বাধাবাধে ষোলশোড় কাটে সর্ব্বজন॥
তা'র মধ্যে মহন্তাদি আছে যতজন।
নানা অবিদ্যাতে রত না যায় কথন॥
অল্পদ্রব্য-লোভে মাত্র সাধিহিংসা করে।
শত শত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু মারে॥
সাধুজন-হিংসা করি' যত দ্রব্য আনে।
মদ-মাংস খায়, আর দেয় বেশ্যাগণে॥
নানাপূজা করে তা'রা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরিকথা, না শুনে কীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন শুনিলে যারিতে সবে ধায়।
'এওলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি' যায়।'
বৈষ্ণব দেখিলে বলে—'এওলা অসুর।'
গ্রাম হইতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর॥
হেনমতে নানা পাপ কহিতে না পারি।
মহাপাপে পূর্ণ হৈলা উৎকলপুরী॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পূর্ব্ববিভাগ ৩.৭-১৯)

উৎকল-প্রদেশের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কোন কোন জীবদ্দশাকালের মহাজনের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সর্ব্বদা সকাতরে কৃষ্ণকে জীবের এই দুর্গতির কথা নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার কোন নিজজনকে পাঠাইয়া জীব উদ্ধার করিবার জন্য কাতর ক্রন্দন করিতেন। ভক্তের এই আন্তরিক্রন্দন ভক্তবৎসল ভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি উৎকলদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর হৃদয়ে প্রেরণা দান করিলেন। এদিকে গৌড়দেশেও শ্রীল হরিচৈতন্য-প্রভুর হৃদয়েও শ্রীগৌর-

নিত্যানন্দ সেই প্রেরণা দিয়াছিলেন। শ্রীরসিকমঙ্গলের বর্ণনানুসারে জানা যায়,—একদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিভৃতে বসিয়া স্বানুভবানন্দে শ্রীহরিনাম করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ শ্রীশ্যামানন্দকে দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"মোর প্রেমভক্তি হৈতে * বড় পরচার।
উৎকলের সব জীব করহ উদ্ধার॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পূর্ব্ববিভাগ ১৫।৯)

শ্রীশ্যামানন্দ এই বাণী শ্রবণ করিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন ও সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আর কেহ নাই। শ্রীশ্যামানন্দ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া যখন ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন শ্রীহৃদয়-চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্ব আজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। শ্রীহৃদয়-চৈতন্য প্রভুও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে কৃপা করিবার পর উৎকল-প্রদেশে শুদ্ধ কীর্ত্তন প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। একদিকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আদেশ ও অন্য দিকে ব্রজ ছাড়িয়া উৎকলের বহির্ম্মুখ প্রদেশে গমন—এই দুইটির কোন্‌টী স্বীকার্য্য, এই বিষয় লইয়া যখন শ্রীশ্যামানন্দের হৃদয়ে আন্দোলন চলিতেছিল, তখন একদিন শ্রীমদনগোপাল শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে আজ্ঞা করেন,—"তুমি শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে গিয়া কীর্ত্তন প্রচার করিবার আদেশ কর।" তদনুসারে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু উৎকলে প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণের আদেশ জ্ঞাপন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা-আশীর্ব্বাদ ও শ্রীহরিপ্রিয়া-দাস প্রভৃতি ব্রজবাসী মহাজনগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীকিশোরদাস, শ্রীবালকদাস, শ্রীশ্যামদাস ও শ্রীঠাকুরপ্রসাদ দাস—এই চারিজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। ইঁহারা যখন আগ্রায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন নগর-কোটাল ইঁহাদিগকে দেখিয়া সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। কোটাল রাত্রিতে যখন নিজগৃহে পালঙ্ক-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন কে যেন নিশীথে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কসহ তাঁহাকে তুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাঁহারিগকে নগর-কোটাল কারারুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাঁচজন শ্রীভগবানের নিজজন, তাঁহাদিগকে অপমানিত করিলে কোটাল সবংশে নিহত হইবে—এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করেন। ভীষণ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া কোটাল আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন এবং তাঁহার মুখ হইতে রক্তবমন হইতে থাকে। নগর-কোটালের আদেশানুসারে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত উক্ত চারি জন সেবক আনীত হইলে কোটাল শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্যামানন্দ কোটালকে ক্ষমা করেন এবং বৈষ্ণব-সেবা করিবার আদেশ করেন। কোটালের সকাতর প্রার্থনায় পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভক্তগণসহ একমাস কাল আগ্রায় অবস্থান করিয়া ঐ যবনকে উদ্ধার ও তাহাকে উপদেশ দান এবং প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইয়া উৎকল-প্রদেশে আগমন করিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বিবরণে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে ভক্তিগ্রন্থরাজিসহ গৌড়দেশাভিমুখে প্রেরণ করেন। এই তিন জনই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রদত্ত লোকজন-সমভিব্যাহারে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বনবিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করেন। গ্রন্থদস্যুদের সর্দ্দার বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর গ্রন্থপূর্ণ সম্পুটকে ধনরত্নপূর্ণ মনে করিয়া রাত্রি-কালে ঐ সম্পুট তাঁহার অনুচরগণের সাহায্যে অপহরণ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি অধীর হইয়া পড়েন। শ্রীল আচার্য্য-প্রভু গ্রন্থের অনুসন্ধানে বনবিষ্ণুপুরে থাকিয়া শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে খেতুরীতে প্রেরণ করেন। শ্রীনরোত্তম ক্রমে শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে যাইবার জন্য রাজা শ্রীসন্তোষ দত্তের দ্বারা পদ্মাতট-পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীশ্যামানন্দ নৌকা-যোগে পদ্মা অতিক্রম করিয়া কাটোয়া হইয়া শ্রীমায়াপুরও শ্রীশান্তিপুর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীঅম্বিকাতে শ্রীগুরুপাট দর্শন করেন এবং তথা হইতে উৎকলে যাত্রা করেন।

"ঐছে কত কহে ; শুনি' সুরিকানন্দন।
উৎকলে চলয়ে চিত্তি' শ্রীগুরুচরণ॥
নিরন্তর নিতাই-চৈতন্য-গুণ গায়।
আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায়॥

* দোঁহে—শ্যামানন্দ ও তদ্ভিন্ন শ্রীরসিকানন্দ।

শ্যামানন্দে দেখি' মহাপাষণ্ডের গণ।
আপনা ঘানয়ে ধন্য, মানয়ে সফল॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৭।৪৫৬-৫৮)

এইরূপে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু উৎকলের পথে চলিতে চলিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগী করেন। প্রথমে ধড়েশ্বর, তথা হইতে ধারেন্দা-গ্রামে গিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে সমস্ত প্রচার-সংবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসময়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিজ আবির্ভাব-স্থান ধারেন্দা-গ্রামে প্রেমভক্তিপ্রচারপূর্ব্বক মল্লভূমির মধ্যবর্ত্তী রেণী বা রোহিণী-গ্রামে গমন করেন। রোহিণী-গ্রামে শ্রীআঢ্য-নামে কায়স্থবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মাধিকারী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরসিকমুরারি বাল্যকালেই বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ভাগবত-ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কিছুদিন বন্যাশিলা বা ঘাট-শিলা গ্রামে নির্জ্জনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আর্ত্তি-নিবেদন করিতেছিলেন। তখন শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিবার জন্য শ্রীরসিকমুরারির প্রতি দৈববাণী হয়। শ্রীরসিক শ্রীশ্যামানন্দের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপে বরণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিক-মুরারিকে প্রথমে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অকপট সেবাচেষ্টায় মুগ্ধ হন। শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। শ্রীরসিকমুরারির শ্রীগুরু-ভক্তির তুলনা পাওয়া যায় না। শ্রীশ্যামানন্দ রোহিণীগ্রামে শ্রীরসিকের সেবা স্বীকার করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন এবং অনেক সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিকে কৃপা করেন। ধামোদর-নামক এক যোগাভ্যাসী ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ তাঁহাকে ভক্তিরসে নিমজ্জিত করেন। উক্ত যোগী যোগা-ভ্যাসের ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল হইয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেন। পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলরামপুরে প্রেমভক্তি প্রচার করেন এবং কিশোর, মুরারি, ধামোদর প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত ধারেন্দা-গ্রামে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্থানে স্থানে বহু ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম-দাস, শ্রীমনোহর-দাস, শ্রীচিন্তামণিদাস, শ্রীবলভদ্রদাস, শ্রীজগদীশ্বর-দাস, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীঅক্রূরদাস, শ্রীমধুসূদন-দাস, শ্রীগোবিন্দ-দাস, শ্রীজগন্নাথ-দাস, শ্রীমাধব-দাস, শ্রীআনন্দানন্দ-দাস, শ্রীরাধামোহন-দাস প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারে নিমগ্ন হন। শ্রীঘনশ্যাম-দাস নামান্তর শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ক-একটি পদীতে শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্কীর্ত্তনবিলাস এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

[১]

"জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌরপ্রেম-রসে নিমগন,
অনুক্ষণ তনু নব পুলক-আনন্দ॥
শ্যাম গৌরচরিতচয় বিলপত
বদন-সুধাধুরী হরষে পরাণ।
নিরুপম যহ পরিকর-গুণ শুনইতে
ঝরঝর ঝরই সুকমল-নয়ান॥
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন
স্বেদ-বিন্দুসহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্ত্তনে
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর॥
সুমধুর গীম ধুনত অনুমোদনে
ভঙ্গিম কর তরল ললাম।
পদতলে তাল ধরত কত ভাঁতিক
ঘরি ঘরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।৬৭-৭০)

[২]

"জয় শ্রীরোহিণী-কৃষ্ণদাস-সুত
কহিতে শকতি কা'র?
হৃদয়চৈতন্য-পদাম্বুজে সদা
চিত্ত-মধুকর যাঁ'র॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর
নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ-নাম বিদিত তথায়,
সুচরিত বুঝিব কে?

মহাপ্রভু-মতি উৎকলেতে যা'র,
না ছিল ভকতি-লেশ।
গৌরপ্রেমরসে ভাসাইল সব,
সফল করিল দেশ॥

পরদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর,
রসিকানন্দের প্রভু।
কি ক'ব করুণা?—দেহো নরহরি
দীনে না ছাড়ায়ে কভু॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৫।১০৫-১০৮)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ধারেন্দা-গ্রামে, শ্রীনৃসিংহপুরে, শ্রীগোপীবল্লভপুরে ও উৎকলের বিভিন্ন স্থানে শত শত দস্যু ও পাষণ্ডীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের হৃদয়কেও প্রেমপূর্ণক তাহাদিগকে ভক্তিরসে বিভূষিত করেন। শ্রীরসিক-মুরারি দুর্জ্জনগণের বৈষ্ণব-নিন্দায় অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার মানসে সুবর্ণরেখার তীরে একটি শান্তিময় স্থানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীরসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ রায় ঐ স্থানের নাম 'কাশীপুর' প্রদান করেন। এই স্থানে শ্রীরসিকমুরারি তাঁহার গৌরিক শ্রীবিগ্রহের ও সাধু-বৈষ্ণবগণের সেবায় সত্বীক আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এই স্থানে পদার্পণ করিয়া শ্রীরসিকের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরসিকমুরারি গৌরিক শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীগোপীবল্লভ রায়' ও কাশীপুরের নাম 'শ্রীগোপীবল্লভপুর' প্রদান করেন। কিন্তু 'শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে'র বর্ণনানুসারে 'কাশীনাথ সিংহ' নাম হইতে ঐ স্থানের নাম 'কাশীপুর' হয় এবং পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু 'শ্রীগোপীবল্লভপুর' নাম প্রদান করেন। ব্রজ হইতে উৎকলাভিমুখে আসিবার কালে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীগোপীবল্লভ-রায়-শ্রীবিগ্রহ সঙ্গে লইয়া পূজা করিতে করিতে আসিতেছিলেন।

"বহু কৃপা রসিকেরে শ্যামানন্দ রায়।
যথা যায়, তথা ল'য়ে সঙ্গেতে বেড়ায়॥
একদিন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ-স্থানে।
কহিলেন গৃঢ়ে শ্রীমূর্ত্তির বিবরণে॥
শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃঢ়ে চিরকাল হ'তে।
ও'র নাম আজ্ঞা কর, দেই সব চিতে॥
শুনি' শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
'গোপীবল্লভ-রায়' বলিবে সর্ব্বজনে॥
এ গ্রামের নাম 'শ্রীগোপীবল্লভপুর'।
ইথে সাধু-কৃষ্ণ-সেবা হ'বে পরচুর॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, দঃ বিঃ ৩৮২-৮৬)

শ্রীরসিকানন্দের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্যামদাসী ঠাকুরাণীর উপর শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের ভার প্রদান করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কীর্ত্তনপ্রচার-সেবায় বহির্গত হ'ন।

"এ গ্রামের অধিকারী শ্যামদাসী-মাতা।
সেই হ'তে সেবায় করিল নিয়োজিতা॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গেতে।
নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসী-স্থানে।
সাধুসেবা, কৃষ্ণসেবা কৈল সমর্পণে॥"

(ঐ, দঃ বিঃ ৯১-৯৩)

এইরূপে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে শ্রীগৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারে দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ পাইয়া একদিন তাঁহাকে এইরূপ এক আদেশ প্রদান করিলেন,—

"একদিন রসিকেরে কহে শ্যামানন্দে।
আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে॥
এই ভিক্ষা—সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ 'হরে কৃষ্ণ' যোল নাম॥
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল, পুক্কশ, ম্লেচ্ছ—আছে যত জন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।
তোমা'স্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা, কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ, কিবা স্ত্রীগণ॥
সবাস্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর॥"

(ঐ, দঃ বিঃ ৪৩-৮)

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে এইরূপ কীর্ত্তন-প্রচারের আজ্ঞা প্রদান করিয়া শ্রীরসিকানন্দের দ্বারা উৎকলের ধনি-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ,

বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই গুরু বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। উৎকলে ও মেদিনীপুরে সহস্র সহস্র সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল মহোৎসবে ভেঙ্কগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিল। মেদিনীপুরে আলমগঞ্জে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শুভবিজয়োপলক্ষে এক বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। অহিন্দু সুবেদার (তরিবোলা) এই মহোৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"শ্যামানন্দ-স্থানে কহে সেই সে যবন।
'মহোৎসব কর এথা, শুন মহাজন॥
সকল সম্ভার দিব, নাহি কিছু দায়।
হিন্দু-অধিকারি-সব করিব নিষেধ।
সর্ব্বদ্রব্য গৃহে গিয়া করহ রন্ধন।
সুখে যেন সাধুজন করেন ভোজন॥'
মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ-স্থান।
তা'র মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিধান॥
তিনদিন তিন রাত্রি মহা-আনন্দেতে।
সঙ্কীর্ত্তন, হরিধ্বনি হৈলা চারিভিতে॥
আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন।
নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন করেন দর্শন।
বহুত বিশ্বাস হৈলা শ্যামানন্দ-স্থানে।
ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিল পূজনে॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, দঃ বিঃ ১১।৮-১৪)

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মেদিনীপুরের অহিন্দু-সুবেদারও শ্রীশ্যামানন্দের কৃপায় তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহপুরের ভূম্যধিকারী উদ্ধতরায় আজীবন দ্রব্যাদির লোভে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের হিংসা করিয়া আসিতেছিল। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট অন্য কিছু না পাইলেও অন্ততঃ তাঁহা-দিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের কন্থাগুলি কাড়িয়া লইত। অহৈতুক করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ সেইরূপ পাষণ্ডী ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীভগবানের সেই কৃপা শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া ছুঁইয়া উদ্ধতরায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীরসিকমুরারি প্রভুর সহিত উদ্ধতরায়ের ভবনে পদার্পণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর দর্শন ও স্পর্শনমাত্র ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবহিংসকও পরম বৈষ্ণব হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস লিখিয়াছেন,—

"নিষ্কপটে প্রেমভক্তি তা'রে কৈল দান।
সবংশে পরম বৈষ্ণব কৃপা ভাগ্যবান্॥
বড়ই প্রতাপী, বড় অসুর আছিলা।
শ্যামানন্দ-পরশে পরম সাধু হৈলা॥
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু বিনে না জানয়ে আর॥
ধারেন্দা হইতে আনাইলা শ্যামরায়ে।
তিন মহোৎসব কৈল শ্যামানন্দ রায়ে॥
বড়ই বৈষ্ণব হৈলা সেইদিন হৈতে।
শত শত সাধুসেবা লাগিল করিতে॥
দরিদ্রাধা সারি' বলিলেন শ্যামানন্দ।
নিবেদন করে কৃপা মনের আনন্দ॥
'বড় দুষ্ট, মহাপাপী, মুই দুরাচার।
সহস্র সহস্র সাধু করিনু সংহার॥
এক ঘর ভরিয়াছে গুবড়ি তাহার।
যদি আজ্ঞা কর, আনি সাক্ষাতে তোমার॥'
শুনি' শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল আনিবারে।
গুবড়ি আনিয়া কৈল পর্ব্বত-আকারে॥
সাত শত আঠারটি হইলা গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব ভক্তজনে॥
তবে প্রভু একে একে দিল বৈষ্ণবেরে।
গুবড়ি পাইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে॥
বহু বস্ত্র, বহু ধন দিল সাধুগণে।
দৃঢ়ভাবে কৈল শ্যামানন্দের শরণে॥
তা'র দেখাদেখি সাধু হৈল সব জন।
উদ্ধত-সাধুতা কিছু না রাখে কখন॥"

(ঐ, দঃ বিঃ ১৬।৫৪-৬৬)

উদ্ধতরায় নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবগণকে হত্যা করিয়া যে সাত শত আঠারটী কন্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সকল কন্থা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে একে একে বিতরণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর কৃপায় উদ্ধতরায়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরম্পরায় বহু ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া ও শ্রীযমুনা—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর এই তিন জন পত্নীর কথা 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গদাসীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীরসময়, শ্রীবংশী, শ্রীভীম, শ্রীকর প্রভৃতি ভক্তগণের প্রার্থনানুসারে বড় বলরামপুরের শ্রীজগন্নাথ দাসের দুহিতা শ্রীশ্যামপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহোপলক্ষে তথায় বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। ইহার পর সপার্ষদ শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ধারেন্দা-গ্রামে পদার্পণ করেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিক ও শ্রীদামোদরকে তথায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসেন। তখনই শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে উৎকলে প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ আজ্ঞা করেন। ভীমবন-নামক এক তৃণাধিকারী শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে শ্রীগোবিন্দপুর-গ্রাম সমর্পণ করেন। সেই গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া ও শ্রীযমুনা—এই তিন ঠাকুরাণীও আগমন করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু নিজ-প্রিয়শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের সহিত ঘন্টাশিলার রাজার নিকট সাধুসেবার আনুকূল্যার্থ 'সাহুটী'-গ্রাম ভিক্ষা করেন; সেই গ্রামের নাম 'শ্যামসুন্দরপুর' রাখিয়া তথায় এক আশ্রম স্থাপন এবং অযোধ্যা (মেদিনীপুর-জেলায়) ও ছোট গোবিন্দপুরে আবাস নির্ম্মাণ করেন। শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু ধূলিয়াতে অবস্থানপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি ব্রহ্মধাম-গমনের আদেশ হইল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর রাজা-প্রজা শিষ্যবর্গ এই কথা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর নিকট শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে আর কিছুকাল উৎকলে রাখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীরসিকানন্দের একান্ত প্রার্থনায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বায়ু-ব্যাধির ছল করিয়া কিছুকালের জন্য শ্রীব্রহ্মযাত্রা স্থগিত রাখিলেন। হিমসাগর-তৈল-প্রয়োগের অভিনয় করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু সুস্থ হইবার লীলা প্রকট করিলেন। অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু কাশিয়াড়িতে আগমন-পূর্ব্বক ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই গ্রামের জমিদার এক মোগল শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে বন্দী করিবার সঙ্কল্প করিল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ঐ মোগলকে বাতিরেকভাবে কৃপা করিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই উক্ত মোগলের বিষয়-বৈভব, স্ত্রীপুত্র, অশ্ব, ধনজন—সমস্তই বিনষ্ট হইল। অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়া উক্ত যবন অবশেষে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শরণাপন্ন হইল। অদোষদর্শী শ্রীশ্যামানন্দ যবনকে কৃপা করিয়া নারায়ণগড়ে শুভবিজয় করিলেন। তথায় গ্রামপাল দুইয়ার প্রাসাদের দ্বারে যবন-দ্বারক্ষক দেখিতে পাইয়া শ্রীশ্যামানন্দ গ্রামপালকে অহিন্দু-দ্বারী রাখিতে নিষেধ করিলেন।

"আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ,—'শুন গ্রামপাল।
ভিতরে যবন-দ্বারী না রাখিবে আর॥
শুদ্ধ-কৃষ্ণ-সাধুসেবা হয় যেই স্থানে।
নিরবধি ঘাতঘোত করে ধিপগণে॥
যবনের দরশে পরশে অকারণ।
আজ হৈতে দ্বারে রাখ সব হিন্দুগণ'॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পঃ বিঃ ১২।৬৮-৭০)

শ্রীপাট-অম্বিকাতে শ্রীল হৃদয়চৈতন্য-প্রভুর নিত্যলীলা-প্রবেশের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু অত্যন্ত বিরহ-বিধুর হইয়া পড়িলেন এবং নিজ সন্নিধানে শ্রীরসিকানন্দকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। শ্রীরসিকানন্দ উপস্থিত হইলে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বলিলেন,—

"আর না রহিব আমি অবনীমণ্ডলে।
হৃদয়ানন্দ-বিচ্ছেদ অন্তর বিদরে॥"

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩।৭)

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্যামসুন্দরপুরে শ্রীগুরুদেবের আরাধনা-মহোৎসব করিবার জন্য নিজ গোষ্ঠীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ক্রমে শ্রীদামোদরেরও অন্তর্দ্ধান হইল। শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীগোবিন্দপুরে বিরহ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্রীগুরুবর্গের আজ্ঞা ও মনোঽভীষ্ট পালন ও প্রচার করিবার যথা চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে উৎকলের বহু জীব কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়াছে; এখন শ্রীরসিকানন্দ তাঁহাদিগকে পালন করুন।

"কৃষ্ণের হইল আজ্ঞা আমারে যাইতে।
নিশ্চে আমি আর না রহিব পৃথিবীতে॥"

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩।২৩)।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীরসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৃসিংহপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীউদ্ধব-রায়ের ভবনে ভক্তগণসহ অবস্থান করিলেন। তথায় চারি-মাসকাল অদ্ভুত-লীলাভিনয় করিলে শিষ্যবর্গ নানাপ্রকার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বলিলেন,—

"কৃষ্ণ-আজ্ঞা আছে, আমি যাইব নিশ্চয়।
মিথ্যা ঘর না করিহ, শুনহ সবায়॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাহ নিশিদিনে।
নিরবধি কৃষ্ণকথা কর সাধুগণে॥
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মুরলী নানাযন্ত্র।
এই অষ্টযন্ত্র ইথে কহিলাম তত্ত্ব॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পঃ বিঃ ১৩।৩১-৩৩)

এই কথা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু মৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন এবং গদগদস্বরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন,—

"মোরে আজ্ঞা হউ, প্রভু, যাই বৃন্দাবনে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কেমনে॥"

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩।৩৪)

কিন্তু শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু বলিলেন,—

"উৎকলে জন্মিলা যত শ্যামানন্দিগণ।
তা'রে লৈয়া কতদিন কর বিহরণ॥
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল-ভুবনে।
মনেতে জানিহ সদা, আছ বৃন্দাবনে॥
কতদিন কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেমে চলাচলি করহ সংসার॥
ঘরে ঘরে সাধুসেবা করহ যতনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দেহ সর্ব্ব জনে জনে॥"

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩।৩৭-৪০)

ইহা বলিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকের মস্তকে নিজ শ্রীচরণকমল প্রদান করিলেন ও স্বহস্তদ্বারা তাঁহার মস্তকে বস্ত্র বন্ধন করিয়া ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং সকলকে শ্রীরসিকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তন-কলরব উত্থিত হইল। ১৫৫২ শকাব্দায় (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-পূর্ণিমার শেষে কৃষ্ণপ্রতিপদ-তিথিতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নৃসিংহপুরে লীলাসংগোপন করিলেন। এ সম্বন্ধে 'শ্রীরসিক-মঙ্গলে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"পনর শ' বাহান্ন শকাব্দ যে প্রমাণ।
কৃষ্ণের নিয়মে প্রভু করিলা প্রয়াণ॥
দেবস্নানযাত্রা-পূর্ণিমীর শেষে।
কৃষ্ণপ্রতিপদ-তিথি আষাঢ়-প্রবেশে॥
হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি, সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
গগন-মণ্ডলে প্রবেশিলা জয়বাণী॥
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হইলা জ্ঞান॥"

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩,৪৯-৫২)

নৃসিংহপুর-গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দের তিরোধান-আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীরসিকানন্দ গোবিন্দপুরে (যেস্থানে শ্রীশ্যামানন্দ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াছিলেন) আদ্য-আরাধনা-মহোৎসবের স্থান স্থির করিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ-গোষ্ঠীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বাদশ দিনব্যাপী শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিন পত্নী যাহাতে তাঁহাদের সেবা-শ্রীবিগ্রহগণকে লইয়া শ্রীশ্যামসুন্দরপুরে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর অভিভাবকত্বে অবস্থান করেন, তজ্জন্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের চেষ্টায় তিন ঠাকুরাণী প্রথমে শ্রীশ্যামসুন্দরপুরে একত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহারা পরস্পর কলহ আরম্ভ করিলেন।

"তিন-ঠাকুরাণী-প্রীতি না হৈল সর্ব্বথা॥
নিরবধি কলহ করেন অকারণে।
তিনজনে গালি দেন অচ্যুতনন্দনে॥"

(ঐ, উঃ বিঃ ৪।১৯-২০)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠা পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গদাসী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর কতকগুলি দুষ্ট অনুশিষ্য (?) ও বৃদ্ধ-শিষ্যের (?) সঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিলেন। হরিকর-নামক এক ব্যক্তি শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর নামে এইরূপে এক জালপত্র সৃষ্টি করিল, যেন শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গদাসীকে বিষপ্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করিবার জন্য এক গোপনপত্র লিখিয়াছেন। ঐ বড়

ঠাকুরাণী দধি-মর্দ্দন-মহোৎসবের দিন শ্রীশ্যামানন্দ-গোষ্ঠী ও সাধারণ বিজ্ঞ সজ্জনগণের সভায় পত্রটী দেখাইয়া বলিলেন, —"এই পত্রটী আমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণ-স্বরূপ; সুতরাং ইহা আমি আর কাহারও হস্তে দিব না; একমাত্র পদ্মনাভ ও গোপীদাস আমার হস্ত হইতে ইহা পাঠ করিতে পারে।" কিন্তু তখন এমনই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গদাসীর নির্ব্বাচিত পদ্মনাভই যখন বড় ঠাকুরাণীর ঐ পত্রটী পড়িতেছিল, তখন পত্র-লিখিত বিষয়গুলি শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রের শ্লোকে পরিণত হইয়া গেল। এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া চক্রান্তকারী দুইজন পলায়ন করিল এবং শ্রীগৌরাঙ্গদাসীর দর্প চূর্ণ হইল।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিতের উপকরণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য ও সঙ্গী শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক সংস্কৃত-ছন্দে রচিত (১) 'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্', শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দের সঙ্গী ধারেন্দা-নিবাসী শ্রীগোপীজনবল্লভদাস-কর্ত্তৃক পদ্য-ছন্দে লিখিত (২) 'শ্রীরসিকমঙ্গল', শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য কোন মুরারি-রচিত সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ (৩) 'শ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ', শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অবস্তনরূপে পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস-প্রণীত (৪) 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ' ও (৫) 'শ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব,' শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামান্তর শ্রীঘনশ্যাম দাস-কৃত (৬) 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', (৭) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীশ্যামানন্দ-শতকের সংস্কৃত টীকা, (৮) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নামে আরোপিত কতিপয় পদ। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয়-প্রদত্ত বিবরণ, মহোৎসব-তালিকা এবং শ্রীসজ্জনতোষণীতে (২।৬) প্রকাশিত 'শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী' প্রবন্ধ প্রভৃতি। শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে রক্ষিত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও তত্স্থানে তাঁহার বহুলীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-কাল ১৫৫২ শকাব্দ; আর 'বিন্দুপ্রকাশ'-রচনার কাল ১৬২৮ শকাব্দ অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাবের ৭৬ বৎসর পর।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অবস্তন অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ, তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধা-দামোদরের শিষ্য শ্রীবলদেব। শ্রীরসিকমঙ্গলের প্রণেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস বাল্যকালে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন এবং তিনি ধারেন্দা-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী ও মিত্ররূপে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরে এই তিনজনকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা-শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরসিকমঙ্গলে শ্রীশ্যামানন্দের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কোনই উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরসিকমঙ্গল বিশেষভাবে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরিত-গ্রন্থ বলিয়াই তাহাতে শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গিগণের নামোল্লেখ হয় নাই। শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ-গ্রন্থের লেখক— শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অবস্তনরূপে পরিচয়-প্রদানকারী।

"শ্রীরাধামনোহর ঠাকুর আমারি।
তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি॥
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ-দেবের চরণ।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন॥
শ্রীরসিকানন্দ-পদ বন্দো সাবধানে।
পরমেষ্ট গুরু তেঁহ হয়েন জন্মে জন্মে॥
বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ-দেবের চরণ।
পরমেষ্ট পরমগুরু ভুবন-পাবন॥
বন্দিব হৃদয়ানন্দ-দেবের চরণ।
পরমেষ্ট-পরাৎপর-গুরু তেঁহ হন॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হউ তাঁর উচ্ছিষ্টে কুকুর॥"
(শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ ১৫-১০)

অতএব শ্রীশ্যামানন্দরসার্ণব ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস এবং শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু—উভয়েই শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন।

শ্রীবিন্দুপ্রকাশ ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে লিখিত আছে যে, শ্রীজয়চৈতন্য প্রভুর আদেশে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ব্রজে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বাৎসল্য-স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রস-লীলা-শ্রবণে তাঁহার মধুর রসে লোভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সখ্য-রসের রসিক ছিলেন।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য সেই রসেরই সেবক ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ মধুর-রসে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসস্থলীতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঝাড়ু-প্রদান-সেবা করিতেন। শ্রীজীব প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সেবা ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীযুগল-রসের কথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্যামানন্দের রাগময়ী ভক্তি প্রকট হয়। শ্রীশ্যামানন্দ রাগাবেশে কখনও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। একদিন শ্রীজীবপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে কোলে করিয়া নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন; তৃতীয় প্রহরে শ্রীশ্যামানন্দের সংজ্ঞা লাভ হইল। শ্রীজীব প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের শিরে শ্রীচরণধূলি প্রদান ও বহু কৃপা করিয়া প্রসাদ সেবা করাইলেন। শ্রীশ্যামানন্দের প্রার্থনায় শ্রীজীব প্রভু নিজানুগতো শ্রীশ্যামানন্দকে রাগ-ভজনের উপদেশ প্রদান করেন।

"নিজ-অনুগত দিলেন ভজন-সাধন।
রাগানুগ-সাধনের যত কর্ম্ম ধন॥
শ্রীরূপ-চরণাশ্রয় শ্রীজীব-কৃপাতে।
রাধাকৃষ্ণ-ভজন করেন অবিরতে॥
দিনে দিনে ভক্তিপ্রেম-রাগ-বর্দ্ধীপন।
রাগাত্মিকা নাম শ্যামানন্দেরে দিলেন॥"

(শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ ১।২৪-২৭)

শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য-দৃঢ়তা ও ক্রমে সাধনপক্কতা-দর্শনে শ্রীজীবপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

'শ্রীবিদ্বৎপ্রকাশ' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ'-গ্রন্থে লিখিত শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা-কালে শ্রীললিতা দেবী ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা ও বিশেষ-চিহ্নিত তিলকাদি-লাভের প্রসঙ্গ ভজনের নিগূঢ় ব্যাপার বলিয়া এখানে বিবৃত হইল না। কারণ, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে শ্রীললিতাদেবী একমাত্র শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবপ্রভু ব্যতীত অপরের নিকট উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

"ললিতা কহেন—'তুমি শুন, শ্যামানন্দ।
যত তুমি পাইলে শ্যামাপদদ্বন্দ্ব॥
এবে নিজরূপ তোমার হউক প্রকাশ।
জীব-বিনু একথা কা'রে না কর প্রকাশ।
অন্যথা কহিবে যদি পরাণে মরিবে।
আমার শপথ রাইর চরণ না পা'বে॥"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ১।১২৬-৮)

ইহার পর শ্রীশ্যামানন্দ নিজ-কুঞ্জে আসিলে শ্রীজীবপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দের অঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ এবং মস্তকে নূপুরাকৃতি ও মধ্যে বিন্দুযুক্ত তিলক দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলেন যে, শ্রীজীবপ্রভুর কৃপায়ই তাঁহার ঐ সকল প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন এবং তিলকের 'শ্যামানন্দী' নাম প্রদান করিয়া শ্রীরাধা-রাণীর কৃপা ও শ্রীললিতার স্নেহকে কেবল শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ব্যাপার বলিয়া অবধারণ করিতে বলেন।

'শ্রীবিদ্বৎপ্রকাশে' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে' উভয় পুঁথিতেই লিখিত হইয়াছে,—শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু যখন ব্রজধামাগত লোকের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণ-দাসকে শ্রীজীব পুনরায় শিষ্য করিয়াছেন এবং কৃষ্ণদাস তাঁহার কপালে নূতন প্রকারের তিলক ধারণ করিয়াছেন, তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ করিলেন এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন। শ্রীজীবপ্রভু ব্রজবাসিগণকে একত্র করিয়া শ্রীশ্যামানন্দকে সকলের সাক্ষাতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভুর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিবার প্রস্তাব করেন। সকলেই শ্রীজীবের বাক্যেই বিশ্বাস করিবেন বলিলে শ্রীজীব শ্রীহৃদয়ানন্দের কৃপায়ই দুঃখী কৃষ্ণদাসের 'শ্যামানন্দ'-নাম এবং শ্রীহৃদয়-চৈতন্য-প্রভুর পাদপদ্মই তিলক করিয়াছে ইত্যাদি কথা ব্যক্ত করেন। গুরুগণও কৃষ্ণদাসের নিজমুখোক্তি শ্রীজীব-প্রভুর কবিত বিবরণে শ্রীহৃদয়ানন্দই কৃষ্ণদাসের গুরুপাদপদ্ম,—এরূপ প্রমাণ পান।

"শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু ঠাকুর আমারি।
তাঁ'র পাদপদ্ম-তিলক ধরে শিরে॥
গুরু আজ্ঞা করিয়াছেন,—'সাধুসঙ্গ করিবে।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিবে॥'
ব্রজে আছি গোসাঞির চরণ-দর্শনে।
ভাগবত, কৃষ্ণকথা শুনি অনুক্ষণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বিনে মোর অন্য নাই।
তাঁহার স্মরণ করি' জানিবে গোসাঞি॥"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ২।৭০-৭৩)

শ্রীকৃষ্ণদাস আরও বলিলেন যে, শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া তাঁহাকে 'শ্যামানন্দ'-নাম ও শ্রীতিলক প্রদান করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভুর পত্র পাইয়া শ্রীহৃদয়-চৈতন্য-প্রভু বলিলেন যে, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। তিনি কখনও শ্রীশ্যামানন্দকে স্বপ্নে দর্শন ও তিলক প্রদান করেন নাই। মধ্যে বিষ্ণুভক্ত হরিপ্রকৃতি-তিলক শ্রীজীবের প্রদত্ত। ইহা বাবাবরদী তিলক। চৌষট্টি মহান্ত ও বাদশ-গোপালকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী আসিয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ, পরস্পর সাধুসমাজের লৌকিক্য জ্ঞাপন ও কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে শ্রীহৃদয়ানন্দ অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন ও কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—"তোমার স্বপ্ন সত্য নয়; তুমি অপরের শিষ্য হইয়া আমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক পত্র লেখাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছ। তোমার তিলক যদি পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও ঐ তিলক পুনরায় দেখা যায়, তবেই তোমার স্বপ্নের সত্যতা বুঝিব; নতুবা তোমাকে ভণ্ড অপরাধী জানিয়া ব্রজমণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।" ব্রজমণ্ডলে বাসহলীতে এই বিচার-সভার আহ্বান করা হইল। শ্রীকৃষ্ণদাস দুই দণ্ড সময় প্রার্থনা করিয়া শ্রীললিতাদেবীর কৃপা প্রার্থনা করিলেন এবং সিদ্ধ-দেহে শ্রীরূপ-মঞ্জরী, সখীবৃন্দ ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীরাধারাণী শ্রীস্থবলকে আহ্বান করিয়া শ্রীশ্যামানন্দকে তাঁহার চরণে পাতিত করিলেন এবং মহান্ত-সমাজে পরীক্ষা-কালে মুখকে তিলক ও হৃদয়ে 'শ্যামানন্দ' নাম লিখিতে উপদেশ দিলেন। এদিকে মহান্তগণ সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদাসকে মৃত মনে করিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সংজ্ঞা লাভ করিলে তাঁহার কপালের তিলক জলের দ্বারা ধৌত করা হইল, কিন্তু পুনরায় উজ্জ্বলতরভাবে তিলক ও নামের প্রকাশ হইল। তখন শ্রীহৃদয়ানন্দ ও মহান্তগণ সকলেই শ্রীশ্যামানন্দের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দও শ্রীশ্যামানন্দকে পুনরায় স্নেহাশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশের স্থানে স্থানে যে-সকল আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশের চতুর্থ দণ্ডাংশে শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি শ্রীহৃদয়ানন্দের ক্রোধলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে সখ্যভাব-অনুশীলনের উপদেশ করিলে শ্রীশ্যামানন্দ তাহা অস্বীকার করেন। তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য মহাক্রোধে শ্রীশ্যামানন্দকে যষ্টি-প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া রক্তপাত-পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন:—

"সখা-বিনু রাধাভাব কভু না করিবে।
মোর সখ্যভাব এই ব্রজে আচরিবে॥
এত শুনি' শ্যামানন্দ বলেন বচন।
'সখ্যভাব করিতে নারিব আচরণ॥'
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হৈলা।
উঠিয়া শ্রীশ্যামানন্দে ছাট প্রহারিলা॥
ছড়ি দুই তিন বাড়ি হাতে পায়ে পিঠে।"
মাংস কাটি' শোণি বহে, গোসাঞী ভূমে লুটে॥"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ৪।২৭-৩০)

চতুর্থ দণ্ডের শেষে লিখিত আছে, শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া পরে শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীজীবপ্রভুর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের অনেকে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রকাশ' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে'র এই সমস্ত আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে বলেন যে, এই সকল ঘটনা প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বিবাদ, ঈর্ষা বা মাৎসর্য্য-পরায়ণতার দিক্ হইতে না দেখিয়া নিজের ঐশ্বর্য্যে শ্রীগুরুদেবের অন্তরোল্লাস ও সত্যতাপরীক্ষার্থ ঘটিয়া-ছিল, এই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। শ্রীশ্যামানন্দকে বেত্রাঘাতরূপ প্রেমদণ্ড সখ্যের পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শনকারী শ্রীহৃদয়চৈতন্যের পক্ষে স্বাভাবিক। আবার শ্রীরাধার পক্ষপাতিত্বযুক্ত লেখক-গণের শ্রীহৃদয়চৈতন্যের ঐরূপ প্রেমক্রোধলীলা-বর্ণনাও স্বাভাবিক।

শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলে প্রচারের প্রেরণাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে উৎকল-প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে চলিতে চলিতে বহু লোককে বৈষ্ণব করিলেন। উৎকল-প্রদেশের ধল-ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে নবীনকিশোর-নামক ধলরাজ অভিষিক্তসংকার করিবার অভিনয়ে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল। ধলরাজ শক্তি-উপাসক ছিল। তাহার ইষ্টদেবের নাম রক্ষিণী। সেই দেবী তীর্থযাত্রী উদাসীন ব্যক্তিগণকে সংহার করিয়া তাঁহাদের শোণিত ও মাংস ভক্ষণ করিত। রাজা

দেবীকে ঐরূপভাবে অভিবিলম্বের মাংসের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিজের বৈষ্ণবদুষ্টি করিত। সহসা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে রাজার সেবক সেই রঙ্গিণীদেবীর আবাসে বাসস্থান প্রদান করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে রঙ্গিণী নরমাংস-ভোজন-লোলুপা হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে দর্শনমাত্র তাহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রঙ্গিণী সাষ্টাঙ্গ-প্রণতা হইয়া নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং রাজার শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া তরবারির দ্বারা রাজাকে সবংশে নিধনার্থ ক্রোধ প্রকাশ করিল ও বলিল,—"আমার ইষ্টদেব প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ। তাঁহাকে তুমি দ্বারক্রদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ! শীঘ্র সবংশে গিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হও ও প্রভুর সেবা কর।" রাজা শ্রীশ্যামানন্দের নিকট গমন-পূর্ব্বক ক্ষমা-ভিক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভক্তদ্রোহীর মুখদর্শন করিলেন না, কিন্তু গ্রামের উদ্যানে রাত্রিকালে রঙ্গিণী রাজাকে লইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরণে পতিত করিলেন। তখন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রসন্ন হইয়া রাজাকে সবংশে শিষ্য করিলেন; তাহাকে অহরহ বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা, সাধুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও বৈষ্ণবচরণামৃত-পান করিবার এবং জীবহিংসা হইতে বিরত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন।

'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীব্রজ হইতে উৎকলের পথে গমনকালে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগোপীবল্লভ-রায়-শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন। বলরাজের অর্থানুকূল্যে শ্রীগোপীবল্লভ-রায়ের ভোগ লাগাইয়া একটি বিরাট মহা-মহোৎসব হইয়াছিল এবং রাজা শ্রীগুরুদেবের অবশিষ্ট-গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। রাজা শ্রীগুরুপাদপদ্মে একশত মোহর প্রণামী ও বৈষ্ণবগণকে নববস্ত্র বিতরণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত সেইস্থান তদবধি 'শ্যামসুন্দরপুর' বলিয়া বিখ্যাত হইল। রাজা শ্রীগুরুদেবের জন্য গৃহনির্ম্মাণ ও দশ-পনরটী গ্রাম উপহার দিয়াছিলেন।

রজনীতে অচ্যুত-তনয় শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হইবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট অভিগমন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করেন। ইহার পরেই শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিয়োগ করিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশের বিবরণানুসারে সুবর্ণরেখাতীরে কাশীনাথ শিবের নামানুসারে কাশীপুর-গ্রামকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গোপীবল্লভপুর-নাম প্রদান করেন এবং গ্রামের নিকটে বেলবনে রঙ্গিণীদেবীর স্থান নির্দ্দেশ করেন। মঙ্গলার দামোদরপতি নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু মযূরভঞ্জে পদার্পণ করিয়া জনৈকা সতী ব্রাহ্মণীর শাপগ্রস্ত রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে কৃপা করেন এবং মযূরভঞ্জের সমস্ত ভাগ্যবন্ত ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলেন,—"পদ্মবসান বা পদ্মবসান-(তমলুক) স্থানে আমার সেবা ছিল। সন্ন্যাসিনামধারী এক বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যক্তি আমাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আমি বর্ত্তমানে নির্ম্মাপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে সেইস্থান হইতে উদ্ধার কর।" প্রাতঃকাল হইবামাত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে সেই স্থানে যাইতে যাইতে পথে শ্রীশ্যামানন্দ বহু জীবকে উদ্ধার করিলেন। অচ্যুতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীদাসও শিষ্য হইলেন। মঙ্গলা ও কাশিয়াড়ী হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু বলরামপুরে গেলেন। তথায় হরিচন্দন মহাপাত্রকে শিষ্য করিলেন। শাখুয়াতে মধুসূদনকে শিষ্য করিয়া মহনাগড়ের রাজা নিরঞ্জনমল্লকে শিষ্য করিলেন। তৎপরে পদ্মশশানে গিয়া ভক্তগণসহ রাজার দুর্গামণ্ডপে উপবেশন করিলে দুষ্ট সন্ন্যাসী রাজাকে মন্ত্রণা দিয়া শ্রীশ্যামানন্দ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অপমান করিবার যুক্তি করিল। সপার্ষদ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যে-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইস্থান শোধনের জন্য মৃত্তিকা পুনঃ পুনঃ খনন করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রভাব-দর্শনে ভীত রাজা প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর যখন তমলুকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিরহ-বিধুর শ্রীল বাসুদেবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি দর্শন দান করিলেন এবং শ্রীল

বাসুদেবের প্রেমবাধ্য হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট অবস্থান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তমলুকে অর্চ্চাবতাররূপে প্রকাশিত থাকিলেন। এই শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের প্রতিই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও বিষ্ণুবিগ্রহ-বিদ্বেষী এক সন্ন্যাসি-নামধারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু রাজার নিকট লোক পাঠাইয়া ঐ সন্ন্যাসীকে বিতাড়িত করিতে আদেশ দিলেন এবং শ্রীরসিকমুরারিকে শ্রীগৌরবিগ্রহ-অন্বেষণের আজ্ঞা করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু নির্ব্বাপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে টাকা ও শাড়ী উপহার দিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু রাজা ও সৈন্যসামন্তসহ নির্ব্বাপুরে গমন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে শ্রীবিগ্রহ উদ্ধার করিলেন এবং তমলুকে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য প্রচুর অর্থানুকূল্য করিলেন।

'পদ্মশ্মশান' বা 'পদ্মবশান' তমলুক-সহরের মধ্যে উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী একটী গ্রামের নাম। তৎকালে সহর এত বিস্তৃত ছিল না; কেবল রাজগৃহ-প্রভৃতি ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল ঠাকুর বাসুদেব-ঘোষ-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও তদীয় কোন নিষ্কিঞ্চন শিষ্য ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছিলেন। পরে তাঁহার অপ্রকটের পর নির্ব্বাপুরের কোন ব্রাহ্মণশিষ্য সেবা করিতেন। তৎকালে তাম্রলিপ্তের প্রশাসন পাঠান-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, অতিমূঢ় অত্যাচার-ভয়ে ও কাপালিকাদির অত্যাচারে ঐ সেবক তদীয় বাসগ্রামে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া অতি গুপ্তভাবে ভিক্ষাজীবী হইয়া অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের নাম কেহ জানিতে পারেন নাই। ঐ গ্রাম পদ্মশ্মশান (তমলুক) হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। দীর্ঘা দিয়ার আলি-বেগের নাম বা উপাধি-অনুসারে ঐ গ্রামের নাম-করণ হইয়াছে। 'খোজার বাঁধ' নামক একটী প্রশস্ত উচ্চপথ ঐ 'দিয়ার আলি বেগ'-নামক তাৎকালিক পাঠান-শাসক নির্ম্মাণ করিয়া তমলুক-পরগণাকে কাশীযোড়া-নামক পরগণা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে; ঐ বাঁধ অদ্যাপি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছে।

নির্ব্বাপুর হইতে শ্রীল রসিকানন্দদেব শ্রীগৌরবিগ্রহ আনিয়া বর্ত্তমান তমলুক-সহরের মধ্যস্থলে মন্দির করাইয়া স্থাপন করেন। পরে তমলুকের রাজারা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা বহু ভূসম্পত্তি উঁহার সেবার জন্য দিয়াছেন। ঐ আয় হইতে কিয়দ্দিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ওখানকার সেবা সুচারুরূপে চলিতেছিল। নূতন আইনে কতকটা জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্য ও সাধারণ ব্যয়ের বাহুল্য সেবার অন্তরায় হইয়াছে। এখন মাসিক গড়পড়তা আয় তিন শত টাকার অধিক নহে। শ্রীপাটই ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিচালনা করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু উক্ত রাজাকে শিষ্য করিয়া কাজলী হইয়া শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমনপূর্ব্বক দ্বাদশ মহোৎসব * সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে উদ্ধতরায়কে কৃপা করিয়া বেলুনাতে গমনপূর্ব্বক শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তমলুকে ও বাগপুরে বহু লোককে তিনি কৃপা করিলেন। বাগপুরে নবাবের এক মুন্সি ছিলেন; তাঁহার নাম 'হরিহর'। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ঐক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া গৃহে শ্রীশালগ্রামের পূজা করাইতেন এবং

* শ্রীশ্যামানন্দকে বাসনুত্যপরায়ণ দেখিয়া মধুরসের পক্ষপাতী শ্রীজয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের যোগ্যতা পরীক্ষার্থ রুক্মিণ-ক্রোধলীলা অভিনয়পূর্ব্বক কৃপা-দণ্ডের বিধান করেন। ইহাতে স্বপ্নযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজয়চৈতন্যকে বলেন যে, শ্রীশ্যামানন্দ মধুর-রসের যোগ্যপাত্র; সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক সেবার গতি প্রতিরোধ করা উচিত নহে। তখন শ্রীজয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি দণ্ড-প্রদান করায় তাঁহার অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট ঐ অপরাধ ক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। বৈষ্ণবগণ লোকশিক্ষার্থ দ্বাদশ-দিবস-ব্যাপী বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিবার বিধান প্রদান করেন। ইহাতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু স্বীয় গুরুদেবের শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ঐ মহোৎসবের সেবা-ভার ভিক্ষা করিয়া লন। তিনি প্রতিবর্ষে বিশেষ সমারোহে দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী ঐ উৎসব সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীরসিকানন্দ ও তৎপরে শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ-সেবাধিকার-প্রাপ্ত মহাজনগণ শ্রীশ্যামানন্দের তিরোভাব-তিথির দ্বাদশ-দিবস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই দ্বাদশ-মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রত্যহ কেবল পাঁচ সের অপক্ক চাউল ভোগ দিতেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ইহা দেখিয়া হরিহরকে বলিলেন,—

"তুমি অন্ন পাক করি' স্বচ্ছন্দে খাইবে।
ঠাকুরে তণ্ডুল খানি ভোগ লাগাইবে।
এই ভোগে তুষ্টা হ'বে সকলে তোমার।"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ১০।৯-১০)

শ্রীশালগ্রামকে অন্নভোগ না দেওয়ায় শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু অতি ক্ষুধাতৃষ্ণা-সদৃশ হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিলেন। এই হস্তী পরজন্মকালে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হইয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছিল।

অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীগরুড়াসন, শ্রীসাক্ষি-গোপাল প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় করেন। এক সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ অচল হইলে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর আবেশে শ্রীরসিক মুরারের দ্বারা রথ চালনা করিলেন এবং অবিলম্বে রথ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পুরীর রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে তথায় একটি মঠ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান প্রদান করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু এই মঠের নাম 'কৃষ্ণমঠ' রাখিলেন। কৃষ্ণমঠের অধিকারীর ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশ করিলেন। বনস্থলীরাজ রাজা সাগরেন্দ্র শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু তাঁহার গৃহে শ্রীগোকুলচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে খুরিয়ার শ্রীরাসবিহারী ও ধোলাবীনাড়াজোলে শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর কৃপায় ব্যাঘ্র-সর্পাদিরও উদ্ধার হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার রামানন্দি-সম্প্রদায়ী মহান্ শ্রীসূর্য্যানন্দের একটি প্রার্থনা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীসূর্য্যানন্দ শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্দের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া তথায় নানাবিধ লীলা প্রকাশ করেন। অতঃপর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ও বহু ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু যখন পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন শ্রীজীব-প্রভুর কৃপায় উৎকল-পুরুষোত্তমের রাজা শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। তখন সেই রাজা কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিবার জন্য শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুকে বটীয়রা-গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু জয়পুরে গমন করিলে জয়পুরের রাজা শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর সেবার জন্য শ্যামলীগ্রাম প্রদান করেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মালদহ, অম্বিকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। বিষ্ণুপুরে আগমন করিলে তথায় রাজা বীরহাম্বীর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দর্শন ও পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীগোবিন্দ-পতি প্রভুর সহিত শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং বীরহাম্বীর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল গোবিন্দ-পতি প্রভুকে যথাবিহিত পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু যখন শ্রীগোপীবল্লভপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীরূপরঘুনাথ-প্রভু শ্রীগোবিন্দের দর্শনের জন্য তথায় আসিতে ইচ্ছা করিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যখন শ্রীরূপরঘুনাথ-প্রভু শ্রীগোপীবল্লভপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দের সহিত অগ্রসর হইয়া শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। শ্রীরূপরঘুনাথ-প্রভুকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভু সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে রাসযাত্রা-উৎসব সম্পাদন করিয়া কানপুরে(সিংহ-ভূম-জেলান্তর্গত) শুভবিজয় করিলেন। তথায় শ্রীগোপী-নাথ দর্শন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে 'ঝুটাখোর বৈষ্ণব' বলিয়া নিন্দা করিল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু মৌনী থাকিলেন। তিনি যখন সপার্ষদ নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন এক বৃহদাকার কুম্ভীর সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর আবেশে কুম্ভীর জীবহিংসা হইতে বিরত হইল এবং শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া উক্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী অতীব বিস্মিত হইল এবং নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্যত্ব বরণ করিয়া 'শঙ্করদাস'-নামে অভিহিত হইল। অনেক তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীও তাহাদের দুষ্টমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ মীরগোদা, বনস্থলীরা প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ করিয়া বহু লোককে কৃপা করিলেন এবং তৎপরে মযূরভঞ্জে শুভবিজয় করিলেন। রাজা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পদরজ ও অবশিষ্ট

পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের দ্বারা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভক্ত-কুপণ্ডিগণের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ১৫৫২ শকাব্দে (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ়-মাসে কৃষ্ণপ্রতিপদ-তিথিতে শ্রীনৃসিংহপুরে উদ্ধওধায় ভূঁইয়ার গৃহে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীরসিকানন্দ প্রভু তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শ্যামদাসীর অষ্টমগর্ভে আবির্ভূত চতুর্দশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরাধানন্দদেবকে শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্যামানন্দ-গাদির অধীশ্বর করেন।

শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুকৃত 'শ্রীশ্যামানন্দশতক' হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরিতের কিছু উপকরণ পাওয়া যাইবে।

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সাক্ষাজ্জীমুখলস্য যং ভগবতঃ শ্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্র-মস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়-নর্ম্মমর্ম্মসুকচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাম্ ॥ ২ ॥

মহাজনগণ পৃথিবীতে যাহাকে হৃদয়ানন্দের প্রিয়শিষ্য ও সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবলরাম (শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত-ঠাকুরের) প্রিয়তম অনুশিষ্য বলিয়া থাকেন, সেই শ্রীমান্ কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদনিপুণ ভক্তগণের মস্তকস্থিত চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীশ্যামানন্দদেব মদীয় চিত্তমধ্যে অহোরাত্র শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখীগণের হৃদয়ের সুরুচিসম্পাদনপূর্ব্বক দীপ্তিলাভ করুন।

শ্যামেনৈব যশেন যস্ত্রিজগতীমানন্দয়ত্যুজ্জ্বলম্
শ্যামানন্দ ইতীরয়ন্তি কবয়ো যং কার্ক্ষরাজং ভুবি।
সংতপ্ত-ব্রজসুন্দরেন্দ্র-রমণীভাবপ্রকাশোজ্জ্বলং
তং বন্দে জগতাং গুরুং সকরুণং শ্রীমূরিকানন্দনম্ ॥ ৩ ॥

শ্যাম অর্থাৎ উজ্জ্বলযশের দ্বারা যিনি উল্লসিত হইয়া ত্রিজগতের আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন, এইহেতু যে শ্রীকৃষ্ণভক্তশ্রেষ্ঠকে সুধিগণ 'শ্যামানন্দ'-নামে অভিহিত করেন, অতীব গূঢ় ব্রজেন্দ্রনন্দনবরের রমণীগণের ভাবপ্রকাশ-বিষয়ে যিনি উজ্জ্বলমূর্ত্তি হইয়াছেন, সেই কৃপাবান্ জগদ্‌গুরু শ্রীমূরিকানন্দনকে বন্দনা করি।

পাষণ্ডাধম-শৈব-শাক্তক-মহাবৈতণ্ডিক-সেনাভূতৈ-
র্বিক্রান্তৈর্বিকলাং বিলোক্য পরিতো গাং কার্ক্ষসেনাবৃতঃ।
আলীলোচন-গোচরোঽত্র কৃপয়া যঃ প্রেম-পল্লাবিত-
স্তং বন্দে কলিকল্মষৌঘ-দলনং কার্ক্ষিং জগন্মঙ্গলম্ ॥ ৭ ॥

পাষণ্ড, অধম, শৈব, শাক্ত ও বৈতণ্ডিক প্রভৃতি অসংখ্য বিক্রমশালী ব্যক্তিগণ সেনারূপ ধরিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বদিকে আক্রমণদ্বারা বিফল করিলে যিনি কৃপাপূর্ব্বক কার্ক্ষসেনাবৃত ও প্রেমপল্লবশালী হইয়া এই ভূমণ্ডলে নেত্রগোচর হইয়াছিলেন, সেই কলিপাপসমূহের বিনাশক জগন্মঙ্গলকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণতনয়কে বন্দনা করি।

মায়াবেশতরেণ্ড-মদ্যতর-প্রোদ্ভূমলোল্লম্বনং
সংসারাতিভয়ঙ্করোগ্র-বলবজ্জাড্যৈকবিক্রীড়িতম্।
যস্মাদ্যা কলিকালসঙ্গবলিতং স্তম্ভং যযৌ তৎক্ষণা-
ত্তং কার্ক্ষিং প্রণমামি মূর্ত্তিমদিদং তেজো মহাভীতিঘ্নম্ ॥ ৮ ॥

কপটকাননে বিচরণকারিগণের মদো শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কারে উদ্ধত্যপ্রকাশে সন্দপ্রধানশীল, কলিকালের সঙ্গে জাতবিক্রম, সংসাররূপ অতি ভয়ঙ্কর, উগ্র, সবল বাধের ক্রীড়ন যাঁহার নামমাত্রেই সদ্য স্তম্ভিত হয়, মহাভীতিস্বরূপ যমেরও ভীতি-উৎপাদক মূর্ত্তিমতী শক্তির আধার সেই শ্রীকৃষ্ণানন্দের তনয়কে প্রণাম করি।

স্মৃত্যাদিঃ শ্রুতিভিঃ স্মৃতিপ্রকৃতিভির্ভ্রান্তাঃ পুরাণাগমৈঃ
সিদ্ধান্তৈরপি কৃষ্ণভক্তি-রসিকাঃ স্যুর্যৎ প্রসাদস্থিরাঃ।
সূনানন্দনমানতোঽস্মি তমহং বেদার্থসারাস্পদং
ত্রয্যা গীতগুণানুবাদমতুলানন্দং পরেষাং পরম্ ॥ ১১ ॥

পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, আগম প্রভৃতির বাক্য এবং সিদ্ধান্তসমূহ-দ্বারা পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত হইলে যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণপারতন্ত্র্যে দৃঢ়ভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিরসিক হইতে পারিয়াছিলেন, বেদার্থসারের আস্পদস্বরূপ, ত্রয়ী (বেদসমূহ)-কর্ত্তৃক সম্যক্ কীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণগুণের অনুবাদক, অনুপমানন্দমূর্ত্তি, শ্রেষ্ঠগণেরও শ্রেষ্ঠ, সেই সূরিকার আনন্দপ্রদ প্রভুর প্রতি নত হইতেছি।

বাদোদ্যৎ-কুতর্ক কর্কশধিয়ঃ সাংখ্যাভিসংধোহতা
বেদান্তাধ্বনি পান্থতামুপগতা বৈশেষিকোদ্ধবরাঃ।
মীমাংসা-প্রবলাশ্চ যে বাদনিনঃ পাতন্তলে তেঽভবন্
যস্যানুগ্রহলেশতোঽচ্যুতপরাস্তস্মৈ নমঃ কার্ক্ষয়ে ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা বিবাদকলক কুতর্কে কঠিনমতি, যাঁহারা সাংখ্য-জ্ঞানে অতিগর্ব্বিত, যাঁহারা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবেদান্ত-

মার্গের পথিক—ন্যায়বাদী, যাঁহারা বৈশেষিক মতাবলম্বনে বক্রগামী, যাঁহারা কর্ম্মমীমাংসায় প্রকৃষ্ট পাণ্ডিত্যাবলম্বনকারী, যাঁহারা পতঞ্জলিপ্রণীত যোগশাস্ত্রে শক্তিমান্ হইয়াছিলেন, তাঁহারা যাঁহার অনুগ্রহের কণামাত্রলাভে কৃতৈকনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণজনকে নমস্কার।

নেত্রানন্দ-কিশোর-হারি-মুরজিদ্গোদর-শ্রীহরি-
শ্রীগোপী-বল-রত্ন-মাধুরমুখ-স্বপ্রাবথ্যাপনি যঃ।
লোকেঽস্মিন্ প্রকটীচকার কৃতবান্ তেজোঽভিরাত্মাজনং-
স্তং কাঞ্চিৎ শ্যামধিং ভজে ভবমহাগুঃখান্ধকারচ্ছিদম্॥

(ঐ ১৬)

সূর্য্য যেরূপ আপন তেজোদ্বারা সূর্য্যকান্তমণিসকলকে পৃথিবীতে প্রকট করেন, সেইরূপ যিনি (১) নেত্রানন্দ, (২) কিশোর, (৩) বিহারী, (৪) মুরজিৎ (রসিকমুরারি), (৫) দামোদর, (৬) শ্রীহরি, (৭) গোপী, (৮) বলভদ্র ও (৯) মাধুর্য্য (আনন্দাকুল) প্রমুখ নবরত্নরূপ আপন ভক্তগণকে এই লোকে প্রকট ও আপন তেজোদ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ভবরূপ মহাদুঃখান্ধকারের নাশক শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্যকে ভজনা করি।

দৈন্যাড়ম্বর-সরতেন্দ্র বিভব-প্রৌদ্ধত্যলীলোৎসবঃ
সৈন্যাড়ম্বর-সংবৃতাতিবলবৎ-পাষণ্ড-সেনোৎসবঃ।
বাহ্যাধূর্গবিশর্ব-দাম্ভিককুলোন্মুখ্যপ্রভাবোৎসবঃ
কোঽপি প্রেমধুরন্ধরোঽস্তু জগতানন্দায় কাকোৎসবঃ॥

(ঐ ১৭)

লোকেশ্বর বিধিরুদ্রাদি দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পৎকর্ত্তৃক সেবিত হইয়াও নিরভিমান হইয়া সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণকে সেবাদ্বারা অনুকূল করিতেছেন। আমাদের তুল্য মৃত্যুগ্রস্ত মানবগণের বিদ্যাকুল-ধনাদি-নিমিত্ত আগন্তুক অভিমানে ফল কি? এইরূপ দীনতার উদয়ে যিনি পাণ্ডিত্যাদি-দ্বারা গর্ব্বিত কুলীনগণের অভিমানের অত্যধিক বিলাসকে তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন, যিনি স্ব-গোষ্ঠীবৃন্দের পাণ্ডিত্য-প্রাগল্ভ্যরূপ গর্জ্জনদ্বারা অতি বলবান্ পাষণ্ডগণের পাষণ্ডধর্ম্মপ্রচাররূপ উৎসবকে অভিভব করিয়াছেন, যিনি উপদেশবাক্যের মধুরিমাদ্বারা দাম্ভিকসমূহের উদ্ধতধনে আলাপের সর্ব্বাতিশয় বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রেম-ধুরন্ধর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উৎসবস্বরূপ শ্রীশ্যামানন্দ জগতের আনন্দ-বিধান করুন।

দুষ্টা ব্যাধ-পুলিন্দ-হূণ-যবনাঃ শুদ্ধাঃ খসাঃ পুক্কশা
যে চান্যেঽতিতরাং রজস্তমঃ স্থপতিতাঃ ক্রূরাস্তাদা দুর্দ্দমাঃ।
যল্লীলাশ্রবণামৃতস্মরনতস্তাক্তস্বভাবা বভূঃ
প্রেমানন্দ-রসোল্লসাত্তমবমোদ্ধারায়তাং ভজে॥

(ঐ ২০)

দুর্দ্দান্ত ব্যাধ, পুলিন্দ, হূণ, যবন, শুদ্ধ, খস, পুক্কশ ও অন্যান্য অতিতরাং রজস্তমোবৃত্তি, পতিত, ক্রূর, অসাধু, দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ যাঁহার লীলা-শ্রবণরূপ অমৃত-আস্বাদনহেতু স্ব-স্ব স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমানন্দরসে প্রোদ্দীপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছিলেন, সেই অধমগণের উদ্ধারহেতু পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণজনকে ভজনা করি।

যৎপাদাব্জ-পরাগ-রাশিভরণাস্তীব্রানুরাগা জনাঃ
শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তিশেখরনিলয়াঃ ক্ষ্মা-মণ্ডলে সর্ব্বতঃ।
আসন্ কীর্ত্তন-নর্ত্তনাদি-রসিকাঃ সপ্রেম-সেবাপরা-
স্তং গোপীশ-নিতান্ত-ভক্তি-রসদং কাঞ্চিৎ ভজেঽস্বর্দ্দি॥

(ঐ ২১)

যাঁহার শ্রীপাদপদ্মপরাগে অনুরক্তহৃদয় জনগণ তীব্র অনুরক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তিকে একান্তভাবে আশ্রয়-পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে সর্ব্বস্থানে প্রেমসেবায় নিমগ্ন থাকিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে রসিক হইয়াছেন, সেই শ্রীগোপী-বল্লভের একান্ত প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণজনকে হৃদয়াভ্যন্তরে ভজনা করি।

শ্রীঘনশ্যামদাস একটি পদে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিত গ্রথিত করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদটী উদ্ধৃত হইল।

"ও মোর পরাণবন্ধু! শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি' দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে।
হৃদয়চৈতন্যে দেখি' অন্তরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি' সে চরণ, করি' আত্মসমর্পণ,
একভিতে রহে দাঁড়াইয়া॥
দেখি' শ্যামানন্দ-রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য করি।
করি' অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তিরীতি
নিতাই-চৈতন্যে সমর্পিল॥

কথোক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই-চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,
যাত্রাকালে আজ্ঞামালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কথোক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে দেহা।
সিক্ত হইয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণীতলে,
বিপুল পুলকময় দেহা॥
গিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনে, কৈল যে আছিল মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি'।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি' অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাস-গোঁসাই গুণরাশি॥
শ্রীজীব-নিকটে গেলা, নিজ-পরিচয় দিলা,
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
দুহাচৈতন্য-কৃপা হৈতে॥
ভ্রমিলা দ্বাদশবন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
কৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড়, অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইল গোরাগুণে,
কা'রে বা না কৈলা ভক্তিদান।
অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥
কে জানিবে তাঁ'র তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর-সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাই সীমা॥
যে বারেক দেখে তাঁ'রে, সে মুরতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে—কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হ'বে কি এ নয়ন-গোচর॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৫।২৩-১০৪)

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রধান দ্বাদশজন শিষ্য ও তাঁহাদের শ্রীপাটের নাম প্রমাণ-সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	নাম	শ্রীপাট
১।	শ্রীকিশোর	কাশীয়াড়ী
২।	শ্রীউদ্ধব	"
৩।	শ্রীপুরুষোত্তম	"
৪।	শ্রীদামোদর	"
৫।	শ্রীরসিকমুরারি	গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম
৬।	শ্রীহরিয়া-দামোদর	ধারেন্দা, খড়্গপুর থানা
৭।	শ্রীচিন্তামণি	বড়গ্রাম
৮।	শ্রীবলভদ্র	রাজগ্রাম
৯।	শ্রীজগদীশ্বর	চরিহরপুর
১০।	শ্রীমধুসূদন	শাঁকোয়া
১১।	শ্রীরাধানন্দ (শ্রীরসিকতনয়)	গোপীবল্লভপুর
১২।	শ্রীআনন্দানন্দ	জোগরাই

"কিশোরশ্চ মুকুন্দশ্চ শ্রীদামোদরস্তৎপরঃ।
চিন্তামণি র্বলভদ্রস্তত: শ্রীজগদীশ্বরঃ॥
উদ্ধবো মধুসূদনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।
পুনর্দামোদরশ্চৈব আনন্দানন্দস্তৎপরঃ॥
শ্রীশ্যামানন্দদেবস্য শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া।
পূরা মহাদ্ভুতমিতশ্চরিতমুত্তমম্॥"

—মহাজনোক্তি:

"প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ (১) শ্রীকিশোর দাস।
বিরক্ত-বন্দিত যাঁ'র স্বভাবপ্রকাশ॥
(২) শ্রীরসিকানন্দচন্দ্র বন্দিব আনন্দে।
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে শ্যামানন্দে॥
(৩) হরিয়া শ্রীদামোদর বন্দো হর্ষমনে।
আজন্ম ব্রহ্মনিষ্ঠা-ধ্যান যাঁ'র মনে॥
রসিকেন্দ্র-করুণাতে ধ্যান ছিড়ি' গেলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা॥
কল্পতরু-কুটী-মাঝে রাধাকৃষ্ণ সাজে।
তাঁহা শ্যামানন্দ সেবে সখীর সমাজে॥
ধ্যান ত্যজি' চমৎকার পাঞা চিত্তি' মনে।
শরণ লইল শ্যামানন্দের চরণে॥
বন্দিব (৪) শ্রীচিন্তামণি দাসের চরণ।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁ'র চিন্তামণি-ধন॥

(৪) বলভদ্রদাস বন্দো মহিমা প্রচুর।
যাহাতে অচ্যুত বংশীবদন ঠাকুর॥
(৬) শ্রীজগন্নাথেশ্বর বন্দো মহিমা অপার।
নববিধা ভক্তি যাঁর সদাই আহার॥
উদ্ধবাহ করি' বন্দো (৭) শ্রীউদ্ধবদাস।
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহোঁ অবনি-প্রকাশ॥
বন্দনা করিব (৮) মধুসূদন-চরণ।
কৃষ্ণ-মধুপানে রত সেহো রাত্রিদিন॥
বন্দিব (৯) শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিড়াঞা লাগাইলা সাক্ষাতে॥
বন্দি কাশীয়াড়ীস্থিতি (১০) শ্রীপুরুষোত্তম।
শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, বিরক্ত, সত্তম॥
বন্দিব (১১) শ্রীদামোদর পণ্ডিত চরণে।
কাশীয়াড়ীগ্রামে যাঁর বৈষ্ণবপূজনে॥
আনন্দে বন্দিব (১২) শ্রীআনন্দানন্দ দাস।
বৈষ্ণবসেবনে যাঁর ভোগরাই বাস॥
কৃষ্ণলীলাসঙ্গী এহো দ্বাদশ মহান্ত।
লোকাতীত গুণ যাঁর ভুবন-পূজিত॥
কিশোর, উদ্ধব আর, পুরুষোত্তম, দামোদর,
কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিকমুরারি আর, রোহিণীতে বাস যাঁর,
বাহেলাতে দরিয়া দামোদর॥
চিন্তামণি নাম যাঁর বড়গ্রামে বাস তাঁর।
বলভদ্র রহে রাজগ্রামে॥
হরিহরপুরে ঘর, নাম শ্রীজগন্নাথেশ্বর,
শাঁকোয়াতে শ্রীমধুসূদন॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর, রাধানন্দের কুটীর,
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ পাটের বাস বন্দনার করি আশ,
পাঁচালীতে রচিল সবাই॥"

—শ্রীল: রসার্ণব

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউর শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রাচীন চিত্রপট এবং শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর ব্যবহৃত কয়েক আসন পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দের নামে আরোপিত কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

[১]

"প্রেমদাতা রসময় রাশি।
যাঁর নামে বিভুবন, হৈল শাপ-বিমোচন,
সে কেন হইল সন্ন্যাসী॥
গৌলোক-বৈভব ত্যজি' কীর্ত্তনে পসরা সাজি'
অবনীতে করল বিহার।
আপনার গুণে নাচে, প্রেমের ভাণ্ডার যাচে,
ঘুচাইতে মনের আঁধার॥
সত্যে তপ, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে করল পূজা,
না দেখিয়া জীবের উদ্ধার।
না দেখি' জীবের গতি, প্রকাশিল নিজ-শক্তি,
ভকতমনে করিতে উদ্ধার॥
নারদ, শুক, শিব, যাঁরে করে অনুভব,
ব্রহ্মা যাঁরে করেন বেয়ান।
চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ, পড়িয়া না পাইল ভেদ,
শ্যামানন্দ মাগয়ে শরণ॥"

[২]

"চিরদিন গোরাচাঁদের আনন্দ অপার।
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদ-মস্তক।
দোঁহার কেশর নিজে কদম্ব-কোরক॥
ভাবে ভরল মন গরগর ভাব।
অনেক যতনে বিধি পূরল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি-প্রাণ ধন।
শুনি' চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যাঁর হইল বিশ্বাস।
তাঁর কৃষ্ণদাস তাঁ'র দাসানুদাস॥"

[৩]

"ভজ ভাই চৈতন্য-নিতাইচাঁদ।
ঘুচিবে সকল জ্বালা, পাইবে আনন্দ॥
বদন ভরিয়া, ভাই, বোল হরি বোল।
আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি' দিবে কোল॥
মিনতি করিয়া কহি, শুন সর্ব্বজনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা॥
এমন জনম, ভাই, না হইবে আর।
শ্যামানন্দ কহে,—'কেহ নহে আপনার'॥"

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমে উৎসব

স্নানযাত্রা

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতেই শ্রীপুরুষোত্তম জগদীশের স্নান-যাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবী স্নানবেদীতে 'পহাণ্ডি'-বিজয় করেন। রত্ন-বেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহ-ত্রয়ের অষ্টোত্তরশত-সুবর্ণ-কুম্ভপূর্ণ শীতল সলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান্ রত্ন-বেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যেখানে নীলাম্বুধির কল্লোলধারা অবিশ্রান্ত 'জয় জগদীশ' বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যে-স্থান নব নব তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যে-স্থান দক্ষিণানিল-সংস্পর্শে সুশীতল, যে-স্থান বিচিত্র শুক-রাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নান-পীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত-সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঙ্গল ভগবান্‌কে মহাস্নান করাইতে করাইতে 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদদ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া ভগবানের স্নান-যাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহারাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন স্নান-বেদীর পারি-পার্শ্বিক স্থান-সমূহ চন্দ্রাতপ-শোভিত ও মহামরকতমণি-খচিত, সুবিস্তৃত আবরণ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ শ্রীঅনঙ্গ ভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নান-মঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মালা, চামর, পতাকা ও তোরণাদি-দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র, সুগন্ধ, সুশীতল ও পবিত্র জল দ্বারা সংসিক্ত এবং সুরভি ধূপ-গন্ধ দ্বারা সুবাসিত করা হয়। তৎপরে শ্রীজগদীশের সেবকগণ দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন-পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পানসানী'-মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ-কলস-সমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হলিধানপূর্ব্বক শ্রীজগদীশকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পহাণ্ডিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্ন-খচিত ছত্রনিচয় উত্তোলিত, কালাগুরুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্তের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপমালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগদীশের চতুর্দ্দিকে চামরব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন্ সেবোন্মুখের না আনন্দ-মহোৎসব সমুদ্ভিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ-চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্য স্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্য স্নানযাত্রামহোৎসব হয়। যাঁহারা এইভাবে বিভাবিত অর্থাৎ বসুদেবগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে অন-বধানতা-প্রযুক্ত পাছে কোন-প্রকার দোষ ঘটে, এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্ট-বস্ত্রাদির দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নান-মঞ্চে লইয়া যান। এইকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাদ করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন,— "শ্রীজগদীশ, বোধ হয়, স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক

"হে রাম, হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের জয় হউক, জয় হউক" বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা-সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয়-অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন যে,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সত্যাদি চতুর্যুগাদির দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনলব্ধ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞ-প্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব; তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইজন্য ঐ দিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য-জন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐ দিবস জগদীশকে অধিবাস-পূর্বসর মহাস্নান-বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে শ্রীজগদীশ-জন্ম-তিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নান-যাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,—"সিন্ধুকূলে যে অক্ষয়-বট আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব-তীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকা-রাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্বে উহা নির্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলি-প্রদান-পূর্বক শঙ্খ, কাহাল, দুন্দুভি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দশী তিথিতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ-দ্বারা সেই সর্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল-দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমার, বলভদ্রের ও সুভদ্রার স্নানসেবা করিতে হইবে।" মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাদ্-ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজও ঔপকল্পোত্তমে এইরূপে স্নান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীআলালনাথে উৎসব

মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল,—"এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ-দিবস আমাকে অঙ্গরাগ-বিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না।"

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্থাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিরেণবিরূপং মা ন পশ্যেত কদাচন॥"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবস কাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে 'অনবসর-কাল' বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত গৌড়ীয়-ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ-দর্শনার্থ গমন করেন।

আলালনাথ বা ব্রহ্মগিরি শ্রীব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণারাধনার স্থান বলিয়া খ্যাত। দক্ষিণদেশীয় দিব্যসূরি বা আলবন্দারগণ এই-স্থানে চতুর্ভুজ শ্রীজনার্দন-মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আলবন্দারদের বা দিব্যসূরিগণের নাথ শ্রীজনার্দন 'আলবন্-নাথ' বা 'আলালনাথ'-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৪৩২ শকাব্দায় শ্রীগৌরসুন্দর এইস্থানে প্রথম শুভবিজয় করেন। প্রতি-বৎসরই অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত হইয়া আগমন করিতেন। ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় সন্ন্যাসলীলা বা বিশ্লিষ্ট লম্বিত বিপ্রলম্ভের স্থান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১২২)

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৬০)

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজন ও অন্ত্যলীলার নিত্যসঙ্গী, শ্রীশ্রীরামানন্দ রায় আলালনাথ হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে বেটপুর-নামক স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরায়-রামানন্দের আবির্ভাব-স্থানের প্রতি আসক্তিবশতঃ প্রতিবৎসর ব্রহ্ম-গিরিতে আগমন করিতেন।

জ্যৈষ্ঠী শুক্লপ্রতিপদ হইতে শ্রীআলালনাথে শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে সংকীর্তন-মহামহোৎসব আরম্ভ হয়। ঐ তিথিতে শ্রীশ্রীপাদপদ্ম শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শাসনগৃহে অবস্থিত সিদ্ধাসিদ্ধ ও উৎকলে শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্য-স্থাপনকারী শ্রীশ্রীভাগবানন্দ প্রভুর বিরহ-সংকীর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীল-বক্রেশ্বরাবির্ভাবোৎসব

আগামী ২৮শে বৈশাখ রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রীচৈতন্য-প্রিয়পাত্র শ্রীল বক্রেশ্বর গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্যপ্রিয়পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩,৪৮৯)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায়েন যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে।
'দশ সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তাঁ'রা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ॥'
প্রভু বলেন,—'তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও, শাখ আর শাখা॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৭-২০)

শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভুর অহৈতুকী কৃপায় ভাগবতী দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ-মুক্তি ও শ্রীশ্রীগৌরজনের কৃপালাভ হইয়াছিল। শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভু শ্রীশ্রীল স্বরূপ-রামোদর গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে যে জগন্মঙ্গল-মহাধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামি-প্রভু ও তাঁহা হইতে শ্রীশ্যামচন্দ্র গোস্বামি-প্রভু শিষ্য-পারম্পর্যে প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্যামচন্দ্র শ্রীবক্রেশ্বরকে "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসাবেশের আদি-নৃত্যাবতার" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করেন। তৎসঙ্গে শ্রীল বক্রেশ্বর-প্রমুখ শ্রীগৌরভক্তগণও শ্রীনীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

"পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস॥
জগদানন্দ, ভগবান্, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ আর প্রদ্যুম্ন।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২৫২-৫৪)

নীলাচলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ-পুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। কথিত হয় যে, পরে সেই স্থান শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় তথায় 'শ্রীশ্রীরাধাকান্ত'-শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। শ্রীল বক্রেশ্বর, শ্রীগোপাল-গুরু, শ্রীশ্যামচন্দ্র প্রভৃতি গোস্বামিগণের কৃপায় উৎকল-প্রদেশ শুদ্ধভক্তি-স্রোতে প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাস-বিরহোৎসব

আগামী ১লা আষাঢ় কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠে শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গুণগাথা-কীর্তনমুখে সঙ্কীর্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীগদাধরপণ্ডিত ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব

শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীযমেশ্বর-টোটার সংলগ্ন চটক-পর্বতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ অবস্থিত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের দ্বারপাল বা 'দেওয়ান'-স্বরূপ পঞ্চ-শিব-মূর্তি শ্রীপুরুষোত্তমে বর্তমান; তাঁহাদের নাম যথা,—(১) শ্রীযমেশ্বর, (২) শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর (ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরতটে), (৩) শ্রীলোকনাথ (শ্রীজগন্নাথমন্দিরের প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে), (৪) শ্রীকপালমোচন (শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকটে) ও (৫) মার্কণ্ডেয়েশ্বর (মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে)।

যমেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে দক্ষিণে 'যমেশ্বরে'র টোটা বা বাগান ছিল। সেই বাগানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে বাসস্থান দিয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোপীনাথের অষ্টকালীয় ভাবসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন।

"গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।১৮৩)

চটকপর্ব্বতের সন্নিকটে ও সম্মুখেই এই যমেশ্বর-টোটায় শ্রীগোপীনাথের সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময় যমেশ্বর-টোটায় আগমন করিতেন।

"জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা॥"

(শ্রীচৈ চঃ অঃ ৪।১১৬)

যমেশ্বর-টোটা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণস্থিত কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি, চটক-পর্ব্বত-দর্শনে শ্রীগোবর্দ্ধন ও সমুদ্র-দর্শনে শ্রীযমুনার উদ্দীপন হইত।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপশক্তিবিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তসমাজে 'শ্রীগদাধর-প্রাণনাথ' ও 'শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে কৃষ্ণ হইয়া পড়েন। তখন তিনি শ্রীগোপীনাথের মস্তক ও মুখমণ্ডল-পর্য্যন্ত পূজার-সেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ সেবকের সেবার সুবিধার জন্য বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ অবস্থাতেই শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে যমেশ্বর-টোটায় [illegible]শোভিত রহিয়াছেন। শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর মামু-ঠাকুর টোটা গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন, এজন্য তিনি 'মামু-ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গে ও উৎকলে মামাকে 'মামু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

শ্রীগৌরশক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীভক্তিবিনোদ ধরাধামে বিস্তারলীলা প্রকট করেন। নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরজন শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম হইতেই তাঁহার পারমার্থিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, একথা তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন এবং পরেও শ্রীপুরুষোত্তমে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠ ও শ্রীস্বরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণের আসনের সন্নিকটে অবস্থান করিয়া ভজনলীলা প্রকট করেন।

"গৌরশক্তেঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিজকৃতো ভক্তিবিনোদ-নামা।
কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীর-কোণে
স্বধামনিষ্ঠং নামগণং মুহুরেঃ॥"

শ্রীপুরুষোত্তম আমাদের নিত্যাভীষ্ট শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাস্থান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরুষোত্তমে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে শ্রীপুরুষোত্তমেই শুদ্ধভক্তিকথার প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমোক্ষধামে 'আনন্দ-সুখদকুঞ্জে' ভাগবতী দীক্ষালাভের অব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করেন এবং নাটমন্দির ও কিছুকাল পরে ভক্তিকুটী নির্ম্মিত হইলে তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের ফলে পাষণ্ড-গণের দ্বারা নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন-বাসের ন্যায় শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া হরিভজন ও হরিকীর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। অতএব শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্যের বাণী প্রকটিত হয় এবং পরে ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদের আদেশে মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন। উৎকল হইতে শ্রীভক্তি-বিনোদের অধ্যক্ষতায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়া পরে গৌড়দেশে ও সমগ্র বিশ্বে তাহা ব্যাপ্ত হয়। "হাহংকলে পুরুষোত্তমাং",—সাম্বতশাস্ত্রের এই বাণী সার্থক করিয়া শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের মূল-পুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ও তৎপরে তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর দ্বারা পুরুষোত্তম হইতেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের শিখা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সেই মূল-পুরুষের সুমেধস্তিথির সেবা সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা উদ্‌যাপন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমে রথযাত্রা হইতে শ্রীরথযাত্রা পর্য্যন্ত উৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীপুরুষোত্তমোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিবিধ-উৎসব

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে, শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে গত ৮ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীল কালিয়-কৃষ্ণদাস ও শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২০শে চৈত্র বিশেষতঃ শ্রীধুরাধি গুরুর ভবনে শ্রীরামনবমী-ব্রতোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হয়। ২৩শে চৈত্র শ্রীকৃষ্ণের দমনকারোপণোৎসব, ২৪শে চৈত্র শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা, ২৮শে চৈত্র শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব, ২রা বৈশাখ শ্রীল অভিরাম-গোপাল প্রভুর তিরোভাবোৎসব, ৪ই বৈশাখ বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীমোদদ্রুম-চক্রে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব, ১৮ই বৈশাখ শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা-ঠাকুরাণীর আবির্ভাবোৎসব, ২৪শে বৈশাখ শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব, ২৫শে বৈশাখ শ্রীবুদ্ধের পুষ্পদোল ও ললিত-বিহারোৎসব এবং শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব, ৩০শে বৈশাখ বিশেষতঃ কলুয়ে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীল রায়-রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোৎসব, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাবোৎসব যথাবিধি শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বধামে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গত ২২শে মে (১৯৪৪), ৭৯ বৎসর বয়সে কাশীতে স্বধাম-গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁদবত্তন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও ওঁদবত্তন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের বিশেষ কৃপাভাজন ছিলেন। ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন "বিশ্বজগতে বৈষ্ণবধর্ম্মনের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ঐ সভার সভাপতিত্ব বরণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ও কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তিনি তখন স্বীয় অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলেন—"ইনি সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষিত সমাজে—পাশ্চাত্যবিদ্যায় গর্ব্বিত সমাজে প্রেমভক্তির কথা আজীবন জিহ্বা ও লেখনীমুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারিসূত্রে তাঁহার বড় সাধের সম্পত্তি ভক্তির কথা আজ ইনি (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর) বাঙ্গালা-দেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আবার বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে গিয়াও ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।"

ইহার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তর্কভূষণ মহাশয় ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমুখে আগমন করিয়া পরিপ্রশ্নমুখে যে-সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রের ৭ম বর্ষের ২৬শ ও ৩৩শ সংখ্যায় (১৯২৯, ৯ই ফেব্রুয়ারী ও ৬ই এপ্রিল) প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে যখন শ্রীল প্রভু-পাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-তিথি-পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবজগৎকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সময়েও পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের বিরাট সভামণ্ডপে অভিভাষণ-প্রদানকালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য-দেব! আমার অনেকদিন ধ'রে হৃদয়ে একটা আশা জেগেছিল যে, একবার শ্রীধাম মায়াপুরে আস্‌তে হ'বে। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ও কয়েকবার বলেছিলেন,—'আপনি একবার শ্রীধাম মায়াপুর চলুন; সেখানে ব'সে আপনার সঙ্গে একটু বিস্তৃত আলাপ করবো।' আমি তাঁকে কয়েকবার ব'লে পাঠিয়েছিলাম—'আমি

মায়াপুরে গিয়ে আপনার সহিত আলাপ ক'রবো।' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এতদিন তা' ঘটে উঠে নাই।

তাঁ'র প্রচারকার্য্য, সম্প্রদায়-গঠনকার্য্য এবং সর্ব্বোপরি অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক ব্যক্তিত্ব যখন থেকেই আমার চোখে পড়েছে, তখন থেকেই আমি বেশ সাবধানতার সঙ্গেই তাঁ'র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করেছি।

সেই আচার্য্য-ভাস্করের এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল যে, যেদিন থেকে তাঁ'কে দেখেছি, সেদিন থেকেই তাঁ'র প্রতি আপনা থেকেই গৌরব-বোধ হ'য়েছে, সেদিন থেকেই তাঁ'কে শ্রদ্ধাভক্তি ক'রেছি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (আঃ।২৫২-৫৩) যে কবিতা আমি অনেক সময় আবৃত্তি ক'রে থাকি, সেই কবিতাটী যিনি নিজে আচরণ ক'রে প্রচার ক'রেছিলেন, এমন একজন মহাপুরুষকে আমি দেখ্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম; সেই মহাপুরুষটী আর কেহ ন'ন, তিনিই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর।

'শ্রীচৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হইল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব চায়।
কোটিকল্পে তবে তা'র নাহিক নিস্তার॥'

যেদিন থেকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়কে দেখেছি, সেদিন থেকেই আমার এই কবিতার আবৃত্তি। যেদিন আমি প্রথমে তাঁ'কে দেখ্‌লাম, তা'র পরদিনই একটি সভায় আমি এই কবিতা আবৃত্তি ক'রেছিলাম। বাঙ্গালীর পক্ষে এত বড় মিশন উপস্থিত হ'য়েছে।"

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর (৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৭ খৃঃ) ডালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে ও বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিত তর্ক-ভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পর তিনি কর্ত্তাভজা-আউল-সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণের সহিত যে সকল তর্কযুদ্ধ করিয়া তাহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে অনেকটা গৌড়ীয়ের ভাব, ভাষা ও সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন অভিভাষণ ও রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

আগামী ২৩শে বৈশাখ (১৩৪১), ৬ই জুন (১৯৩৪) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন সোমবার শ্রীশ্রীরথযাত্রা-দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্তরাজ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্য-বর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। **৬ই আষাঢ়**, ২০শে জুন মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ত্তমান্ শিষ্যবর, গৌড়ীয়-মিশনের প্রবীণতম সভ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা ও ইংরেজী হইবে।

সংযোজন

গত ৩০শ-৩৭শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' ২৬২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৪শ পঙ্‌ক্তির পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি বসিবে,—

"সর্ব্বেষামপ্যবস্তুনামিদমেব দুনিষ্কৃতম্।
নাম-ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥"

(শ্রীভা ৬।২।১০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পদাঙ্কর-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাদ্বিতীয়-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমসৌ বিরহ্য যথার্থমুদ্ভূতঃ।
নির্ভরঃ প্রেমপরো পুরুষ বিশ্বমুদ্ভাতি ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি ত্যাগ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীচরিতামৃত যাহা শুনুন
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগ করুন ॥

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৩৫১ ; ১৭ই জুন, ১৯৪৪ | ৪৫শ-৪৬শ সংখ্যা

শ্রীগৌরশক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রণাম-শ্লোকে তাঁহাকে "শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ" ও "শ্রীরূপানুগবর"-রূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই দুইটি মিত্র ও সার শব্দ শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীল ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি বা শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর কথিত 'অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীভক্তিবিনোদা দয়াশক্তি'রূপে অবতীর্ণ এবং তিনি শ্রীশ্রীরূপের ধারায় জগতে স্বভজনবিভজনকারী। শ্রীস্বরূপদামোদরের শাস্ত্রায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর অতীন্দ্রিয়বাদী সবক্তাবিবেক-প্রণোদনাকারে 'শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা' গুম্ফিত করিয়া শ্রীস্বরূপরূপানুগসিদ্ধান্ত-কিরণে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদরের আজ্ঞায়ই তিনি তাঁহার আসন-মঠে স্থিত নিজ-জন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত অবস্থান করিয়া তথা হইতে স্বয়ং ও শ্রীসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা শ্রীশ্রীস্বরূপরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-করুণাশক্তি, তাহা তাঁহার প্রত্যেকটি আচার ও প্রচারের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণের জন্যই তাঁহার কৃপাবতার। তিনি যে বিপুল সাহিত্য জগতে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ জীবজগৎকে শ্রীগৌরসুন্দরের পদামৃতসমুদ্রের তটে আকর্ষণ করিবার জন্যই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার অতি প্রারম্ভিক রচনার মধ্যেও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের কৈঙ্কর্যের জন্য প্রবলদৈন্যাত্মিকা আর্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি শ্রীগৌর-লীলা-বর্ণন-লালসাময়ী আর্তি প্রকাশ করিয়া বিশ্ব-বাসীকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু শ্রীগৌরপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
বলাইল ভুজযুগ, সমুদ্র যেমতি
পূর্ণচন্দ্রে ডাকাইল পৃথিবীর উচ্চ
নিবিচুড়া জলরেখে, কেন সে সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি ?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী !!
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্ব কালে
সেবিতে চৈতন্যপদ ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন-দাস ? কেন না বহিনু
রঘুনাথের করঙ্গ ? রামানন্দ-সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে ?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ?
কাশীবাসী রুদ্রপতি প্রকাশ-আনন্দ
সরস্বতী-সঙ্গী সব কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী গৌরানন্দ লভিল যে-কালে
প্রভুস্থানে, কেন আমি না চাখিনু হায়
সে তর্ক-তরঙ্গ-সুধা ভক্তিতর্ক-পূর্ণ ?
এহেন বাঞ্ছিতধন যদিও দুর্লভ,
তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ক-কাণ্ডী হ'য়ে,
তা' হ'লে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,
লইতেন দণ্ড দিয়া এ-হেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে ডুবিবারে এ দুষ্ট হৃদয় !!
আহা ! চির-চক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণববেষ্টিত, লিখিতেন প্রেম
হরিনামামৃত-দানে এ দগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সখিগণ-মনে
সুনির্ম্মল ! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি';
জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হ'তে
বলিতেন—সহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃত-স্বরূপ !!
যুথে যুথে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিনয়নম্রমস্তকে যাচিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে করিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিপনে জগদ্রোগ ঘুচিত !!!
চৈতন্যের দাস আমি, জীব-প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি' তোমারে আমি চাহিনু লইতে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'
এস, জীব ! প্রিয় সখে ! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর করিয়া লহ ! ঘুচিবে দুর্ভাগ !
কলিমল-বহ্নিভাব ! পাইবে শমন
শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !

(মতিহারী, ফাল্গুন ১২৭৬, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বভজন-লীলার যে নিগূঢ় ভাবটী বা অন্তরটী একমাত্র শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপপ্রভু অবগত ছিলেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই ভাবানুকূলে "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের অনুরূপ "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" শ্লোকটী রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যে নিত্যসিদ্ধ নিজ-জনত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই শ্লোকেরই অনুরূপ ভাব ও ভাষা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে সর্ব্বক্ষণ নিত্য-সিদ্ধভাবে প্রদীপ্ত থাকিয়া ঠাকুরেরও নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-জনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীতে সেবা করিবার সঙ্কল্পবিশিষ্ট ছিলেন। তাই তিনি গাহিয়াছেন,—

"আমি তাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোরবেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥
যথায় চাঁচর-কেশ ত্রিভঙ্গদর্শনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন-সনে॥
সেই বটে এই বটে, আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্তবিলাস॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥"

(শ্রীন ভা ত ৭০-৭১)

এই সঙ্কীর্ত্তনরাসে যুগেবঃ-বিরোধিনি শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভীষ্টদেবের আরাধনা—তাঁহার

নিত্যসিদ্ধ ভজনকৃপা-বিতরণ-বৈশিষ্ট্য। সত্য-সত্যই সারগ্রাহি-শিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে সঙ্কীর্তন-রাসরঙ্গস্থলীতে একমাত্র সঙ্কীর্তন-যজ্ঞের দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা-ব্রত শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩৬) বলিতেছেন,—

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

"গুণজ্ঞাঃ **কীর্ত্তন-প্রচাররূপং তদ্গুণং জানন্তঃ**; অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ **সারমাত্রগ্রহণাঃ** কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি—যত্র **প্রচারিতেন সঙ্কীর্ত্তনেনৈব** সাধনান্তর-নিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ, সর্ব্বঃ ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসহস্রৈঃ সাধ্যঃ।"

(শ্রীভ স, ২৭১ অনু)

অতএব—"যাহাতে সঙ্কীর্তন-দ্বারাই সমস্ত স্বার্থ লব্ধ হয়, সেই কলিযুগকে গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ সম্মান করিয়া থাকেন।"

'গুণজ্ঞ' অর্থাৎ যাঁহারা কলিযুগের কীর্তনপ্রচাররূপ গুণ অবগত আছেন; অতএব তাহার দোষ গ্রহণ না করায় 'সারভাগী' অর্থাৎ সারমাত্রগ্রাহী পুরুষগণ কলিযুগের সম্মান করিয়া থাকেন। গুণই প্রদর্শন করিতেছেন—'যাহাতে' অর্থাৎ যে কলিযুগে প্রচারিত সঙ্কীর্তন-দ্বারাই অর্থাৎ সাধন-নিরপেক্ষ কেবল সঙ্কীর্তনদ্বারা 'সমস্ত স্বার্থ' অর্থাৎ সত্যাদিযুগে ধ্যান-প্রভৃতি সাধনসহস্রদ্বারা যে-সকল সাধ্য হয়, তৎসমুদয়ই লব্ধ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার অপ্রাকৃত সাহিত্যের উপক্রমোপসংহার ও অন্যত্রে 'সারগ্রাহী' শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন,—

"কীর্ত্তনস্যৈব মহিমানমাহ (শ্রীভা ১১।৫।৩৭)—

'ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ।'

"অতঃ কীর্ত্তনাৎ; যতো যস্মাৎ কীর্ত্তনাৎ; পরমাং শান্তিং 'নমো মনিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভা ১১।১৯।৩৬) ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টাৎ ভগবন্নিষ্ঠাৎ প্রাপ্নোত্যনুষঙ্গেণ সংসারশ্চ নশ্যতি। অতএব ধ্যাননিষ্ঠা অপি কৃতাদিষু প্রভা এতাদৃশীং ভগবন্নিষ্ঠাং ন প্রাপ্নুবন্তঃ, **'মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্'** ইতি স্বাশ্বাসনুসারেণ তাদৃশনিষ্ঠাকারণং কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যং কীদৃশ-কৃপাতিশয়শালিনা ভগবতা তদানীং তত্তৎসাময়িকাবসরে স্বয়ং ন প্রকাশিতং, তস্মাৎ ধ্যানাদি-সমর্থাস্তাঃ প্রভা নিজৌৎসুক্যেন-মাত্রেণ নাতিসাধনময়ং তমেবেতি মত্বা তত্র প্রবৃত্তবন্তশ্চ।"

(শ্রীভ স, ২৭২ অনু)

কীর্তনের মহিমা বলিতেছেন,—"যাহা হইতে মানব পরমশান্তি প্রাপ্ত হয় এবং (তাহার) সংসার নষ্ট হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা ইহলোকে ভ্রমণশীল দেহিগণের পরম-লাভ আর নাই।"

'ইহা অপেক্ষা,' অর্থাৎ এই কীর্তন অপেক্ষা; 'যাহা হইতে' অর্থাৎ যে কীর্তন হইতে; 'পরমা শান্তি' অর্থাৎ 'মদ্বিষয়ে বুদ্ধির নিষ্ঠাই শম-নামে অভিহিত হয়'—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে তাঁহারা ধ্যানাদিদ্বারাও অসাধ্য সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন এবং আনুষঙ্গিক-ভাবে তাঁহাদের সংসারও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সত্য-প্রভৃতি যুগের প্রধানগণ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়াও এতাদৃশী ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন নাই। যেহেতু, জীবমাত্রের প্রতি একমাত্র অতি কৃপালু ভগবান্ 'কলিযুগে মহাভাগবত-গণ সর্ব্বদা কীর্তন করিয়া থাকেন।'—এই স্কন্দপুরাণাদির বচনানুসারে ধ্যানাদিসামর্থ্যযুক্ত সত্য-প্রভৃতি যুগে তাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠার কারণভূত কীর্তন-মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন নাই; সেই হেতু ধ্যানাদিসমর্থ তৎকালীন প্রজাগণ—'জিহ্বা ও ওষ্ঠদেশের স্পন্দনমাত্ররূপ কীর্তন উত্তমসাধনস্বরূপ হইতে পারে না।'—এইরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধাও করেন নাই।

কলিকালে কীর্তনের দ্বারাই শ্রীহরির সন্তোষ, বিশেষতঃ কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ-সন্তোষ হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের যাহাতে সন্তোষ, সেই ব্রতের নিত্য অনুশীলন ও সেই সজ্জন শ্রদ্ধাবদ্ধব্যক্তিগণের নিকট বিতরণ করাই শ্রীগৌরশ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

"অতএব তস্যৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।"

"তথা চৈবোত্তমা লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীতিকরং নৃণাম্।"

(শ্রীভ স, ২৭০ অনু)

অতএব তাহা (ভক্তি) দ্বারাই কলিযুগে শ্রীভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে।

শ্রীহরি-কীর্ত্তনই জগতে তাদৃশ উত্তম তপঃ-স্বরূপ; কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির জন্য বিশেষরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীসংকীর্ত্তনের সামর্থ্য কেবল যে কলিযুগে, তাহা নহে; সর্বযুগেই শ্রীসংকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্যের কথা উক্ত হইয়াছে। তবে কলিকালে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীকীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিকে বিশেষভাবে তাঁহার সন্তোষোৎপাদক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এই হেতুই কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির এত মহিমা, এ-জন্যই কলিকালে অন্যান্য ভক্তিযাজনকালেও তাহা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির সাথে সেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্বতন্ত্রভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বেষাং যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত্ব ইত্যপেক্ষৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি দিক্। অতএব, 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' ইত্যুক্তম্ (শ্রীভা ১১।৫।৩২) —'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইতি। অস্য চ স্বতন্ত্রস্যৈব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্।"

(শ্রীভ ন, ২৭৩ অনু)

এই শ্রীনামকীর্ত্তন-প্রচারের জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর **শ্রীনামহট্ট** উন্মোচন করিয়াছিলেন। **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়** এই **"শ্রীনামহট্ট শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার একটি মূল অঙ্গ"** *। শ্রীনামহট্টের আচার-প্রচারের জন্যই 'প্রচার-প্রমোদ' শ্রীভক্তিবিনোদের অবতার। তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের সমাধি অন্বিষ্কার করিয়া তথায় 'ভজন-কুটী' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ও তাঁহার নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। গৌড়-দেশে তাঁহার প্রচার-প্রাবনের মধ্যে যাঁহারা নিমজ্জিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদেরও দুঃখে দুঃখী হইয়া তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে সমুদ্রতটে শ্রীনামাচার্য্য-প্রভুর সমাধিক্ষেত্রের সন্নিকটে ও শ্রীশ্রীস্বরূপ রঘুনাথের শ্রীগিরিধারীর আসনের সন্নিকটে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞস্থলী রচনা ও প্রচারের ভজন-কেন্দ্রস্বরূপ 'সিংহাসন-মঠে' কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে যে "আর্ত্তি-নিবেদন" লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজন-কুটীরে উপবিষ্ট। বিষয়-তরঙ্গ-পরিবেষ্টিত বহু জনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই বা আমরা এই দূরস্থ প্রদেশে পলাইয়া আছি? বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই 'সজ্জন-তোষণী'-পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, **এই পত্রিকা দ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে**, ততই জগতের মঙ্গল সম্ভব হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। **বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর** গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া **আমাদিগের সহায়তা** করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন বিদ্যাভিমানী কুতর্কিক ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; সংসার-সেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনাঃ হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণ-মন ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। **নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ক্রমে ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন।** এইরূপে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদয় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির উন্নত আশাতিরিক্ত-ভাবদর্শনে যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে **বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবতার প্রচার** করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-তপনের প্রখর তাপে যে-সমুদয় ঘড়োকিকা প্রায় উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করত উপস্থিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত নাম্নাবাধরূপ আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম কতকগুলি স্মৃতিবচনের আবরণে নৈয়ায়িক স্মার্ত্ত অধ্যাপক-তরঙ্গীর আশ্রয়ে বক্তৃতাঙ্গনে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও

* 'সজ্জন-তোষণী' ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

বিদেশীয় লোকও তাহাদের সহযোগি-স্বরূপে উদিত হইয়া ধর্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জন্মজন্মান পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জন-সমাজে চৌরাস্তা আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিহার কতিপয় কীট স্বীয় কু-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনাকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠা-তৃষায় তৃষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মতবিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থা-দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ পারতলে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করিল,—

'কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা! ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্রঃ যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ?'
'কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়-নিচয়।
ভক্তিপথ রোধে কোটি-কণ্টকাদিময়॥
কোথা যাঁব, কি করিব ? হইয়াছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপাবল॥'

—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকটস্থান শ্রীজেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—'• • এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তিকথা প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজকর্ম্মলোকে কোন ফলপ্রদান করিতে পারিবে না; সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, 'আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত সুপতিত জীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নামাশ্রয়-মহিমা-শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে ক্রমপরম্পরায় তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিসঙ্গে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।' জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন, উত্তাল-তরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম।"

('নববর্ষ-আত্মি-নিবেদন,' স তো ১৪।১)

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথমঠে শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপ-সনাতনের আনুগত্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের কথা কীর্ত্তন ও প্রচার তাঁহারই কীর্ত্তন-প্রচার-সেবার ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত প্রাচীন পত্র-সমূহে অভিব্যক্ত আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথমঠে কীর্ত্তন-প্রচারের কেন্দ্র উদ্ঘাটন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিবার সঙ্কল্পমূলক একটি পত্রে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অলৌকিকত্বের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অলৌকিক মহাপুরুষই তাঁহার কীর্ত্তন-প্রচার-ব্রতের উত্তরাধিকারী হইবেন, এই আশায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীপুরুষোত্তমে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করেন।

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমায়াপুর
২১শে এপ্রিল, ১৮৯১

• •

তোমার পত্র পাইলাম। • • চেষ্টা করিয়া শ্রীমায়াপুরি-মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। তিনিই কৃপা করিয়া আসেন, তবে সেবাপূজা করিবে। আমি অদ্য শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। ২।৩ দিনে পুনরায়

শ্রীযোগেশে যাইব। ঠাকুর সঙ্গে আসিয়াছেন। • • ঘর আবার বৈশাখমাসের মধ্যেই পুরী যাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীআষাঢ়পুরে শ্রীমূর্ত্তি রাখিয়া যাইব। সাতাসনের সেই আসনটী পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এইজন্য সমস্তটীকে লইয়া কয়েক দিনের জন্য আবার পুরী যাইতে হইতেও পারে। • • **সরস্বতীর ব্যবহার অলৌকিক** বলিয়া বোধ হয়। • আমরা সকলে ভাল আছি। এখানে খুব গরমটী হইতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

ইহার পরে আর একপত্রে শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীআনন্দসুখকুঞ্জ
স্বরূপগঞ্জ, জেলা—নদীয়া
২৬শে এপ্রিল, ১৯০১

• • •

তোমার পত্র পাইলাম। সমুদ্রতীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটেই সাতাসন। ঐ সাতাসনের মধ্যে সমুদ্রের দিকে গৌরাঙ্গদাসের আসন। সেই আসনে তিনটী টাঁই। পাথরের ঠাকুরঘর; পাথরের দরজা। বাহিরে বৈষ্ণব, অন্দরে একটী পাথরের ঘর আছে। দেখিতে বড় সুন্দর, নির্জ্জন স্থান; উপাসনার জন্য। আর যে কয়েকটী আসন আছে, সেই সব আসনের মহান্ত অধিকারিগণ ঐসব আসনের পত্তনদার ও মালিক। তাঁহারা একত্র হইয়া গৌরাঙ্গদাসের আসনটী সরস্বতীকে সমর্পণ লিখিয়া দিয়াছেন। সমর্পণখানা লিখিয়া রেজেষ্টী করিয়া ঐ আসন-তলব লইতে হইবে। • • • তোমরা তথায় গিয়া থাকিয়া ভজন করিতে পারিবে। রিজিষ্টর বাবাজীকে আনিয়া অধিকারী করিয়া রাখিব, মনে করিতেছি। • • • এইজন্য আর একখানি পত্র পুরী হইতে পাইলেই আমি ও সরস্বতী • • • অবশ্য যাইব। • • •

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীসাতাসন-মঠে কীর্ত্তন-প্রচারকেন্দ্র উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও নিজ অনুগমণ্ডলী-সহ তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক কীর্ত্তন-প্রচার করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত আরও কয়েকটি পত্রে পাওয়া যায়; তন্মধ্য হইতে নিম্নে দুইটি পত্র উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রায় নমঃ

১৩ই আষাঢ়, ১৩০৯ সাল
[২৬শে জুন, ১৯০২]
সত্তাসন, পুরী।

• • •

তোমার এই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া সকল বিষয় জানিতে পারিলাম। আমি এখানে আষাঢ়ান্ত-শেষ পর্য্যন্ত থাকিব, যাবৎ করিয়াছি। ডাকঘরে কলিকাতা গৌড়ীয় যাত্রী অনেক হইয়াছে ও আসিতেছে। সমুদ্রকূলে বসিয়া যাত্রীদের সমুদ্র-দর্শনে গমনাগমন দেখিতেছি। • • • আসিবে, আসিবে বলেন, কিন্তু আসেন না; আসিলে কীর্ত্তনপাটের অধিক সুখ হইত। • • সিতা তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। সকলেই হরের পর পর্য্যন্ত থাকিবেন। চিত্তের চাঞ্চল্য একটী দোষমাত্র। শান্তভাবে হরিনাম করিতে পারিলে তাহা দূর হয়। এ সময়ে লোকটীও বড়; শ্রীমন্দিরে বিঘ্নিতা নাই। কার্ত্তিকমাসে বিঘ্নিতা অবশ্য হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের চিরদিনই থাকিতে হইবে। • • **শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীধাম-বৃন্দাবন ও শ্রীধাম-পুরুষোত্তম বস্তুতঃ একই ধাম।** প্রভুর আজ্ঞা আমার প্রতি সম্প্রতি—পুরুষোত্তম-বাস। সেইজন্য কতকালটী আমাকে আবার থাকিতে হইবে। • • •

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রায় নমঃ

২৫শে মে, ১৯০৩
সত্তাসন, পুরী

তোমার পত্রে সকল বিষয় অবগত হইলাম। • • • • ঘটনাক্রমে এই চির নির্জ্জনভূমিতে কতকগুলি বিষয়িলোক আসিয়া পড়িতেছেন। যাহা হউক, **আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পাদপদ্মে পড়িয়া থাকিলে** সবই কিছু সহজ হইবে। • • • শ্রীরাধা-গিরিধারীর কৃপাপাত্র হইতে পারি, ইহাই আমার আশা। প্রভু **শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর চরণকমলের** আকর্ষণে পড়িয়া আছি, ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। • • • সাধুযাত্রা উপস্থিত। অনেক যাত্রী হইবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরূপের অনুগবর শ্রীগৌরশক্তি। শ্রীগৌরশক্তি ব্যতীত শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন-প্রচার অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। শ্রীল ঠাকুরের সমসাময়িক কেহ কেহ ঠাকুরের আনুকরণিক হইয়া অজ্ঞাতিগাহবশে যে-সকল প্রচারোদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জগতে শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তি প্রচারিত হয় নাই; ইহা শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অমায়ায় অদ্বৈতব-সমন্বয়াত্মক জীবগণকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি,
আচ্ছাদিল যেই মহাকল্পে।
দয়াল গৌরাঙ্গ-হরি, জীব-দুঃখ মনে করি',
পাঠাইল এক নিজজনে।
রূপ-প্রদর্শিত পথ, স্ব-চরিত্রে যথাযথ,
জগৎ-জীবেরে দেখাইল।
ভকতি-বিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি-সমন্বিত,
উপদেশামৃত তা'র হইল।
জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি,'
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি-কাজ,
এবে তুমি করিয়া আচার।
জনমে বলিল কেবা, হরিদাসের সেবা,
গোপীজন-কথার কীর্ত্তন।
পীযূষ-বর্ষিণী বৃত্তি, তা'র কর অনুবৃত্তি,
প্রচার করহ অনুক্ষণ॥
গদাধর-দিন করি', পাইয়াছ গৌরহরি,
ভকতি-বিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত-ধারা-, সিক্ত হ'য়ে ত্বরা ত্বরা-,
মুক্তমুক্ত হল যেন নর॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত উপরি-উক্ত পদ্যাবলীর মর্ম্ম অনুধাবন করিলে ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অদ্বয়জ্ঞানানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনকে শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ মূর্ত্তিতে জগজ্জীবের প্রতি করুণা-বিতরণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ-ভক্তিবিনোদা দয়া যে শ্রীভক্তিবিনোদরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুর বাণীতে এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হয়। শ্রীরূপের উপদেশামৃতের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীভক্তি-বিনোদের আবির্ভাব। তিনি শ্রীরূপপ্রদর্শিত পথ স্বচরিত্রে আচরণপূর্ব্বক জগজ্জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবের দুর্গতি দর্শন করিয়া শ্রীরূপানুগবর কতই না অশ্রুপাত করিয়াছেন! ভাবী জীবজগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্টরূপ শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরির প্রেরিত নিজজন নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তিপ্রচারের পর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আদেশে শ্রীগৌরহরির সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জগতেও তিনি শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কথার কীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র সেবা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুবর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি আষাঢ়ী অমাবস্যায় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর আসন ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে শ্রীল ঠাকুরের ভজনকুটীরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগদাধর-দিনে প্রতি-বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তনোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যমণ্ডলী-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু

শ্রীগদাধর-তত্ত্ব

"সর্ব্ব-পাণ্ডিত্য-সারাখ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্।
মাধবাত্মজ-বন্দ্যাঙ্ঘ্রিং বন্দে রাধা-গদাধরম্॥"

সর্ব্বপাণ্ডিত্যের সারস্বরূপ বলিয়া কথিত, প্রেমরত্ন-বিভূষিত, শ্রীমাধবমিশ্রের আত্মজ ও পূজ্যবর, শ্রীশ্রীরাধা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে (আমি) বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর নামে আরোপিত এই শ্লোকটিতে স্বরাক্ষরে শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পরিচয় ও তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীমাধব মিশ্রের আত্মজ এবং তিনি তত্ত্বতঃ শ্রীরাধা-স্বরূপ। শ্রীল মাধব মিশ্রের সম্বন্ধে শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে ৫৭ম শ্লোকে এইরূপ উক্তি শ্রুত হয়—

"তৎপ্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিতা বুধৈঃ॥"

শ্রীমাধবমিশ্র শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া সম্মত। ইহার পত্নীর নাম রত্নাবতী।

পণ্ডিতগণ ইহাকে গুরুভাব-পদ্ধতি 'কীর্ত্তন' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত কতিপয় শ্লোকেও শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধা-স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

"ব্রজসদসি নদা সংসক্তচিত্তঃ বিরাজন-
ব্রজভুবি ভবনশ্রীবৃন্দবর্গাগ্রগণ্যাম্।
নিখিল-নিগম-পাতালভ্যাপারাজ্ঞগম্যং
কিমপি কলয়রূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্॥"

শ্রীব্রজমণ্ডলে সকল আসক্তচিত্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠধাম শ্রীব্রজে অযুতা লক্ষ্মীগণসমূহের অগ্রণী, সর্ব্ববেদোক্তি-শাস্ত্রানুশীলন-কারী ভক্তিপথের পথিকগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মগন্ধ একমাত্র লভ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন, অতিশয় ভাবনাপূর্ণ-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে (আমি) নমস্কার করি।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীশিবানন্দ-সেনাত্মজ শ্রীকবি-কর্ণপুর গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥
নিগীতঃ শ্রীস্বরূপেণ ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা।
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত।
রাধাস্বরূপতা তত্রললিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥
ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী
ন খলু গদাধর এষ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা দ্বয়ৈব সঙ্ঘা
ত্রিতয়মকৃৎ স লক্ষ্মী চ রাধিকা চ॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াপাত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥"

(শ্রীগৌ গ ১৪৭-৫১, ১৫৩)

পূর্ব্বে (দ্বাপর-যুগে) যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপা শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরী শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় 'পণ্ডিত'-উপাধিধারী শ্রীল গদাধর। ইনি শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রিয়া শ্রীলক্ষ্মী (শ্রীরাধা) ছিলেন, অধুনা তিনিই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-শোভা-স্বরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীরাধার একান্ত অনুগত বলিয়া শ্রীললিতাকে 'অনুরাধিকা' আখ্যা দেওয়া হয়। অতএব সেই শ্রীললিতা শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়াছেন। যথা—ইনি শ্রীরাধাসখী ললিতাই। এই দ্বিতত্ত্বেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত কখনও শ্রীললিতা নহেন। অথবা শ্রীহরি নিজের অন্তরঙ্গ-শক্তি-দ্বারা স্বয়ং, সখী ও শ্রীরাধিকা—এই ত্রিমূর্ত্তিতে একীভূত হইয়াছেন। অথবা ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তি-বলে ত্রিস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধিকারূপ।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৮ম তরঙ্গ, ৩১৩) শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভুকৃত কড়চা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"অবনিসুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।
নরহরিসরকারস্তাপি দামোদরস্য
প্রভু-নিজপরিতানাং তস্য সারং মতং যে॥

ব্রাহ্মণবর, যতিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতনামে খ্যাত শ্রীগদাধর গোস্বামী শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরাধা, সন্দেহ নাই। ইহা শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীদামোদর-প্রভুর প্রিয়গণের ও আমার (শ্রীদামোদরের) সার মত।

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা-নামে প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকেও (৪।১৫।১০) শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে 'গোপিকা' বলিয়া উক্তি পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরকে একাধিকবার 'গদাধর-জীবন', 'গদাধর-প্রাণ', 'গদাধর-প্রাণনাথ', গদাধর-পতি' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু 'গদাধর-প্রাণনাথ', 'গদাই-গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিস্তৃত চরিত পাওয়া যায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের বর্ণিত বিষয় ব্যতীত কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,—যেমন শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাস-লীলা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গসেবায় প্রীতি-প্রদর্শন, শ্রীভাগবত-তত্ত্বের প্রতি কৃপা প্রভৃতি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-শাখা-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"বড় শাখা,—গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই।"
(শ্রীচৈ চ আ ১০।১৫)

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,—

"গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ'-সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥"
(শ্রীচৈ চ আ ১।৪১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

"গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি' গণন যাহার॥" (ঐ আ ৭।১৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবাসাদিকে "শুদ্ধভক্ত"-তত্ত্বমধ্যে এবং শ্রীগদাধরাদি-শক্তিতত্ত্বকে "অন্তরঙ্গ-ভক্ত"মধ্যে গণনা করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, শক্তিতত্ত্ব—মধুর, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরসে অবস্থিত; তদ্ভিন্ন হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা। তদ্ভিন্ন মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌর-সুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের লোকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসে অবস্থিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের 'আকর' বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা—উভয়ত্রই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকূলে টোটায় বা উপবনাভ্যন্তরে বাস করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররস-ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের 'অন্তরঙ্গ ভক্ত'-নামে কথিত হ'ন। যাঁহারা মধুররসে ভগবদ্ভজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। শ্রীনরহরি-প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয়সেব্য-জ্ঞানে তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন।"
(শ্রীচৈ ভা আদি ২।১, গৌড়ীয়-ভাষ্য)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অন্যত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীরুক্মিণী দেবীর অবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

"গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে দক্ষিণ-স্বভাব॥
* * *
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥"
(শ্রীচৈ চ অ ৭।১৪০, ১৪২-৩)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে স্বীয় 'কুল' বলিয়াছেন।

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥"
(প্রার্থনা—৩৮)

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু তদীয় হৃদয়স্থ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ছিলেন। এজন্যই শ্রীল লোকনাথ-শিষ্য শ্রীল নরোত্তম শ্রীল গদাধরকে 'মোর কুল' অর্থাৎ আমার কুলের গুরু-পাদপদ্ম বলিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নামে আরোপিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী এতৎ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীরাধাভিদেবং গদাধর ইতি খ্যাতং মহীমণ্ডলে
যৎপ্রেমাম্বিকলালসেন সমলং মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা।
যৎসঙ্গস্থ-পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথঞ্চ যে
কৃষ্ণপ্রেমসুধাম্বুরাশ্রিযুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে।

শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত, পৃথিবীতে শ্রীল গদাধর-নামে বিখ্যাত, যাঁহার প্রেমমধুরের কণিকাবেশ পাপমলিন মহী-মণ্ডলকে নিরন্তর মগ্ন করিয়াছিল, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমার

সর্ব্বস্ব, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসুধার আধার, সেই 'শ্রীপণ্ডিত'-নামে খ্যাত আমার প্রভুবরকে 'লোকনাথ' আমি ভজনা করি।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার রচিত শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীর মঙ্গলাচরণে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতাদির সহিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

"নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতম্॥"

শ্রীগদাধর-চরিত

শ্রীমাধবমিশ্র ও শ্রীরত্নাবতীর আত্মজ শ্রীগদাধর শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান করিয়া সকল বৈষ্ণবের প্রীতির পাত্র ও শ্রীল ঈশ্বর-পুরী গোস্বামী প্রভুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

"শিশু হৈতে গদাধরে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥"
(শ্রীচৈ ভা আ ১১।১৯)

এক সময় শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া যখন শ্রীশচীর অঙ্গনে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের শ্রীনবদ্বীপস্থ-ভবনে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ কয়েকমাস অবস্থান করেন। তথায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীঈশ্বরপুরীর মিলন হয়। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে স্ব-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন।

একদিন শ্রীনিমাই পণ্ডিত ন্যায়-পাঠী পণ্ডিত শ্রীগদাধরকে পথে দেখিতে পাইয়া ন্যায়ের কয়েকটী প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে বলেন। শ্রীনিমাইর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগদাধর মুক্তির যে লক্ষণ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শ্রীনিমাই আক্ষেপ প্রদর্শন করেন। শ্রীগদাধর 'আত্যন্তিক দুঃখনাশ'কে শাস্ত্রকথিত মুক্তির লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে শ্রীনিমাই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করেন। শ্রীনিমাইর সহিত বিচারে অসমর্থ হইয়া শ্রীগদাধর ভীত হন। তখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীগদাধরকে পরদিবস বিচারার্থ আগমন করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই ও শ্রীগদাধরের মধ্যে নানাপ্রকার রহস্যের কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন,—

"এইমতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
মধ্যাহ্নে দেখেন আসিনেন গদাধর॥
হাসি' দুই হাতে প্রভু ধরিলা ধরিয়া।
'যাহ পড় তুমি, আমা' যাও ভাবোদিয়া॥'
'জিজ্ঞাসহ,'—গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে,—'কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥'
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলেন,—'ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥'
গদাধর বোলে,—'আত্যন্তিক-দুঃখনাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥'
নানারূপে দোষে' প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক, যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে।
গদাধর ভাবে,—'আজি বড়ি পলাইলে!'
প্রভু বোলে,—'গদাধর, আজি যাহ ঘর।
কালি যুক্তিবাদ, তুমি আসিহ সত্বর॥'
নমস্করি' গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে-নগরে॥"
(শ্রীচৈ ভা আ ১৪।২০-২৮)

গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহপ্রেমবিকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীগদাধরাদি ভক্তগণের গোষ্ঠীর মধ্যে কৃষ্ণভক্তিসূচক শ্লোক-সমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা ও প্রেমবিকার দর্শন করিয়া পণ্ডিত শ্রীগদাধর মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীগদাধরের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরকে হৈরুক্তরে বলিলেন,—

"গদাধর, তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি॥
আমার সে হেন-জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইনু অমূল্যনিধি, গেল দৈবদোষে॥"
(শ্রীচৈ ভা ম ১৯৮-১১)

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সখী ও স্বগ্রামবাসী শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের একটি শ্লোক পাঠ করিলে

বৈসায় ঐ শ্লোকটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্ভুত প্রেমমূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীবল্লভকে শ্লোক পাঠ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ শ্রীগদাধর শ্রীবল্লভকে নিবারণ করিলেন।

আর একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীগদাধরকে সঙ্গে করিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিবা-মাত্র প্রভু শ্রীবিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজ প্রাণনাথ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণ পূজা করিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীগদাধর সাধারণ জীবের ভ্রম-নিবারণার্থ অজ্ঞের ন্যায় লীলা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে নিবারণ করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাক্যে শ্রীগৌরহরির স্বরূপ উপলব্ধি করিবার লীলা প্রকাশ করিলেন।

"হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই'।
'বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায়॥'
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
'গদাধর! বালকে জানিবা কথোদিনে॥'
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
'হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর'॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২।১৪০-২)

অপরজ-ভক্তগণকে দর্শনমাত্রই শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন শ্রীগদাধর তাম্বূল হস্তে করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগদাধরকে দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর "তাম্বূলবিট্ পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?"—ইহা অত্যন্ত আর্ত্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ত তোমার হৃদয়েই সর্ব্বদা বাস করেন।" এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীগৌরসুন্দর নখের দ্বারা স্বীয় বক্ষ বিদারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন—

"আথে-ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি'।
নানা-মতে প্রবোধি' রাখিলা স্থির করি'॥
'এই আছিলেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে।'
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে॥
বড় তুষ্ট হইলা আই গদাধর-প্রতি।
'এমত শিষ্যের বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥
মুক্তি তরে নাহি পারি সম্ভ্রম হইতে।
শিষ্য হই' কেমন প্রবোধিল ভালমতে॥'
আই বলে,—'বাপ! তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহান সঙ্গ কোথা না যাইবা'॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২।২০।১১)

শ্রীগদভবনে ব্যাসপূজা-সমাপ্তির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের মস্তকে ছত্র ধারণ এবং শ্রীগদাধর কর্পূর ও তাম্বূল সেবা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামবাসী শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝার সহিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রগাঢ়-প্রীতি ছিল। চট্টগ্রাম হইতে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষণ করিলে শ্রীল পুণ্ডরীক অতি গূঢ়ভাবে 'পরমভাগবত প্রায়' হইয়া শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত শ্রীগদাধরের নিকট বিদ্যানিধির অদ্ভুত বৈষ্ণবতার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

"গদাধর পণ্ডিত! শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাসহ তুমি মনে॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
দেখহ করিয়া যেন সঙ্গল আমারে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।৪৮-৭)

শ্রীমুকুন্দের এই কথা শুনিয়া শ্রীগদাধর সেই মুহূর্ত্তে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন এবং বিদ্যানিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। শ্রীবিদ্যানিধি শ্রীমুকুন্দকে শ্রীগদাধরের নাম, ধাম ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে—

"মুকুন্দ বলেন—'শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্॥
মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে॥
ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে'॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।৩-৫)

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বহিরঙ্গ-ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বিষয়ীর প্রায় ব্যবহার ও নানাপ্রকার বিলাস-সম্ভারের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন। মহাভাগবতগণের হৃদয় কৃষ্ণবিরহানলে সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত। তাঁহাদিগকে জড় সম্ভোগবাদিগণের ন্যায় বাহ্যবিষয় প্রদর্শন করিতে পারে না। বৈষ্ণব জড়বৈরাগী নহেন। তিনি কৃষ্ণানুসন্ধানে সতত যুক্ত—অপ্রাকৃত বিরাগী; অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসের রসিক। পণ্ডিত শ্রীল গদাধর প্রভু জীবজগৎকে এই মহতী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটি লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির 'ভোগীর প্রায়' বেশভূষা ও ব্যবহারাদি-দর্শনে আজন্ম বিষয়-বিরক্ত ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয়কারী পণ্ডিত শ্রীগদাধর অন্তরে শ্রীবিদ্যানিধির বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে কিছু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ এক লীলা প্রকাশ করিলেন। বিষয়বিরক্ত নবীন উপাসকগণের মনোভাব ও যুক্তবৈরাগ্যের যথাজ্ঞানভিজ্ঞ জড়বৈরাগিগণের চিত্তবৃত্তিকে প্রতিফলিত করিবার উদ্দেশে পণ্ডিত শ্রীগদাধর মনে ভাবিলেন,—

"ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ॥
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।৬৯-৭০)

শ্রীগদাধরের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীবিদ্যানিধির অন্তর্গত ভক্তির মহিমা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

(শ্রীভা ৩।২।২৩)

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট-মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরম দয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক শ্রবণমাত্র শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রেমবিকার, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার যুগপৎ প্রকাশিত হইল। শ্রীপ্রেমনিধির বিপ্রলম্ভপ্রেমবিকারের কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস তাঁহার অপ্রাকৃত তুলিকার দ্বারা এইভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,—

"শুনিলেন মাত্র ভক্তি-যোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার॥
'বোল, বোল' বলি' মহা লাগিলা গর্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে॥
লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক সভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য ভরা পান।
কোথা গেল ঝারি, যা'তে করে জলপান॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পরাণাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র ছিরে দুই হাতে॥
কোথা গেল সে বা দিব্য-বেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটা'য়ে, করে ক্রন্দন অপার॥
'কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান॥'
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
'মুই সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে॥'
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে,—'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥'
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটী—সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল, কিছু নাহি আর॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ভাবাবেশ-ধন॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' থাকিলা পড়িয়া॥
স্তিমিত-মাত্র বায়ু নাহি সকল শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।৭৮-৯৩)

শ্রীল পুণ্ডরীকের এইরূপ প্রেমবিকার-দর্শনে পণ্ডিত শ্রীগদাধর মহা-বিস্মিত হইলেন এবং এইরূপ মহাভাগবতকে তিনি অবজ্ঞা করিয়াছেন মনে করিয়া মুকুন্দের নিকট খীয় চিত্ত উদ্ঘাটন করিলেন। শ্রীবিদ্যানিধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ অপরাধ-(?) ক্ষালনার্থ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

"এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ দিয়ি॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥'
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।১০৪-৬)

শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া শ্রীমুকুন্দ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। কিছুকাল পরে শ্রীবিদ্যানিধি বাহ্যপ্রাপ্ত হইয়া কিছু স্থির হইলে শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের প্রেমাশ্রুবর্ষণ দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীগদাধরকে স্নেহভরে নিজক্রোড়ে ধারণ করিলেন। শ্রীগদাধর অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত শ্রীবিদ্যানিধির ক্রোড়ে রহিলেন। এই সময় শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীককে শ্রীগদাধরের সঙ্কল্প-জ্ঞাপনমুখে বলিলেন,—

"ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত-দোষ জন্মিল উহার॥
এবে তা'র প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥
বিষ্ণুভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে মুক্তরীত।
মাধবমিশ্রের কুলনন্দন-উচিত॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য-যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ-দিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।১১২-৬)

ইহা শুনিয়া শ্রীবিদ্যানিধি বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণকৃপায় এই-রূপ মহারত্ন ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সুযোগ্য পাত্র লাভ করিলাম। আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শুভলগ্নে ইহার দীক্ষা হইবে।" শ্রীবিদ্যানিধির এই কৃপাবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর শ্রীপুণ্ডরীক-সমীপে সানন্দে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে কৃপাপ্রার্থিত-ভাবপূর্ব্বক বলিলেন,—

"না জানিয়া উহান অপমান ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এহেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭। ১৪৯ ৫০)

শ্রীগদাধরের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"শীঘ্র কর, শীঘ্র কর।" শ্রীমন্মহা-প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীগদাধর পরমানন্দে শ্রীপ্রেমনিধির স্থানে নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

"যোগ্য গুরুশিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭। ১৫৪)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে শ্রীব্রজলীলা অভিনয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং নিজ সঙ্গিগণের মধ্যে কে কে অভিনয় করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরকে শ্রীরুক্মিণীর অভিনয় করিবার জন্য আদেশ করেন। দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া শ্রীমহাদেবীর বেশে নৃত্যগীত আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে ও শ্রবণে বৈষ্ণবগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রেমক্রন্দন করিতে থাকেন এবং শ্রীগৌর-সুন্দরও নিজমুখে শ্রীগদাধরের তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

"রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন?
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত, বস্ত্র করি' মানে॥
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।
'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার'॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ১৮।১১২-৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীনবদ্বীপে নিজ ভক্তের গৃহে গৃহে বিহার করিতেন, তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধরকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

"আপন ভক্তের ঘর দেখিয়ে দেখিয়ে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সহিতে বিহরে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ১৯।৩)

শ্রীমহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে তীরে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেন, তখন প্রভুর দুই পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর নৃত্য করিয়া চলিতেন।

"নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেমসুধা-সিন্ধুমাঝে দুইজন ভাসে॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২৩।২১১)

শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক-বিধানমতে যতবার শ্রীবিষ্ণুপূজার আয়োজন করিতেন, ততবারই তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাদৃশ অর্চ্চনকার্য্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন না। পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ অর্চ্চন করিবার ভার প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"আমি ভাগ্যহীন, মর্য্যাদার সহিত শ্রীবিষ্ণুপূজা করিতে আমি অসমর্থ।"

"প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অতএব কি খায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥
স্নান করি' বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে।
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে গিয়া॥
পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই' অন্য করে প্রক্ষালন॥
এই মত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিলমাত্র॥
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
'তুমি বিষ্ণু পূজ', মোর নাহিক সে ভাগ্য'॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২৫।৮৬-৯১)

এই লীলার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান করিবার ভাবী ইঙ্গিত প্রদান করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে টোটামধ্যে (শ্রীমন্দির-টোটা বা উপবন) শ্রীগদাধর প্রভু শ্রীগোপীনাথের অর্চ্চন এবং মর্য্যাদাপথে শিষ্যাদি-স্বীকারের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীগদাধরকে অর্চ্চনমার্গীয় ভক্ত মনে করিতে হইবে না। শ্রীগদাধরের শ্রীগোপীনাথ-সেবা বস্তুতঃ সাক্ষাৎ-সেবা—গোপীনিয়োজিকা-শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকর্ত্তৃক নিজ-নাথের সেবা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন শ্রীগদাধরের নিকট সেই সঙ্কল্প-জ্ঞাপনার্থ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"না রহিব গদাধর, আমি গৃহবাসে।
যে-দেশে দিকে চলিযাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখাসূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে-দেশে দিকে চলি' যাব॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২৬।১৬৬-৯)

—তখন—

"শ্রীশিখার অন্তর্ধান শুনি' গদাধর।
বজ্রপাত যেন হইল শিরের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর।
'যতেক অদ্ভুত প্রভু, তোমার উত্তর॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম্ম হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননীবধের ভাগী হ'বে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ'র প্রাণ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয়।
গৃহস্থ সে সবার শ্রীতের স্থলী হয়॥
তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা, তাই করি' চলি' যাও॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ২৬।১৭০-৭৭)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বদিবস রাত্রে শ্রীগদাধর ও শ্রীহরিদাসের সমীপে শয়ন করিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীগদাধর-আদি শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ প্রভু-বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর

নীলাচলে গিয়া অবস্থান করিলে শ্রীগদাধর তথায় নিরন্তর মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন।

"হেন-মতে নিজগণে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কভি॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কি-বা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ছাড়ে' গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ৩।২২৭-৩১)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশ হইতে যখন নীলাচলে আগমন করিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলনের পর শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করেন এবং তথা হইতে যমেশ্বর-টোটায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হন। স্বীয় ভবনে শ্রীনিত্যানন্দের শুভাগমনের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে রত থাকিলেও তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিলা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥
দুই মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুঁহার॥
দোঁহে বলে,—'আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।'
দোঁহে বলে—"আজি হৈল জীবন সফল॥'
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুইপ্রভুর শরীরে।
দুইপ্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দ্দিকে পড়ি' কান্দে সর্ব্বদাস॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অগ্রিম আরে সম্ভাষা না করে॥
গদাধর-দেবের সংবন্ধ এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি।
দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিত-গোসাঞী॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই' এক স্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে॥

(শ্রীচৈ ভা অ ৭।১১৭-২৬)

শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগোপীনাথের ভোগার্থ শ্রীগৌড়দেশ হইতে কিছু তণ্ডুল ও একখানি রঙ্গীন সুন্দর বস্ত্র আনিয়াছিলেন; তাহা শ্রীগদাধরের হস্তে প্রদান করিলেন। অতি সূক্ষ্ম সুন্দর তণ্ডুল-দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া শ্রীগদাধর বলিলেন যে, শ্রীপাদ গোসাঞি নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগোপীনাথের জন্য তণ্ডুল আনিয়া থাকিবেন। একমাত্র শ্রীলক্ষ্মীদেবীই এই তণ্ডুল রন্ধন করিতে সমর্থা ও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ইহার ভোক্তা এবং কৃষ্ণভক্তগণ অবশেষ-গ্রহণের অধিকারী। পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রদত্ত রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং স্বয়ং টোটা হইতে স্বহস্তে শাক চয়ন করিয়া রন্ধনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তেঁতুলবৃক্ষের সুকোমল পত্র আনয়ন করিয়া তাহা বাটিয়া নোনাজল দিয়া এক অম্ল-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। পরে শ্রীগদাধর শ্রীগোপীনাথের অগ্রে ভোগ প্রদান করিলে অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর "হরে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে শ্রীগদাধর-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন,—

"কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর হৃদয়ে আছে স্বাদ॥"

(শ্রীচৈ ভা ম ৭।১৩৪-৬)

শ্রীগদাধর শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ আনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সম্মুখে ধারণ করিলেন। প্রসাদান্নের সৌগন্ধে সমস্ত টোটা আমোদিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই প্রসাদান্নকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিলেন এবং অম্ল-ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতে করিতে তাহা ভোজন করিলেন।

"প্রভু বলে,—'এ অন্যের পক্ষেও দুর্লভ।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর, কি তোমার মনোরথ থাক।
আমি ত এমত কভু নাহি থাই শাক॥
গদাধর, কি তোমারে বিচিত্র বন্ধন।
ছৈতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥
বুঝিলাঙ, বৈষ্ণবেরে বন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও যে কেনি॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ৭।১৫৩-৬)

শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গদাধর নিরন্তর একসঙ্গে অবস্থান করিতেন, একসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতেন এবং একসঙ্গে সংকীর্ত্তনরসে মত্ত থাকিতেন।

"তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীর্ত্তনে॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ৭।১৬৪-৫)

যখন নীলাচলে সগোষ্ঠী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু আগমন করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও অন্যান্য ভক্তকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রে গমন করিলেন; আঠারনালায় সগোষ্ঠী শ্রীঅদ্বৈতের সহিত সগোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনানন্দ হইল। আঠার-নালা হইতে সকলে শ্রীরথেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন। সেই সময় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসব-উপলক্ষে বাদ্যভাণ্ডের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীরথেন্দ্র-সরোবরে বিহারার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ-গোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীর একত্র সম্মিলনে প্রেমের বন্যা উচ্ছলিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীপুরী গোস্বামী—তিনজনেই শ্রীরথেন্দ্র-সরোবরে জলমগ্ন আরম্ভ করিলেন।

একদিন শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বলিলেন,—

"ছৈতন্য আমি যে করিনু কারো প্রতি।
সেই দৈবে আমার না স্ফুরে ভাল মতি।
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ১০।২৩-৪)

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন, "তোমার গুরুদেব শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; তুমি তাঁহার নিকট পাছে অপরাধী হও, এইজন্য আমি তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করিতে পারি না। বস্তুতঃ তোমাকে মন্ত্র-প্রদান কেন, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারি।"

'প্রভু বলে,—'তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না কর ব্যবহার॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ১০।২৫-২৬)

ইহাতে শ্রীল গদাধর বলিলেন,—"শ্রীগুরুদেব এখানে উপস্থিত নাই; তুমি আমাকে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ কর।" ইহাতে সর্ব্বচূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"তোমার শ্রীগুরুদেব শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে শ্রীভগবান্ অচিরেই মিলাইয়া দিবেন; দিন-দশেকের ভিতরেই তাঁহাকে তুমি এখানে দেখিতে পাইবে।"

শ্রীগদাধর প্রভু জীবজগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ দীক্ষাগুরু বিস্মৃত হইয়া যাইবার লীলা ও পুনরায় মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিবার সম্বন্ধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি স্বয়ং শ্রীহ্লাদিনীশক্তির অবতার, শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী-স্বরূপ, তিনি কামবীজ, কামগায়ত্রী—যাহা শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীজনবল্লভ ও শ্রীগোপীনাথের স্বরূপ—তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। পঞ্চরাত্রমার্গের অধিকারী ব্যক্তিগণ কোন অপরাধ-ফলে অথবা সুগোপ্য মন্ত্ররহস্য অপরের নিকট প্রকাশ করিবার ফলে যদি সেই মন্ত্র বিস্মৃত হন, তবে একমাত্র শ্রীমন্ত্র-গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অপর কেহই, এমন কি, স্বয়ং ভগবান্‌ও সেই মন্ত্রের উপদেষ্টা হন না—ইহাই এই লীলার দ্বারা শ্রীগৌরগদাধর-প্রভু জীবজগৎকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে যে শ্রীমন্ত্রগুরুর একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরগদাধরের এই লীলার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র ও শ্রীধ্রুবচরিত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতেন। শ্রীগদাধরের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীনামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় সন্তোষ হইত।

"এইমত প্রভু নিজ-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে' প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
সন্তাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত্র॥
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম-গুণ বলেন, শুনেন নিরন্তর॥
ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
রামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥"

(শ্রীচৈ ভা অ ১০।৩২-৬)

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি যখন শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিলেন, তখন শ্রীগদাধর শ্রীবিদ্যানিধির নিকট পুনরায় ইষ্টমন্ত্র-গ্রহণলীলা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীনীলাচলে যমেশ্বর-টোটায় (যমেশ্বর-শিবের বাগান-পাড়ায়) স্থান দিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের এই শ্রীনীলাচল-বাসলীলা 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস'-নামে পরিচিত।

"গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁ'রে করাইলা আবাসে॥"

(শ্রীচৈ চ ম ১৪।১৮৩)

সাধারণতঃ যাঁহারা স্বীয় পূর্ব্ববাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিষ্ণুতীর্থে যথা,—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপধাম বা শ্রীমথুরামণ্ডলে হরিভজনার্থ বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের এই ক্ষেত্র-সন্ন্যাসলীলা সাধক জীবের পূর্ব্বকথিত ক্ষেত্রসন্ন্যাসের ন্যায় কোন আশ্রম-বিশেষ নহে; কারণ, তিনি আশ্রমাতীত পরমহংসগণেরও নিত্য আরাধ্যবস্তু। বস্তুতঃ তিনি রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবটতটস্থিত শ্রীমান্ গোপীনাথের বেণু-স্বনের দ্বারা নিত্য-আকৃষ্ট গোপী-শিরোমণি; তিনি বংশীবটতট-স্থিত উপবনে শ্রীগোপীনাথের সেবার্থ নিত্য বাস করেন। শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীচটকপর্ব্বতের নিকটে শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীযুথেশ্বরী শ্রীরাধা নিজ-জনগণের সহিত সেই স্থানে বাস করিয়া নিজ-নাথের সেবা করেন। এই সন্ন্যাসের অপর নাম 'বিপ্রলম্ভ' বা 'দিব্যোন্মাদ'। শ্রীগদাধর বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের পরিপোষণকারী। যখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদির সহিত গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তখন তিনদণ্ড প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অসমর্থ শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"গদাধর! তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িও না।" কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সঙ্গ-লোভে শ্রীধামবাসরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাসত্যাগেও অবিচলিত হইয়া পণ্ডিত শ্রীগদাধর বলিলেন,—

• • "যাহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

(শ্রীচৈ চ ম ১৬।১৩১)

তখন,—

"প্রভু কহে,—'ইহা কর গোপীনাথ-সেবন'।
পণ্ডিত কহে,—'কোটিসেবা বৈষ্ণবদর্শন'॥"

(ঐ ১৩২)

তখন আবার,—

"প্রভু কহে,—সেবা ছাড়িবে, আমার লাগে দোষ।
ইহা রহি' সেবা কর, আমার সন্তোষ॥"

(ঐ ১৩৩)

তখন শ্রীগদাধর একটু অভিমান প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

··· ··· "সব দোষ আমার উপর।
তোমা'-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর॥
আইকে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা' লাগি'।
প্রতিজ্ঞা-সেবা-ত্যাগ-দোষ, তা'র আমি ভাগী॥"

(ঐ ১৩৪-৫)

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া নীলাচলে বাসপূর্ব্বক অপতিতভাবে সেই সেবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গৌড়-দেশে যাইতে হইলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও সেবাত্যাগ—এই দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি রাগাত্মিক জনগণের মূল-মহাজন, তিনি ঐরূপ বিধির দ্বারা বাধ্য নহেন; তাই পণ্ডিত গোস্বামী অভিমানভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে না গিয়া পুরুষ-

ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে নিজ সঙ্গে আনয়ন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায়॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে, করি' প্রণয়-রোষ॥
'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ'।
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি' আইলা দূরদেশ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—যাহ' নিজ 'সুখ'।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ'॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল॥"

(শ্রীচৈ চ ম ১৮।১৩৭-৪১)

ইহা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্রীগদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে নীলাচলে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। তখন শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীগদাধরকে ভক্ত ভাবের প্রতিজ্ঞারক্ষণার্থ শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গলীলার কথা বলিয়া প্রবোধ দান করিলেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ স্বীয় সত্যবাদিতারূপ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীগৌরহরিও ভক্ত শ্রীগদাধরের অপত্তিভাবে শ্রীগোপীনাথ-সেবার প্রতিজ্ঞামর্য্যাদা-রক্ষার্থ শ্রীগদাধরের সঙ্গ-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীরুক্মিণীদেবীর ন্যায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দক্ষিণ-স্বভাব, শুদ্ধ ও গাঢ় শ্রীগৌর-প্রেমের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ, গাঢ় ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব'॥
তাঁ'র প্রণয়-রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁ'র রোষ নাহি উপজয়॥"

(শ্রীচৈ চ অ ৭।১৪০-১)

শ্রীবল্লভভট্ট, পরে যিনি 'শ্রীবল্লভাচার্য্য'-নামে খ্যাত হন, শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের আনুগত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন এবং তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইতে প্রস্তুত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক শ্রীবল্লভভট্টকে বাক্যান্তরের দ্বারা শোধন করেন। শ্রীবল্লভভট্টও স্বীয় অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি প্রীতি উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতের প্রতি বাহ্য কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের প্রেম পরীক্ষা করিতে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীরুক্মিণীর প্রতি উপহাস করিলে শ্রীরুক্মিণীর মনে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীরুক্মিণীর অবতার শ্রীগদাধরেরও সেইরূপ ভীতি উপস্থিত হইল। শ্রীবল্লভভট্ট পূর্ব্বে বাৎসল্য-রসে ভজন ও বালগোপালময়ে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গফলে তাঁহার মধুররসে ভজন-প্রবৃত্তি হইল; তিনি শ্রীকিশোর-গোপাল-উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গৈকপতি শ্রীগদাধর ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

"আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁ'র আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র।
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥"

(শ্রীচৈ চ অ ৭।১৪৭-৮)

কয়েক দিবস পর, শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর প্রসন্ন হইলেন এবং শ্রীবল্লভভট্টের গৃহে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণের দিনে প্রভুর কৃত্রিম ক্রোধে সমস্ত শ্রীগদাধরকে শ্রীমন্-মহাপ্রভুই শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীগোবিন্দকে পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিলেন। প্রভুর স্থানে আসিবার কালে পথে শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীগদাধরকে সান্ত্বনা দান করিবার মানসে বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ উপেক্ষা করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি কেন ভীতপ্রায় হইয়া তাহা সহ্য করিলে?" শ্রীগদাধর বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি, তাঁহার সহিত 'হঠ' করা আমি ভাল মনে করি নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া সহ্য করা উচিত। তিনিই স্বয়ং গুণদোষ বিচার করিয়া কৃপা করিবেন।"

শ্রীগদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া শ্রীগদাধরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সকলকে শুনাইয়া বলিলেন,—

"আমি চালাইনু তোমা,' তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা।
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
দৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা।"

(শ্রীচৈ চ অ ৭।১৫৭-৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যাঁ'র।
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গৌর-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁ'রে লোকে গায়।
চৈতন্য-প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে।
পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা জ্ঞাপন।"

(শ্রীচৈ চ অ ৭।১৫৯-৬২)

শ্রীগদাধর-শাখা

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্যের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ "সর্ব্বপ্রধান" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,—

"যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান।"

(শ্রীচৈ ভা অ ৪।২০৫-৬)

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়ও লিখিয়াছেন,—

"তত্র পূর্ব্বোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎ-পণ্ডিত-গোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি স্তুতম্।"

(শ্রীগৌ গ—৮৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার অনুমোদন-কারিগণের নামোল্লেখ-প্রসঙ্গে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কয়েকজন শিষ্য ও অনুশিষ্যের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁ'র যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ।
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর চেষ্টা, মহাবীর।
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁ'র চিত্ত।
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁ'র শরীরে নিবাস।

• • •

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, বর্য্য-আর্য্য।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য হৈহা—পণ্ডিত হরিদাস।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁ'র পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁ'র পরম উল্লাস।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ।
নিরন্তর শুনে হেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল।
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ।
হেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে।"

(শ্রীচৈ চ অ ৮।৫৪-৫৭, ৫৯-৬৫)

শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য শ্রীভূগর্ভগোস্বামীর সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

"পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ-গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁ'র মুখে অন্য নাই।"

(ঐ ৮।৬৮)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর প্রধান শিষ্য শ্রীঅচ্যুতানন্দের বিচার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গণ ও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত; তাঁহারাই অনায়াসে শ্রীচৈতন্যচরণ-লাভ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ভারবাহী। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পাঠেও জানা যায়—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুগত-জ্ঞান এক সম্প্রদায় পণ্ডিত-শ্রীগদাধরের আনুগত্য পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছিল। ইহারা অদ্বৈত-অনুগত হইয়াও শ্রীগদাধরের নিন্দক ও অপরাধী হইয়া

পড়িয়াছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগদাধরের শিষ্য ও উপশাখাসমূহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁ'র গণাগণ কিছু করিয়ে গণন॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ভগবান, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত-আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধব দাস।
ত্রিপাঠিয়া, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথ দাস॥
শ্রীহরি-আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বল্লবাচী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ॥
অযোধ্য পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
বহু পাতুলি, আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী॥
এই ত সংক্ষেপে কহিলাঙ পণ্ডিতের গণ।
ইহে আর শাখা-উপশাখার গণন॥"

(শ্রীচৈ চ আ ১২।৭৮-৮৮)

১। **শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী**— "ভগবান-ব্রহ্মচারী নলিতেত্যাপরে ভক্তঃ। স্বপ্রকাশবিগ্রহের সমীচীনঃ মতন্ত্র তং॥"—(শ্রীগৌ গ ১৪২)। "ভগবানব্রহ্মচারিণং বন্দে লবঙ্গমঞ্জরীবিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং প্রভো যস্য কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ॥"—(শা নি ৪)

২। **শ্রীধর ব্রহ্মচারী**—ব্রজের চন্দ্রলতিকা (শ্রীগৌ গ ১৯৪, ১৯৯)। "শ্রীশ্রীধরং সুধাখ্যায় ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং বন্দে গৌরলীলাবিলাসকম্॥" —(শা নি ৪)

৩। **শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগদাধর, উভয়গণে গণিত। "শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্॥"—(শা নি ৯)

৪। **শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য**—পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত-গণে, পরে শ্রীগদাধর-গণে প্রবিষ্ট। "বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেম-তরঙ্গিণী' ন॥" (শা নি—৮)। ইনি ব্রজের শ্বেত-মঞ্জরী (শ্রীগৌ গ ১৯৪, ২০৩)। "নির্দ্দিষ্টা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্মবান্ধবঃ॥' —(শ্রীগৌ গ ২০৩)। "তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিল পড়িতে॥ শুনিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥ প্রভু বলে, ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥" —(শ্রীচৈ ভা অন্ত্য, ৫ম অ)। ইঁহার পাটবাটী—বরাহনগর-মালিপাড়ার (কলিকাতা হইতে প্রায় ৩।০ মাইল উত্তরে) গঙ্গাতীরে।

৫। **শ্রীঅনন্ত-আচার্য্য**—ব্রজের অষ্ট-সখীর অন্যতম 'সুদেবী'। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর গণে থাকিলেও পরে শ্রীগদাধর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। "অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা 'সুদেবী' পুরা ব্রজে।"—(শ্রীগৌ গ ১৮৫)। "বন্দেঽনন্তাখ্যভক্তমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকম্। লীলানন্তাত্মকতয়া গৌরপ্রেম্ণো হি ভাজনম্॥" (শা নি—১১)। ইঁহার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধনদীপিকা'গ্রন্থের রচয়িতা (শ্রীভ র ২য় ভাঃ)।

৬। **শ্রীকবিদত্ত**— "মহাভাব-চমৎকারস্বরূপ-নিত্যং স্বভাবময়ম্। রাধাকৃষ্ণৌ যত্র জাতৌ বন্দেঽহং কবিদত্তকম্॥" —(শা নি ১৪)। ইনি ব্রজের 'কলকণ্ঠী'—(শ্রীগৌ গ ১৯৭, ২০৭)।

৭। **শ্রীনয়ন মিশ্র**—ইনি ব্রজের নিত্যমঞ্জরী (শ্রীগৌ গ ১৯৬, ২০৭)। "বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেম-সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্॥" (শা নি ১)।

৮। **শ্রীগঙ্গামন্ত্রী**—ইনি ব্রজের চন্দ্রিকা (শ্রীগৌ গ ১৯৬, ২০৪)। "গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্। নামপ্রেম-প্রকাশার্থং যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥" (শা নি ১৬)।

১। **শ্রীমধু ঠাকুর**—শ্রীমহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য লোকে ইঁহাকে 'মামা ঠাকুর' বলিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও উৎকল-দেশে মামাকে 'মধু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম—'শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী', শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র; নিবাস—ফরিদপুর-জেলার অন্তর্গত পদ্মাবতী-গ্রামে। মধু-ঠাকুর শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পরে পুরীর 'শ্রীটোটা-গোপীনাথে'র সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ব্রজের কলহাংসিনী (শ্রীগৌ গ ১৯৮, ২০৫)। "যঃ প্রেম্ণা গৌরচন্দ্রেণ পরিহাসপরৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মাদ্যস্তং বন্দে মধু-ঠাকুরম্॥" (শা নি ১৭)। টোটাগোপীনাথের সেবকগণের গুরু-প্রণালী—(১) শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে, সৌভাগ্য-মঞ্জরী), (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মধু' গোস্বামী, (৩) তদনুগ—শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী, (৪) শ্রীরামচন্দ্র, (৫) শ্রীরাধা-বল্লভ, (৬) শ্রীকৃষ্ণজীবন, (৭) শ্রীশ্যামসুন্দর, (৮) শ্রীশ্যামমণি, (৯) শ্রীহরিনাথ, (১০) শ্রীনবীনচন্দ্র, (১১) শ্রীহরিলাল, (১২) শ্রীদয়াময়ী, (১৩) শ্রীকুঞ্জবিহারী।

১০। **শ্রীকণ্ঠাভরণ**—ইঁহার নাম শ্রীঅনন্ত ভট্টরাজ—"শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ"। ইনি ব্রজের গোপালী (শ্রীগৌ গ ১৯৮, ২০৬,)। "লীলাকলাপ-সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাভরণম্॥" (শা নি ১৮)

১১। **শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী**—ব্রজের 'প্রেমমঞ্জরী', শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয়-সুহৃৎ। "ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।" (শ্রীগৌ গ ১৮৭)। "গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভৌঘং সুবিজ্ঞকম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্। শ্রীল-গোবিন্দ-দেবস্য সেবাসুখ-বিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং সজ্জং নিত্যানন্দবিগ্রহম্॥" (শা নি: ২৪)

১২। **শ্রীভাগবতদাস**— "ভূগর্ভলক্ষিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগানমত্তিতমানসম্॥" (শা নি ৩১)

১৩। **শ্রীবাণীনাথ ব্রহ্মচারী**—"ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দৈরলঙ্কৃতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্।" (শা নি ৩২)। বর্দ্ধমান-জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার সমুদ্রগড়-ডাকঘরের অন্তর্গত চম্পাহাটি বা চাঁপাহাটি-গ্রামে শ্রীবিশ্বনাথের প্রকাশিত শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা বিরাজিত আছে। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অবহেলা দর্শন করিয়া ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীবিশ্বৈকবান্ধব-সভাঃ সেবকবৃন্দ উক্ত পাটবাটীর সংস্কার সাধনপূর্ব্বক একটি নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৪। **শ্রীগৌরচৈতন্য**—"কৃষ্ণপ্রেমময়ঃ স্বচ্ছঃ পদ্মো-নকরূপিনম্। বন্দে রসময়ং গৌরচৈতন্যং লীলাগানমুদাত্মকম্॥" (শা নি ৩৩)। এই শাখায় শ্রীযুত মলিনীমোহন গোস্বামী কুলিয়া-নবদ্বীপে গৌরলীলা শ্রীমদনগোপালদেবের সেবা করেন।

১৫। **শ্রীপ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী**—"বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবা-পরিপাটী যেনেদৃগেন সুসেবিতা॥" (শা নি ১৩)

১৬। **শ্রীউদ্ধব-দাস**—"অতিলীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিস্ত-প্রদায়কম্। শ্রীযুতোদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্॥" (শা নি ৩৫)

১৭। **শ্রীজিতামিত্র**—"বিপদঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেশ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ॥" (শ্রীগৌ গ ২০২)। ইনি ব্রজের শ্যামমঞ্জরী। "যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্॥" (শা নি ৩৬)

১৮। **শ্রীজগন্নাথ দাস**—ইঁহার নিবাস—বিক্রমপুরের (ঢাকা) অন্তর্গত কাঠকাটা (কাঠারিয়া)-গ্রামে। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি আড়িয়ল, কামারখাড়া ও পাইক-পাড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ আড়িয়লের গোস্বামিগণ সেবা করেন। ইনি শ্রীরূপ-পাদ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা'(১৪২)-লিখিত সমঞ্জসাখ্য চতুঃষষ্টি সখীগণের ২৬ সংখ্যক সখী 'তিলকিনী'—চিত্রাদেবীর উপসখী—"রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা।" ইঁহার বংশধারা:—(২) শ্রীরামনৃসিংহ, (৩) শ্রীরামগোপাল, (৪) শ্রীরামচন্দ্র, (৫) শ্রীসনাতন, (৬) শ্রীমুকুন্দরাম, (৭) শ্রীগোপীনাথ, (৮) শ্রীগোলোক, (৯) শ্রীহরিমোহন বিদ্যারত্ন, (১০) শ্রীরাধাবল্লভ।

শ্রীসুধানন্দ-সরস্বতি-কৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে—"ততঃ সুচিত্রা সুধাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠক্কুরো জগদীশকঃ॥" "বন্দে জগন্নাথদাসং কাঠকাটেতি

বিক্রমম্। যস্তং যেন তৈলপুরে চ শ্রীনামমঙ্গলম্॥" অর্থাৎ ইনি ত্রিপুরা-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করেন।—(শা নি ৪৮)

১৯। **শ্রীহরি-আচার্য্য**—"শ্রীল-হরিদাস-আচার্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্। বন্দে তং পরমা ভক্ত্যা গৌরাঙ্গপ্রেমোন্মাদীকৃতম্॥" (শা নি ৩৭)

২০। **শ্রীপুরিয়াগোপাল-দাস**—"বন্দে গোপাল-দাসাখ্যং সালীপুরনিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্॥"—(শা নি ৩৮)। ইনি বিক্রমপুরে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

২১। **শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী**—ইনি ব্রজের অষ্ট-সখীর অন্যতমা ইন্দুলেখা। "ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীজ্জীরাধায়াঃ সখী পুরা। কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ॥" (শ্রীগৌ গ ১৬৪)। "কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশকম্। বন্দে তমুদ্ধতধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্॥"—(শা নি ৪১)

২২। **শ্রীপুষ্পগোপাল**—"পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্। স্বয়ং যৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্গগ্রামকো নামধেয়তঃ॥" (শা নি ৩৯)

২৩। **শ্রীহর্ষ**—ইনি ব্রজের সুকেশিনী (শ্রীগৌ গ ১৯৪,২০১)। "বন্দে শ্রীহর্ষবিখ্যাতং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাপ্লুতম্॥"—(শা নি ৪০)

২৪। **শ্রীরঘুমিশ্র**—ইনি ব্রজের কর্পূর-মঞ্জরী (শ্রীগৌ গ ১৯৪, ২০১)।

২৫। **শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত**—ইনি ব্রজের রসোল্লাসা (শ্রীগৌ গ ১৯৬, ২০৫)। "ব্রজলক্ষ্মীনাথখ্যানং করুণালয়-বিগ্রহম্। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্॥" (শা নি ৪২)

২৬। **বজবাটী-শ্রীচৈতন্যদাস**—ইনি ব্রজের কালী (শ্রীগৌ গ ১৯৮, ২০৬)। "বজবাটীয়ঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্॥"—(শা নি ৪৩)। ইহার শাখা-পরম্পরা—(২) মথুরা-প্রসাদ, (৩) কস্তুরীকান্ত, (৪) জীবনকৃষ্ণ, (৫) যুগলকিশোর, (৬) রতনকৃষ্ণ, (৭) রাধামাধব, (৮) উমাপতি, (৯) বৈকুণ্ঠনাথ, (১০) লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি (ঢাকাবাসী)।

২৭। **শ্রীরঘুনাথ**—ইনি ব্রজের বরাঙ্গদা। "রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৌরাঙ্গানন্দসেবকঃ।" (শ্রীগৌ গ ১৯৪, ২০০)। "বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকল্পমহীরুহম্। যন্নাম-শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনবরং লভেৎ॥" (শা নি ৪৪)

২৮। **শ্রীঅমোঘ পণ্ডিত**—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেশানুসারকম্। প্রেমগদ্গদসাশ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্॥" (শা নি ৪৯)

২৯। **শ্রীহস্তিগোপাল**—ইনি ব্রজের হরিণী (শ্রীগৌ গ ১৯৬,২০৬)। "হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তমনোরথম্। সমাধি পরমা ভক্ত্যা গৌর-প্রেমধনং লভেৎ॥" (শা নি ৬১)

৩০। **শ্রীচৈতন্যবল্লভ**—"চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্॥" (শা নি ৬০)

৩১। **শ্রীযদু গাঙ্গুলি**—"যদুনাথ-চক্রবর্ত্তি-লীলা-ভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহীরিঙ্গং বন্দে ভক্ত্যা মহা-শয়ম্॥" (শা নি ৩৪)। বর্দ্ধমান-জেলার পালিগ্রাম-চাপক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

৩২। **শ্রীমঙ্গল-বৈষ্ণব**—"মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশযোর্লীলামৃতস্থিত্যকলেবরম্॥" —(শা নি ৪৭)। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত টিটরবা-গ্রামে ইহার নিবাস। পিতৃকুল মুর্শিদাবাদের দেবী কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। ইনি মধ্যবয়সে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। ইহার বংশধরগণ সম্প্রতি কাঁকড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঁকড়া—বর্দ্ধমান-জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। স্বনামধন্য কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গল ঠাকুরের বংশে ৩৬ ঘর অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে মধ্যনাড়ালের প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁকড়া-নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী এবং মধ্যনাড়ালের নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। মধ্যনাড়ালের অধিকারি-বংশের লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ আছে। পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকৃষ্ণবিহারী চক্রবর্ত্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী বীরভূমের অন্তর্গত লাভপুরের অধীন আজড়া-গ্রামে বাস করিতেন। ইহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহ-প্রসাদ মিত্র ঠাকুরের বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরের প্রসিদ্ধি আছে। ইহারা মুরশিদাবাদে বাস করিতেন।

যখন ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে কেতুরী পর্য্যন্ত পথ নির্ম্মাণ ও দীঘিকা-খননকালে 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ'-যুগল-বিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে ছাপীপুর-নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহশিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। শ্রীবিগ্রহগণের সেবার জন্য গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় মঙ্গল ঠাকুর ভিক্ষা-দ্বারা সেবা চালাইতেন। মঙ্গল-ঠাকুরের তিন পুত্র—(১) বাণিকাপ্রসাদ, (২) গোপীরমণ, (৩) শ্যামকিশোর। এই ভ্রাতৃত্রয়ের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কাঁদড়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপিত হইয়াছে।

৩৩। **শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী**—"শ্রীমদ্গদাধর-মহাশয়াঃ প্রথাশাখেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ॥" (শ্রীগৌ গ ১৮৩)। "শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকম্। রসোজ্জ্বলযুতং স্বাঙ্গং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥" (শা নি ১০)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনবাসে তৎকৃত—'শাখানির্ণয়ে' আরও কতিপয় শ্রীগদাধর-শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—(১) মাধবাচার্য্য, (২) শ্রীগোপাল দাস, (৩) শ্রীজয়ানন্দ, (৪) শ্রীবল্লভ ভট্ট (পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-নামে প্রসিদ্ধ), (৫) মধু পণ্ডিত (খড়দহ হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে 'সাইবোনা' গ্রামে ইহার শ্রীপাট। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীগোপীনাথ-দেবের সেবা-স্থাপন-কর্ত্তা ও সেবক), (৬) শ্রীঅচ্যুতানন্দ, (৭) শ্রীচন্দ্রশেখর, (৮) শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত (?), (৯) শ্রীরামোদর, (১০) শ্রীজগন্নাথাচার্য্য (অপর), (১১) শ্রীজনন্তাচার্য্য-বর্য্য (অপর), (১২) শ্রীকৃষ্ণদাস, (১৩) শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, (১৪) শ্রীভবানন্দ গোস্বামী, (১৫) শ্রীচৈতন্যদাস, (১৬) শ্রীলোকনাথ ভট্ট গোস্বামী (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরুদেব; যশোহর-জেলার তালখড়ি-নিবাসী, শ্রীবৃন্দাবনের 'শ্রীরাধা-বিনোদ'-স্থাপক এবং শ্রীভূগর্ভ ঠাকুরের একান্ত বন্ধু) (?), (১৭) শ্রীগোবিন্দাচার্য্য, (১৮) শ্রীমধুর ঠাকুর, (১৯) শ্রীলক্ষ্মীতাচার্য্য, (২০) শ্রীপ্রভাপাদিত্য, (২১) শ্রীকমলাকান্ত আচার্য্য, (২২) শ্রীমাধবাচার্য্য, (২৩) শ্রীনারায়ণ পড়িহারী।

শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু গৌড়ানন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বিধিভক্তানন্দী, যেমন—শ্রীমধু পণ্ডিত, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল শ্রীবাণীনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন; তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি শ্রীআচার্য্যের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ অবৈষ্ণব কর্ম্মের দ্বারা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডিগণকে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর নিত্যানুগা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতপার্ষদে অপরাধী হওয়ায় কপটতামূলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করে। তাহা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু কখনও সহ্য করেন না।

"অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥"
(শ্রীচৈ ভা ম ২৪।৯৮)

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চযাত্রপালের অন্যতম শ্রীযমেশ্বর-মহাদেবের টোটা-বাগানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রভুকে যে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন, তথায় পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন (শ্রীচৈ ভা অ ৭।১১৪-৬),—

"গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তাঁরে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে॥
দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অম্বুধি নাহি সীমা॥"

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত প্রাচীন হইলে কুব্জ-লীলা প্রদর্শন করেন। তখন তিনি শ্রীগোপীনাথের মস্তক ও মুখমণ্ডল-পর্য্যন্ত পূজার-সেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ সেবকের সেবার সুবিধার জন্য বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ অবস্থায়ই শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ বর্ত্তমানে যমেশ্বর-টোটায় প্রকাশিত রহিয়াছেন। শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর রামু-ঠাকুর টোটা-গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন।

বিবিধপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

"গৌড়ীয়"-পাঠকগণ অবগত আছেন—লক্ষাধিক-ভজন অবলুপ্তপ্রায় শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ৪ই চৈত্র (১৩৪০), ১৮ই মার্চ্চ (১৯৩৪) তাঁহার পূর্ব্বলীলাস্থলী মজিদপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তদবধি তিনি তথায় পঞ্চবটী-তলে একটি শিবির-মধ্যে বাস করিতেছেন। গত ২২শে চৈত্র, ৫ই জুন তিনি তাঁহার বেষশুক্ল-পাট আমাদপুরে (মজিদপুর হইতে পায় এক ক্রোশ) শুভবিজয় করিয়া তথায় পাঁচদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে তিনি ২৬শে চৈত্র, ৯ই জুন মজিদপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদপুরে উক্ত স্থানে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্ররজঃ-প্রাপ্তি

গত ১২ই বৈশাখ (১৩৪১), ২৬শে এ (১৯৩৪), শুক্রবার রাত্রি ১২টার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিত্য লেখক শ্রীপাদ গদাধর-চৈতন্য দাসাধিকারী প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলের সম্মুখে শ্রীক্ষেত্ররজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ১৩০৩ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন এবং ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে আষাঢ়-মাসে একান্তভাবে মঠবাসী হইয়া দীক্ষামন্ত্র লাভ করত বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ ও কতুর শ্রীরাধানবগৌড়ীয়মঠের এবং কিছুকাল শ্রীনিত্যানন্দ-সখা শ্রীশ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তন-সেবায় নিপুণ ও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিরলস হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। এমন কৃপালাভের শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় তিনি অন্তিমকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাস্থানের রজঃ লাভ করিলেন।

স্বধামে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাধ্যাপক স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত ১৬ই জুন (১৯৩৪) অপরাহ্ণ প্রায় ৬। ঘটিকার সময় ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা, আপার সার্কুলার রোডস্থ ইউনিভার্সিটি ল্যাবেরেটরি-ভবনে স্ব-ধাম-গমন করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর নিকট তিনি একভাবে পরিচিত, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার পরিচয় এই যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন আচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি অনুকূলভাবাশ্রিত ছিলেন। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। তখন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথন হয়। প্রফুল্লচন্দ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক চেষ্টাসমূহের সাক্ষাৎ নিদর্শন পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মুর্ম্মার্থ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ তারিখের গৌড়ীয়-পত্রে (৮ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র শ্রীধাম-মায়াপুরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য, আমি এমন একটা পবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত, যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক-একটা মহান্ ইতিহাস আছে, যেখানকার আবহাওয়া পবিত্রতা-ভরা। এখানে আমাদের এ কথাটি মেনে চলা উচিত,—'Tread lightly here, this spot is holy ground.' এখানকার রেণুপরমাণু—প্রত্যেক স্থানের পূজা আমাদের করা কর্ত্তব্য,—এটা পৌত্তলিকতা নহে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

২২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১ ; ১৫ই জুলাই, ১৯৬৪ | ৪৭শ-৫০শ সংখ্যা

শ্রীপঞ্চরাত্র

'পঞ্চরাত্রে'র নিরুক্তি

পঞ্চরাত্রের সংজ্ঞার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার উক্তি শ্রুত হয়,—

পঞ্চাবয়বশাস্ত্রে পঞ্চ শাণ্ডিল্যশ্চৌপগায়নঃ।
মৌঞ্জ্যায়নঃ কৌশিকশ্চ ভারদ্বাজশ্চ যোগিনঃ॥
পঞ্চাপি পৃথগেকৈকং দিবারাত্রং জগৎপ্রভুঃ।
অধ্যাপয়ামাস যতস্তত্তন্ত্রান্ মুনিপুঙ্গবান্।
শাস্ত্রং সর্ব্বজনৈর্লোকে পঞ্চরাত্রমিতীর্য্যতে॥
(শ্রীঈশ্বর-সংহিতা ২১।৫১৯, ৫০২-৩)

শ্রীনারায়ণ (১) শাণ্ডিল্য, (২) ঔপগায়ন, (৩) মৌঞ্জায়ন, (৪) কৌশিক ও (৫) ভারদ্বাজ—পঞ্চ আয়ুষ্কাল-স্বরূপ এই পঞ্চ ঋষির এক এক জনকে এক এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এইরূপে পঞ্চ-ঋষিকে পঞ্চরাত্রিতে অধ্যাপনা করান উক্ত শাস্ত্রের নাম—"পঞ্চরাত্র" হইয়াছে। পূর্ব্বে এই শাস্ত্রের নাম—'একায়ন', 'মূলবেদ', 'সাত্বতশাস্ত্র' বা 'ভাগবতশাস্ত্র' ছিল।

সংহিতান্তরে 'পঞ্চরাত্র'-সংজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য শ্রুত হয়,—

রাত্রয়ো মোচয়াঃ পঞ্চ পঞ্চাহিবিষরাত্রিকাঃ।
মহাভূতাত্মকা রাত্র পঞ্চরাত্রমিদং ততঃ॥
অবাপ্য তু পরং তেজো যস্মৈতাঃ পঞ্চরাত্রয়ঃ।
নশ্যন্তি পঞ্চরাত্রং তৎ সর্ব্বাজ্ঞান-বিনাশনম্॥
(শ্রীবিষ্ণু-সংহিতা)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়পঞ্চক, অথবা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত রাত্রিতুল্য। যে শাস্ত্রে পরম তেজ লাভ করিয়া ঐ পঞ্চ-

প্রকার রাত্রিরূপ অজ্ঞান বিনাশ পায়, সেই সমস্ত অজ্ঞানের বিনাশক শাস্ত্রই "পঞ্চরাত্র"।

অন্যত্র—

পঞ্চেত্যুক্তানি শাস্ত্রাণি রাত্রীত্যুক্তে মহান্ত্যপি।
তৎপ্রদিষ্টো মহাখ্যাহসৌ তেন লোকে প্রবর্ত্ততে॥
পঞ্চত্বমুখরা হ্যেবং দীপ্যমানে দিবাকরে।
কল্পন্তি রাত্র্যন্তবংদিতরাণি তদ্বিদে॥

(শ্রীপাদ্ম-সংহিতা, জ্ঞানপাদ)

কণাদ, গৌতম, নিরীশ্বর কপিল, পতঞ্জলি ও পশুপতিকৃত পঞ্চ মহাশাস্ত্র, অর্থাৎ বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ ও পূর্ব্ব-মীমাংসা—এই পঞ্চ মহাশাস্ত্র (মতান্তরে—যোগ, সাংখ্য, বৌদ্ধ, আর্হত ও কাপাল বা পাশুপত—এই পঞ্চ মহাশাস্ত্র) যে শাস্ত্রের নিকট রাত্রি বা অজ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই শাস্ত্র 'পঞ্চরাত্র'-নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ।

অন্যত্র অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়,—

তত্ত্বপঞ্চ-ব্যূহ-বিভব-স্বভাবাদি-নিরূপণম্।
পঞ্চরাত্রাহ্বয়ঃ তন্ত্রং মোক্ষৈকফল-লক্ষণম্।

(শ্রীঅহির্বুধ্ন্য-সংহিতা ১১।৬৫-৪)

তত্ত্বপঞ্চক পর, ব্যূহ, বিভব ও স্বভাবাদি-নিরূপণ এবং একমাত্র মোক্ষফলের উদ্দেশক যে তন্ত্র, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'-নামে কথিত হয়।

কেহ কেহ বলেন,—(১) অভিগমন, (২) উপাদান, (৩) ইজ্যা, (৪) স্বাধ্যায় ও (৫) যোগ—এই 'পঞ্চকাল 'উপাসনা' যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির-মার্জ্জনাদি-দ্বারা সংস্কারককে—'অভিগমন', গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা পূজাসম্পাদনের নাম—'উপাদান', শ্রীবিষ্ণুপূজাকে—'ইজ্যা', অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপকে—'স্বাধ্যায়' এবং স্তোত্র-পাঠ, নাম-কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রালাপকে—'যোগ' বলে।

রাত্রিরজ্ঞানমিত্যুক্তং পঞ্চেত্যজ্ঞাননাশকম্।

(শ্রীপ্রশ্ন-সংহিতা ২।৪০)

'রাত্রি'-শব্দের অর্থ অজ্ঞান ও 'পঞ্চ'-শব্দের অর্থ নাশক; সুতরাং 'পঞ্চরাত্রে'র অর্থ অজ্ঞান-নাশক শাস্ত্র।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রথম রাত্রে 'পঞ্চরাত্র'-শব্দের এই-রূপ তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে,—

রাত্রক জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র ১।৪৪)

'রাত্র'-শব্দে জ্ঞানকে উদ্দেশ করে। সেই জ্ঞান পাঁচ-প্রকার। তজ্জন্য মনীষিগণ ইহাকে 'পঞ্চরাত্র' বলেন

এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের কথা 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

(১) জ্ঞানং পরমতত্ত্বস্য জন্মমৃত্যু-জরাপহম্।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ্য তৎকৃপাং ততঃ॥
(২) জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষূণাং বাঞ্ছিতম্।
পরং মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং যতো নীতং হরেঃ পদে॥
(৩) জ্ঞানং শুদ্ধং তৃতীয়ঞ্চ মহৎসু কৃপয়োদ্ভবম্।
তদ্দাতারমভীষ্টঞ্চ যতো যান্তং সচেতসঃ॥
(৪) চতুর্থং যৌগিকং জ্ঞানং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং পরম্।
সর্ব্বস্বং যোগিনাং পুত্র সিদ্ধানাঞ্চ সুখপ্রদম্॥
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥
সর্ব্বজ্ঞং দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনম্।
বাক্‌সিদ্ধিঃ জীবদানং পরজীবহরং পরম্॥
সর্ব্বাধিকর্ত্তৃত্বশিত্বঞ্চ সর্ব্বসংহারকারণম্।
সিদ্ধিঞ্চ ষোড়শবিধং জ্ঞানিনাঞ্চ মতো ভবেৎ॥
(৫) জ্ঞানঞ্চ পরমং প্রোক্তং তদ্বৈ বৈষয়িকং নৃণাম্।
যদিষ্টদেবী মায়া সা পরং সম্মোহকারণম্॥
বিষয়ে বদ্ধচিত্তঞ্চ সর্ব্বমিশ্রিয়সেব্যকম্।
পোষণং স্বকুটুম্বানাং স্বাত্মনশ্চ নিরন্তরম্॥
প্রথমং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ তথৈব চ।
তৈজসঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বতঃ পরম্॥
চতুর্থঞ্চ রাজসিকং তুচ্ছমাভিষাহুতি।
পঞ্চমং তামসং জ্ঞানং বিধাতস্তন্নাভিবাহুতি॥
জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পঞ্চরাত্রং বিদুর্বুধাঃ।

(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র ১।৫৫-৫৬)

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় শ্রীমহাদেব শ্রীগুরুদেব মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত জন্ম, মৃত্যু ও জরা-নাশক প্রথম 'পরমতত্ত্বজ্ঞান' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুমুক্ষুদিগের বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ মুক্তিপ্রদ বলিয়া ভগবদ্ধামে শ্রীহরির পাদপদ্মে যুক্ত

হওয়া যায়। পরম শুদ্ধ মঙ্গলময় কৃষ্ণভক্তি-দায়ক তৃতীয়-জ্ঞানে অষ্টাঙ্গসিদ্ধি ও শ্রীহরির দাস্যভক্তি লাভ হয়। হে বৎস! যোগিগণের সর্ব্বস্ব ও সিদ্ধিদিগের সুখপ্রদ এবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক যৌগিক জ্ঞানই চতুর্থজ্ঞান। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাব-শায়িতা এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়ে প্রবেশন, কামরূপ, জীবদান, পরজীবহরণ, সৃষ্টিকর্তৃত্ব-শক্তি, সৃষ্টিসংহার-কারণ—এই ষোল প্রকার সিদ্ধি যৌগিক জ্ঞানীদিগের আয়ত্ত হয়। আর যাহাতে ইষ্টদেবী মায়া বিস্তার সম্মোহের কারণ হন, তাহা বিষয়ী লোকদিগের পঞ্চম-জ্ঞান বলিয়া কথিত। ইহাতে বিষয়ভোগ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের সেবাতে চিত্ত আসক্ত থাকিয়া স্বকুটুম্বদিগের পোষণে জীবগণকে নিরন্তর রত রাখে। ইহাই পঞ্চম জ্ঞান।

প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান 'সাত্ত্বিক-জ্ঞান' অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও জরানাশক পরমতত্ত্ব-জ্ঞান ও শুদ্ধমুক্তিপ্রদ-জ্ঞান—সাত্ত্বিক-জ্ঞান' তৃতীয় জ্ঞান শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নির্গুণ-জ্ঞান'। চতুর্থ যৌগিকজ্ঞান—'রাজসিক'; ভক্তগণ তাহা অভিলাষ করেন না। পঞ্চম-জ্ঞান—'তামসিক'; তাহা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয় নহে। এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ 'পঞ্চরাত্র' কহেন। ইহা জ্ঞানীদিগের জ্ঞান-বর্দ্ধক।

পরবর্ত্তিকালে পঞ্চরাত্র-বিদ্বেষিগণ সাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য পঞ্চরাত্রের সংজ্ঞার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে ভ্রান্তিসন্ধি-যুক্ত কল্পিত মত প্রচার করিয়াছেন। 'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র'-নামক একটি অর্ব্বাচীন পুঁথিতে (কোন কোন গবেষকের মতে আকবরের সময়ে রচিত) পঞ্চরাত্রের সংজ্ঞার এইরূপ একটি অদ্ভুত তাৎপর্য্য শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

পঞ্চরাত্রিব্রতং প্রাপ্তাঃ পঞ্চরাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দিনপঞ্চকপর্য্যন্তং শৈবানাং ন বিলোকনম্॥
বর্ত্তন্তে বৈষ্ণবা যে চ শিবনিন্দাপরায়ণাঃ।

যে শাস্ত্রের অনুসরণকারিগণের মতে ক্রমাগত পঞ্চরাত্র-ব্যাপী শৈবমতাবলম্বিগণের মুখ-দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই-রূপ ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণই পাঞ্চরাত্রিক ও তাঁহাদের শাস্ত্রই পঞ্চরাত্র। এই সকল বৈষ্ণব শিব-নিন্দাপরায়ণ।

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল ও বিস্তৃত। শ্রীপ্রশ্ন (২।৪১), বিষ্ণুতিলক (১।১৪০,১৪৫) ও অন্যান্য সংহিতার উক্তি-অনুসারে আদি-পঞ্চরাত্রশাস্ত্র কোটিকোটি শ্লোকে গ্রথিত ছিল।

পৌষ্কর-সংহিতার যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের অন্তর্গত যে-সকল গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ-সহস্র-পর্য্যন্ত, তাহারা 'সংহিতা'-নামে কথিত।

দ্বি-ষট্-সহস্রপর্য্যন্তং সংহিতাখ্যং সদাগমম্।
যে চাস্তে চাস্তরালা বৈ শাস্ত্রার্থেনাধিকাঃ শতৈঃ॥
সর্ব্বেষাং সংহিতা-সংজ্ঞা বোদ্ধব্যা কমলোদ্ভব।

(পৌষ্কর-সংহিতা, ৪০শ অধ্যায়)

একায়ন-বেদ

পঞ্চরাত্র সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্র বা বেদ। শ্রীনারায়ণ ইহা শ্রীনারদের নিকট কীর্ত্তন করেন। শ্রীনারদ হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে ঋষিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদ-সমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রমুদাহৃতম্।
নারায়ণমুখোদ্গীর্ণং নারদেনেহ শ্রাবিতং পুরা॥

(শ্রীমহাভারত, শা. প. মো. ৩৪৮।৬২-৩)

এই চতুর্বেদ-সমন্বিত মহোপনিষৎ সাংখ্যযোগযুক্ত হইয়া 'পঞ্চরাত্র'-নামে কথিত হইয়াছে। ইহা শ্রীনারায়ণের শ্রীমুখ-বিগলিত এবং পূর্ব্বে শ্রীনারদ ইহা (অন্যান্য ঋষিগণকে) শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরসংহিতায় (১।৩৮-৪১) কথিত হইয়াছে যে, পুরাকালে মহামুনি শাণ্ডিল্য তোতাদ্রি-শিখরে বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া দ্বাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের প্রারম্ভে সাক্ষাৎ শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে 'একায়ন-বেদ' লাভ করিয়া সুমন্তু, জৈমিনি, বৃষ, ঔপগায়ন ও যৌজ্ঞায়ন প্রমুখ ঋষিগণকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ঈশ্বরসংহিতায় (৮।১৭৪-৭) শ্রীশাণ্ডিল্য, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীসুগ্রীব, শ্রীহনুমান্, শ্রীবিভীষণ, শ্রীসনক, শ্রীশঠকোপ প্রমুখ মুনিগণ পঞ্চরাত্রের প্রবর্ত্তকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।২) কথিত হইয়াছে যে, শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট হইতে এই 'একায়ন'-শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। বেঙ্কটনাথকৃত এই একায়ন-সূত্র হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্বেদং সামবেদং বেদানাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নম্" ইত্যাদি।

শ্রীমহাভারতে (১২।৩৪৮।৪৫) পঞ্চরাত্রের অপর নাম 'সাত্বত-ধর্ম'। বসু উপরিচর 'সাত্বতবিধি'-অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিতেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শ্রীম ১২।৩৩৭। ১১)। রণস্থলে শ্রীঅর্জুনকে বিমনা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীবাসুদেব এই ধর্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন (শ্রীম ১২।৩৪৮। ১১)। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ 'সাত্বতপুরুষ' (১।৯।৩২) ও 'সাত্বতপতি' (১০।১।৯; ১০।৬৯।১৩; ১০।৭৪।৮) নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বে 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে' শ্রীভগবানের সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম—'সাত্বতাং পতিঃ' বা 'সাত্বতগণের পতি'। পঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহেও পঞ্চরাত্রের 'সাত্বত-শাস্ত্র', 'একায়ন-বেদ', 'মূলবেদ' প্রভৃতি আখ্যা দৃষ্ট হয়।

এতেষাং সাত্বতং শাস্ত্রমুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা শ্রীমান্নারায়ণমুনিস্তদা॥
(ঈশ্বরসংহিতা ১।১০)

মোক্ষায়নায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে।
তস্মাদেকায়নং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
(ঐ, ১।১৯)

ইহা ব্যতীত মোক্ষের নিমিত্ত অন্য কোন পথ নাই; এইজন্য মনীষিগণ ইহাকে (পঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে) 'একায়ন' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

জগন্মূলস্য বেদস্য বাসুদেবস্য মুখ্যতঃ।
প্রতিপাদয়তা সিদ্ধা মূলবেদাখ্যতা দ্বিজাঃ॥
(ঐ, ১।২৫)

হে দ্বিজগণ, ইহাতে প্রধানভাবে জগতের মূল বেদের ও শ্রীবাসুদেবের প্রতিপাদন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার 'মূলবেদ' এইরূপ আখ্যা হইয়া থাকে।

এষ একায়নো বেদঃ প্রখ্যাতঃ সর্বতো ভুবি।
(ঐ, ১।৩৩)

বেদমেকায়নং নাম বেদানাং শিরসি স্থিতম্।
তদর্থকং পাঞ্চরাত্রং মোক্ষদং তৎক্রিয়াবতাম্॥
(শ্রীপ্রশ্নসংহিতা)

'একায়ন' নামক বেদ সমস্ত বেদের শিরোভাগে অবস্থিত অর্থাৎ সর্বসার; তজ্জন্য সেই বিধানে অনুষ্ঠান-পরায়ণ-গণের পক্ষে পঞ্চরাত্রই মোক্ষপ্রদ।

'স্বল্প-প্রকাশিকা'-নামক পঞ্চরাত্রাগম-গ্রন্থের রচয়িতা কাশ্মীরক উৎপলাচার্য (গবেষকগণের মতে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে আবির্ভূত) 'পঞ্চরাত্র-শ্রুতি', 'পঞ্চরাত্রোপনিষদ্' ও 'পঞ্চরাত্র-সংহিতা'—এই তিনপ্রকার পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।*

যাঁহারা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধর্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে 'পঞ্চরাত্রিক', 'ভাগবত' বা 'সাত্বত' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; আর যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক বিধি-অনুসারে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা 'বাসুদেব', 'পরমৈকান্তী' ও 'সূরি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সূরিঃ স্মৃতস্তু ভাগবতঃ সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ।
একান্তিকস্তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি॥
(পাদ্মসংহিতা ৪।২।৮৮)

বিভিন্ন-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চরাত্র-মাহাত্ম্য

পঞ্চমবেদ শ্রীমন্মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষ-ধর্মে (৬৭-৬৮ তম শ্লোক) উক্ত হইয়াছে,—

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
যথাগমং যথাখ্যানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রস্য কথ্যতে॥

অর্থাৎ সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং নারায়ণ। তাঁহানুমোদিত শাস্ত্রোক্ত বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায়,—ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থসমূহ অদ্বয়াত্মক; অতএব নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা। সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পঠিত হয়) পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবাপন্ন। এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র'-নামে কথিত হয়।

---

* "পাঞ্চরাত্রশ্রুতাবপি—দৃঢ়ং সোপানেন প্রাসাদম্, আরুহেৎ, প্লবেন বা নদীং তরেৎ, অবজ্ঞাশ্লেষ হি ভগবান্ শাস্তা অবগন্তব্যঃ।" (বিজয়নগর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, পৃঃ ২)

পাঞ্চরাত্রোপনিষদি তু—জ্ঞাতা চ জ্ঞেয়ং চ বক্তা চ বাচ্যং চ ভোক্তা চ ভোজ্যং চ।" (ঐ, পৃঃ ৪০)

যোগযাজ্ঞবল্ক্যে—

ওঙ্কারমথমারুহ্য মনঃ কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদাপেক্ষী যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
পাঞ্চরাত্রে তথা বেদে ভগবদ্বাচকঃ স্মৃতঃ।
বলং বীর্য্যং তথা তেজস্ত্রিমাত্রেতি চ সংজ্ঞিতঃ।
জ্ঞানৈশ্বর্য্যে তথা শক্তিস্ত্রিমাত্রাশ্চ ইতি স্মৃতঃ।
সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নো হ্যনিরুদ্ধস্তথৈব চ।
তে ব্যূহ ইতি নির্দ্দিষ্টা ওঙ্কারো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।

ওঙ্কাররূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক মনকে সারথি করিয়া ব্রহ্মলোকের অভিলাষী শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। এই বিষ্ণুই পঞ্চরাত্রে 'ভগবৎ'-শব্দে বাচ্য বলিয়া স্মৃত হন এবং বল, বীর্য্য ও তেজ এই তিন মাত্রাদ্বারা যুক্ত বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি—এই ত্রিস্বভাবযুক্ত। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তাঁহার ব্যূহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং ওঙ্কারই অব্যয় বিষ্ণু।

শ্রীজমদগ্নি-স্মৃতিতে—

বৈদিকেন বিধানেন পূজাং কৃর্য্যাদ্ধরেস্ততঃ।
অলাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাত্রোদিতেন বা।

অতএব বৈদিক-বিধানে শ্রীহরির পূজা করিবে এবং বেদমন্ত্র না পাইলে পঞ্চরাত্রে কথিত বিধান-মতে পূজা করিবে।

শ্রীউত্তর-রামায়ণে—

পুরাণৈশ্চৈব বেদৈশ্চ পাঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যং ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্।

যোগিগণ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা পুরাণ, বেদ ও পঞ্চরাত্র-কথিত বিধানে ধ্যান করেন এবং যজ্ঞদ্বারা যজন করেন।

শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে—

ইদং শত-সহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আবিদ্ধ মতিমন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।
নবনীতং যথা দাদ্না দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধীভ্যো যথাঽমৃতম্।
ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাঙ্খ্যযোগকৃতান্তেন পাঞ্চরাত্রানুদর্শিতম্।
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

যেমন দধি হইতে মন্থন-দণ্ড-সংযোগে ঘৃত উত্তোলিত হয়, তদ্রূপ শত-সহস্র ভারতাখ্যান হইতে চিত্তের সংযোগে এই সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যেমন দধির অন্তর্গত নবনীত, মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক এবং ওষধির মধ্যে অমৃত—চতুর্বেদ-সমন্বিত, সাংখ্যযোগ-সিদ্ধান্তে সমৃদ্ধ, পঞ্চরাত্র-নামে কথিত এই মহোপনিষদ্‌ও সেইরূপ। ইহাই পরম শ্রেয়ঃ, ইহাই ব্রহ্ম এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ হিত।

শ্রীবারাহে—

যদিদং পাঞ্চরাত্রাখ্যং শাস্ত্রং পরমদুর্লভম্।
তদ্ভবান্ বেৎস্যতে সর্বং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ।
বেদেন পঞ্চরাত্রেণ ভক্ত্যা যজ্ঞেন চ দ্বিজ।
প্রাপ্যোঽহং নান্যথা প্রাপ্যো বর্ষলক্ষশতৈরপি।
* * *
যোগেশ্বরং তু সৌবর্ণং দাপয়েৎ প্রথমো নরঃ।
বেদার্থ্যে তু সমং দদ্যাৎ বিপ্রাণাং তর্ব্বিবর্ষণে।
আচার্য্যে পাঞ্চরাত্রাণাং সহস্রগুণিতং ভবেৎ।

এই পঞ্চরাত্র-নামক পরম দুর্লভ শাস্ত্র তুমি আমার অনুগ্রহে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবে। হে দ্বিজ! বেদ, পঞ্চরাত্র, ভক্তি ও যজ্ঞ-দ্বারাই আমি প্রাপ্য; অন্য প্রকারে আমাকে শত লক্ষ বৎসরেও লাভ করিতে পারিবে না।

প্রথমশীল মানব যোগেশ্বরকে সুবর্ণ দান করাইবে। বেদবিদ্ বিপ্রকে দান করিলেও সমান ফল হয়। বেদার্থ-জ্ঞানপরায়ণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল এবং পঞ্চরাত্রের আচার্য্যকে দান করিলে সহস্রগুণিত ফল হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৮, ১১।৫।৪৭)—

তৃতীয়ম্ ঋষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ।
য আত্ত হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপহরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।

সেই ভগবান্ বিষ্ণু তৃতীয়বারে মুনিগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে সাত্বত-পাঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রের উক্তি হইতে ভগবদ্ধর্ম্মগুলি কর্ম্মবন্ধনমোচনের কারণ হয়। যিনি শীঘ্রই স্বীয় হৃদয়গ্রন্থিছেদনে অভিলাষী, তিনি তন্ত্রোক্ত-বিধি-ক্রমে শ্রীকেশবদেবের আরাধনা করিবেন।

শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ভগবান্ ভারতং চৈব পঞ্চরাত্রমথাখিলম্।
মূলরামায়ণং চৈব পুরাণং চৈতদাত্মকম্।
যে চানুযায়িনস্তেষাং সর্ব্বে তে চ সদাগমাঃ।

ঋগাদি শ্রুতি, মহাভারত, নিখিল পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ এবং সাত্বত পুরাণসমূহ ও তদনুযায়ী নিবন্ধ—এই সমস্তই সচ্ছাস্ত্র।

শ্রীকূর্মপুরাণে—

যেন পাঞ্চরাত্রেণ তন্ত্র্যা যজেন চ দ্বিজ।
প্রাপ্যোঽহং নান্যথা প্রাপ্যো বর্ষলক্ষশতৈরপি॥
পঞ্চরাত্রং সহস্রাণাং যদি কশ্চিদ্ গ্রহীষ্যতি।
কর্মক্ষয়ে চ মদ্ভক্তো যদি কশ্চিদ্ ভবিষ্যতি॥
তস্য বেদাঃ পঞ্চরাত্রং নিত্যং হৃদি বসিষ্যতি।

হে দ্বিজ! বেদ, পঞ্চরাত্র, ভক্তি ও আরাধনাদ্বারাই আমাকে লাভ করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে শতলক্ষ-বর্ষেও আমাকে পাইতে পারিবে না। যদি কেহ সহস্র শাস্ত্র-মধ্যে কেবল পঞ্চরাত্র অবলম্বন করেন এবং যদি কেহ কর্মক্ষয়ে আমার ভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বেদ ও পঞ্চরাত্র বাস করিবে।

শ্রীস্কন্দপুরাণে—

শাস্ত্রং চ বেদাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং চ তদাত্মকম্॥
ইতিহাসঃ পঞ্চরাত্রং ভারতং চ মহামতে।
এতৈরেব মহাবিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো নান্যৈঃ কথঞ্চন॥

হে মহামতে! বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তদনুরূপ শাস্ত্র, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র ও ভারত—এই সকল শাস্ত্রদ্বারাই মহাবিষ্ণুকে জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোন শাস্ত্রদ্বারা নহে।

পঞ্চরাত্রের বিভাগ

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র (১) 'দিব্য' অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবৎপ্রণীত ও (২) 'মুনিভাষিত' অর্থাৎ ঋষিপ্রোক্ত-ভেদে দ্বিবিধ। এতৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বর-সংহিতায় এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়,—

বাসুদেবেন যৎ প্রোক্তং শাস্ত্রং ভগবতা স্বয়ম্।
অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবন্ধেন সমাস-ব্যাস-ভেদতঃ॥
তথৈব ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র-প্রমুখৈশ্চ প্রবর্তিতম্।
লোকেষ্বপি চ দিব্যেষু তদ্দিব্যং মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্ম-রুদ্র-মুখৈর্দেবৈঃ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
স্বয়ং প্রণীতং যচ্ছাস্ত্রং তদ্ভেদং মুনিভাষিতম্॥
(ঈশ্বর-সংহিতা ১।৫৪-৫৬)

হে মুনিবর্য্যগণ! স্বয়ং বাসুদেব অনুষ্টুপ্‌ছন্দো-নিবদ্ধ যে শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকর্তৃক দেবলোকসমূহে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই দিব্য-পঞ্চরাত্র; আবার ব্রহ্মরুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ যে শাস্ত্র স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই ঋষি-কথিত পঞ্চরাত্র জানিবে।

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত। এই চতুর্বিভাগের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঈশ্বর-সংহিতায় এই চারি ভাগের ক্রম এইরূপ—(১) আগম, (২) যত্র, (৩) তন্ত্র ও (৪) তন্ত্রান্তর; কিন্তু পদ্ম-সংহিতায় প্রথম —যত্র, দ্বিতীয়—আগম এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ ঈশ্বর-সংহিতার অনুরূপ।

চতুর্ধা ভেদভিন্নোঽয়ং পাঞ্চরাত্রাখ্য আগমঃ।
পূর্ব্বমাগমসিদ্ধান্তং দ্বিতীয়ং যত্রসংজ্ঞিতম্।
তৃতীয়ং তন্ত্রমিত্যুক্তমন্তত্তন্ত্রান্তরং ভবেৎ।
(ঈশ্বর-সংহিতা ২১।৫০-৫১)

প্রথমং যত্রসিদ্ধান্তং দ্বিতীয়ং চাগমাভিধম্।
তৃতীয়ং তন্ত্রসিদ্ধান্তং তুর্য্যং তন্ত্রান্তরং ভবেৎ॥
(পাদ্ম, চর্য্যাপাদ, ১২শ অঃ)

পঞ্চরাত্রবিদ্‌গণ বলেন,—যেরূপ অপৌরুষেয় বেদের চারিটি ভেদ আছে (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), তদ্রূপ শ্রীপুরুষোত্তম-প্রণীত পঞ্চরাত্রেরও চারিটি ভেদ কথিত হইয়াছে; যথা পাদ্মে চর্য্যাপাদে,—

আগমেকায়নং বেদ সদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদকম্।
তেনৈব সংস্কৃতা বিদ্যা মুখ্যকর্ম্মাধিকারিণঃ॥
যথৈব দীক্ষণীয়েষ্ট্যা জায়তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তথৈব দীক্ষাবিধিনা জায়মানা যথোদিতাঃ॥
পূজাবিধৌ ভগবতা প্রকরণেঽধিকারিণঃ।
তচ্চতুর্ধা স্থিতং শাস্ত্রমৃগাদিবদনেকধা॥
একৈকং ভিদ্যতে তন্ত্রং শাখাভেদেন তদ্বিদা।
প্রথমং যত্রসিদ্ধান্তং, দ্বিতীয়ং চাগমাহ্বয়ম্॥
তৃতীয়ং তন্ত্রসিদ্ধান্তং, তুর্য্যং তন্ত্রান্তরং ভবেৎ।

পঞ্চরাত্রের এই চারি প্রকার ভেদের লক্ষণ পাদ্মে চর্য্যাপাদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

(১) যত্রসিদ্ধান্ত :—

একৈব মূর্ত্তির্বাসাদ্যা শ্রীধাত্রেনেতরাঃ পুনঃ।
দেব্যঃ শ্রিয়াদয়শ্চাপি লক্ষ্ম্যাঃ পরিবারবৎ॥

আয়ুধৈঃ শঙ্খ-চক্রাদ্যৈঃ শ্রীবৎসাদ্যৈশ্চ ভূষণৈঃ।
মূর্ত্তিমদ্ভিঃ পরিবৃতাঃ কেবলা বাপ্যুপাসনাঃ॥
কথ্যতে যত্র তৎ প্রোক্তং **মন্ত্রসিদ্ধান্তমগ্রিমম্**।

(২) আগমসিদ্ধান্ত :—

বাসুদেবাদয়ো মূর্ত্তাশ্চত্বারঃ সাধকৈরপি॥
ক্রমাদ্যৈস্তন্ত্রলাকক্ষ্যাঃ পূজ্যাস্তু প্রলয়াপায়ে।
কর্ম্মণামপি সন্ন্যাসঃ কথ্যতে যত্র চাগমে॥
তন্ত্রাগমসিদ্ধান্তং তদুক্তং কমলাসন।

(৩) তন্ত্রসিদ্ধান্ত :—

নবানামপি মূর্ত্তীনাং প্রাধান্যং যত্র কথ্যতে॥
মূর্ত্তয়ো যাদৃশাস্তাসু তেষামেব তথাপরে।
প্রাদুর্ভাবগণাশ্চাপি মূর্ত্যন্তরগণা অপি॥
প্রাদুর্ভাবান্তরভূতাঃ সদিগ্‌দেবৈঃ সহায়ুধৈঃ।
মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ দেবীভির্লক্ষ্মাদিভিরপি স্ফুটম্॥
তন্ত্রসিদ্ধান্তাখ্যানং তৃতীয়ং পরমং পুনঃ।

(৪) ঊর্দ্ধাম্নায়-সিদ্ধান্ত :—

সৌম্যসিংহাদিভূদ্বিষ্টৈঃ পঞ্চভেদৈশ্চতুর্মুখ॥
দ্বিত্রাদিমুখভেদা বা মূর্ত্তিরেকৈব পূজ্যতে।
সংবৃতা পরিবারৈঃ স্বৈর্বিনা বা সর্ব্বকামদা॥
যত্র **ঊর্দ্ধাম্নায়ং** তং প্রাহুশ্চতুর্মুখ চতুরানন।
সিদ্ধান্তানাং চতুর্ণাঞ্চ সাঙ্কর্য্যং ব্যসনাবহম্॥
সিদ্ধান্তদ্বয়কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তা নিরয়মশ্নুতে।
নিষ্ফলা চ ক্রিয়া তস্য প্রত্যুতানর্থকারিণী॥
অকর্ম্মণোঽস্য তৎকোপো রাজরাষ্ট্রভয়াবহঃ।
কর্ত্তা কারয়িতা চোভৌ সাবয়ং বিনশিষ্যতঃ॥

শ্রুতির অন্তর্গত সত্ত্বের প্রতিপাদক প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একায়ন শাস্ত্র। সেই একায়ন-মার্গে সংস্কার-প্রাপ্ত দ্বিজগণ প্রধান কল্পের অর্থাৎ যজ্ঞাদির অধিকারী। যেমন প্রত্যেক দীক্ষাযোগ্য যজ্ঞে বৃত ব্রাহ্মণ তদ্‌যজ্ঞের যোগ্যতা পাইয়া থাকে হন, সেইরূপ একায়ন-মার্গে দীক্ষাপ্রাপ্ত মানব যথোক্ত-রূপে আত্ম হইয়া ভগবৎ-পূজার অধিকার লাভ করেন। ঐ শাস্ত্র ঋক্ প্রভৃতি বেদের ন্যায় চারিভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। বহু শাখার বৈশিষ্ট্য-দ্বারা এক একটী ভাগের ভেদ হয়। প্রথম ভাগ মন্ত্রসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় ভাগ আগমাখ্য, তৃতীয় ভাগ তন্ত্রসিদ্ধান্ত এবং চতুর্থ ভাগ ঊর্দ্ধাম্নায়।

প্রধানভাবে এক শ্রীমূর্ত্তিরই আরাধনা কর্ত্তব্য। পরে দেবী লক্ষ্মী-প্রভৃতিকে তৎপরিবাররূপে পূজা করিতে হয়। তাঁহারা শঙ্খ-চক্রাদি-অস্ত্রযুক্ত, মূর্ত্তিমান্, শ্রীবৎসাদি-ভূষণে ভূষিত, অথবা কেবল পদ্মাসন। এই সকল বিষয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই 'মন্ত্র-সিদ্ধান্ত' নামক প্রথম ভেদ।

ক্রমাধিকার-প্রাপ্ত সাধকগণ-কর্ত্তৃক বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ সমানভাবে পূজ্য এবং সৃষ্টির আরম্ভে ও প্রলয়ে কর্ম্ম-সমূহের সন্ন্যাস—এই সকল বিষয় যে আগমে (বেরাংশে) কথিত হয়, হে কমলাসন, তাহাকে 'আগমসিদ্ধান্ত' বলা হয়।

নয়টী শ্রীমূর্ত্তির প্রাধান্য, শ্রীমূর্ত্তিগণ, তাঁহাদের আয়ুধ অস্ত্র, অপর অবতারসমূহ, অন্য মূর্ত্তিসকল, সমস্ত দিগ্‌দেবতা, অপর আবির্ভাববিশেষ, মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রসমূহ ও লক্ষ্ম্যাদি দেবীর সহিত সেই শ্রীমূর্ত্তির প্রাধান্য যাহাতে স্পষ্টভাবে কথিত হয়, তাহাই 'তন্ত্রসিদ্ধান্ত' নামে তৃতীয় ভেদ।

হে চতুর্ম্মুখ, একই মূর্ত্তি পঞ্চম-ভেদে অর্থাৎ দ্বিমুখ, ত্রিবদন প্রভৃতি ভেদে পূজিত হন; তিনি স্বীয় পরিবারবর্গ-দ্বারা পরিবৃত থাকুন বা না থাকুন, তিনি সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করেন। যাহাতে এই সমস্ত বিধান কথিত আছে, হে চতুরানন, তাহাই 'ঊর্দ্ধাম্নায়'-নামক চতুর্থ ভেদ। এই চারি প্রকার সিদ্ধান্তের মিশ্রণ বিপজ্জনক। যিনি সিদ্ধান্ত-গুলির মিশ্রণ করেন, তিনি নরক লাভ করেন। তাঁহার সমুদয় ক্রিয়া নিষ্ফল, প্রত্যুত অনর্থকারিণী হয়। ঐ অকর্ম্মের হেতু ভগবৎকোপ রাজার ও রাজ্যের ভয়জনক। ঐ কার্য্যের কর্ত্তা ও কারয়িতা উভয়েই বংশের সহিত বিনষ্ট হয়।

শ্রীবেদান্তদেশিক-কৃত "পঞ্চরাত্র-রক্ষা"

কবিতার্কিকসিংহ শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথ বেদান্ত-দেশিকাচার্য্য-কৃত 'পঞ্চরাত্র-রক্ষা'য় (১) আগম, (২) মন্ত্র, (৩) তন্ত্র ও (৪) ঊর্দ্ধাম্নায়—এই চারি প্রকার সিদ্ধান্তের যথাক্রমে (১) স্বয়ং-ব্যক্ত, (২) দিব্য, (৩) সৈদ্ধ ও (৪) আর্ষ—এই চারিটি সংজ্ঞান্তরও দৃষ্ট হয়।

চতুর্ণাং ভেদভিন্নং চ স্বয়ংব্যক্তাদি-ভেদতঃ।
স্বয়ংব্যক্তং হি সিদ্ধান্তাগমাখ্যং পুরোদিতম্॥
মন্ত্রসিদ্ধান্তসংজ্ঞং যৎ তদ্দিব্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
তন্ত্রসংজ্ঞং হি যত্তন্ত্রং তৎ সৈদ্ধং সমুদাহৃতম্॥
ঊর্দ্ধাম্নায়ং তু যৎ প্রোক্তমার্ষং তৎ সমুদাহৃতম্।
(শ্রীপঞ্চরাত্ররক্ষা, প্রথমাধিকার)

'পঞ্চরাত্র-রক্ষা'য় পঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহকে দিব্য, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে পুনরায় চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা,—সাত্বত, পৌষ্কর, জয়াখ্য প্রভৃতি সংহিতা 'দিব্য'; ঈশ্বর, ভারদ্বাজ, সৌমন্তব, পারমেশ্বর, বৈহায়স, চিত্রশিখণ্ডী, জয়োত্তর প্রভৃতি সংহিতা 'সাত্ত্বিক'; সনৎকুমার, পদ্মোদ্ভব, শাক্তাতপ, তেজোদ্রবিণ, মায়া-বৈভবিক প্রভৃতি সংহিতা 'রাজস' এবং পঞ্চপ্রশ্ন, শুক্রপ্রশ্ন, তত্ত্বসাগর প্রভৃতি সংহিতা 'তামস'।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে (১।৫৭)—(১) ব্রহ্ম, (২) শৈব, (৩) কৌমার, (৪) বাসিষ্ঠ, (৫) কাপিল, (৬) গৌতমীয় ও (৭) নারদীয়—এই সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠং কাপিলং পরম্।
গৌতমীয়ং নারদীয়মিতি সপ্তবিধং স্মৃতম্॥

পাঞ্চরাত্রিকগণ শুক্ল-যজুর্বেদের বাজসনেয়-শাখানুসারে সংস্কার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ একায়ন-শাখা অর্থাৎ শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব-শাখানুসারে সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহে (১) 'অভি-গমন', (২) 'উপাদান', (৩) 'ইজ্যা', (৪) 'স্বাধ্যায়' ও (৫) 'যোগ'—এই 'পঞ্চকাল-উপাসনা'র কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'শ্রীপঞ্চরাত্র-রক্ষা'র 'নিত্যানুষ্ঠান-ব্যবস্থাপনা'-নামক দ্বিতীয় অধিকারে 'পঞ্চকাল-উপাসনা'র বিধি বিশেষ-ভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে।

পঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহের বিষয়-বস্তু (১) জ্ঞান-পাদ, (২) যোগ-পাদ, (৩) চর্য্যা-পাদ ও (৪) ক্রিয়া-পাদ—এই চারি ভাগে বিভক্ত।

অষ্টোত্তরশত-সংহিতা

বেদের ১১৩১ শাখা যেরূপ চারি বেদে বিভক্ত, সেইরূপ পঞ্চরাত্রের ১০৮টী সংহিতা চারি সিদ্ধান্তে বিভক্ত। নিম্নে পঞ্চতন্ত্রের কথাসংবর্ত্তসংবাদে উল্লিখিত অষ্টোত্তর-শত-সংহিতার নাম প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) পাদ্ম (২) পদ্মোদ্ভবং (৩) মায়াবৈভবং (৪) নলকূবরম্।
(৫) ত্রৈলোক্যমোহনং (৬) বিষ্ণুতিলকং (৭) পরমাহ্বয়ম্॥
(৮) নারদীয়ং (৯) ধনঞ্জয়ং (১০) বাশিষ্ঠং
(১১) পৌষ্করাহ্বয়ম্।
(১২) সনৎকুমারং (১৩) সনকং (১৪) সত্যাখ্যং
(১৫) কপিলসংহিতা॥
(১৬) সনকাখ্যং (১৭) বহ্বী সত্রং (১৮) শ্রীপ্রশ্নং
(১৯) পুরুষোত্তমম্।
(২০) মাহেন্দ্রসংহিতা (২১) পঞ্চপ্রশ্নাখ্যং
(২২) তত্ত্বসাগরম্॥
(২৩) বাশিষ্ঠং (২৪) শাক্তাতং (২৫) তেজো-দ্রবিণং
(২৬) শ্রীকরাহ্বয়ম্।
(২৭) শাণ্ডিল্যং (২৮) বিষ্ণুসদ্ভাবং (২৯) সিদ্ধান্তং
বিষ্ণুপূর্ব্বকম্॥
(৩০) বিষ্ণুতন্ত্রক (৩১) কৌমারং (৩২) রহস্যং
বিষ্ণুপূর্ব্বকম্।
(৩৩) বিষ্ণুবৈভবিকং (৩৪) সৌম্যং (৩৫) সৌম্যাখ্য
(৩৬) ঈশ্বরসংহিতা॥
(৩৭) অনন্তাখ্যং (৩৮) ভাগবতং (৩৯) জয়াখ্যং
(৪০) মূলসংহিতা।
(৪১) পুষ্টিতন্ত্রং (৪২) সৌমকীয়ং (৪৩) মারীচং
(৪৪) দক্ষসংহিতা॥
(৪৫) ঔপেন্দ্রং (৪৬) যোগজন্মং (৪৭) হারীতং
(৪৮) পারমেশ্বরম্।
(৪৯) আত্রেয়ং (৫০) মন্থরং (৫১) শিবরহস্যম্
(৫২) ঔশনসাহ্বয়ম্॥
(৫৩) বৈহায়সং (৫৪) বিহগেন্দ্রং (৫৫) ভার্গবং
(৫৬) পরপুরুষম্।
(৫৭) যাজ্ঞবল্ক্যং (৫৮) গৌতমীয়ং (৫৯) পৌলস্ত্যং
(৬০) শকটাহ্বয়ম্॥
(৬১) জানার্ণবং (৬২) আদিত্যাখ্যং (৬৩) যাম্যং
(৬৪) নারায়ণাত্মকম্।
(৬৫) পারাশর্য্যং (৬৬) জাবালং (৬৭) কাপিলং
(৬৮) বামনাহ্বয়ম্॥
(৬৯) জয়োত্তরং (৭০) বার্হস্পত্যং (৭১) জৈমিনং
(৭২) সাত্বতাহ্বয়ম্।
(৭৩) কাত্যায়নক (৭৪) বাল্মীকম্
(৭৫) ঔপগায়নসংহিতা॥
(৭৬) হৈরণ্যগর্ভম্ (৭৭) আগস্ত্যং (৭৮) কার্ক্ষ্যং
(৭৯) কৌশায়নাহ্বয়ম্।
(৮০) ভারদ্বাজং (৮১) নারসিংহং
(৮২) পার্থ্যসুন্দরপূর্ব্বকম্॥

(৮৩) সাত্বতোত্তম (৮৪) আত্রেয়ং (৮৫) কাশ্যপং
(৮৬) শৈঙ্গলাহ্বয়ম্।
(৮৭) ত্রৈলোক্যবিজয়ং (৮৮) যোগসিদ্ধাখ্যং
চৈব (৮৯) বাসবম্।
(৯০) রুক্মাখ্যম্ (৯১) আগ্নেয়ং (৯২) মার্কণ্ডেয়ক সংগ্রহঃ।
(৯৩) সনাতনকুমারাখ্যং (৯৪) বাসাখ্যং
(৯৫) বিষ্ণুসংহিতা।
(৯৬) সংহিতা চাতিবূর্য্যাক্ত (৯৭) ব্রহ্মরাদ্ভৈব সংহিতা।
(৯৮) সংবাদঃ শুকরুদ্রাখ্যামুখ্য-মাহেশ্বরাহ্বয়ম্।
(৯৯) হরাত্রেয়ক (১০০) সর্ব্বাখ্যং (১০১) বারাহ-
হিরিণ্যাহ্বয়ম্।
(১০২) সঙ্কর্ষণাখ্যং (১০৩) প্রদ্যুম্ন-সংহিতা
(১০৪) অর্কসংহিতা।
(১০৫) বাসুদেবং তথা (১০৬) নাম
(১০৭) গোবিন্দাখ্যং তথাপরম্।
(১০৮) প্রাচেতসাখ্যমিত্যেতাঃ শতমষ্টোত্তরং স্মৃতম্।

বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিভিন্ন সংহিতা দৃষ্ট হয়; যেমন—(১) ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের সংহিতা—জয়াখ্য, পাদ্ম প্রভৃতি; (২) আগম-সিদ্ধান্তের সংহিতা—সাত্বত, ঈশ্বর-সংহিতা প্রভৃতি; (৩) তন্ত্র-সিদ্ধান্তের সংহিতা—পৌষ্কর, পারমেশ্বর প্রভৃতি; (৪) তন্ত্রান্তর-সিদ্ধান্তের সংহিতা—লক্ষ্মীতন্ত্র, বিষ্ণুতিলক প্রভৃতি।

পদ্মতন্ত্রে (৪।৩৩।১২৭) সমস্ত পঞ্চরাত্র-সংহিতার মধ্যে (১) পাদ্ম, (২) সনৎকুমার, (৩) পারম, (৪) পদ্মোদ্ভব, (৫) মাহেন্দ্র ও (৬) কাপ—এই ছয়টি সংহিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'ঈশ্বর-সংহিতা'র ও 'পঞ্চরাত্র-রক্ষা'-রচয়িতা শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকাচার্য্যের উল্লিখিত (১) সাত্বত, (২) পৌষ্কর ও (৩) জয়াখ্য—এই তিনটি সংহিতাকে 'ত্রয়ত্রয়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চরাত্র-সংহিতার তালিকা

মাদ্রাজের 'আডিয়ার লাইব্রেরী' হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Introduction to the Pancaratra"-নামক পুস্তিকায় পঞ্চরাত্র-সংহিতার যে তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে ২১০টী সংহিতা এবং পৃথগ্‌ভাবে আরও কয়েকটি সংহিতার নাম পাওয়া যায়। ঐ তালিকাটী সম্পূর্ণ নহে। কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, বিষ্ণুতন্ত্র ও হয়শীর্ষ-সংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে যে-সকল সংহিতার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উহাতে মাতৃকাক্রমে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কপিঞ্জল-সংহিতায় ১০৬টী পঞ্চরাত্র-সংহিতার নাম, পদ্মতন্ত্রে ১১২টী নাম, বিষ্ণুতন্ত্রে ১৩১টী নাম, হয়শীর্ষ-সংহিতায় ৩৪টী নাম, নারদীয়-পঞ্চরাত্রে ৭টী নাম, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড, ১৩২ অঃ) ৫টী পঞ্চরাত্রের নাম এবং অগ্নিপুরাণে (৩৯শ অঃ) ২৩টী নাম পাওয়া যায়। আগম-প্রামাণ্যে শ্রীযামুনাচার্য্য-পাদ ৫টী সংহিতা, শ্রীভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ ৩টী সংহিতা (সাত্বত-সংহিতা, পরম-সংহিতা ও পৌষ্কর-সংহিতা), শ্রীবেঙ্কটনাথবেদান্তদেশিকাচার্য্য 'পঞ্চরাত্র-রক্ষা'য় ২৮টী সংহিতার এবং 'তত্ত্বমুক্তাকলাপে' ১টি আগম, ২টি তন্ত্র ও ৩টি সংহিতা মোট ৬টী পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপাদ 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে' ২৭টী সংহিতা ও ১০টী তন্ত্র একত্রে ৩৭টী এবং তৎকৃত 'বেদান্ত-ভাষ্যে' ৮টী সংহিতা ও ৫টী তন্ত্র মোট ১৩টী পঞ্চরাত্র-মূলক গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত, পুঁথির আকারে রক্ষিত এবং মুদ্রিত পঞ্চরাত্র-সংহিতা-গ্রন্থের নাম সংক্ষিপ্ত-মন্তব্য-সহ নিম্নে মাতৃকাক্রমে প্রকাশিত হইল।

	সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা সাত্বতস্কন্ধের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
১	অগস্ত্য, আগস্ত্য	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২।	অঙ্গিরাঃ, আঙ্গিরস	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৩।	অচ্যুত	বিষ্ণুতন্ত্র
৪।	অধোক্ষজ	ঐ
৫।	অনন্ত	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৬।	অনিরুদ্ধ	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৭।	অন্তর্য্যামি-সংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য

১। ইহার (১) 'অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ-সংবাদ' ও (২) 'অগস্ত্য-নারদ-সংবাদ'-নামও পাওয়া যায়; ২। পদ্মতন্ত্রে 'অঙ্গিরাঃ' ও বিষ্ণু-তন্ত্রে 'অঙ্গিরীষ' নাম পাওয়া যায়; ৫। সর্ব্বত্র 'অনন্তাখ্য' নাম আছে। কপিঞ্জল-সংহিতায় 'অনন্ত' ও 'বিষ্ণুতন্ত্রে' অনন্তমূর্ত্তি' নাম আছে। দ্রষ্টব্য—আনন্ত; শেষ।

সংহিতা, পঞ্চরাত্রাগম বা নারদপঞ্চরাত্রের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
৮। অথর্ব [অত্রি]	পদ্মতন্ত্র [দ্রষ্টব্য—আত্রি]
৯। অষ্টাক্ষর-বিধান	হয়শীর্ষসংহিতা, অগ্নিপুরাণ
১০। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা	পদ্মতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা, ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট
[আগস্ত্য-সংহিতা]	[দ্র—অগস্ত্য]
১১। আগ্নেয় [আগ্নিয়]	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—অগ্নিয়]
১২। আত্মসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৩। আত্রেয় * ,	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
[আনন্দ]	[দ্র—অনন্ত]
১৪। আনন্দ	হয়শীর্ষ-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ
১৫। আরুণ	ঐ
১৬। ইন্দ্ররাত্রসংহিতা	আগম-প্রামাণ্য
১৭। ঈশান	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৮। ঈশ্বর-সংহিতা	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, আগমপ্রামাণ্য, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
১৯। উত্তর-পার্শ্ব	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২০। উদয়	বিষ্ণুতন্ত্র
২১। উশনা-সংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
২২। উপেন্দ্র	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৩। উমা-মাহেশ্বর	পদ্মতন্ত্র
২৪। ঋক্ সংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
২৫। ঔপগায়ন [ঔপেন্দ্র]	পদ্মতন্ত্র [দ্র—উপেন্দ্র]

সংহিতা, পঞ্চরাত্রাগম বা নারদপঞ্চরাত্রের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
২৬। ঔশনস	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র
২৭। কণ্ব	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৮। কপিঞ্জল-সংহিতা	বিষ্ণুতন্ত্র
২৯। কর্ম্ম-তন্ত্র	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৩০। কর্ম্ম-সংহিতা	ঐ
৩১। কলিরাবণ [কাব]	পদ্মতন্ত্র [দ্র—কব]
৩২। কাত্যায়নীয়	পদ্মতন্ত্র
৩৩। কাপিল	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র
৩৪। কাম	বিষ্ণুতন্ত্র
৩৫। কামিকাগম [কারণতন্ত্র] [কার্ক্ষ্য]	পঞ্চরাত্ররক্ষা [দ্র—কামিকাগম] [দ্র—কৃষ্ণ]
৩৬। কালসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৩৭। কালিকী	বিষ্ণুতন্ত্র
৩৮। কাশ্যপ, কাশ্যপীয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র
৩৯। কাশ্যপোত্তর	
৪০। কূর্ম্ম	বিষ্ণুতন্ত্র
৪১। কৃষ্ণ, কার্ক্ষ্য	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৪২। কেশব [কৌমার]	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—কাম]
৪৩। কৌবের	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৪৪। ক্রতু	বিষ্ণুতন্ত্র
৪৫। ক্রৌঞ্চ [খগেশ্বর]	কপিঞ্জল-সংহিতা [দ্র—তার্ক্ষ্য, বিহগেন্দ্র, গরুড়]
৪৬। গণেশ	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র

১। অগ্নিপুরাণে—'অষ্টাঙ্গ' ; ১০। দুই খণ্ডে প্রকাশিত, মাদ্রাজ, ১৯১৬ : দ্র—ঈশান, সর্ব্ব, শিব ; ১১। পঞ্চরাত্র-রক্ষায় 'অগ্নিপ্রোক্ত-পঞ্চরাত্র' নাম। দ্র—পাবক, বাহ্নিক ; ১৭। দ্র—অহির্বুধ্ন্য, ঈশান, সর্ব্ব, শিব ; ১৮। প্রকাশিত, কাশী, ১৯২০ ; ১৯। কপিঞ্জল-সংহিতায়—গার্গ্য ; ২২। নামান্তর—'উপেন্দ্র-কণ্ব-সংবাদ' ; ২৪। ঋগ্বেদ নহে ; অনুষ্টুপ্-ছন্দে রচিত।

২৭। পদ্মতন্ত্র—'কার্ক্ষ্য' ; ২৮। শ্লোকোক্ত-অক্ষরে প্রকাশিত, ভিয়ক্কোবলুহু ; ৩৫। দ্র—কারণতন্ত্র, শৈবাগম ; ৩৮। দ্র—কাশ্যপোত্তর ; ৩৯। দ্র—কাশ্যপ ; ৪১। ২৭নং সংহিতার পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রতত্ত্বের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
৪৭। গরুড়	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষ-সংহিতা ও বিষ্ণুতন্ত্র
৪৮। গরুড়ধ্বজ [গারুড়]	বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—গরুড়]
৪৯। গার্গ্য	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা
৫০। গালব	হয়শীর্ষসংহিতা, অগ্নিপুরাণ
৫১। গোবিন্দ	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৫২। গৌতম, গৌতমীয়	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নারদীয়-পঞ্চরাত্র
৫৩। চিত্রশিখণ্ডিসংহিতা	পঞ্চরাত্ররক্ষা
৫৪। জনার্দ্দন	বিষ্ণুতন্ত্র
৫৫। জয়দত্ত	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৫৬। জয়াখ্যসংহিতা	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা
৫৭। জয়োত্তরসংহিতা	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা
৫৮। জাবাল	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৫৯। জামদগ্ন্য	বিষ্ণুতন্ত্র
৬০। জৈমিন, জৈমিনীয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৬১। জ্ঞান [জ্ঞানসাগর]	হয়শীর্ষসংহিতা [দ্র—জ্ঞানার্ণব]
৬২। জ্ঞানার্ণব	হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্মতন্ত্র অগ্নিপুরাণ
৬৩। জ্যোতিঃসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৬৪। তত্ত্বসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৬৫। তত্ত্বসাগর	পদ্মতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রতত্ত্বের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
৬৬। তত্ত্বমিকক্তি	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৬৭। তন্ত্রনির্ণয়	ঐ
৬৮। তন্ত্রপ্রকাশিকা	ঐ
৬৯। তন্ত্রমালা	ঐ
৭০। তন্ত্রসাগর	কপিঞ্জলসংহিতা
৭১। তন্ত্রসার	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৭২। তার্ক্ষ্য	কপিঞ্জলসংহিতা
৭৩। ত্রৈলোক্যবিজয়	পদ্মতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা
৭৪। ত্রিবিক্রম	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৭৫। ত্রৈলোক্যমোহন	হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
৭৬। ত্রৈলোক্যবিজয়	পদ্মতন্ত্র
৭৭। দক্ষসংহিতা	ঐ
৭৮। দত্তাত্রেয়	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৭৯। দধীচ	বিষ্ণুতন্ত্র
৮০। দামোদর	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৮১। দুর্গা	বিষ্ণুতন্ত্র
৮২। দুর্ব্বাসাঃ	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৮৩। দেবল	বিষ্ণুতন্ত্র
৮৪। ধানদীয়	পদ্মতন্ত্র
৮৫। ধর্ম্মসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৮৬। ধ্রুব	বিষ্ণুতন্ত্র
৮৭। নলকূবর,	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
৮৮। নামসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
৮৯। নারদ, নারদীয়	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ
৯০। নারসিংহ	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ

৪৭। দ্র—তার্ক্ষ্য, বিহগেন্দ্র, পক্ষী, খগেশ্বর; ৪৯। দ্র—উত্তরপার্গ্য; ৫০। হয়শীর্ষ-সংহিতায়—'পার্শ্ব-গালব' ও অগ্নিপুরাণে—'পার্গ্য-পালব'; ৫৬। প্রকাশিত, বরোদা, ১৯৩১; ৫৯। দ্র—জমদগ্নি; ৬৫। পঞ্চরাত্র-রক্ষায়—'তত্ত্বসাগর-গ্রন্থ'।

৭০। পঞ্চরাত্র-রক্ষায়—'তন্ত্রসাঙ্কিক'; ৭২। দ্র—গরুড়, পক্ষী, বিহগেন্দ্র, খগেশ্বর; ৮৯। প্রকাশিত 'নারদ-পঞ্চরাত্র' হইতে ভিন্ন।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রতন্ত্রের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
৯১। নারায়ণ, নারায়ণীয়	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য
৯২। নারায়ণ-তন্ত্র [নারসূত্রম]	শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য [দ্র—নরসূত্রম]
৯৩। নিত্য-সংহিতা [নৃসিংহ]	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য [দ্র—নারসিংহ]
৯৪। নৈকর্ত্ত	বিষ্ণুতন্ত্র
৯৫। পক্ষী	কপিঞ্জল-সংহিতা
৯৬। পঞ্চপ্রশ্ন	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা [পদ্মতন্ত্র] [দ্র—পাদ্মতন্ত্র]
৯৭। পদ্মনাভ	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
৯৮। পদ্মোদ্ভব	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, আগম-প্রামাণ্য, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
৯৯। পদ্ম (পরম)-পুরুষ [পরমতন্ত্র-নির্ঝর-প্রকাশ-সংহিতা]	পদ্মতন্ত্র [দ্র—প্রকাশ-সংহিতা]
১০০। পরম-সংহিতা	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, আগম-প্রামাণ্য, শ্রীভাষ্য, পঞ্চরাত্ররক্ষা
১০১। পরাশর	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম, বিষ্ণুতন্ত্র
১০২। পাণিনীয়	কপিঞ্জল-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১০৩। পাদ্মতন্ত্র, পাদ্ম-সংহিতা	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
১০৪। পারমেশ্বর	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম, বিষ্ণুতন্ত্র
১০৫। পারাবত [পারাশর্য্য]	কপিঞ্জল-সংহিতা [দ্র—পরাশর]
১০৬। পারিষদ	পদ্মতন্ত্র
১০৭। পাবক	কপিঞ্জল-সংহিতা
১০৮। পিঙ্গল	বিষ্ণুতন্ত্র
১০৯। পুত্রীকাক্ষ	ঐ
১১০। পুরাণ	হয়শীর্ষ-সংহিতা
১১১। পুরুষোত্তমতন্ত্র [পুলস্ত্য] [পুলহ] [পৃষ্টি]	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম, বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য [দ্র—পৌলস্ত্য] [দ্র—পৌলহ] [দ্র—কৃষি]
১১২। পৃশ্নি	
১১৩। পৈঙ্গল	পদ্মতন্ত্র
১১৪। পৌলস্ত্য	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম, বিষ্ণুতন্ত্র
১১৫। পৌলহ	কপিঞ্জল-সংহিতা ও বিষ্ণুতন্ত্র
১১৬। পৌষ্কর-সংহিতা	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, শ্রীভাষ্য, পঞ্চরাত্ররক্ষা
১১৭। প্রকাশ-সংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১১৮। প্রদ্যুম্ন	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম, বিষ্ণুতন্ত্র
১১৯। প্রবৃত্তসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১২০। প্রবৃত্তি-তন্ত্র	ঐ
১২১। প্রমাণ-সংহিতা [প্রশ্ন]	ঐ [দ্র—পঞ্চপ্রশ্ন ও শ্রীপ্রশ্ন]
১২২। প্রহ্লাদ	হয়শীর্ষ-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
১২৩। প্রাচেতস	পদ্মতন্ত্র
১২৪। প্রাণসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১২৫। বলতন্ত্র	বিষ্ণুতন্ত্র
১২৬। বার্হস্পত্য	পদ্মতন্ত্র
১২৭। বোধায়ন, বৌধায়ন	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
১২৮। ব্রহ্মসংহিতা বা ব্রাহ্মসংহিতা	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য, শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য, নারদীয়-পঞ্চরাত্র

৯৫। দ্র—গরুড়, তার্ক্ষ্য, বিহগেন্দ্র, খগেশ্বর ; ৯৬। দ্র—প্রশ্ন, শ্রীপ্রশ্ন ; ১০১। সর্ব্বত্রই 'পারাশর্য্য' নাম পাওয়া যায় ; ভেদেক-অক্ষরে প্রকাশিত, ব্যাঙ্গালোর, ১৮৯৮ ; ১০৩। দুইখণ্ডে প্রকাশিত, মেলকোট্, ১৯২৪।

১০৭। দ্র—আগ্নেয়, বাহ্নিক।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রচতুষ্টয়ের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
১২৯। ব্রহ্মনারদ	পদ্মতন্ত্র
১৩০। ভাগবত-তন্ত্র	শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য ও শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৩১। ভাগবত-সংহিতা	হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৩২। ভারদ্বাজ-সংহিতা	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
১৩৩। ভার্গব, ভার্গবীয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
১৩৪। ভার্গবীয়-তন্ত্র	শ্রীমধ্ব-কৃত বেদান্ত-ভাষ্য
১৩৫। ভূমি বা পৃষ্টিতন্ত্র	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৩৬। ভৃগুসংহিতা	পঞ্চরাত্ররক্ষা
১৩৭। মঙ্গল-সংহিতা	
১৩৮। মধুসূদন	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৩৯। মহাপুরুষ	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৪০। মহাপ্রাজ্ঞ	কপিঞ্জলসংহিতা
১৪১। মহালক্ষ্মী	ঐ
১৪২। মহাসংহিতা	শ্রীমধ্বকৃত বেদান্তভাষ্য ও শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৪৩। মহাসনৎকুমার	পদ্মতন্ত্র
১৪৪। মহীপ্রশ্ন [মহেন্দ্র]	ঐ [দ্র—মাহেন্দ্র]
১৪৫। মাৎস্য	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৪৬। মাধব	ঐ
১৪৭। মানব	বিষ্ণুসংহিতা
১৪৮। মায়ু-সংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৪৯। মায়া	বিষ্ণুতন্ত্র
১৫০। মায়া-বৈভব	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র, পঞ্চরাত্ররক্ষা
১৫১। মারীচি	পদ্মতন্ত্র
১৫২। মার্কণ্ডেয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৫৩। মাহেন্দ্র	ঐ

১৩২। তেলেগু অক্ষরে প্রকাশিত, মহীশূর; ১৪১। দ্র—লক্ষ্মী।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রচতুষ্টয়ের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
১৫৪। মূলসংহিতা	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র
১৫৫। মেদিনীপতি	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৫৬। মৈত্রেয়	ঐ
১৫৭। যৌবন	বিষ্ণুতন্ত্র
১৫৮। যজ্ঞমূর্ত্তি	বিষ্ণুতন্ত্র
১৫৯। যম, যাম্য	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৬০। যাজ্ঞবল্ক্য	ঐ
১৬১। যামলতন্ত্র [যাম্য]	প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় [দ্র—যম]
১৬২। যোগ	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র
১৬৩। যোগচন্দ্রিকা	পদ্মতন্ত্র
১৬৪। রাঘব, রাঘবীয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৬৫। লক্ষ্মীতন্ত্র	বিষ্ণুতন্ত্র, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়
১৬৬। লক্ষ্মী-নারায়ণ	ঐ
১৬৭। লক্ষ্মীপতি	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৬৮। লঘুবাস-সংহিতা	পঞ্চরাত্ররক্ষা
১৬৯। লাক্ষ্ম	বিষ্ণুতন্ত্র
১৭০। লোকসংহিতা [বরাহ]	শ্রীভাগবত তাৎপর্য্য [দ্র—বারাহ]
১৭১। বরাহমিহির [বসিষ্ঠ]	পদ্মতন্ত্র [দ্র—বাসিষ্ঠ]
১৭২। বসু [বহ্নি]	বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—বাহ্নিক]
১৭৩। বাশিশ	পদ্মতন্ত্র
১৭৪। বামদেব	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৭৫। বামন	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৭৬। বায়ু, বায়ব্য, বায়বীয়	ঐ
১৭৭। বারাহ-সংহিতা	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষ-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীমধ্বকৃত বেদান্তভাষ্য

১৫৮। দ্র—বারাহ; ১৬২। দ্র—বিষ্ণুযোগ; ১৬৫। দ্র—মহালক্ষ্মী; তেলেগু-অক্ষরে প্রকাশিত, মহীশূর, ইং ১৮৮৮; ১৭৩। দ্র—হয়শীর্ষ; ১৭৭। দ্র—যজ্ঞমূর্ত্তি।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা সাত্বতশাস্ত্রের নাম	কোন্ গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
১৭৮। বাদরি	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৭৯। বাদরী	পদ্মতন্ত্র
১৮০। বাসিষ্ঠ	কপিঞ্জল, হয়শীর্ষসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদীয়-পঞ্চরাত্র
১৮১। বাসুদেব	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৮২। বাহ্নিক	কপিঞ্জল-সংহিতা
১৮৩। বিমলসংহিতা	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৮৪। বিবিধি	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৮৫। বিশ্বসংহিতা	হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্মতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, ভাগবত-তাৎপর্য্য
১৮৬। বিশ্বাধি	হয়শীর্ষসংহিতা
১৮৭। বিশ্বামিত্র	কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র
১৮৮। বিষ্ণুতন্ত্র	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৮৯। বিষ্ণুতন্ত্র	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৯০। বিষ্ণুতিলক	পদ্মতন্ত্র
১৯১। বিষ্ণুযোগ	বিষ্ণুতন্ত্র
১৯২। বিষ্ণুরহস্য	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
১৯৩। বিষ্ণুবৈভব	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র
১৯৪। বিষ্ণুসংহিতা	বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
১৯৫। বিষ্ণুসদ্ভাব	পদ্মতন্ত্র
১৯৬। বিষ্ণুসম্ভব	বিষ্ণুতন্ত্র
১৯৭। বিষ্ণুসার	বিষ্ণুতন্ত্র
১৯৮। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র
১৯৯। বিষ্বক্সেন-সংহিতা	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন
২০০। বিহগেন্দ্র	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২০১। বৃহত্তন্ত্র	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য, শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য
২০২। বৃহৎসংহিতা	ঐ
২০৩। বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা	
২০৪। বৃহদ্রাঘব	কপিঞ্জলসংহিতা
২০৫। বৈকুণ্ঠ [বৈখানস-সংহিতা]	বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—বৈখানস-সংহিতা]
২০৬। বৈভব	হয়শীর্ষসংহিতা, অগ্নিপুরাণ
২০৭। বৈষ্যাস, ব্যাস	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২০৮। বৈশম্পায়নসংহিতা	
২০৯। বৈহায়স-সংহিতা	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২১০। ব্যাসতন্ত্র	শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
২১১। ব্যাস-সংহিতা	শ্রীমধ্বকৃত বেদান্তভাষ্য
২১২। ব্যোমসংহিতা	শ্রীমধ্বকৃত বেদান্ত-ভাষ্য, শ্রীভাগবততাৎপর্য্য
২১৩। শর্ব্ব	পদ্মতন্ত্র, বিষ্ণুতন্ত্র
২১৪। শাকটায়ন	বিষ্ণুতন্ত্র

১৮২। দ্র—আগ্নেয়, পাবক ; ১৮৪। হয়শীর্ষ-সংহিতায় —'বিশ্বাবতার' ; ১৮৯। নামান্তর —'ব্রহ্মবিষ্ণু-সংবাদ', 'ব্যাস-শৌনক-সংবাদ' ; ১৯০। 'ঋগেশ্বর-সংহিতা'র অংশ-বিশেষ বলিয়া কথিত ; প্রকাশিত, ব্যাসালোর, ১৮৯৬ ; ১৯১। দ্র—যোগ ; ১৯৩। দ্র—বৈভব। ১৯৫। নামান্তর—'বশিষ্ঠ-জাবালি-সংবাদ' ; প্রকাশিত, ত্রিবান্দ্রাম্, ১৯২৬।

১৯৮। পঞ্চরাত্র-রক্ষায় উল্লিখিত 'সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্র' দ্রষ্টব্য ; ২০০। দ্র—গরুড়, তার্ক্ষ্য, পক্ষী, খগেশ্বর ; ২০৩। প্রকাশিত, ত্রিবন্দ্রম, ১৯০৯ ; ২০৪। দ্র—রাঘব ; ২০৬। দ্র—বিষ্ণুবৈভব ; ২০৯। দ্র—তার্ক্ষ্য প্রভৃতি ; বিষ্ণুতন্ত্রে—'বৈখানস' ; ২১৩। বিষ্ণুতন্ত্রে —'শঙ্কর' ; দ্র—অহির্বুধ্ন্য, ঈশান, শিব।

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রতন্ত্রের নাম	কোন গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
২১৫। শাকলেয়, শাকল্য, শকলাহ্বয়	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২১৬। শাণ্ডিল্য, শাণ্ডিলীয়	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
২১৭। শাণ্ডাতপ-সংহিতা	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২১৮। শান্তি	বিষ্ণুতন্ত্র
২১৯। শিব	হয়শীর্ষ-সংহিতা
২২০। শুভপ্রশ্নসংহিতা	পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২২১। শুকতন্ত্র	পদ্মতন্ত্র
২২২। শুক্র	বিষ্ণুতন্ত্র
[শেষ]	[দ্র—অনন্ত]
২২৩। শৈব	নারদীয়-পঞ্চরাত্র
২২৪। শৈবাগম (কারণতন্ত্র বা কামিকাগম)	পঞ্চরাত্র-রক্ষা, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন
২২৫। সৌনক, সৌনকীয়	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
২২৬। শ্রী	বিষ্ণুতন্ত্র
২২৭। শ্রীকর-সংহিতা	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২২৮। শ্রীকালমহ-সংহিতা [শ্রীকৃষ্ণসংহিতা]	[দ্র—শ্রীকৃষ্ণ]
২২৯। শ্রীকর	কপিঞ্জলসংহিতা. বিষ্ণুতন্ত্র
২৩০। শ্রীনিবাস	বিষ্ণুতন্ত্র
২৩১। শ্রীপ্রশ্ন	কপিঞ্জল ও হয়শীর্ষসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ
২৩২। শ্রীবল্লভ	বিষ্ণুতন্ত্র
২৩৩। শ্বেতকেতু	ঐ
২৩৪। সংকর্ষণসংহিতা	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৩৫। সংবর্ত্ত	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র

সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্রতন্ত্রের নাম	কোন গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
২৩৬। সত্যসংহিতা	পদ্মতন্ত্র, হয়শীর্ষ-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য।
২৩৭। সদাবিষ্ণু	কপিঞ্জলসংহিতা
২৩৮। সনক	কপিঞ্জল-সংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৩৯। সনৎকুমার, সনৎকুমারীয়	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২৪০। সনন্দ	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৪১। সর্ব্বমঙ্গল [সাংবর্ত্ত]	বিষ্ণুতন্ত্র [দ্র—সংবর্ত্ত]
২৪২। সাত্বত-সংহিতা	হয়শীর্ষ-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য, শ্রীভাষ্য, পঞ্চরাত্র-রক্ষা।
[সানন্দ]	[দ্র—সনন্দ]
২৪৩। সামান্য	হয়শীর্ষ-সংহিতা
২৪৪। সারস্বত	বিষ্ণুতন্ত্র
২৪৫। সুদর্শন-সংহিতা [সূর্য্য]	[দ্র—সৌর]
২৪৬। সৌম্য, সৌম্য	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৪৭। সৌমন্তবসংহিতা	পঞ্চরাত্র-রক্ষা
২৪৮। সৌর	পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৪৯। স্কান্দ, কৌমার	কপিঞ্জলসংহিতা পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র, নারদীয়-পঞ্চরাত্র
২৫০। স্বায়ম্ভুব	হয়শীর্ষ-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ
২৫১। হংস-সংহিতা	

২১৯। দ্র—অহির্বুধ্ন্য, ঈশান, শর্ব্ব ; ২৩১। 'গ্রন্থ'-অক্ষরে প্রকাশিত, কুম্ভকোণম্, ১৯০৪)

২৩২। প্রকাশিত, কাঞ্চী, ১৯০২ ; ২৪৩। বিষ্ণুতন্ত্রে—'হয়গ্রীব' ; দ্র— বাশিষ্ঠ।

	সংহিতা, পাঞ্চরাত্রাগম ও ভাগবতগণের নাম	কোন গ্রন্থে উহাদের নাম আছে
২৪২।	কাশ্যপ-সাংমেশ্বর-সংহিতা	
২৪৩।	ঋষভেশ্বর বা ঋষভাক্ষ-সংহিতা	বিষ্ণুতন্ত্র, অগ্নিপুরাণ, পঞ্চরাত্ররক্ষ
২৪৪।	হরি-সংহিতা	বিষ্ণুতন্ত্র, শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য
২৪৫।	ভারীত	পদ্মতন্ত্র
২৪৬।	হিরণ্যগর্ভ	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্ম ও বিষ্ণুতন্ত্র
২৪৭।	হৃষীকেশ	কপিঞ্জলসংহিতা, পদ্মতন্ত্র

সংহিতা

'সংহিত' (সম্—হিত)-শব্দের অর্থ মিলিত বা সংগৃহীত। (১) বেদের সঙ্কলিত শাখা ও (২) মন্বাদি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহ সাধারণতঃ 'সংহিতা'-নামে প্রসিদ্ধ। অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ—এই ঊনবিংশতি সংহিতা 'স্মৃতিশাস্ত্র'। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে যাহা 'সংহিতা' নামে খ্যাত, তাহা বৈদিক সংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। 'সংহিতা'-শব্দের পরিবর্ত্তে অনেক সময় 'তন্ত্র' শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা বেদের বিস্তারক, তাহাই তন্ত্র ('তন্' ধাতু বিস্তারে)। তামস, রাজস ও সাত্বত-ভেদে ত্রিবিধ তন্ত্র দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগণের পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র, যাহা 'একায়ন বেদ' নামে খ্যাত, তাহা সাত্বততন্ত্র-বিশেষ। এই সকল সংহিতা বিভিন্ন অধ্যায়ে বা 'পটলে' বিভক্ত। পঞ্চরাত্রে বা সংহিতায় সাধারণতঃ ১০টী বিষয় বিবৃত হইয়াছে,—(১) চতুর্ব্যূহলিঙ্গাদি, (২) মন্ত্র, (৩) যন্ত্র, (৪) ন্যাসযোগ, (৫) যোগ, (৬) শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, (৭) প্রতিষ্ঠা-বিধি, (৮) সংস্কার-আহ্নিক, (৯) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও (১০) উৎসব।

পৌষ্কর-সংহিতার (৪০শ অধ্যায়) দ্বাদশ-সহস্র শ্লোক পর্য্যন্ত পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ গ্রন্থ 'সংহিতা'-নামে উক্ত হইয়াছে। (৩০১ পৃঃ দ্রঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত 'পারমহংস্য সংহিতা' বা 'সাত্বতসংহিতা' নামে খ্যাত। যদিও পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তথাপি পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত গুদ্ধভক্তির একই লক্ষণ বলিয়াছেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ 'আগম-প্রামাণ্যে' পঞ্চরাত্রের স্বতন্ত্র-প্রামাণ্য খণ্ডন, পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য সমর্থন, পঞ্চরাত্রের বেদ-বিরুদ্ধত্ব নিরসন, পঞ্চরাত্রীয়-দীক্ষাতন্ত্র বিমর্শন, শ্রীরঙ্গস্থলের উৎসবাদিসম্বন্ধীয় বিষয়ের বহুল নিরূপণ, বেদ ও পঞ্চরাত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য সমর্থন ও পঞ্চরাত্রের মহিমা বর্ণন করিয়া পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের একায়নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য একবাক্যে পঞ্চরাত্রের মহিমা গান করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র-বিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের হেতু, ইহা শাস্ত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামিপাদগণ সকলেই পঞ্চরাত্রের ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন। Dr. Schrader, Dr. R. G. Bhandarkar প্রভৃতির মতে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানামৃতসার' বা 'নারদ-পঞ্চরাত্র'টী অর্ব্বাচীন। কিন্তু লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিসে' রক্ষিত 'পৌষ্করসংহিতা'র যে প্রতিলিপি পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছেন, উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে পৌষ্করসংহিতায়াম্" ইত্যাদি পুষ্পিকা পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, পৌষ্কর-সংহিতা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেরই অন্তর্গত বা উহা হইতে অভিন্ন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রমাণসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। তবে 'নারদ-পঞ্চরাত্রে'র নাম করিয়া অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্ত্তিকালে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহা তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই।

পঞ্চরাত্রের সনাতনত্ব

পঞ্চরাত্রের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকগণ যে-সকল প্রমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আবাক্যিক-মতবাদ-পূর্ণ হওয়ায় সকলই 'আপেক্ষিক' ও 'আনুমানিক'। পাণিনির ও পতঞ্জলির সময়ে 'বাসুদেব-উপাসনা' বর্ত্তমান ছিল ('বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্'—অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮), বা মেগাস্থিনিসের বিবরণে শ্রীযমুনার

'বাসুদেব-উপাসনা'র কথা বিবৃত হইয়াছে; অথবা ভিন্সেণ্ট স্মিথের লিপিলিপিতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হেলিওডোরাস্ নামক গ্রীসদেশীয় ভাগবত 'গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ' নির্মাণ করিয়াছিলেন প্রভৃতি প্রমাণ হইতে যে পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রাচীনতা বা অর্বাচীনতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই পরিবর্তন-যোগ্য; কারণ, এখনও পৃথিবীর সমস্ত লিপিলিপি বা প্রাচীন গ্রন্থভাণ্ডার নিঃশেষে আবিষ্কৃত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য আনুমানিক বা আপেক্ষিক প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া সুধীগণ শব্দপ্রমাণকে স্বীকার করেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৭), শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১), শ্রীমদ্ভাগবতে (দ্বাদশস্কন্ধে ও শান্তিপর্বে) যে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে শ্রীনারায়ণ-মুখোদ্গীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী—তাহাই 'উপনিষদ্' —তাহাই 'বেদ'। আপ্তবাক্য-বিশ্বাসী দিব্যসূরিগণ সকলেই একবাক্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের 'সনাতনত্ব' কীর্তন করিয়াছেন। ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে 'সাত্বত'-শব্দের প্রয়োগ আছে এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১) 'পঞ্চরাত্র-সত্রের' উল্লেখ আছে। * 'সাত্বত' ও 'পাঞ্চরাত্রিক' পর্যায়-শব্দ।

শ্রৌতপন্থী ও তর্কপন্থিগণ এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে শ্রৌত-প্রণালীতে ও তর্কপন্থায় নানাপ্রকার বিচার করিয়াছেন। নিম্নে সেইসকল শ্রৌত-পন্থী মহাজন ও তর্কপন্থী আধ্যাত্মিক-গণের এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদির কতিপয় নাম উল্লিখিত হইল।

কতিপয় শ্রৌত-শাস্ত্র ও শ্রৌত-পন্থী মহাজনের নাম

অগ্নিপুরাণ, আগম-প্রামাণ্য (শ্রীযামুনাচার্য), উত্তর-রামায়ণ, কৌর্মপুরাণ, কৌষীতকী-উপনিষদ্, গোবিলভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, জয়সংহিতা, তাৎপর্যচন্দ্রিকা (শ্রীবরদাচার্য), তাৎপর্যরক্ষা (শ্রীবেদান্ত-দেশিক), তাৎপর্যসিদ্ধাঞ্জন (শ্রীবেদান্ত-দেশিক), পঞ্চরাত্র-রক্ষা (শ্রীবেদান্ত-দেশিক), পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন (শ্রীমধ্বাচার্য), ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষদ্, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভাগবত-তাৎপর্য (শ্রীমধ্বাচার্য), মহানারায়ণোপনিষদ্, মহাভারত (আশ্বমেধিকপর্ব, শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম—নারায়ণীয়), মুক্তিকোপনিষদ্, যোগ-যাজ্ঞবল্ক্য, বরাহপুরাণ, বাসুদেবোপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, বৈষ্ণব-তোষণী, শতপথ ব্রাহ্মণ, শ্রীভাষ্য, ষট্‌সহস্রী, সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, স্কন্দপুরাণ, হরিভক্তিবিলাস।

পাশ্চাত্যভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ-সমূহে বাহিরেকভাবে পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইসকল পুস্তকের অধিকাংশই আধ্যাত্মিকচিন্তাস্রোত-অবলম্বনে লিখিত; সুতরাং মনোধর্মময় মতবাদে পূর্ণ। ইহাদের পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধে বর্ণনা ও নিন্দা উভয়ই মনোধর্ম বলিয়া শুদ্ধ তত্ত্ববিদ্‌গণ-কর্তৃক অগ্রাহ্য।

1. Age of the Veda and Tilaka's Orion (Jacobi). Ind. Anti. xiii, 1894, p. 218. 2. Alwargal Kalanilai (Tamil) by M. Raghava Aiyengar. 3. Besnagar (Pillar) Inscription —B. B. R. A. S. xxiii, p. 104; J. R. A. S., 1909, p. 1053 (Marshall); Do, p. 1089 (Fleet & Barnett); Do. 1910, p. 817 (Fleet); Ind. Anti., 1911, p. 13 (Bhandarkar). 4. Comparative Studies in Vedantism (Mahendranath Sircar), Oxf. Univ. Press. 5. Das Sastitantra (Schrader), Z. D. M. G., 68. 6. Development of Early Hindu Iconography (Macdonell), J. R. A. S., 1916. 7. Divine Vasudeva different from Ksatriya Vasudeva (K. B. Pathak), B. B. R. A. S, xxiii, p. 96. 8. Early History of the Spread of Vaisnavism in South India (Dr. S. K. Aiyengar). 9. Geschichte des Buddhismus (Kern), vol. i, p. 17. 10. Ghosundi Inscription—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. vi, p. 77; Journal A. S. B., 56, (1887-88), (Kaviraj Samaldas and Dr. Hoernle). 11. Gleanings from Bhaktamala (Grierson), J. R. A. S., 1910, pp. 108. & 370. 12. History of Sanskrit Literature (Winternitz), vol. i. 13. History of the Tamils (P. T. Srinivasa Aiyengar). 14. Incarnation Indian (Jacobi), E. R. E., vol. vii. 15. History of Indian Philosophy (Das Gupta), vol. i. 16. Introduction to Pancaratra (Schrader),

* 'স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ।'—শতপথ-ব্রাহ্মণ (১৩।৬।১); ঐতরেয় ৩।২৪।৮, ৮।১৪।৩। শতপথ ১৩।৪।৩।১

Adyar Library, Madras. 17. Kashmir Saivism (J. C. Chatterjee), Kashmir Series. 18. Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect (Hemchandra Ray Chaudhuri), Cal. Univ. 19. Mathara Vrtti (S. K. Belvalkar), Bhandarkar Commemoration Volume. 20. Monotheistic Religion of Ancient India (Grierson)—Transactions of the Third Congress of the History of Religions, vol. ii. 21. Nanaghat Inscription of Queen Nayanika (Buhler), Arch. Survey of Western India,, vol. v, p. 74. 22. Narayaniya (translated by Grierson), Ind. Anti., vol. xxxvii (1908). 23. Narayaniya and the Bhagavatas (Grierson), Ind. Anti. xxxvii, p. 253. 24. Notes on Tulsi Das (Grierson), Ind. Anti., xxii, p. 266 (1893). 25. Notes on the Moksadharma Section of the Santiparvan of the M. B. (N. B. Utgikar) —Proceedings of the Fourth Oriental Conference. 26. Note on Vasudeva (A. Govindacarya), Ind. Anti., 1910, p. 319. 27. Orion (B. G. Tilak). 28. Pancaratra or Bhagavata Sastra (Govindacarya), J. R. A. S., 1911, p. 935. 29. Report of search of Sanskrit Mss. during 1883-84 (Collected Works of R. G. Bhandarkar). 30. Sattvatas or an interesting folk-movement and the light it throws on Indian Culture (Dr. S. K. Aiyengar)—Proceedings of the Second Oriental Conference, Calcutta. 31. Some Problems in Sanskrit Literature (Winternitz). 32. 'Tato Jayam Udirayet' (Dr. Sylvain Levi), Bhandarkar Commemoration Volume. 33. The Krsna Problem (S. N. Tadpatrikar), Annals of the B. O. R. I., Poona, vol. x. 34. The Traditional Author of the Vedanta Sutras—Badarayana or Krsna Dvaipayana(V.V. Mirashi), Ditto. 35. Vaikhanasa Dharma-Sutra, Text and Introduction (Rangacari), Ramanujacarya Oriental Institute, Madras. 36. Vaisnavism, Saivism and other minor Religions of India (Bhandarkar). 37. Vasudevic Cult (L. D. Barnett)—Transactions of the Third Congress of the History of Religions, vol. ii, p 48. 38. History of Sanskrit Literature (C. V. Vaidya), vol. I.

পঞ্চরাত্রের স্বতঃসিদ্ধ-প্রামাণ্য

বেদ যেরূপ নির্দ্দোষ পুরুষের উপদেশ, শ্রীনারায়ণ-প্রোক্ত পঞ্চরাত্রও সেইরূপ নির্দ্দোষ পুরুষের উপদেশ। 'আগম-প্রামাণ্যে' শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—'বেদমূলকত্ব-হেতু পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্যের আবশ্যকতা নাই; বেদের প্রমাণ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, পঞ্চরাত্রের প্রমাণও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং পঞ্চরাত্র বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ নহে।' বেদ ঈশ্বরের উপদেশ বলিয়া যেরূপ প্রমাণ, পঞ্চরাত্রও সেইরূপ। যেরূপ বসিষ্ঠস্মৃতি ও মনুস্মৃতি—এই উভয়ের মধ্যে এক স্মৃতির প্রামাণ্যের জন্য অন্য স্মৃতির প্রমাণের অপেক্ষা করে না, বেদ ও পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধেও সেই বিচার। শ্রীযামুনমুনি বলেন,—'প্রচ্ছন্ন তার্কিকগণের মতে বেদ-বিরুদ্ধ হইলে পঞ্চরাত্রকে অপ্রমাণ জ্ঞান করিতে হইবে।' তাহা হইলে ত অপর পক্ষও বলিতে পারেন,—'পঞ্চরাত্র-বিরুদ্ধ হইলে বেদই বা কেন অপ্রামাণিক হইবে না?' অতএব কুতর্কের দ্বারা বেদ বা পঞ্চরাত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। ইহারা উভয়েই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-প্রমাণ-রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

আগম-প্রামাণ্যে শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ প্রচ্ছন্ন তার্কিকগণের নানারূপ কুতর্ককে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তার্কিকগণের আর একটি পূর্ব্ব-পক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন,—"বেদে 'পঞ্চকাল-উপাসনা'র কথা নাই, কিন্তু পঞ্চরাত্রে আছে; সুতরাং পঞ্চরাত্র বেদবিরুদ্ধ।"

আর এক তার্কিক বলিতেছেন,—'শ্রীবাসুদেব বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন না। অপর কোন বাসুদেব-নামে ঠগ এই পঞ্চরাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' আবার আর এক তার্কিক বলেন,—'এমনও হইতে পারে, শ্রীনারায়ণই লোক-রক্ষার নিমিত্ত পঞ্চরাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।'

শ্রীযামুনাচার্য্য তার্কিকগণের এইরূপ অনুমানমূলক মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন,—"হে তার্কিক, তুমি যেমন 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' শ্রুতিকে নির্দ্দোষ-জ্ঞান-জনক-হেতুরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর, তদ্রূপ পঞ্চরাত্রও নির্দ্দোষ-জ্ঞান-জনক-হেতুরূপে প্রমাণ।"

এখানে তার্কিক বলেন,—"যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এই উক্তিতে পর্ব্বত প্রসিদ্ধ, কিন্তু বহ্নি অপ্রসিদ্ধ

পদার্থ, তদ্রূপ তোমার পঞ্চরাত্রও অপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং পক্ষই হইতে পারে না। কারণ, পঞ্চরাত্র বলিয়া কোন প্রকৃত বস্তুই নাই, যাহাতে তাহাকে পক্ষ করা যাইতে পারে।"

ইহার উত্তরে শ্রীযামুনাচার্যপাদ বলিতেছেন,—"আচ্ছা, তোমার নিকট যখন পঞ্চরাত্রের কোন প্রকৃত বাস্তবতাই নাই, তখন কেমন করিয়া তাহাতে অপ্রামাণিকতা স্থাপন করিতে চাহ ? যদি প্রামাণ্য থাকে, তবেই ত তাহাকে দুষ্ট করিবে ; যেখানে প্রামাণ্যই নাই, সেখানে কাহাকে দুষ্ট করিবে ?"

তার্কিক বলেন,—"পঞ্চরাত্র বেদবাহ্য বলিয়া অবৈদিক, বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ন্যায় অপ্রামাণিক।" শ্রীযামুনাচার্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"অপ্রামাণ্য দুই প্রকার। যাহাতে কোন জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, তাহা মূকবাক্যাদিবৎ অপ্রামাণিক ; কিন্তু পঞ্চরাত্র-পাঠে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইহা স্বীকার না করা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। সংশয়াত্মক বাক্যও অপ্রামাণিক হয়। 'পরমস্যো চতুর্ব্যূহং পুরুষোত্তমস্য পুরুষোত্তমম্'—এই বাক্যে সন্দেহ নাই, ইহা স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে। হে তার্কিক, তুমি যে হেতু দিয়াছিলে—পঞ্চরাত্র বেদ-বাহ্যত্বহেতু অপ্রামাণিক, তাহার উত্তরে বলিতেছি—গরুড়াদি ত বেদভিন্ন, সুতরাং তোমার যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহা ত বেদ-বিরুদ্ধ।"

সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বেদের সমস্ত শাখার সার বা তাৎপর্যরূপ পঞ্চরাত্র উপদেশ করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রকে বেদমূলক শাস্ত্রও বলা যায়, আবার বেদের স্বতন্ত্র প্রমাণ বা পরমাপ্ত-বাক্যও বলা যায়।

একমাত্র মোক্ষমার্গই পঞ্চরাত্র। এইজন্য ইহার নাম 'একায়ন'—এক (অদ্বিতীয়)+অয়ন (পথ বা মার্গ)। শ্রীশঙ্করাচার্য 'একায়ন'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'নীতি-শাস্ত্র'। 'একায়ন'-শব্দের অর্থ 'নীতিশাস্ত্র' হইতে পারে না ; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।২) 'ক্ষাত্রবিদ্যা'-শব্দটি আছে। ক্ষাত্রবিদ্যার অন্তর্গতই নীতিশাস্ত্র ; 'ক্ষাত্রবিদ্যা' বলিয়া পুনরায় 'নীতিশাস্ত্র' বলিলে দ্বিরুক্তি-দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শঙ্কর-ভাষ্যে 'ক্ষাত্রবিদ্যা'র অর্থ 'ধনুর্বেদ' করা হইয়াছে ; কিন্তু ক্ষাত্রবিদ্যা কেবল ধনুর্বেদ নহে, সমগ্র রাজনীতি-শাস্ত্রই ক্ষাত্রবিদ্যার অন্তর্গত।

পাঞ্চরাত্র-বিরোধি-মতবাদ-খণ্ডন

অদ্বৈতসর্বস্বমোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য 'শারীরক'-ভাষ্যে পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-সিদ্ধান্ত লইয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা হইতে কএকটী বিষয় সংগ্রহ করা যায়,—(১) ভাগবত-গণের অপর নামই 'পাঞ্চরাত্রিক'। 'তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরন্তরো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ-তত্ত্বম্। স চতুর্ব্যূহাত্মা প্রবিভক্তা সংস্থিতো বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপেণ স্বয়মাত্মা স্বাত্মরূপেণ প্রত্যগাত্মস্বরূপেণাবস্থিতঃ ব্যূহ-রূপেণ চ' (২.২।৪২)— ভাগবতগণ মনে করেন, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরন্তর, জ্ঞানস্বরূপ ও পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-ব্যূহরূপে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত এই চতুর্ব্যূহ-সিদ্ধান্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। (২) শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ পাঞ্চরাত্রিক-গণের এই ব্যূহ-সিদ্ধান্ত এবং বাসুদেব বা নারায়ণের পরাৎ-পরত্ব শ্রুতি-সঙ্গত ও ইহা যে নিরাকরণীয় নহে, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন ; যথা—"যোঽসৌ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোঽনেকধাত্বাবস্থাধিগতত্বাৎ।"—ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির অতীত, 'পরমাত্মা'-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্বাত্মা, তাহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ নহে এবং 'তিনি একধা, ত্রিধা প্রভৃতি হন' ইত্যাদি শ্রুতি-বচন হইতেও পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থানের কথা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পরমাত্মার চতুর্ব্যূহ-রূপে অবস্থান শ্রুতি-বিরুদ্ধ নহে। (৩) পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রধান সিদ্ধান্ত যে পঞ্চকাল-উপাসনা, তাহাও শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ শ্রুতি-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—"তত্র ভগবতোঽভিগমনাদিলক্ষণযোগেনন্য-প্রয়োজনস্যৈকান্তিকস্যাত্যন্তিকস্য চ তদুপাসনস্য ন প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। শ্রুতি-স্মৃত্যোরীশ্বর-প্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ।" অর্থাৎ, পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে যে নিরন্তর সেই বাসুদেব ভগবানের অভিগমনাদি-পঞ্চক (অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ) আরাধনায় নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া তৎপর হইবে, ইহাও নিরাকৃত হইতেছে না। কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতি—উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বরের প্রণিধান প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ পঞ্চরাত্রের ব্যূহসিদ্ধান্ত, পঞ্চরাত্রের পঞ্চকাল-উপাসনা, পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীবাসুদেবের পরাৎপরত্ব ও অনাদিত্ব প্রভৃতি মূল বিষয়গুলি স্বীকার করিয়াছেন ; কেবল অদ্বৈত-সৃষ্টি-মোহনের জন্য যাহা পঞ্চরাত্রের বা কোন সাত্বতশাস্ত্রের আদৌ সিদ্ধান্ত নহে,

ঐরূপ কতকটা মহাকে পাঞ্চরাত্রিকগণের মত বলিয়া নিজের ভাষায় (ইহাই অসুর-মোহনের কৌশল) রচনা করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতেরই, অর্থাৎ আসুর-মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। যাহা পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্তই নহে, অর্থাৎ যাহা অসুরগণের সিদ্ধান্ত, অসুরমোহনাবতার আচার্যপাদের দ্বারা তাহার খণ্ডন দেখিয়া পাঞ্চরাত্রিকগণ দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়াছেন এবং যাহাতে কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ সেই খণ্ডন দেখিয়া ভ্রান্ত না হন, তজ্জন্য শ্রীযামুনাচার্য 'আগম-প্রামাণ্যে', শ্রীরামানুজাচার্য 'শ্রীভাষ্যে', শ্রীমধ্বাচার্য 'তত্ত্ব প্রকাশিকায়' শ্রীকেশব ভট্ট 'কৌস্তুভ-প্রভা'য়, শ্রীল গোস্বামিপ্রভু 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে', শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'ঐতিহ্যভাগবত-সন্দর্ভে' (শ্রীশঙ্করাচার্যের ঐ খণ্ডন যে পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্তের খণ্ডন নহে এবং পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত যে বেদবিরুদ্ধ নহে,—বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে যাহারা 'জীব' মনে করে এবং পঞ্চরাত্রকে যাহারা 'বেদ' হইতে ভিন্ন মনে করে) সেই বেদবিরুদ্ধ মতই যে শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ কৌশলে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ 'শারীরক'-ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ক্রমঃ। ন বাসুদেব-সংজ্ঞকাৎ পরমেশ্বরাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞস্য জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদি-দোষ-প্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, তত্ত্বশ্চ নৈষাঞ্চ ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ।" (শ্রীব্রহ্মসূত্র ২।২।৪২)

অনিত্যত্বাদিদোষগ্রস্ত বলিয়া 'বাসুদেব'-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে 'সঙ্কর্ষণ'-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না।

"কর্তৃজীবাৎ সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক-মুৎপদ্যতে, কর্তৃতশ্চ তস্মাদনিরুদ্ধ-সংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমাত্রেণাধ্যবসিতুং শক্যম্। ন চৈবমস্তি শ্রুতিমূলত্বাদ্গম্যতে।" (শ্রীব্র ২।২।৪৩)

'সঙ্কর্ষণ'-নামক কর্তৃ-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্তৃতত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও পাওয়া যায় না।

"তথাপি তাত্র চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদি-ভাবেনাভি-প্রেয়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্বে জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বলবীর্যাতেজোভিরৈশ্বর্যাবৈশ্বরিতা অত্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্বে নির্দোষা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মাদ্যুক্তঃ যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যাদিসম্ভবো দোষঃ প্রাগ্নোতীতি, অত্রোচ্যতে। এবমপি তদপ্রতিষেধ উৎপত্ত্যাদিসম্ভবস্য প্রতিষেধ-প্রাপ্নোত্যেব। অন্যথোৎপত্ত্যাদিসম্ভবো দোষঃ পরকারান্তরেণোদ্ভাবিতপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবদয়মভিপ্রায়ঃ,পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তদাধর্ম্যাপো, নৈষামৈশ্বর্যাদ্যুক্তত্বমবগম্যতীতি, তত্রোহনেকেশ্বর-কল্পনানর্থক্যম্, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্যসিদ্ধেঃ। সিদ্ধান্ত-হানিশ্চ—ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায়ঃ—একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো বৃহত্তত্ত্ব-বর্ণাশ ইতি, তথাপি তদ্বস্তু এবোৎপত্ত্যাদিসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য,অভিন্নত্বাভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য-কারণয়োরভিন্নদেশেন, যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যভিন্নদেশে কার্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবা-দিষেকৈকস্মিন্ সর্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্যাদি-ভাবতস্তারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্বে যাহা নির্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈষাং ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যানিয়মো-ব্যভিচরেৎ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ।" (শ্রীব্র ২।২।৪৪)

ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীব-ভাবাধিষ্ঠ নহেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি-ও ঐশ্বর্যশক্তি-যুক্ত, বল, বীর্য ও তেজঃ-সম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যাদিসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এইপ্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যাদিসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্য প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধর্মা ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন; কেন-না, এক ঈশ্বর স্বীকার

করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় দ্বিত্বাপত্তানিদোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেন-না, কোনও-রূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য কারণে-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-গুণতম্য-কৃত ভেদ মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মাত্র করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যাক পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্-ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।

"বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিভেদ-কল্পনাদিলক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মা এবৈতে ভগবতো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ।" (শ্রীভা ২।২।৩৪)

ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে গুণগুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন,—জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ, এই সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ব্যূহ ভিন্ন হইলেও তাঁহারা আত্মা ও ভগবান বাসুদেব।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের খণ্ডন যে পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের খণ্ডন নহে, তাহা শ্রীরামানুজাচার্য্য-ভগবৎপাদ শ্রীভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে শ্রীভাষ্যের কিয়দংশ ও তাহার মর্ম্মানু-বাদ প্রদত্ত হইল,—

"কপিলাদিতন্ত্রসামান্যেন ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়স-সাধনাববোধিনি পঞ্চরাত্রতন্ত্রেঽপ্যয়মাশঙ্কাদোষো নিরাক্রিয়তে। তত্রৈবমামনন্তি—'পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাৎ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নলক্ষণং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে' (পরমসংহিতা)। ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া।

অত্র জীবতোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে। প্রত্যুতো হি জীবস্যানাদিত্বং বদন্তি 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' (কঠ ১।২।১৮) ইত্যাদ্যাঃ।" (শ্রীভাষ্য ২।২।৩৯)।

"সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নলক্ষণং মনো জায়তে', ইতি কর্ত্তৃঃ জীবাৎ করণস্য মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো, মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' (মুণ্ড ২।১।৩) ইতি পরমাদেব ব্রহ্মণো মনোলোহপ্যুৎপত্তিশ্রুতেঃ। অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎপ্রতি-পাদনাদপ্যস্য তন্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যতে ইতি।" (শ্রীভাষ্য ২।২।৪৫)।

"যা-মকাং পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে, বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদি। সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্ম-ভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরস্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ায়ামন্যতা-মিদং চোদ্যম্— যজ্জীবোৎপত্তিবিরুদ্ধাদিহিতম্'— ইতি। বাসুদেবাখ্যাৎ পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিত-সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্দ্ধা অবস্থিতমিতি, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া। যথা পৌষ্করসংহিতায়াম্—

'কর্ত্তব্যবেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্যতে।
ক্রমাগতৈঃ স্ব-সংজ্ঞাভির্ব্যূহৈরাগমবিদ্ভিঃ ৮'

ইত্যাদি। তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাসুদেবাখ্য-পর-ব্রহ্মোপাসনমিতি; সাত্বত-সংহিতায়ামুক্তম্—

'ব্রাহ্মণানাং হি সর্ব্বজ্ঞ-বাসুদেবাখ্য-যাজিনাম্।
বিবেকঃ পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ ৪' ইতি।

তস্মাদ্ বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণ-ষাড়্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্ম-ব্যূহ-বিভব-ভেদ-ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা অভ্যর্চ্চিতং সমাক্ প্রাপ্যতে। বিভবার্চ্চনাদ্ব্যূহং প্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত ইতি বদন্তি। বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদি-প্রাদুর্ভাবগণঃ, ব্যূহঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্দ্ধা। সূক্ষ্মং তু কেবলষাড়্‌-গুণ্য-বিগ্রহং বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্ম। যথা পৌষ্করে—

'যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অমাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা ৯' ইত্যাদি

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহ-রূপত্বাৎ 'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্যৈ-বাশ্রিত-বাৎসল্য-নিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-সংগ্রহরূপ-জন্মানোঽস্তীতি-বাদানাং তদ্ভক্তিবাধি-দোষ-প্রামাণ্যাপ্রতিষেধ ইতি। তত্র জীব-মনোঽহঙ্কারতদ্বাদাশ্রয়বিষ্টাহারাঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ,

ইতি ভেদাভেদে 'জীবাদি'-শব্দৈরভিধানমবিরুদ্ধম্ ; যথা আকাশ প্রাণাদি শব্দৈঃ ব্রহ্মণোঽভিধানম্।" (ঐ ২।২।৪১)

"সৃষ্টিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে ; যথোক্তং পঞ্চরাত্র-সংহিতায়াম্—

'অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া।
দ্বিতীয়া কল্পিতা ক্ষেত্রং প্রকৃতেরপবর্গতঃ॥
ব্যক্তিরূপেণ সঙ্কর্ষণাদ্যাস্তু পুরুষস্য চ।
ন জন্মাদিসমুদ্ভূতং পরমার্থেন বিদ্যতে॥' ইতি

এবং সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ হি পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব। তন্ত্র-মন্ত্রণাদি-ব্যবহারস্তু লোক-বেদয়োর্জীবস্য যথোপপদ্যতে, তথা 'নাত্মা শ্রুতেঃ' (শ্রীঃ ২।৩।১৮) ইত্যত্র বক্ষ্যতে। অতো জীবস্যোৎপত্তিস্তন্ত্রাদি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাক্যানিমিত্তা প্রামাণ্য-শঙ্কা দূরোৎসারিতা।" (ঐ ২।২।৪২)

'ভগবদ্ভক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে—পরম-কারণ ব্রহ্ম-স্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ'-নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না ; কেননা, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। 'চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না' (কঠ ১।২।১৮),—এই বাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন ; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবের আকৃতিতেই উক্তি হইয়াছে (৪২ পৃঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ 'পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-সকলের উৎপত্তি হয়'—ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে 'পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি'—এতাদৃশ শ্রুতি-বচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে ; অতএব এই বাক্য শ্রুতি-বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ পৃঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহাদের পরব্রহ্মত্বের বিদ্যমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়া-বন্ধযোগ্যরূপে অভিহিত নহেন—ইহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ার অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধ কথা অভিহিত হইয়াছে',—এইরূপ অপশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ—

যিনি আশ্রিত-ভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আশ্রিত ও দয়শ্রেষ্ঠীয়তার জন্য চারি প্রকারে অবস্থান করেন ; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—'যে-স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত 'সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনাদ্বারে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বত সংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবপু, সর্ব্ব, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদযুক্ত এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ-দ্বারা জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সমগ্ররূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহপ্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে,—এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্মকে পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল ; কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহবিশিষ্ট। "তিনি প্রাকৃতের দ্বারা জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন'—ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ। আশ্রিত-বাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেন বলিয়া তদ্বিরোধক এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার—এই তত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইঁহাদিগকে যে 'জীবাদি'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন, 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ পৃঃ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে যেহেতু পরমসংহিতায় কথিত আছে,—'অচেতন পদার্থসমূহ সর্গাদি বিকারযোগ্য চেতনই কর্ম্মীদিগের ক্ষেত্র, ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিবশে; উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্রতন্ত্রে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরম সংহিতার উক্ত হইয়াছে,—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত', অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৫৫ পৃঃ)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ তাঁহার অবৈদপ্রকৃতির শিষ্যসমূহকে বঞ্চনা করিবার জন্য আর একটি হাস্যাস্পদ-যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাদারা অবৈদপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রকে বেদবিরোধী মনে করিয়া প্রজ্ঞান-বেদনিন্দক ও সাত্বতশাস্ত্রের নিন্দাকারী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশঙ্কর-স্বামীর যুক্তি এই,—"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽনভিজ্ঞা শাণ্ডিল্য ইবং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ, তন্নিন্দাসম্ভবাৎ বক্ষ্যমাণেতি সিদ্ধম্।" (শাঙ্কর ২।২।৪৫)।

'শাণ্ডিল্য বেদচতুষ্টয়ে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে বেদনিন্দা দর্শন-হেতু ভাগবতদিগের উক্ত কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহাই সিদ্ধ হইল।

শ্রীশঙ্কর-স্বামীর এই উক্তি খণ্ডন করিয়া শ্রীরামানুজ-আচার্য্য-ভগবৎপাদ নিজভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—'শাণ্ডিল্য চারিবেদে পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন', ইহাতে যদি বেদের নিন্দা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতেই যে শ্রীসনৎকুমারকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—'সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তিতি।' (ছা ৭।১।৩)। 'হে ভগবন্! আমি বেদমন্ত্রবিৎ হইয়াছি বটে, কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই; আমার আত্মার অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকার হয় নাই। আমি ভবাদৃশ মহদ্গণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিদ্ ব্যক্তিই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। আমি শোকার্ত্ত, আপনি আমাকে শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন।'

মন্ত্রবিৎ ও আত্মবিৎ শ্রীনারদের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে,—**শ্রীনারদ বেদচতুষ্টয় পাঠ করিয়াও আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন নাই বলিয়াছেন, তাহা হইলে কি শ্রীনারদ বা ঐ সকল শ্রুতিমন্ত্রও বেদবিরুদ্ধ?**

কৃষ্ণ বিদ্যার প্রশংসার জন্যই ঐরূপ শ্রুতিতে শ্রীনারদের শান্তি না পাওয়ার কথা আছে; যেমন বেদে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নিন্দা কেবল উক্ত যজ্ঞের প্রশংসার জন্যই।

সংক্ষেপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিলে এই পাওয়া যায়,— 'বাসুদেব' হইতে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক জীব, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মন ও প্রদ্যুম্ন হইতে 'অনিরুদ্ধ'-নামক অহঙ্কারের জন্ম হয়, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রিকগণের এই মত বেদবিরুদ্ধ।

বস্তুতঃ কোনও কালে ভাগবতগণের ইহা মত নহে; ভাগবতগণ বাসুদেব-নামক আদিব্যূহকে চিদ্বিষ্ঠাতা, তাঁহার বিলাস সঙ্কর্ষণকে সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ মায়াধীশ, সঙ্কর্ষণের বিলাস প্রদ্যুম্নকে বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ও প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি অনিরুদ্ধকে মন বা অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহারা সকলেই মায়ী বা মায়াধীশ, কেহই অণুচৈতন্য বা বিভিন্নাংশ জীব নহেন। সঙ্কর্ষণের অংশাংশ কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষণপ্রভাবে জীবের প্রকাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-পারমহংস্য-সংহিতায়, মাধবীয় সাত্বততন্ত্রে বা পঞ্চরাত্রে, শ্রীলঘুভাগবতামৃতে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সকল সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলে সমবয়সী ও ঈশ্বর—এইরূপ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়।

ভাগবতগণ কখনও বেদবিরোধী বহুঈশ্বরবাদী নহেন। শ্রীবাসুদেব অচিন্ত্য-মহাশক্তির দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইয়াও আপনাকে বিভিন্ন বিলাসমূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন। "ও পূর্ণমদঃ

পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে', 'সর্বাত্ম শক্তিবিবেদের ভবতে' ইত্যাদি শ্রুতি ইহার সমর্থন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে শাণ্ডিল্য ঋষি নাম না করিয়া শাকরাদের যে সম্প্রদায় হইয়াছিলেন বলায় শাকরায়নিক-গণের উক্ত কল্পনা বেদবিরুদ্ধ', ইহাও পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। 'চাবিবেদপাঠেও জীবের মুক্তি স্থিরীকৃত না হওয়ায় শ্রীনারায়ণ বেদব্যাসরূপে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন', এইরূপ বলায় ব্রহ্মসূত্র বেদবিরুদ্ধ নয়,—অথবা শ্রীব্যাসদেব বেদবিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই, কিংবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২।৪৫) 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥' —অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! বেদ ত্রিগুণাত্মক; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।' শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি থাকায় শ্রীগীতা বেদবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের উত্তরে শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীলঘুভাগবতামৃতে 'চতুর্ব্যূহ'-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৮৮-৮৩ শ্লোকে) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের 'মহাবপু'-নামক বিখ্যাত মূলচতুর্ব্যূহের মধ্যে এই **বাসুদেব আদিব্যূহ** এবং **চিত্তে উপাস্য**; যেহেতু ইনি **চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা** এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত (শ্রীভাঃ ৪।৩।২৩)। শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার বপুঃ অর্থাৎ বিলাস; **সঙ্কর্ষণকে** দ্বিতীয় ব্যূহ এবং **সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও** বলিয়া থাকে। অন্যান্য পারমেষ্ঠ্য পূর্ণ শরীরের শুদ্ধ কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য; তিনি অহঙ্কারে স্বীয় আধারশক্তি বিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংব্যক্তি রুদ্র এবং অধর্ম, মৃত্যু, অসুর ও অশুভদিগের অন্তর্যামিরূপে জগতের সংহার-কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই **সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্ত্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন**। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী উপযুক্ত-বর্ণে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোনস্থানে তপ্তজাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির বিধান এবং স্বীয় প্রাণ-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতৃ, সমস্ত প্রজাপতি, বিশ্বাসুরক দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং **কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে** সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। **চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি**। মনীষিগণ **মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা** করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম, মনু, দেবতা ও মনোভিমানের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। **যোগশাস্ত্রে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শঙ্কিকা (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সম্প্রদায় পক্ষ-পাতের সম্ভব।

২।২।৪২ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-তত্ত্ব, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভূচৈতন্য, যাবতীয় সাকৃতানাকৃত সর্গের কারণ;—অণুচৈতন্য, বিভিন্নাংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

২।২।৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিকুণ্ঠতত্ত্বের সাদৃশ্যের বিষয় 'ব্রহ্ম-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" অর্থাৎ 'দীপ-রশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

ভাগবতগণ শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহুঈশ্বর-বাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই মানেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহাশক্তি-মত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য-ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্"; "স্বেতরেতরবিভেদাদ্বয়ং নেষ্যতে বিদুষে কিঞ্চিৎ" (কূর্ম-পুরাণ)। তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, গুণতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিকৃতি বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে

পারে না। তাঁহারা একই অধ্যক্ষজ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্তু; শ্রুতি প্রমাণ—'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" (বৃ আ ৫।১)। আত্মরূপ বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ নির্বিশেষকে পঞ্চরাত্রাদীপ শ্রীকৃষ্ণ্যের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎ-সমন্বয়-বাদীর দৃষ্টা প্রধান ও নিতান্ত স্বপক্ষ-বিরোধমূলক নাস্তিকাবাদমাত্র। আত্মরূপ বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব—একপাদ-বিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্ভূতি, সুতরাং প্রাকৃত, ইহার সহিত চিদচিতের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্য-জ্ঞান বা প্রধান—মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই গুণাতীত। যথা ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু ও মুক্ত জীবের গুণ কখনই স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণের সংস্পর্শ নাই, সেই পরম-তত্ত্ব আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন্।" যথা সেই শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ,—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।" পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও —"যে ধর্ম্ম, যে-সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণ-পরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে-সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অনাখ্যা-অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিত-শক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ। (শ্রীভা ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য)

শ্রীব্রহ্মসূত্রের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে (শ্রীব্র. সূ. ২।২।৩৫) শ্রীকেশব-ভট্ট-প্রণীত 'কৌস্তুভপ্রভা'-নাম্নী টীকায় পঞ্চরাত্র-বিষয়ে পরমত-নিরাসের যুক্তিগুলির বিগর্হণ করা যাইতেছে—

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, এই উভয় বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র নিয়ামক, যেহেতু ঐ উভয়ই একমাত্র শাস্ত্রগম্য। তাহাতে বেদমূলক প্রমাণই শিষ্টজনের গ্রাহ্য এবং তদ্ভিন্ন প্রমাণ অপ্রমাণ ও ত্যাজ্য, ইহাই সমস্ত প্রমাণজ্ঞের অভিমত। পঞ্চরাত্র যে শ্রুতিমূলক, তাহা তত্তন্নামরূপে শ্রীবেদব্যাসসূত্রকার স্বয়ং শ্রীমহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুধিষ্ঠিরের 'সিদ্ধিলিপ্সু বর্ণাশ্রমিগণের উপায়'-জিজ্ঞাসার উত্তরে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিতার উল্লেখপূর্ব্বক শেষে বলিলেন—শতসহস্রসংখ্যক ভারতের আখ্যান হইতে বিচারবল-মন্থন-দণ্ডসংযোগে যদি হইতে ঘৃতের ন্যায় এই স্তব উদ্ধৃত হইল। যেমন দধির নবনীত, মানবকুলের ব্রাহ্মণ, বেদসমূহের আরণ্যক, ওষধির অমৃত, তেমনই এই চতুর্বেদসূক্ত ও সাংখ্য-যোগসম্বলিত মহোপনিষদ্। ইহাই পঞ্চরাত্র-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহাই পরম-মঙ্গল, ইহাই ব্রহ্মবস্তু। ইহা ঋগাদি বেদচতুষ্টয়-কর্ত্তৃক পরিবেষিত ও প্রধান প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাই অনুশাসন।

ইহার অপ্রামাণ্য প্রমাণের অভাবহেতু নহে; কারণ, শাস্ত্রে কৃতিপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। আবার ভারতাদিতে নিষেধ না পাওয়ারও অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। তবে কোথাও কোথাও কূর্ম্ম-পুরাণাদিতে নিষেধসূচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে শঙ্কার কারণ নাই। কারণ, ভারতাদির বিরুদ্ধ স্মৃতিগুলিকে অস্বীকার করা হয় নাই। সূত্রকারের প্রতিজ্ঞা-বাক্যও এইরূপ, যথা—যাহা ভারতে আছে, তাহা অন্যত্রও আছে; যাহা ইহাতে নাই, তাহা অন্যত্রও নাই। সকল শিষ্টজনই ভারতকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণ করায় তাহার কোন অংশেরই অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা করিতে হইবে না। নতুবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও অপ্রামাণিকতার আপত্তি উপস্থাপিত হয়। অতএব কূর্ম্ম-পুরাণাদির বাক্যে মোহজনক শাস্ত্রাদির সহিত পঞ্চরাত্র-শব্দদ্বারা অপর কোন কল্পিত শাস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আরও নারায়ণীয়ে পঞ্চরাত্রে প্রতিপাদ্য-নির্ণয়-বিষয়ে উপায়-স্বরূপ "উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি"—এই ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা অনবদ্যসিদ্ধান্ত-রূপে প্রতিপাদন করায় পঞ্চরাত্রের শ্রেষ্ঠপ্রামাণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে উপক্রম ও বৈশম্পায়নের উত্তরে ও শ্রীভীষ্মদেবের উপদেশে উপসংহাররূপে একবাক্যতাই প্রদর্শিত হইয়াছে, শতসহস্রার পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস-বচন, অপূর্ব্বতা, শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণ-লাভরূপ মোক্ষফল ও ঐ শাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রশংসারূপ অর্থবাদ বহু নারায়ণীয়-বাক্যের প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আবার ব্রহ্মেশ-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন সমগ্র অধ্যায়েই "সৃষ্টিকল্পে শ্রীনারায়ণ হইতে এই শাস্ত্রের আবির্ভাব এবং পাঞ্চরাত্র-প্রাচুর্যে তিরোভাব" বর্ণন করিয়া সম্প্রদায়-পারম্পর্যে ইহার প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অনন্তর পাঞ্চরাত্রিক-পদ্ধতিতে নিষ্ঠাবান্ সাধুগণের অপর ক্রিয়াপরায়ণ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য-দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে শ্রীনারায়ণের শ্রেতদ্বীপ-পতির প্রতি উপদেশ এবং এই মার্গাবলম্বিগণের শ্রেষ্ঠত্বাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শ্রীনারায়ণের ও তাঁহাদের উপাসনার সাধন-গ্রহণাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রিকমার্গে প্রবিষ্ট বৈষ্ণবগণের ও তদপেক্ষা একান্তিগণের পরম-প্রাপ্য শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মলাভ অন্য-পথাশ্রিতগণের পক্ষে একেবারেই অলভ্য প্রমাণিত করিয়া শ্রীব্যাসকর্তৃক বেদ-বিস্তারার্থ প্রণীত ভারত-সংহিতার বহু-স্থলের বাক্যদ্বারা পাঞ্চরাত্রিক বিচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বেদান্তসূত্রের তর্কপাদে ইহার তর্কসমতা নিরাস করিয়াছেন।

আবার পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপিত কপিলাদি মতের অস্ত্রান্ততা ও আপ্ত-প্রামাণ্য-বিষয়ে ভারতে উল্লেখ দেখাইয়া তাহার খণ্ডনরূপে গৌতমের শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধতা ও ঈশ্বরের কেবল-নিমিত্ত-কারণতা প্রভৃতি পরমতের বিপরীত কল্পনা প্রভৃতিদ্বারা দোষ দেখাইয়া নিরাকরণ করিয়াছেন। তবে সাংখ্যাদি শাস্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্যাজ্য নহে, তাহাদের স্বরূপমাত্রের গ্রহণীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনন্তর শ্রুতির উপস্থাপিত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে জীব, মন ও অহঙ্কার-রূপত্বের সম্ভাবনা নিরাসপূর্ব্বক ব্যূহতত্ত্ব ও ঐতিহ্যের অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু তত্তন্নামে পরিচয়াদি পৌষ্কর-সংহিতা প্রভৃতির বচনদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই চতুর্ব্যূহের উপাসনাই যে পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি-পুরাণাদির বচনবলে অধিকারক্রমে ভক্ত-গণের পরব্রহ্ম বাসুদেবের আরাধনা দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্যতা এবং অচেতন বস্তুতে অধিষ্ঠাতৃদেবগণের শক্তিতে ও অন্তর্য্যামিত্বদ্বারা চেতন-বস্তুতে আবেশের নির্দ্দোষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য

পঞ্চরাত্র-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে-সকল বিষয় আলোচিত হইল, তদ্ব্যতীত আচার্য্যগণ অদ্বৈত-মতখণ্ডনের জন্য আরও নানাপ্রকার শাস্ত্রবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্বতত্ত্বিদ্‌বিৎ শ্রৌত-মহাজনগণ সকলেই পঞ্চরাত্র বা একায়ন-বেদকে শ্রীভগবৎ-প্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তামসিক বা তামসিক তন্ত্র—যাহা বিদ্ধ শাক্ত-মতবাদের উপজীব্য, তাহা সাত্বতাচার্য্যগণ কেহই শ্রৌত-শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

এই প্রবন্ধে পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের যে একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী পাঞ্চরাত্রাগমের নাম প্রকাশিত গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

(২৫৮) ঋষিরাত্র, (২৫৯) কর্কসংহিতা, (২৬০) কুক্কাসর, (২৬১) বনমীয়, (২৬২) পাদ্মতন্ত্র, (২৬৩) প্রতিষ্ঠাতন্ত্র, (২৬৪) মন্দর, (২৬৫) যোগবিন্দু, (২৬৬) বৃহৎপাদ্ম।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পঞ্চরাত্র-সংহিতাগ্রন্থ বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে। কোন কোন গ্রন্থ লুপ্তও হইয়াছে। অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। বেদের ন্যায় পঞ্চরাত্র বা একায়ন-বেদও বিপুল। এজন্য ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরহরি সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের নিগূঢ় রহস্যের সার-স্বরূপ পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকে একায়ন-শ্রেয়োঽর্থিগণের জন্য বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। যদিও পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত—এই দুইটী দ্বারা ভক্তিপথাবলম্বি-গণের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চননিষ্ঠ ও ভাগবতগণ ভজননিষ্ঠ বলিয়া জানা যায়, তথাপি উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা উদ্দেশ্য-ভেদ নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ ভাগবতত্বলাভের জন্য অর্চ্চন করেন। প্রপত্তি বা শরণাগতিই পাঞ্চরাত্রিক আচার্য্যগণের কাম্য। পূর্ণ শরণাগতির কথাই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন।

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় 'গৌড়ীয়ে'র সঙ্কীর্তন-যজ্ঞোৎসবের দ্বাবিংশ-বর্ষ পূর্ণ হইল। এই দ্বাবিংশ-বর্ষব্যাপী কীর্তনযজ্ঞ বিচিত্রতায় 'বৈজয়ন্তী' উড্ডীন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছে। এই যজ্ঞোৎসবের বিঘ্ন-বিনাশার্থ বহুপরিকর অবৈষ্ণব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ সময় সময় যে তাণ্ডব-নৃত্য না করিয়াছে, এমন নহে; কিন্তু আচার্যবর্গের অতিমর্ত্য ভজনাদর্শের আভাসেই যজ্ঞে বিঘ্নকারিগণের সমস্ত চেষ্টা অনায়াসে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে শিখিবার ও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে। বহির্মুখ ব্যক্তিগণও, মনে হয়, আচার্যবর্গের এই ঐশ্বর্য্য-লীলার 'কিরণ-লেশে'র দ্বারা মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা অন্তর্মুখ, তাঁহারা এই কীর্তনযজ্ঞোৎসব-প্রত্যেকাশ্রমের মধ্যে আচার্যবর্গের যে-সকল অবকনাময়ী করুণা-মাধুরী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে নিত্য আকৃষ্ট।

শ্রীশ্রীআচার্য-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন 'গোমুখী ধারা'র ন্যায় প্রবাহিত হইলেও তাহাতে নব নব বিচিত্রতা-মাধুরী প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক আচার্যের কীর্তন-গঙ্গা হইতে যে সাহিত্য-লহরাবলী উত্থিত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন বর্ণে, রূপে ও বিচিত্রতায় উজ্জ্বল। শ্রীশ্রীগোস্বামিবৃন্দের গ্রথিত সাহিত্যাবলী হইতে শ্রীকবিকর্ণপুরের সাহিত্য, তাহা হইতে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সাহিত্য, আবার শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর গৌড়ীয়-সাহিত্য, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সাহিত্য, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সাহিত্য, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের সাহিত্য ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সাহিত্যে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা প্রকাশিত আছে। শ্রীগোস্বামিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-প্রচার ও তদনুগ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সংকীর্তন-প্রচার, অন্য দিকে শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীজাহ্নবা-গ্রামবাসিগণের কীর্তন-প্রচার এবং কুমারহট্ট-বাসিগণের প্রচারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা আছে। এই বিচিত্রতার মধ্যে বিরোধ নাই, কিন্তু আছে—ঐকতানময় বৈশিষ্ট্য-সৌষম্য। অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাকে যাহারা বিরোধ মনে করে, তাহারা অত্যন্ত জড়-ভেদবাদী—আত্যন্তিক—অপরাধী। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগণ্ডে অবস্থিত শ্রীশ্রীজীব প্রভুর কীর্তন-প্রচারের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা আছে, তাহাকে কতকগুলি প্রাকৃত সাহসিক ও আধাক্ষিক সাহিত্যিক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সহিত বিরোধ মনে করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃতকলুষ-চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীজীব প্রভু নিত্যকালই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সহজ-কৈঙ্কর্য্য-লৌকর্য্যের স্বপনস্থী বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বোত্তম আরাধনা করিতেছেন; কেবল ভক্তদ্বেষিগণই শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেই সৌন্দর্য্যের কণা দর্শন করিতে না পারিয়া অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কীর্তন-প্রচারের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে, তাহা বিরোধ নহে, ঐকতানময় বিচিত্র বিলাস, যাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে —শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধরকে নিত্য আকৃষ্ট করিতেছে। আচার্যবৃন্দের কীর্তনের মধ্যে যদি এই বিলাস-বৈচিত্র্য না থাকিত, তবে তাহা 'সরাগ-বক্তা'র 'রাগবৈষম্য' বা মধুরমুগ্ধে লোহিত বায়সের কৃত্রিম নৃত্যের ন্যায় লোকরঞ্জনা-কারক অভিনয় হইত, তাহাতে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্তন-রাসোৎসব হইত না।

'গৌড়ীয়' প্রায় মুগ্ধ যুগ বা পাশ্চাত্যাব্দী কাল যে কীর্তন-যজ্ঞ প্রকট করিয়াছেন, সেই যুগের মধ্যেও বিচিত্রতা আছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কীর্তন-প্রচার-যুগের মধ্যেও বিচিত্রতা ছিল। 'গৌড়ীয়ে'র প্রাথমিক যুগে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও 'শ্রীধামবিরোধি-মতবাদ'-সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন, প্রাকৃত-সাহসিক-মত-নিরসন-কল্পে সুতীব্র সমালোচনা এবং 'সম্বন্ধ'-জ্ঞানের বিঘ্ন-প্রশোধন-কল্পে 'সাধ্য'-জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার পরবর্ত্তী যুগে শুদ্ধভক্তিমত-বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ প্রভৃতির নিরসন ও ভজনরাজ্যের ইঙ্গিত-প্রধান-কল্পে যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অন্তর্ধানের 'গৌড়ীয়ে'র যে যুগ পঞ্চদশ বর্ষের উত্তরার্দ্ধ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও অষ্টাদশ

বর্ষ হইতে আর একটী কীর্ত্তন-বৈচিত্র্যগত যুগ-বৈচিত্র্য এবং তৎপরে বিংশ বর্ষে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীভক্তি-সম্বর্ত্ত-ব্যাখ্যার আলোক-কিরণ-কণ-সম্পাতে উদ্ভাসিত কীর্ত্তন-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 'গৌড়ীয়ে'র যুগ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। একবিংশ বর্ষে শ্রীভক্তি-সম্বর্ত্তের কীর্ত্তনানুপ্রবণ হইতে দ্বাবিংশ বর্ষের কীর্ত্তনানুপ্রবণের বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়ের 'যুগ-বৈশিষ্ট্য' প্রকট করিয়াছে। সাধকের চিত্তবৃত্তিতে যে বিরহ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়া বাস্তবসত্যের দিকে প্রগতি প্রকাশ করে, তাহা হইতে সঙ্ঘের মধ্যে সংকীর্ত্তনের মাধুর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য পরিদৃষ্ট হয়। একবিংশ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র প্রচারের পর 'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের 'অধিকার-নির্ণয়ে'র যে শ্রৌত-উপদেশ-মূলে প্রচেষ্টা, সেই 'কষ্টি-পাথরে'র মধ্যেও চরিত্রতা ও বাস্তবতা পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাও দ্বাবিংশ বর্ষের গৌড়ীয়ের একটী বৈশিষ্ট্য। যদিও দ্বাবিংশ বর্ষ গৌড়ীয়ের বাহ্য কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়াছে, তথাপি ইহাতে শ্রীশ্রীআচার্যবর্য্যের কীর্ত্তন-বদান্যতা-প্রবাহ হইতে সমাহৃত অনেক রত্নের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বক্তা', 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি', 'প্রচার ও কীর্ত্তন', 'পরিক্রমা-পরিষৎ', 'কি ভাবে চলিব?', 'নক্ষ ও ধৃতি' 'শ্রীগুরু-পাদপদ্ম', 'আলেখ্য ও আলুত্য', 'প্রয়াণকালে শ্রীহরিজন' প্রভৃতি প্রবন্ধাদি সঙ্ঘের চিত্তবৃত্তিতে শ্রীশ্রীআচার্যবর্য্যের 'বাণী-বিদ্যুৎ-রশ্মি'র যে শক্তি-কণা সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা সহস্র সহস্র জড়তাপন্ন, নিখিল, অভক্তাদু, কপটী, মৎসর, অপরাধী, অনিষ্ণুক ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক গ্রাহকগণের নিকট বহুল-প্রচারের ভজনাক্ষেপ অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া কোটি-গুণ অধিক মঙ্গলের বিস্তার করিয়াছে।

"বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমিগণের বেষাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানে"র প্রচার ও আচার কেবল যে বাহ্য পোষাকের পরিবর্ত্তনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাদ্বারা সাধকের সমগ্র গতিময়ী চিত্তবৃত্তিরই অধিকতর কষ্টি-পরীক্ষা হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যবর্য্যের আনুগত্যে ও পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের সেবাব্যস্ততায় মাসাধিকব্যাপী সংকীর্ত্তনোৎসব এবং শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব তাঁহাদের বাণী ও লীলা-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগদাধর-ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর তিরোভাবোৎসব শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যবর্য্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিষয়ক ভজনগীতি-কীর্ত্তন ও শ্রীহরি-কথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়মণ্ডলে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন হইতে গৌড়ীয়-মিশনের পরিক্রমা-পরিষদের সেবোদ্যোগে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই শ্রীশয়ন-একাদশী। যাদশী বা পূর্ণিমা হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ।

২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর, ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই শ্রীশ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর ও ২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব। শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথি-বাসরে শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন।

১৫ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই হইতে মাসাধিক-কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীভাগবত-মহোৎসব। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যবর্য্যের কৃপায় শ্রৌতপন্থী গৌর্বাসীর মধ্যেই বিস্তৃত-সূচী-সহ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হইবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবতোৎসবের পঞ্জী স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োবিংশ বর্ষের প্রারম্ভ হইতে যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যবর্য্যের একান্ত শাসন-গর্ভে অবস্থিত থাকিয়া 'গৌড়ীয়ে'র সেবায় নব-শক্তি, নব-বল ও নব-উৎসাহে সঞ্চারিত হইতে পারি, তজ্জন্য শ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের 'বিশ্বম্ভরা' কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা
ইং ১৪.৭।৪৪

বিপুলসম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৪ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই, সোমবার হইতে ১৭ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্র-রাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব ও গৌড়ীয়-মিশনের পরিচর্য্যা-পরিষদের সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীনারদীয়-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিললোক-মঙ্গলার্থ মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে পরিচর্য্যা-পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পত্রী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীসজ্জন-কিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

১৩ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই, সোমবার	শ্রীপবিত্রারোপিণী একাদশীর উপবাস।
১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট, মঙ্গলবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব।
১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট, শুক্রবার	শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
২৩শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট, শুক্রবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, শনিবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট, সোমবার	শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
৮ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
২ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, শুক্রবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৪৯তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্যতিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব।
১১ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
১৪ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস।
১৫ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	শ্রীবামনদ্বাদশী ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-উৎসব। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৬ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষড়ধিক-শততম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত মহোৎসব; পৌষ্টপদী পৌর্ণমাসী; সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে—ভক্তিপ্রবোধালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।
রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* দৈবাদুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।